CONTENTS

Wednesday, the 24th December, 2003

CONTENTS

Wednesday, the 24th December, 2003

Friday, the 26th December, 2003

Monday, the 29th December, 2003

Thursday, the 30th December, 2003

iii) Reference Notice were given by the Hon'ble
Members Shri Samir Dab Sarkar and Shri Sudhan Das,
regarding progress of the Sramik Sahayaka Prakalpa.

Shri Fayzur Rahaman Hon'ble Minister, made a
statement in this regard.

iv) Reference Notice given by the Hon'ble
Member Shri Gopal Ch. Roy, regarding 13th
Machines are out of trace from the Industry Department.

Shri Pabitra Kar, Hon'ble Minister, made a statement in this regard.

v) Reference Notice were given by the Hon'ble Members
Shri Madhab Ch. Saha and Shri Sachindra Deb Barma,
regarding achievement in growth rate on Milk,
Meat and Eag in the state

Shri Narayan Rupini, Hon'ble Minister, made a
statement in this regard.

i) Calling Attention Notice were given by the
Hon'ble Members Shri Sahid Choudhury and
Shri Sudhan Das, regarding two night gaurds
(D.R.W) staffs murdered in the Sonamura agriculture office at night

Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister made a
statement on this matter.

ii) Calling Attention Notice were given by the
Hon'ble Members Shri Amitabha Datta and
Shri Basudeb Majumder, regarding progress of the
nine scheduled programme of the Social Welfare
and Social Education in the State

Shri Manik Dey, Hon'ble Minister, made a
statement in this regard.

ii) Calling Attention Notice given by the Hon'ble Members Shri Nagendra Jamatia, regarding Alleged that a number of the young Tribal boy by the Police personel and raised a fake encounter.

Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister, replied on that demand.

iv) Calling Attention N... e were given by the Hon'ble Members Shri A... itabha Datta and Shri Prasanta Debbarma, regarding the progress of Co-operative Society of the Gomoti diary Milk distributor.

v) Calling Attention Notice given of by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch Roy, ...garding State Govt. would be inc...ase the advertisement rate of the news papers.

i) Short Discussion was raised by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia alleged that, Police tortured and harass in the Tribal belt areas.

The following Minister and Members took part in the discussion

1) Shri Nagendra Jamatia.
2) Shri Animesh Deb Barma.
3) Shri Ratanlal Nath.
4) Shri Manik Sarkar, Chief Minister

ii) Short Discussion Notice given by the Shri Ratanlal Nath, Hon'ble Leader of the Opposition, regarding Huge number of women torture in the state.

The following Members took part in the discussion.

1) Shri Ratanlal Nath, Hon'ble Leader of the Opposition.
2) Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Wednesday, the 24th December, 2003.

PRESENT.

Shri Ramendra Ch. Deb Nath, Speaker in the Chair, The Deputy Speaker, The Chief Minister, 17 Ministers and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ - মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

এর পূর্বে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করে জানাচ্ছি যে তিনটার বেশী সাপ্লিমেন্টারী না করার জন্য। কারণ অনেক মাননীয় সদস্য সুযোগটা পান না যারা প্রশ্ন কর্তা তাদের সুবিধার জন্য বলছি। যদি ইম্‌র্পটেন্ট মেটার হয় তাহলে আর একটা বড়জোর করতে পারেন। এটা এক্‌সেপশন্যাল কেইসে করতে পারবেন। এই ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং ১

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চেন নং - ১

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে জন্ম ও মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যায়),
২) রাজ্যে বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা অনুপাতে) এবং
৩) রাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষ অনুপাতে মহিলার জনসংখ্যার হার কত?

১) রাজ্যে বর্তমানে জন্মের হার ১৬ এবং মৃত্যুর হার ৫.৬ (প্রতি হাজার জন সংখ্যায়)।
২) রাজ্যে বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হাব ৩৯ প্রতি হাজার জনসংখ্যায়।
৩) রাজ্যে প্রতি হাজাব পুরুষ অনুপাতে মহিলার জন সংখ্যার হার ৯.০৫ জন।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জন্ম এবং মৃত্যুর যে হার দিয়েছেন এটার জাতীয় যে হার, তুলনায় সেটা কম কিনা এটা জানাবেন কিনা এবং এটা আমাদের রাজ্যের গ্রামে এবং শহরের জন্ম এবং মৃত্যুর হারের ফারাক দেওয়া যাবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ স্যার, আমাদের স্টেটের যে পরিসংখ্যানটা আমি দিয়েছি এটা এভাবে আলাদা করে নেই। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এটার জাতীয় যে হার আছে তার চাইতে অনেক ভাল অবস্থায় আছি আমবা। ন্যাশনাল সেম্পল সার্ভে যেটা হয় সেই সূত্র থেকে সর্বশেষ যে পরিসংখ্যানটা হয়েছে তাতে দেখা যায় জন্মের হার জাতীয় গড় হচ্ছে ২৬.১ এবং আমাদের রাজ্যে হচ্ছে ১৬। মৃত্যুর হার অনুরূপভাবে জাতীয় গড় ৮.৭, আমাদের রাজ্যে ৫.৬।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে জানা আছে কিনা যে মাতৃত্বকালীন অথবা প্রসূতিকালীন মৃত্যুর হার সেটা আমাদের রাজ্যে কত এবং এর আগে যেটা দেখলাম যেহেতু হাজারে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা জানা যে রাজ্যে ভ্রুণ হত্যা অথবা ভ্রূণের লিঙ্গ নিধারণ যেগুলি বে-আইনি সেটাকে বন্ধ করার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমাদের রাজ্যে জন্মকালীন মায়ের মৃত্যুর হার প্রসূতিকালীন অবস্থায় জাতীয় গড়ের চাইতেও আমরা ভাল অবস্থানে আছি। যেখানে ন্যাশনাল এভারেজ হচ্ছে প্রতি হাজারে ৪.৩৭, আমাদের এখানে হচ্ছে ৪। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি এবং সেই সম্পর্কে ইতিমধ্যে ভারত সরকার যে আইন করেছেন সেটা চালু হয়ে গেছে। এটা আমাদের রাজ্যের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন নার্সিং হোম থেকে শুরু করে এমন কি আমাদের সরকারী হাসপাতালগুলিকেও ব্যবহার করে বে-আইনিভাবে এই সমস্ত ভ্রূণ হত্যা এইগুলি নানান জায়গায় চলছে। এটাকে বন্ধ করার জন্য এবং আইনগত এখন পর্যন্ত বলা যাবে এই ভ্রূণ হত্যার সঙ্গে জড়িত এমন কারোর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমাদের কাছে এই রকম কোন অভিযোগ সরাসরি আসেনি। যদি এই রকম নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসে নিশ্চয় দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরাজেশ্বর দেববর্মা।

শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা (টাকারজলা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২

প্রশ্ন

১) বর্তমানে টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও নার্স আছে কি,

২) এই হাসপাতালে রেডিওগ্রাফী অপারেটর কতজন আছে, এবং

৩) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও রেডিওগ্রাফী অপারেটর না থাকিলে কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে?

১) বর্তমানে টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতালে তিনজন ডাক্তার, দুইজন নার্স এবং ছয়জন এ.এন.এম. কর্মরত আছেন।

২) বর্তমানে টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতালে কোন রেডিওগ্রাফার নেই। দপ্তরে রেডিওগ্রাফার এর সংখ্যা খুবই কম। সব জায়গায় রেডিওগ্রাফার দেওয়ার মত অবস্থা নেই।

৩) নতুন পদ সৃষ্টি করার একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। আশা করা যায় ৩-৪ মাসের মধ্যে ডাক্তার নার্স এবং প্যারামেডিকেল সার্ভিসে নূতন বিভিন্ন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবটি কার্যকরী রূপ নেবে।

শ্রীরাজেশ্বর দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টাকারজলা হাসপাতালের ব্যাপারে গত বিধানসভায়ও আমি একই প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেই সময় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এস্যুরেন্স দিয়েছিলেন যে অতি-সত্বর সেখানে ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফ দেওয়া হলো না কেন? দ্বিতীয়তঃ রেডিওগ্রাফী অপারেটরের ব্যাপারে এখানে মেশিন থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোন স্টাফ দেওয়া হয়নি। তাহলে দপ্তর থেকে এই মেশিন সেট-আপ করার মানে কি? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে একটু পরিষ্কার করে বলবেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমাদের বিভিন্ন প্রাথমিক এবং সি.এইচ.সি (রুবাল হাসপাতাল) যেগুলো আছে এই জায়গাগুলোতে আমরা মেশিন দিয়ে দিয়েছি অনেক আগেই, কিন্তু সেই মেশিন চালাবার জন্য যে প্যারামেডিক্যাল বা টেকনিক্যাল স্টাফ দরকার হয় সেটা আমাদের কম ছিল অনেক আগে থেকেই, কারণ গত কয়েক বছর যাবৎ সেগুলোতে

লোক নিয়োগ করতে পারিনি। গত ৫-৬ মাস আগে থেকেই আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং ইন্টারভিউ হয়ে গেছে এই পোস্টের ক্ষেত্রে। এখন সেটা রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে যাতে আমরা সেগুলোতে নিয়োগ করা যায় কিনা। এটা তো ঠিকিই যেখানে মেশিন রয়েছে অথচ মানুষ নেই। ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীরাজেশ্বর দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যত তাড়াতাড়ি বসানো যায় এবং এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি পরিষ্কারভাবে এ্যাসুরেন্স দেন তাহলে ভাল হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এ্যাসুরেন্স মানে আমি বলছি, কারণ আমাদের কারুর কাম্য না যে মেশিন আছে অথচ লোক থাকবে না, অপারেটর থাকবে না। এই ভাবে তো চলতে পারে না। আমরা এটার জন্য ইন দ্যা মিন টাইম আমরা সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করছি যাতে লোকগুলো আমরা নিতে পারি। তাছাড়া যে সমস্ত জায়গাতে এই সুযোগটা নেই সেই সমস্ত জায়গাতে কোন কোন সাব-ডিভিশানে তিন দিন এরপর আরেক জায়গাতে গিয়ে আরোও তিনদিন আরেকটা মেশিন চালাবে, এইভাবে একটি স্টপ গ্যাপ করে আমরা চালাবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া যে সমস্ত জায়গার মধ্যে খুব কাছাকাছি এই সুযোগটা নেই সেই সমস্ত জায়গায় কোন কোন সাব-ডিভিশানে কোন হাসপাতালে তিন দিন এক জায়গাতে এই মেশিন চালানো হবে এবং তারপর তিন দিন অন্য কোন হসপিটালে আবার তিন দিন মেশিন চালানো হবে এইভাবে একটা স্টপ গ্যাপ এরেঞ্জমেন্ট করে আমরা চালাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটা ঠিকআমি মাননীয় সদস্যের সাথে একমত যে, মেশিন দেবার সময়ই আমাদের ভাবা দরকার যে মেশিন চালাবার মত লোক সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টাকারজলা এলাকা আগরতলা থেকে খুব বেশী দূরত্বে নয় মাত্র ২৫ কিলোমিটার। বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখি তাছাড়া আমরা নিজেরাও সেখানে গিয়ে দেখেছি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই হাসপাতালে আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি যে, রক্ত পরীক্ষা যথা সময়ে যেটা করণীয় সেটা করা হয় না। যার ফলে ডাক্তারবাবুরা প্রথমে রোগকে ম্যালেরিয়া প্রকোপ বলে বললেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে ডাক্তারবাবুরা বললেন এটা ম্যালেরিয়া প্রকোপ রোগ নয় অন্য রোগ। রোগ নির্ণয়ের জন্য যে ব্যবস্থা সেটা এখানে আছে কিনা এবং স্পেশাল দৃষ্টি নিয়ে সেখানে রেডিওগ্রাফী মেশিন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কত দিনের মধ্যে করতে পারবেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, দিন-তারিখ দেওয়া আমার পক্ষে অসুবিধা আছে কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ব্যবস্থা করব। টাকারজলা একটা গ্রামীণ হাসপাতাল কিন্তু ওখানে অন্য কিছু কারণও আছে তাই সেখানে যদি স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করত তাহলে অনেক সমস্যা হয়তো খুব সহজ ভাবে দূর করার জন্য চেষ্টা করা যেত কিন্তু পরিস্থিতি এখানে খুব স্বাভাবিক নয় এটা মাননীয় সদস্যরা জানেন। আমরা যদি সর্ট কার্টে আগরতলা থেকে টাকারজলায় যাই তাহলে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরত্ব। টাকারজলা হাসপাতালে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে আমি মনে করি না যে, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট বা সেটাকে আরও ডেভলাপ করার স্কোপ আছে। কিন্তু পরিস্থিতির কারনে সেই স্কোপটা আমরা সব সময় নিতে পারি না। রোগ হলে পরে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্যাথলজিক্যাল যে ব্যবস্থা আছে তাতে রোগ নির্নয় সম্ভব কিন্তু খুব উন্নত ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রশ্ন আসলে সেখানে উন্নত মানের ল্যাবরেটরির প্রশ্ন এসে যায়। ঐ সমস্ত সুযোগ সুবিধা টাকারজলা হাসপাতালে নেই।

শ্রীবতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন মেশিন দেওয়ার সময় চিন্তা করা উচিত ছিল সেখানে সে রকম কাঠামো দেওয়া যাবে কিনা তাহলে এই পরিকাঠামো ঠিক না করে মেশিন দেওয়ার অর্থ কি? একটা মূল্যবান জিনিস সেখানে রইল অথচ মানুষ সেই ফল ভোগ করতে পারলেন না। এখানে একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯৬ ইং সালে এই রাজ্যে সরকারী ডাক্তার ছিলেন ৮৩০ জন কিন্তু এটা এখন কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৮৯ জন, মিডওয়াই এবং ধাই ছিল ১১৮ জন কিন্তু সেটা কমে এখন দাঁড়িয়েছে ৭৯ জন। ডাক্তার কোথায় বৃদ্ধি হওয়ার কথা কিন্তু

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কমে যাচ্ছে। আপনারা বলছেন হাসপাতাল বাড়াচ্ছেন, প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার খুলছেন তাহলে এগুলি কমছে কেন? হোয়াট ইজ দি রিজন বিহাইন্ড ইট? তাহলে কি কারনে ডাক্তার কমে যাচ্ছে, কি কারনে ধাই কমে যাচ্ছে এবং কি কারনে ফার্মাসিস্ট কমে যাচ্ছে এইগুলি কেন কমে যাচ্ছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা আমি আগেই বলেছি, যখন যেখানে মেশিনগুলি বসানো হয়, টাকারজলা হাসপাতালের সেই তথ্য নেই এখন, তবে যখন এক্সরে মেশিন বসানো হয় তখন নিশ্চই অপারেটর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি সিয়র নই। সেই সময় অপারেটর দিয়েই ইনসটল করানো হয়েছিল কি না সেই তথ্য নেই। কিন্তু ডাক্তার নিয়োগ বন্ধ নেই, আমাদের এখনো একটা প্রস্তাব আছে ডাক্তারদেব নিয়োগের জন্য পি.এইচ.সিতে আছে তাতে যারা পাস করে বসে আছেন এখন তাদের বেশীর ভাগ হচ্ছে তপশীল জাতি এবং তপশিল উপজাতি, এদের নিয়োগের কোন স্টাফও কিন্তু বসেনি, নার্সিং এবং প্যারামেডিকেল স্টাফেরও আমাদের এখানে অভাব আছে। দুমাস আগে আমাদের মুখ্য সচিবকে দিয়ে আমাদের এই যে মেন্‌পাওয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ করবার জন্য একটা কমিটি হয়েছিল, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস্ চলছে, ইন্টারভিউ অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে, আমরা আশা করি যদি রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা পেয়ে যাই এই অবস্থা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- প্রশ্নটা যেটা ছিল তার উত্তর আছে আমার কাছে। যেদিন মেশিন বসানো হয়েছিল সেদিন লোক আসতে পারে এখন হয়ত নেই। সেই তথ্য নেই আমার কাছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণকুমার চাকমা।

শ্রীঅরুণ কুমার চাকমা (পেচারথল) ঃ- এ্যাডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং ৩।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- প্রশ্ন- ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর বিভাগে লালজুরি সাব সেন্টার কেন্দ্রটি প্রাথমিক সাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নিত করার লক্ষ্যে এমপিলেড্ ফান্ডের ব্যয়ে একটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে ৮ লক্ষ টাকায়, সঠিক হলে উক্ত অর্থ বছরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হবে কি?

উত্তর-কাঞ্চনপুর মহকুমা লালজুরি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উন্নিত করার লক্ষ্যে এমপিলেড ফান্ড থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে সেই রকম কোন টাকা বা প্রস্তাব সরাসরি আসেনি। সেখানে একটি পাকাবাড়ি নির্মিত হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উন্নিত করতে গেলে শুধু পাকাবাড়িটি যথেষ্ট নয়, আরও আনুসঙ্গিক পরিকাঠামো প্রয়োজন রয়েছে, সেইগুলি পূর্ণ হলেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হবে।

শ্রীঅরুনকুমার চাকমা ঃ- সাপ্লীমেন্টারী স্যার, এখানে এটা একটা উপজাতি অধ্যুসিত এলাকা এবং এই এলাকা থেকে রোগীগুলিকে পার্শ্ববর্তী বিভাগীয় কাঞ্চনপুর হাসপাতালে আনানেওয়াতে রোগীগুলির মৃত্যু ঘটে। সেই স্থানে কবে নাগাদ চালু করা যাবে এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, লালজুরি যে জায়গায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির প্রস্তাব তারা করেছেন এটা ঠিক যে কাঞ্চনপুর থেকে একটু দূরেই হয়। পার্শ্ববর্তী আর কোন জায়গাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। আর রয়েছে এদিকে মাছমারাতে আর দক্ষিণদিকে দশদাতে। ফলে যুক্তি হিসাবে আমি মেনে নিচ্ছি যে, লালজুরিতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হওয়া উচিত। কিন্তু তার জন্য যে পরিকাঠামো সেটা না গড়ে তুললে তো আমি অ্যাসুরেন্স দিতে পারছি না। তবে যে বিল্ডিংটা এম, পি লেড ফান্ড এর টাকায় হয়েছে ওখানে ঐ বিল্ডিং যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে আরো কিছু পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে এবং ডাক্তার, নার্সেস এবং প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ সেইসব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা একটা কমফরটেব্‌ল পজিশানে আসছি আমরা বলতে পারছি না যে এই আর্থিক বৎসরে করা সম্ভব কিনা? আমি এটুকু বলতে পারি যে আগামী আর্থিক বৎসরে লালজুরিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র একটা চালু করা যায় কিনা দপ্তর বিবেচনা করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা।

শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা ঃ- (প্রমোদনগর) ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং -৪

QUESTION

1. Whether the Government will take necessary action to restart the functioning of North Maharanipur P.H.C and if so, When?

ANS

1. There is no P.H.C. in the name of North Maharipur. However, there is a Sub-Centre named North Maharanipur in Khowai Sub-Division.

The said Sub-Centre is functioning with one M.P.W (Male) and one Group-D staff.

শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, if that sub centre is functioning wel আমি যখন ভিজিট করেছিলাম literally speaking ঐ সাব-সেন্টারে there is no infrastructure যাতে করে আমরা একটা রোগীকে সাহায্য করতে পারি, সেখানে বসার ব্যবস্থা, বা ঔষধপত্র রাখার যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা nothing is visible in that particular sub-centre, not only that এটা যদি সাব-সেন্টার হয়ে থাকে তার যে চিহ্নিতকরণ দ্যাট ইটসেল্ফ ওয়াজ ডিফিকাল্টএবং সেখানে যেসমস্ত কর্মচারী কাজ করছেন তাদের থেকে কোনকিছু সদুত্তর পাওয়া দ্যাট ইটসেল্ফ ওয়াজ ডিফিকাল্ট। আমার একটি প্রশ্ন যে দিস কাইন্ড অফ অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড ইনফরমেশান টু দি গভর্ণমেন্ট, আমি জানতে চাই মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে রাজ্যে যে বিভিন্ন প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে, বিশেষ করে রিমোট এরিয়াতে যেগুলি চলছে না বা আছে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না সেগুলিকে ভালভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্যের সর্বস্তরে সার্ভে করে একটা ইনফরমেশান কালেক্শানের পরিকল্পনা উনার আছে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, আমাদের যে তথ্য আছে তাতে সাব-সেন্টারটি ফাংশানিং। এখন কনসেপ্শান যদি এই থাকে যে সাব-সেন্টার মানে ডাক্তার থাকবে, সেখানে আমি পরিস্কার হবার জন্য বলছি যে, সেখানে ডাক্তার হবে না কিন্তু একজন এম,পি,ডব্লিউ সেখানে মাস্ট এবং যদি সম্ভব হয় একজন গ্রুপ-ডি স্টাফ এবং এই সেন্টার কিন্তু তার মেইন কাজটা হচ্ছে পঞ্চায়েতের মধ্যে বাড়ি বাড়ি হবে কাজ করা। অ্যাক্চুয়েলি এটা হচ্ছে নর্মস। এখন তার বাইরে যদি কিছু হয়, সেখানে আমার নলেজ সবটা সবসময় থাকবে, এরকম ১ হাজারের মত সাব সেন্টার সারা রাজ্যে কাজ করছে, মাননীয় সদস্যরা অথবা বিলো টু, দ্যাট যদি কোন পঞ্চায়েত অথবা জনসাধারণও যদি কেউ আমাদের নজরে আনেন আমরা দেখবার চেষ্টা করি, ইন্টারভেন করবার চেষ্টা করি। সেইক্ষেত্রে নতুন করে এগুলি ফাংশান করছে কিনা, তা সার্ভে করার আমি অন্ততঃ এখনও মনে করছি না যে সেইরকম অবস্থাতে গেছে। কারণ আমরা খবর পেয়ে যাচ্ছি, মাননীয় সদস্যরা বলছেন বা অন্য যারা অনেকে পাবলিক রিপ্রেজেনটেটিভ আছেন তাদের কাছ থেকেও তথ্য পাই। গ্রাউন্ড রিয়েলিটি আমরা পেয়ে যাই। শুধু যে দপ্তর থেকে ইনফরমেশন আসে তা নয়, আমাদের এটাকে টোট্যাল টালি করবার মত সুযোগ রয়েছে। লোক্যাল বডিস রয়েছে, যারা অত্যন্ত কন্সাস। সেখানে সাব সেন্টার ফাংশান না হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিতে নিয়ে আসছেন। আমরা সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নর্থ মহারানীপুর যে সাব সেন্টারটা আছে সেটা আমার গ্রামের বাড়ির পাশে অবস্থিত এবং এটি উদ্বোধনের পরে সেখানে লাগাতর দুই বছর একজন ডাক্তার ছিলেন। তারপরে এটা বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, সেখানে একজন এম পি ডব্লিও আছে। জানি না কাগজে পত্রে আছে কিনা, কারণ সেই সাব সেন্টারের ঘরটা দেখলেই বুঝা যাবে যে সেটি দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে, কারণ এটার সামনে প্রচুর জঙ্গল হয়ে আছে। এখন আমার বক্তব্য হল, এই সাব সেন্টারটি কত দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে এবং এটাকে চালু করাব কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ব্যাপারটা আমি দেখব এবং যদি এই পরিস্থিতি থাকে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব এটাকে চালু করার ব্যবস্থা নেব।

শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা ঃ- স্যার, ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, আমি নিজে গিয়ে এই সাব সেন্টারটি দেখেছি এবং এটাকে দেখলেই বোঝা যায় যে সেটা দীর্ঘ দিন ধরে খোলা হয়নি। আর এদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই রিপ্লাইটা লিখে দিয়ে এখানে কি প্রুভ করতে চায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমি তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি একটু সময় করে গিয়ে সেই সাব সেন্টারটি দেখে আসুন তাহলে আমার মনে হয় উয়ী ক্যান্ এক্সচেঞ্জ আওয়ার্ ভিউজ ইন্ অ্যাসেমব্লি এটা আমার অনুরোধ।

মিঃ স্পীকার ঃ- উনিতো ব্যবস্থা নেবেন বলেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- নিশ্চয়ই, স্যার, আমি নিজে যাওয়ার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৫।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৫।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের সুপার স্প্যাশালিটি ব্লকটির বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে,

২) এই ব্লকটিতে উন্নতমানের চিকিৎসার সুযোগের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,

৩) রাজ্যের জনগণ কবে থেকে এর সুযোগ পাবে বলে আশা করা যায়?

১) রাজ্যের সুপার স্পেশালিটি ব্লকটি বর্তমানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হিসাবে কাজ করছে এবং সেখানে ও পি ডি চালু হয়েছে।

২) এই ব্লকটিতে উন্নত পরিষেবার জন্য হায়দ্রাবাদের কেয়ার ফাউন্ডেশানের সাথে রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে একটি সোসাইটি গঠন করেছে। এই সোসাইটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দায়িত্বে আছে।

৩) ২০০৩ ইং সনের ১লা মে থেকে রাজ্যের জনগণ এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের আউট ডোর বিভাগের পরিষেবা পাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে হৃদরোগের বহিঃবিভাগটি কেয়ার ফাউন্ডেশান চালু করেছে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সুপার স্পেশালিটি যে ব্লকটি এটার সঙ্গে কেয়ার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী এটা এখন কাজ করছে কি না বা ২০০১ ইং সালে এটি চালু হওয়ার পরে ওখানকার সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী যে আটটা বিভাগের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর কথা ছিল রাজ্যের মানুষের চিকিৎসার সুযোগ আরও বেশি করে পাওয়ার জন্য, এটা হতে আর কত সময় লাগবে এবং এটা কিভাবে পাওয়া যাবে, জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সুপার স্পেশালিটি ব্লকটির প্রায়ই খোঁজখবর নিচ্ছি, তাতে আমি যতটুকু জানি মানে এটা যে জায়গাতে আটকে আছে ওরা চেষ্টা করছেন ও পি ডি যেটা চালু হয়েছে তার মধ্যে সুপার স্পেশালিটি কার্ডিওলজিস্ট এটেন্ড করছেন। একজন সব সময় থাকেন এবং কোন কোন সময় আমাদের দেশ বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্টরাও আসেন এবং আমাদের ইন্‌সিস্‌টেন্স রয়েছে তাদের কাছে যে, আপনারা ইনপেশেন্ট যেটা ওয়ার্ড সেটাকে আপনারা তাড়াতাড়ি চালু করুন। তার জন্য ওরা আমাদের কাছে রাজ্য সরকারের কাছে পূর্ত দপ্তর আমাদের কাছে ইন পেশেন্ট ওয়াডটাকে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত রিকোয়্যারমেন্ট দিয়েছিল সেটা আমরা করে দিয়েছি। এখন ওরা একটা ব্যাংকের সঙ্গে নিগোশিয়েট করছে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রোমেন্ট যেগুলি দেশের বাইরে

থেকে আনতে হবে, সেগুলির জন্য একটা নিগোশিয়েশন তাদের পর্যায়ে চলছে। আমরা খুব চাপ রাখছি তাদের উপর যাতে অতি দ্রুত ইনডোর পেশেন্ট অ্যাডমিশানের কাজ এবং সার্জিক্যাল এর যে অপারেশন সেটা যাতে চালু করে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেয়ার ফাউন্ডেশানের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা এগুচ্ছে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমরা যেটুকু দেখছি তাতে চুক্তির খেলাপ তারা কোন স্টেজেই করেনি। কিন্তু একটু তো শ্লো মনেই হচ্ছে। তবে তাদের যে ফিনান্সিয়াল ব্যাংক সেই ব্যাংকের সঙ্গে তাদের কি নিগোশিয়েসান হচ্ছে আমার মনে হয় ঐ জায়গাটাতেই একটু সময়টা নিচ্ছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে মনে হননি তারা চুক্তির খেলাপ করেছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার যতটুকু মনে পড়ে এই চুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে চার মাসের সময় বোধ হয় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে এখন পর্যন্ত কোন ডি. এম বা এম.ডি নেই। যা খুশি তা চলছে সেখানে। সেখানে রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন চিকিৎসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেখাশুনা করার জন্য। এর মধ্যে আছেন প্রজেক্ট ডিরেকটর হিসাবে আছেন নীলমণি দেববর্মা। এই ধরনের কয়েকজন চিকিৎসক যারা ইতিপূর্বে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অবসর গ্রহন করেছিলেন। মাসে ৩০ হাজার টাকা করে ওরা বেতন গুণছেন। মানে সেখানে হাতি পোষা হচ্ছে চিকিৎসার নামে। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি সেখনে ও.পি.ডি. চালু হওয়ার পর থেকে কি ইনকাম হয়েছে এখন পর্যন্ত ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ও.পি ডি. থেকে যে ইনকামটা হচ্ছে গড়ে দেখা যাচ্ছে সেটা প্রতিমাসে লাখ খানেক টাকা তারা আর্ন করছে। কিন্তু আমি মনে করি না যে এটাই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সুপার স্পেশালিটি ব্লক চালু করার জন্য। মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের সঙ্গে যে তারা যেন সার্জিক্যাল বিভাগটা দ্রুত চালু করে। আমাদের এই সুপার স্পেশালিটি হসপিট্যাল এটা তো ফর সাম আদার পারপাসেস্ সিভিল কনস্ট্রাকশান হয়েছিল। ফলে, তাদের প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন পর্যায়ে তারা তাদের রিকয়ারমেন্ট আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু সিভিল ওয়ার্কস্ অন্যরকমভাবে করতে হবে ইত্যাদি। এই জন্যও কিছুটা সময় নিয়েছে। কার্ডিওলজিস্ট ছাড়া তারা সেটা চালু রেখেছে এই তথ্য আমার কাছে নেই। এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- স্যার, ইনেশিয়ালি যারা ডি.এম, এম.ডি ডাক্তার রয়েছেন তাদের দিয়ে করাত। গত বেশ কয়েকদিন ধরে দেয়ার ইজ নো ডক্টর ইন সুপার স্পেশালিটি ব্লক। যে যুক্তিটা হয়েছে ইজ ইট নট মিয়ার ফ্রাসট্রেটিং ফর দি পিপল অব দি স্টেট যেটা চার মাসের মধ্যে পুরোপুরি করার কথা ছিল সেটা আমরা জানতে পারি কি কোন জায়গায় সেটা আটকিয়ে আছে ? এখন শুধু আপনারা ও.পি.ডির কথা বলছেন সার্জিকেল, নিউরিজিক্যাল আরও কি কি উইথইন চার মাসের মধ্যে চালু করার কথা ছিল। তো মিয়ার পারপাস অব্ দিস সুপার স্পেশালিটি ব্লক ইজ নট মিয়ার থিং, ইজ নট ফ্রাসট্রেটিং ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এত সহজে হতাশ হলেতো চলবে না। আমাদের যেটা নেই ছিল না সেটাকে আমরা চালু করার চেষ্টা করছি একটা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এবং সেখানে আমদের এত তাড়াতাড়ি ফ্রাসট্রেশন আসলে চলবে না। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে রাজ্যের মানুষ ফ্রাসটেড হয় এইরকম আমাদের উদ্বেগ আমরা যেন সেইভাবে প্রকাশ না করি। কিন্তু আমার এইটুকু বিশ্বাস আছে যে তারা এটা চালু করবেন। কারণ যে প্রধান ডাক্তারকে কেন্দ্র করে কেয়ার ফাউন্ডেশান গড়ে উঠেছে এবং যে উদ্যোগটার পেছনে আমাদের ভারতবর্ষের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রয়েছেন বিশেষ করে এটা কিছুতেই ফ্রাসটেড হবে আমি বিশ্বাস করি না। একটু সময় হয়ত লাগতে পারে। আমি পিন পয়েন্ট করতে চাই ওরা এখন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সাথে নিগোশিয়েট করছে তাদের প্লেন মেশিনারি সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইত্যাদি কেনবার জন্য যে হার্ড ক্যাশ টাকার দরকার সেটা পাওয়ার জন্য, এই জন্যই একটু সময় নিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমার একটা আছে স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- চারটা হয়ে গেছে রতনবাবু, রুলসে যা আছে আমার নিজের ইচ্ছামত করলে চলবে না। রুলসে আছে তিনটা সাপ্লিমেন্টারী। এখানে চারটা হয়েছে। মাননীয় সদস্য অন্যান্য যারা আছেন তাদেরও সুযোগ দেওয়ার জন্য বলছি। এটা আমি মর্জি মাফিক করছি না।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ বলব কিনা স্যার?

মিঃ স্পীকার ঃ- চারটা হয়েছে। ঠিক আছে আপনি লাস্ট একটা বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতাশ হচ্ছেন না ভাল জিনিস। কিন্তু রাজ্যবাসী হতাশ আমি সহ। আমি বলছি ৪ঠা অক্টোবর, ২০০২ ইং রাষ্ট্রপতিকে সামনে রেখে এই জয়েন্ট সোসাইটিকে দায়িত্ব হ্যান্ড অভার করা হয়েছে। ২৬ শে জানুয়ারী পুরোপুরি হ্যান্ড অভার করে দেওয়ার কথা এবং সেই দিন থেকে পুরো মাত্রায় কাজ চলবে এই ছিল কথা। প্রথম বিলও সুপার স্পেশালিটি ব্লকের উদ্দেশ্য একবারও কেয়ার ফাউন্ডেশনের নয়। সেখানে রাজ্য সরকার একটা প্ল্যান নিয়েছিল এখানে সুপার স্পেশালিটি ব্লক করবে এবং সেইজন্য এখান থেকে ডাক্তারদের দিল্লি পাঠানো হয়েছে নয় কি দশ জন ডাক্তার সাথে স্টাফও। তাদেরকে তিন মাসের ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে এবং ২৫ কোটি টাকা সরকার অনুমোদনও দিয়েছে। টেন্ডার কল করা হয়েছে জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য এবং অপেনও করা হয়েছে। ইন দি মিন টাইম নিউ পিক্‌চার ওপেন, তখনই সোসাইটি করল। ২৬ শে জানুয়ারী যখন কিছুই হল না তখন পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা করা শুরু করল। তাড়াহুড়া করে তাদেরকে ডেকে এনে খুলে শুরু করা হলো। যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কার্ডিওলজিস্ট পনের দিন পর পর একজন আসে কর্ডিওলজিস্ট। তারপরে মোর দেন কনর্ফাম আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখানে কোন পরিকাঠামো নেই, একজন ডাক্তার কেশব চক্রবর্তী উনাকেও ওখানে ডেপুটেশানে আনা হয়েছে কিভাবে জানি না। প্রাইভেট সংস্থার কাছে কিভাবে ডেপুটেশানে দেওয়া হয়েছে? পরবর্তী সময় কেশব চক্রবর্তী টাকা পাচ্ছে জি. বি. থেকে। ডেপুটেশানে কিভাবে দেওয়া হল আমি জানি না। সেখানে উনাকে একজন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই যে টেলিমেডিসিন সেটা কি আছে? দ্বিতীয়ত ঃ হচ্ছে এই যে ধূমধাম করে প্রচার করলাম ইকো কার্ডিওগ্রাফি জি.বিতে চারশ টাকা লাগে আর ওদের ওখানে গেলে ৮শত টাকা লাগে, প্রাইভেট করলে এক হাজার টাকা লাগে। কিসের স্বাস্থ্য পরিষেবা? আমার বক্তব্য হলো সেখানে কেউ ইনটারেস্টেড নয়। তারা বলছে এখানে আসতে ইনটারেস্টেড নয়, খবর নিয়ে দেখুন। আপনারা বলছেনতো তাদের দিয়ে ফুল প্লেজেড চালু করতে পারবেন না। কেবল তাই না, পলিক্লিনিকের কথাও তাই, সেই সেই লাইনে যাচ্ছে। আপনারা প্রাইভেটাইজেশনের দিকে যাচ্ছেন। এখানে সরকারী উদ্যোগে ৫০ থেকে ৬০ জন রোগীকে পেস মেকার বসানো হয়েছে, আমাদের ডাক্তাররা করেছে, সবগুলিই সাকসেস্‌ফুল। আমার অনুরোধ যেহেতু কেয়ার ফাউন্ডেশন উল্টাপাল্টা করছে তাই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট যদি কোন পরিকল্পনা থাকে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য আমি মনে করি ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এটা বাদ দিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এটা চালু করা হউক যাতে মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলনেতা যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর আমি দিয়েছি। যে যার মনের কথা ব্যাখ্যা করতেই পারে। আমি প্রথমেই বলেছি যে আমরা এখনো হাল ছেড়ে দিই, বা হতাশ হয়ে যাইনি কেয়ার ফাউন্ডেশান করবে না। আমি এটাও বলেছি তারা পুরোপুরি চালু করবে। এখন তিনি যেটা প্রস্তাব রেখেছেন, রাজ্য সরকারের তরফে একটা কার্ডিউ চালু করা বা হার্টের উপর এমন একটা উইংস চালু করে দিয়ে পরিচালনা করা আমি জানি সেই অবস্থার মধ্যে আমার স্বাস্থ্য দপ্তর নেই। যারজন্য আমরা তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গিয়েছি। আমরা এখনো বিশ্বাস করি যে কেয়ার ফাউন্ডেশানেই করবে। এবং আমরা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রেখে চলেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৪।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বড়দোয়ালী গভঃ প্রেস এখন যেখানে, সেখানে বহু বছর আগে একটা রেস্ট হাউস ছিল।

২) সত্য হলে কোন সালে স্থাপিত হয়েছিল এবং উক্ত হোস্টেলের জমির পরিমাণ কত?

৩) বর্তমানে উল্লেখিত রেস্ট হাউস কার দখলে এবং কি কারণে,

৪) দখলকারীগণ কি ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করেছেন না জোরপূর্বক দখল করেছেন?

৫) জোরপূর্বক দখল থাকিলে তা অতি সত্বর উদ্ধার করা হবে কি না?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য বড়দোয়ালী প্রেস সংলগ্নে একটা ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ছিল।

২) ইহা আনুমানিক ১৯৬৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল, জমির পরিমাণ ০.৩২ একর।

৩) বর্তমানে উল্লেখিত ট্রাইবেল রেস্ট হাউসটি মিউনিসিপালিটি দখলে আছে। সেটা মিউনিসিপালিটির কাজে ব্যবহার করছেন।

৪) এটা প্রশ্ন উঠে না। এটা মিউনিসিপালিটিকে দেওয়া হয়েছে।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ল্যান্ড রেকর্ডে এটা কি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের দখলে আছে না মিউনিসিপালিটির দখলে আছে, যদি জায়গাটা ট্রাইভেল ওয়েলফেয়ারের হয় তাহলে এটাকে না হয় একচেঞ্জ করতে হবে, না হলে দান করতে হবে এমনিতেই নেওয়া যায় না।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, জায়গাটা এখনো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামে আছে। মিউনিসিপালিটিকে শুধু ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লি- এন্টারী স্যার, প্রথমত, যদি জাগাটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের হয়ে থাকে তাহলে কেন মিউনিসিপালিটিকে দেয়া হল? দ্বিতীয়তঃ যদি সেখানে বর্তমানে ট্রাইবেল রেস্ট হাউস করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে সেই জায়গাটা মিউনিসিপালিটিকে বিক্রি করে সেই মূল্যে অন্যত্র ট্রাইবেল রেস্ট হাউস করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ছিল কিন্তু সেটা সেই রকমভাবে ব্যবহার হচ্ছিল না। সেই কারনে জায়গাটা খালি পরে ছিল। তারপরে মিউনিসিপল কাউন্সিল সেটা চাওয়ার পরে তাদেরকে দেওয়া হয়। আপনারা এটা জানেন পরে ২ নং এম, এল, এ হোস্টেলের পাশে একটা দ্বিতল ট্রাইবেল রেস্ট হাউস তৈরী হয়েছে। ওখানে যে পার্পসটা সার্ব হত না এখানে সেটা হচ্ছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- ঠিক আছে। মিউনিসিপালিটী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারকে অল্টারনেটিভ জায়গা দিতে পারত অন্যত্র কোথাও ট্রাইবেল রেস্ট হাউস করার জন্য এই ব্যাপারটা একটু দেখবেন কি না?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- এটা ঠিকই আছে, তারা অর্লটারনেটিভ ল্যান্ড তো অন্য নিতে পারত একটা সুবিধাজনক স্থানে যাতে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এর জায়গা করা যায়। মিউনিসিপালিটিতে তো জায়গার অভাব নেই, এটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা ঠিকই সেই সময়েতে এটা কিভাবে দেওয়া হয়েছে এখানে তা উল্লেখ নেই। কেন না তখন মিউনিসিপালিটি ও চেয়েছে দপ্তরের কাছে দপ্তর মিউনিসিপালিটিকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছে। নিশ্চয়ই আমাদের যখন নতুন আর কোথাও করার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন আমরা মিউনিসিপালিটির কাছে বলতে পারব এই পরিমান জমি যাতে আমাদের কোথাও দিয়ে দেয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, কারণ জায়গা না থাকাতে অনেক কলেজ এবং হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন স্থান থেকে এবং দুর্গম এলাকা থেকে যেসব ছাত্রছাত্রীরা আসেন তাদের জন্য একটা হোস্টেল করা যেটা সুপারি বাগানে হয়েছিল এটা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। এখানে মিউনিসিপালিটিতে জায়গা না দিয়ে এই জায়গা না হয় এটা বিক্রি করে অন্য একটা সুবিধাজনিক জায়গাতে একটা ট্রাইবেল হোস্টেল করা যাইতে পারে কি না ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এখানে তো হবে না। কেন না রেস্ট হাউসটাই যেহেতু ব্যবহার হয়নি ঠিক সেই রকমভাবে এটা নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০।

প্রশ্ন

১) এ.ডি.সি. তে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কোন আলোচনা বা বৈঠক করেছেন কিনা,

২) করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

৩) না করে থাকলে তার কারণ,

উত্তর

১) হ্যাঁ করেছে।

২) ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রক গত ১৪-০৩. ২০০১ ইং তারিখে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে রাজ্য সরকারের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং গত ১৪.০৩.২০০১ ইং তারিখেই ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রক। The Sixth scheduled to the Constitution (Amendment) Draft Bill, 2001 রাজ্য সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন। বর্তমানে ইহা রাজ্য সরকারের নিকট পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে।

৩) প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই নিয়ে আমার মনে হয় রাজ্য বিধানসভায় ৪ বারের মত প্রস্তাব পাশ হয়েছে, বেসরকারি প্রস্তাব এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন এটা ২০০১ ইং সালের এবং এর পরে আরেকবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে এ.ডি.সির মোর পাওয়ার এই দাবি নিয়ে বিধানসভার সর্বদলীয় একটা প্রতিনিধি দিয়ে দিল্লি দরবার করা যায় কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী তখন বলেছিলেন তার কোন আপত্তি নেই। এরপরে আমরা আশা করেছিলাম যে রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ নেবে। কেন না ও.বি.সি এবং রেলের দাবি নিয়েও এইরকম সর্বদলীয় দাবি করা হয় তাতে আমি নিজেও ছিলাম। চীফ মিনিস্টার তখন প্রতিনিধি ছিলেন। এখন মাননীয় মন্ত্রী স্পষ্ট করে বলবেন কিনা, কারণ বেশী প্রশ্ন করা যাবে না। স্পষ্ট করে বলবেন কিনা এই দাবি বা সর্বদলীয় কমিটি নিয়ে দিল্লিতে দরবার করার ব্যাপারে এই তদন্তে মন্ত্রীর মতামত আছে কিনা এবং থাকলে এটা কি দলের বিরোধের জন্য বা মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধের জন্য পারছেন না, না দল ঠিকই আছে, বাধা হচ্ছে আপনি নিজেই বা প্রশাসন কোনটা ছিল। তাছাড়া যদি কারোর বাধা না থাকে সবদিক থেকে বাধা না থাকে তাহলে ইমিডিয়েট করা হবে কিনা ? আর ২ নাম্বার হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী নাকি জানেন যে কারবিয়াংলাং মোর পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এবং এখানে বোরু টেরিটরিয়াল কাউন্সিল গঠন করে সেখানে ও মোর পাওয়ার দিয়েছেন। এছাড়া সাংবিধানিক একটা বিশাল গ্যাপ দেখা গেছে কারণ সংবিধানে ১১ সিডিউলে ১২ সিডিউলে পঞ্চায়েতকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা অন্তত এ.ডি.সিকে দিতেই হবে। এ.ডি.সির হাতে পঞ্চায়েত রয়ে গেছে সেটা যদি না করে তাহলে এ.ডি.সি এলাকায় যে পঞ্চায়েত এরা সেই ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে না।

এটা ডিসক্রিমিনেশান হবে। সেই কারণে তাড়াতাড়ি সংবিধান সংশোধন করা দরকার। যেখানে বরো কাউন্সিলকে দেওয়া হয়েছে সর্বেসর্বা করে। এখানে ভাইটেল কোয়েশ্চানটা এসে গেছে। কাজেই চলুন আমরা সর্বদলীয় একটা কমিটি করি। ২ নং হচ্ছে ৯টা ডিপার্টমেন্ট যেখানে রাজ্য সরকারের হাতে রেখে দিয়েছে এটা দেওয়ার কথা এটার ব্যাপারেই বা বাঁধা কোথায় এটা পরিষ্কার করে বলুন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা আমাদের জানানো হয়েছে বিধানসভাতে আমার মনে হয় বিগত সভাতেও আলোচনা হয়েছিল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এটা সম্পর্কে যে মিনিস্টার হোম এফেয়ার্স আমাদের কাছ থেকে যে সমস্ত বিষয় আমাদের কমেন্স চেয়েছে এটা খুবই জটিল কারণ স্টেটের অনেক পাওয়ার কোথায় কিভাবে থাকবে ট্যাকসের প্রভিশান কোথায় কিভাবে থাকবে এইগুলি খুবই কেয়ারফুল্লি আমাদের দেখতে হয়েছে এবং আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছি সহসার মধ্যে স্টেট গভর্ণমেন্টের কমেন্ট আমরা আমাদের রিকমেনডেশান পাঠাব সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে এবং আমার মনে হয় আমরা যখন রিকমেনডেশান পাঠাব তারপরে যদি এটা ঠিক সেই রকমভাবে এক্সেপ্ট না হয় তখনই আমাদের ডেলিগেশনে যাওয়ার প্রশ্ন উঠবে। ডেলিগেশন যাওয়াতে আমি গত অধিবেশনে বলেছিলাম আমাদের কোন আপত্তি নেই। কারণ আমরা ত্রিপুরার সব দলই চাই যে এ.ডি.সিকে আরো বেশী পাওয়ার দেওয়া হোক এবং ৭৩-৭৪ র্থ এমেনমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই রিলিভেন্ট ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও এবং যেখানে কার্বিয়াংলং, মেনছিহিল এবং রিসেন্টলি পি. ডি. সিকেও দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের এখানে ঠিক সেই ২০ বছর আগের এর মধ্যে থাকার প্রশ্ন উঠে না। আমরা আগে এটা পাঠাই স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এটা কিভাবে নেন আমরা তারপরেই হয়তো বা যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর তরফ থেকে গভর্নমেন্টের কাছে তখনই আমি প্রস্তাব দেব। খুব সহসায় আমরা পাঠাব। আরেকটা বলেছেন যেটা ৯টা পাওয়ার এটা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার কাজেই এখানে এটা রিলেটেড না আলাদা করলে পরে এটা দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বছর প্রসঙ্গক্রমে আমি মিনিস্টার হোম এফেয়ার্সের সেক্রেটারীর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। উনার একটাই বক্তব্য যে কার্বিয়াংলং বা পি. টি. সি এই ব্যাপারে কিন্তু রাজ্য সরকারের রেজিলিউশান আছে এ্যাসেম্বলী থেকে অলরেডি রেজিউলেশান করে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আপনাদের রাজ্য থেকে এজ সাচ্ কোন রেজিলিউশান আসে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত রেজিলিউসান না আসছে অ্যাসেম্বলী পর্যন্ত আমরা এটা বিবেচনা করতে পারি না। কাজেই বেশী হোক বা কমই হোক হোয়াট এভার ইউর ইন্ডিয়া এটা আমাদের মধ্যে আলোচনা করে অ্যাসেম্বলী থেকে পাশ করে পাঠানো যায় কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এখানে যেটা হোম এফেয়ার্স চেয়েছে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে। আমার মনে হয় স্টেট গভর্নমেন্ট আমরা আমাদের রিকমেনডেশান এটা আমরা চূড়ান্ত করেই পাঠাই। পরবর্তী সময়তে যদি এইরকম কোন ডিসকিউট দেখা দেয় তখন অ্যাসেম্বলীতে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এই স্টেইজে আমি যেটা মনে করি আমরা দি সিক্সটিনথ্ সিডুয়েল টু দি কনস্টিটিউশান এমনমেন্ট ড্রপট বিল ২০০১ ইং এর যে বিষয়গুলি চেয়েছে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এইগুলি আমরা খুব সহসার মধ্যে পাঠাব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আমি যতটুকু জানি এ নিয়ে অঘোরবাবু যখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিলেন তখন উনি সর্বদলীয় মিটিং ডেকেছিলেন আমরাও গেছি, কাশিরাম রিয়াং, কংগ্রেসের তরফ থেকে ছিলেন। আমরা তখনই একটা ফাইন্যাল রূপ দিয়েছিলাম। ২০০১ ইং সালের কথা বলছেন আজকে ২০০৩ ইং এখনও রিপ্লাই পৌছেনি। এরমধ্যে রাজ্য সরকারের যে উদাসীনতা এবং সদিচ্ছার যে অভাব এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোলাখুলি বলবেন কিনা এটা রাজ্য সরকার ইমিডিয়েট পাঠাবে কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ মহোদয়।

শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ (কদমতলা) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭২।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭২।

প্রশ্ন

১) কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে জনস্বার্থে তথা চিকিৎসা পরিষেবার স্বার্থে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা?

২) পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ করা হবে, এবং

৩) না থাকিলে এর কারন কী?

উত্তর

১) এরকম কোন পরিল্পনা বর্তমানে নেই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নর্ম অনুযায়ী ১টি গ্রামীণ হাসপাতাল স্থাপন করতে সমতল এলাকায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ও পাহাড়ী এলাকায় ৮০ হাজার জনসংখ্যার প্রয়োজন এবং ১টি গ্রামীণ হাসপাতালের অধীনে ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকতে হবে। সেই অনুযায়ী কদমতলায় গ্রামীণ হাসপাতাল করার সুযোগ নেই।

শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামীণ হাসপাতালের যে ইনফারস্ট্রাকচার কথা বললেন এই তথ্যটা সঠিক কিনা আমি জানি না। কিন্তু একটি ব্লক এরিয়াতে যতটুকু আছে যেমন শনিছড়াকে প্রাথমিক হাসপাতাল রূপে বর্দ্ধিত করা হয়েছে। জোট আমলে কিন্তু আপনাদের আমলে এতো বড় এরিয়ার মধ্যেও কোন একটা প্রাথমিক হাসপাতালে বর্দ্ধিত করতে পারলেন না। কাজেই এই প্রাথমিক হাসপাতালকে গ্রামীণ হাসপাতালে বর্দ্ধিত করা হবে কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আপনিও জানেন, আপনিও সেই এলাকার মানুষ। এ্যাকচুয়েলি কদমতলায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আছে, সেই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ফুলফ্রেজেট ইনফারস্ট্রাকচার নিয়েই রান করছে। এবং সেখানে যে বেড স্ট্রেংথ আছে আমি মনে করি যে যথেষ্ট, সেখানে আমি ২-৩ মাস আগে গিয়েছিলাম। সেখানে ৪ জন ডাক্তার আছে তার সাথে অন্যান্য স্টাফ যা আছে সব ঠিক আছে। স্যার আপনি জানেন যে শনিছড়াতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এবং কদমতলা থেকে খুব সম্ভবত ১২ কিলোমিটার বেশী দূরত্ব হবে না ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল। যেখানে মহকুমা হাসপাতালের এবং যেহেতু কেচমেন্ট এরিয়া বড় ধর্মনগরকে আমরা স্পেশাল সুবিধা দিয়ে থাকি। কাজেই ন্যাশানেল নর্ম যেটা সেই নর্ম কিন্তু আমরা ঠিক করি না। যে ৫ হাজার লোকের অনুপাতে একটি সাব সেন্টার হবে, ৬টি সাব সেন্টার হলে পরে পপোলেশান ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে তাহলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে। এবং সি.এইচ.সি বা কমিউনিটি হেলথ সেন্টার হবে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের সমতল এলাকায় যদি হয়। কাজেই আমি মনে করি না যে এই মুহূর্তে কদমতলায় সি.এইচ.সি করবার মত কোন জাসটিফিকেশান তৈরি হয়েছে।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (কৈলাসহর) ঃ- স্যার, এক মিনিট উনি বলেছেন একটা নর্মে ১ লক্ষ ২০ হাজার, কিন্তু ভাংমুনে একটি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে কিন্তু সেখানে কতসংখ্যক জনসংখ্যা আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য খেয়াল করবেন যে সি.এইচ.সি. মানে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার এক একটা ব্লক জুরিসডিকশানের মধ্যে হয়। সেখান সমতল এলাকায় ১ লক্ষ ২০ হাজার, ট্রাইবেল এলাকাতে ৪০ হাজার আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হচ্ছে ভাংমুনে সেখানে ট্রাইবেল এরিয়া ২০ হাজার পপোলেশান আর সমতল হলে সেটাই ৩০ হাজার হলে চলবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সবার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে দুটি স্মৃতিচারণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। আমি

ANNEXURE A & B

পর্যায়ক্রমে এইগুলি পাঠ করব। পাঠের শেষে সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব দুই মিনিট নীরবে দাড়িঁয়ে প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে শুনাচ্ছি যে, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন মজুমদার গত ১১ ই ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং তারিখে বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় আগরতলার জি.বি. হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। প্রয়াত মজুমদার ছাত্রাবস্থাতেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জরিয়ে পড়েন। ১৯৪৪ ইং সালে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশোনা করার সময় তাঁকে প্রথমবারের মত কারারুদ্ধ করা হয়। তারপরও একাধিকবার ব্রিটিশ পুলিশ তাকে কারারুদ্ধ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমায় শিক্ষা প্রসারে প্রয়াসী হন এবং শিক্ষকতা শুরু করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়াত মজুমদারকে তাম্রপত্রে ভূষিত করেন। চলতি বছরের নয় আগস্ট ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৯৮৩ ইং সালের সাধারণ নির্বাচনে মনোরঞ্জন মজুমদার বিলোনীয়া কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে প্রয়াত বিধায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে সভাকে জানাচ্ছি যে, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য যাদব মজুমদার গত ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং তারিখ রাত সোয়া নয়টা নাগাদ তাঁর বাধারঘাটস্থিত বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। প্রয়াত মজুমদাব অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। দেশভাগের পর তিনি ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ ইং সালে সাধারন নির্বাচনে বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের মত বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯৮৩ ইং এবং ১৯৯৩ ইং সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি উক্ত কেন্দ্র থেকে বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন সুচিকিৎসক হিসেবেও তিনি এলাকায় বিশেষ পরিচিতি ছিলেন। প্রাক্তন বিধায়ক যাদব মজুমদারের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত বিধায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

২ মিনিট নীরবতা পালনের পর ....।

মিঃ স্পীকার ঃ- বিজনেস এডভাইজার কমিটির রিপোর্ট উত্থাপন ও গ্রহণ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাব একটা পয়েন্ট আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়াতের নাম আছে কিনা জানি না। তবে প্রয়াত মনোরঞ্জন মজুমদার স্বাধীনতা সংগ্রামে নাম আছে শুনেছি। উনি তাম্রপত্র প্রাপ্ত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাগত এই রকম একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ত্রিপুরায় খুব কম সংখ্যকই আছেন। উনার ওয়েলফেয়ারের জন্য কিছু করা যায় কিনা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। বিশেষত উনার পরিবারে ছেলে মেয়ে বেকার আছে। উনার পরিবারের যে একজনকে কোন সহায়তা চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এবং বাসুদেব মজুমদার মহাশয় জানেন যে প্রয়াত মনরঞ্জন মজুমদার একজন দলীয় ব্যক্তি উনি সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় সবাব সঙ্গে চলেন। প্রয়াত ব্যক্তির পারিবারিক কল্যাণের জন্য কিছু সবকারি সুযোগ অথবা চাকুবী দেওয়া যায় কিনা এব চিন্তা ভাবনা আছে কিনা মাননীয় মুখামন্ত্রীকে অনুবোধ জানাচ্ছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। এটা খুবই বেদনাদায়ক। মনোরঞ্জন মজুমদার যে দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সেই দিন আমি আগবতলায় ছিলাম না। আমি আগরতলায় থাকলে নিশ্চয় আমি যেতাম এবং তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সুযোগ নিতাম। উনি অন্য দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের হলেও উনার সঙ্গে আমি প্রায়ই কথা বার্তা হত। তিনি কোন দিন নিজের সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসেন এবং বলেন নি আমার পারিবারিক সমস্যা আছে। তিনি সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের জন্য কিছু সামাজিক সুযোগ সুবিধা, আমাদের আছে কিন্তু চাকুরী দেওয়ার প্রশ্নে এ ধরনের কোন পূর্ব শর্ত আমাদের নেই। তবে ইন্টারভিয়্যু দিলে পরে ইন্টারভিয়্যু বোর্ড এগুলি বিবেচনা করেন। কিন্তু মজুমদার তার পারিবারিক বিষয় সমস্যা নিয়ে আছেন নি।

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE- Adopted

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্যগণ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয়গুলি হল বিজনেস এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট পেশ বিবেচনা ও গ্রহণ করা। বর্তমান অধিবেশনের ২৪শে ডিসেম্বর বুধবার ২০০৩ ইং তারিখ হইতে ৩০ শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনস এডভাইজারি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি এই বিধানসভায় পেশ করার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভার বর্তমান অধিবেশন ২৪ শে ডিসেম্বর ২০০৩ ইং তারিখ হইতে ৩০ শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার ২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এডভাইজারি কমিটির সে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্টটি আমি ইএ সভায় পেশ করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- রিপোর্টটি হাউসে বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আপনি একটা এমেন্ডমেন্ট এনেছেন এটা বিএসির রিপোর্ট এর উপর এটাতো এই মাত্র আমার হাতে এসেছে।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, একর্ডিং টু আওয়ার রোল ২৩,৩৬ এটা প্রভাইসিতে আছে। প্রভাইডেড এমেন্ডমেন্ট মে বি মোভ দ্যাট দি রিপোর্ট রেফার ব্যাক টু দি কমিটি আদার উইথ টেমিটেশন অর উইথ রেফারেন্স এনি পারটিকোলার মেটার। স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এটাও ঠিক আছে। সরকার পুনরায় চালাচ্ছে এটাও ঠিক আছে। কিন্তু বিরোধী দল কনস্ট্রাকটেড কিছু প্রস্তাব আকারে রাখা দরকার বিভিন্ন ইস্যুগুলিতে। পার্লামেন্টে দুই বছর আগে একটা সর্বদলীয় মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল ছোট রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সাত দিন এবং বড় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ১০০ দিন মিনিমাম হাউস বসার দরকার। সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় দেখা গেল ১৯৯৮ ইং সনে ১৩ দিন হাউস হল। ১৯৯৯ ইং সনে ১৪ দিন হল, ২০০০ ইং সনে ১৯ দিন হাউস হল। ২০০১ ইং সালে ২১ দিন, ২০০২ ইং সালে ১৫ দিন, ২০০৩ ইং সালে ১৯ দিন। অথচ আমাদের সামনে রাজ্যের কি সমস্যা। রাজ্যের বেহাল অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। রাজনৈতিক খুন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আত্মহত্যা করার প্রবণতা প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকার নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করছে কিনা। আমাদের কোন প্রস্তাব রয়েছে কিনা? অত্যাধিক হারে নারী নির্যাতন বাড়ছে ত্রিপুরায়। বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আলোচনা দরকার হয়ে পড়েছে। পঞ্চায়েত ব্যাপক দুর্নীতি দমনে সরকার কর্তৃক গৃহীত কি ব্যবস্থা রয়েছে নতুবা আমরা প্রস্তাব দেব। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা এবং তাদেরকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। তাদের ডি এ দেওয়া হচ্ছে না। এস, সি, এস, টি, ও, বি,সিদের জাতিভুক্তদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। সংবাদ পত্র এবং সাংবিধানিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। বিদ্যুৎ অস্বাভাবিক দাম বাড়ার ফলে গরিব এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষরা বিদ্যুতের দাম দিতে পারছে না।

বাংলাদেশে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে কয়েক লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। সেখানে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। তাদের জন্য কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে সরকারের দৃষ্টিতে। বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য কোন স্পেসিফিক বা কোন রকম প্রকল্প রয়েছে কিনা রাজ্য সরকারের।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা এটা প্রভিশানে রয়েছে। হাফ এন্ড আওয়ার পরে বলা যায়। এমেন্ডমেন্ডের উপর।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, বলছি পূর্ত দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। এবং শিল্প দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। নগর উন্নয়ন দপ্তর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আগরতলা মিউনিসিপালিটি এবং নগর পঞ্চায়েতগুলি কোন হিসাব দিচ্ছে না। কৃষি দপ্তর, পশুপালন দপ্তর নিয়ে আলোচনা করাতে পারবে না? এখানে পশ্ন উত্তর কেন পাব না? গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যেখানে ৭১ কোটি টাকা বছরে দেওয়া হয়। সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। ফরেস্ট্রি নিয়ে সেখানে আলোচনার কোন সুযোগ পাব না। মেনপাওয়ার এবং এমপ্লয় পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের কোন আলোচনা করার সুযোগ নেই। আরও কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট যেগুলিই প্রশ্ন পাব না আলোচনা করার সুযোগও পাব না। এই দিকে আপনি ওয়ান বাই ওয়ান প্রশ্ন ও উত্তর ডিস এলার্ট করে দিলেন সেটা মোটেই হওয়া উচিত নয়। স্যার বামফ্রন্ট সরকার সমালোচনা ভয় পায় এখন বলছি না। কিন্তু আলোচনা ফেইস করতে চাইবেন গত এবং এর আগের বি, এ, সি,তে আমাদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে সেখানে মিনিমাম অন্তত ৪০টি ডিপার্টমেন্ট হওয়ার দরকার ছিল। পরে কি দেখা গেল, আলোচনা কোথায় করবে। স্যার, ডেমোক্রেটির সেটআপ এ এসেম্বলি রাজ্যের মধ্যে হেড অরগানাইজেশন। এখানে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারব না এটা কি করে হয়? স্যার, রোহিত মিঞা কার নির্দেশে চলে গেল। কারণ এটা থেকে অনেক কিছু বেড়িয়ে পড়বে ঝুলা থেকে। সুতবাং ধরার দরকার নেই। গুলি করে হত্যা করে দাও। স্যার, এই রকম অনেক ঘটনা তাই আপনার কাছে অনুরোধ করব এইগুলি কি ভাবে আলোচনা করব এই ৪ (চার) দিনে তাই বলছি আপনি যদি এডজাস্ট করতে পারেন আই উয়িল বি হ্যাপি। স্যার, একটা কথা বলার দরকার আজকে ২৪ শে ডিসেম্বর, আগামী কাল ২৫ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিন (এ্যাকস্‌মাস ডে) দেখুন স্যার, পার্লামেন্ট কিন্তু স্থগিত রেখে দিয়েছে আর আমাদের এখানে হাউস চলছে এবং আমাদের এখানে ষষ্ঠীর দিনে হাউস চলেছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকে তো ছুটির দিন নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ছুটির দিন আমি বলছি না, প্রত্যেক লোকই হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, খৃস্টান হোক রাইট রয়েছে। এখন যারা খৃস্টান ধর্মাবলম্বী এম. এল. এদের মধ্যেও কেউ খৃস্টান হতে পারেন এবং অন্যান্যরাও অনেকে খৃস্টান হতে পারেন তাদের তো অসুবিধা হতে পারে। এই হাউসে বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু আলোচনার সময় এইভাবে সিলেক্ট্ করা হয় যাতে ছুটির দিন বেশী থাকে। এবারও ছুটির দিন দেখে হাউস মাত্র ৪ (চার) দিনের জন্য করা হয়েছে। স্যার, মাত্র ৬।৭টা সট ডিউরেশ্যান জমা পড়েছে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অনেক প্রশ্ন করার ছিল কিন্তু তার জন্য প্রভিশান আছে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার করা যাবে কিণ্ত বৃহস্পতিবার বন্ধ তাই শুধু মঙ্গলবারই পাব আলোচনার জন্য। এখন মেজরিটি আপনাদের তাই বিজনেস এডভাইসারী কমিটিতে পাশ করে দিলেন কিন্তু আমার অনুরোধ থাকবে ২৫ শে ডিসেম্বর আপনারা তোয়াক্কা করছেন না, আপনারা ধর্ম কর্ম মানেন না ইট ইজ ও.কে., এখানে আমার একটা প্রস্তাব রাখছি হাউসের ওয়াকিং ডে মোটামোটি ১০ (দশ) দিন হওয়া উচিত মানে বারগুলি টাচ না করলে আমরা উত্তর দিতে পারব না। তরুন দত্ত কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন রাজ্য শীঘ্রই প্রণয়ন করা হবে কিনা? শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট কি এই হাউসে দিয়েছেন? ডিস এলাউ করেছেন? ডিস এলাউ কেন করেছেন? সো মেনি ডিটেলস্? কিসের

সো মেনি ডিটেলস্? এখানে সমালোচনা করা হয়েছে উনারা জানেন গভর্নমেন্টের লোকদের দিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষা কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেই রিপোর্টে কি কি বিষয় উল্লেখ করেছেন, সুপারিশ সমূহ হাইকোর্টের রাইট হাউসে লে করবে না, লের দরকার নেই? আমি তো সুপারিশ চাইছি, আপনি চেষ্টা করেছেন এটা ঠিক, আমি শুনেছি আপনি চেষ্টা করেছেন। যে কোন ভাবেই হোক এটার ইনফরমেশান পাব না কিন্তু এটা রাইট টু ইনফরমেশান বিল সর্বত্র পাশ হয়ে যাচ্ছে অথচ আমরা তথ্যই জানতে চাইছি না। দপ্তরে কত টাকা অব্যয়িত রয়েছে এটা জানা যাবে না হোয়াই নয়? কেন জানা যাবে না এটা তো দু পাতার কোয়েশ্চানের উত্তর। এখানে অনেকগুলি কোয়েশ্চান স্যার, আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবে এগুলির অর্থই নেই অথচ এইগুলির রিটার্ন দেওয়া হচ্ছে। আমি অনুরোধ করার হাউস বাড়াতে হবে, আমার যুক্তিকতা না থাকলে আপনি বুঝিয়ে দিন। আমাদের বহু কোয়েশ্চান রয়েছে আজকে মাত্র হাউস আরম্ভ হয়েছে। আজকের সেকেন্ড আওয়ার আপনি কেন এইভাবে ঠিক করলেন, হাউস কেন বুধবার থেকে আরম্ভ করলেন, কেন শুক্রবার থেকে আরম্ভ করলেন না। আজকে বুধবার বিকালে আপনি কিছু রাখলেন না, রাখার আপনার স্কোপ নেই এবং আপনার দোষও নেই কিন্তু যদি শুক্রবার হাউস আরম্ভ হত তাহলে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশ্যান আলোচনা হতে পারত। ওয়ার্কিং ডে ১০ দিন করা উচিত এর জন্য আমি হাউসের কাছে, মাননীয় স্পীকারের কাছে এবং ব্যাক টু দি বিজনেস এডভাইসারি কমিটি এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- কেউ বলারতো নেই?

এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি প্রস্তাব করিতেছি যে বিজনেস এ্যাড্‌ভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আলোচনার জন্য অন্যদের জিজ্ঞাসা করবেন না?

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি-তো বললাম কেউ আলোচনা করবেন কিনা?

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- আমি-তো একটা অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি। এটা নিয়ে আলোচনার জন্য বলা উচিত।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি-তো বলেছি, কেউ আলোচনা করবেন কিনা।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- অ্যামেন্ডমেন্টটা আগে ভোটে দিতে হবে না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- এটা ভোট হয় না।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- যে জিনিসটা আপনি বলেছেন সেটা আপনি দেখিয়ে দিন, সাহায্য করুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- অ্যামেন্ডমেন্ট মানেই ভোট স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, ভোট দিতে কোন আপত্তি নেই।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- আসল যে রিপোর্টটি সেটাই-তো আমি ভোটে দিচ্ছি। এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্টটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- এখানে-তো প্রভিশান থাকতে হবে। আপনি যে রুল্‌সে এনেছেন, সেই রুলে আলোচনা করতে পারেন। আমার ভোটটা হবে অরিজিন্যালি। এটাতে যদি আপনারা বিরোধিতা করেন, করতে পারেন।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, অ্যানি কনসিডারেশান, যেকোন অ্যামেন্ডমেন্ট আনবে, সবগুলি কনসিডারেশানের জন্য অ্যামেন্ডমেন্ট মানে ভোট লাগবে। সংশোধনী মানেই ভোট।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ- স্যার, আপনি অ্যাকসেন্ট করেছেন অ্যামেন্ডমেন্টটা, এখন সবাই অ্যামেন্ডমেন্টটা দ্বিমত পোষণ করেছেন কিনা, আপনি জানবেন না হাউস থেকে?

মিঃ স্পীকার ঃ- আসল রিপোর্টটা আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রভাইডেড ফারদার দ্যাট নট। মোর দেন অ্যান্ড হাফ অ্যান আওয়ার শ্যাল বি অ্যালটেড ফর দি ডিসকাশান অফ দ্যান দি মোশান অ্যান্ড নো মেম্বার শ্যাল স্পীক ফর মোর দেন ফাইভ মিটি্স অন সাচ্ এ মোশন আমি আপনাদের আলোচনার সুযোগ দিয়েছি। আমি এখন আসল রিপোর্টটা ভোটে দিচ্ছি। এখানেই আপনাদের সুযোগ আছে বিরোধিতা করার।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস্-এর বেলায় রিজলিউশান বলুন, আর যাই বলুন যখন কোন অ্যামেন্ডমেন্ট হবে.......

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রাইভেট মেম্বারস্-এর আলাদা বলা আছে ভোটের কথা। যদি আলোচনা করেন, আমি বলেছি কেউ আলোচনা করতে পারেন, ৫ মিনিট সময় পাবেন। আলোচনা যেহেতু কেউ করেননি, আমি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- ভোট হয়নি। আমি কিছু আলোচনা করছি এই ব্যাপারে।

মিঃ স্পীকার ঃ- ১ পক্ষ হয়ে গেছে। আপনি-তো বি, এ, সির মিটিং এ ছিলেন। আর কি আলোচনা করা যাবে। সুযোগটা-তো আমি দিয়েছি আলোচনা কেউ করবেন কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, কমিটির রিপোর্টটি সর্বসম্মত ছিলনা। এখানে বিবেচনার ব্যাপার হল, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে সমস্ত কথা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজ্যে বিরাট সমস্যা আছে, এগুলি যাতে আমরা তুলে ধরতে পারি, সংশোধনীর মাধ্যমে অনেকে তুলতে চান বা অন্য নোটিশ দিয়ে। বিশেষ করে কোয়েশ্চনের কথাই বলছি যে ৩ দিন ৪ দিনের অধিবেশন, তাতে সব দপ্তরের প্রশ্ন কাবার করে না। উনারা বরাবরই চান ১ দিনের অধিবেশন হোক, আপনাদের চাপে পড়ে ২ দিন করে, ৩ দিন করে, এইবার চাপে পড়ে ১ দিন বাড়ানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- এবার তো মিটিং এ রিপোর্টটা সর্বসম্মত ছিল। এটাতো আপনি জানেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- না, সর্বসম্মত ছিল না, এটা-তো আপনি ছিলেন। অনেকে সেদিন অনেককিছু বলেছেন। এখানে ৩ দিন, ৪ দিনের অধিবেশনে সব দপ্তরের প্রশ্ন কাবার হয় না, এটা আপনি জানেন। এভাবে ৩-৪ টা দপ্তর বাদ পড়ে। কাজেই এইযে এড়িয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি এটা আমি ভাল মনে করি না। কাজেই এটা নিয়ে হাউসে আলোচনা হতেই পারে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন এটা হালকা করে দেখা উচিত না। উনার আলোচনার পর আমি ভেবেছিলাম ট্রেজারী বেঞ্চের অন্তত কেউ এর সদুত্তর দেবেন, দেখা যাচ্ছে এটা হালকা করে নিচ্ছেন, আপনি আরো হালকা করে এটা ভোটে দিয়ে দিলেন। আমরা বুঝতেই পারলাম না। আমি বলছি যে, এই কমিটিতে আলোচনা হয়েছিল ৩১ তারিখের বেশী হাউসটাকে বাড়ানো যাবে না কারণ নিউ ইয়ার এসে যায়। কাজেই ৩১ তারিখ যখন নিউ ইয়ার না তখন ৩১ তারিখ পর্যন্ত সেশন চালানো যায়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় (বনমালীপুর) ঃ- স্যার, আপনি এই রিপোর্টটাকে ভোটে দিচ্ছেন, আপনি ভালভাবেই জানেন ওনারা ভোটে জিতবেন, কারা আমরা সংখ্যায় কম। কিন্তু রিয়েলিটিকেতো আপনি বিশ্বাস করুন। স্যার, বিরোধী দলনেতা এখানে যে অ্যামেন্ডমেন্টটা এনেছেন সেটার সমর্থনে আমি বলছি সব কিছুকেই যদি আপনারা ভোটে দেন ডিস্কাস্ করতে না চান তাহলে কি করে চলবে। সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটেতো আপনি সব কিছুই পাস করিয়ে নিতে পারবেন যেহেতু আমরা সংখ্যায় কম। গণতন্ত্রে ওনারা মেজারিটি হয়ে গেছেন আর আপনি যে কোন সময় বলছেন ভোটে দিচ্ছি, আপনি অন্তত রিয়েলিটিটাকে বিশ্বাস করুন। আপনি যদি প্যারসোনেলী ক্যান্ভিক্ট্ করে বলেন যে, এই চার দিনের ওয়ার্কিং যে তে যে সময়টা পাওয়া যাবে তাতেই রাজ্যের সমস্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা কমপ্লিট করা যাবে তাহলে আমাদের কিছু বলার নাই। স্যার, আপনি এখানে এই চেয়ারে বসে বলেছিলেন যে, নিরপেক্ষ থাকবেন,

তাই আমি বলছি অ্যাকর্ডিং টু রুলস ২৩৬ এ এখানে কি বলেছে Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter.

তারপর বিজিনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্টের লাস্টের নোটটা দেখুন সেখানে কি বলেছে The Committee authorised the Hon'ble speaker to make suitable adjustment in the Time Table as and when he feels it necessary.

বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি আপনাকে অ্যাথ্যারাইজ্ করে দিয়েছে, কাজেই আপনি যদি মনে করেন আপনার কাছে ক্ষমতা আছে তাহলে আশা করি আপনি ব্যাপারটা দেখবেন। স্যার, যে বিষয়গুলি আমাদের বিরোধী দলনেতা এখানে এনেছেন সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মিনিমাম দশ দিন সময় লাগবে। তাই আপনার কাছে আমরা বিরোধী দল থেকে দাবী করছি যে, কম পক্ষে দশ দিনের সেশন করা হোক। আপনারা তো সব সময় গরীবের কথা বলেন, তো গরীবের কাজগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা হোক। আপনি বলুন অ্যাকর্ডিং টু রুলস আপনি এটা করতে পারেন কিনা। বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটি আপনাকে অথরাইজড করে দিয়েছে। সুতরাং আপনার ক্ষমতা আছে, আপনি ইচ্ছা করলেই সেশনের সময়সীমাটা বাড়াতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, ৩১ তারিখ পর্যন্ত মানে এক দিন অন্তত সেশন বাড়ানো হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল, বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটি কর্তৃক সময় নির্ঘণ্টে র সহিত এই সভা একমত।

(রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি এখন অ্যামেন্ডমেনটি ভোটে দিচ্ছি। অ্যামেন্ডমেন্টটি As per Rules 313 sub rule (2) It shall be in the discretion of the Speaker either to put the orginal motion to vote first or any of the amendments there to. I beg to move and amendment that the Busines Advisory Committee report reffered back to the Committee for further extenxision of the House

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ধনী ভোটে গৃহীত হলো)। এবার বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আমাদের হাউসে একজন আছেন সব জান্তা, আমাদের পার্লামেন্টের একজন সবজান্তা আছেন উনি এমনভাব দেখান। আমি নাম বলব না উনি দুঃখ পাবেন। সংশোধনীর কোন রকম ভোট হয় না আপনি তো রুলস পড়লেন, উনি কি এর থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করবেন না যাতে এইরকম ভাবে না বলে। কেন হাউসের মিসগাইড করছে? সব জান্তা ভাব দেখায়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি পার্লামেন্টে নিয়ম হচ্ছে, বিজনেস যখন বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি রাখবেন তারা যে সংশোধনী দেন সেটা সার্কুলেট করা হয়, এটার উপর ভোট হয় না।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, উনি পূর্ত দফতর চালান রুলসের ব্যাপার তো উনার না। ৩১৩ ধারায় সব আছে।

(গোলমাল)

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা প্লিজ বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমরা কথাগুলি বললাম তাহলে কি কি আপনি হাউস বাড়ানোর জন্য কোন

মিঃ স্পীকার ঃ- না হয়ে গেছে।

শ্রীরতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা)ঃ না, না শুনুন স্যার, আপনি এমন অস্থির হয়ে যাচ্ছেন মনে হয় এখনই হাউস শেষ হয়ে যাচ্ছে। এতগুলি জিনিস আছে তার পরও স্যার, আপনি রাজী হলেন না। কিন্তু রাজ্যের সমস্যার কথা আমরা

বলতে পারলাম না। এটা রাজ্যবাসীর পক্ষে অনেক উদ্বেগজনক এবং বিপজ্জনক। যেহেতু হাউস বাড়ানো হয়নি আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যেহেতু আলোচনার সুযোগ পাব না সেইজন্য আমরা হাউস থেকে ওয়ার্ক আউট করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

(বিরোধী সদস্যরা সভা কক্ষ ত্যাগ করেন)

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্যদের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি, সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রথম নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার ও শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়ের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "সম্প্রতি অকাল বর্ষণে ফসল ও সবজি চাষের ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগাম ২৯.১২.২০০৩ ইং তারিখ আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আজ আর একটি মাননীয় সদস্যর নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত মহোদয়ের নিকট হইতে।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে "মোবাইল টেলিফোন পরিষেবা দ্রুত চালু করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি আগামী ৩০-১২.২০০৩ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আর একটি রেফারেন্স এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। উনার নোটিশটি পরীক্ষা করে দেখার পর উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার আনীত বিষয়টি বলার জন্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ঃ- "রাজ্যে সন্ত্রাসের নয়া সংস্করণ, খুনীদের হুমকিতে এগিয়ে আসেননি প্রতিবেশীরা। এই শিরোনামে গত ২৭ শে নভেম্বর, ২০০৩ইং তারিখে স্থানীয় স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি আজকে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে উনি যেন পরবর্তী একটি তারিখ জানিয়ে দেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি ২৯ তারিখে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সহিদ চৌধুরী ও শ্রী সুধন দাস মহোদয়। নোটিশটি বিষয়বস্তু হলো, "গত ৪.১২.২০০৩ ইং তারিখে সোনামুড়ায় কৃষি দপ্তরের অফিস গৃহে দুজন ডি. আর. ডব্লিউ কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন করা ও নথীপত্র গায়েব করা সম্পর্কে।"

আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর বিবৃতি প্রদানের জন্য। আজ যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে যেন পরবর্তী একটি তারিখ জানিয়ে দেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়টির উপর আমি এই হাউসে আগামী ৩০ তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা ও রঞ্জিত দেবনাথ মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো, "চলতি বছরে তেলিয়ামুড়া কোল্ড স্টরেজে আলু পচনের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আজ যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি যেন পরবর্তী একটি তারিখ জানিয়ে দেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি বিষয়টির উপর আগামী ২৬ তারিখে বিবৃতে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- তৃতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিনহা মহোদয়। উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, রাজ্যে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে। এই বিষয়টির জন্য আমি পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আজ যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ তিনি যেন জানিয়ে দেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আগামী ২৯ তারিখে আমি বিবৃতি দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আমার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ ছিল। কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আসা সত্ত্বেও আমারটা না আসার কারণ কি?

মিঃ স্পীকার ঃ- তিনটির বেশী দেওয়ার কোন বিধান নেই। আপনি পরবর্তী সময়েও এটা জমা দিতে পারেন আমি দেখব।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker :- Now, the business before the House, laying of a copy of "The 26th Annual Report and Accounts of the Tripura Small Industries Corporation Ltd. for the year 1990-91"on the table of the House.

Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce to lay the copy of the Annual Report & Account on the table of the House.

Mr. Pabitra Kar (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to lay A copy of "The 26th Annual Report and Accounts of the Tripura small Industries Corporation Ltd. for the year 1990-91" on the table of the house.

Mr. Speaker :- Laying of a copy of "The Notification of power Department Vide No. F.1 (17) -Commi/Power/2003"on the Table of the House.

Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department to lay the copy of the Natification on the table of the House.

Shri Manik Dey (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of "The Notification of power Department Vide No. F 1 (17) Commi/ Power/2003" on the Table of the House.

Mr. Speaker :- Laying of a copy of Accounts for the year ended 31st March 1993 of Tripura Jute Mills Lmt. on the of the House. Now I would request to Hon'ble ministre- In Charge of Industries & Commerce Deptt. to lay a copy of Accounts on the Table of the House

Sri Pabitra Kar (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of Accounts for the year ended 31st March,1993 of Tripura Jute Mills Lmt on the Table of the House.

Mr. Speaker :- Hon'ble Members are requested to collect the said Accounts from the Notice office of the Tripura Legislative Assembly.

GOVEREMENT BILL - Introduced

Mr. Speaker :- Now the question before the House is The Tripura Recording of Marriage Bill, 2003 Tripura Bill No. 9 (2003).

Now I would request to Hon'ble Minister in charge to move the Motion with due permission of the House.

Sri Keshab Mazumder (Minister) :- Mr. speaker sir, I beg to move to leave introduce the Tripura Recording of Marriage Bill 2003 Tripura Bill No. 9 (2003).

(The Motion was put into vote and passed)

Mr. Speaker :- Now, question before the House, Tripura Profession Trades, Callings and Employment Taxation second Amendmend Bill 2003, Tripura Bill No. 10 (2003).

Now, I would request to the Hon'ble Minister in charge to move the motion with due permission of the House.

Badal Chowdhury (Minister) :- Mr. Speaker sir, I beg to move to leave Introduce the Tripura Profession, Trades Callings And Employment Taxation Second Amendmend Bill 2003 Tripura Bill No. 10 (2003).

(The Motion was put into voice vote and passed)

Mr. Speaker. Now, the question before the House, Tripura Panchayet 3rd Amendmend Bill 2003 Tripura Bill No. 11 (2003).

Now, I would request to the Hon'ble Minister in charge to move the motion with due permission of the House.

Sri Subud Das (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to move to leave Intruduction Tripura Panchayet 3rd Amendmend Bill 2003 Tripura Bill No. 11 (2003).

(The Motion was put into voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now, the question before the House, Tripura Vehicle Tax 6th Amendmend Bill 2003, Tripura Bill No. 12 (2003).

Now, I would request to the Hon'ble Minister in charge to move the motion with due permission of the house.

Sri Sukumar Barman (Minister) :- Mr. speaker Sir, I beg to move to leave introduce The Tripura Vahicle Tax 6th Amendmend Bill 2003, Tripura Bill No. 12 (2003).

(The Motion was put into voice vote and passed)

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এক মিনিট, আমি একটা বিষয়ে বলছি (বিরোধী দলনেতা) আমাদের বিধানসভার একটা বিল্ডিং শ্বেত মহল, এখানে যেহেতু আর কোন বিজনেস নেই সেইজন্য বলছি। বহুদিন আগে থেকেই আমাদের বিধানসভার স্টাফদের বসার একটা অসুবিধা রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা এক মিনিট, মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি উক্ত বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা কমিটিও হয়েছিল, কমিটি সমস্ত ঘুরে দেখেছে এবং শ্বেত মহলটা এখন আই. সি. এ. টি ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রোলে। আমাদের বিধানসভার বিল্ডিং এই শ্বেত

মহল, কিন্তু আমাদের বিধানসভার স্টাফদের বসার অসুবিধা। এই শ্বেত মহলের ব্যাপারে কমিটি কি রিপোর্ট দিল এবং কি করল এই ব্যাপারে কিছুইতোজানা হলো না। আজকে প্রায় দেড় থেকে দু বছর হয়ে গেছে। এতসব করার পর কিছুই যদি না হয় তাহলে এই লোক দেখানো কমিটি করার কি দরকার ছিল। কমিটি এই ব্যাপারে রিকমোন্ডেশান করেছে। এখনো এটা আই. সি. এ. টি. ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে রয়ে গেছে। অথচ এখানে বসার কোন ব্যবস্থা নেই। এটা কি? একজন স্পীকার আসবে, একজন স্পীকার যাবে কিন্তু একই অবস্থা রয়ে গেছে। তাহলে এতসব করার দরকার কি ছিল? আমার মনে হয় এটা ইমিডিয়েট, আপনার মাধ্যমে, এখানে মুখ্যমন্ত্রী থেকে দপ্তরের মন্ত্রী রয়েছেন, এটা তো হেন্ড ওভার করে দেওয়া উচিত বিধানসভাকে।

মিঃ স্পীকার ঃ- আই. সি. এ. টির পর্যাপ্ত যদি জায়গা না থাকে তাহলেতো সমস্যা আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- তাদের যদি অসুবিধা থাকে তাহলে তারা বিধানসভা দখল করবে নাকি? আপনার চেয়ার দখল করবে? এটা কি হলো কথাটা। এটা বিধানসভার সম্পত্তি। বিধানসভা হাইয়েস্ট অথরিটি, এখানে সব কিছু হয়। বিধানসভা বিল পাস করে কিন্তু বিধানসভার এম. এল. এ-রাঁ পয়সা পায় না। বিধানসভা বাজেট পাশ করে বিধানসভার এম. এল. এ-রা বিল পায় না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে বসে কথা বললে ভাল হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমি বলছি এই কারনে, এখানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী রয়েছেন, এই হাউজ বজেট পাশ করে দেয় দেখা গেছে গত এক বছর ধরে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আগে কোনদিন এইগুলি ছিল না। যেমন, এম. এল. এ দের হাউজিং লোন অর্ধেক করে দিয়েছে, দেড় লক্ষ টকা দিয়েছে আর বাকি দেড় লক্ষ টাকার কোন খবর নেই। আমি এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এখানে বিধানসভার সেক্রেটারী মহোদয় রয়েছেন, স্পীকার মহোদয় রয়েছেন, এই ব্যাপারে প্রত্যেকদিন এম. এল. এ-রা অভিযোগ করছে, তারা কমিটি মিটিং করে কিন্তু পয়সা পায় না। ট্যুর প্রোগ্রাম করে জনস্বার্থে কিন্তু তারা পয়সা পায় না। দীর্ঘ দিন ধরে এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, যদি ব্যয় সংকোচনের ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে একটা কথা বলে দেওয়া হউক, যেমন একবার হয়েছিল, যে অর্থের সংকোলানের কারণে সমস্ত ট্যুর বন্ধ, তা হলে ভাল। এমন বলে দেওয়া হউক তাহলে। এই ব্যাপারে প্রত্যেকদিন আমাকে সমালোচনা শুনতে হয়। তারা কোন কিছু পায় না। যারা মিনিস্টার তারা তো এই জিনিসটা ফিল করছে না। আমার বক্তব্য হলো আজকে যেহেতু হাউজটাতে এখন আর কোন বিজনেস নেই তার জন্য এই ব্যাপারটা বল্লাম। আমার মনে হয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে রয়েছেন, বিধানসভা সাফার করছে, বিধানসভা হচ্ছে সর্বউচ্চ ক্ষমতা, এমনকি মন্ত্রীসভার থেকেও বেশী। আমি এখানে সিরিয়াসলি বলছি। তা না হলে আমি বলতাম না। এটা কি বিরোধী কি ট্রেজারী বেঞ্চনা এটা হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে। প্রচণ্ড সাফার করছে এম. এল. এ-রা। এই সমস্যাটা প্রায় ৭ মাস ধরে চলছে। বাজেটের পরে দুই মাস পর থেকে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আছেন জিজ্ঞাসা করুন। এখন বর্তমান যিনি সেক্রেটারী আছে উনি ব্যাপারটা অনেকভাবে টেকেল করেছেন, উনি কিছু বলার পরে ফিনান্স কিছু দিয়েছে। উনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন, আরে কি আশ্চর্য ব্যাপার অপনারা বিধানসভার বিল পাশ করেন, বাজেট পাশ করেন আর আপনাদের সমস্যা, টাকা আটকে থাকবে কেন? সব কাজ তো চলছে, মন্ত্রীদের কোন সমস্যা হচ্ছে না। মন্ত্রীদের গাড়ি নিয়েতো চলাচলের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তাহলে এম.এল.এ-রা কেন সাফার করবে। এবং সবগুলি তাদের জনস্বার্থে এবং তাহলে বলেদিন যে কমিটি স্টপ। বন্ধ করে দেবে। আর শ্বেত মহলের ব্যাপারটা সিরিয়াস কনসান। কারন এখানে অনেক সিদ্ধান্ত মাননীয় পবিত্রবাবু ছিলেন মন্ত্রী মহোদয় উনি এগ্রি করেছিলেন কম্পিওটারের কথা।

এইরকম কতগুলি কথা আছে ভাল করে বুঝা যায় না। এইজন্য সমস্ত প্রসেসটা কম্পিউটারে ফেলবে। আমি অসংখ্য চিঠি দিয়েছি চার বছর চলছে এখন শুধু মাত্র বিজনেসটা কম্পিউটারে চলছে এটা কি কথা। অথচ অন্য জায়গায় কম্পিউটার পরে রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা, জ্যোতির্ময়বাবু কি বলতে চাইছেন।

শ্রীজোতির্ময় নাথ ঃ- উনিই তো এটা বলছেন ভেরী ইমপর্টেন্ট।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই এই বিষয়টা দেখবেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্যাটা এখানে এইভাবে আসবে আমার অন্তত জানা ছিল না। বিধানসভার বিভিন্ন কমিটির মিটিং হবে তাতে বিধায়কদের যা আসা যাওয়ার খরচা যা নিয়ম আছে তার মধ্যে তারা পাবেন। বিভিন্ন কমিটি আমরা বিধানসভায় ফর্ম করে দিয়েছি। সব কমিটির ট্যুর এর বিষয় হয় তো থাকে না কিছু কিছু কমিটির ট্যুর করলে জনসাধারনের উপকার হয় প্রশাসনের সুবিধা হয়। কারণ প্রশাসনের কাজের মধ্যে কোথাও কোথাও ফাক থেকেই যায় সেইগুলি চিহ্নিত হয়। আবার কতগুলি বিষয় দেখা যায় আমাদের দৃষ্টি হয় তো থাকে না। ভাবনার মধ্যে থাকে না। সেইগুলি বিধায়করা ঘুরে আসলে পর তারা যখন দৃষ্টিতে আনেন তাতে কাজের সুবিধা হয়, জনগণ উপকৃত হয়। কিন্তু আমি এটাও বলব সব ট্যুরই খুব সহায়ক হয় ঘটনা তা না। কিন্তু যাই হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেটা একটা যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে তারা বিল ইত্যাদি করবেন, সেই টাকাটা তো পেতেই হবে, সেটা করা দরকার। রাজ্যের বাইরে কোন কোন আমদের বিধায়কদের টিম আছে, বিধানসভার কমিটি আছে, তাদের যাওয়ার প্রশ্ন থাকে সেইগুলি হয় তা মাননীয় স্পীকার সাহেব কথা বার্তা বলে অর্থনৈতিক বিষয়টা বিবেচনায় রেখে কতটা এটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায় সেটা তিনি নিশ্চয়ই দেখে থাকেন। রাজ্যের ভিতরে যে বিষয়গুলি, সেইসবগুলি মিলিয়ে আমার মনে হয় এটা নিয়ে বিধানসভার সচিবালয় থেকে আমাদের অর্থ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং এই জাতীয় সমস্যা যাতে ভবিষ্যতে না হয় সেটা দেখতে হবে এবং আমাদের যাতে এই জাতীয় কথা বিধানসভায় শোনতে না হয়। দ্বিতীয় যেটা শ্বেত মহল সম্পর্কে বলছেন এটা একটা সমস্যা আছে। শ্বেত মহলটাতে এখন আমাদের পর্যটন দপ্তরের অফিস আছে। এটাকে এই মুহূর্তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো আমাদের সামনে এখন কোন জায়গা নেই। জওহরবাবু যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখন উনার একটা প্রস্তাব ছিল যে বিধানসভার ভিতরে এখন যে জায়গাটাতে আমরা কাজ করছি তাতে কোন জায়গায় টেমপুরারি কোন কনস্ট্রাকশন করা যায় কিনা সেটা আলোচনা হয়েছিল। সবটা বক্তব্যই হচ্ছে আমাদের বিধানসভার যে বাড়টা এই বাড়িটার সৌন্দর্য রক্ষা করতে গেলে এর মধ্যে আলাদা করে কিছু টেমপুরারি কনস্ট্রাকশন করাটা ঠিক হবে না এবং এটা আমরা সবাই এগ্রি করেছি। আমাদের সসম্যা তো কিছু আছেই। এই সমস্যাটা দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে কিন্তু আমরা একটা বিকল্প বাড়ি তৈরি করছি আপনারা জানেন এবং এটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয় তো শেষ করা যাবে কিনা ? কিন্তু আমাদের নজরে আছে ঐ সময়টা সবাই মিলে সহযোগিতা করতে হবে এবং আমাদেব ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের যে বাড়িটা আছে এটা তো বুঝেনই রাজ্যের স্বার্থে কিন্তু একটা জায়গা দিতে হবে কাজ করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে পারছি না। আমাদের সচিবালয়ের বিভিন্ন সচিব যারা আছেন তাদের ও কোন কোন সময় বসার জায়গাব জন্য আমাদের আলাদা করে বাইরে বাড়ি ভাড়া কবতে হচ্ছে। এই রকম কিছু সমস্যা আমাদের আছে। এই নতুন বাড়িগুলি হলে পরে এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হব। আমি মাননীয় বিধায়কদের বলব এটা শুধু বিরোধী দলের ব্যাপার না এটা থাকলে তাদের মিটিং করার জায়গা দিতে হয়। আমাদের এখানে মিটিং করার জায়গা নেই এবং কোন গেস্ট যদি বাইরে থেকে আসে আমাদের বিধানসভা দেখবাব জন্য তাদেরকে বসার জন্য কোন জায়গা আমরা দিতে পারি না। লবি যেটা আছে বিধানসভার এটা লবির মতোই আমি মনে করি না। লাইব্রেরি যেটা আছে এখানে শুধু বই এর পাহাড় আছে কিন্তু বসে পড়ার মত কোন পরিবেশ পরিমণ্ডল সেখানে নেই। এইগুলি সবই আমাদের জানা আছে। কিন্তু একটু সময় আমাদের লাগবে। এখনই এই বাড়িতে আলাদা করে কোন কনস্ট্রাকশনে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আর শ্বেত মহলটা এখনই আমবা দিতে পারছি না। আমি জানি না কমিটির সুপারিশটা কি কিন্তু আমি বলছি আমরা জিনিসগুলি দেখছি যখন আমরা এই বাড়িটা ছেড়ে যাব সবটা মিলিয়ে আমবা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ নিয়ে আমরা

যাব। আমি মাননীয় সদস্যদের বলব সরকারের যে সমস্যাটা, এটা রাজ্যবাসীর স্বার্থেই এটা নিশ্চয়ই তারা বুঝবার চেষ্টা করবেন। এর মধ্যে যদি কোথাও ১,২ টা রোম খোঁজে বের করার সুযোগ থাকে সেটা আমি বলব মাননীয় সচিব মহোদয়কে বিধানসভার যিনি কেয়ারটেকার আছেন আদৌ আছে কি না আমি জানি না। যদি থেকে থাকেন তারা দেখবেন, কথা লবেন যাতে এখানে থেকে কিছু জায়গা বের করা যায়। শ্বেত মহলটা এখনই দিতে গেলে পরে খুব সমস্যা হয়ে যাবে আমাদের এটা বুঝতে হবে।

শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ ঃ- স্যার, এখানে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী আছেন যেহেতু সময়ও আছে তাই আমি ব্যাপারটা উনার নজরে নিচ্ছি যে Court of criminal procidure Tripura 7th (Amendment) ordinance 2003. একটা অ্যাডিনানস সেটা ত্রিপুরা গ্যাজেট একস্ট্রা অর্ডিনারী ইস্যু জুলাই এইটিন্থ এ প্রচার হল। এটার মধ্যে বলা হয়েছে The word 90 day's where ever they occur the words, the 180 day's shall be substituted. আর একটাতে আছে ফর ওয়ার্ডস ৬০ ডোট সেটা হবে ১২০ ডেজ। আমরা এর আগে এটা এক্সট্রিমিষ্টদের জন্য মেইনলি করা হয়েছিল। এক্সট্রিমিষ্টদের জন্য ৬ মাস থাকবে এই এমেনমেন্ট সেকশনগুলি। এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা সেকশান এখানে যেটা এমেনমেন্ট জেনারেলের ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োগ করা হয়েছে। সমস্যা এরেঞ্জ করছে ৩২ ৬ এ। দেখা গেল, একটা এফ. আই. আর লস করা হল ইট মে বি ৩২৩ অথবা ৩২৪ সেকশান মাইনর সেকশন। কিন্তু যখনই এফ. আই. আর দেওয়া হল, থানাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এফ. আই আরটা রেজিষ্ট্রি হল ৩২ ৬ এ। যখনই ৩২৬ এ রেজিষ্টার হল মেজিসট্রেটের সেখানে আর হাত থাকছে না, তাকে ৬ মাস থাকতে হচ্ছে। একটা মাইনর অফেনসের জন্য ৬ মাস। এখানে ৩৯২, ৩৬৬ এইভাবে। এই সেকশনগুলি আগে ছিল ফর দি একসট্রিমিষ্ট অনলি অল ওভার দি ইন্ডিয়া। এই সেকশনে ধরলে ৬ মাস থাকে। ত্রিপুরাতে এমন কি বিজন এরাইজ করল যে জেনরেল কেইসে ৬ মাস থাকতে হয় এবং এটা চলছে। মেজিসট্রেড বেইল দিচ্ছে না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমাদের আইন দপ্তরের যিনি সচিব তিনি স্বল্প কালীন সময়ের জন্য বিধানসভারও সচিব। তিনি শুনেছেন এই বিষয় সম্পর্কে আইনের ব্যাখ্যাটা কি এবং আমরা কিন্তু সবাইকে অভিপ্রায় আইন করা নেই। এটা মূলত হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীদের জন্যই। কারণ তাতে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, ফলে এটা থেকে আমরা কি করে বেরিয়ে আসতে পারি তার জন্য যদি কোন এমেন্ডমেন্টের দরকার হয় সেটা উনি আমাদের সাজেস্ট করলে পরে আমরা সেটা দেখে সেই ভাবে প্রসিড করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ- এইসভা আগামী শুক্রবার ২৬.১২.২০০৩ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবি করা হল।

Admitted Starred Question No. :- 5 ANNEXURE - 'A'
Name of MLA :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উদয়পুর, ধর্মনগর ও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার জন্য অস্ট্রেলিয়ান কোন এক এজেন্সিকে নিয়োগ করা হয়েছে?

২) যদি সত্য হয় তবে মাষ্টার প্ল্যান তৈরির কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং সেই প্ল্যান তৈরী করতে কত সময় লাগবে?

উত্তর

১) অস্ট্রেলিয়ান এইড এর মাধ্যমে আগরতলা শহরের মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু উদয়পুর এবং ধর্মনগর শহর অস্ট্রেলিয়ান এইড এর আওতায় আসে না।

২) অস্ট্রেলিয়ান এইড এর মাধ্যমে আগরতলা শহরের মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার জন্য অস্ট্রেলিয়ান এইড এর নির্দেশিকা অনুসারে সিটি ডেভেলপমেন্ট স্ট্রেটিজি তৈরী করা এবং আবেদনপত্র তৈরী করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান এইড এর মাধ্যমে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No :- 46
Name of Member :- Shri Nagendra Jamatia.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে জুমিয়া রিগ্রুপিং স্কিমে কয়টি স্থান কয়জন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে।

২) তার মধ্যে অম্পি বাজার সংলগ্ন স্থানে কয়টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে,

৩) এ যাবৎ তাদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) জুমিয়া পরিবারগুলির কিছু অংশকে রিগ্রুপিং এর আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।
প্রাথমিকভাবে কিছু অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। বন দপ্তর এই উদ্যোগের নোডাল দপ্তর হিসাবে কাজ করবে।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No :- 47
Name of MLA :- Shri Jyotirmoy Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্মীনগর গাঁওসভার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে,

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ কি,

৩) উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) ইহা সত্য নয়। লক্ষ্মীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু আছে।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No :- 48
Name of M.L.A :- Shri Kajal Chandra Das.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বে-সরকারি নার্সিং হোমগুলিতে ব্লাড ব্যাংক এর ব্যবস্থা রাখার ব্যাপারে সরকারিভাবে নির্দেশিকা জারী করা হবে কিনা,
২) না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১) এরকম কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।
২) কেন্দ্রীয় সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোলারের ২০০৩ ইং সালের মে মাসের নির্দেশিকাতে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলারদের বে-সরকারি নার্সিংহোম ইত্যাদির কাছ থেকে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স মঞ্জুরীর জন্য নতুন কোন আবেদনপত্র গ্রহণ না করতে বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No :- 51
Name of M L.A :- Shri Samir Deb Sarkar.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স স্বল্পতার জন্য জরুরী ভিত্তিতে রোগীদের পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রায়শই সমস্যার সৃষ্টি হয়,
২) ইহাও কি সত্য যে তুলাশিখর ও চেবরী পি এইচ. সি তে কোন এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় সমস্যা হচ্ছে,
৩) সত্য হলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা এবং কবে নাগাদ এমবুলেন্স মিলবে আশা করা যায়?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে, বর্তমানে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ২ (দুই)টি এ্যাম্বুলেন্স কর্মরত অবস্থায় রয়েছে। এবং প্রয়োজন ভিত্তিক রোগী প্রতিনিয়ত আগরতলা পাঠানো হয়।
২) হাঁা, ইহা সত্য, তুলাশিখর ও চেবরী পি. এইচ. সি তে কোন এ্যাম্বুলেন্স নেই।
৩) তুলাশিখর এবং চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গাড়ি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রাইভার না থাকায় দেওয়া যাচ্ছে না।

Admitted Starred Question No :- 52
Name of M.L.A :- Shri Rajeshwar DebBarma.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) জম্পুইজলা, বিদ্ধিবাজার, রেলবাড়ি ও উজান পাথালিয়ার মত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিংবা ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,
২) থাকিলে কবে নাগাদ হবে,
৩) না থাকিলে তাহার কারণ?

উত্তর

১) জম্পুইজলা, বিদ্ধিবাজার এবং রেলবাড়িতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব থাকায় নতুন কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেই।
২) প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্মচারী পাওয়া গেলে উজান পাথালিয়াতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কথা বিবেচনা করা হবে।
৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No :- 53
Name of Member :- Shri Samır Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operatıve Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই প্রাইমারী মার্কেটিং কো. অপারেটিভের প্রাক্তন ম্যানেজার (১৯৯৬-৯৭) ইং থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষ এর বিরুদ্ধে ২,৬৫,৪৩৭-৫৪ টাকা অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ বোর্ড এর পক্ষ থেকে দপ্তরকে জানানো হয়েছে ঃ

২) বোর্ড অব ডিরেকট্রস্ এর অভিযোগ খতিয়ে দেখে কোন ব্যবস্থা উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে গ্রহন করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১) খোয়াই প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভের প্রাক্তন ম্যানেজারের দায় সংক্রান্ত ব্যাপারে সমিতির চেয়ারম্যানের (অর্থের পরিমাণ উল্লেখবিহীন) অভিযোগের প্রতিলিপি দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে।

২) উত্তর ঃ গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No :- 54
Name of M.I.A :- Shri Rajeshwar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-ın-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) বিশালগড় মহকুমায় বর্তমানে কোন্ কোন্ এলাকায় কয়টি গ্রামীণ হাসপাতাল, কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেনসারী আছে, এবং

২) উক্ত মহকুমায় আর্যও স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১) বিশালগড় মহকুমায় ১টি গ্রামীণ হাসপাতাল, ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৬১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। নামগুলি যথাক্রমে টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতাল, বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বিশালগড়	১৬) জম্পুইজলা	৩১) গাবর্দি	৪৬) মধ্য ঘনিয়ামারা
২) টাকারজলা	১৭) দেবীপুর	৩২) সূর্যমণিনগর	৪৭) রাজলক্ষ্মীনগর
৩) আনন্দনগর	১৮) গোলাঘাঁটি	৩৩) হেরমাবাড়ি	৪৮) শ্রীনগর
৪) মধুপুর	১৯) কোণাবন	৩৪) লালসিংমুড়া	৪৯) পেকুয়ারজলা
৫) বিশ্রামগঞ্জ	২০) জারুলবাচাই	৩৫) অমরেন্দ্রনগর	৫০) রতনপুর
৬) সাউথ নেহালচন্দ্রনগর	২১) পূর্বলক্ষ্মীবিল	৩৬) নাগিছড়া	৫১) পদ্মনগর
৭) চাম্পামুড়া	২২) দুর্গানগর	৩৭) চন্দ্রনগর	৫২) লাটিবছড়া
৮) চড়িলাম	২৩) নবীনগর	৩৮) কেন্দ্রাইছড়া	৫৩) স্বর্ণময়ী
৯) ঈশানচন্দ্রনগর	২৪) পুরাথল রাজনগর	৩৯) ডুকলী	৫৪) কৈয়াপা
১০) যোগেন্দ্রনগর	২৫) নবশান্তিগঞ্জ	৪০) শংকুমাবাড়ি	৫৫) জাঙ্গালিয়া
১১) মধুবন	২৬) ওয়ারাং বাড়ি	৪১) আড়ালিয়া	৫৬) প্রমোদনগর
১২) গকুলনগর	২৭) কাঞ্চনমালা	৪২) বাধারঘাট	৫৭) ঘনিয়ামারা
১৩) অরুন্ধতীনগর	২৮) সিপাহিজলা	৪৩) বৃদ্ধিরবাজার	৫৮) সাউথ চড়িলাম
১৪) আমতলী	২৯) পাণ্ডবপুর	৪৪) বিক্রমনগর	৫৯) গোপীনগর
১৫) স্কুলপাড়া	৩০) প্রতাপগড়	৪৫) চাঁদপাড়া	৬০) বংশীবাড়ি
			৬১) গজারিয়া

Admitted Starred Question No :- 57
Name of M.L.A :- Shri Shyama Charan Tripura.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে একটি Medical Collage স্থাপনের প্রস্তাব এখন কি পর্যায়ে রয়েছে,

২) বেসরকারি ক্ষেত্রে Medical Collage স্থাপনের কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের নিকট এসেছে কিনা?

উত্তর

১) বর্তমানে যৌথ উদ্যোগ এ মেডিকেল কলেজ স্থাপনের একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।

২) হ্যাঁ। এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No :- 58
Name of M.L.A :- Shri Shyama Charan Tripura.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Devlopment Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১) আমবাসাকে নগর পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষণা করা হবে কিনা?

২) হলে, কবে পর্যন্ত আশা করা যায়,

৩) না হলে কারণ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আমবাসাকে ট্রেনজিশনাল মিউনিসিপ্যাল এলাকা (যাহা নগর পঞ্চায়েত নামে পরিচিত) হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২) এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া সম্ভব নহে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :- 71
Name of M.L.A :- Shri Jyotirmoy Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে এনেসথেসিস্ট এর স্বল্পতা রয়েছে,

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যা দূরীকরণের জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,

৩) ইহাও কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে এনেসথেসিস্ট এর অভাবে বিভিন্ন ধরনের অপারেশানের অসুবিধা হচ্ছে এবং

৪) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই ব্যাপারে দপ্তরের তরফ থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য দপ্তর থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা হল, ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু বহিঃরাজ্য থেকে যথেষ্ট সংখ্যক আসন পাওয়া যায় না।

৩) হ্যাঁ।

৪) এনেসথেসিস্ট এর স্বল্পতার জন্য কোন মহকুমা হাসপাতালেই দপ্তর তরফ থেকে এনেসথেসিস্ট দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। এমনকি ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালেও সে নহে।

Admitted Starred Question No :- 73
Name of M.L.A :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) জি.বি. পন্থ হাসপাতালে বর্তমানে কি কি ধরনের উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে?

উত্তর

১) জি.বি. পন্থ হাসপাতালে বর্তমানে নিম্নলিখিত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলি চালু আছে।

১) C.T.Scan (সি.টি. স্কেন)

২) T.M.T. (টি. এম. টি)

৩) Echo-cardiography (ইকোকার্ডিওগ্রাফী)

৪) E.C.G (ই.সি.জি)

৫) E.E.G. (ই.ই. জি)

৬) Paco-Maker Unit (পেসমেকার ইউনিট)

৭) Endoscopy Unit (এনডোস্কপি ইউনিট)

৮) Dialysis Unit (ডায়ালাইসিস ইউনিট)

৯) Tele-medicine (টেলিমেডিসিন)

১০) I.C.U.(আই. সি. ইউ)

১১) Laparoscopic of Gall bladder operation (লেপারস্কপিক গল ব্লাডার অপারেশন)

১২) P.M.R. (পি. এম. আর)

১৩) Different blood testing (রক্ত পরীক্ষা ২৪ ঘন্টা)

১৪) Ultrasonography (আলট্রাসনোগ্রাফী)

১৫) X-Ray (এক্স রে)

১৬) Counselling of different Skin patient (বিভিন্ন চর্মরোগীদের পরামর্শ দান)

১৭) Emergency Block (জরুরী বিভাগ)

১৮) G2C(স্বাস্থ্য সঞ্চার)

১৯) Blood Bank for transfuson

২০) New Operation theatre (নতুন অপারেশন ঘর)

২১) Diabetic Clinic (বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা)

Admitted Starred Question No :- 74
Name of M.L.A :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসা ও নার্সের সংখ্যা যথাক্রমে কতজন?

২) রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে কত সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্সের পদ শূন্য রয়েছে?

উত্তর

১) রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে কর্মরত মোট চিকিৎসকের সংখ্যা ৯০১ জন এবং নার্সের সংখ্যা মোট ৯৬০ জন।

২) রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে মোট চিকিৎসকের শূন্য পদ এর সংখ্যা ২২৭ এবং নার্সের শূন্য পদের সংখ্যা ৪০৩।

Admitted Starred Question No :- 141
Name of Member :- Shri Prakash Ch. Das.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Gen. Admn. (Political) Deptt. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইন্দো বাংলাদেশ পাসপোর্ট প্রদানের ব্যাপারে বর্তমান প্রক্রিয়া কিছুটা সরলীকরনের মাধ্যমে প্রশাসনিক শিবির করে পাসপোর্ট প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কিনা এবং করা না হলে এর কারন কি?

উত্তর

১) বর্তমনে এমন কোন পরিকল্পনা নেই। পাসপোর্টের আবেদন পত্র জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট SP (DIB) র মাধ্যমে antecedents এবং নাগরিকত্ব সার্টিফিকেটের যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক বা মহকুমা শাসকের মাধ্যমে তদন্ত করা হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়া প্রশাসনিক শিবিরে খুব অল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, এবং এটা করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আগাম অনুমতি নিতে হবে।

Admitted Starred Question No :- 142
Name of MLA :- Shri Prakash Ch. Das.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জল প্রবাহের চাপ না থাকাতে রামনগর (চার নং) সহ আগরতলা পৌরসভার যে সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না?

২) সত্য হলে পৌরসভা সেই সমস্ত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য আগরতলা পুর পরিষদ কি ব্যবস্থা নিচ্ছে

এবং

৩) উক্ত এলাকাগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত জল কর সংগ্রহ স্থগিত রাখা হবে কি না?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :- 144
Name of MLA :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতালে রোগীদের থাকার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সংকুলান হচ্ছে না?

২) যদি সত্য হয় তবে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) ইহা সত্য নয়।

২) প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No :- 167
Name of MLA :- Shri Prakash Chandra Das.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১) বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত গান্ধীগ্রাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করা হবে কিনা ?
২) না করা হলে এর কারন ?

উত্তর

১) এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।
২) জনসংখ্যার অনুপাতে গান্ধীগ্রাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করা যায় না।

Admitted Starred Question No :- 188
Name of Member :- Padma Kr. Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, খোয়াই শহরে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের উদ্যোগ একটি বসতি দু তলা পাকা বাড়ি ক্রয় করে ট্রাইবেল রেস্ট হাউস করাব জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করা হইয়াছিল ?
২) সত্য হলে তা বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।
২) এল. এ. কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত উক্ত জায়গার মূল্য বাবদ মোট ৪,৪৬,৮১৮ টাকা দেওয়া হইয়াছে। দু-তলা পাকা বাড়ির কত মূল্য দিতে হবে এ মর্মে এল. এ. কালেক্টর এর নিকট থেকে কোন রিকিউজিশন খেন অবধি পাওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question No :- 196
Name of Member :- Shri Padma Kr. Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমার রতনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ বছর ধরে উপজাতি ছাত্রী বাসটি বন্ধ হয়ে আছে ?
২) যদি সত্য হয়, তবে ইহার কারন সম্পর্কে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, খোয়াই মহকুমার রতনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ বছব ধরে উপজাতি ছাত্রীবাস টি বন্ধ হয়ে আছে।
২) আইন সৃংখলাজনিত কারনে ছাত্রী নিবাসটিতে আরক্ষা বিভাগের লোকেরা অবসথান করছে। অবস্থার উন্নতি হলেই ছাত্রীবাসটি পুনরায় চালু করতে হবে।

ANNEXURE - 'B'

Admitted Un-starred Question No. : 2

Name of MLA :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ENT বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা কত?

২) রাজ্যে ORTHOPEDICS বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা কত? এবং

৩) রাজ্যের মহকুমা হাসপাতাল সমূহে ENT এবং ORTHOPEDICS চিকিৎসক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

১) রাজ্যে ENT বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা ১৮ (আঠারো) জন।

২) রাজ্যে ORTHOPEDICS বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা ১৩ (তের) জন।

৩) রাজ্যের সমস্ত মহকুমা হাসপাতাল ENT এবং ORTHOPEDICS চিকিৎসক দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

Admitted Un-starred Question No :- 3

Name of MLA :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন ফার্মেসিতে (সাহায্যকারী হিসাবে) কাজ করার জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষিত যুবক যুবতিদের ফার্মাসিস্ট সার্টিফিকেট কোর্সে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে কিনা?

২) থাকিলে সর্বশেষ পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছিলো এবং পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার পরীকল্পনা আছে কি না?

৩) না থাকিলে, তার কারণ কি?

উত্তর

১) না।

২) গত ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং শেষ পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আগামীতে পরীক্ষা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যাহারা ২৪-৮-১৯৯৬ ইং এর পূর্বে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবেদন করেছিলেন কেবল তাদের জন্য উক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

৩) ফার্মেসি এ্যক্ট ১৯৪৮ অনুযায়ী ফার্মাসি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত এডুকেশান রেগুলেশান চালু হবার পূর্ব পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশানের আবেদন গ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু রাজ্য ফার্মাসি কাউন্সিল গঠিত হবার ৩ (তিন) বৎসর পর এই রেগুলেশন রাজ্যে চালু হয়ে যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে ফার্মাসি কাউন্সিল ২৪-৮-৯৩ ইং তারিখে গঠিত হয় এবং ২৪-৮-৯৬ ইং তারিখ হতে এডুকেশান রেগুলেশন চালু হয়েছে। এই রেগুলেশন চালু হবার পর শুধুমাত্র ফার্মাসিতে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রিধারী ব্যক্তিগণ ফার্মাসিস্ট রেজিস্ট্রেশন পেতে পারেন। অতএব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশান দেবার কোন সুযোগ বর্তমানে নেই।

Admitted Un-starred Question No :- 11
Name of MLA :- Shri Shyama Charan Tripura.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Devlopment Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) বর্তমানে নগর পঞ্চায়েতের কর্মচারীব সংখ্যা কত (নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক হিসাব)
এবং
২) ইহাতে তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা কত (নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক)?

উত্তর

১) বর্তমানে নগর পঞ্চায়েতের কর্মচারীর সংখ্যা নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল।

নগর পঞ্চায়েতের নাম	কর্মচারীর সংখ্যা
ধর্মনগর	৩৫
কৈলাসহর	৩৩
কুমারঘাট	২৬
কমলপুর	২৩
খোয়াই	৩৩
রাণীর বাজার	১৯
সোনামুড়া	৪১
উদয়পুর	৮০
বিলোনীয়া	৫৩
অমরপুর	৩০
সাব্রুম	৪৭
	মোট ৪৪৭ জন

২) নগর পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের তপশিলি জাতি ও উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল।

নগর পঞ্চায়েতের নাম	তপশিলি উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা	তপশিলি জাতি কর্মচারীর সংখ্যা
ধর্মনগর	—	৫
কৈলাশহর	—	২
কুমারঘাট	১	৬
কমলপুর	—	২
খোয়াই	—	২
তেলিয়ামুড়া	—	৩
রাণীর বাজার	—	১
সোনামুড়া	—	৬
উদয়পুর	১১	১২
বিলোনীয়া	—	৯
অমরপুর	—	৮
সাব্রুম	৬	১২
মোট	১৮ জন	৬৮ জন

Admitted Un-Starred Question No :- 12
Name of MLA :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Devlopment Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) আগরতলা পুর পরিষদে সর্বমোট কতজন কর্মচারী রয়েছেন এবং

২) ইহাদের মধ্যে স্থায়ী কতজন এবং অস্থায়ী কতজন ?

৩) এদের মধ্যে এস.সি এবং এস.টির সংখ্যা কত এবং শতকরা হার কত ?

উত্তর

১) আগরতলা পুর পরিষদে বর্তমানে সর্বমোট ৮৫১ জন কর্মচারী রয়েছেন।

২) তন্মধ্যে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৬১৫ জন এবং অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২৩৬ জন।

৩) কর্মচারীদের মধ্যে এস.সি, এস.টির সংখ্যা শতকরা হার নিম্নে দেওয়া হল।

	এস, টি	এস. সি	শতকরা হার	
		এস,টি	এস, সি	
স্থায়ী কর্মচারী	৪৯	১২৬	৭.৯৭	২০.৪৯
অস্থায়ী কর্মচারী	৭	৬২	২.৯৭	২৬.২৭

Admitted Un-Starred Question No :- 15
Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ইং তারিখে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্পে ৩৭ দফা কর্মসূচী কি কি, এবং

২) ঐ বাবদ, কত টাকার আর্থিক বরাদ্দ করা রয়েছে ?

উত্তর

১) ১৫ ইং সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রকল্প ৩৭ দফা কর্মসূচী হল উপজাতি জনগনের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত একটি গুচ্ছ কর্মসূচী যারা সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল। ২০০৩-০৪ হইতে ২০০৬-০৭ ইং সাল অব্দি এই কর্মসূচী রূপায়িত হবে।

২) সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিজস্ব বরাদ্দকৃত খাত থেকে এই প্রকল্প রূপায়িত করবে।

২০০৩-০৪ থেকে ২০০৬-০৭ সালের জন্য তপশিলি উপজাতিদের বিশেষ উন্নয়ন গুচ্ছ কর্মসূচী

শিক্ষা

১) ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বর্তমানে যে সব নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাকা বাড়ি নেই, ২০০৬-২০০৭ সালের মধ্যে যে সব বিদ্যালয়ের সব ক' টিতে পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

২) জেলা পরিষদ এলাকার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহে পর্যায়ক্রমে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে এবং জেলা পরিষদ এলাকাধীন যে সব নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়নি তার সব কটিতে শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

৩) মাধ্যমিক স্তরে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ ও ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ আউট হার স্তর থেকে অন্যূন ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনা হবে।

৪) জেলা পরিষদ এলাকার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখা অনূন দশটি বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ভাবে শুরু হবে ঃ-

২০০৪-২০০৫ — ৩টি স্কুল

২০০৫-২০০৬ — ৩টি স্কুল

২০০৬-২০০৭ — ৪টি স্কুল

মোট ১০টি স্কুল

৫) জেলা পরিষদ এলাকার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের যেগুলোতে বর্তমানে নিরাপদ পানীয় জল সহ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই তার সবক' টিতে নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

৬) উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগের জন্য রাজ্যে আরও দুটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এই দুটি আবাসিক বিদ্যালয়ের একটি সাব্রুম এবং অপরটি খোয়াই মহকুমায় হবে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীন ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ আবাসিক বিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক এই বিদ্যালয় সমূহ পরিচালিত হবে।

৭) সব জেলায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার কোচিং পরিচালিত হবে।

৮) আমবাসায় একটি নতুন আই টি আই স্থাপিত হবে এবং যতনবাড়ির আই টি আই-টিকে উন্নত করা হবে।

৯) জেলা পরিষদ এলাকার সব বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১০) উপজাতিদের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতার জন্য সাক্ষরতা অভিযানকে প্রাধান্য দিয়ে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের (প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সাব্ সেন্টার) বাড়ি নির্মাণের কাজে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতি বছর ১০টি কেন্দ্রের বাড়ি নির্মাণের কাজ হাতে নেবে।

১২) নিরাপদ প্রসবের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদ এলাকার প্রতিটি গ্রামে অন্যূন পাঁচ জন উপজাতি মহিলাকে ধাই-এর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

১৩) শিশু এবং প্রসূতি মায়েদের একশ শতাংশের মধ্যে শিক্ষা প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দিতে উপজাতি এলাকায় ব্যাপক আকারে শিক্ষা প্রকল্পের কর্মসূচী নেয়া হবে।

পরিকাঠামো

১৪) দুই হাজার তিন সালের ১লা এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত উপজাতি এলাকায় পানীয় জলের আংশিক সুযোগ প্রাপ্ত ২৯১টি পাড়ায় (পি.সি.) সব ক' টাতে অতিরিক্ত পানীয় জলের উৎসের ব্যবস্থা করে পানীয় জলের পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত (এফ.সি.) পাড়ায় উন্নীত করা হবে।

১৫) পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ এবং লৌহ দূরীকরণ প্রকল্পের ন্যূন পক্ষে ৪০ শতাংশ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১৬) উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে অন্যূন ১০টি চিহ্নিত উপজাতি গ্রামে এলাকা ভিত্তিক নিবিড় প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

১৭) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী চার বছরের মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অন্যূন ৫০০০ হেক্টর এলাকায় সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১৮) বর্তমানে বিদ্যুতের সুযোগ নেই এরকম অন্যূন ৩০০ পশ্চাদপদ উপজাতি বসতিতে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে বিদ্যুতায়ন করা হবে এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি দপ্তর থেকে অন্যূন ১০০ বসতিতে অপ্রচলিত শক্তির উৎসকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

১৯) উপজাতি এলাকায় প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

২০) পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে কোমর তাঁতের জন্য দুটি বাণিজ্যিক হস্ততাঁত উৎপাদন ইউনিট গড়ার কাজ হাতে নেয়া হবে।

২১) গ্রামাঞ্চলে ২৫০ জনসংখ্যা রয়েছে এমন সমস্ত বসতিতে আগামী ২০০৭ সালের মধ্যে 'কোর রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান' এর ভিত্তিতে উন্নত মানের রাস্তার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।

২২) বেকার উপজাতি যুবকদের স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের অন্যূন ১৫০০ মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হবে।

২৩) উপজাতি এলাকায় অন্যূন ২টি হিমাগার নির্মাণ করা হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেনিফিশিয়ারী সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী

২৪) অন্যূন ১৫,০০০ উপজাতি পরিবারকে বাসগৃহ করে দেয়া হবে।

২৫) উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রধান সড়ক সমূহের পাশে দূর্গম এলাকায় অবস্থিত উপজাতি গ্রামসমূহের রিগ্রুপিং এ অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এরকম গুচ্ছ গ্রামের (রিগ্রুপড্ ক্লাস্টারস) আওতায় ৪০০০ পরিবারকে আনার একটি বিশেষ প্রজেক্ট নেয়া হবে।

২৬) উপজাতি জুমিয়াদের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩০০০ হেক্টর এলাকায় রাবার চাষের কর্মসূচী নেয়া হবে যাতে ৩০০০ উপজাতি জুমিয়া পরিবার উপকৃত হয়। চা এবং কফি চাষের সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকায় ঐ সব চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত চাষীদের সহায়তা দেয়া হবে।

২৭) উন্নত চাষের পদ্ধতি বিষয়ে জুমিয়াদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং অন্যূন ১০,০০০ জুমিয়াকে এই প্রশিক্ষণের সুযোগ দান সহ তাদের মধ্যে উন্নত ইনপুট সরবরাহ করা হবে।

২৮) বছরে অন্যূন ৪০০০ উপজাতি সুবিধাপ্রাপকদের সুবিধা দিতে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ফলচাষের এলাকা সম্প্রসারণের কর্মসূচী নেয়া হবে। বিভিন্ন ফলচাষের জন্য উপজাতি সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে ফলের চারা সরবরাহ করা হবে এবং এর মাধ্যমে বছরে ৬০০ হেক্টরে ফলচাষ সম্প্রসারিত হবে।

২৯) উপযুক্ত উপজাতি পরিবার সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 'কিসান ক্রেডিট কার্ড' সরবরাহ করা হবে।

৩০) উপজাতিদের বাঁশ চাষ ও সংরক্ষণ এর বিষয়ে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হবে। সদর তেলিয়ামুড়া, উদয়পুর, বগাফা, গোমতী, আমবাসা, কাঞ্চনপুর এবং কৈলাসহরে বন বিভাগের অধীন অন্যূন ৫,২০০ হেক্টর এলাকায় বাঁশ চাষের মাধ্যমে অন্যূন ১২,০০০ উপজাতি পরিবারকে বাঁশ চাষের আওতায় আনা হবে। উপজাতি গ্রামীণ কারিগরের লাভজনক কর্মসংস্থানের জন্য উপজাতি কারিগরদের বাঁশ বেতের হস্ত শিল্পকর্মকে সহায়তা দেয়া হবে।

৩১) বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে উন্নত লাইভস্টক ইনপুট সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্বসহায়ক গোষ্ঠী গঠন ও প্রশিক্ষণ দেয়া সহ ৫০০ পিগারী (প্রতি ইউনিটে ৩টি পুং ও একটি স্ত্রী শূকর) ও ২০০ গোটারী প্রতি ইউনিটে ৪টি স্ত্রী ও ১টি পুং ছাগল ইউনিট সরবরাহ করা হবে।

৩২) মৎস্যচাষ ভিত্তিক স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য অন্যূন ৫০০ উপজাতি পরিবারকে সহায়তা দেয়া হবে।

৩৩) স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে অন্যূন ১০০০ স্বসহায়ক গোষ্ঠী গঠিত হবে। উপজাতি মহিলাদের মধ্যে স্বসহায়ক গোষ্ঠী গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

৩৪) স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুবিধার জন্য অন্যূন ১০০০ উপজাতি যুবকের দক্ষতার মান বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী নেয়া হবে।

৩৫) সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীতে নির্বাচন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রাক্‌নিয়োগ কোচিং কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

সংস্কৃতি

৩৬) প্রধান উপজাতি শিল্পকলা রূপসমূহের সুসংরক্ষণ ও প্রদর্শনের কাজ হাতে নেয়া হবে।

৩৭) উপজাতিদের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে উপজাতি ভাষা অধিকার গঠন করা হবে।

Admitted Un-Starred Question No :- 18
Name of MLA :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে কতজন চিকিৎসক কর্মরত আছেন?

২) উপরোক্ত হাসপাতালের কতজন চিকিৎসক উচ্চশিক্ষা, ট্রেনিং কিংবা ছুটিজনিত কারণে বাইরে আছেন, এবং

৩) খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর, আমপুড়া, বাইজালবাড়ি, চেবরী, বেহালাবাড়ি পি. এইচ.সিতে কোনটিতে কতজন চিকিৎসক আছেন?

উত্তর

১) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে ১০ (দশ) জন চিকিৎসক কর্মরত আছেন।

২) এই হাসপাতালের ২ (দুই) জন চিকিৎসক উচ্চশিক্ষা ট্রেনিং জনিত কারণে বাইরে আছেন এবং একজন চিকিৎসক দীর্ঘকাল যাবৎ বেআইনিভাবে অনুপস্থিত আছে।

৩) তুলাশিখর পি.এইচ.সি.	২ জন চিকিৎসক
আমপুরা পি. এইচ সি	১ ২ জন চিকিৎসক
বাইজালবাড়ি পি. এইচ. সি	২ জন চিকিৎসক
চেবরী পি.এইচ.সি.	১ জন চিকিৎসক
বেহালবাড়ি পি.এইচ.সি.	১ জন চিকিৎসক। বর্তমানে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত আছেন। বেহালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণকার্য শেষ হয় নাই।

Admitted Un-starred Question No :- 20
Name of MLA :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে তুলাশিখর পি.এইচ.সি. এর জন্য এ্যাম্বুলেন্স কেনা বাবদ মাননীয় সংসদ বাজুবন রিয়াং মহোদয় সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৩.৪৪ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন?

২) সত্য হলে এ্যাম্বুলেন্স কেনা হয়েছে কিনা, এবং

৩) কবে নাগাদ তুলাশিখরে পি.এইচ.সি.তে একটি এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হবে?

উত্তর

১) ইহা কি সত্য যে তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য এ্যাম্বুলেন্স কেনা বাবদ মাননীয় সংসদ বাজুবন রিয়াং মহোদয় সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৩ ৪৪ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

২) এজন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স কেনা হয়েছে।

৩) যখন এ্যাম্বুলেন্স গাড়িটি কেনা হয়েছিল তখন তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সার্বিকভাবে চালু হয় নি। গাড়িটিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে পশ্চিম জেলার চীফ মেডিকেল অফিসারের কার্যালয়ে স্থানান্তর করে। যেকোন সময়ে গাড়িটি তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

Admitted Un-starred Question No :- 21
Name of MLA :- Shri Samir Deb Sarkar.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে ১৮৪৯ জন কমিউনিটি হেলথ্ গাইড (C.H.G.) এর ঘাটতি রয়েছে ?

২) সত্য হলে সার্বিক স্বাস্থ্য বিধি রূপায়ণের স্বার্থে অবিলম্বে প্রতিটি পঞ্চায়েত (C.H.G.) শূন্যস্থানে লোক নেওয়া ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) জনসংখ্যা অনুপাতে রাজ্যে মোট ৩২০০ জন কমিউনিটি হেলথ্ গাইড প্রয়োজন। রাজ্যে বর্তমানে ১৩৭৭ জন কমিউনিটি হেলথ্ গাইড আছে।

২) কমিউনিটি হেলথ্ গাইডের শূন্য স্থানে লোক নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No :- 36
Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state·-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য এস. টি. সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক নন এস.টি. রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন এবং এসম্পর্কে একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

২) সত্য হলে, কোন কোন দপ্তরে এবং কতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ?

৩) অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা, উক্ত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকিলে বর্তমানে তদন্ত কোন পর্যায়ে আছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, এস.টি. সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক নন এস.টি. রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন এবং এ সম্পর্কে অভিযোগ ও পাওয়া গেছে।

২) অভিযোগ সমূহের দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

দপ্তরের নাম	সং	দপ্তরের নাম	সংখ্যা
P.W.D	7	I.C.A.T.	1
T.H.S.	6	Sports	1
Industries	3	Khadhi Board	1
School Education	12	Planning & Manpower	1
Civil Secratariate	1	D.M. Office	1
Agriculture	3	State Bank of India	4
Food	2	Doradarshan	1
T.B.S.E.	1	Air Port	4
Animal Resorce	1	O.N.G.C.	6
T.R.P. & P.G.P.	1	B.S.N.L.	3
Fire Service	1	Bijaya Bank	2
R.D.	1	Postal	1
Jail	1	Student	14
T.S.R	1	F.C.I.	1
S.D.J.M. Court	1	Poly Tech	1
T.C.S. (Officer)	4	Total 88 Nos	

৩) হ্যাঁ, অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত তদন্ত বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No :- 38
Name of Member :- Shri Nagendra Jamatia.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) বিগত ২০০০-২০০১ ইং সাল থেকে অক্টোবর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কয়টি উপজাতি সংরক্ষিত পদ ডি-রিজার্ভ করা হয়েছে?
(পদগুলোর নাম ও সংখ্যা সহ হিসাব)

উত্তর

১) ২০০০-২০০১ ইং সাল থেকে অক্টোবর, ২০০৩ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তবে মোট ৮ (আট) টি উপজাতি সংরক্ষিত পদ ডি-রিজার্ভ করা হয়েছে। বৎসর এবং দপ্তর ভিত্তিক পদের নাম ও সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

বৎসর	পদের নাম	দপ্তরের	ডি-রিজার্ভ পদের :
2000	Grade-i THS	Health	1
2000	Jr. Grade Stenographer	GA (P & T)	5
2000	Research Asst.	Planning & Coordianation	1
2001	Manager	Industry	1
2002	Nil	Nil	Nil
2003	Nil	Nil	Nil
			8 nos

Admitted Un-Starred Question No :- 47
Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) গত ৭ ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি. এ. বিল মেটাতে দপ্তরের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলি হয়েছে?

উত্তর

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত উপজতি কল্যাণ দপ্তরের মোট দশ (১০) জন অফিসার ও কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে। তার মধ্যে গ্রুপ-এ-৩ জন, গ্রুপ-বি-এক (১) জন, গ্রুপ -সি-৬ (ছয়) জন এবং এদের টি.এ. বিল বাবদ দপ্তরের মোট ২৩ হাজার ২ শত ৪০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

২) উল্লিখিত সময়ে দপ্তরের গ্রুপ বি ১ (এক) জন এবং গ্রুপ সি ২ (দুই) জন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No :- 48
Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchyat Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত পঞ্চায়েত দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার কবা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ.বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?
২) উল্লিখিত সময়কাল দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

উত্তর

১) পঞ্চায়েত দপ্তরে গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত মোট ৩৮ জন কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে। তন্মধ্যে পঞ্চায়েত একস্টেনশন অফিসার ৭ জন, অডিটর ৫ জন, সুপারভাইজর ১ জন, হয়েছে। এর ফলে টি. এ. বিল মেটাতে দপ্তরের ১৬,৬০০ টাকা খরচ হয়েছে।
২) উল্লিখিত সময়কালে বদলীকৃত ৩৮ জন কর্মচারীদের মধ্যে ৩৩ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No :- 56
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) গত ৭ ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত Health and Family Welfare দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরে অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি. এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং
২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১) গত ৭ ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে মোট ১৯৩ জন কর্মচারী বদলী হয়েছেন। এর মধ্যে গ্রুপ ডিতে ৬২ জন, গ্রুপ সিতে ১২৩ জন, গ্রুপ বি তে ১ জন ও গ্রুপ এ তে ৭ জন বিভিন্ন স্থানে বদলি হয়েছে। এর ফলে টি. এ. বিল বাবদ আনুমানিক মোট ১৮৮৭০০ টাকা ব্যয় হবে।
২) উল্লিখিত সময়কালে মোট ৬১ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No :- 59
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটির এ্যক্ট ১৯৭৪ ইং অনুযায়ী ত্রিপুরা তপশিলি উপজাতি সমবায় উননয়ন নিগম লিমিটেডের "বোর্ড অফ্ এড্‌মিনিস্ট্রেটার" নিযুক্ত হওয়ার বিধান রয়েছে কিনা, থাকিলে,
২) উক্ত বিধান অনুযায়ী তপশিলি উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের বোর্ড অফ্ এড্‌মিনিস্ট্রেটার পদে কোন নিযুক্ত পত্র দেওয়া হয়েছে কিনা,
৩) ঐ পদে নিযুক্তি না হয়ে থাকিলে, তার কারন, এবং
৪) উক্ত নিগমের বোর্ড অফ্ এডমিনিস্ট্রেটার পদে নিযুক্তি পত্রকে স্বাক্ষর করার অধিকারী?

উত্তর

১) হ্যাঁ, রয়েছে।

২) না, দেওয়া হয়নি।

৩) ত্রিপুরো কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এক্ট ১৯৭৪ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী এডমিনিস্ট্রেটার এর নিযুক্তির বিধান রয়েছে। তবে এডমিনিস্ট্রেটার গঠন করার প্রয়োজনীয়তা তখন হয় যখন কোন করপোরেশনের কমিটির কাজে অনিযম পরিলক্ষিত হয়।

৪) ত্রিপুরা সরকারের Registrar of Co-op. Societies নিযুক্তি পত্র স্বাক্ষর করার অধিকারী।

Admitted Un-Starred Question No :- 60
Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) রাজ্য সব কয়টি মহকুমায় বর্তমানে কয়টি আবাসিক স্কুল রয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

২) রাজ্যে বর্তমানে সন্ত্রাসজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে প্রতিটি ব্লকের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ন্যূনপক্ষে দুটি করে আবাসিক স্কুল খোলা হবে কি না?

এবং

৩) না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে ৬ (ছয়) টি আবাসিক স্কুল রয়েছে।

১) দশরথ দেব মেমোরিয়াল রেসিডেনসিয়াল স্কুল (হরিনা হইতে স্থানান্তরিত) — সাব্রুম মহকুমা

২) সত্যরাম চৌধুরী পাড়া — আমবাসা মহকুমা,

৩) খুমলং (ADC, H/Q.) — সদর মহকুমা,

৪) পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া (তুইসামা) -- কাঞ্চনপুর মহকুমা,

৫) সাধুটিলা আশ্রম স্কুল — আমবাসা মহকুমা, একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়,

৬) বীরচন্দ্র মনু --- বিলোনীয়া মহকুমা

২) প্রতিটি ব্লকে না হলেও আগামী ২০০৮ ইং সালের মধ্যে রজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো ৬টি আবাসিক স্কুল স্থাপিত হবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No :- 68
Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার ও.এ.টি.টি.এফ. এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে কতজন সরকারি চাকরি পেয়েছেন?

উত্তর

১) চুক্তি অনুসারে সর্বমোট ১৩৩১ জন সরকারি চাকুরী পেয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No :- 69
Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক উপজাতি কল্যাণে ঘোষিত ২৫ দফা কর্মসূচী কি কি ছিল?

২) এর মধ্যে কয় দফা এবং কোন্ কোনটি সম্পূর্ণ হয়েছে, কোন্ কোনটি অসম্পূর্ণ রয়েছে এবং কোন্ কোন্ অর্ধসম্পন্ন হয়েছে, তার হিসাব এবং

৩) এ বাবত, সর্বমোট কত টাকা খরচ হয়েছে?

উত্তর

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক উপজাতিদের কল্যাণে ঘোষিত ২৫ দফা কর্মসূচী সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।

২) ২৫ দফা কর্মসূচীর অগ্রগতির হিসাব সংযোজনী 'খ' তে দেওয়া হল।

৩) এ বাবদ সর্বমোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহাধীন।

সংযোজনী 'ক'

উপজাতি জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প

১৯৯৯-২০০২ ইং

লক্ষ্যমাত্রা ৪ বছর ঃ ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল। এই ৪ বছরের সময়সীমার মধ্যে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের উপজাতি এলাকার উন্নয়ন তথা উপজাতি জনগণের কল্যাণে ২৫ দফা উপজাতি উন্নয়ন গুচ্ছ প্রকল্প রূপায়ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার গত ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সন্ধ্যায় আগরতলা টাউন হলে উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে এই গুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা দেন। ২৫ দফা এই গুচ্ছ প্রকল্পের নিশ্চিত বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার সুদৃঢ় কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

মুখবন্ধ

উত্তর পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত ত্রিপুরা ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশের অন্যতম ক্ষুদ্র এই রাজ্যের দুর্গমতা, আয়তনের ক্ষুদ্রতা এবং এর সঙ্গে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা রাজ্যের মানুষকে প্রগতির পথে এক প্রবল প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর ফলে, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এ রাজ্যের জনগণের ৭৩.৫৮ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে, মাথাপিছু গড় আয় জাতীয় গড় আয়ের প্রায় অর্ধেক এবং পরিকাঠামোর দিক থেকে এ রাজ্য দেশের দ্বিতীয় অনুন্নততম রাজ্য।

অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং অন্যান্য সমস্যা সত্ত্বেও, এ রাজ্যে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল ভাণ্ডার ছাড়াও এ রাজ্যে রয়েছে উর্বর জমি, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং চা, রাবার, কফি এবং ফল চাষের বিরাট সম্ভাবনা। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী পাঁচ দশকে, অংশত কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলায় এবং অংশত রাজ্যের দুর্গমতার কারণে এই বিপুল সম্পদ ও সম্ভাবনার যথার্থ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি।

একদিকে যখন এই রাজ্য এ ধরনের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন, তখন অন্যদিকে, ১৯৪৭ ইং সালে দেশ বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এ রাজ্যের উপজাতি জনগণ — যারা ১৯৪১ ইং সালের আদমসুমারিতেও সংখ্যাগুরু ছিলেন, ১৯৫১ ইং সালের জনগণনার শেষে সংখ্যালঘুতে পরিণত হন। সামগ্রিকভাবে সমস্ত জনগণই যখন গরীব, তখন উপজাতি অংশের জনগণ দারিদ্র্য ও কর্মহীনতাজনিত আরও বেশি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। এর ফলে উপজাতি জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টি হয়েছে, যা তাদের উগ্রপন্থার দিকে নিয়ে গেছে এবং রাজ্যের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি

করেছে। বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, রাজ্যের উন্নয়ন ও জনগণের জীবনের সর্বক্ষেত্রে কল্যাণমুখী কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ণের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে শান্তি ও সম্প্রীতি। উন্নয়নের জন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে তা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জনের জন্য সমাজের সকল অংশের জনগণকে যুক্ত করে পরিকল্পনা রচনার কাজকে নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিও স্থির করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, রাজ্যের পশ্চাদপদ উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে, ১৯৯৯ ইং এর ২৬ জানুয়ারী, বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নের ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছে। একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঘোষিত এই লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে সম্মিলিতভাবে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, উন্নয়নের এই গুচ্ছ প্রকল্প এই রাজ্যের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেবে এবং এই গুচ্ছ প্রকল্প রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নেও নিশ্চিতভাবে গতি আনবে ও রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাগগত সংহতিকে সুদৃঢ় করবে।

(মানিক সরকার)
(মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা)

শিক্ষা

উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার ৫০০টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় যেখানে কোন পাকা বাড়ি নেই, ২০০২ ইং সালের মধ্যে সেইসব বিদ্যালয়ের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করা হবে।

স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার ২৪৪টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে যেখানে একজন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন, ১৯৯৯ ইং এর ডিসেম্বরের মধ্যে সেইসব বিদ্যালয়ে অন্তত আরও একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

২. ২০০১ ইং সালের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত উপজাতি ছাত্রদের জন্য রাজ্যের খুমুলুঙ, আমবাসা, কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, বীরচন্দ্র মনু এবং করবুকে ৬টি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলি উচ্চতম মানের হবে এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ আবাসিক বিদ্যালয় সমিতি নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা এই বিদ্যাল: গুলি পরিচালনা করবে।

৩. যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক উপজাতি ছাত্র ছাত্রী এবং হোস্টেলের সুযোগ রয়েছে সেখানে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অ্যাথলেটিক্স ও অন্যান্য খেলাধুলার প্রসার এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য পশ্চিম ত্রিপুরায় ২টি এবং অন্য ৩টি জেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে মোট ৫টি বিদ্যালয়কে বেছে নিয়ে সেগুলোকে উৎকর্ষ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

৪. ডিগ্রি কলেজে পাঠরত উপজাতি ছাত্রদের জন্য ২০০০ ইং সলের ডিসেম্বরের মধ্যে ৪টি জেলার অধীনে আগরতলা, উদয়পুর, কমলপুর এবং ধর্মনগরে অন্তত পক্ষে একটি করে ছাত্রাবাস স্থাপন করা হবে।

এই চারটি ছাত্রাবাসের অতিরিক্ত হিসেবে আগরতলায় উপজাতি ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রী আবাস স্থাপন করা হবে।

৫. উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হবে। এই কেন্দ্রগুলি ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা), বিশ্রামগঞ্জ (পশ্চিম ত্রিপুরা), উদয়পুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা) এবং কুলাই (ধলাই) — এ স্থাপন করা হবে এবং ১৯৯৯ ইং সালের ডিসেম্বর মারে মধ্যে এগুলি চালু হয়ে যাবে। এছাড়া তুলাশিখর, মান্দাই এবং রূপাইছড়িতে আরও তিনটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এইসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ৫০ জন করে উপজাতি যুবক যুবতিকে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৬. প্রতিটি জেলায় মাধ্যমিক স্তরে পড়া ছেড়ে দিয়েছে এমন ১০০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি করে বিশেষ কোচিং সেন্টার খোলা হবে।

প্রতিটি জেলায় দ্বাদশ শ্রেণি এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরীক্ষার্থী মেধাবী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং এর জন্য স্টাডি সার্কেল স্থাপন করা হবে। বিশেষ কোচিং সেন্টার এবং স্টাডি সার্কেলগুলি ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু করা হবে।

এছাড়াও প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়সমূহ থেকে বাছাই করে ১০০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে প্রত্যেক বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষর জন্য আগরতলায় কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. ভারত সরকারের সহায়তায় কমপক্ষে ২৫ জন মেধাবী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে ইউ পি এস সি পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (আই এ এস.আই পি এস) বসার জন্য রাজ্যের বাইরে অনুষ্ঠেয় কোচিং-এর জন্য পাঠানো হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

৮. রাজ্যের সবচেয়ে অনুন্নত ২৫টি উপজাতি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৯. রাজ্য সরকার উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ, রাবার বোর্ড, কফি বোর্ড এবং টি বোর্ডের সহায়তায় ৫০০০ হেক্টর এলাকায় রাবার, ৫০০ হেক্টর এলাকায় কফি এবং ১৫০০ হেক্টর এলাকায় চায়ের চাষ করবেন। এর ফলে ২০০২ সালের মধ্যে যথাক্রমে কমপক্ষে ৫০০০, ৫০০ এবং ১৫০০ উপজাতি পরিবার উপকৃত হবেন।

১০. আগামী চার বছরে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের অন্তত ৫০ শতাংশ উপজাতি এলাকায় রূপায়ণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আগামী চার বছরে ক্ষুদ্র সেচ, উত্তোলন প্রথায় সেচ এবং মাটির ও আর সি সি বাঁধের মাধ্যমে উপজাতি এলাকায় অন্ততপক্ষে ৪০০০ হেক্টর জমিতে সেচের সুযোগ সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১. আগামী চার বছরে অন্ততপক্ষে ২০০০ উপজাতি যুবককে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১২. রাজ্য সরকরের অধীনে প্রাপ্ত উপজাতি সংরক্ষিত সকল শূন্যপদ উপযুক্ত উপজাতি প্রার্থী পেলে ২০০২ সালের মধ্যে পূরণ করা হবে।

১৩. উপজাতি মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করে তুলতে ২০০২ সালের মধ্যে রাজ্যে ১০০০ উপজাতি মহিলাকে নিয়ে সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠী গড়ে তোলা হবে।

১৪. উল্লিখিত সমস্ত প্রকল্পে বিশেষভাবে জুমিয়া পরিবারভুক্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

১৫. ২০০১ সালের মধ্যে প্রতিটি উপজাতি পল্লীতে পরিশ্রুত পানীয় জলের একটি করে উৎসের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৬. সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার বাজার, যেখানে বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ নেই, সেখানে ২০০২ সালের মধ্যে অন্তত ইট বিছানো সড়ক গড়ে তোলা হবে। বিশেষত, রাজ্যের খুবই অনুন্নত গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত রাস্তায় সেতু নির্মাণের কাজ ২০০২ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হবেঃ

১. উদয়পুর-সাব্রুম রোড থেকে বাগমা ভায়া তুইসামা, ২) সিন্ধুপাথর থেকে বৈষ্ণবপুর-কাঁঠালছড়ি-সোনাইছড়ি, ৩) কাঠালিয়ামনাইপাথর-বনপাথারি রোড, ৪) অমরেন্দ্রনগর-প্রমোদনগর-ইটভাট্টা, ৬) চড়িলাম-রামনগর দুর্লভনারায়ণ রোড, ৬) মোহনপুর-বড়কাঁঠাল-সোনাই রোড -পাগলাবাড়ি- কল্যাণপুর ৭) ছেতু-পাটনী-মান্দাই-জিরানিয়া, ৮) বেহাল বাড়ি-মানিকভাণ্ডার, ৯) বাচাইবাড়ি-গোপালনগর ১০) ধূমাছড়া-খৈরাম-বাবুকুমার জওহরনগর, ১১) ছাওমনু-মানিক পুর, ১২) ছৈলেংটা-লালডেঙ্গাবাড়ি রোড, ১৩) আমবাসা-বগাফা, ১৪) অম্পি-ডাঙ্গাবাড়ি, ১৫) গণ্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি, ১৬) ছাওমনু-শিকারীবাড়ি, ১৭) ভাংমুন-সিংলুম, ১৮) কাম্পুই-কানথলায় ১৯) আনন্দবাজার ভাণ্ডারিমা,

২০) শেরমুনটিলা পর্যন্ত রাস্তা ২১) ছাওমনু-গোবিন্দবাড়ি, ২২) কোয়াইফাং-আইলমারা-বাগমারা-বংকুল, ২৩) দেবীপুর-কাঠালিয়া-কুর্মা, ২৪) কাঠালিয়া-থরবাড়ি-তৈবান্দাল-কাকড়াবন, ২৫) মহারাণী-তুলাশিখর ভায়া চাম্পাহাওর-খোয়াই-বাচাইবাড়ি, ২৬) কাঞ্চনপুর শাখান শেরমুন ভায়া চণ্ডীপুর-দশমনিপাড়া- সইকার, ২৭) লালডেঙ্গাবাড়ি-শাখান সেরমুন।

১৭. রাজ্যের অন্তত ৫০টি পশ্চাদপদ উপজাতি গ্রাম, যেখানে বর্তমানে বিদ্যুৎ যোগাযোগ নেই, সেখানে ২০০২ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ যোগাযোগ সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার করা হবে। ডম্বুর প্রকল্পের জন্য যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তারা যেখানেই থাকুন, তাদেরকে কুটির জ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

১৮. ২০০২ সালের মধ্যে অন্তত ১০,০০০ উপজাতি পরিবারের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

১৯. ২০০০ সালের মধ্যে খুমুলুঙে একটি উপজাতি যাদুঘর (মিউজিয়াম) স্থাপন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর রাজ্যভিত্তিক উপজাতি সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

২০. উপজাতি ভাষার গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ২০০০ মধ্যে রাজ্য সরকারের উপজাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি ভাষাকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২১. যেসব উপজাতি গ্রাম, নদী ইত্যাদির নাম পূর্বে উপজাতি ভাষায় ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে অন্য নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পূর্বতন উপজাতি ভাষার নামে ফের নামকরণ করা হবে।

২২. মাঠে-ময়দানে (ক্ষেত্রীয়) কর্মরত ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত কর্মীদের কাজ চালানোর মত ককবরক ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩. ঊনকোটি, চতুর্দশ দেবতা বাড়ি এবং পিলাকের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য একটি সুসংবদ্ধ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন

২৪. ২০০০ সালের মধ্যে কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা এবং গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালগুলিতে অন্তত ৫০টি করে শয্যার ব্যবস্থা কর হবে। এই হাসপাতালগুলিতে পর্যায়ক্রমে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০০০ সালের মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অন্ততপক্ষে ১০টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২৫. ভারত সরকারের সহায়তায় ২০০০ সালের মধ্যে আদিম জাতিগোষ্ঠীভুক্ত জনগণের স্বার্থে একটি সুসংহত স্বাস্থ্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।

সংযোজনী 'খ'

PROGRESS AS ON
20.10.2003.
OF
25-POINT TRIBAL DEVELOPMENT PACKAGE
ANNOUNCED BY
THE HON'BLE CHIEF MINISTER
ON
26TH JANUARY, 1999
TRIBAL WELFARE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF TRIPURA

25-POINT TRIBAL DEVELOPMENT PACKAGE
PROGRESS REPORT AS ON 20-10-2003

Point	Progress
1. (a) 500 Junior Basic Schools in ADC area which do not have any pucca building at present would be provided with a pucca building by the year 2002 AD.	The list of 600 J.B. Schools located within ADC area has been prepared and given to DMs for construction of OBB buildings. The progress so far achieved is as below:

Sl	Implementing agency	Completed	In progress
1	DM, North	95	03
2	DM, Dhalai	93	Nil
3	DM, West	152	06
4	DM, South	123	45
5	ADC (own fund & BADP)	131	08
6	PWD	04	20
	Total	**598**	**82**

Point	Progress
1. (b) Also 244 JB Schools of ADC which have only one teacher at present would be provided with at least another teacher by December 1999.	Double teachers have been posted in most of the single teacher schools. There are 75 schools having single teacher due to some. Unavoidable circumstances.

Point

2. Six residential schools exclusively for tribal students of class vi to calss xii would be set up in the State at Khumulwong, Kanchanpur, Birchandra Manu and Karbook by the year 2001. These residential schools would be of the highest standard and would be managed by the Tripura Tribal Welfare Residential Schools Society, an autonomous body under the Tribal Welfare Department.

Progress

Progress in respect of establishment of 6 (Six) Ashram/ Residential Schools exclusively for tribal students of class vi to class xii is as under :-

Sl	Name of School	Construction Position	Remarks
1.	Khumulwong (420 seated)	i) Constuction of ground floor of main school building completed. Construction work was assigned to TTAADC. ii) 2 OBB type building for Kitchen-Dinning Hall and staff barrack is completed and now being used. iii) Site for Boys & Girls Hostel have been handed over. Work is being taken up by PWD. iv) Fund for Rs. 7 00 Lakhs for water supply was placed with Rig Division, PHE.	School Opened in the month of July, 2002, The School is now functioning with 70 boys and 70 girla' students.
2.	Ambassa (300 seated)	i. Construction work of School building is completed. Constn of boys hostel completed & girls hostel will be completed within March 04	At present school is functional and inaugurated on 12/09/03.
3	Kumarghat (420 seated)	i) Work started by NBCC Ltd. Through PWD. Constn of Girls & Boys hostel are in progress.	Constn. Of main school building not yet started.
4	Kanchanpur (100 seated)	Construction work assigned to PWD. Construction of main school building completed and Girls & Boys hostel about to be completed	The school would be made functional during 2003-04.
5	B.C. Manu (420 seated)	School building & girls hostal completed. Boys hostel under progress.	Written test for admission had already been conducted.
6	Karbook (100 seated)	Fund for Rs. 50.00 lakhs as Central share received. PWD is executing the work. 50 seated boys hostel-foundation work in progress 50 seated girls hostel-tender under progress	At present school is functional and inaugurated on 06/08/03 . Work in progress.

3. Five schools, one in each District and two in West Tripura District, which have sizable number of tribal students and have hostel facilities would be developed as centres of excellence for promoting sports and athletics amongst the tribal students.

The following five Schools have been developed as center of excellence for promoting sports & athletics.

Sl	Name of the School	Discipline identified	No of PI/ Coaches Posted	Sports equipment supplied	Construction Work done	Achievements
1	MTB Girls' HS School	1 Kabaddi 2 TT 3 Judo	3	Weighing machine, TT board & ball, 50 judo mattress & judo dress.	Lighting arrangement in TT hall, fitting of ceiling fans.	5-girls secured medal in last NE sports festival. National level school meet secured III position in judo.
2.	Tulashikhar HS School	1 Athletics 2 Football 3 Weight lifting	3	Stop watch, Weighing machine, Jebline, shotput, discus, jersey, football boot, high jump stand & take off board.	Foot ball goal post of GI pipe, football net, football, development of play ground at a cost Rs. 2,00,000/-, construction of sports hall at a cost of Rs. 7,05,000/-	Participated in distict level meet.
3	Kulai HS School	1 Football 2 Athletics 3 Swimming 4 T.	3	Stop watch, Weighing machine, TT board & ball, starting block, Hurdles, jebline, discus, shotput jersey, football boot, take off board, swimming costume.	Swimming pool constructed at the cost of Rs. 3,23,000/- development of play ground at the cost of Rs. 1,23,000/-	Participated in State level and District level.
4	Kanchanpur HS School	1 Judo 2. Athletics 3 Football	3	Football boot & ball, Stop watch. Weighing machine, starting block Hurdles, jebline, high jump stand, take off board.	Sports hall under completion (estimated cost Rs. 1.7.,80,000/-), development of play ground at the cost of Rs. 1,11,000/-	Participated in National Level meet in judo. Constn. Of Indoor Stadium cum Sports Centre at KCP-H/S-work in progress.
5	Chatakcharri	1 Football 2 Judo 3 Athletics	3	Judo mattress & dress, Weighing machine starting block, Hurdles, jebline, discus, shotput, jersey, foorball boot, high jump stand, take off board.	Sports hall at cost of Rs. 7,66,000/-, Hon'ble Chief Minister inaugurated it on 19/4/2001, development of play ground Rs 2 48 000/-	

4. (a) At least one hostel for tribal students of degree Colleges would be set up in each District at Agartala, Udaipur, Kamalpur and Dharmanagar by December, 2000 AD.

All of the hostels are made functional.

4 (b). In addition, one hostel for tribal women students will be set up at Agartala.

One hostel for Tribal women students at Suparibagan, Krishnanagar, Agartala could not be started due to non availability of land. A new site has been selected at old Sanskrit College premises for this purpose. Accordingly possession of the proposed land has been taken over. THB has been entrusted with construction works.

Point

5. Vocational Training centres for tribal students, one in each District at Dharmanagar, (North Tripura), Bishramganj (West Tripura), Udaipur (South Tripura) and Kulai (Dhalai) would be made functional by December, 99. Three more Vocational Training Centres would be setup at Tulasikhar, Mandai and Rupaichari. In each of these centres, 50 tribal youth would be imparted Vocational Training per centre in important employment oriented trades with the help of Union Govt.

Progress

5 (five) Vocational Training Centres at Dharmanagar (North), Kulai (Dhalai), Bisramganj (West), Mandai (West) and Udaipur (South) have already been made functional with a capacity of 50 each. 3 (three) more vocational training centres at Tulashikhar (West), Bagafa & Rupaichari (South) are also functioning at present.

6 (a). Special coaching centre for Madnyamik drop-out tribal students with 100 students capacity will be setup in each Dstrict.

Special coaching centres for Madhyamik drop out tribal students have been opened in all districts details of which are as follows :-

SI	District	1998-99 Total	1998-99 Passed	1999-2000 Total	1999-2000 Centre	1999-2000 Passed	2000-2001 Total	2000-2001 Centre	2000-2001 Passed	2001-02 Centre	2001-02 stength	2001-02 Passed	2002-03 Centre	2002-03 Strength	2002-03 Appeared	2002-03 Passed
1.	West	378	208	971	24	476	1410	37	604	16	1153	480	43	1513	330	275
2.	South	219	15	471	11	367	271	162	08	8	309	169	11	283	283	182
3	Dhalai	24	04	110	04	49	156	06	98	3	120	83	4	106	87	50
4.	North	-	-	166	03	76	266	06	133	4	103	56	3	134	117	52
	TOTAL	**621**	**227**	**1717**	**42**	**963**	**210**	**57**	**997**	**31**	**1685**	**788**	**61**	**2036**	**817**	**559**

Point	Progress
6 (b). In addition study circle for coaching of the meritorious tribal students for appearing in the examinational of class xii and the JEE will be setup in each district. Both Special Coaching Centre and study Circle will be setablished by December, 99.	One study circle is functioning at Agartala. Performance of the Study Circle for Last 2 (two) years is as follows.

Year	Appeared JEE	Selected
1999-2000	29	09
2000-2001	10	01
2001-2002	24	NA

6 (C). Apart from them, 100 tribal students from outlying schools will be given coaching every year at Agartala for FEE from 1999 onworads.

One study Circle also established at Udaipur, details of which is as follow:

Year	Appeared JEE	Selected
2001-02	06	05

One study affairs cell has been setup in the Tripura University to provide information to all students about availability of professional opportunities out side the State.

Coaching provided for JEE is as follows :-

TTWREIS	Name of Centre	Year	No. of Students	Selected
	Agartala	1998-99	42	11
U.K. Academy	Hindi H/S School	1999-2000	76	24
Udaipur		2000-2001	82	57
U K. Academy		2001-2002	44	34
		2001-2002	06	5
		2002-2003	64	55

7. Minimum 25 meritorious tribal students would be sent for coaching outside the State to appear in the Civil Service Examination (IAS, IPS etc.) conducted by the UPSC with the help of Government of India.

Arrangement for coaching of meritorious tribal students made as under :

Name of Institute	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	IAS/IPS etc.	MBA	IAS/IPS etc.	MBA	IAS/IPS etc.	MBA	IAS/IPS etc.	MBA	IAS/IPS etc.	MBA
SN Dasgupta College, Delhi	15	-	03	03	-	-	-			
Bharatiya Vidya Bhawan, Agartala.		-	05	-	25	02	-	06		02

Point	Progress

8. Integrated Area Based projects would be taken up for comprehensive development of 25 most backward tribal areas of the State.

The following 15 Special Area Based Projects were taken up:

Sl	Name of Project	Physical Achievement	Name of District
1.	Tekka Tulsi	882 families	Tripura (S)
2	East Daluma & Paharpur	747 families	-do-
3.	Kaptali	237 families	-do-
4.	Chelagang	667 families	-do-
5.	Kambukcherra	283 families	Tripura (W)
6.	Atharamura	550 families	-do-
7.	Khengrai & Harbang	349 families	-do-
8.	Pramodenagar, Amarendranagar & Pathaliaghat	2769 families	-do-
9.	Namanjoy, Tuichingram, Premsingnagar & Badlabari	1534 families	-do-
10.	Rajkandi-Demdum	145 families	Tripura (N)
11	Longai Valley Phase - II	390 families	-do-
12.	Dashamanipara	637 families	-do-
13.	Ratannagar & Tuichakma	621 families	Dhalai
14.	Rajdhar & Malidhar	1062 families	-do-
15	Jeolcherra	686 families	-do-
	TOTAL	**11559 families**	

9. The State Govt. with the help of ADC, Rubber Board, Coffee Board and Tea Board will raise 5000 Hectares of Rubber, 500 hectares of Coffee and 1500 hectares of Tea Plantations benefiting a minimum of 5000,500 and 1500 families respectively by the year 2002.

The progress and particulars of ST beneficiaries of Rubber, Tea and Coffee based plantation are as under :-

Sl	Name of Deptt.	Rubber		Tea		Coffee	
		Area (in ha.)	Family	Area (in ha.)	Family	Area (in ha.)	Family
1.	Tribal Welfare	2119.00	2119	322.37	589	211.96	723
2.	TTAADC	1500.00	1500	-	-	-	-
3.	Rubber Board	692.40	619	-	-	-	-
4.	RD	-	-	1370.10	1625	-	-
5.	TRPC Ltd.	837.00	905	-	-	-	-
6.	TFDPC Ltd.	192.20	123	-	-	-	-
7.	Coffee Board/ TW Deptt.	-	-	-	-	50.00	32
8.	I & C Deptt.			2562.00	2683		
	TOTAL	**5349.60**	**5266**	**4221.47**	**3897**	**261.96**	**755**

Point	Progress

10. At least 50% of the MI Schemes would be taken up in tribal areas during the next four years. A minimum of 4000 ha. of irrigation potential would be created in tribal areas through MI Schemes/ Pick up weirs, earthen/ RCC dams etc. during the nest four year.

	Department	Achievement
1.	PWD	4725 ha
2.	TTAADC	730 ha.
3	Agriculture	1319 ha.
4.	RD.	3109 ha
	TOTAL	**9883 ha.**

A total of 9883 ha Irigation potential was created in the last three years. Target has already been exceeded.

11. At least 2000 tribal youth would be assisted under self-employment programmes during the nets four years.

TW Department in collaboration with NABARD and TSIC Ltd. has organised 2 (two) weeks training under EDP and covered 300 educated unemployed Tribal youth in 10 (ten) batches

Detail of ST persons who have got assistance so far is as follows :-

SL	Department	Assisted persons
1.	ST Corporation	720
2.	Industry & Commerce	145
3.	TIDC	15
4.	RD	18494 (IRDP/SGSY)
	TOTAL	19374

Hon'ble Chief Minister has launched 'SWAVALAMBAN', a Self Employment Generation programme for the unemployed youth of the State on 19th July, 2001 In different training programme either in skill development or EDP as many as 51 ST youth have so far been benefited. Many more ST youth will be benefited.

12. All the ST Vacancies available in the state Govt., where suitable candidates are available, would be filled up by 2002 AD.

65 Head of the Departments have furnished report on the vacancy position to GAD Accordingly 915 posts out of 8031 vacant posts reserved for ST in different Departments have so far been filled up since announcement of the package. GAD is monitoring the filling up of vacancies in all Departments.

13. A minimum of 1000 Tribal Women's Thrift and Credit Groups would be formed in the state by the year 2002 for economic empowerment of women.

Details of women thrift & Credit Groups are as follows :

SI	Name of implementing agency	Number of SHG formed
1	Development Unit	145
2	I H.D P	102
3	T.W.Deptt.	156
4	RD	535
TOTAL		**938**

Point	Progress
14. Priority will be given to Jhumia families in all the above programmes.	District wise details of hard-core jhumia families are as under .-

SL	District	No of hard-core Jhumai families
1.	South Tripura	15854
2.	North Tripura	7590
3.	Dhalai	16049
4.	West Tripura	10307
TOTAL		**49800**

Tribal Welfare Department always giving priority to jhumia families in all related Schemes.

15. Every Tribal hamlet (para) would be provided with ne safe drinking water source by the year 2001.

There are no not covered paras in North, South, West Tripura & Dalai. All paras are partly or full covered.

16. All the important tribal markets which are not connected by road at present would be connected by fair weather road by the year 2002. In particular, the following 27 (twenty seven) most important roads/ bridges connecting the most backward villages of the State would be completed by 2002 AD.

The synopsis as achieved by PWD is as under .-

Length of Road under PWD	-453.27 Kms.	Formation completed	- 424.30 Kms.
		Soling	- 328.20 Kms
		Metalling	- 111.00 Kms.
		Carpetting	- 96.00 Kms.
Length of Road under BRO	-209 10 Kms.		
Total Length	-662.37 Kms.		

17 (a). At least 50 most backward tribal villages in the State which do not have electricity at present, would be provided with electricity connection including non-conventional sources by the year 2002.

District wise achievement towards providing with electricity connection is as below .-

Name of District	Number of village
West Tripura	36
South Tripura	22
North Tripura	17
Dhalai	12
TOTAL	**87**

Poing	Progress
17 (b) In addition all Dumbur Oustees, wherever they are, will be covered under kutir Jyoti programme.	A list of 500 Dumbur Oustee families supplied to the Power Department. The Department has given connection to 139 families who do not have power connection under Kutirjyuti Programme
18. At least 10,000 Tribal families would be provided dwelling houses by the year 2002 AD.	Details of houses constructed under IAY for ST families is as under - West Tripura 7201 North Tripura 7081 Dhalai 3434 South Tripura 10092 **TOTAL 27745** The target for providing houses to 10,000 (ten thousand) S T. families had already been acieved during the year 1999-2000 itself. However, the programme will continue considering its great importance with a view to cover many more families
19 (a). A tribal Museum would be setup at Khumulwung by the year 2000 AD.	Sanction has been received from G.O.I for Rs. 54.50 Lakhs for construction of one Tribal Museum at Khumulwung. 75% construction work complected.
19 *b). A state level tribal cultural festival would be held every year from 1999.	TRI has been entrusted with the responsibility for organising State level Tribal cultural festival with the assistance from the ICAT Deptt. TRI and Sports & Youth Affairs Dept is jointly organising youth festivals regularly
20. Linguistic centre would be setup under Tribal research Institute of the State Govt. by December, 2000 AD for research and development of tribal languages.	The construction of cultural centre at Krishnanagar had been completed and was inaugurated on 27-09-2000 by the Chief Minister. One project for an amount of Rs. 28.00 Lakhs, with a view to set up of one linguistic centre under TRI, has been prepared and sent to GOI. One more proposal also sent to the Deptt of Culture, GOI. Action Plan is being prepared for linguistic centre. Union Govt. is yet to release any fund. In the maen time a Statutory Body has been constituted for preparing status report, grammer, dictionary etc.

Point	Progress
21. The names of tribal villages rivers etc. which originally had tribal names but were given other names later on, would be renamed after the original tribal names by December, 1999.	State Government has approved the change of 95 names. Necessary Govt ordr had been issued on 31-10-2000. Accordingly District Administration & Education Deptt. have take steps and renamed after the original names.
22. Working knowledge of Kokborak would be imparted to all the field level officials of the Tripura Govt.	Kokborak coaching has already been conducted for the Ministers and high Officials at Agartala. 12 more such centres opened covering all the Districts of the State. At present 6 (Six) NGO s have been selected for Kokbork coaching at Agartala, Udaipur and Kailashahar
23. Comprehensive master plans would be initiated for overall development of Unakoti, Chaturdas Devatabari and Pillak.	Department of ICAT had Finalised the master plan for Unakoti, Chaturdash Devatabair and Pilliak. Cafteria, Yatrika, Sulabh Souchar and oper air stage at Chaturdash Devatabari have been made functional. GOI sanctioned Rs. 53.81 lakhs for integrated development. Out of which Rs. 16.14 lakhs has been released as first installment. MOTA, GOI sanctioned Rs. 50 lakhs for over all development of Unakoti, out of which Rs. 40 lakhs has been released as first installment. Flood lighting and yard lighting have been extended. Other works in progress. ASI taken up construction of one site museum and steps are being taken for maintenance and preservation of architectural remains. There is a proposal for development of Pilak as a Buddhist Heritage Centre. Steps are being taken by ASI for maintenance and preservation of architectural remains as well as for setting up a site museum. One Cafeteria has already been set up. One cottage for accommodation of tourists is under construction.
24 (a). The sub-Divisional hospitals at Kanchanpur, Chailengra and Gandacherra would be made 50 bedded and minimum required specialists.	Medial Officers (MO) with P.G. Degree/ Diploma holding. posted in the Sub-Divisional Hospitals, covering streams as mentioned below :-

Sub-Divisonal Hospital	**Sanctioned Strength of Mo**	**MO**	**Gyno.**	**Pedi.**	**Dentist**	**ENT**	**General Medicine**
Kanchanpur	10	5	NIL	NIL	1	1	NIL
Chailengta	10	2	NIL	NIL	1	NIL	NIL
Gandacherra	10	6	NIL	NIL	1	NIL	NIL

Point	Progress
will be provided by 2000 AD.	Ambulances were provided to Kanchanpur and Gandachera Hospitals and one Maruti Gypsy is available for Chailengta Hospital. At Kanchanpur one 'X'-ray, one ultrasonography machine is already installed and one ECG machine was supplied. Supplied one 'X'-ray, one ultrasonography and one ECG Machine to Chailengta and one 'X'-ray, one ultrasonography machine is already installed and one ECG machine was supplied to Gandachera Hospital.

Detailed bed strength of the hospitals are as follows :-

NAME	AS ON 26 01.99	PROPOSED	PRESENT	STATUS
KANCHANPUR	30	50	50	FUNCTIONING
CHALENGTA	10	50	50	FUNCTIONING
GANDACHERRA	30	50	50	FUNCTIONING

24. (b). In addition at least 10 new primary health centers will be setup in the tribal areas by 2000 AD.

Present status of 10 (ten) new PHCs are as follows :-

SL	Name of PHC	PRESENT STATUS.
1.	Mandai	Functioning
2.	Dayarambari	OPD functioning, Main building occupied by CRPF
3.	Tulasikher	Functioning as new norm PHC
4	Machmarra	Functioning
5.	Rupaichari	Functioning as new norm PHC
6	Khedacherra	Functioning as new norm PHC
7.	Salema	Functioning as new norm PHC
8	Thalcherra	Site for construction shifted to Harinachera
9.	Ganganagar	Functioning as new norm PHC
10.	Jagabandhupara	Functioning as new norm PHC

T.W. Deptt. had placed fund for Rs. 50 lakhs for construction of PHCs at Ganganagar, Jagabandhupara and Thalcherra. Details of 2 more PHCs are as follows :-

SL	Name of PHC	Construction done by	Present status
1.	Ampur	TTAADC	Functioning as new norm PHC
2.	Behalabari	RD Deptt.	Construction yet not completed

Above 2 (two) PHCs have been incorporated as desired by the CEM, TTAADC in the review meeting held on 29.02 2000.

Point	Progress
25 A comprehensive health project will be taken up for PG Tribes by the year 2000 AD with the help of Government of India.	The ICMR, New Delhi has sanctioned two project for health for PT Group (Reangs). Baseline survey was completed in the month of December, 1999 covering 29960 PG Tribes population spread over 31 GPs under Kanchanpur Project and 31010 PG Tribes population spread over 47 GPs under Dhalai Project. One 60 Community health workers and 60 Dhais wer selected for each of the project from the locality and adequately trained b Medical Officers. All of them have been supplied health kits (twelve types of medicine, by-cycle, uniforms, torch light, identity card etc. by the ICMR. The ICMR has so far placed a fund of Rs. 33.15 Lacs for both the projects as far pattern of projects two societies have also been formed and a corpus fund has also been built for each of the project with Rs. 15 lacs each. The interest from the corpus fund are being used by the Societies for meeting cost of transportation of sriously ill patients and providing emergent medicines etc

Admitted Un-Starred Question No :- 81
Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত কো-অপারেশন দপ্তরে মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ.বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উঃ

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত কো-অপারেশন দপ্তরে মোট ২১ (একুশজন) জন অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর মধ্যে Group-'A' অফিসার ১ (এক) জন, Group-'B' অইফসার ২ (দুই) জন, Group-'C' কর্মচারী ১৫ (পনের) জন এবং Group-'D' ৩ (তিন) জন এবং এর ফলে টি. এ. বিল মেটাতে দপ্তরের এই পর্যন্ত মোট ২০,৩৭৯/= টাকা ব্যয় হয়েছে।

২) উল্লিখি[illegible]লে দপ্তরের কোনো অফিসার বা কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হন নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 82
Name of MLA .- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge Of Urban Development Deperment be Pleased to State

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত আরবান ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং র ফলে টি এ বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে;

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলি হয়েছে?

উত্তর

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত আরবান ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের অধিনস্থ নগর উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসের আধিকারিক ২০০৩ ইং এর মে মাসে GA (P&T) দপ্তরের আদেশমূলে দক্ষিণ ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলা শাসকের পদ থেকে নগর উন্নয়ন আধিকারিক হিসাবে বদলি হয়ে আসেন এবং এই বদলির জন্য টি.এ বিল বাবদ নগর উন্নয়ন আধিকারিকের অফিরে ৭০০ টাকা ব্যায় হয়েছে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিনস্ত টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং সংস্থা, নগর উন্নয়ন আধিকারিক অফিস, আগরতলা পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত অফিসের কর্মচারী বদলির কোন প্রথা প্রচলিত না থাকায় বদলির জন্য টি এ বিলে কোন অর্থ ব্যয় হয় না।

২). প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 87
Name Of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (AR) Depermement be Pleased to State

প্রশ্ন

১) তরুণ দত্ত কমিশন তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইন করার সুপারিশ করেছেন কিনা?

২) যদি করা হয়ে থাকে, তবে বিধান সভায় উক্ত বিল আনা হবে কিনা?

উত্তর

১) হ্যাঁ, তরুণ দত্ত কমিশন তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইন করার সুপারিশ করেছেন।

২) কেন্দ্রীয় সরকার "Freedom of Information Act-2002" নামে একটি আইন প্রনয়ণ করেছে, যেটা ভারতের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাতি অঞ্চলে প্রযোজ্য। যেহেতু এই আইন সমস্ত রাজ্যে প্রযোজ্য সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা যেন এ বিষয়টির উপর কোনো আইন প্রণয়ণ না করে। সেই অনুসারে ত্রিপুরা সরকার এ বিষয়টির উপর আলাদাভাবে কোনো আইন পেশ করার চিন্তা করছে না। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই এই আইন টিকে বলবৎ করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করেছে যাতে তারা ঐ আইনের অধীনের অধীনে রুলস্ প্রনয়ণ করে। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 94
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family welfare Depermement be Pleased to State

প্রশ্ন

১) সাব্রুম মহকুমার ঘোরাখাপ্পা এবং সন্নিহিত গ্রামগুলির চিকিৎসার সুবিধার্তে ঘোরাখাপ্পায় একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হবে কিনা,

২) খোলা হলে কবে নাগাদ খোলা হবে এবং না হলে এর কারণ কি,

৩) বর্তমানে ঘোরাখাপ্পা নিকটবর্তী কত কিলোমিটার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে?

উত্তর

১) বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

২) প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ঘোরাকাপ্পা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৩) ঘোরাকাপ্পার ১২ কিলোমিটার দূরত্বে প্রাথমিক কেন্দ্র রয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 96
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Panchayat Deperment be Pleased to State

প্রশ্ন

১) পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস, বুথ দখল, সাম্প্রদায়িকতা বা জাতি বিদ্বেষ ছড়ানো ইত্যাদিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করার জন্য ত্রিপুরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিধি সংশোধন করা হবে কিনা ?

২) না করা হলে এর কারণ ?

উত্তর

১) এরকম কেন প্রস্তাব আপাততঃ সরকারের বিবেচনায় নেই।

২) পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস, বুথ দখল, সাম্প্রদায়িকতা বা জাতি বিদ্বেষ ছড়াঁনো ইত্যাদি অপরাধের জন্য ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩-এ শাস্তি বিধানের সংস্থান রয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 98
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Panchayat Deptt. be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছরে থেকে ২০০৩-২০০৪ ইং অর্থ বছরের ২০ শে নভেম্বর পর্যন্ত মোহনপুর ব্লকের অধীনস্থ মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কোন্ কোন্ পঞ্চায়েতে কোন কোন প্রকল্পে কত টাকা করে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েথিল (পঞ্চায়েত ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক এবং অর্থ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

২) মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যে যে পঞ্চায়েতে এবং যে যে প্রকল্পে যত টাকা অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল তার অর্থ বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক নং	প্রকল্পে নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি............. ভিলেজের নাম	অর্থবছর............ ২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪
		গ্রাম পঞ্চায়েত			
১)	পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল	১. কালাছড়া	১,৪৫,৭০৪ টা	১,৭১,৫৩৩টা,	৮৯, ২২৯
		২.বিজয়নগর	১,২২,৯৮১ টা	১,৪২,৯৯৮ টা	৬৯,১৩৮ টা
		৩.মোহিনীপুর	২,১৮,৮০০টা	২,৬৩,৩২৫ টা	১,৪১,৮০২
		৪. মোহনপুর	২,০৮,৯০৯ টা	২,৫০,৯০৬	১,৩৪,৮১৭
		৫. তারানগর	১,৫৬,৫৮৫ টা	১,৯০,৩০৮	৯৯,৭৯১
		৬. দক্ষিণ তারানগর	২,১২,৭৭৩ টা	২,৫৫,৭৫৭	১,১৮,৬৩৪
		৭. পশ্চিম তারানগর	৩,১,২০২ টা	৩,৮৩,১৩৩	১,৫৩,৮৯০
		৮. হরিনাখোলা	১,৭১,৪৮৪ টা	২,০৪,২৮৭	৯১,৮৬৯
		৯. তুলাবাগান	১,২৭,৮০১ টা	১,৪৯,০০৫	৭০,৮৪৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পে নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি............ ভিলেজের নাম	অর্থবছর.......... ২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪
		এ ডি সি. ভিলেজ			
		১. বোধজং নগর	২,৫৯,৮০২টা	৩,১৩,৫৯৩	১,১৫,২৭৮
		২. ভগবান চৌধুরী	২,১০,৩১৬ টা	২,৫৩,৮৬১	৯৩,৪৫২
		৩. গামছাকোবরা	৫,১৩,৪৭৪ টা	৬,১৯,৭৮৮	৩,০১,৮৩৩
		৪. রাজঘাট ভিলেজ	২,২৭,১১৪ টা	২, ৭৪, ১৩৭	১, ০০,৮৫৫
		৫. উত্তর বোধজং নগর	৩,০২,৯৩২ টা	৩, ৬৫,৬৫৩	১,৩১,৫৫৯
		৬.উত্তর দেবেন্দ্রেনগর	২,১৫,১৯৬ টা	২, ৫৯, ৭৫২	৯৫, ৬৩৪
		৭. বিরমোহন ভিলেজ	১,৫৪, ০২০ টা	১, ৮৫, ৯০৯	৩৮, ৭১০
		৮. অভিচরণ ভিলেজ	২, ৬২, ৪১২ টা	৩,১৬, ৭৪৪	১,১৬, ৫৭৭

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি............ ভিলেজের নাম	অর্থবছর.......... ২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪
		গ্রাম পঞ্চায়েত			
১)	ই, এ, এস, এস.জি.আর ওয়াই	১. কালাছড়া	১,৪১,২০৫ টা	১,৭৩,৮৯৭টা,	১,৪৩,২০০ টা
		২.বিজয়নগর	১,১২,৭৫০ টা	১,২৪,৯৯৪ টা	১,০২,৯৪২ টা
		৩.মোহিনীপুর	২,৬৭,৪৪৯ টা	২,৫৯,৫৯০ টা	২,২৬,৫৪০ টা
		৪. মোহনপুর	২,৯৬,৯৯১ টা	১,৮০,৯৭৯ টা	১,৪৯,১০৬ টা
		৫. তারানগর	১,৬৪,৯১২ টা	১,৪৪৯,২৩৫ টা	১,২২,৮১৪ টা
		৬. দক্ষিণ তারানগর	১,০১,২০০ টা	২,১০,০৩০ টা	১,৭২,৯৭৮ টা
		৭. পশ্চিম তারানগর	৯,৩৩,৭১৪ টা	২,০৬,৮৪৩ টা	১,৮২,৭০৫ টা
		৮. হরিণাখোলা	১,৫৬,২৫০ টা	১,৫১, ০৬৭ টা	১,২৪,৪২৬ টা
		৯. তুলাবাগান	৫৫,০০০ টা	১,৫৯,৩৬১ টা	১,৩১,২২৪ টা
		এ ডি সি. ভিলেজ			
		১. বোধজং নগর	১,৯৫,৪৮০টা	১,৯২,৮৫৭ টা	১,৫৮,৭৬৩ টা
		২. ভগবান চৌধুরী	১,৫৭,১২৫ টা	১,৫৬,১২৪ টা	১,২৮,৫২৩ টা
		৩. গামছাকোবরা	৩,৭৬,০০০ টা	৩, ৭২,৮৬৫ টা	৩,০৬, ৯৫০টা
		৪. রাজঘাট ভিলেজ	২,০৩,০০০ টা	১,৬৮,৫৯৪ টা	১,৩৮,৭৮৮ টা
		৫. উত্তর বোধজং নগর	১,৯৬,৩০৪ টা	২,২৪,৮৭৫ টা	১,৮৫,১১০ টা
		৬.উত্তর দেবেন্দ্রেনগর	১,৭৬, ৩০৫ টা	১,৫০,৫৫৭টা	১,২৩,৯৪৫ টা
		৭. বিরমোহন ভিলেজ	১,৬৫,৫০০ টা	১,১৪,৩৩৪ টা	৯৪, ১২০ টা
		৮. অভিচরণ ভিলেজ	৩,০৩,০০০ টা	১.৯৪,৭৯৫ টা	১,৬০,৩৫৮ টা

প্রকল্পের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত এডিসি ভিলেজ নাম	অর্থ বৎসর								
		২০০১-২০০২			২০০২-২০০৩			২০০৩-২০০৪		
		আই .এ ওয়াই	পি.এম.জি ওয়াই	আপ গ্রেডেশন হাউসেস	আই.এ. ওয়াই	পি.এম.জি ওয়াই	আপ গ্রেডেশন হাউসেস্	আই.এ. ওয়াই	পি.এম.জি ওয়াই	আপ গ্রেডেশন হাউসেস্
আই এ ওয়াই পি.এম.জি. ওয়াই আপ গ্রেডেশন হাউসেস	গ্রাম পঞ্চায়েত									
	১. বিজয়নগর	৪৪,০০০	১,৯৮,০০০,	২০,০০০	৬৬,০০০,	১,৩২,০০০,	২০,০০০,	১,১০,০০০	৮৮,০০০	৩০,০০০
	২.কালাছড়া	৪৪,০০০	১,৯৮,০০০	২০,০০০	১১০,০০০	১,৩২,০০০	৪০,০০০	১,৫৪,০০০	১,১০,০০০	৪০,০০০
	৩.মোহিনীপুর	১,১০,০০০	১,৯৮,০০০	১,৯৮,০০০	৩০,০০০	১,৩২,০০০	৬৪,০০০	২,৬৪,০০০	১,৯৮,০০০	৭০,০০০
	৪.মোহনপুর	১,৫৪,০০০	১,৭৬,০০০	২০,০০০	১,৩২,০০০	২,৪২,০০০	৩০,০০০	১,৯৮,০০০	১,৭৬,০০০	৫০,০০০
	৫. তরানগর	১,১০,০০০,	২,১০,০০০	২০,০০০	৮৮,০০০	১,৯৮,০০০	৪০,০০০	১,৩২,০০০	১,৩২,০০০,	৪০,০০০
	৬. দক্ষিণ তারানগর	৬৬,০০০,	২,৬৪,০০০	৫০,০০০	১৩২,০০০	১,৯৮,০০০	৭০,০০০	১,৯৮,০০০	১,৭৬,০০০	৬০,০০০
	৭.পশ্চিম তারানগর	১,৩২,০০০,	১,১০,০০০	৪০,০০০	১,৫৪,০০০	২০,৬৪,০০০	৩০,০০০	১,৯৮,০০০	১,৫৪,০০০	৬০,০০০
	৮.তুরাবাগান	৪৪.০০০,	১,৭৬,০০০	২০,০০০	৮৮,০০০	২,৫৪,০০০	৩০,০০০	১,৫৪,০০০	২,৮৬,০০০	৪০,০০০
	৯.হরিণাখোলা	১,৭৬,০০০	১,৩২,০০০	২০,০০০	৮৮,০০০	১,৫৪,০০০	৩০,০০০	১,৩২,০০০	১,১০,০০০	৫০,০০০

অর্থ বৎসর

প্রকল্পের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত এডিসি ভিলেজ নাম	২০০১-২০০২ আই.এ ওয়াই	২০০১-২০০২ পি.এম.জি ওয়াই	২০০১-২০০২ আপ গ্রেডেশন হাউসেস	২০০২-২০০৩ আই.এ. ওয়াই	২০০২-২০০৩ পি.এম.জি ওয়াই	২০০২-২০০৩ আপ গ্রেডেশন হাউসেস্	২০০৩-২০০৪ আই.এ. ওয়াই	২০০৩-২০০৪ পি.এম.জি ওয়াই	২০০৩-২০০৪ আপ গ্রেডেশন হাউসেস্
	এডিসি ভিলেজ									
আই.এ. ওয়াই পি.এম. ওয়াই আপ গ্রেডেশন হাউসেস	১. বোধজং নগর	৩,০৮,০০০	১,৯৮,০০০	৪০,০০০	১,১০,০০০	১,৭৬,০০০	৪০,০০০,	১,৫৪,০০০	১,৩২,০০০	৫০,০০০
	২. উত্তর বোধজং নগর	১,৯৮,০০০	২,২০,০০০	৩০,০০০	১,১০,০০০	১,৯৮,০০০	৫০,০০০	১,৭০,০০০	১,৩২,০০০	৬০,০০০
	৩. উত্তর দেবেন্দ্র নগর	৩,৯৬,০০০	২,৮৬,০০০	৪০,০০০	৮৮,০০০	১,৫৪,০০০	৩০,০০০	১,৩২,০০০	৮৮,০০০	৪০,০০০
	৪. ভগবান চৌমুহনি	-	-	-	৮৮,০০০,	১,৫৪,০০০	৩০,০০০	১,৩২,০০০	৮৮,০০০	৪০,০০০
	৫. গামছা কোবর ভিলেজ	-	-	-	১,৯৮,০০০	৩,৩০,০০০	৫০,০০	১,৫৪,০০০	১,১০,০০০	৪০,০০০
	৬. রাজঘাট ভিলেজ	-	-	-	৮৮,০০০	১,৩২,০০০	৫০,০০০	১,৫৪,০০০	১,১০,০০০	৪০,০০০
	৭. বীরমোহন ভিলেজ	-	-	-	১,১০,০০০	১,১০,০০০	৩০,০০০	১,১০,০০০	৮৮,০০০	৩০,০০০
	৮. অভিচরণ ভিলেজ	-	-	-	১,১০,০০০	১,১০,০০০	৩০,০০০	১,১০,০০০	৮৮,০০০	৩০,০০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পর নাম	গ্রাম পঞ্চায়েত এডিসি ভিলেজের নাম	অর্থবৎসর ২০০১-২০০২
৪।	জে.জি.এম. ওয়াই ওয়াই	১। কালাছড়া	১,৩৮,০৮১
		২। বিজয়নগর	১,০৪,২০০
		৩। মোহিনীপুর	২,১৯,২৭০
		৪। মোহনপুর	১,২৪,৯৫০
		৫। তারানগর	১,৫১,৪৭৪
		৬। দক্ষিণ তারানগর	১,৮০,০৭০
		৭। পশ্চিম তারানগর	১,৯৬,০৯৭
		৮। হরিনাখোলা	১,২২,৪৯৬
		৯। তুলাবাগান	১,৪৩,৮৭০
		১০। বোধজংনগর	৫,২২,৭০৭
		১১। উত্তর বোধজংনগর	৩,৯৬,২১৮
		১২। উত্তর দেবেন্দ্রনগর	৫,০২,৮৩০

তুলাবাগান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েত নাম	আই. এ. ওয়াই	পি.এম.জি. ওয়াই	আপ গ্রেডেশন
১	২	৩	৪	৫
১	তুলাবাগান গ্রাম পঞ্চায়েত	৩,৩০,০০০	৫,৫০,০০০	২,২০,০০০

Admitted Un-Starred Question No. 104
Name of MLA :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ধর্মনর মহকুমার কদমতলা ব্লক এলাকাতে কোন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা,

২) যদি থাকে তা হলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩) না করা হলে এক কারণ কি ?

উত্তর

১) ধর্মনগর মহকুমা কদতমলা ব্লক এলাকাতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা এখনও পর্য্যন্ত নেই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) যেহেতু গত আর্থিক বৎসরে ধর্মনগর মহকুমায় ১টি নতুন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়/ ডিসপেনসারী খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তন্মধ্যে কদমতলা ব্লকে ছিল না। সেহেতু স্থাপন করা হয় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 105
Name of MLA :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ধর্মনর মহকুমার কদমতলা ব্লক এলাকায় মোট কয়টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, এর মধ্যে কয়টি নিজস্ব বাড়িতে আছে এবং কয়টি ভাড়া বাড়িতে আছে,

২) যে সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি ভাড়া বাড়িতে কয়টি আছে সেইগুলির ভাড়া বাবৎ বৎসরে কত টাকা ব্যয় হচ্ছে,

৩) বাড়ি মালিককে প্রতি মাসে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হয় কিনা,

৪) না দেওয়া হলে এর কারণ কি এবং এখন পর্যড়ত কত টাকা বকেয়া রয়েছে, এবং

৫) বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) কদমতলা ব্লক এলাকায় মোট ১২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে তার মধ্যে ৯টি দপ্তরের নিজস্ব বাড়িতে আছে এবং ৩টি ভাড়া বাড়িতে আছে।

২) যে ৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভাড়া বাড়িতে আছে সেগুলির ভাড়া বাবদ বৎসরে মোট ২৭০০ টাকা খরচ হয়।

৩) বাড়ির মালিক থেকে বিল পাওয়ার পর তা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

৪) বাড়ি মালিক থেকে বিল না পাওয়ার কারণে অনেক সময় বাড়ির ভাড়া বকেয়া থাকে। সরসপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মালিকের কাছ থেকে বিল না পাওয়ার কারণে ১-১-২০০১ ইং তারিখ থেকে ৩০-১১-২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত ভাড়া বকেয়া আছে।

৫) বাড়ি ভাড়ার বিল পাওয়া গেলে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

Admitted Un-Starred Question No. 106
Name of MLA :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লক-এর অন্তর্গত সরসপুর গাঁওসভায় সারদা নাথের বাড়িতে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে. এবং উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ বাড়ির মালিককে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে এর কারণ কি, এবং

৩) কবে নাগাদ সেই ভাড়া বাড়ির মালিককে পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) বাড়ির মালিক থেকে বিল না পাওয়ার কারণে বকেয়া বাড়ি ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৩) বাড়ির মালিক থেকে বিল পাওয়া গেলেই বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

Admitted Un-Starred Question No. 107

Name of MLA :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কী কী ধরনের কর্মী থাকা আবশ্যক

২) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লক এলাকার প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী রয়েছে কিনা, (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব), এবং

৩) না থাকিলে এর কারণ কী?

উত্তর

১) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন করে পুরুষ ও মহিলা বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মী থাকা আবশ্যক।

২) কদমতলা ব্লক এলাকার প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফ নেই। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক স্টাফ-এর অবস্থা নিম্নরূপ ঃ-

১) সাতসঙ্গম-১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী।

২) বকবকি-১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী।

৩ঃ কুর্তি- ১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী।

৪) ইছাইলাল ছড়া - ১ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী।

৫) চুড়াইবাড়ি- ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী।

৬) গণিছনা- ১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী।

৭) সরসপুর- ১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী।

৮) বরুয়াকান্দি- ১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী।

৯) সাউত হুরুয়া- ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী।

১০) নর্থ হরুয়া- ১ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী।

১১) লক্ষ্মীনগর- ১ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী।

১২) রাগনা- ২ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী।

এছাড়া কদমতলা গাঁও সভায় ১ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী আছেন।

৩) কর্মী স্বল্পতার দরুণ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Un-Starred Question No. 108

Name of MLA :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ইহা কী সত্য যে ধর্মনগর মহকুমা কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্মীনগর গাঁওসভায় যে আয়ুর্বেদিক হাসপাতালটি রয়েছে সেটাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে না,

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে এর কারণ কী,

৩) উক্ত হাসপাতালে বর্তমান কতজন স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছে (ডাক্তার সহ) এবং তাদের ডিউটির সময়কাল কতক্ষণ পর্যন্ত?

উত্তর

১) ইহা সত্য নয়।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) এই ডিসপেনসারীতে একজন চিকিৎসক, একজন ফার্মাসিস্ট এবং একজন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছেন। উনাদের কাজের সময় নিম্নরূপ ঃ-

শীতকাল — সকাল ৮টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৩-৩০ মিঃ থেকে ৫০-৩০ মিঃ।

গ্রীষ্মকাল- সকাল ৭-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ এবং বিকাল ৪ টা থেকে ৬টা।

Admitted Un-Starred Question No. 109
Name of MLA :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত গণিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে,

২) কবে নাগাদ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়,

৩) উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমানে কতজন চিকিৎসক রয়েছে, এবং

৪) চিকিৎসক বৃদ্ধির জন্য দপ্তরের কোন চিন্তাধারা রয়েছে কিনা,

৫) যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ চিকিৎসক দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) গণিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। জল সরবরাহের কাজ বাকি রয়েছে।

২) শীঘ্রই এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৩) বর্তমানে গণিছড়া একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসাবে চালু আছে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক দেওয়ার নিয়ম নেই।

৪) প্রশ্ন আসে না।

৫) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 115
Name of MLA :- Shri Kajal Chandra Das.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোথায় কোথায় গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে এবং এই হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা কম না বেশি এবং কতজন করে বর্তমানে ডাক্তার আছে?

২) উক্ত গ্রামীণ হাসপাতালগুলির কোনটিতে কী ধরনের রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু আছে, এবং

৩) উক্ত গ্রামীণ হাসপাতালগুলির কোনগুলিতে টেলিফোন ও এম্বুলেন্স (সচল) আছে?

উত্তর

১) রাজ্যের বর্তমানে কুমারঘাট, জিরানীয়া, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, টাকারজলা, সোনামুড়া, মনুবাজার, নতুনবাজার এবং অম্পিতে গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই হাসপাতালগুলির ১টিতে চিকিৎসক বেশি রয়েছে, ১টিতে নির্দেশিকা অনুযায়ী চিকিৎসক রয়েছে এবং বাকি ৭টিতে চিকিৎসক কম রয়েছে।

কুমারঘাট- ৪জন, জিরানীয়া-৪ জন, মনুবাজার-৩জন, অম্পি-৩ জন, নতুনবাজার-৩ জন, টাকারজলা ২জন, সোনামুড়া-৬জন, তেলিয়ামুড়া-৫ জন, এবং কল্যাণপুর-৪জন।

২) উক্ত গ্রামীণ হাসপাতালগুলির সবকয়টিতে রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও প্রতিটি গ্রামীণ হাসাপাতলেই এক্সরে মেশিন রয়েছে। টাকারজলা ও অম্পি হাসপাতালে এক্সরে মেশিন চালুর অপেক্ষায় আছে এভং প্রতিটি হাসাপাতলে হৃদ রোগ নির্ণয়ের জন্য ই.সি.জি. মেশিন রয়েছে।

৩) প্রতিটি গ্রামীণ হাসপাতালেই একটি করে সচল গাড়ি আছে এবং অম্পি ও টাকারজলা ব্যতীত প্রত্যেক গ্রামীণ হাসপাতালেই টেলিফোন সংযোগ আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 128
Name of MLA :- Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮-২০০৩ ইং সাল পর্যন্ত রাজ্যে কতজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই রিটায়ারমেন্ট এ গিয়েছেন।

২) অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ কোন কোন বিভাগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ? (নাম সহ তথ্য)

উত্তর

১) ১৯৯৮-২০০৩ ইং সাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২১ (একুশ) জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পবেহ রিটায়ারমেন্ট এ গিয়েছেন।

২) অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ কোন কোন বিভাগে বিশেষজ্ঞ নাম সহ তার তথ্য নিম্নে দেওয়

	রিটায়ারমেন্ট চিকিৎসকের নাম	বিশেষজ্ঞ বিভাগ
১)	ডাঃ রাসমোহন সরকার	স্ত্রীরোগ
২)	ডাঃ শিবেন্দু মোহন দাস	শল্য
৩)	ডাঃ অজিত কুমার রায়	স্ত্রীরোগ
৪)	ডাঃ চন্দন রায় বর্মণ	শিশু ও স্নায়ু রোগ
৫)	ডাঃ অপূর্ব শিব	মেডিসিন
৬)	ডাঃ নির্মল পাল	স্ত্রীরোগ
৭)	ডাঃ গৌতম রায় চৌধুরী	মেডিসিন
৮)	ডাঃ রঞ্জিত কুমার পাল	শিশুরোগ
৯)	ডাঃ আশিষ কুমার পন্ডিত	স্ত্রীরোগ
১০)	ডাঃ লক্ষ্মী কুমার পন্ডিত	এ্যানেস্থেসিস্ট্র
১১)	ডাঃ ইন্দ্রজিত পাল (১)	শল্য
১২)	ডাঃ অমিত কুমার বসু	নাক, কান ও গলা
১৩)	ডাঃ গীতেশ রঞ্জন সূত্রধর	এ্যানেস্থেসিস্ট
১৪)	ডাঃ দেবাশীষ সরকার	চক্ষু
১৫)	ডাঃ রঞ্জন বসু	যক্ষ্মা রোগ

	রিটায়ারমেন্ট চিকিৎসকের নাম	বিশেষজ্ঞ বিভাগ
১৬)	ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র কুমার দেব	মাতৃ ও শিশু
১৭)	ডাঃ প্রদীপ কুমার ভট্টাটার্য	ডায়বেটিস
১৮)	ডাঃ সমরেষ চক্রবর্তী	রেডিওলজি
১৯)	ডাঃ কল্যাণ দেববর্মা	শিশু
২০)	ডাঃ এ. কে. নাথ	এ্যানেস্থেসিস্ট্র
২১)	ডাঃ জ্যোতিরেন্দ্র বিশ্বাস	এ্যানেস্থেসিস্ট্র

Admitted Un-Starred Question No. 161
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Panchyat Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ১৯৯৯ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যে কোন্ কোন্ পন্চায়েতের গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে,

২) এর মধ্যে কোন্ কোন্ গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

তথ্য সংগ্রাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 186
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Urban Department be Pleased to State Question

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছর সহ গত চারটি অর্থ বছর কেন্দ্রীয় সরকার সহ অন্যান্য সংস্থা থেকে মোট কত অর্থ পাওয়া গিয়েছে ;

২) এর মধ্যে উক্ত সময়ে মোট কত অর্থ কী কী কাজে ব্যয়িত হযেছে ?
(কাজের নাম সহ অর্থ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) আগরতল শহর উন্নয়নের জন্য বর্তমান অর্থ বছর সহ গত চার অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদান করেছেন তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

বৎসর	অর্থের পরিমাণ
১৯৯৯-২০০০	কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই।
২০০০-২০০১	কোন অর্থ নাওয়া যায় নাই।
২০০১-২০০২	২৭১২.৬১ লক্ষ
২০০২-২০০৩	১৬৬৮.৮৪৫ লক্ষ
২০০৩-২০০৪	অদ্যাবধি কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই।

২) ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ এবং ২০০৩-২০০৪ (অদ্যাবধি) অর্থ বছরে আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য কো অর্থ প্রদান না করায় উক্ত বৎসরভিতক অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন আসে না। ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে

কেন্দ্রীয় সরকার যে সব কাজের জন্য অর্থ প্রদান করেছে তাহার নামও অর্থ ব্যয়ের হিসাব বৎসর ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হল।

২০০১-২০০২ কাজের নাম	মঞ্জুরীকৃত অর্থ	ব্যয়ের হিসাব
১) কসাইখানা নির্মাণ	৮০.০০ লক্ষ	৮০.০০ লক্ষ
২) বস্তি এলাকা উন্নয়ন	১১৪.০০ লক্ষ	১১৪.০০ লক্ষ
৩) টাউন হলের সংস্কার	১৫.০০ লক্ষ	১৫.০০ লক্ষ
৪) আগরতলা পুর পরিষদের কম্পোটারাইজেশন	৫.০০ লক্ষ	৫.০০ লক্ষ
	২১৪.০০ লক্ষ	২১৪.০০ লক্ষ

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনকে যে সমস্ত কাজের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল সেই সমস্ত কাজের নাম মঞ্জুরীকৃত অর্থ ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ একত্রে নিম্নে দেওয়াহল (যাহা ন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন কর্তৃক ২০০৩ এর অক্টোবর পর্যন্ত প্রদত্ত)।

২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩

	কাজের নাম	মঞ্জুরীকৃত অর্থ	ব্যয়িত অর্থ
১)	আগরতলা শহরের রাস্তা উন্নয়ন	১১২২.৫৮ লক্ষ	৫৫২.৮৩ লক্ষ
২)	আগরতলা শহরের ড্রেইনেজ সিস্টেমের উন্নয়ন	৬৫৫.৬৮ লক্ষ	৪৬০.৯৭ লক্ষ
৩)	আগরতলা শহরের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট	৬২৭.৩৮ লক্ষ	৪০১.৮৩ লক্ষ
		২৪০৫.৬৪ লক্ষ	১৪১৫.৬৩ লক্ষ
৪)	দুর্গাচৌমুহনিতে (২০০২-২০০৩) সপিং সেন্টার নির্মাণ	৭৯৯.১৭ লক্ষ	৫৬১.০০ লক্ষ

২০০২ -২০০৩ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করেছে তাহার হিসাব ও কাজের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

	কাজের নাম	মঞ্জুরীকৃত অর্থ	ব্যয়িত অর্থ
১)	আগরতলা টাউন হলের এয়ার কন্ডিশন	৩৫.০০ লক্ষ	৩৫.০০ লক্ষ

২০০২ -২০০৩ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনকে যে সমস্ত কাজের জন্য সরাসরি অর্থ প্রদান করেছিল এই কাজের নাম মঞ্জুরীকৃত অর্থ ও ব্যয়ের হিসাব (২০০৩ এর অক্টোবর পর্যন্ত ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত), নিম্ন দেওয়া হল,

	কাজের নাম	মঞ্জুরীকৃত অর্থ	ব্যয়িত অর্থ
১)	চন্দ্রপুরে সপিং সেন্টার নির্মাণ	২২০.১৪ লক্ষ	
২)	বড়দোয়ালীতে সপিং সেন্টার নির্মাণ	১০৯.৫৫ লক্ষ	কোন অর্থ ব্যয় হয় নাই।
৩)	জি.বি. চক্করে সপিং সেন্টার নির্মাণ	১৬৫.৫৭ লক্ষ	

৪)	মহারাজগঞ্জ বাজারে লালমাটিয়াতে সপিং সেন্টার নির্মাণ	৩৮৫.৫৬ লক্ষ

		৮৮১.৮২ লক্ষ

কেন্দ্রীয় সরকার HUDCO-এর মারাফতে ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ এ আগরতলা শহরের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করেছে সেই সব কাজের নাম মঞ্জুরীকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল।

	কাজের নাম	মঞ্জুরীকৃত অর্থ	ব্যয়ের পরিমাণ
১)	বাল্মিকী আম্বেদকর মলিন আবাস যোজনা (২০০১-২০০)	১০.৫০ লক্ষ	১০.৫০ লক্ষ
২)	বাল্মিকী আম্বেদকর মলিন আবাস যোজনা (২০০২-২০০৩)	২৬.৭৭৫ লক্ষ	ব্যয়ের হিসাব পুর পরিষদ থেকে পাওয়া যাই না
৩)	ল, কস্ট সেনিটেশন (২০০২-২০০৩)	৯.০০ লক্ষ	৪.২৯৭ লক্ষ

Admitted Un-Starred Question No. 200
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১)১৯৯৯ ইং সনের ১লা জানুয়ারি থেকে ২০০৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, হেপাটাইটিস, এনকে ফেলাইটিস্ এবং ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এমন রোগীর সংখ্যা কত, (বৎসর ভিত্তিক পৃথ হিসাব)

২) উক্ত সময়ে ঐ সব রোগে আক্রান্তদের মধ্যে কতজন মারা গেছেন?
(বৎসর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

১) ডপরোক্ত সময়ে রাজ্যে ম্যালোরয়া, হেপাঢাহাঢস, এনকে ফেলাহাঢস, আন্ত্রক ও
২) ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

বৎসর	ম্যালেরিয়া		হেপাটাইটিস্		এনকেফেলাইটিস		আন্ত্রিক/ ডাইরিয়া	
	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত
১৯৯৯	১৪,৪০৮	১১	১,৩৯৩	--	৪২	২	২০,২০৮	৬০
২০০০	১২,২৪৫	৬	১,৩২৫	৪	৫৬	১	৯,২৯৫	৩৭
২০০১	১৮,৫০২	৯	৭৭২	২	২০	৪	১৮,৬৭৬	৫৫
২০০২	১৩,৩২২	৫	১,৭১৬	২	৯	--	২২,৫৭৮	২৩৬
২০০৩	১৩,০৭৬	৯	৪১৮	১	১৮	২	২২,১১২	৭৫
	(নভেম্বর মাস পর্যন্ত)		(অক্টোবর মাস পর্যন্ত)					

Admitted Un-Starred Question No. 203
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Urban Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) বৃহত্তর আগরতলা মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা;

২) যদি না হয়ে থাকে, তবে এর কারণ কী, এবং কবে নাগাদ তা সম্পন্ন হবে;

৩) ইহা কী সত্য যে আগরতলা শহরের কোন কন্টুর ম্যাপ নেই; এবং

৪) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কন্টুর ম্যাপ ছাড়া কী ভাবে আগরতলা শহরের নালা নর্দমাগুলির কাজ স্থায়ী ভাবে করা হচ্ছে?

উত্তর

১) অষ্ট্রেলিয়ান এইড এর মাধ্যমে বৃহত্তর আগরতলা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২) অষ্ট্রেলিয়ান এইড এর নির্দেশিকা অনুসারে সিটি ডেভেলপমেন্ট স্ট্রেটিজ তৈরি করতে হবে এবং Cities Alliance এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে। সিটি ডেভেলমেন্ট স্ট্রেটিজির জন্য আবেদন পত্র প্রদান করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ইতা ছাড়া বৃহত্তর আগরতলার মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য একটি প্রকল্পিত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে।

৩) হ্যাঁ ইহা সত্য যে বৃহত্তর আগরতলার কোন কন্টুর ম্যাপ বর্তমানে নেই।

৪) যে সমস্ত স্থানে বিভিন্ন বৃহত্তর পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে বা করা হবে সেই সমস্ত এলাকার কন্টুর ম্যাপ পাওয়া যায়। ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন কর্তৃক আগরতলা শহরের নালা নর্দমা নির্মাণের নক্সা করার সময় বৃষ্টির জল যাতে নির্দিষ্ট ড্রেইনের মাধ্যমে অপসারিত হয় তাহা বিস্তৃত জরিপ করে ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন নালা নর্দমা নির্মাণের কাজ করে যাচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 205
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge Of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১)১লা জানুয়ারি, ২০০০ ইং থেকে ২০০৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত State liness Fund থেকে কতজনকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে?

২) সাহায্য প্রাপকদের কত করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং

৩) তাদের নাম ও ঠিকানা কি?

উত্তর

১) ২২৪ জনকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

২) বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য যখন কোন রোগী স্টেট ইলনেস ফান্ড থেকে পাঠানো হয় তখন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ১৫০০০০ টাকা আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয় এভং ১০০০০ টাকা নগদে প্রত্যেক রোগীকে যাতায়াত খরচ বাবদ দেওয়া হয়। কিন্তু খরচ অনুযায়ীই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসার জন্য যে খরচ হয় (১৫০০০০ টাকার মধ্যে) তা মিটিযে দেয়া হয়। তাই চিকিৎসার খরচ প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে এক হয় না।

৩) নিম্নে দেওযা হল ঃ-

ক্রমিক রোগীর নাম ও ঠিকানা

১) শ্রীমতী প্রতিমা শীল, জয়নগর, বটতলা,
মাংস বাজারের নিকট , আগরতলা।

২) শ্রী নির্মল চন্দ্র মজুমদার
প্রযত্নে ঃ শ্রী আশুতোষ মজুমদার,
গ্রা ও পোঃ নবিনগর, বিশালগড়

৩) শ্রী দীপেশ রঞ্জন দত্ত
প্রযত্নে ঃ শ্রী ক্ষীরোদ রঞ্জন দত্ত, গ্রাম ঃ ছনতৈল,
পো ঃ কৈলাসহর, ত্রিপুরা উত্তর।

৪) শ্রী দীপক দাস
শ্রী আশুতোষ দাস
গ্রাম ঃ মহাদেবটিলা,
পো ঃ গণকী, খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৫) শ্রীমতী অমবিকা বেগম
গ্রাম ঃ লেটুগন, পো ঃ ডুপিরবন্দ,
ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা

৬) শ্রী অসিক আলী
এম . ডি . ওয়াবাল্লা আলী
গ্রাম ঃ পাথীরবাদা, পো ঃ ইসবপোর,
কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

৭) শ্রী অধীর রঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রী মধুসূদন চক্রবর্তী
ভাটি অভয়নগর পশ্চিম বড়জলা রোড,
পশ্চিম পাশে ইন্দিরা মূর্ত্তি, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম

৮) শ্রী সুবির কান্ত দেবনাথ
শ্রী সুনিলদেবনাথ
গ্রাম ঃ পহরমোড়া,
পো ঃ খোয়াই চা বাগান, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৯) শ্রী রঞ্জিত ভট্টাচার্য
শ্রী রেবতী ভট্টাচার্য
গ্রাম ঃ কল্যাণপুর, খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিমা।

১০) শ্রী মাম মিয়া
শ্রী আবদনওত্রাদিদ
গ্রাম ঃ মধ্যলক্ষ্মীবিল,
পো ঃ বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১১) শ্রীমতী অঞ্জনা সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী নরেশ সরকার
গ্রাম ঃ রামনগর,
পো ঃ গণ্ডাছড়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১২) শ্রীমতী মিনা বণিক
প্রযত্নে ঃ শ্রী গৌরাঙ্গ দাস
শান্তিপাড়া, আগরতলা,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৩) শ্রীমতী নিতু দেবনাথ
কন্যা শ্রী প্রফুল্ল দেবনাথ
মধ্য লক্ষ্মীবিল, বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিমা।

১৪) শ্রী ধনিরাম শর্মা
প্রযত্নে ঃ মৃত মহেন্দ্র শর্মা
গ্রা ঃ ও পোঃ পশ্চিম নোয়াবাদী,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৫) শ্রীমতী শুভ্রা সিংহা
আনোরাণী বৈদ্য, গ্রাম ঃ ধর্মনগর,
পো ঃ দেবীপুর, থানা-বিলোনীয়া,
ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১৬) শ্রী শামল ভাণ্ডারী
প্রযত্নে ঃ মৃত হরিধন ভাণ্ডারী
গ্রা ঃ লামবুটলি, পো ঃ নেপালচন্দ্রনগর,
বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৭) শ্রী সুবির কান্ত দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুনিল দেবনাথ
গ্রা ঃ পহরমুড়া, পো ঃ খোয়াই চা বাগান,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৮) শ্রী নিখিল দেবনাথ
প্রযত্নে শ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
গ্রাঃ ও পো ঃ যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৯) শ্রী মাখন লাল দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রীমতি বাসনা দেবনাথ
গ্রা ঃ কাশিপুর, পোঃ রেশমবাগান, পূর্ব আগরতলা,
ত্রিপুরা পশ্চিমা।

২০) শ্রী কৃষ্ণ কমল দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী লালমোহন দেবনাথ
গ্রাঃ উত্তর মুহুরীর, পো ঃ মুহুরীপুর, বাইখোরা।

২১) শ্রী অরবিন্দ দাস
প্রযত্নে ঃ মৃত নরেন্দ্র দাস
গ্রা ঃ দুর্গাপুর, পো ঃ দুর্গাপুর,
কল্যাণপুর, ত্রিপুরা পশ্চিমা।

২২) শ্রী নেপাল সেন
প্রযত্নে ঃ শ্রী দ্বিজেন্দ্র সেন
গ্রাঃ ও পোঃ পশ্চিম নোয়াবাদী,
জিরানীয়া , ত্রিপুরা পশ্চিম।

২৩) শ্রী বর্জু দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী বিপ্লব দাস
গ্রাঃ ও পোঃ রাণীরবাজার, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২৪) শ্রী সজলী সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী চন্ডীচরণ সরকার
গ্রা ঃ রামছড়া, পোঃ নবীনগর,
বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২৫) শ্রী অসিত বরণ দেব
মৃত শচীন্দ্র কুমার দেব
গ্রাঃ ও পোঃ মনুবাজার, থানা ঃ
মনু, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

২৬) শ্রী সরাজ সেন
শ্রী জিবনকৃষ্ণ সেন
গ্রামঃ বীরচন্দ্রনগর, পো ঃ টুকমাছড়া,
শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

২৭) শ্রী অমর চন্দ্র দেব
প্রযত্নে ঃ শ্রীমতি লক্ষ্মী দেব
গ্রাঃ নবনগর, পোঃ সিধাই, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২৮) শ্রী টিঙ্কু ঘোষ
প্রযত্নে ঃ শ্রী জহর ঘোষ
গ্রাঃ ডলুবাড়ি, পোঃ আমবাসা, ধলাই জেলা।

২৯) শ্রী জয়ন্ত কুমার সেন
প্রযত্নেঃ শ্রীমতি গীতা সেন
গ্রাঃ উত্তর যেগেন্দনগর,
পোঃ ঐ পশ্চিম ত্রিপুরা।

৩০) শ্রী স্নিগ্ধেন্দু বর্ধন
প্রযত্নেঃ শ্রী সত্যেন্দ্র বর্ধন
গ্রাঃ ভট্টপুকুর, পোঃ অরুনধুতিনগর,
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৩১) শ্রী অধীর চন্দ্র ঘোষ
গ্রাঃ ঠাকুরপাড়া, পোঃ মেলাঘর,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৩২) শ্রী স্বপন দেব
প্রযত্নে ঃ শ্রী নৃরেন্দ্র দেব
গ্রাঃ ও পো ঃ উত্তর নালিছড়া, আমবাসা,
ধলাই ত্রিপুরা।

৩৩) শ্রী বিশ্বজিত শুক্ল দাস
প্রযত্নেঃ শ্রী গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস
গ্রাঃ ও পো ঃ সোনাতলি কলোনি,
খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৩৪) শ্রী দীপক দেবনাথ
মৃত হরিবন্ধু দেবনাথ
গ্রাঃ নন্দনগর, থানা ঃ পূর্ব থানা

৩৫) শ্রী প্রণয় ভৌমিক
পুত্র কৃষ্ণ ভৌমিক
গ্রাঃ ও পোঃ শালগড়া, উদয়পুর,

৩৬) শ্রী মুকলেশ মিয়া
প্রযত্নে ঃ এম. ডি . আমিন মিয়া
গ্রাঃ ও পো ঃ গোনিয়া বাজার,
বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৩৭) শ্রী বরুন চৌধুরী
প্রযত্নে ঃ শ্রী নিতাই চৌধুরী
গ্রাঃ ও পোঃ দেবীপুর, বিশালগড়,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৩৮) শ্রী বিশজিত দে
প্রযত্নে ঃ কার্তিক দে
গ্রাঃ গোবিন্দটিলা, পোঃ মহামিলন,
অমরপুর, দক্ষিম ত্রিপুরা।

৩৯) শ্রী শ্যামল কুমার সিংহা
শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার সিংহা
মঠচৌমুহনি, পো ঃ আগরতলা কলেজ,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৪০) শ্রী সুভাষ সরকার
প্রযত্নেঃ মৃত ব্রজেন্দ্র সরকার
গ্রাঃ ৬০ কার্ড, পোঃ গণ্ডাছড়া, ধলাইজেলা।

৪১) শ্রীমতী ছায়া রাণী দাস
প্রযত্নেঃ শ্রী নকুল চন্দ্র দাস
গ্রাঃ ও পোঃ কাঞ্চনমালা, আমতলি,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৪২) শ্রী সন্তোষ কর
প্রযত্নে ঃ মৃত সতীশ চন্দ্র কর
গ্রাঃ ও পোঃ কাতলামারা, সিধাই,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৪৩) শ্রীমতি মনিকা দেববর্মা
প্রযত্নে ঃ শ্রী সান্ধ্যা দেববর্মা
গ্রাঃ ছোটসুরমা, পোঃ ছোটসুরমা, কমলপুর,
ধলাই ত্রিপুরা।

৪৪) শ্রী বিনয় অধিকারী
প্রযত্নে ঃ শ্রী রাধাবিনোদ অধিকারী
গ্রাঃ কামরাঙ্গাবাড়ি, পোঃ গৌরনগর,
কৈলাসহর, ত্রিপুরা উত্তর।

৪৫) শ্রী অভিজিত দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী নিমচান্দ দাসপ্রযত্নে ঃ
গ্রা ঃ উত্তর তৈদু, পোঃ তৈদুবাড়ি,
অমরপুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৪৬) শ্রী পরিতোষ দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রীমতি পদ্মাবালা দাস
গ্রাঃ যোগেন্দ্রনগর, বিশালগড়, কাটাশলা,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৪৭) শ্রী দুলাল রায়
পুত্র মৃত হরলাল রায়, বাকুর পুকুর পাড়,
বিলোনীয়া, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৪৮) শ্রী অধীর চন্দ্র ঘোষ
প্রযত্নেঃ শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ
ঠাকুরপাড়া, মেলাঘর, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৪৯) শ্রীমতী জাহারা খাতুন
প্রযত্নে ঃ সাহিদুর রহমান
গ্রাঃ ও পোঃ শালগড়া, উদয়পুর।

৫০) শ্রী বীরেন্দ্র দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী মনমোহন দেবনাথ
রাঃ সিপাহিজলা, পোঃ চাম্পাহাওর।

৫১) শ্রীমতী মৌসুমী দেব
প্রযত্নে ঃ শ্রী আশুতোষ দেব
গ্রাঃ ১ নং চন্দ্রনগর, বিলগড়।

৫২) শ্রী জীবন চন্দ্র দাস
প্রযত্নে শ্রী প্রিয়মোহন দাস
গ্রাঃ টাইকেইল, পোঃ সোনামুড়া,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৫৩) শ্রী পরিমল চন্দ্র দেব
প্রযত্নে ঃ শ্রী বিমল চন্দ্র দেব
গ্রাঃ পশ্চিম সোনাতলা, পোঃ সোনাতলা,
খোয়াই।

৫৪) শ্রী স্বপন কুমার নাথ
প্রযত্নে ঃ মৃত শচীন্দ্র কুমার নাথ
গ্রাঃ নেতাজী পল্লী, পোঃ বিলোনীয়া।

৫৫) শ্রী সুমন বিশ্বাস
প্রযত্নে ঃ দুলাল বিশ্বাসক্ক
গ্রাঃ জয়চান্দপুর, পোঃ কাশারী,
বিলোনীয়া।

৫৬) শ্রী রতন চন্দ্র দে
প্রযত্নেঃ ফনিন্দ্র চন্দ্র দে
পশ্চিম পাড় ধনিসাগর নং ১, ফুলকুমারি,
পোঃ আর. কে. পুর, উদয়পুর।

৫৭) শ্রী জহর লাল দে
প্রতযেন ঃ শ্রী মতিলাল দে
গ্রাঃ নাইবাংছড়া, পোঃ করমছড়া, ধলাই।

৫৮) শ্রীমতী বাদুরী দেববর্মা
প্রযত্নে ঃ শ্রী বোধরাই দেববর্মা
গ্রাঃ ও পোঃ গোলীরাইবাড়ি, বিশালগড়।

৫৯) শ্রীমতী কেয়া পাল
প্রযত্নে ঃ শ্রী কৃষ্ণ পাল
গ্রাঃ দেবীপুর, পোঃ কমলাসাগর,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৬০) শ্রীমতী সাবিত্রি দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী মানিক দেবনাথ
গ্রাঃ বৈষ্ণবটিলা, পোঃ সিদ্ধিআশ্রম,
আগরতলা।

৬১) শ্রীমতী কাজলবালা ঘোষ
প্রযত্নেঃ রঞ্জনা ঘোষ
গ্রা ঃ শান্তিপাড়া, পোঃ আগরতলা।

৬২) শ্রী সুকান্ত ঘোষ
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুশিল কুমার ঘোষ
গ্রাঃ চাঁনমারি, পোঃ কুঞ্জবন, আগরতলা।

৬৩) শ্রীমতী ভজন শীল
প্রযত্নে ঃ মৃত রোহিনী শীল
গ্রাঃ রাঙ্গুটিলা, পোঃ বামুটিয়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৬৪) শ্রীমতী সীমা দাস (কর)
প্রযত্নে ঃ শ্রী গৌতম কর
গ্রাঃ ও পোঃ মজলিশপুর, জিরানীয়া,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৬৫) শ্রী গণেশ দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ মৃত রমেশ চন্দ্র দেবনাথ
হাসপাতাল রোড (ইউ. বি. আই. এর নিকট)
পোঃ আর . কে. পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৬৬) শ্রী উত্তম শুক্ল দাস
প্রযত্নে ঃ রী নান্টু শুক্ল দাস
গ্রাঃ যাত্রাপুর, পোঃ খয়েরপুর,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৬৭) শ্রী সুশীল দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ মৃত নিবারণ দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ রেন্টার্স কলোনি,
যোগেন্দ্রনগর, ত্রিপুরা, পশ্চিম।

৬৮) শ্রী রণজিৎ দেবনাথ
প্রযত্নেঃ শ্রী মনোরঞ্জন দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ মাধবনগর, সাব্রুম,
ত্রিপুরা, দক্ষিণ।

৬৯) শ্রী অভিজিৎ দাস
প্রযত্ন ঃ শ্রী নিত্য গোপাল দাস
গ্রা ঃ কমলানগর, পোঃ চম্পকনগর,
জিরানীয়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৭০) শ্রীমতি উত্তর দত্ত
প্রযত্নে ঃ শ্রী হিরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত
গ্রাঃ বড়যোশ, পোঃ বামুটিয়া, সিধাই,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৭১) শ্রী সুনীল সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী জৎত সরকার
গ্রাঃ ও পোঃ শালগড়া, আর. কে. পুর,
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৭২) শ্রী প্রবীর চন্দ্র দেব
প্রযত্নে ঃ শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র দেব
গ্রাঃ ও পোঃ কল্যাণপুব, খায়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৭৩) শ্রী দেবরাজ জমাতিয়া
প্রযত্নে ঃ শ্রী কালিন্দ্র কিশোর জমাতিয়া,
গ্রাঃ ও পোঃ নাগরাই, অমরপুর,ত্রিপুরা
দক্ষিণ।

৭৪) শ্রীমতী চম্পা রাণী দেব
প্রযত্নে ঃ শ্রী কলিন্দ্র কিশোর জমাতিয়া
গ্রাঃ ও পোঃ নাগরাই, অমরপুর,
ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৭৫) শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ঃ শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য
দক্ষিণ বাধারঘাট, বর্মনটিলা,
পোঃ অরুন্ধুতিনগর, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৭৬) শ্রী জগন্নাথ দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী অনিল দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ নলছড়, মেলাঘর,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৭৭) শ্রীমতী পিংকি মজুমদার
প্রযত্নে ঃ শ্রী অমল মজুমদার
গ্রাঃ মির্জা, পোঃ উপেন্দ্রনগর, উদয়পুর,
ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৭৮) শ্রীমতী হরিমালা ত্রিপুরা
প্রযত্নেঃ শ্রী রসরাজ ত্রিপুরা
গ্রাঃ ও পোঃ বৈরাগী দোকান, নতুনবাজার,
অমরপুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৭৯) শ্রী কালিকুমার নমশূদ্র
প্রযত্নে ঃ দীনেশ দেববর্মা
এম. এল. এ. হোস্টেল নং-২, আগরতলা।

৮০) শ্রীমতী কানন রাণী দাস
প্রযত্নেঃ শ্রীমতি স্বপ্না বসাক (কর্মকার)
গ্রাঃ মধ্যলক্ষ্মীবিল, পোঃ বিশালগড।

৮১) শ্রীমতী নমিতা আচার্য্য
প্রযত্নে ঃ শ্রী হরিপদ আচার্য
গ্রাঃ অফিসটিলা, পোঃ খোয়াই কোর্ট,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

৮২) শ্রী সমরজিৎ দত্ত
প্রযত্নে ঃ শ্রী অসিম কুমার দত্ত,
গ্রাঃ রাজধরনগর, পোঃ জামজুরী,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৮৩) শ্রী সন্তোষ বিশ্বাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী হারাধন বৈদ্য
গ্রাঃ দক্ষিণ জালাইবাড়ি,
পোঃ জোলাইবাড়ি, বিলোনীয়া।

৮৪) শ্রীমতী মঙ্গলতী রূপিণী
প্রযত্নে ঃ শ্রী আদুপছা রূপিণী,
গ্রাঃ গাথাল বাড়ি, পোঃ বৃগদোষ,
জিরানীয়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৮৫) শ্রী নন্দ কিশোর দেবনাথ
প্রযত্নেঃ শ্রী বিষ্ণুপদ দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ প্রতাপগড়, আগরতলা।

৮৬) রী রণধীর দেব
প্রযত্নঃ শ্রীমতি রীণা রাণী দেব
গ্রাঃ পশ্চিম নন্দন নগর
পোঃ বনকুমারী, মোহনপুর, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৮৭) মঃ আফতাবুল সরকার
প্রযত্ন ঃ ম. জুনাব আলি সরকার
গ্রাঃ ও পোঃ খিলপাড়া, উদয়পুর।

৮৮) শ্রী সাধন দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী বনমালী দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ মাধবনগর, থানা ঃ মনুবাজার,
সাব্রুম, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৮৯) শ্রীমতী জীবনী দাস
প্রযত্নেঃ পরেশ চন্দ্র দাস
গ্রাঃ নলছড়, পোঃ বগাবাসা,
মেলাঘর (থানা), ত্রিপুরা পশ্চিম।

৯০) শ্রীমতী জোৎস্না শীল
প্রযত্নেঃ শ্রীমতী বিনদা শীল
গ্রাঃ পূর্ব বড়জলা, লেচুবাগান,
পোঃ কাঁঠালবাগান, আগরতলা

৯১) শ্রীমতী সোনাঝুঁড়ি মুখার্জি
প্রযত্ন ঃ শ্রী সমীর মুখার্জি
গ্রাঃ ও পোঃ ধলেশ্বর, আগরতলা।

৯২) শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ
প্রযত্নেঃ মনোরঞ্জন দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ মাধবনগর. সাব্রুম।

৯৩) শ্রীমতী সোনাইঝুরি মুখার্জি
প্রযত্নেঃ শ্রী সমার মুখার্জি
গ্রাঃ ও পোঃ ধলেশ্বর, আগরতলা।

৯৪) শ্রীমতী পৃথা রায়
প্রযত্নেঃ শ্রী প্রদীপ রায়,
মিলন সংঘ,
মধ্যপাড়া ওয়াটার সাপ্লাই রোড,
আগরতলা।

৯৫) শ্রী পীযূষ রায়
প্রযত্নেঃ মৃত হরিপদ রায়
গ্রাঃ টেপানিয়া, পোঃ টেপানিয়া,
আর.কে.পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৯৬) শ্রী রজত পাল
প্রযত্নেঃ শ্রী রতন পাল
গ্রা ঃ মধ্য ডুকলি, পোঃ মধুবন,
পি.এস. আগরতলা।

৯৭) শ্রী টুটন সাহা
প্রযত্নেঃ মৃত নিত্যানন্দ সাহা
গ্রাঃ ও পোঃ আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা।

৯৮) শ্রী তপন চক্রবর্তী
প্রযত্নে ঃ মৃত রবীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী
গ্রাঃ মধ্যপাড়া, পোঃ রাজনগর,
পি.এস. আর. কে. বাড়ি, বিলোনীয়া,
ত্রিপুরা দক্ষিণ।

৯৯) শ্রীমতী অঞ্জনা বিশ্বাস,
প্রযত্নেঃ শ্রী নিত্যলাল বিশ্বাস
গ্রাঃ বালুছড়া, পোঃ এম. টি. পাড়া,
বি.এস. তেলিয়ামুড়া।

১০০) শ্রী তপজিত চক্রবর্তী
প্রযত্নেঃ শ্রী তপন চক্রবর্তী
শিববাড়ি রোড, পোঃ শিববাড়ি,
ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

১০১) রী রাজকুমার দেববর্মা
প্রযত্নেঃ শ্রী বুধরায় দেববর্মা
পাকুমাবাড়ি, পি. এস. টাকারজলা।

১০২) শ্রী তাপস দেবনাথ
প্রযত্নেঃ শ্রী সুভাষ দেবনাথ
গ্রাঃ টাউন শঙ্কর পল্লি ওয়ার্ড নং ৮
পো ঃ ৮ পি.এস. বিরগঞ্জ, ত্রিপুরা দক্ষি।

১০৩) শ্রী লিটন দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী নারায়ণ দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ পূর্বনওয়াগাও,
ভায়া রানীরবাজার, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১০৪) শ্রীমতী পায়েল দেবনাথ,
প্রযত্নেঃ শ্রী নিখিল দেবনাথ
গ্রাঃ মলয়নগর, পাঃ রেন্টাস কলোনি,
আগরতলা।

১০৫) গৌতম নট্ট
প্রযত্নেঃ শ্রী বিধুভূষণ নট্ট
গ্রাঃ রাণী, পোঃ রাণী,
পি.এস. আর. কে. পুর, উদয়পুরয

১০৬) শ্রী সুধীর কর্মকার
মৃত সুরেন্দ্র কর্মকার
রামনগর, আখাউড়ারোড, আগরতলা।

১০৭) শ্রীমতী সুচিত্রা ঘোষ
প্রযত্নে ঃ শ্রী শিবু ঘোষ
গ্রাঃ ও পোঃ নোওয়াবাদী,
ভাইয়া বিরেন্দ্রনগর, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১০৮) শ্রী ভোলন চন্দ্র নন্দী
প্রযত্নে ঃ রাখাল চন্দ্র নন্দী
গ্রাঃ দক্ষিণ নরওরা,
পোঃ ও পি এস. বিশালগড়।

১০৯) শ্রীমতী সীমা বর্মন
প্রযত্নে ঃ শ্রী নারায়ণ বর্মন
গ্রাঃ রাঙ্গামাটিয়া, পোঃ খেদাবাড়ি
পোঃ খেদাবাড়ি, সোনামুড়া।

১১০) শ্রী পরিতোষ দেবনাথ
মৃত অনুকূল দেবনাথ
গ্রাম ঃ ভাগভাড়, পোঃ গিলাতলি বাজার,
কল্যাণপুর, খোয়াই।

১১১) শ্রী উত্তম দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী মদন মোহন দেবনাথ
গ্রাঃ শচীন্দ্রনগর বাজার,
রঙ্গনোপাড়া, মাছমারা, ত্রিপুরা উত্তর।

১১২) শ্রীমতী আলো রাণী বণিক
প্রযত্নে ঃ শ্রী হিমাংশু বণিক
গ্রাঃ ও পোঃ আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা

১১৩) শ্রী অজিত কলই
প্রযত্নে ঃ শ্রী পদ্ম কুমার কলই
গ্রাঃ দেবচরণ বৈরাগপাড়া,
পোঃ কান্দ্রাইছড়া, টাকারজলা,
বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১১৪) শ্রী আনন্দ দেবনাথ
প্রযত্ন ঃ শ্রী আদিত্য দেবনাথ
গ্রাঃ চারুবাসা, পোঃ কৃষ্ণপুর,
পি.এস. পানিসাগর, ধর্মনগর।

১১৫) শ্রী কমলাবাবু সিংহা
মৃত থামবু সিংহা
গ্রাঃ ও পোঃ কুচাইনালা,
কমলপুর, ধলাই।

১১৬) শ্রী সঞ্জয় সাহা
প্রযত্ন ঃ শ্রী মিন্টু সাহা
জয়নগর, গাঙ্গাইল রোড,
পোঃ পশ্চিম আগরতলা।

১১৭) শ্রী সুনীল দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুরেন্দ্র দাস
গ্রাঃ কাওয়াবন,
পোঃ দুর্গানগর, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১১৮) শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র নম
প্রযত্নে ঃ শ্রী গঙ্গাচরণ নম
৭৯ টিলা, পোঃ কুঞ্জবন,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১১৯) শ্রী সুনীল ঘোষ
প্রযত্নে ঃ শ্রী পরেশ চন্দ্র ঘোষ
গ্রাঃ ও পোঃ গঙ্গাছড়া, পি. এস. আর. কে. পুর,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১২০) শ্রী নিমাই শীল
প্রযত্নে ঃ শ্রী তপন শীল
গ্রাম পাথালিয়া, পো ঃ ডন বাজার,
বিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড়।

১২১) শ্রী জয়ন্ত সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী নরেশ সরকার
গ্রাম ঃ টি. আর. টি. সি. পাড়া,
পোঃ আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা।

১২২) শ্রী শান্তি সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী কানু সরকার
গ্রাঃ রাজধনরনগর,
পো ঃ জামজুরী, উদয়পুর।

১২৩) শ্রী উত্তম দাস
প্রযত্নে ঃ অমৃত লাল দাস
গ্রাম ঃ কমলনগর, পো ঃ মোহরছড়া,
পি. এস. কল্যাণ, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১২৪) শ্রী ইন্দ্রজিত সিংহা
প্রযত্নে ঃ শ্রী রাজকুমার সিংহা
গ্রাঃ বড়জলা, বি. এম. এস কলোনি,
পোঃ বড়জলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১২৫) শ্রী বলরাম দে
প্রযত্নে ঃ শ্রী বিনোদ বিহারী দে
গ্রাঃ ফুলকুমারী, পো ঃ ফুলকুমারী,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১২৬) শ্রী উত্তম কুমার দেব
প্রযত্নে ঃ শ্রী অনিল দেব
গ্রাঃ উত্তর বজ্রপুর, পোঃ ব্রজপুর,
বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১২৭) শ্রী সুবল সাহা
প্রযত্নে ঃ প্রমোদ রঞ্জন সাহা
গ্রাঃ সুরেন্দ্রনগর, পোঃ কাঁকড়াবন,
ত্রিপুরা দক্ষিম।

১২৮) অজয় সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী জগদীশ সরকার
গ্রাঃ লাম্বুটিলা, পোঃ পশ্চিম গকুলনগর,
এম. সি. নগর পঞ্চায়েত, বিশালগড়।

১২৯) শ্রীমতী রূপা দাস
প্রযত্নে ঃ বাবুল চন্দ্র দাস
গ্রাঃ জেইল রোড, ফুলকুমারী,
পোঃ উদয়পুর কোর্ট, উদয়পুর।

১৩০) শ্রী রূপক সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুধীর সরকার
গ্রাঃ পশ্চিম ডুকলি, পোঃ মধুবন,
ভাইয়া অরুন্ধুতিনগর, আগরতলা।

১৩১) শ্রীমতী সাবিত্রী দেববর্মা
প্রযত্ন ঃ বুধন দেববর্মা
জিরানীয়া থানা, পোঃ বিরেন্দ্রনগর,
পি. এস. জিরানীয়া।

১৩২) শ্রী পান্নালাল মজুমদার
প্রযত্নেঃ শ্রীমতি সুরবালা মজুমদার
গ্রাম ও পোঃ রেশমবাগান, আগরতলা।

১৩৩) এম. ডি . সুমন মিয়া
প্রযত্নেঃ গ্রাঃ ও পোঃ রহিমপুর
পি.এস. কলমছড়া, সোনামুড়া।

১৩৪) শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী তপন সরকার
গ্রাঃ উত্তর যোগন্দ্রনগর, পোঃ যোগেন্দ্রনগর,
বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৩৫) শ্রী অজয় চৌধুরী
প্রযত্নে ঃ শ্রী গৌরীভূসন চৌধুরী,
গ্রাঃ দার্জিলিংমুড়া, পো ঃ করইলং, তেলিয়ামুড়া।

১৩৬) শ্রী কার্তিক পাল
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুরেশ পাল
ভট্টপুকুর, তহশিলদার টিলা,
ওয়ার্ড নং ১২ পোঃ এ. ডি . নগর, আগরতলা।

১৩৭) শ্রী জীবন চন্দ্র দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী স্বপ্ন দাস
গ্রাঃ লেটামুড়া, পোঃ কেমতলী,
মেলাঘর, সোনামুড়া।

১৩৮) শ্রীমতী বেবী সাহা (দেবনাথ)
প্রযত্নে ঃ শ্রী বিশ্বজিত দেবনাথ
২ নং ফুলকুমারি পলট্রি রোড,
পোঃ উদয়পুর কোর্ট, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১৩৯) শ্রীমতী মাধবী দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী শঙ্কর দাস
কলেজ টিলা (প্রফেসার পাড়া)
পোঃ কলেজটিলা, আগরতলা।

১৪০) শ্রী তাপস দে
প্রযত্নে ঃ শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে
গ্রাঃ পূর্ব মির্জা, পোঃ উপেন্দ্রনগর,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১৪১) শ্রী সঞ্জিব চক্রবর্তী
প্রযত্নে ঃ শ্রী নরেশ চক্রবর্তী
পোঃ ও গ্রাঃ ইন্দ্রনগর, আগরতলা।

১৪২) শ্রী মামন দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী বাদল চন্দ্র দাস
পোঃ ও গ্রাঃ শচীন্দ্রনগর কলোনি
পি. এস. জিরানীয়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৪৩) শ্রীমতী প্রিয়াংকা চক্রবর্তী
প্রযত্নে ঃ শ্রী রতন চক্রবর্তী
গ্রাঃ ও পোঃ দয়ানগর, উদয়পুর।

১৪৪) শ্রীমতী রিঙ্কু সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী চানমোহন সরকার
১নং গৌতমনগর,
পোঃ ও পি. এস বিশালগড়।

১৪৫) শ্রী অভিজিত দে
প্রযত্নে ঃ কমল দে
গ্রাঃ ও পোঃ পুরাতন আগরতলা।

১৪৬) শ্রী সুমন হালদার
প্রযত্নে ঃ সোনামোহন হালদার
গ্রাঃ ও পোঃ মাইগঙ্গা
পি. এস. তেলিয়ামুড়া।

১৪৭) শ্রীমতী নমিতা সূত্রধর
প্রযত্নে ঃ শ্রী সয়ম চরণ সূত্রধর
গ্রাঃ ও পোঃ পূর্বলক্ষ্মীবিল,
পি. এস. বিশালগড়।

১৪৮) শ্রীমতী নিমতা শীল
প্রত্নে ঃ শ্রী মন্টু শীল
গ্রাঃ ও পোঃ নোয়াগাঁও, কৃষ্ণনগর,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৪৯) শ্রী স্বপন দাস
গ্রাঃ ও পোঃ পূর্ব মির্জা
পি. এস. আর . কে. পুর, উদয়পুর।

১৫০) শ্রী দিপঙ্কর ধর
প্রযত্নে ঃ শ্রী দীপক ধর
গ্রাঃ ও পোঃ ডুকলি
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৫১) শ্রী ভজন চন্দ্র দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী সবুল চন্দ্র দাস
গ্রা ঃ নন্দাই টিলা, গজরিয়া,
পো ঃ এস. ডি . মিশন, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৫২) শ্রী রাজীব ভৌমিক
প্রযত্নে ঃ মৃত রবীন্দ্র ভৌমিক
থানা রোড, পোঃ ধর্মনগর।

১৫৩) শ্রী উমা ভৌমিক
প্রযত্নে ঃ শ্রী অভেস ভৌমিক
বড়দোয়ালী (উতর), বাধারঘাট,
পি. এস. পশ্চিম আরতলা।

১৫৪) শ্রী সুদীপ কুমার মুড়া সিং
প্রযত্ন ঃ শ্রী বিষুরাম মোরা সিং
গ্রাঃ উত্তর তইবান্দাল,
পোঃ তইবান্দাল বাজার,
পি. এস. মেলাঘর।

১৫৫) শ্রী মৃন্ময় শর্মা
প্রযত্নে ঃ শ্রী অশোক শর্মা
গ্রা ঃ ও পোঃ লক্ষ্মীবিল, গণ্ডাছড়া।

১৫৬) শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেববর্মা
প্রত্নে ঃ শ্রী গৌরাঙ্গ দেববর্মা
গ্রাঃ জয়রামমোদিপাড়া,
পোঃ লেম্বুছড়া, পি. এস. সিধাই।

১৫৭) শ্রী নারায়ম ঘোষ
মৃত শুকলাল ঘোষ
নূতননগর কো-অপারেটিভ, আগরতলা।

১৫৮) শ্রী সুভাশিষ দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুরেন্দ্র দেবনাথ
গ্রাঃ ৩২ দ্রোনরোয়া, রোয়া বাজার,
পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা।

১৫৯) শ্রী রাজীব রায়
প্রযত্নে ঃ রাসমোহন রায়
গ্রাঃ কারবাংবাড়ি, পোঃ খাসিয়ামঙ্গল।
পি. এস. তেলিয়ামুড়া।

১৬০) শ্রীমতী বিউটি শীল
প্রযত্নে ঃ শ্রী খোকন শীল
গ্রাঃ বাধারঘাট, মাতৃপল্লী,
পোঃ সিদ্ধিআশ্রম, পি. এস. আমতলি।

১৬১) শ্রীমতী তৃষা বিশ্বাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী সন্তোষ বিশ্বাস
গ্রাঃ ও পোঃ উপথাখলি, ধর্মনগর।

১৬২) শ্রী নরেশ গোপ
প্রযত্নে ঃ শ্রী পুলিন গোপ
গ্রাঃ নতমাটিলা, পোঃ মুহুরীপুর,
পি. এস. বাইখোরা, বিলোনীয়া।

১৬৩) শ্রী লেঙ্গিস ডার্লং
প্রযত্নেঃ লেরেমথাঙ্গা ডার্লং
পো ঃ ও গ্রাঃ কাঞ্চনছড়া, ধলাই ত্রিপুরা।

১৬৪) শ্রী শঙ্কর মজুমদার
মৃত ক্ষেত্রমোহন মজুমদার
গ্রাঃ ও পোঃ পাইখলা
ভাইয়া গর্জি, বিলোনীয়া।

১৬৫) শ্রী নারায়ণ ভৌমিক
প্রত্নে ঃ ধীরেন্দ্র ভৌমিক
গ্রাঃ সর্বধর্ম মিশন বাগান টিলা
হাসপাতাল পাড়া, পোঃ সর্বধর্ম মিশন,
এ. ডি . নগর, পি. এস. পশ্চিম আগরতলা।

১৬৬) শ্রী তুন কুমার দেব
মৃত রবীন্দ্র চন্দ্র দেব
গ্রাঃ ধ্বজনগর, পোঃ গকুলপুর, উদয়পুর,
ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১৬৭) শ্রী মনিমোহন ভৌমিক
প্রযত্নেঃ শ্রী বিরেন্দ্র ভৌমিক
গ্রাঃ গকুলনগর, পোঃ গকুলনর।
পি. এস. বিশালগড়।

১৬৮) শ্রী শেখর নামঃ
প্রযত্নে ঃ হরি নামঃ
পোঃ আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৬৯) রুমা দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী বাবুল দাস,
দক্ষিম চন্দ্রপুর, উদয়পুর।

১৭০) শ্রী বাদাল ঋষিদাস
প্রযত্নে ঃ মৃত জয়দেব ঋষিদাস
গ্রাঃ ও পোঃ আড়ালিয়া,
পি . এস. পূর্ব আগরতলা।

১৭১) শ্রী কৃষ্ণ রাউত
পুত্র শ্রী লক্ষণ রাউত
গ্রাঃ পিপাড়িয়াখলা, পো ঃ অভয়গঞ্জ,
পি. এস. পি. আর. বাড়ি, বিলোনীয়া।

১৭২) শ্রী নিখিল দাস
মৃত কৃষ্ণমোহন দাস
গ্রাঃ মধুবন, পোঃ রাণীরখামার,
পি. এস. আমতলি, বিশালগড়।

১৭৩) শ্রী বাবুল দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী অনিল চন্দ্র দাস
উত্তর কলমছড়া, সোনামুড়া।

১৭৪) শ্রী স্বপন দাস
মৃত গিরীন্দ্র চন্দ্র দাস
বিদ্যাসাগর কলোনি,
গ্রাঃ নোয়াবাদী, পোঃ বিরেন্দ্রনগর,
পি.এস. জিরানীয়া।

১৭৫) শ্রী তরণী ঋষিদাস
মৃত সুকুমার ঋষিদাস
গ্রাঃ পশ্চিম ডুকলি, পোঃ মধুবন ভাইয়া,
এ. ডি. নগর, পি . এস. পশ্চিম আগরতলা।

১৭৬) শ্রী বিধান গোস্বামী
প্রযত্নেঃ পুত্র উপেন্দ্র গোস্বামী
গ্রাঃ ব্রজেন্দ্রনগর, পোঃ সরলা,
পি এস. চুড়াইবাড়ি, ধর্মনগর।

১৭৭) শ্রীমতী অর্চনা বালা পাল
প্রযত্নে ঃ নারাযণ পাল
গ্রাঃ নলুয়া (অভয়নগর)
পি. এস. বিলোনীয়া।

১৭৮) শ্রী সৌরভ সাহা
প্রযত্নে ঃ শ্রী গৌতম সাহা
গ্রাঃ সোনামুড়া, উদয়পুর,
পোঃ ও পি. এস. আর. কে. পুর।

১৭৯) শ্রী লিমা দেববর্মা
প্রযত্নে ঃ শ্রী মিজুরাম দেববর্মা
গ্রাঃ সিধাইছড়া দেববর্মা
পোঃ রাজকান্দি, পি. এস. কুমারঘাট।
ত্রিপুরা উত্তর।

১৮০) শ্রী নিখিল শর্মা
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুনিল চন্দ্র শর্মা
গ্রাঃ ও পোঃ পূর্ব কামেশ্বর,
মিশন টিলা, পি. এস. ধর্মনগর।

১৮১) শ্রী সুভম সাহা
প্রযত্নে ঃ রতন কান্তি সাহা
গ্রাঃ পালপাড়া, (মেলাঘর),
পোঃ মেলাঘর, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৮২) শ্রী মাখন দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী নিশিকান্ত দেবনাথ
গ্রাঃ পোঃ টিপানিয়া, উদয়পুর।

১৮৩) শ্রী উত্তম কুমার দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী সূর্য মোহন দাস
গ্রাঃ মংকুরুই সাধুপাড়া,
পো ঃ চম্পকনগর, পি. এস. জিরানীয়া।

১৮৪) মিস এলিজা দেববর্মা
প্রযত্নে ঃ শ্রী রণবীর দেববর্মা
গ্রাঃ সিপাইপাড়া, পোঃ লেম্বুছড়া,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৮৫) শ্রীমতী শিল্পী সাহা
প্রযত্নে ঃ শ্রী নির্মল সাহা
গ্রাঃ পৌটমাটি ভাইয়া আর . কে. পুর
পি. এস. আর. কে. পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১৮৬) শ্রী বিকাশ বিশ্বাস
প্রযত্নে ঃ মৃত হরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
গ্রাঃ ও পোঃ দক্ষিণ চন্দ্রপুর,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিম।

১৮৭) শ্রী রাকেশ দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী জয়দেব দাস
গ্রাঃ ও পোঃ ফুলকুমারী,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১৮৮) শ্রীমতী বুল্টি বিশ্বাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুধাংশু বিশ্বাস
গ্রাঃ দুর্জধনপাড়া, পঞ্চরতন জি. এফ-
পোঃ রাণীপুকুর, পি. এস. রইস্যাবাড়ি,
জি. এন. সি., ধলাই ত্রিপুরা।

১৮৯) শ্রী রামকৃষ্ণ সরাকার
প্রত্নে ঃ মৃত নিবারণ সরকার
গ্রাঃ ও পোঃ রাণী, কাঁকড়াবন,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিম।

১৯০) মহাবুব উল্লা
প্রযত্নে ঃ শোভা মিয়া
গ্রাঃ ও পোঃ এন. সি. নগর,
সোনামুড়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৯১) শ্রীমতী স্বপ্না রাণী দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী নিরঞ্জন দেবনাথ
গ্রাঃ রাঙ্গাপানিয়া, পোঃ নবিননগর,
পি. এস. বিশালগড়।

১৯২) শ্রীমতী রূপা সাহা
প্রযত্নে ঃ শ্রী জয়দেব সাহা
গ্রা ঃ ও পোঃ পশ্চিম চড়কবাই,
বিলোনীয়া, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

১৯৩) শ্রী যোগেশ্বর দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী নীলমণি দাস
গ্রা ঃ ভট্টপুকুর, কালীটিলা,
পোঃ এ. ডি . নগর, আগরতলা।
ত্রিপুরা পশ্চিম।

১৯৪) শ্রী রাকেশ সরকার
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুধাংশু সরকার
ফটিকছড়া, পি. এস. সিধাই,

১৯৫) শ্রী শঙ্কর নমঃ
প্রযত্নে ঃ শ্রী তরণী নমঃ
গ্রাঃ মধ্যলক্ষ্মীবিল,
পো ঃ ও পি. এস., বিশালগড়।

১৯৬) শ্রী সুবীর সাহা
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুবোধ চন্দ্র সাহা
নালকাটা ৮২ মাইল,
পি. এস. মনু, ধলাই ত্রিপুরা।

১৯৭) শ্রী উদয় শঙ্কর দাস
মৃত রবি শঙ্কর দাস
গ্রাঃ বিদ্যাসাগর রোড,
পোঃ যোগেন্দ্রনগর, পি. এস. পূর্ব আগরতলা।

১৯৮) শ্রী সুনজিত শুক্ল বৈদ্য
প্রযত্নে ঃ শ্রী সউব্রত শুক্ল বৈদ্য
গ্রাঃ ও পোঃ পশ্চিম চন্দ্রপুর,
ধর্মনগর, ত্রিপুরা উত্তর।

১৯৯) শ্রী পিন্টু ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ঃ শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য
উত্তর বনমালীপুর,
নিকটে বি. কে. রোড ওয়েলফেয়ার এরিয়া,
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২০০) শ্রীমতী কানন বালা মালাকার
প্রযত্নে ঃ প্রাণতোষ মালাকার
গ্রাঃ ও পোঃ তাপানিয়া, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

২০১) শ্রীমতী চঞ্চলা সাহা
প্রযত্নে ঃ শ্রী সুরঞ্জ সাহা
গ্রাঃ পট্টনগর (এয়ারপোর্ট রাড)
দুর্জয়নগর, সর (উত্তর), ত্রিপুরা পশ্চিম।

২০২) শ্রী বিমল চন্দ্র দাস
মৃত বিচরণ দাস
গ্রাঃ ও প্রাঃ পশ্চিম নোয়াবাদি,
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২০৩) শ্রীমতী সীমা দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ শ্রী রতন দেবনাথ
গ্রাঃ মোহনপুর, পোঃ মজলিশপুর,
পি. এস. রাণীরবাজার, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২০৪) শ্রী অপু দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ সাধন চন্দ্র দেবনাথ
গ্রাঃ দুধপাতিল, পোঃ পূর্ব নোয়াগাঁও,
পি. এস. রাণীরবাজার, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২০৫) শ্রী মদন দেবনাথ
মৃত লক্ষ্মণ দেবনাথ
গ্রাঃ হাতিপাড়া, পি. এস. এয়ারপোর্ট,
সদর (উত্তর), পোঃ শালবাগান,
ত্রিপুরা, পশ্চিম।

২০৬) শ্রীমতী পার্বতী দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী কৃষ্ণ দাস
গ্রাঃ ও পোঃ গকুলনগর,
পি. এস. বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২০৭ শ্রীমতী শুক্লা পাল
প্রযত্নে ঃ ননীগোপাল পাল
গ্রাঃ ও পোঃ দক্ষিণ চন্দ্রপুর,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

২০৮) শ্রী শঙ্কর দেবনাথ
প্রযত্নে ঃ উপেন্দ্র দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ চণ্ডীপুর,
কৈলাসহর, ত্রিপুরা উত্তর।

২০৯) শ্রী বিমলেন্দু দাস
প্রযত্নে ঃ শ্রী মাগরবাসী দাস
গ্রাঃ ৬০ কার্ড, পোঃ সরমা,
পি. এস. গণ্ডাছড়া, ধলাই ত্রিপুরা।

২১০) শ্রীমতী রোমেনা বেগম
প্রযত্নে ঃ জামদে আলী
গ্রাঃ কনকপুর, পোঃ নোরপুর,
কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

২১১) শ্রী পরিতোষ দে
শ্রী পবিত্র দে
গ্রাঃ ও পোঃ মমাইটলি,
কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

২১২) শ্রীমতী মিলন রায় (সরকার)
প্রযত্নে ঃ শ্রী কান্তিলাল রায়
গ্রাঃ ও পোঃ খাস নোয়াগাঁও,
পি. এস. রাণীরবাজার, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২১৩) শ্রী লক্ষ্মী দেবনাথ
প্রযত্নে শ্রী হরিদাস দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ পূর্ব মির্জা,
পি. এস. আর . কে. পুর,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

২১৪) শ্রীমতী সীমা চৌহান
শ্রী শঙ্কর চৌহান
গ্রাঃ আই. টি. আই. রোড,
পোঃ ইন্দ্রনগর, আগরতলা,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

২১৫) শ্রীমতী তপতী ভৌমিক
মৃত উত্তম কুমার ভৌমিক
গ্রাঃ পশ্চিম নোয়াবাদী,
পো ঃ ঐ পি. এস. পূর্ব আরতলা,
ত্রিপুরা পশ্চিম।

২১৬) শ্রীমতী রত্না সাহা
প্রযত্নে শ্রী পরিমল সাহা
গ্রাঃ আড়ালিয়া ঋষিপাড়া,
পোঃ আড়ালিয়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২১৭) শ্রীমতী প্রতীমা ভাওয়াল
প্রযত্নেঃ শ্রী রতন চন্দ্র ভাওয়াল
গ্রাঃ ও পোঃ কমলনগর,
সোনামুড়া, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২১৮) শ্রী শম্ভু পাল
প্রযত্নেঃ সুধন পাল
গ্রাঃ মোহনপুর (পানপাড়া)
পোঃ নবশান্তিগঞ্জ বাজার, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২১৯) শ্রী পিজুস দেব
প্রযত্নে ঃ তাপসী দেব
গ্রাঃ রামনগর রোড নং ৯,
পোঃ রামনগর, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২২০) শ্রী অভিষেক সরকার
প্রযত্নেঃ শ্রী বাদল চন্দ্র সরকার
গ্রাঃ মজলিশপুর,
পি. এস. রাণীরবাজার, ত্রিপুরা, পশ্চিম।

২২১) শ্রী বিমল ঘোষ
প্রযত্নে ঃ শ্রী উৎপল ঘোষ
গ্রাঃ ও পোঃ কলকলিয়া,
বিশালগড়, ত্রিপুরা পশ্চিম।

২২২) শ্রীমতী শীলা চক্রবর্তী
মৃত সত্যব্রত চক্রবর্তী
গ্রাঃ ও পোঃ পানিসাগর,
ধর্মনগর, ত্রিপুরা উত্তর।

২২৩) শ্রীমতী স্বরস্বতী বৈষ্ণব
প্রযত্নে ঃ শ্রী গোপাল দাস বৈষ্ণব
গকুলনপুর, পি. এস. আর . কে. পুর,
উদয়পুর, ত্রিপুরা দক্ষিণ।

২২৪) শ্রী বলাই নাথ
প্রযত্নে ঃ ব্রজ রঞ্জন নাথ
গ্রাঃ ও পোঃ বড়ুয়াকান্দি,
পি. এস. ধর্মনগর,ত্রিপুরা উত্তর।

Admitted Un-Starred Question No. 206

Name Of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনস্ত যে সমস্ত সোসাইটিগুলি রয়েছে সেইগুলির নাম কী কী?

২) ২০০০ ইং সনের ১লা জানুয়ারি থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত উক্ত সোসাইটিগুলির নামে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কী পরিাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে? (সোসাইটি ভিত্তিক এবং অর্থ ভিত্তিক হিসব)

উত্তর

১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ সোসাইটিগুলির নাম যথাক্রমেঃ-

১) ত্রিপুরা স্টেট লেপ্রোসী সোসাইটি।
২) সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ্।
৩) ত্রিপুরা স্টেট এইডস্ কন্ট্রোল সোসাইটি।
৪) স্টেট টি. বি. কন্ট্রোল সোসাইটি।
৫) ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফুয়েশন কাউন্সিল।
৬) হেলথ্ এন্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।
৭) ত্রিপুরা ব্লাইন্ডনেস কন্ট্রোল সোসাইটি।

২) উল্লেখিত সময়ে সোসাইটিগুলির প্রাপ্ত টাকার হিসাব নিম্নরূপঃ-

সোসাইটির নাম	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪
১) ত্রিপুরা স্টেট লেপ্রোসী সোসাইটি	—	—	২৫,০০,০০০	২০,০০,০০০	১,০৫,০০০
২) সোসাইটি ফর মেন্টল হেলথ	—	—	২৮,৫০,০০০	৪,০৪,০০০	—
৩) ত্রিপুরা স্টেট এইডস্	৭০,২৩,০০০	৮২,০০,০০০	১৯১,৬৭,০০০	৬৫,০০,০০০	—
৪) সেস্ট টি.বি. কন্ট্রোল সোসাইটি	—	১,২৬,০৬৫	১২,৪৭,০০০	৪০,৯০,০০০	—
৫) ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রেন্সফুয়েশন কাউন্সিল	—	—	৫,০০,০০০	—	—
৬) হেলথ্ এন্ড ফেমিলি ওফেয়ফেয়ার সোসাইটি	২৮২,৯২,৭৬১	৬৫,৮৯,০৭৫	৪৯৭,৩৯,৫৪৪	৩৫৭,৫৬,৭৪৫	১৩০,১২,৮০০
৭) ত্রিপুরা ব্লাইন্ডেনেস	—	—	—	—	২৩,০১,০০০

Admitted Un-Starred Question No. 207
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.
Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) চক্ষু বিশেষজ্ঞ, দন্ত বিশেষজ্ঞ, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই, রাজ্যে এই ধরনের হাসপাতালের সংখ্যা কত? (জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আলাদা হিসাব)

২) যে সকল হাসপাতালে উক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই, সেই সকল হাসপাতালগুলির নাম কি? (হাসপাতালের নাম সহ পৃথক হিসাব)

৩) যে সকল হাসপাতালগুলিতে উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকনেই, সেই সকল হাসপাতালগুলিতে অবিলম্বে উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে কিনা?

৪) না করা হলে কারণ কি?

উত্তর

১) রাজ্যের আর. জি. এম. হাসপাতাল, কৈলাসহর ও ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল, উদয়পুর এই ২টি জেলা হাসপাতালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ, দণ্ড বিশেষজ্ঞ, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে। মহকুমা ১১টি হাসপাতালে, ১টিগ্রামীণ হাসপাতালে এবং ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই।

২) যে সকল হাসপাতালে উক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মধ্যে যে সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই তার নামের তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ-

	মহকুমা হাসপাতালর নাম	বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অবস্থা
১)	কমলপুর বি. এস. এম. হাসপাতাল	নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ নেই।
২)	ধর্মনগর হাসপাতাল	শিশু বিশেষজ্ঞ নেই।
৩)	কাঞ্চনপুর হাসপাতাল	গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ নেই।
৪)	ছৈলেংটা হাসপাতাল (লংতরাই জেলা সাব-ডিভিশন)	চক্ষু, নাক-কান-গলা, শিশু এবং গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ নেই।
৫)	খোয়াই হাসপাতাল	নাক-কালন-গলা এবং শিশু বিশেষজ্ঞ নেই।
৬)	গণ্ডাছা হাসপাতাল	চক্ষু, নাক-কান-গলা, শিশু এবং গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ নেই।
৭)	বিশালগড় হাসপাতাল	চক্ষু, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ নেই।
৮)	মেলাঘর হাসপাতাল	চক্ষু বিশেষজ্ঞ নেই।
৯)	অমরপুর হাসপাতাল	চক্ষু, নাক-কান-গলা, শিশু এবং গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ নই।
১০)	বিলোনীয়া হাসপাতাল	চক্ষু, নাক-কান-গলা এবং শিশু বিশেষজ্ঞ নেই।
১১)	সাব্রুম হাসপাতাল	নাক-কান-গলা এবং শিশু বিশেষজ্ঞ নেই।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ গ্রামীণ হাসপাতালের নাম

১) কোলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সোনামুড়া গ্রামীণ হাসপাতাল	নাক-কান-গলা, চক্ষু এবং শিশু বিশেষজ্ঞ নেই (শুধু গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ আছে)
২) মাছমাড়া এবং আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	দন্ত, চক্ষু, শিশু এবং গায়নোকলজি বিশেষজ্ঞ নেই (শুধু নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ আছে)

৮টি গ্রামীণ হাসপাতাল ও ৭০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নামের তালিকা উত্তরপত্রে যুক্ত করে দেওয়া হল যেখানে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই।

৩) সম্ভব নহে।

৪) উল্লেখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বল্পতার কারণে।

নিম্নে ৭০টি প্রাথমিক (................)

1) Mohanpur P.H.C.	2) Narsingar P.H.C.	3) Bamutia P.H.C.
4) Bishramgar P.H.C.	5) Boxnagar P.H.C.	6) Kathalia P.H.C.
7) Matinagar P.H.C.	8) Kamalnagar P.H.C.	9) Chabri P.H.C.
10) Marachhara P.H.C.	11) Kanchanbari P.H.C.	12) Fatikroy P.H.C.
13) Irani P.H.C.	14) Panisagar P.H.C.	15) Kakraban P.H.C.
16) Gajee P.H.C.	17) Tulamura P.H.C.	18) Hrishyamukh P.H.C.
19) Barpathari P.H.C.	20) Rajnagar P.H.C.	21) Nalua P.H.C.
22) Santirbazar P.H.C.	23) Jolaibari P.H.C.	24) Moharipur P H.C.
25) Ranirbazar P.H.C.	26) Brajendra Nagar P.H.C	27) Jalebhasa P.H.C.
28) Dhanbilash P.H.C.	29) Burakha P.H.C.	30) Katlamara P.H.C.
31) Chacu Bazar P.H.C.	32) Bailalbari P.H.C.	33) Tulashikhar P.H.C.
34) Ampura P.H.C.	35) Mungiabari P.H C.	36) Nakashi para P.H.C.
37) Jagabandu para P.H.C.	38) Ganga Nagar P.H.C.	39) Chawmanu P H.C.
40) Mnau (North) P.H.C.	41) Pesharthal P.H.C.	42) Jampui P.H.C.
43) Ananda bazar P.H.C.	44) Damchhara P.H C.	45) Khedachhara P.H.C.
46) Maharani P.H C.	47) Atharabhola P.H.C.	48) Killa P.H.C.
49) Rupaichari P.H.C.	50) Kalashi P.H.C.	51) Shilachhari P.H.C.
52) Manubankul P.H.C.	53) Kalachara P.H.C.	54) Tirthamukh P.H.C.
55) Karbook P.H.C	56) Raishbari P.H.C.	57) Mandhai P.H.C.
58) Salema P.H.C.	59) Taibandal P.H.C.	60) Bangmung P.H.C.
61) Chalagang P.H.C.	62) Dasda P.H.C.	63) Kanchanmala P.H.C.
64) 42-Miles P.H.C.	65) Madhupur P.H.C.	66) Tilthai P.H.C.
67) Kadamtala P.H.C.	68) Niharnagar P.H.C.	69) Srinagar P.H.C.
70) Uptakhali P.H.C.		

নিম্নে ৮টি গ্রামীণ হাসপাতালের নাম

1) Taliamura C.H.C.	2) Kumarghat C.H.C	3) Jirania C.H.C.
4) Takarlala C.H.C.	5) Kalyanpur C.H.C.	6) Natunbazar C.H.C.
7) Ompi C.H.C.	8) Manubazar C.H.C.	

Admitted Un-Starred Question No. 217
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ইহা কী সত্য যে, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার এবং নার্স এর অভাব রয়েছে?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কতজন ডাক্তার ও নার্সের অভাব রয়েছে,

এবং এই অভাব পূরণের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) হ্যাঁ, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার এবং নার্সের অভাব রয়েছে।

২) রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ৪৪২ জন মেডিকেল অফিসার এবং ৪৭৭ জন স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসারের অভাব রয়েছে। নার্সের অভাব রয়েছে ৭২৮ জন।

Admitted Un-Starred Question No. 218
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ১৯৯৯ ইং সনের ১লা জানুযারি থকে ২০০৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কতজন লোক সারা রাজ্যে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২) এর মধ্যে কতজন লোক মারা গেছেন ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১ ও ২) ১৯৯৯ ইং সনের ১লা জানুয়ারি থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩১শে অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত ও মৃতের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

বৎসর	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা
১৯৯৯	২০, ২০৮	৬০
২০০০	৯, ২৯৫	৩৭
২০০১	১৮, ৬৭৬	৫৫
২০০২	২২,৫৭৮	২৩৫
২০০৩	২২,১১২	৭৫

Admitted Un-Starred Question No. 221
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) রাজ্যর কয়টি নার্সিংহোম রয়েছে (নামের তালিকা সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) এই সব নার্সিংহোমগুলি সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে পরিচালিত হচ্ছে কিনা

৩) নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবায় ফিসের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দিষ্ট কোন গাইড লাইন রয়েছে কিনা

উত্তর

১) রাজ্যের বর্তমানে ১২ (বার) টি নার্সিংহোম রয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা ঃ-

ক) মহামায়া নার্সিংহোম, জয়নগর, দশমীঘাট, আগরতলা।

খ) দি কেয়ার এন্ড কিউর, প্যালস কম্পাউন্ড, আগরতলা

গ) সঞ্জীবিনী নার্সিংহোম, লালবাহাদুর চৌমুহনি, আরতলা।

ঘ) আই. ক্লিনিক এন্ড ক্যেটারেন্ট অপারেশন এন্ড আদার অপারশ, কদমতলা, কৃষ্ণনগর, আগতলা।

ঙ) লাইফ লাইন নার্সিংহোম এন্ড রিসার্চ সেন্টার, শুকন্তলা রোড, আরতলা।

চ) সরকার ক্লিনিক এন্ড নার্সিংহোম, আগরতলা।

ছ) ট্রপিক্যাল অর্থোপডিক্যাল এন্ড রিলেটেড রিসার্চ সেন্টার, এ.এ.রোড, ধলেশ্বর, আগতলা।

জ) আগতলা হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার, আগতলা।

ঝ) সাহা ক্লিনিক এন্ড নার্সিংহোম, জে.বি. রোড, আগরতলা।

ঞ) ভৌমিক নার্সিংহোম, কল্যাণী, আগরতলা।

ট) আশা চাইল্ড কেয়ার এন্ড নার্সিংহোম, প্যালেস কম্পাউন্ড, আরতলা।

উত্তর ত্রিপুরা ঃ-

ঠ) কিশোর ট্রাস্ট, পি.সি.চাটার্জি আই হসপিটাল, ধর্মনগর।

২) হ্যাঁ।

৩) নেই।

৪) প্রশ্নই আসে না।

৫) বর্তমান অর্থ বছরে একটি নার্সিংহোম এবং একটি চক্ষু হাসপাতালের (VHAT)
অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ক) আশা চাইল্ড কেয়ার নার্সিহোম।

কিন্তু নতুন অর্থবছরের জন্য কোন দরখাস্ত জমা পড়েনি।

Admitted Un-Starred Question No. 223
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) Multiple injury রোগীদের জন্য বিশেষ করে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত রোগীদের জন্য জি. বি. হাসপাতালে অথবা অন্য কোন স্থানে রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে সব সুবিধাযুক্ত একটি Emmergency Block খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারে রয়েছে কি না?

২) না থাকলে কারণ?

উত্তর

১) বিভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের আপ্যতকালীন চিকিৎসার জন্য বর্তমানে জি.বি. পন্থ হাসপাতালে একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট Emmergency Block / Casaulty Block চালু রয়েছে।

তাছাড়া দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের আপাতকালীন চিকিৎসার জন্য জি. বি. হাসপাতালে Trauma Centre খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 224
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ইহ্যা কি সত্য যে সরকারি চিকিৎসকগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সময় রোগীদের কাছ থেকে ফিস নেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন মেনে চলছেন কিনা,

২) সত্য হলে সেই গাইড লাইনে কি উল্লেখ রয়েছে এবং রাজ্যের চিকিৎসকগণ সেই গাইড লাইন মেনে চলছেন কিনা,

৩) উক্ত গাইড লাইন অনুসারে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে রাজ্যে সরকারি চিকিৎসকের ফিসের পরিমাণ কত? (কেটাগরি ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্নই আসে না।

৩) প্রশ্নই আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 225
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-chargeof the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) রাজ্যে নিম্ন মানের ওষুধ চিহ্নিতকরণের কী ব্যবস্থা রয়েছে,

২) গত পাঁচ বছরের কী কী নিম্নমানের ওষুধ চিহ্নিত করা হয়েছে,

৩) নিম্নমানের ওষুধ কী পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, (গত পাঁচ বছরে),

৪) নিম্নমানের ওষুধ বিক্রয়ের জন্য গত পাঁচ বছরের কতজন ওষুধ বিক্রেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,

৫) নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি বন্ধে দপ্তর কী ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে?

উত্তর

১)ওষুধের নিম্নমানের চিহ্নিত করণের জন্য রাজ্যে একটি ওষুধ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য ওষুধ পরীক্ষাগারে যে সকল ওষুধের পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, সে সকল ওষুধ, কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার ও কেন্দ্রীয় ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া পরীক্ষাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা রয়েছে।

২) গত পাঁচ বছরে নিম্নলিখিত ওষুধ নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিস্তারিত তালিকা ইংরেজিতে সংযোজিত করা হয়েছে।

১৯৯৯-৭টি ২০০০-২৮টি ২০০১-২৫টি ২০০২-২১টি

২০০৩ (নভেম্বর পর্যন্ত)-২২টি

৩) গত পাঁচ বছরে চিহ্নিত নিম্নমানের ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ড্রাগস ও কস্‌মেটিক্স আইন অনুযায়ী কোন ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

৪) গত পাঁচ বছরের নিম্নমানের ওষুধ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ-

১৯৯৯- একটি ক্ষেত্রে ওষুধ নষ্ট করা হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক ওষুধ ফেরত নিয়েছেন।

২০০০- একটি ক্ষেত্রে আদালত এ অভিযোগ করা হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার বন্ধ এবং আইনি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২০০১- ব্যবহার বন্ধ ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২০০২- ঐ

২০০৩- ঐ

৫) নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি বন্ধে দপ্তর নিম্নলিখিত উদ্যোগ নিয়েছে ঃ-

ক) দোকান পরিদর্শনের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে।

খ) আকস্মিক পরিদর্শনের ও অনুসনআনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

গ) ওষুধ এর নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ঘ) ওষুধের দোকানদার ও কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সচেতনা শিক্ষা শিবির এর আয়োজন করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

List of sub-standard drugs identified.

Sl No	Year	Name of the Druge	Mfg's Name	B/No	Action Taken
1.	1999	Bandage	Thipura Apex Weavers Co-operative Sictety	112	Stock Withdrawn
2.	1999	Bandage	Do	115	Do
3)	1999	Bandage	Do	116	Do
4)	1999	Gauze	Do	114	Do
5)	1999	Gauze	Do	118	Do
6)	1999	Trinilix Cough Syrup	Rhone Parlene(I) Ltd destroyed	1067	Seized stock
7)	2000	Barium sulphate	Aggarwal PharmaceutiCals	5624	Case filled in the Court
8)	2000	Ab. Gauze	T.A.W. Co-opte. Socicty Ltd.	01	Do
9)	2000	Paracetamol Tab	Onida Pharm. Ghaziabad	007	Do
10)	2000	Bandage	TACWs	01	Stock
11)	2000	Gauze	Do	02	Do
12)	2000	Gauze	Do	NA	Do
13)	2000	Bandage	Do	14	Do
14)	2000	Gauze	Do	6	Do

15)	2000	Phensedyl Cough Linctus	Eastern Pharm.AGT.	0175	Licence Suspended for one month
16)	2000	Gauze	TAWCS	7	Stock Withdrawan
17)	2000	Gauze	Do	5	Do
18)	2000	Gauze	Do	11	Do
19)	2000	Gauze	Do	13	Do
20)	2000	Gauze	Do	14	Do
21)	2000	Gauze	Do	12	Do
22)	2000	Gauze	Do	18	Do
23)	2000	Gauze	Do	16	Do
24)	2000	Gauze	Do	15	Do
25)	2000	Gauze	TAWCS	21	Do
26)	2000	Gauze	Do	354	Do
27)	2000	Gauze	Do	36A	Do
28)	2000	NIme sulide Tab	Pred Pharma Products, Mumbai	9981	Stoppeduse & Further action on proces
29)	2000	Clophar Tab	Tanrus pharma. Ahmedabad.	TP-101	Do
30)	2000	Denamethasine Tab	Gene Pharma, Delhi	DTG-05	Stopped Use & Further Proces
31)	2000	Amoxycillin Tab	MDC Pharma, Mumbai	0002	Do
32)	2000	Merbromin	Alphine Industries	NA	Do
33)	2000	Nervioninj	To shika Industries	NA-1006	Do
34)	2000	Gentramicin Inj	India Pharm. Pvt. Ltd. Delhi.	J-648	Do

Sl. No	Year	Name of the Drugs	Mfg's Name	B/No.	Action taken
1.	2001	Bandage	TAWCS	75-B	Stock Withdrawn
2.	2001	Antimol	Popular Chemicals Work, Agt.	18	Report Challanged
3.	2001	Dried Aluminium hydride regousiccom hydriede & Dimathic-one Tab	MTPU Madianan	NT-044	Stopped use & Further action on proces

4.	0221	Methyl Ergometrine maleate tab	MDC Pharm (P) Ltd.	T/58/2001	Do
5.	2001	Ciprofloxacin Tab	Lark Laborat-ories (I) Ltd., Delhi.	T/ 150/2000	Do
6.	2001	B-Zee Tab	Pharma India Pvt. Ltd. Cal/-03.	BZ-07	Do
7.	2001	Vita. B-Complex, C&E with zine sulphate B-zee	Pharma India Pvt. Ltd Cal.-39	T/77/ 2001	Do
8.	2001	Tab Alprazolam	Oasis Pharmaceu-ticals	T.-01A 9802	Do
9.	2001	Bonzyl Penicilin Inj.	Finop Druge Pvt. Ltd.	20016	Do
10.	2001	Bonzyl Penicilin Inj.	Do	20057	Do
11.	2001	Do	Do	20092	Do
12	2001	Infusion sets	Medifro	008	Do
13.	2001	Saline sets	Delux surgical	1564	Do
14.	2001	Quinine di-hydrochloride inj.	Tripura Pharma-ceuticals.	50052000	Do
15.	2001	Do	Do	06072000	Do
16.	2001	Atropinc Sulphate inj	Indus Pharma Pvt Ltd.	T/146/ 2000	Do
17.	2001	Vit. B-Complex Tab.	Maan Pharma	G-853	Do
18.	2001	Biotich eye drop	Tashika iInternational Ltd.	B-143	Do
19.	2001	Deprowil tab	Apex formulation Pvt. Ltd	101	Do

20.	2001	Riboflavin tab	Western chemicals	2799	Do
21.	2001	Dexaclore eye-drop	Tadhika international Pvt. Ltd.	DEC-16	Do
22.	2001	Acilok Tab	Cadila Pharma-ceutical.	0301	Do
23.	2001	Tropin Opthalmic Solm	Tashika International Pvt. Ltd.	TE-114	Do
24.	2001	Sodioum Chloride Inj	PDPL	C-1583	Do
25.	2001	Norfloxicin Tab	Alfred Berg & Co.	T/120/2000	Do

Sl No.	year	Name of the Drugs	Mfgs Name	B/No.	Action taken
1.	2002	Paracetamol Syr.	Quality Pharm action on Ahmedabad	S-1669	Stopped use & Further action on Proces
2.	2002	Paracetamol Syr.	-Do-	S-1560	-Do-
3.	2002	Paracetamol Syr.	Medern Lab	136	-Do-
4.	2002	Gauze	TAWCS	78	-Do-
5.	2002	Disloplus	Welcom Druge & Pharm.	TD-05509	-Do-
6.	2002	NimesulideTab	Medley Pharm	4 CO	-Do-
7.	2002	Pairlock	V.I.P. Pharm	PLP-D13	-Do-
8.	2002	Promethazine inj.	Carewin Pharm.	901	-Do-
9.	2002	Rennison plus	Redson Pharm	672	-Do-
10.	2002	Nimesulide Tab	Welcom Druge & Pharm	TN-0329	-Do-

11.	2002	Antacid & Antiflater-Lect ab	Maan Pharm	G.1311	-Do-
12.	2002	Actified Tab	Bunayhs Welcom	T/174/2001	-Do-
13.	2002	Kokks Caps.	SOI-Health Pharma Ltd.	T/180/2001	-Do-
14.	2002	Denichlon eye drop	M/S-Harosons Pharmaceuticals.	T/133/2001	-Do-
15.	2002	Nide	V. I. P. Pharmaceuticals	NDT-002	-Do-
16.	2002	Ribofianin Tab	Rallis India	T/ 155/2001	-Do-
17.	2002	Polybion Caps	E.Merck (I) Pvt. Ltd.	T/186/ 2001	-Do-
18.	2002	Alzex-025	Tanrus Pharma	K-352	-Do-
19.	2002	ORS	Maan Pharma	3255	-Do-
20.	2002	Theo Asthalin Tab	Ciplab Ltd.	KK-0070	-Do-
21.	2002	Ciproflomaci	MDC Pharm	0398	-Do-

Sl. No.	year	Nam of the Druge	Mfg's Name	B/No.	Action taken
1.	2003	Blood Sample for Haemoglobin	RGM Hostl. Kls.	NA	Intimated to the B.B. Authority
2.	2003	Trinidatole Tab	Modern Lab.	201	Intimated to OMS Authority regarding report of not of Std. Quality & Further action is on Proces
3.	2003	Paracetamol	Do	138	Do
4.	2003	Chloroquin Tab.	Do	202	Do
5.	2003	Chloroquin Tab.	Do	203	Do
6.	2003	Chloroquin Tab.	Do	205	Do
7.	2003	Amoxycillin Caps.	Do	208	Do
8.	2003	Ergapyrine Tab.	United PVt. Ltd.	Erg-02	Stopped use
9.	2003	Redizymes	Redson Pharmaceuti-Cals, Ahmedabad	855	Do

10.	2003	Meyhyl Ergometro	Indian Pharma	IM-377	Do
11.	2003	Vit.B-Complex Tab.	Modern Lab.	T-208	Do
12.	2003	Vit.B-Complex Tab.	Do	T-207	Do
13.	2003	Adhesive Tab.	Wilson Tapes Pvt. Ltd. Gujarat	067,056, 055,057,052, 054 and 053	Do
19.					
20.	2003	Tetrocyclone HCL Bolurs Tab.	M Apotheke	V-1131	Do
21.	2003	Chlorampheni Cal Caps.	Medicama Blotech Lat.	NC-009	Do
22.	2003	Diovol Tab	Wallace Pharm.	DNF-1380	Do

Admitted Un-Starred Question No. 226
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মরত সরকারি চিকিৎসকরা বেসরকারি নার্সিং হোমে গিয়ে চিকিৎসা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন কিনা?

২) সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের একটি অংশ নার্সিং হোমে গিয়ে চিকিৎসা করছন এই বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর অবগত কিনা?

উত্তর

১) না। (২) জানা নেই।

Admitted Un-Starred Question No. 230
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) গত (১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং) পাঁচ বছরে চিকিৎসায় গফিলতির দায়ে কত জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; (চিকিৎসকের নাম ও ঠিকানা)

১) দোষি চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (চিকিৎসকের নাম ও ঠিকানা)

২) এই সব নার্সিংহোমগুলি সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে পরিচালিত হচ্ছে কিনা

৩) নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবায় ফিসের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দিষ্ট কোন গাইড লাইন রয়েছে কিনা।

উত্তর

১) ৩ (তিন) জন সরকারি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

	চিকিৎসকের নাম	ঠিকানা
১)	ডাঃ প্রমথেশ রায় অবসরপ্রাপ্ত	কৃষ্ণনগর, পুরাণ কালীবাড়ি,আগরতলা
২)	ডাঃ ধ্রুব প্রসাদ পাল	আই. জি. এম. হাসপাতাল, আগরতলা।
৩)	ডাঃ পরিমাল চক্রবর্তী	জি. বি. পন্থ হাসপাতাল, আগরতলা।

২) দোষি ৩ (তিন) জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালত আর্থিক জরিমানা মূলক শাস্তি দিয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 232
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) স্বাস্থ্য দপ্তর কোন্ কোন্ ওষুধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (ওষুধগুলির নাম);

২) রাজ্যে নেশা জাতীয় ওষুধ ব্যবহার বন্ধে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে;

৩) গৃহীত ব্যবস্থা অনুযায়ী মোট কতজন ওষুধ ব্যবসায়ীকে চিহ্নিত করা হয়েছে; এবং তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে (ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা)?

১) রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কোন ওষুধ নিষিদ্ধ করেন নি।

২) রাজ্যে নেশা জাতীয় ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ঃ

ক) রাজ্য জুড়ে ওষুধের বিক্রেতাদের জন্য সচেতনা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন ব্যক্তিদের এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, এবং এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চলবে।

খ) নেশা জাতীয় ওষুধের অপব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে এ বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।

৩) বিশেষ অভিযানের ফলে প্রাথমিক ভাবে চারটি দোকানের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করা হয়েছে, এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। এই দোকানগুলির নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ-

ক) আই . এম. ড্রাগস ডিসট্রিবিউটর, আগরতলা।

খ) ঘোষ এন্টারপ্রাইজ, আগরতলা।

গ) ত্রিপুরা সেলস্ এজেন্সি, আগরতলা।

ঘ) ত্রিপুরা ফার্মাকো, আগরতলা।

এছাড়া বেআইনিভাবে নেশা জাতীয় ওষুধ মজুত রাখা ও বিক্রি করার অপরাধে একজন ওষুধ বিক্রেতা (দেবেন্দ্র মেডিকেল হল, কুমারঘাট) ও অন্য দুই যুবকের বিরুদ্ধে আদালতে ড্রাগস ও কস্‌মেটিক্স আইন অনুযায়ী অভিযোগ নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 233
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-chargeof the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) রাজ্যের প্রাথমিক স্বাসথ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতটিকে এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই, (মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাসথ্য কেন্দ্রের নাম)

২) যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই সেগুলিতে কবে নাগাদ এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে?

১) রাজ্যে বর্তমানে ২২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গাড়ি নেই। মহকুমাভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামগুলি হল—

মহকুমার নাম	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম
ধর্মনগর	জলেবাসা এবং উপ্তাখলি
কাঞ্চনপুর	মাছমারা, খেদাছড়া এবং ধনবিলাস
গন্ডাছড়া	জগবন্ধুপাড়া
খোয়াই	তুলাশিখর, চেবরী এবং আমপুরা
সদর	রাণীরবাজার, চাচুবাজার (বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসাবে চলছে) এবং বোরাখা (বর্তমানে চালু নেই)
সোনামুড়া	তৈবান্দাল এবং মতিনগর
বিশালগড়	কাঞ্চনমালা (বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসাবে চলছে)
উদয়পুর	গর্জি এবং তুলামুড়া
অমরপুর	তীর্থমুখ এবং চেলাগাং
বিলোনীয়া	রাজনগর এবং নলুয়া
সাব্রুম	রূপাইছড়ি

২) কেন্দ্রীয় সরকার থেকে গাড়ি পাওয়া গেলে ঐ সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হবে।

Admitted Un-Starred Question No. 234
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the'Co-operation' Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১ নং প্রশ্ন ঃ- ইহা কি সত্য যে রাজ্যের ৫৬টি ল্যাম্পরে মধ্যে ২৭টি এবং ২১৩ টি পাক্সের মধ্যে ৬১টি প্যাক্সে এখন পর্যন্ত নির্বাচন করা হয় নি;

২ নং প্রশ্ন ঃ- যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলিতে নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়ার কারণ কি?

৩ নং প্রশ্ন ঃ- কবে নাগাদ উক্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলিতে নির্বচন সম্পন্ন করা হবে?

১ নং উত্তর ঃ- না, ঠিক নহে। গত ৩০-১১-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ৫৬টি ল্যাম্পসের মধ্যে ২০টিতে এবং ২১৩টি প্যাক্সের মধ্যে ৩৫টিতে নির্বাচন করা হয়নি।

২ নং উত্তর ঃ- কিছু কিছু ল্যাম্প-এ স্থানীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে এখনই নির্বাচন করানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া ৪টি প্যাক্স মামলাজনিত কারণে এবং ৩টি প্যাক্সের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩ নং উত্তর ঃ- অচিরেই সম্ভাব্য ল্যাম্পস্য ও প্যাসগুলির নির্বাচন করানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 235
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোন্ কোন্ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু রয়েছে;

২) যে সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু নেই সেই সমস্ত হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাংক কবে নাগাদ চালু করা হবে;

৩) না করা হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) রাজ্যে ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল এবং কমলপুরের বিমল সিংহ মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে ব্লাড বাংক চালু আছে। এছাড়া বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে রক্ত সংরক্ষণ কেন্দ চালু হয়েছে।

২) যে সমস্ত মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক নেই সেগুলিতে ব্লাড ব্যংক-এর পরিবর্তে রক্ত সংরক্ষণ কেন্দ্র (Blood Transfusion Center) পর্যায়ক্রমে চালু করার পরিকল্পনা আছে।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 236
Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the'Co-operation' Department be Pleased to State

১ নং প্রশ্ন ঃ- ইহা কি সত্য যে রাজ্যের মোট ১৫৭৪টি বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির মধ্যে ৮৩৩টি অছলে অবস্থায় রয়েছে;

২ নং প্রশ্ন ঃ- যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই সমবায় সমিতিগুলি সচল করার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; এবং

৩ নং প্রশ্ন ঃ- এই গুলিকে কবে নাগাদ সচলকরা হবে বলে আশা করা যায় ?

১ নং উত্তর ঃ- ইহা ঠিক নহে। হত ১৭-১২-০৩ তাং অনুযায়ী রাজ্যের মোট ১৫৯৮টি বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির মধ্যে ৮২৮টি বর্তমানে অচল অবস্থায় আছে।

২ নং উত্তর ঃ- সমবায় দপ্তর হইতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ঐ সকল অচল সমবায় সমিতিগুলিকে সচল করার জন্য ইতিমধ্যেই কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে দপ্তরের Identified imee হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্ভাব্য অচল সমিতিগুলিকে সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৩ নং উত্তর ঃ- অচল সমবায় সমিতি গুলিকে সচল করা যায় এমন সমবায় সমিতি গুলিকে অচিরেই সচল করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 240
Name of MLA :- Shri Ratan Lal Nath.

Will The Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to State

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে কী ধরনের উদ্যোগ নেওযা হয়েছে; এবং

২) না নেওয়া হয়ে থাকলে অতিসত্বর রাজ্যের মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার দুই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে।

ক) সরকারি উদ্যোগ

খ) যৌথ উদ্যোগ

২) প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala on Friday the 26th December, 2003 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Ramendra Ch. Debnath, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, 17 Ministers and 39 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তরপ্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যাযক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা - (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৭

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৭

প্রশ্ন

১। ২০০০-২০০১ ইং, ২০০১ ২০০২ ইং, ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যে কতটি বিদ্যালয়কে এন, এস, এস, পরিচালনাখাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং তার মধ্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে?
২। খোয়াই মহকুমার শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এ উপরোক্ত তিনটি অর্থবর্ষে এন, এস, এস, খাতে মঞ্জুরী ও ব্যয়ের পরিমান কত?

উত্তর

১। ২০০০-২০০১ ইং, ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যায়, মহা বিদ্যালয়, সমূহ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ এন এস. এস, ইউনিট এর সংখ্যা এবং ঐ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ও তন্মধ্যে ব্যয় এর পরিমান নিম্নরূপ ঃ

বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩
ক) বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় সমুখ	২০টি	২১টি	২২টি
খ) উচ্চতর মাধ্যমিক	১০৮টি	১৭২টি	১৭৮টি
সর্বমোট	*১২৮টি*	*১৯৩টি*	*২০০টি*

অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ও ব্যয়ের পরিমান ঃ-

	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩
ক) কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ	৩৬,০০,০০০.০০	৫১,০০,০০০.০০	৫১,০০,০০০.০০
খ) রাজ্য সরকারের অংশ	৮,৫০,০০০.০০	১৫,১৫,০০০.০০	১৭,০০,০০০.০০
সর্বমোট বরাদ্দকৃত অর্থ -	**৪৪,৫০,০০০.০০**	**৬৬,১৫,০০০.০০**	**৬৮,০০,০০০.০০**

তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে -	৪৪,৫০,০০০.০০	৬৬,১৫,০০০.০০	৬৮,০০,০০০.০০

২। খোয়াই মহকুমার শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়-এ ২০০০-০১ ইং, ২০০১-২০০২ ইং, ২০০২-২০০৩ ইং অর্থ বছরে এন.এস এস. যাতে যে অর্থ মঞ্জুরী করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে তা নিম্নরূপ :-

	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩
ক) খোয়াই শ্রী নাথ বিদ্যানিকেতন -	১৮,৪১৭.০০	২২,৯০৮.০০	২৩,৮৬৫.০০
খ) খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী	৩৬,৮৩৩.০০	৩৮,০৮০.০০	৩৯,৭৭৫.০০

এরমধ্যে মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের পুরো টাকাই ব্যয় করা হয়েছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয় সমূহ ছাড়া সরাসরি শিক্ষা দপ্তর এন. এস. এস. এর খাতে অন্য কোন ইউনিটকে দিয়ে ব্যয় করানো হয় কি না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এন.এস.এস. ইউনিট আমাদের যেখানে আছে সেখানে এন এস এস ইউনিটের মারফত সমস্ত টাকা খরচ হয়ে থাকে। এইগুলি সব বরাদ্দ আলাদা করেই দেওয়া আছে। ১০০ এর উপরে যে সব ইউনিট এর সদস্য সংখ্যা রয়েছে সেখানে ৪০০ টাকা করে ব্যয় করা হয়। আর যেখানে ১০০ এর নীচে ইউনিট এর সদস্য সংখ্যা রয়েছে সেখানে ২০০ টাকা করে ব্যয় করা হয়। এর অতিরিক্ত আর অন্য কোন টাকা ব্যয় করার কোন উপায় নেই। যা ধার্য্য আছে সেগুলি ব্যয় করা হয়ে থাকে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই এন.এস এস. টা কি বুঝতে পারলাম না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা বুঝিয়ে বলবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এন.এস.এস. হচ্ছে নেশন্যাল সার্ভিস স্কীম্।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মহাবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ছাড়া সরাসরি শিক্ষা দপ্তর অন্য ইউনিটের মাধ্যমে টাকা ব্যয় করেন না। তাছাড়া এই এন এস এস একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। আমরা দেখেছি বিদ্যালয় ছাড়াও অন্য বে-সরকারি কিছু কিছু ক্ষেত্রেও এন এস.এস এর টাকা ব্যয় হচ্ছে। এর মধ্যে কোন সম্পদ সৃষ্টি করার কোন উদ্যোগ আছে কি না বা কোন সম্পদ তৈরী হয়েছে কিনা এই এন.এস.এস-এর মাধ্যমে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, স্কুলগুলিতে এন.এস.এস. বাধ্যতামূলক করা হবে কি না? এই ধরনের চিন্তাধারা সরকারের আছে কি?

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা একটা ন্যাশন্যাল স্কীম, এই সমস্ত বিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিকস্তরে এই এন এস এস ইউনিট করা যায় কি না চেষ্টা করছি। তবে এই সম্পর্কে বাধ্যতামূলক কোন ব্যাপার নাই। এন.সি.সি. সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত সরকার করেছেন সেটা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা।

শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা (প্রমোদনগর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৮

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৮

প্রশ্ন

১। মোঙ্গিয়াকামী ব্লকের নমনজয় গ্রামে কোন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে, কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। এক নং প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপনের যে ক্রাইটিরিয়া সেটা কি পঞ্চায়েত ভিত্তিক না পপুলেশান ভিত্তিক করা হয়-সে বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানতে চাই।

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, জেনারেলী ক্রাইটিরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে আরবান এরিয়াতে জনসংখ্যা এক হাজার ধরে একটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র করার চেষ্টা করি। আর ট্রাইবেল এরিয়াতে ৭০০ ধরে সেখানে সেটা কাভার করা হয়। আর অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেখানে ৩০০ ধরে করার জন্য প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাই।

শ্রীঅনিমেষ দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ক্রাইটিরিয়াগুলি বলেছেন এই ক্রাইটিরিয়ায় যদি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। তাহলে এই নমনজয় গ্রামেও সেটা করা যায়। কিন্তু কেন সেখানে এই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হবে না- সে বিষয়ে আমি কিছু জানতে চাই।

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মোঙ্গিয়াবাড়ী ব্লকের এই পঞ্চায়েতে চারটা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে -(১) শচীন্দ্রনগর কলোনীতে, (২) আশলামপাড়াতে, (৩) গোকশাই পাড়াতে এবং (৪) দেওয়ানশব্দ পাড়াতে একটি করে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে। দেওয়ানশব্দ পাড়া থেকে এই নমনজয় পাড়া আধ-কিলোমিটার দূরত্ব হবে। আমার কাছে এই রিপোর্ট রয়েছে। এখন এরপরেও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দপ্তর থেকে আরো ৮০৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আর ৪২৩টি মিনি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র এর জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ধরনের কোন বরাদ্দ দেওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি দেননি। নতুন করে আমরা আবার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে আসার পর এখন বলেছেন এই ধরনের প্রত্যন্ত এরিয়া সম্পর্কে ডিটেইল রিপোর্ট পাঠাবার জন্য আমরা ডিটেইল রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের দিক থেকে বলেছি আরো দুইটা নতুন ব্লক হয়েছে অনেকগুলি পঞ্চায়েত হয়েছে সেগুলি আনকভার্ড রয়েছে। কোথায় কোথায় আনকভার্ড রয়েছে তার একটা ডিটেইলস রিপোর্ট দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে নতুন করে সেটা দেওয়া হয় সেটা কেন্দ্রীয় সরকার যেন বিবেচনা করে দেখেন।

শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে বাল্য শিক্ষার মানোন্নয়ন কমে গেছে। বাল্য শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি ধারাপাত, নামতা বা বিভিন্ন বইপত্র থাকে ক্লাস-১ বা তার পরের স্ট্যান্ডার্ডে আসার আগে। এই বাল্যশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এমনিতে যে পাঠ্যক্রম যে চালু রয়েছে সেটাকে আরো উন্নত করার জন্য আমরা চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। বাল্যশিক্ষায় সাধারণতঃ অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হয়। এর সঙ্গে আরো কতকগুলি যুক্ত রয়েছে যেমন শিশুদের টীকাকরণ বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে। এর সঙ্গে যে সব শিশুরা স্কুলে আসে তাদের মাতাদেরও সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী যুক্ত রয়েছে। আর এখন যে নতুন কার্যসূচী আমরা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে শিশুদের মধ্যে কালচারেল বা স্পোর্টস্ এইগুলি ৩.৬ বৎসরের শিশুদের যে বিষয়গুলি সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সেগুলি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র বা

এ.সি. সেন্টারের মাধ্যমে চালু করা যায় কি না সেটা চিন্তা ভাবনা করে দেখছি। আমরা আশা করছি কিছুদিনের মধ্যে এটা চালু করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ কুমার চাকমা।

অরুণ কুমার চাকমা (পেঁচারথল) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ২০

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ২০

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উপজাতি চাকমা ভাষা সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু উপজাতি ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে পঠন-পাঠন চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?
২। থাকিলে এ ব্যাপারে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?
৩। উদ্যোগ না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। বর্তমানে নেই।
২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩। এ ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

শ্রীঅরুণ কুমার চাকমা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানি যে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই চাকমা ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তৎকালিন শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় দশরথ দেবের আমলে। খুব সম্ভবত ১৯৮৪ ইং সনে। তার পরবর্তী সময়ে চাকমা ভাষা সাব-কমিটির দ্বারা একটা সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০০ ইং সাল থেকে চাকমা ভাষাকে একটা সাবজেক্ট রূপে চালানোর জন্য বা প্রাথমিক স্তরে পঠন-পাঠনের জন্য যে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত কেন কার্যকরি করা হয়নি?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ-মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা সরকারী পর্যায়ে দুটো ভাষায় স্বীকৃত বাংলা এবং কক-বরক্। আমরা কক-বরক ভাষায় সেই প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পঠন-পাঠন চালু আছে। কিন্তু এর বাইরে যে সমস্ত সংখ্যালঘু বিভিন্ন জনগোষ্ঠির ভাষা সেগুলোকে এখনও সেই প্রাথমিক স্তর বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োগ করার মত অবস্থা নয়। কাজেই ২০০৪ ইং সালের শিক্ষা বর্ষ থেকে চাকমা ভাষা সেই নিম্নলিখিত কয়েকটি বিদ্যালয়ে একটি ভাষার বিষয় হিসাবে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে চাকমা সাহিত্য বই ছাপানোর কাজ চলছে খুব শীঘ্রই বই প্রকাশ হবে। যে সকল বিদ্যালয়ে চাকমা ভাষা চালু করা হবে সেই বিদ্যালয় গুলো হলো ঃ- হেজামারা এস.বি. স্কুল প্রাথমিক বিভাগ, ছৈলেংটা লালাছড়া এস.বি. স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ, ছামনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ), নবীনছড়া হাইস্কুল কাঞ্চনপুর আন্দরছড়া এস.বি. স্কুল, কাঞ্চনপুর শান্তিপুর পি.ডি.এস., এস.বি. স্কুল। কামদেব ছাড়া এস.বি. স্কুল (প্রাথমিক বিভাগ) কাঞ্চনপুর, পেঁচারথল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ) এছাড়া হালামতগী ভাষা একটি বিষয় হিসাবে কিছু স্কুলে পড়ানো হচ্ছে। ১ম এবং ২য় শ্রেণীতে।

শ্রীঅরুণ কুমার চাকমা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ২০০৪ ইং সাল থেকে যে চালু করার কথা এখানে বলছেন তবে এই চালু করার ব্যাপারে কি পদ্ধতিতে চালু করা হবে এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- আমরা এখনও একমাত্র কক-বরক ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষার যে একটি ভাষা হিসাবে যেখানে যেখানে পাঠ্য পড়ানো হচ্ছে সেই ভাষার গোষ্ঠি গত শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে মোবিলাইজ করার জন্য

এবং তাদের মাধ্যমে সেই পড়াশুনার কাজ হয়। সুনির্দিষ্ট ভাবে এখনও সেই ভাষায় শিক্ষক নিয়োগের কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- প্রশ্নটা ছিল ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উপজাতি চাকমা ভাষা সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু উপজাতি ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে পঠন-পাঠন চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

সাপ্লিমেন্টারী করার পর উনি উত্তর দিচ্ছে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০০৪ সালে বিভিন্ন স্কুলে করবে এটা কি, কাগজে এক রকম বলছে এ-রকম হলে তা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- আমি মনে করি না এখানে যারা বিধায়ক আছেন তারা এত সাপ্লিমেন্টারীতে বলেছি একমাত্র ককবরক ভাষা প্রাইমারিতে আছে অন্যান্য ভাষায় সেটা করানো সম্ভব নয়, সেই জন্য আমরা এটা করছি না। এখন পরবর্তী কি সিদ্ধান্ত আছে এটা আমার কাছে নেই যদি হয়েও থাকে আমি এইটুকু মন্তব্য করছি যে এতগুলি সাব-কমিনিটি ভাষার মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলে পড়ানো সম্ভব নয়। আমরা প্রত্যেকটা ভাষাকে একটা ভাষার মাধ্যমে যাতে শিখতে পারে প্রাইমারি থেকে সেটা এই হলো উত্তর।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় (বনমালীপুর) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নিজে উত্তর দিতে না পেরে আমরা বুঝতে পারিনি বলে আখ্যা দেওয়া বিধানসভায় প্রশ্ন আসে বলে আমার মনে হয় না। আমি লক্ষ করেছি মাননীয় বিধায়ক যে প্রশ্ন করেছে উনি ভাল প্রশ্ন করেছে একটা সঠিক উত্তর চেয়েছেন। এখানে আমাদের হেয় করা হয়েছে। এখানে কোন বিধায়কের সম্মান নষ্ট হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখানে সম্মান নষ্ট হওয়ার মত কোন কথা বলেননি। মাননীয় সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ।

শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ (কদমতলা) ঃ- এ্যাড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নং-৪৫

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- কোয়েশ্চান নং - ৪৫

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কমদতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নথীভুক্ত নিজস্ব জমির পরিমান কত এবং বর্তমানে কি পরিমান জমি বিদ্যালয়ের অধিনে আছে,

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ের জমি বে-দখল হয়ে আছে,

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কারা এই জমি দখল করে রেখেছে।

৪। এই বে দখল জমি দখল মুক্ত করার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কবে নাগাদ এই জমি দখল মুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সরকারি নথীপত্রে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমির পরিমান ৯.৫৭ একর। উক্ত জমি থেকে ১.০৫ একর জমি বিদ্যুৎ দপ্তরকে সাব স্টেশন তৈরীর জন্য এবং ০.৩ একর জমি বি.ডি.ও কদমতলা আর.ডি. ব্লককে কম্যুনিটি হল তৈরীর জন্য দেওয়ার পরও ৮.৪৯ একর জমি বর্তমানে বিদ্যালয়ের অধিনে আছে।

২। সীমানা পুনঃনির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নহে।

৩। সীমানা পুনঃনির্ধারণের পরই সম্ভব হবে বলা।

৪। সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য গত ২১.০৬.২০০১ এবং ১০.১০.২০০৩ ইং তারিখে এস.ডি. এম. ধর্মনগরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শ্রীজোতির্ময় নাথ ঃ- আমার যতটুকু মনে আছে এর আগেও এই প্রশ্নটা আমি বিধানসভায় রেখেছিলাম। এই বে-দখলকৃত জমি সীমানা নির্ধারণ করতে কতদিন সময় লাগবে এবং যারা দখল করে আছে তাদের উচ্ছেদ করা হবে কি না বিধানসভায় বিবৃতি দিলে খুশি হব।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- গত ১০.১০.২০০৩ ইং তারিখে এস.ডি.এমকে বলা হয়েছে। আমি আশা করব এটা এস.ডি.এম দুই মাসের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করা উচিত। তারপর যদি বে-দখল জমি পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় সেখান থেকে উচ্ছেদ বা সরিয়ে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) ঃ- এডমিটেড কোশ্চেন নং -১৭ -

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার - ১৭

প্রশ্ন

১। তেবারিয়া হাই স্কুলকে উন্নতি করার পরিকল্পনা আছে কিনা,
২। থাকলে তাহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়,
৩। পরিকল্পনা না থাকলে তার কারণ কি, এবং
৪। তেবারিয়া হাইস্কুলের জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

১। তেবারিয়া হাই স্কুলকে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা এখনো নেই।
২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। তেবারিয়া হাইস্কুলটিকে উন্নতি করার কোনরূপ প্রস্তাব শিক্ষা দপ্তরের কাছে আসে নাই। তাছাড়া তেবারিয়া হাইস্কুলের নিকটবর্তী গান্ধিগ্রাম হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল বেলিবেড়া হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলের উক্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে।
৪। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হলে বিবেচনা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তেবারিয়া হাইস্কুলটি নিকটবর্তী শতকরা ৮৫ শতাংশ তফ্শীলি জাতি বসবাস করে। কিন্তু তফশীলি জাতির উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে। বেরিমুড়া এবং গান্ধীগ্রাম স্কুল তেবারিয়া হাইস্কুল থেকে অনেক দূরে। এই সব জায়গায় চলাফেরা করাটা অসুবিধায় সম্মুখীন হয়। সেই দিকে বিবেচনা করে উন্নতি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, দ্বিতীয়ত ঃ পড়াশুনার জন্য ওই স্কুলগুলিতে ক্লাসরুম উপযুক্ত নয়। বেড়ার স্কুল ঘর বা টিনের ঘর যেগুলি আছে সেগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আগামী অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে একটা পাকা গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- সাধারণত বিদ্যালয় এলাকায় যেখানে হাইয়ার সেকেন্ডারি করতে হয় সেখানে জন সংখ্যা ১৫০০ মত হতে হয়। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা অন্তত পক্ষে ৫০ জন হতে হয় এবং যারা পাশ করবে নিকটবর্তী হাইয়ার সেকেন্ডারির দূরত্ব হবে ৬ কিমি। আমার মনে হয় উক্ত দুইটি স্কুলের ৬ কিমি দূরত্ব থেকে কম হবে। এটার বিষয়ে প্রকাশবাবু জানেন। উনি যেভাবে প্রশ্নটা এনেছেন সেটা আমিও জানি। এই স্কুলটা অনেক পুরানো এবং তফ্শীলি কনস্টেটেড। সেখানে স্কুল ঘর নিশ্চয় পুরোনো আছে। আমরা এই স্কুল ঘরগুলির মেরামত অথবা পাকা ঘর নির্মাণে নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখব। বিবেচনায় না পড়লে নিশ্চয় এরকম না করার কোন কারণ নেই।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে ৬ কিমি দূরত্ব হলে এক একটা স্কুল তৈরী করা হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রকম দূরবর্তী স্থানে স্কুল ঘর নির্মাণ কোন সাল থেকে প্রযোজ্য হয়েছে। কারণ তালতলা এবং বেরিমুড়া স্কুলের দূরত্ব মাত্র এক কিমি। তালতলা স্কুল থাকা সত্ত্বেও গত তিন বছর আগে বেরিমুড়া স্কুল কিভাবে এক বছরের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে উন্নতি করা হল। ওই স্কুলের সংলগ্ন একশ শতাংশ তফ্শীলি নেই। তবে কোন ক্রাইটিয়ার সেটা উন্নতি করা হল সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আপনার যে আবেদন বা আপনার যে বক্তব্য আমি তার বিরোধীতা করছি না। আমি প্রসঙ্গত সরকারি রেফারেন্সই দিলাম।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন ৬ কিলোমিটার কিন্তু এটা ১ কিলোমিটারের মধ্যে হয়েছে। তিন বছর আগে কি ভাবে হল এবং কবে থেকে এটা প্রযোজ্য হল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **ঃ-** এটা নিশ্চয়ই অনেক আগেই হয়েছে এবং স্পেশালি নিশ্চয়ই কোন কনসিডারেশন হয়েছে। সেখানে প্রয়োজন আছে বলেই সেটা করা হয়েছে এবং সেটাই বলা হচ্ছে দেখা হবে।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কেন হবে না এটাই আপনার কাছে আমার জানার বিষয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নের তো উত্তর পেলাম না?

মিঃ স্পীকার ঃ- এই কথা বললেন পরবর্তী সময়ে খুব তাড়াতাড়ি করা যায় কিনা।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তো বলেননি যে, পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করা হবে?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার মত এত মুখস্থ শব্দ বলা আমার অভ্যাস নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, এটা তো কথার কথা নয়। মুখস্থ করে নিশ্চয়ই বলতে হবে কারণ রেফারেন্স বলছেন কিন্তু রেফারেন্সের তারিখ বলছেন না এটা তো হবে না। কবে এটা কার্যকরী হয়েছে এটা জানাতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে বলতে হবে স্যার, মাননীয় মন্ত্রী স্পেসিফিক বলতে পারছেন না। স্যার, সারকুলার আগরতলা শহর থেকেই দেয়া হয় তাই বলছি স্যার. মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন আজকে যদি না পারেন পরশু দেবেন না হলে পরের দিন দেবেন। আমার মত মুখস্থ না করে উনি বলতে পারেন কারণ উনার ব্রেইন ভাল।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, কবে হয়েছে এটা আমার জানা নেই। আমি প্রথম থেকেই বলছি আমার কাছে তথ্য নেই এটাই যথেষ্ট।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন উনার কাছে তথ্য নেই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- আপনার মত ছালা ভর্ত্তি করে রেফারেন্স নিয়ে আসব।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, সরকারি সিদ্ধান্ত কবে হয়েছে এটা হাউসকে জানাতে হবে। উনি আজকে বলতে না পারেন **পরশু দিন বলুন।**

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী পরবর্তী সময়ে বললেন।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- মাননীয় মন্ত্রী কেন পরবর্তী সময়ে বললেন?

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনাকে বাধ্য করার কোন স্কোপ নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- ইয়েস।

মিঃ স্পীকার ঃ- যতটুকু তথ্য আছে উনি দেবেন।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- কোনটা তথ্য।

মিঃ স্পীকার ঃ- বিভ্রান্ত অন্য জিনিস, বাধ্য করার কথা বলেছি।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, আমরা বলছি সিদ্ধান্ত নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- বরঞ্চ বিভ্রান্ত না করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন উনার কাছে তথ্য নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, আমরা বলছি সিদ্ধান্ত নেই। তাহলে মাননীয় মন্ত্রী বলুন সিদ্ধান্ত আছে এটা ক্লিয়ার করুন। দাঁড়িয়ে মনগড়া উত্তর দিলে চলবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- এ.সি. অধ্যুষিত এলাকা উনি স্বীকার করেছেন।
মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১৭৭

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ১৭৭

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকার ১২৫ টাকা করে প্রতি মাসে বার্ধক্য ভাতা প্রদানকরছে,
২। সত্য হলে বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে এই বার্ধক্য ভাতা আরও বৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা, এবং
৩। বৃদ্ধি করা না হলে এর কারণ?

১। ইহা সত্য।
২। বার্ধক্য ভাতার বর্তমান হার আরও বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা নাই।
৩। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ এই হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, এই সরকার কথায় কথায় বলে আমরা গরিব নিরীহ মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক পরিকল্পনা নিচ্ছি। যারা বার্ধক্যজনিত কারণে কাজ করতে পারেন না, তাদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। সন্ত্রাসবাদীদের উস্কানী দেওয়ার জন্য উগ্রপন্থীদের ভাতা বৃদ্ধি করতে পারে, তাদের ভাতা ১২৫ টাকা থেকে কয়েকগুণ বেশি। সন্ত্রাসবাদ থেকে যারা ফিরে আসে তাদের ভাতা দেওয়া হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদের আত্মত্যাগের কারণে আজকে আমরা বিধানসভায় কেউ মন্ত্রী কেউ সদস্য তাদের রাজ্য সরকার থেকে মাত্র ১০০ টাকা করে দেওয়া হয় তা আর বার্ধক্য ভাতা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা নাই আর্থিক দুরবস্থার জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব যদি সত্যিই আপনারা গ্রামের মানুষের গরিব মানুষের এবং অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করেন তাহলে এই অর্থ বাজেট থেকে এদের বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধি করবার কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা?

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, উনি আরও কয়েকটা বিষয় এটার সঙ্গে যুক্ত করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী উগ্রপন্থী ইত্যাদি বিষয় যদিও এটার সঙ্গে রিলেটেড না। এখানে ওল্ড এইজ পেনশন যেটা আমরা দিচ্ছি তার মধ্যে ৫০ টাকা করে স্টেট গভর্ণমেন্ট দিচ্ছে, ৭৫ টাকা করে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের যদি সদিচ্ছা না থাকত এই অপ্রতুলতার মধ্যে দিয়েও আমরা ৫০ টাকা করে দিচ্ছি এবং এতে রাজ্য সরকারের ৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বৎসরে খরচ হয়। এটা কি সদিচ্ছার প্রতিফলন নয়? আরও বাড়াতে পারলে ভাল। যেমন বিকলাঙ্গ ভাতার জন্য আমরা সেন্ট্রাল থেকে ১ পয়সাও পাই না। আমরা এই ব্যাপারে অনেক লেখালেখি করেছি যাতে তারা একটা শেয়ার তাদের জন্য দেয়। এটা আমরা সেন্ট্রাল থেকে পাচ্ছি না। এটা রাজ্য সরকার ১২৫ টাকা করে বিকলাঙ্গদের ভাতা দিচ্ছে। এই সমস্ত পরিসেবার যে বিষয়গুলি এগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছে। আমরা বিষয়গুলি নিয়ে যথেষ্ট যত্নবান এবং সহানুভূতিশীল। ১২৫ টাকায় কিছু হয়না, এটা ঠিক এটা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু এই সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, আর্থিক অপ্রতুলতা অস্বীকার করা যায়না। অতএব এই ধরনের কোন চিন্তা-ভাবনা আমাদের নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যখন গতকাল অমরপুরে গিয়ে পৌঁছি বেশ কয়েকজন বিকলাঙ্গ অন্ধ এবং বার্ধক্য ভাতা পান তারা এসে অভিযোগ করেছেন যে গত ৪ মাস ধরে তাদের ভাতা বন্ধ হয়ে আছে এবং আমি খবর পেয়েছি বেশ বিশ্বস্তসূত্র থেকে এই টাকাগুলি ব্যাঙ্ক রেখে কিছু লোক ব্যাংকের সুদ গুনছেন। এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং অতি সত্ত্বর এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- এইরকম কোন তথ্য যদি মাননীয় সদস্য এর কাছে থাকে তবে দিলে নিশ্চয়ই সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে গত ২-৩ মাস যাবৎ এদের কোন কোন জায়গাতে সব ব্লকে না, কয়েক্টা ব্লকে ভাতা ইরেগুলার বিকলাঙ্গদের। এই ব্যাপারে আমরা অর্থ মন্ত্রকের কাছে টাকা চেয়েছি। অর্থ মন্ত্রকের কাছ থেকে টাকা পেয়ে গেলে আমরা দিয়ে দেব। আর আপনি যেটা বলেছেন যে টাকা হাতে রেখে দিচ্ছে না বা ট্রেজারীতে বা অন্য কোন জায়গায় জমা আছে সেখানে আমাদের কোন কর্মচারীর দুর্বলতার কারণে সেই টাকাটা পৌঁছোচ্ছে না এই ব্যাপারে আমরা তদন্ত করে দেখব। এটা কেন হবে?

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে, বার্ধক্য ভাতা যথাসময়ে দিচ্ছে না কর্মচারীর গাফিলতির কারণ কিনা উনি দেখবেন। আমি কল্যাণপুর ব্লক সম্পর্কে বলছি কল্যাণপুর ব্লক এখান থেকে মাত্র ৬২ কিলোমিটার দূরে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত। এটাতে কোন সমস্যা নাই। এখানকার একশন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ৪ মাসের ভাতা উনার কাছে জমা রেখে দেয়। আমাদের চাপে পড়ে ৪ মাসে ৫০০ টাকা দেওয়ার কথা সেখানে ৪০০ টাকা করে পেমেন্ট করে। আমরা বি.ডি.ওকে অভিযোগ করেছি উনি এই ব্যাপারে তদন্ত করেননি। এরকম স্পেশিফিক কোন অভিযোগ দিলে তদন্ত করে এদের ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীমানিক দে ঃ- মাননীয় সদস্যের কাছে যদি এই ধরনের কোন অভিযোগ থাকে দিন আমি তদন্ত করব। যদি এইরকম প্রমাণিত হয় নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা অন্যায়। উনি সুনির্দিষ্ট ভাবে দেন নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব। যদি এই ঘটনা সত্যি হয় ব্যবস্থা নিতেই হবে এটা অন্যায়।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত ঃ- স্যার, দৃষ্টিহীনদের ভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা এবং এই প্রকল্পটি কি কেন্দ্রীয় প্রকল্প না কি রাজ্য প্রকল্প এবং এই প্রকল্পের জন্য ভাতা কত নির্ধারিত করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- দৃষ্টিহীনদের সবার জন্য ভাতা দেওয়ার কোন চিন্তাভাবনা সরকারের নাই। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, দৃষ্টিহীনদের মধ্যে যারা এইট পাশ করেছেন এবং দুই বৎসর আগে এম্প্লয়মেন্ট

এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা ৫০০ টাকা করে বছরে ভাতা দেওয়ার একটা চিন্তাভাবনা করেছি। তবে এটা কার্যকরী করার জন্য আরও কিছু সময় লাগবে কারণ আমরা ইতিমধ্যে এম্‌প্লয়মেন্ট এক্‌চেঞ্জের কাছে নাম চেয়েছি এবং সেই নামগুলি আসার পরেই আমরা আমাদের কাজ শুরু করব এবং চলতি অর্থ বৎসরের ১লা নভেম্বর মাস থেকে এটা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রীসভা গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারের নিজস্ব অর্থ থেকে যোগান দিয়ে এই ভাতা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারের নিজস্ব অর্থ থেকে যোগান দিয়ে এই ভাতা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমরা কোন রেস্‌পন্স পাইনি।

শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ ঃ- ধর্মনগর সাব-ডিভিশনের দুইটা ব্লকের একটা হল পানিসাগর আর একটা হল কদমতলা। এই দুইটা ব্লকে গত চার মাস যাবত বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছে না এবং এটা শুধু এবারই নয়, প্রায়ই চার মাস কি ছয় মাস পর্যন্ত এই ভাতা বন্ধ থাকে আবার হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই বার্ধক্য ভাতাগুলি যাতে রেগুলার পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক দেব (মন্ত্রী) ঃ- এই বার্ধক্য ভাতাটাতো চালু করেছি আমরাই এবং এটা থেকে অনেক রাজ্য সরকার এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এটা দেওয়া দরকার। আর আমি আগেই বলেছি বিকলাঙ্গ ভাতার ক্ষেত্রে একটু ইরেগুলারিটিস আছে। বার্ধক্য ভাতা গত চার মাস ধরে দেওয়া হয়নি এই বিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কারণ বার্ধক্য ভাতা আমরা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দিচ্ছি। তবু আমি বলছি এরকম যদি হয় কোন ব্লকে যে গত চার মাস ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। এটা মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন বিষয়টার আমি খোঁজ খবর নেব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব তবে এরকমটা হওয়ার কথা নয়।

শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ ঃ- স্যার, এই ভাতা যারা পায়নি তাদের দরখাস্ত আমি নিজে এই হাউসের কাছে দেব।

শ্রীমানিক দেব (মন্ত্রী) ঃ- ঠিক আছে, মাননীয় সদস্যের কাছে যদি থাকে তো আপনি মাননীয় স্পীকার সাহেবের মাধ্যমে দিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা।

শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা (রামচন্দ্রঘাট) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯২

শ্রীঅনিল সরকার (শিক্ষামন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৯২

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে একমাত্র রতনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কক্‌বরক ভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে,

২। ইহাও কি সত্য যে, ঐ বিদ্যালয়ে কক্‌বরক ভাষা জানেন এমন শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে এবং

৩। সত্য হলে তার কার কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। সত্য নহে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রতনপুর উচ্চ মাধ্যমিক যে বিদ্যালয়টি এটিই একমাত্র বিদ্যালয় রাজ্যের মধ্যে যেখানে মাধ্যমিক পর্যন্ত কক্‌বরক ভাষা চালু আছে। ওখানে বর্তমানে সিক্‌স্ টু টেন পর্যন্ত ক্লাসের জন্য মাত্র

তিনজন কক্‌বরক ভাষার শিক্ষক রয়েছেন। অন্তত একটা করে যদি সাবজেক্ট্ নেওয়া হয় তাহলে সেখানে সাত জন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কাজেই সেখানে কক্‌বরক ভাষার শিক্ষক আরও নিয়োগ করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এখন কক্‌বরক ভাষাভাষী শিক্ষকরা এই শিক্ষকতার কাজটা করেন। সেখানে আলাদা করে কক্‌বরক সাব্‌জেক্ট্ ওরিয়েন্টে বা কোন রকম প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা এই কাজটা শুরু করিনি। কিন্তু আমরা অদূর ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের কাজটা করব। এখন কক্‌বরক ভাষাভাষী শিক্ষক সম্ভবতঃ আরো অনেক আছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার কাছে যে ফিগারটা এখানে আছে - ১৪ জনের মত কক্‌বরক জানা শিক্ষক আছে। এখন যদি পার্টিকুলাররলি স্পেশিয়েলাইজ কাউকে দিয়ে করানো হয়ে থাকে তাহলে সেখানে তিন জন হতে পারে। কাজেই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না কক্‌বরক ভাষী শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ করব ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্চয়ই একটু দেরী হবে। বিশেষত রতনপুর স্কুলের একমাত্র দশম শ্রেণী পর্যন্ত কক্‌বরক ভাষা আছে। কাজেই আমরা চিন্তাভাবনা করছি কি করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই কাজটা আমরা করতে পারব।

শ্রীঅরুণ কুমার চাকমা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৪ জন এই যে ক্লাস-১ টু ক্লাস ৫ এর জন্য রয়েছে এটা বেশীই রয়েছে। কিন্তু যেখানে ক্লাস-৬ কাজেই এখানে যে দুর্ভোগ বা অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে তার নিরসনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না এবং রাজ্যে অন্যান্য যে সমস্ত স্কুল রয়েছে সেখানেও মাধ্যমিকস্তর পর্যত এই কক্‌বরক চালু করার জন্য পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করবেন কি না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্পীকার স্যার, আগামী নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে রতনপুর স্কুলে আরো কক্‌বরক শিক্ষক বাড়ানো যায় কি না সেটা দেখব।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে কক্‌বরক ভাষী শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে তাহলে তিনি কিভাবে আগামী বছরে কক্‌বরক ভাষী শিক্ষক নিয়োগ করবেন?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে প্রাইমারী সেকশানেই রয়েছেন ১৪ জন কক্‌বরক ভাষী শিক্ষক- তাদের দিয়েই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হবে।

শ্রীঅরুণ কুমার চাকমা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কক্‌বরক ভাষায় পাঠক্রম করা হয়েছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই একটা ভাষা তার সাহিত্য বিষয়ক পাঠক্রম তৈরী হয়। এটা প্রথম হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ, বিরোধী দলনেতা।

শ্রীরতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২০৬

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২০৬

প্রশ্ন

১। গত ১৬-০৩-২০০১ তারিখে অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৩০ এর পরিপূরক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল অনুমোদন ক্রমে যে সব শিক্ষকরা উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন তাদেরকে একটা এড্‌ভান্স ইন্‌ক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। বিধানসভায় বিভাগীয় মন্ত্রীর উক্ত আশ্বাসের পর তাদের এড্‌ভান্স ইন্‌ক্রিমেন্ট প্রদান না করার কারণ কি?

২। কবে নাগাদ উক্ত এড্‌ভান্স ইন্‌ক্রিমেন্ট প্রদান করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের চাকুরীতে নিয়োগকালিন সময়ে দপ্তরের অনুমোদনক্রমে ০১-০১-১৯৯২ বা তার পরে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন তাহার অর্থ দপ্তরের সেহা নং এফ ৪ (৬২) ফিন (পি.সি) ৯২ তাং ০৭-১২ ৯২ ইং মূলে ০১-০১-৯২ ইং হইতে ৩১-১২-৯৮ ইং পর্যন্ত একটি অতিরিক্ত এড্‌ভান্স ইনক্রিমেন্ট পাইয়াছেন। আর.ও.পি. রুলস ১৯৯৯ চালু হওয়ার পর অর্থ দপ্তরের সেহা নং-এফ ৬(১)-ফিন (পি.সি) ৯৮ তাং ২২-০৭-২০০২ মূলে তাহা ০১-০১-৯৬ ইং হইতে দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

২। অর্থ দপ্তরের সেহা নং এফ-৬(১) ফিন (পি.সি) ৯৮ তাং ২২-০৭-২০০২ মূলে উক্ত এড্‌ভান্স ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না।

শ্রীরতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ১৬-০৩-২০০১ ইং তারিখ এই হাউসে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ১৯৯২ এর আগে পর্যন্ত যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকারা দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদের স্কেল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু অনুমোদনক্রমে যারা এই ১৯৯২ এর আগে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন তাদেরকে একটা এড্‌ভান্স ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে শুনেছি। সার্কুলারে কি আছে আমি জানি না। সাতজন শিক্ষক আমার অফিসে আসেন এবং তারা নাকি ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না। তারা যাতে ইনক্রিমেন্ট পেতে পারেন এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, অর্থ দপ্তরের সিদ্ধান্তমূলে যে তারিখের পর থেকে যে সকল শিক্ষকরা ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না এর মধ্যবর্তী সময়ে যদি কোন শিক্ষকের এই সমস্যা থাকে আমরা সেটা দেখতেই পারি।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার জানা মত এমন ছয়-সাতজন শিক্ষক রয়েছেন যারা এই ইনক্রিমেন্ট পান নাই। তাহলে কি আপনার আশ্বাসের ভিত্তিতে আমি আপনার দপ্তরে তাদের ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিষয়টি নিয়ে কিছু লিখব?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- চিঠি আপনি দিন। তবে সেটা যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয় নিশ্চয়ই আমরা দেখব। এই সময়কালের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৬

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- অ্যাডমিটেডে স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬

প্রশ্ন

১। বহিঃ রাজ্যে পাঠরত রাজ্যের তফ্‌শীলি জাতি-উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ দেওয়া হয় কিনা?
২। দেওয়া হলে কি হারে দেওয়া হয়।
৩। না দেওয়া হলে এর কারণ কি?

১। শুধুমাত্র উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের এই স্কলারশীপ দেওয়া হয়।
২। বহিঃ রাজ্যে পাঠরত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশীপ নিম্ন হারে দেওয়া হয়।
ক) ডে স্কলার-মাথা পিছু ৯০ টাকা করে। খ) হোস্টেলার মাথাপিছু ১৫০ টাকা করে দেওয়া হয়।
৩। এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা বেশী না। কিন্তু এই যে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ যেভাবে দেওয়া হয় সেটা বোধ হয় কোন কাজে লাগে না। আশা গ্রামের একটা ছেলে বি.এ. পাশ করে ট্রাইবেল সুপারভাইজার হিসাবে চাকুরী পাওয়ার পরে ওর নামে টাকা স্যাংশন হয়। আমার ছেলে শিলং-এ পড়াশুনা করছে। এক বছরের উপর চলছে এখনও জানতে পারলাম না যে ওর নামে টাকা স্যাংশান হয়েছে কিনা। অন্যান্য স্টেটে যারা পড়ছে যেমন, এম.বি.বি.এস, এগ্রিকালচারে বা অন্য কোন স্টেটে যারা পড়াশুনা বহিঃরাজ্যে করছে তাদেরকে কিভাবে দেওয়া হয়-এখানে কিন্তু সেটা পরিস্কার করে বলা হয়নি। এগ্রিকালচারে যারা পড়ছে তাদেরকে নাকি কলেজগুলিতে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাহলে অন্যান্য স্টেটে যারা পড়ছে তাদের বেলায় এমনটা না হওয়ার কারণ কি? এটাও শুনেছি, অন্যান্য রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন বহিঃরাজ্যে পড়াশুনা করে তখন প্রতি মাসে মানি অর্ডার করে ঐ ছাত্রের নামে মানি অর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দেয়। এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার টাকাটা প্লেস করে এডুকেশানের কাছে। তারপর এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট টাকা স্যাংশান করে। তবে এটা স্যাংশন হতেই দু-তিন বছর লেগে যায় এবং কোর্সটাই হয়ত শেষ হয়ে যায়। এটাকে সরলীকরণ করা যায় কিনা? যাতে যত দ্রুত টাকাটা পাওয়া যায় এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- এটা দরখাস্ত করা, টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে যে জটিলতা হয় এটা সত্য। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠালে পরে দেরী হয় অনেক সময়। তবুও বলছি এবং প্রশ্ন কর্তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেই বলছি এটাকে কিভাবে আরোও সহজ করা যায় সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এস.টিদের দেওয়া হয়। এস.সিদের দেওয়া হয় না। রাজস্থানের বনস্থলিতে চারজন এস.সি ছাত্রী পড়াশুনা করছে। তারা শুরু থেকেই এখানে আছে। কিন্তু সেখানে দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এখন তারা আর সেই স্টাইপেন্ড পাচ্ছেন না। তারা বারবার দপ্তরের কাছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে গিয়েছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা সেই স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না। যার ফলে সম্ভবত তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু প্রথম থেকে তারা সেখানে আছে এবং ন্যূনতম সেখানে থেকে যাতে পড়াশুনা করে ফিরে আসতে পারে এই দায়িত্ব নেওয়া হবে কি? এ ব্যবস্থা যদি না নেওয়া হয় তাহলে একটা বৈষম্য থেকে যায়। তারা দ্বাদশ ক্লাশ উত্তীর্ণ হয়েছে এখন কলেজে গিয়েছে। এদের স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের একটা ফেইজে দেওয়া হয় বাইরে যারা পড়াশুনা করে। এস.সি.দের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও সেই বনস্থলীতে যারা আছে আমরা বনস্থলীতে তফ্শীলি ছাত্রছাত্রীরা থাক এটা এখন আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ এখানে এখন অনেক ভাল স্কুল হয়ে গেছে রেসিডেনসিয়াস স্কুলও হচ্ছে। এখন যারা রয়ে গেল তাদের ব্যাপারে আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রীসুধন দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেখানে মাত্র চারজন রয়ে গেছে এবং তারা স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না। যেকোন সময় তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে। একাধিক বার তারা এই বিষয়ে দপ্তরের অধিকর্তা, কমিশনার এমনকি মন্ত্রী মহোদয়ের কাজেও গিয়েছেন। এটা খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা, নাহলে তাদের ভবিষ্যতে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অন্তত তারা যাতে শেষ করে আসতে পারে। পরবর্তী সময় আর না নেওয়া হলে কোন আপত্তি নেই। তারা গণ্ডাছড়া এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে গিয়েছে পড়াশুনা করতে তাদের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যতটুকু জানি তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে স্টাইপেন্ড দেওয়া যাবে না। তারপরও তারা কনটিনিউ করছে।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্পেশাল কনসিডারেশন হিসাবে দেখা যায় না? আজকে তারা মাঝখানে এসে আটকিয়ে আছে ওদেরকে যেকোন সময় পাঠিয়ে দেবে। তাহলে হাফডান অবস্থা সমস্যা হয়ে যাবে। আবার মনে হয় এই ব্যাপারটা একটু গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে মাত্র চারজন এই ব্যাপারটা বোধ হয় একটু গুরুত্ব দেখা উচিৎ।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দ্বাদশ শ্রেণীর পর পাঠরত এইসব ছাত্রছাত্রীদেরকে বাইরে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে না। এখন এই যে চারজন আছে তাদের ব্যাপারে এক্ষুনিই কিছু বলা সম্ভব না। আমরা জিনিষটাকে খতিয়ে দেখব বলেছি।

শ্রীসুধন দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ.টিদের দেওয়া হচ্ছে, এ.সিদের দেওয়া হচ্ছে না, এটা একটা বৈষম্য থেকে যায়। প্রথম থেকে যদি তাহলে এক বিষয়। শুধু চারজনের ব্যাপার দুই বছরের স্টাইপেন্ড দিলে তারা শেষ করে আসতে পারে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- এখানে মুখ্যমন্ত্রীও আছেন চারজনের জন্য স্পেশাল কিছু করা যায় না?

মিঃ স্পীকার ঃ- বলেছেনতো খতিয়ে দেখবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন না আমি বুঝছি না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিষয়টা ১৯৮২ সাল থেকে এস.টি., এস.সি ছাত্রীদের পাঠানোর একটা স্কীম নেওয়া হয় এবং ২০০০ সালে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন ভারতীয় বিদ্যা ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠানো হচ্ছে। এখন এস.টিরাও পায় না, এস.সিরাও পায় না। কিন্তু যারা অলরেডি ঐখানে এডমিট বা কনটিনিউ করছে তাদের সংখ্যা মাত্র কয়েকজন, কয়েকজন এস.সি. কয়েকজন এস.টি। তাদের দিকটা মানবিক দিক থেকেও অন্তত গ্রেজুয়েশান সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত থানা দরকার বলে আমি মনে করি। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ- গোপালবাবু আপনি বলুন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজস্থানের বনস্থলীতে যে চারজন রয়েছে তাদের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যদি কোন সিদ্ধান্ত না নেন তাহলে তো এটা রাজ্যের প্রেসটিজের ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য বিরোধী দলনেতা বলেছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ- যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল এটা রেসপেকটিভ কিনা? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি নিজেও অ্যাডভোকেট, আপনি আইন জানেন এটা রেসপেকটিভ কিনা। একটা লোককে পাঠিয়ে মাঝপথে তাদেরকে সর্বনাশ করার কোন প্রশ্ন উঠে কিনা। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যেহেতু চারজন তারা এস.সি. তাদের ভবিষ্যত এভাবে নস্যাৎ করে এবং রাজ্যের প্রেসটিজ সেটাকে পদধূলিত করার কোন সিদ্ধান্ত এখন যেটা নিয়েছেন সেটাকে পরিবর্তন করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে রাজস্থানের কথা বলা হয়েছে সেটা তো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছিল। এখানে কতজন লোককে সেখানে পাঠিয়ে মাঝপথে তাদেরকে সর্বনাশ করা হয়েছে কি না? অমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব - যেহেতু তারা চারজন তফশীলি জাতির ছাত্র তাদের ভবিষ্যৎকে এভাবে নষ্ট না করে রাজ্যের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটাকে পরিবর্তন করে তাদের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার, আমাদের বক্তব্য একদম পরিষ্কার যে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাদের অভিভাবকদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সেখানে সময় সাপেক্ষ থাকবেই। তবু এই কথাটা এখানে বারবার আসছে আমরা বলছি পরীক্ষা করে দেখব। এখানেই সরকার বলে দিতে পারবে না। তবে নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করা যায় কিনা আমরা তা দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ- মিঃ স্পীকার, সাপ্লিমেন্টারী একই ধরনের প্রশ্ন এবার দিল্লীতে এস.টি.এস.সি. কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তাদের হাউস রেন্ট হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা মোটেই যুক্তি সংগত না। তারা এই স্টাইপেন্ড বা এসিস্টেন্টের উপর নির্ভর করেই ভর্তি হয়। অথচ হঠাৎ করে ভর্তি হওয়ার পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই রকম ক্ষেত্রে যাহাতে পুনর্বিবেচনা করা হয়, এই ব্যাপারে দেখবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার, ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার না। ভর্তি হওয়ার পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই রকম ঘটনা আমার কাছে খুব বেশী তথ্য নেই। এটা সম্ভবত মাননীয় বিধায়কের মেয়ের ক্ষেত্রে হয়েছে। যাই হউক এটা আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্যগণ প্রশ্ন পর্ব শেষ। আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি যে যে সমস্ত তাঁরকা চিহ্নিত প্রশ্নগুলি উওর প্রদান করতে পারেননি সেই সমস্ত উত্তরগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য। সেই সমস্ত উত্তরগুলি বিধানসভার অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

ANNEXURE 'A& B'

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কার্যসূচীতে একটা শোক প্রস্তাব আছে। এখন আমি শোক প্রস্তাবটি পাঠ করছি।

আমি গভীর দুঃখের সহিত এই সভাকে জানাচ্ছি যে ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের পোরধা নেতা এবং ত্রিপুরা গণুক্তি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রামকুমার দেববর্মা গত ২৪শে ডিসেম্বর ২০০৩ ইং তারিখে অমরপুর মহকুমার করবুকে তার নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বৎসর। মৃত রামকুমার দেববর্মা খুয়াই মহকুমার কমল নগরের ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠন হওয়ার সময় তিনি ছিলেন উক্ত সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯০১ সালে রাইমাব্যালি বিধানসভা উপ-নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি ত্রিপুরার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রাক্তন বিধায়ক রামকুমার দেববর্মার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যদের ২(দুই) মিনিট দাড়িয়ে নিরবে প্রাক্তন বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(নিরবতা পালন করার পর)

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৮ সালে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পরে তৎকালীন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মার প্রচেষ্টায় সেখানে ট্রাইবেল ছাত্রদের একটা হোস্টেল ভাড়া করে দেওয়া হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মদনলাল খুরানার উনার বাড়ির সঙ্গে একটা বিশাল বিল্ডিং ভাড়া করে সেখানে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তখন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জীতেন চৌধুরী মহাশয় উনিও সেখানে ভিজিট করেছেন বা ছাত্ররাও তাদের সঙ্গে দেখাশুনা করেছেন সেখানে যারা পড়াশুনা করে ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা ভেবেই সেখানে একটা ঘর ভাড়া করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যে কোন কারণেই হোক সেটা কি কারণে জানিনা এই হোস্টেলটা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এখন সেখানে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী তারা খুব অসুবিধার মধ্যে আছে, কেন এটা বন্ধ করা হলো এবং এটা আবার চালু করা যায় কিনা এখন মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এটা যদি বলেন তা হলে ভাল হয়।

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিকই যে ২০০০ সাথে দিল্লীতে পোস্ট গ্রেজুয়েট স্তরে যারা লেখাপড়া করবে ট্রাইবেল ছেলে তাদের জন্য একটা হোস্টেল করা হয়েছিল একটা ভাড়া ঘরে এবং এটা যথারীতি সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল এবং পোস্ট গ্রেজুয়েটদের জন্য করা হলেও দেখা যায় পরবর্তী সময়ে সেখানে ঐ হোস্টেলে কলেজে পড়ুয়া

এমনকি স্কুলে পড়ুয়া ছেলেরাও সেখানে স্থান পায় এবং যথারীতি তখন গর্ভারমেন্ট বা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তাদের যদিও বলছিল পোস্ট গ্রেজুয়েটদের জন্য এখানে স্কুলের ছাত্রদেরকেও এই স্টাইপেন্ড প্রদান করে এবং এই সুযোগ তারা গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়তে হোস্টেলে একটু ডিসিপ্লিন নষ্ট হয় এবং সরকারকে বাধ্য হয়েই সেই হোস্টেল ঘর যেটা ভাড়া করা হয়েছিল সেই ভাড়া ঘরটি ছেড়ে দিতে হয় এবং যে সমস্ত ছেলেরা সেখানে ছিল তাদের কোর্স কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যারা স্কুলে আছে তাদের মাধ্যমিক আর যারা একাদশ শ্রেণীতে আছে তাদের দ্বাদশশ্রেণী পাশ না করা পর্যন্ত এবং যারা ডিগ্রিতে আছে তাদের ডিগ্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর যারা পোস্ট গ্রেজুয়েট এটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মাসে দুই হাজার টাকা দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত হয় এবং তারা এই দুই হাজার টাকা দিয়ে যার যার ব্যবস্থায় তারা থাকা শুরু করে। তবে আমরা পরবর্তী সময়তে রিভিও করি এই আর্থিক বছরে দেখা যায় রিভিওতে শুধু যারা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন যারা ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট তারা ছাড়াও এমনকি করসপন্ডেস কোর্সে যারা পড়াশুনা করে যাদের দিল্লীতে থাকার দরকার নেই তারাও এই সুযোগটা গ্রহণ করছিলেন। আমরা এটাকে স্ট্রিকলি রিভিও করি এবং ঠিক করি যে এখন পর্যন্ত যারা স্টাইপেন্ড পায়- দে উইল কন্টিনিউ। পোস্ট গ্রেজুয়েট না হলেও ডিগ্রি পর্যন্ত। কিন্তু এই বছর থেকে শুধু মাত্র পোস্ট গ্রেজুয়েট, যাদের জন্য এই স্কীম তৈরী করা হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে তাদেরকে দেওয়া হবে। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে এই বছর দেওয়া হয়নি দুইটা কি তিনটা এই রকম উনার মেয়েও আছেন। আমি বলেছি যে না আমরা তো করেছি পোষ্ট গ্রেজুয়েটদের জন্য নট ফর দি ডিগ্রী। পোষ্ট গ্রেজুয়েট যারা তাদেরকে আমরা দুই হাজার দিতাম এটা আমরা দেব। আর হোষ্টেল করলে ভাল হত ঠিকই আমরা দেখছি সেখানে আমাদের দিল্লী ত্রিপুরা ভবনের সাহায্য নিয়ে দিল্লীতে ২০, ২৫ জন ছেলেমেয়েদের জন্য ঘর পাওয়া খুবই কঠিন। আমি পার্সোনালি ইন্টারেষ্টেড ছিলাম বিভিন্ন ভাবে আমাদের বর্তমান চীফ সেক্রেটারী যখন সেখানে রেসিডেন্স কমিশনার ছিলেন তাঁকে দিয়েও চেষ্টা করেছি এবং আমি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছি যে তোমরাও দেখ কিন্তু তারাও ঠিক সেই রকমভাবে সন্ধান দিতে পারেননি। তারা বলছে ঠিক আছে আমাদেরকে দুই হাজার টাকা করে দিন আমরা চেষ্টা করে দেখব এই হল ঘটনা। এখন প্রশ্ন হলো এইবার যারা পায়নি এরা কিন্তু পোষ্ট গ্রেজুয়েট না তারা বিলো ডিগ্রির জন্য আমরা এই স্কীম করি না। এটা আমরা করছি ফর দ্যা পোষ্ট গ্রেজুয়েট।

শ্রীরতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আপনার মাধ্যমে একটা ব্যাপার জানতে চাই যে দিল্লিতে মন্ত্রীসভার আয়তন ছোট করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে অন্য রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে আলোচনা করেছেন এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী এল. কে. আদবাণী বুদ্ধবাবুর সাথে কথা বলেছেন, বুদ্ধবাবু এগ্রি করেছে ৬ জন মন্ত্রী উনারা কমিয়ে নেবেন। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কোন আলোচনা করেছে কিনা, যদি আলোচনা করে থাকে সেটা কি এবং অবহিত করার জন্য আমি হাউসকে অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হচ্ছে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ পড়ে বলেছেন, আসলে বুদ্ধবাবুর সাথে আদবাণী সাহেবের কথা হয়েছে কিনা আমি জানি না। আর এটা পার্লামেন্টে বিল আনবেন কোন রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে এটা নীতিগত ব্যাপার এবং আমরা প্রথম থেকেই বলেছি যে মন্ত্রীসভার আয়তন ছোট হওয়া উচিত এবং একই সাথে আবার মেয়েদের রির্জাবেশন-এর জন্য দুটুই আমরা বলছি যাই হোক দেরীতে হলেও মন্ত্রীসভার আয়তন ছোট করার একটা বিল পাশ হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে আমাদের আরও দুটো শর্ত ছিল, একটা শর্ত ছিল প্র্যাপিশিএইট রিপ্রেজেন্টটেশন এ্যান্ড রাইট টু রি-কল। কিন্তু এইগুলো তারা কনসিডার করেনি। তার একটা পয়েন্ট ছিল যে ইলেকশান ফান্ডিং তার সবটা গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া বেয়ার করুক এটা করতে পারলে পর করাপশনটা চেক দেওয়া সম্ভব হত এইগুলো তারা কনসিডারেশনের মধ্যে আনেনি যেগুলো সবাই মিলে একমত হয়েছেন সেইগুলো বিল আকারে এসেছে এবং দেখছেন রাজ্যসভা এবং লোকসভাতে এটা আন-অপোজীড উইথআউট এনি ডিসকাশন দ্যাট ওয়াজ এডপটেড আনএনিমাসলি। এটা এখন রাজ্যসভা এবং লোকসভায় পাশ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে বা আমাদের স্পীকার সাহেবের অফিস থেকে রাষ্ট্রপতির

কাছে গেছে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে পর এইগুলো আসবে। আর যখন আসবে তখন আমরা আমাদেরটা দেখব যদিও এই প্রসঙ্গে মাননীয় বিরোধী দলনেতা কিছু বলেননি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের কিছু কিছু সাংবাদিক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছেন যে বিষয়টা আমরা সমর্থন করছি সেই বিষয় আমাদের কার্য করতেই হবে। আর আমার সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- হাউসে ডিসকাশন এবং রেজিউলিউশান আকারে এটা পাঠাতে পারলে বোধ হয় ভাল হত। কারণ আমাদের ছোট ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে এটা মোটেই এপ্লিক্যাবল না। পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ১০ পারসেন্ট ধরেছি রাজ্যসভা এবং লোকসভা মিলিয়ে ৮০০ হয়। ৮০০ শত এর ক্ষেত্রে ৮০ জন মন্ত্রী করা খুবই স্বাভাবিক, যদিও এখানে ১২ জন ধরেছে। কিন্তু বি. জে. পি শাসিত অরুণাচলে অলরেডি ৩৭ জন, তাপরে মেঘালয়ে ৪৭ জনের মধ্যে ৪১ জন কেবল মন্ত্রী। এইসব রাজ্যে কি করা সম্ভব, এটা একটা আলোচনা করা দরকার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মহোদয়, আসলে আমাদের ত্রিপুরায় এক সময় ৫ জন, ৬ জন মন্ত্রী ছিলেন। এটা বাড়াচ্ছি আমরা এই জোট আমলে গিয়ে আমাদের রাজ্যের রেকর্ডটা ভেঙ্গে দিয়েছে। আমরা যদি আরও কমাতে পারতাম শুরুতেই ভাল হত। আমাদের সংখ্যাটা যদি আরও কমাতে পারতাম ভাল হত কিন্তু করছি আমরা। আমাদের বিভিন্ন দলকে একোমোডেট করতে হয় সেটা করতে গিয়েই এটা হচ্ছে। এটা বাস্তব এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

আমাদের এখানে এটা ব্রেক করেছি কিন্তু ঐ সময়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, এখন পার্লামেন্টে কি হচ্ছে সব মন্ত্রীর নাম প্রধানমন্ত্রী জানেন না সম্ভব না। আমাদের উত্তরপ্রদেশে এটা তো মন্ত্রী সভা এটা জাম্বোরী কেমন না এটা হওয়ার না। আপনি অরুণাচলের কথা বললেন ওখানে বোধ হয় আমার মনে হয় প্রিভিলেজ কমিটি করার মত সুযোগ নাই কারণ চেয়ারম্যান করতে হবে একজন এম.এল.একে। আছে কি, কোন এম.এল.এ ওখানে নাই। কি প্রভলেম হয়ে গেল বলুন তো। এই পরিস্থিতিতে এটা তো আসলে আমরা সবাই মিলে গ্রহণ করেছি পার্লামেন্টের মধ্যে। আমাদের এখান থেকে আলাদা করে প্রস্তাব পাঠাবার পক্ষে আমরা না আমি অন্তত এটা সমর্থন করি না এবং এটা সবাই মিলে গ্রহণ করেছি এটাই আমাদের কার্যকরী করা উচিৎ।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন উনার নাম উল্লেখ করছি বিজয় রায় এবং যশবীর ত্রিপুরা।

শ্রীযশবীর ত্রিপুরা (জুলাইবাড়ী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়বস্তুটি হল, " বেকার যুবকদের স্বার্থে স্বনির্ভর প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ৩০-১২-২০০৩ ইং উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উৎথাপন

করার অনুমতি দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন উনার নাম উল্লেখ করছি শ্রী সমীর দেবসরকার এবং শ্রীসুধন মহোদয়।

শ্রীসুধন দাস ঃ- মিঃ স্পীকার, আমার বিষয়বস্তুটি হল, ''শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে।''

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ৩০-১২-২০০৩ ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আজ তৃতীয় নোটিশটি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং বিষয়টির পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন উনার নাম উল্লেখ করছি। শ্রী কাজলচন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়বস্তুটি হল, গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং স্থানীয় ''দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এক যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যু' শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ২৯-১২-২০০৩ ইং তারিখে উত্তর দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি পড়ার জন্য।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়বস্তুটি হল, ''সদর উত্তরাঞ্চলের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হওয়ার প্রেক্ষিতে সিধাই থানাধীন লেফুঙ্গা আউট পোষ্টটিকে থানায় উন্নিত করা সম্পর্কে।''

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আমি সময় দিতে চাইছি না কারণ বিষয়টি সম্পর্কে আমারও জানা আছে। এই লেফুঙ্গা আউট পোষ্টকে স্টেংকদেন করার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আছে। এটা খুব ইমপর্টেন্ট জায়গা। এই সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নেই সেইভাবে থানার বাড়ী ঘর, তাদের থাকার ব্যবস্থা, গাড়ি ঘোড়া এগুলি সব মিলিয়ে স্টেংকদেন বাড়ানো এইগুলি আমরা করার চেষ্টা করছি। আসলে পি.এস. করতে গেলে পরে তার যে একটা স্টেন্ডার্ড নর্মস আছে সেইগুলি মেনে করার ক্ষেত্রে কিছু আর্থিক অসঙ্গতির কারণে সেটা করে উঠার একটু অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের একটিভ কনসিডারেশনের মধ্যে আছে। কিন্তু আমি কথা দিতে পারছি না কখন আমরা এটা করব।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যায়ারিফিকেশান স্যার, উনার কনসিডারেশনে আছে বলেছেন বা এই যে এরিয়াটা এটা সিমনা থেকে আরম্ভ করে, এইদিকে বামুটিয়া থেকে আরম্ভ করে হরেন্দ্রনগর মিলে এটা কিন্তু এইদিকে আবার পূর্ব থানা যুবতারা থেকে আরম্ভ করে নেপালি বস্তী থেকে আরম্ভ করে আবার এয়ারপোর্ট এইদিকে ঢুকে পরেছে। এমন একটা জায়গা এই জায়গাটা তিন দিকে থেকে গ্রাস করা হয়েছে। সিধাই থানার পক্ষে কাজ করা, এয়ারপোর্ট থানার পক্ষে

কাজ করা বা পূর্ব থানার পক্ষে কাজ করা খুব কঠিন। কাজেই এই জায়গাটাকে আলাদা করে যদি থানাটা করা হয় তাহলে সব দিকে দিয়ে সুবিধা হবে। যুবতারার যে ঘটনা, লেফুঙ্গাঁর যে ঘটনা বা বিভিন্ন ধরনের ইনসিডেন্ট যেমন চুরি, ডাকাতি এইগুলি তিন থানার তরফ থেকে এখানে দেওয়াটা কখনও সম্ভব হয়ে উঠে না। বিভিন্ন ঘটানাগুলির কারণে এখানে সাধারণ মানুষ থাকতে পারছেন না তারা যাতে সঠিকভাবে থাকতে পারেন এই জন্য এটাকে আপনি বলেছেন একটিভ কনসিডারেশনে আছে খুব সহসায় করার জন্য বা আগামী অর্থ বৎসরে সেটা হবে কিনা এই সম্বন্ধে একটু জানতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন আমি সেটা নিয়েই বলেছি স্টেটেজিক্যালি খুব ইমপরটেন্ট লোকেশান এবং এই থানায় একসময় আক্রান্ত হয়েছিল। তখন টি.এন.ভির সন্ত্রাস ছিল ত্রিপুরায় আমি তখন এই বিধানসভার সদস্য ছিলাম। সেই বাড়িটি তখন একসময় মাটির দেওয়াল ছিল বাড়ির চারদিকে ট্রেন্স ছিল ওর পাশে একটি মনিপুরিদের একটা বস্তী আছে তফশিল অংশের মানুষ সেখানে বাস করেন। কিন্তু মোটামুটি একটা ধারণা আছে ওটার ভিতর দিয়ে আমরা লেফুংঙ্গাঁ যেতাম, লেফুংঙ্গাঁতে একসময় স্কুল সব বন্ধ হয়ে আছে আবার এগুলো চালু হচ্ছে। যা বলেছেন সবটা ঠিক, গোটা এলাকাটা একটা বিরাট এলাকা কিন্তু থানা মাত্র একটা। তাতে একটা অংশ পূর্ব থানা দেখে, একটা অংশ সিধাই থানা দেখে, একটা অংশ এয়ারপোর্ট থানা দেখে। এটা এই ভাবে চলতে পারে না এটার ব্যাপারে আমাদের মোটামুটি একটা প্ল্যান আছে এবং কি ভাবে সেগ্রিগেশান হবে সব ঠিক আছে। সামনের অর্থ বছরে এটা আমি কথা দিচ্ছি না কারণ কথা দিলে করতেই হবে করার মত ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি এটা কারুর বলার অপেক্ষা রাখে না সেটা আমরা করার চেষ্টা করব। কিন্তু ডেসপাইট ইটস প্রমোশান এজ পুলিশ স্টেশন তাকে ফারদার স্টেংদেন করার জন্য যা যা করার সে স্টেপ আমরা ইতিমধ্যেই করার চেষ্টা করছি।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- একটা পয়েন্টের উপর ক্লেরিফিকেশান এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন যে দায়িজ্ঞাবাড়ি নিয়ার খোয়াই এবং এদিকে কিন্তু খয়েরপুরের কাছে নৃপেন্দ্র নগরের লাষ্ট পয়েন্ট বিরাট এরিয়া। কিন্তু কনসিডারেশানে আছে ঠিক আছে কিন্তু বাজেট প্রভিশানে যদি ইনক্লোড না করা হয় তাহলে পরবর্তী সময়ে আরোও পিছিয়ে যাবে। সরকারের বিভিন্ন অসুবিধা আছে ঠিক আছে কিন্তু এটা অন্তত দরকার কারণ একটা ঘটনা হলে সিধাই অপারেশানে আসতে পারে না কিন্তু অনেক সময় আমরা পূর্ব থানাকে আমরা রিক্রুয়েষ্ট করি, জিরানিয়াকে বলি যেতে পারে না। যদি এটাকে কনসিডারেশান ঠিক আছে তবে এটাকে এক্সট্রিম কনসিডারেশান না করা হলে নৃপেন্দ্রনগর কলোনীকে পূর্ব থানাতে ডাইভারকেশান করা হউক। এটা না হলে তো অসুবিধা হবে। নৃপেন্দ্রনগর পঞ্চায়েতটা আমার বিধানসভা এলাকায় পড়েছে। প্রায়ই সময় দেখা যায় সেখানে যেতে পারে না। একটা এরিয়া জুরিশডিকশান না থাকলে সমস্যা দেখা দেবে। বর্তমানে যতগুলো থানা আছে সবচেয়ে বেশী এরিয়াটা হলো সিধাই থানা। বর্ডারিং ক্রাইম যেমন আছে এক্সট্রিমিষ্ট সমস্যাও রয়েছে মারাত্মক। সুতরাং আমার মনে হয় এগুলো বিচার বিবেচনা করে একটা কিছু করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা শুধু লেফুংঙ্গাঁ ফাড়ি না আমাদের নতুন ডি.জি দায়িত্ব নেওয়ার পর তাকে যেটা বলা হয়েছে যে সমস্ত পুলিশ স্টেশনগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটা থরো সার্ভে করা দরকার। তার লোকেশানে এরিয়া অপারেশান, ফিসিবিলিটি সমস্ত বিষয়গুলো দেখা দরকার, দেখে যে সমস্ত আউট পোষ্টগুলো তৈরী করা হয়েছিল ঐ সব আউট পোষ্টগুলো কিন্তু নট অপারেশান। কতগুলো চালু আছে আর কতকগুলো ক্লোজ করা হয়েছে। সব আউট স্টেশনগুলো আমরা পুলিশ স্টেশন করতে পারব না। যেমন লেফুঁংঙ্গা তাকে পুলিশ স্টেশন করার দরকার আছে আমরা মনে করছি। এগুলো রি-লোক ফ্রেস লোক দিয়ে এই যে চেইঞ্জ সিচ্যুয়েশান এতে একটা নতুন প্রস্তাব আনার জন্য আমরা বলেছি এবং পুলিশ স্টেশনগুলোকে আমরা ক্যাটাগরিওয়াইজ ভলনারেবল, কোনটা লেস ভলনারেবল এগুলো আমরা ক্যাটাগরিওয়াইজ করতে বলেছি। এই সমস্ত বিষয়গুলো আসলে দর্কণ একটা থাকে তো আলাদা করার প্রশ্ন আসছে না আমাদের এই রকম করতে গেলে কয়েকটা করতে হবে। গত পাঁচ বছরে এমন

কতকগুলো বাইফেকেট করেছি। বাইফেকেট যেগুলো করেছি আবার কোনটা টাইফেকেটও করেছি তারপরেও মনে হচ্ছে যে এরিয়া অব অপারেশান ইজ বিগ। সমস্যাটা হচ্ছে লোকবসতি কম কিন্তু উগ্রবাদিদের অ্যাকটিভিটিজ আছে ফলে তারা যখন করেন তখন এরিয়া দেখেন প্লাস পপোলেশান দেখেন। এই দুইটা কনসিডার করতে গেলে পরে জাসটিফাই করেন।

তারা যখন করেন এরিয়া দেখেন পপুলেশান দেখেন। দুইটা কনসিডার করতে গেলে কতগুলি জাসটিফাই করে না। ফলে দেখা গেছে শুধু পপুলেশান দেখলে হবে না তার যে এরিয়া লোকেশান্ তার যে কম্‌প্লেক্সসিটি এবং অ্যাকটিভিটিজ্ অব্ এক্সিমিষ্টস্ এই সবগুলি এনে ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। ফলে যেটা বলছেন আমাকে আরেকটু অপেক্ষা করতেই হবে আলাদা করে আমি লেফুংঙ্গার কথা বলছি না, ডি.ডি দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি ঘুরছেন দেখছেন আমরা আশা করছি এই সমস্ত বিষয়গুলি যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন আসবে এরমধ্যে মরডেনাইজেশান্ স্কীমের জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে কিছু সাহায্য নেই সবটা তো আর আমরা করতে পারিনা। এটা সৌভাগ্যের ভারত সরকার আমাদের রিপিটেড্ রিক্রুয়েষ্টের পর এগ্রি করেছেন এই বছর টাকাটা দেবেন সেটা হান্ড্রেড্ পাসসেন্ট গ্র্যান্ড দেবেন, এতদিন এটা ছিল ফিফটি ফিফটি। এই বছর সামনের বছর পার কি না জানি না। এই বছর তারা আমাদের জন্য এগ্রি করেছেন ভারতবর্ষের চারটা রাজ্য তারা বাছাই করেছেন এ ক্যাটাগরির স্টেট্ যাদেরকে হান্ড্রেড্ পারসেন্ট গ্র্যাণ্ড দেবেন। কিন্তু আমাদের টাকাটা কম হয়ে গেল ১৩.১০ কোটি এর আগে আমরা মরডানাইজেশানের জন্য সেটা খরচ করেছি প্রায় ২২ কোটি টাকার মত এখন কমে গেল এটা বাড়াতে হবে। কাজেই এই জায়গায় ধরুন আমরা যদি পুলিশ স্টেশন বাড়াবার চেষ্টা করি তাহলে তাহাদের সাহায্য আমাদের লাগবে এবং সবটা একসঙ্গে নিয়ে আমাদের রাজ্যের ফিনান্স আর সবটা কনসিডারেশানের মধ্যে রেখেই করতে হবে কিন্তু কনসারন্ যেটা এক্সপ্রেস্ করেছেন এটা কারেক্ট্। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় কনসারন্ যেটা এক্সপ্রেস্ করেছেন এটা কারেক্ট্। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা ব্যাপারটা মনে করার কিছু নেই, যে সরকার ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন।

মিঃ স্পীকার ঃ- অপর আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এনেছেন মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ দেব রায় ও শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো বিশেষ এলাকা ভিত্তিক স্পেশাল এরিয়া বেইসড্ সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে জানাচ্ছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য যদি আজকে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে দয়া করে একটা তারিখ জানাবেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি ২৯ তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- অপর আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব মজুমদার। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো প্রবহমান শিক্ষা নয় দফা কর্মসূচী সম্পর্কে। মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি দেওয়ার জন্য যদি আজকে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে তারিখ সময় জানাতে পারেন।

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি ৩০ তারিখে উত্তর দেব।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি একটু আপনার মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বিজনেজ্ এ্যাডভাইসরি কমিটির যে প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছি, তার স্লাইট্ মোডিফিকেশান্ চাইছি। এটা করা যায় যে আমাদের বিজনেজ্ এ্যাডভাইসরি কমিটির যে কেপশানে আছে ধারা ২৩৯ এটাতে জাষ্ট্ স্লাইট্ ভেরিয়েশান, সেটা বলা আছে অরালী যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলতে পারেন, এতে যেটা আছে ২৯ তারিখ যে বিজনেজ্ আছে। তাতে কনসিডারেশান্ এবং পাসিং অব্ দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত থারড্ এমেন্ডম্যান্ট্ বিল ২০০৩ ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব্ ২০০৩ ইং, আমার অনুরোধ হচ্ছে আমরা এটা যদি ৩০ তারিখে নিয়ে যাই ৩০ তারিখ যেটা আছে কনসিডারেশান্ পাসিং অব্ ত্রিপুরা মটর ভেহিকেল্ টেক্স, সিক্সথ্ অ্যামেন্ডম্যান্ট বিল ২০০৩ ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ২০০৩ আমরা যদি এটা রি-এ্যাডজাষ্ট করি তাহলে একটু সুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, আমি একটা ঘোষণা দিচ্ছি, আমি মাননীয় সদস্য নিকট থেকে চারটি সরট্ ডিসকাশান্ অন্ দ্যা মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পরটেন্সের উপর নোটিশ পেয়েছি এবং জন জীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নোটিশগুলি অনুমোদন দিয়েছি। নোটিশটির প্রথমটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়, নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের বকেয়া ২১ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা মিটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে। উক্ত বিষয় বস্তুটির উপর যদি জবাব ২৯ তারিখ রাখা হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ঠিক আছে ২৯ তারিখে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- আরেকটি নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো উগ্রপন্থী নামে নিরীহ উপজাতি যুবকদের গ্রেপ্তার ও খুনের ঘটনা সম্পর্কে। এই বিষয়বস্তুটির উপর আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যদি ৩০ তারিখ রাখা যায়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- ঠিক আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- তৃতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, সম্প্রতি রাজ্যে নারী নির্যাতন অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্পর্কে উক্ত নোটিশটির উপরও যদি মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি থাকে তাহলে ৩০ তারিখ রাখা যায়।

চতুর্থ নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা রতনলাল নাথ নোটিশটির বিষয়বস্তু হল সম্প্রতি আগরতলা পৌর এলাকায় বৈধ অনুমতি ব্যতিরেকে পুকুর ভরাট প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ করবে ২৯ তারিখ দিনটি ধার্য্য করার জন্য।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, আমরা মতে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট-এই বিষয় সম্পর্কে বলা উচিত।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন আমি মাননীয় রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট মিনিষ্টারের অনুরোধ করবো ২৯ তারিখ সর্ট ডিসকাশন করার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আমি গত এসেমবলী সিটিং-এ কলিং এটেনশন এনেছিলাম। কলিং এটেনশন ছিল অমরপুর রেতোরাই পাড়ায় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। এ বিষয়টা আপনি গ্রহণ করেননি ২৩ এবং ২৪ তারিখ "ডেইলি দেশের কথা" এবং "স্যন্দন পত্রিকায়" এই ঘটনা নিয়ে হেড লাইনে প্রকাশিত হয়েছিল। "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল টি.ওয়াই.এফ কর্মী খুনের তদন্তে চেয়ে গণ টেপুটেশন করা হয়েছিল। ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ওই খুনের ব্যাপারে সবাই ক্ষুব্ধ। সেখানে টি. ওয়াই.এফ-এর কর্মী খুন হয়নি। খুন হয়েছিল এন.এস.পি.টি. সমর্থক। মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনা সম্পর্কে এলাউ করা উচিত। কারণ সেখানে স্পেশাল এরিয়া ব্যইজড প্রোগ্রাম নিয়ে কথা উঠেছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য আপনার কলিং এটেনশন ও রেফারেন্স ১০টার মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু ১০.২০ মিনিট আপনার কলিং এটেনশন পেয়েছি তাহলে সেখানে এলাউ অথবা ডিস্ এলাউ না করে এসপার রোলে ১০টার মধ্যে কলিং এটেনশন দেওয়া উচিত। রেফারেন্সে মাননীয় সদস্য অনিমেশবাবু ১০টার পরে দিয়েছে কাজেই সেখানে এলাউ রাখা যাবে না। কলিং এটেনশনে এলাউ পাচ্ছে। এটাকে আগামী সেশনে আনা যায় কিনা আমি দেখব। এর জন্য দ্বিতীয়বার দিতে হবেনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- থ্যাংক ইউ স্যার, এখানে একটা বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাইছি।

আমি গতকালকে কাস্ত বাজারে গিয়ে দেখলাম লোকজন নেই। কি ব্যাপার টি.এস.আর-এর আসা যাওয়া দেখে ভয় পেয়ে লোকজন বাজারে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ওখানে বর্তমানে যে টি.এস.আর. ক্যাম্প আছে সেটাকে সরিয়ে সি.আর.পি.এফ, ক্যাম্প যদি দেওয়া যায় অথবা পুলিশ পোষ্ট দেওয়া যায় তাহলে পরিস্থিতি নরমালে আসবে। আমার মনে হয় এই ধরনের একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- প্রথমত হচ্ছে, একটা বিষয়ে কলিং এটেনশন এডমিট করেছেন ওটা নিয়ে আমি কিছুই মন্তব্য করবো না কারণ এটা তদন্তের মধ্যে আছে কিন্তু যে বিষয়ে মাননীয় সদস্য বললেন ওটা আমি দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, সর্ট ডিসকাশন যেভাবে এনেছেন ২৯ তারিখ সেটা ঠিক আছে। এখন আমি রিকোয়েস্ট করছি ৩০ তারিখ দিন ধার্য্য করার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ- ২৯ তারিখ দিনই ঠিক করা হবে। পাবলিক ইমপরটেন্স মেটার যেগুলি আছে সেগুলিকে প্রাথমিক ভাবেই দিতে হয়। ''লে'' করার জন্য।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) ঃ- একখানা সংবাদপত্রের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারী আছে। ফলে সংবাদপত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং বিজ্ঞাপন নীতি এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সেই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এখানে সর্ট ডিসকাশন আনা হয়েছিল। আমি জানি না তার কারণ কি কি?

মিঃ স্পীকার ঃ- জন-জীবনের সঙ্গে গুরুত্ব যেটা সেটাই আগে জানতে হয়। আপনি বলেছেন সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের রেইট বাড়াবার জন্য এটার কাগজ আমার কাছে আছে আপনি ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। আপনি রেইট বৃদ্ধির কথা বলেছেন এটার সঙ্গে কিন্তু পাবলিকের স্বার্থ জড়িত নয়।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা জরুরী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সর্ট ডিউরেশনের নোটিশ ছিল কিন্তু সেটা আসেনি।

মিঃ স্পীকার ঃ- না আমার কাছে আসেনি। আপনি হয়তো সময় মত জমা দিতে পারেননি।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- মাননীয় সদস্য বলছেন সংবাদপত্রের সঙ্গে সাংবাদিক, কর্মচারীরা জড়িত। কারণ তারা পাবলিক।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য উনাদের জড়িত ধরেননি কারণ উনি লিখেছেন বিজ্ঞাপনের রেইট বাড়ানোর জন্য।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- এটা তো এ্যাকস্‌প্লেনটরি নোট। পরবর্তী ডিসকাশ আছে, ডিসকাশন না হলে কি বুঝা যাবে পাবলিক ইন্টারেষ্ট কোথায়।

CALLIN ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় কৃষি মন্ত্রী (শ্রীতপন চক্রবর্তী) একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা এবং শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, ''চলতি বর্ষে তেলিয়ামুড়া কোল্ড ষ্টোরেজে আলু পচনের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে''।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়িস্থিত সরকারি হিমঘরে কৃষক এবং বিপননকারীদের বিপুল পরিমান আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মাননীয় সদস্যদের উদ্যোগের আমিও সমান অংশীদার। এই হিম ঘরটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় মোট ৭৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় ২০০২ ইং সালে নির্মিত হয়েছিল। নির্মাণ কাজের দায়িত্বে ছিল কৃষি দপ্তরের কারিগরী বিভাগ। ২০০২ ইং সালে ৫০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা বিশিষ্ট এই হিম-ঘরটিতে মোট ৩২ টন আলু রাখা হয়েছিল। ২০০২ ইং সালে এই হিম-ঘরটির পরিচালনার দায়িত্ব ত্রিপুরা হর্টিকালচার

কর্পোরেশনের উপর অর্পণ করা হয়। প্রথম বছরে এই হিমঘরে রক্ষিত আলুতে সামান্য গ্যাঁড়া ওঠার ঘটনা ছাড়া আর কোন সমস্যা হয়নি।

২০০৩ সালে এই হিমঘরে মোট ৮৫০০টি বস্তায় আনুমানিক ৪২৫ মেট্রিক টন আলু রাখা হয়। এই আলু সংরক্ষণের প্রক্রিয়া চলে ৩১শে মার্চ, ২০০৩ সাল থেকে ৬ই মে, ২০০৩ সাল পর্যন্ত।

বিগত ১৪ই অক্টোবর মৌখিক ভাবে খবর পাওয়া যায় যে, উক্ত হিমঘরে রক্ষিত আলুর কিছু অংশ পচন ধরেছে। বিষয়টি পাকাপাকি ভাবে আনা যায় ১৬ই অক্টোবর ২০০৩ ইং-এ প্রেরিত তেলিয়ামুড়ার কৃষি তত্ত্বাবধায়কের প্রতিবেদন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষি দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে উক্ত হিমঘরটি পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হয়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার ১৭ অক্টোবর হিমঘর পরিদর্শন করে ১৮ অক্টোবর একটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেন। পাশাপাশি কৃষি অধিকর্তা এবং উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকর্তাও ১৯শে অক্টোবর এই হিমঘর পরিদর্শন করেন এবং রিপোর্ট পেশ করেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী)ঃ- প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে হিমঘর ব্যবহারকারী কৃষক এবং অন্যান্যদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সরকার অতি দ্রুততার সঙ্গে ২১শে অক্টোবর, ২০০৩ ইং তারিখে কৃষক এবং অন্যান্যদের ক্ষতিপূরণ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং হর্টি কর্পোরেশনকে ক্ষতিগ্রস্থ আলুর সমপরিমান আলু ক্ষতিপূরণ হিসেবে মিটিয়ে দিতে বলেন। সেই সঙ্গে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের অতিরিক্ত হিসেবে মাথাপিছু ১০গ্রাম করে টি.পি.এস বীজ দেওয়ার জন্য বলা হয়। হর্টি কর্পোরেশনকে এ ঘটনার তদন্ত করে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করে দোষীদের চিহ্নিত করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে বলা হয়

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এই হিমঘরের দায়িত্বে থাকা দুই জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারকে ৪ঠা নভেম্বর, ২০০৩ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় কর্তব্যে অবহেলার কারণে। সেই সঙ্গে কর্পোরেশন-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং ডিভিশন্যাল ম্যানেজারদ্বয়কে বদলী করে নিজস্ব দপ্তরে ফিরিয়ে আনা হয়। হর্টি কর্পোরেশন আর একজন কর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে।

পাশাপাশি ১লা নভেম্বর, ২০০৩-এর এক আদেশবলে উক্ত ঘটনার পুংখানুপুংখ তদন্ত করে ঘটনার জন্য দায়ী সংশ্লিষ্টদের অপরাধের আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সুস্পষ্ট সুপারিশ করার জন্য কৃষি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা এবং মুখ্য বাস্তুকারকদ্বয়কে যথাক্রমে প্রশাসনিক ও কারিগরী ত্রুটির উপর রিপোর্ট দিতে বলা হয়। ১২ই নভেম্বরের মধ্যে যুগ্ম অধিকর্তার রিপোর্ট জমা পড়ে। মুখ্য বাস্তুকারের রিপোর্ট আসে ৫ই নভেম্বর। উক্ত রিপোর্টদ্বয়ে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা সংশ্লিষ্ট কাউকে সুস্পষ্টভাবে দায়ী না করার কারণে সরকার আরো উচ্চতর পর্যায়ে এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন এবং রাজ্য সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ২রা ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে গঠিত উক্ত কমিটিতে পূর্ত দপ্তরের সিভিল এবং ম্যাকানিক্যাল বিভাগের দুই নির্বাহী বাস্তুকার সামিল ছিলেন।

সেই কমিটি গত ১৬ই ডিসেম্বর তার দীর্ঘ রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। রিপোর্টে হিমঘর নির্মাণে কারিগরী ত্রুটিসহ পরিচালন কাজে ত্রুটির জন্য কিছু কর্মকারককে দায়ী করা হয়েছে। উপরোক্ত রিপোর্ট বর্তমানে খতিয়ে দেখছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সভাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই ঘটনার জন্য যারাই প্রকৃত দায়ী তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। সেই সঙ্গে রিপোর্টে উল্লেখিত যে সমস্ত ত্রুটি বেরিয়েছে তাও দূর করা হবে যাতে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় আগামী বছরে সরকারি হিমঘরগুলি কৃষকদের স্বার্থে আলু বীজ সংরক্ষণের কাজ চলতে পারে।

তেলিয়ামুড়া হিমঘরে প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী ক্ষতির পরিমান প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। এই বিপুল ক্ষতি সত্ত্বেও কোন কৃষককে ক্ষতি স্বীকার করতে দেয়া হয়নি। আগামী দিনেও যেকোন পরিস্থিতিতে কোন কৃষককে যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হন তা দেখা হবে।

এ প্রসঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, হর্টি কর্পোরেশন হিমঘরের রক্ষিত আলুর বীমা করে রেখেছিল যদিও বীমা কোম্পানী পরবর্তী পর্যায়ে তাদের দায় স্বীকারে অস্বীকৃত হয়। বিষয়টি সরকারের নজরে এনে আইন দপ্তরের মতামত জানতে চাওয়া হয়। আইন দপ্তর হর্টি কর্পোরেশনকে ভোক্তা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়া হিমঘরের ঘটনায় একটা জিনিস পরিস্কার হয়েছে যে, হিমঘর পরিচালনার কাজ তাদের করা উচিত যাদের উপযুক্ত কারিগরী দক্ষতা রয়েছে। এটা প্রমাণ হয়েছে যে, হর্টি কর্পোরেশনে প্রয়োজনীয় কারিগরী দক্ষতার অভাব রয়েছে। উপরোক্ত নিরীখে, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যে তিনটি হিমঘর বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে রয়েছে যেমন ৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন তেলিয়ামুড়ার বর্তমান হিমঘরটি ২০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন বাইখোরা হিমঘরটি এবং ২০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা বিশিষ্ট কুমারঘাট বে-সরকারি পরিচালনায় চালানো হবে লিজের মাধ্যমে। রাজ্য সরকার বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে সেগুলি পরিচালনার জন্য দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য টেন্ডার ইত্যাদি তৈরী করা এবং যে সমস্ত শর্তাবলী আরোপ করা হবে সেইসব ঠিক করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে টেন্ডার ডাকার খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়া হিমঘরটি বর্তমানে পরিস্কার করা হচ্ছে এবং আসন্ন মরশুমে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় তা চালু থাকবে এ ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ নেই। এই হিমঘরটিতে যে ক্ষতি হয়েছে তার কথা আগেই বলেছি প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। আমরা কৃষকদের বীজ এবং টি.পি.এস-এর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিয়েছি ৪৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। এর মাধ্যমে একটা কথা সুস্পষ্ট জানাতে চাই যে, কৃষকদের স্বার্থ দপ্তর কোনভাবেই ক্ষুন্ন হতে দেবেন না এবং তাদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত হয় সেটা দপ্তর নজর রাখবে।

শ্রীঅশোককুমার বৈদ্য (তেলিয়ামুড়া) ঃ- পয়েন্ট অভ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, তেলিয়ামুড়া হিমঘরে মূলত খোয়াই এবং অমরপুরের একটা অংশের কৃষক আলু রাখে। আলু চাষ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা লাভজনক চাষ এবং এটা ঠিক যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আলুর চাহিদা এখনও কৃষকরা পূরণ করতে পারেননি এবং আলুর উৎপাদনের খরচ যেভাবে বেড়েছে তাতে যে সময় এই ফসল উঠে তখন সেটা বিক্রি করলে কৃষকরা লাভজনক দাম পান না। সেই জন্যই তাদের কোল্ডস্টোরেজের প্রয়োজন হয়। স্যার, এখানে বলা হয়েছে সরকারিভাবে ৪২৫ মেট্রিক টন আলু সেখানে রাখা ছিল অথচ আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি ৫০০ মেট্রিক টনের উপর আলু সেখানে রাখা ছিল। তো এরকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না জানাবেন কি না? ১ নম্বর প্রশ্ন, আর ২ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, কোল্ডস্টোরেজ অপারেট করার মত উপযুক্ত টেক্‌নিক্যাল ম্যান যদি সেখানে না দেওয়া হয় তাহলে সে ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন। কারণ শুধু মাত্র জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে কোল্ড স্টোরেজ চালানো যায় না। হর্টি কর্পোরেশন এত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে সেটাকে অপারেট করার মত উপযুক্ত লোক না দিয়ে যেভাবে এটাকে চালাচ্ছেন সেটা মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই সেখানে আগে এ ধরনের কোন উপযুক্ত লোক দেওয়া হয়েছিল কি না এবং পরবর্তী সময় সেখানে এই কাজে পারদর্শী লোক দেওয়া হবে কিনা? ৩য় প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে আলুগুলি পচে যাওয়ার পেছনে আসল কারণটা কি ছিল? ৪র্থ হচ্ছে, এই কোল্ড স্টোরেজ সম্পর্কে কৃষকদের মনে একটা সন্দেহ রয়ে গেছে। কাজেই আগামী বছর ওরা যে আলুর ফলন করবেন এবং সেটাকে হিমঘরে রাখবেন এই ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্থ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি যে, আমরা নানাভাবে এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছি এবং তাতে সর্বশেষে রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে তাতে এটা অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং কৃষি দপ্তর বা হর্টিকালচার কর্পোরেশন কোনভাবেই যাতে প্রভাবিত করতে না পারে তার জন্য রাজ্য সরকার অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন আই. এস. অফিসার এবং তার সঙ্গে সিভিল ও মেকানিক্যাল উইনসের দুইজন এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার যাদের কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রয়েছে এরকম লোকদের নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে এবং তাদের

যে রিপোর্ট সেটা আমি সংক্ষেপে এখানে বলেছি। বিশাল রিপোর্ট দিয়েছে তারা এবং তাতে তারা বলেছে এই ঘটনাটা ঘটেছে দুইটা কারণে। একটা হচ্ছে, কোল্ড স্টোরেজের নির্মাণ কাজে কিছু ত্রুটি ছিল। ২ নম্বর কারণ হচ্ছে, পরিচালনাগত কিছু ত্রুটি ছিল। তারপর হচ্ছে, প্রথমে উনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে আমরা বলেছি ৪২৫ মেট্রিক টন আলু সেখানে ছিল কোল্ড স্টোরেজের যে রেজিস্টার্ডটা মেনটেন হয় তাতে কাগজে কলমে সেখানে লেখা ছিল ৪২৫ মেট্রিক টন তাই আমরা এটা বলেছি। তবে ঘটনার পরে আমরা যখন ওখানে গিয়েছি কোল্ড স্টোরেজটি দেখার জন্য তখন সেখানকার উত্তেজিত জনতা সেখানকার কৃষক জনসাধারণ অনেকে বলেছেন যে, এটার মধ্যে গাদা গাদা করে এত আলু রাখা হয়েছিল যে তাতে বাতাস সরবারও জায়গা ছিল না এবং হিসাবের চেয়ে আরও অনেক বেশী আলু রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেটার কোন স্বাক্ষী বা প্রমাণ এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে আসেনি। কাজেই আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যে হিসাবের অতিরিক্ত কিছু আলু সেখানে ছিল। এটা সন্ধেহের পর্যায়ে থেকে গেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, শুধু এই কোল্ড স্টোরেজ না, প্রত্যেকটি কোল্ড স্টোরেজ পরিচালনার জন্য কোল্ড স্টোরেজ সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে এরকম সংস্থার হাতেই সেটা দেওয়া হয় দেখাশুনা করার জন্য এবং এই তেলিয়ামুড়া কোল্ড স্টোরেজটিও আগরতলার একটা বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান নেপকো যারা এই সব কোল্ড স্টোরেজ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ জানেন এবং যাদের কারিগরি দক্ষতা রয়েছে টেন্ডারের মাধ্যমে তাদেরকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা বিভিন্ন সময় এই কোল্ড স্টোরেজের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সরকারকে অবহিত করেছেন, কর্পোরেশনকেও অবহিত করেছেন।

আর কৃষকরা সম্পূর্ণ সংশয় মুক্ত থাকতে পারেন। কারণ আপনারা দেখেছেন স্যার, আমরা বলেছি যে ৪২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমরা ৪৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ হিসেবে দিয়েছি এবং কৃষকরা যারা আলু রেখেছিলেন তারা আলুর পরিবর্তে আলু পেয়েছেন প্রত্যেকে। তারপরও আমরা বলেছি যে যেহেতু তাদের আলু আমাদের কাছে ছিল সেহেতু প্রত্যেক কৃষককে ১০ গ্রাম করে টি.পি.এস.সি দেওয়া হয়েছে যাতে করে তারা অতিরিক্ত ফসল ফলিয়ে লাভবান এবং যাতে তাদের মনে কোনরকম সংশয় না থাকে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সঠিকভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় এলে পরেই আমরা যাতে আগামী মরশুমে থেকে আলু রাখতে পারি তারজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি। কারণ আমাদের রাজ্যে এটা বর্তমানে আলু সংরক্ষণের ক্যাপাসিটি হচ্ছে ১৪.৫ মেট্রিক টন। সেটাকে আমরা বাড়িয়ে ৪০-৪২ মেঃ টন এ নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি যাতে কৃষকদের স্বার্থটা আমরা রক্ষা করতে পারি।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এটা জানাবেন কি না যে তেলিয়ামুড়ায় যে কোল্ডস্টোরেজ আছে সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই একটা অনিয়ম চলছে। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে এটাতে দীর্ঘদিন ধরেই একেবারে নেশা জাতীয় জিনিস থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত রকমের অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে যা স্থানীয় মানুষের নজরে এসেছিল, এছাড়া যারা আলু রাখতে গিয়েছিলেন তাদেরও নজরে এসেছে সেটা।

দ্বিতীয়তঃ এইটা এমন একটা পর্যায়ে যে এইটার ভেতরে আলু পচন ধরেছে ভালভাবেই, কিন্তু এই ব্যাপারে দপ্তরে রিপোর্ট করবার মত লোক ছিল না। আমি যতটুকু জানি তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রথমে দপ্তরের কাছে রিপোর্ট করেন যে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। বাইরে পাড়া প্রতিবেশী যারা তারাও এটা টের পেয়েছেন যখন তাদের নাকে দুর্গন্ধ এসেছে। এটা সত্যি কি এখানে যে অরাজকতা চলছে এবং অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে যারফলে এটার দিকে নজর দেবার মত লোক ছিল না এবং পরবর্তী সময়ে স্থানীয় নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন দপ্তরের কাছে প্রথমে রিপোর্ট করেন এটা ঠিক কি না ?

তৃতীয়তঃ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে এখানে যে আলু রাখার কথা তার চেয়ে অনেক বেশী আলু রাখা হয়েছিল। স্থানীয় জন প্রতিনিধি বা বিধায়ক তার কাছ থেকে প্রায়ই লিষ্ট নিয়ে এসে সেখানে প্রেসার ক্রিয়েট করে বা নাইট গার্ডকে হাত করে প্রেসার ক্রিয়েট করা হয়েছে যে এখানে বাড়তি আলু রাখতে হবে। এই ধরনেরই প্রভাব খাটিয়ে এইগুলি করা হয়েছে - এমন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ? এর সঙ্গে যুক্ত করছি - এরপরে যখন

রিপোর্ট পাবার পর দপ্তরের অফিসাররা গেলেন এটা চিহ্নিত করলেন, তারপরেও দেখলাম আমরা একটা সময় পর্যন্ত সেখানে আলু সরানো হলনা, ফলে মাইলের পর মাইল পাড়া বা এলাকা দূষণ হয়েছে। এই আলু সরাতে গিয়ে কে সরাবে তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল। ফলে আলু সরাতে দেরী হওয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়েছে। কাজেই এই পচা আলু সরাতে যে তাল বাহানা চলছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না এবং জানা থাকলে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি ক্রটিমুক্ত অবস্থায় আগামী সেশন থেকেই আলু যাতে রাখতে পারি তার ব্যবস্থা চলছে। আর এই ব্যাপারে আমি বলেছি যে দুইজন জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এবং একজন হর্টিকালচার কর্পোরেশনের কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে নিঃশ্চয়ই তাদের কাজের মধ্যে সেখানে ক্রুটি ছিল। যার জন্য এই রকম ঘটনা সংঘটিত হতে পেরেছে। আর অতিরিক্ত আলু রাখা সম্পর্কেও আমি বলেছি যে এটা প্রতিশ্রুতি আছে - এটা কিন্তু কাগজে কলমে প্রমাণ করে এক্ষনি কিছু বলা সম্ভব হবে না।

শ্রীঅশোক কুমার বৈদ্য ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই আলু পচার ব্যাপারটা প্রথমে ১৮ অক্টোবর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর পরবর্তী সময়ে যখন তেলিয়ামুড়ার এস.এ. এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানলেন ব্যাপারটা তখন এখান থেকে প্রতিনিধি দল এসেছিলেন। তারপর দেখা গেল পর্যায়ক্রমে এটাকে তদন্ত করার জন্য প্রথমে একটা কমিটি করা হলো- হর্টি কালচার এর এম ডি.কে চেয়ারম্যান করে চারজন সদস্য নিয়ে। তারপর দ্বিতীয় কমিটি করা হলো- কৃষি অধিকর্তাকে এবং হর্টি কালচার এর অধিকর্তাকে নিয়ে। তৃতীয় কমিটি করা হয়েছিল এগ্রিকালচার এর ইঞ্জিনিয়ারিং সেল এর চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার এর নেতৃত্বে দুইজনকে নিয়ে তারপর সর্বশেষ কমিটি হয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন অতিরিক্ত সচিবকে চেয়ারম্যান করে তিনজনের কমিটি। এই ঘটনাকে তদন্ত করার জন্য চারটা কমিটি করা হলো। প্রথম কমিটি রিপোর্ট জমা হতে না হতেই এই কমিটির চেয়ারম্যানকে এবং আরেকজনকে কর্মকর্তাকে ট্রেন্সফার করে দেওয়া হলো তারপর দ্বিতীয় কমিটি করা হলো।

তাহলে প্রথম কমিটির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টটা সত্যিকারের যে রিপোর্ট সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য পরবর্তী সময়ে আবার কমিটি করা হয়েছে। ওখানে এগ্রিকালচারের ইঞ্জিনীয়ারিং সেল থেকে হিমঘরটি নির্মাণ করা হয়েছিল যিনি মূলত সেটার দায়িত্বে ছিলেন তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও অভিযোগ ছিল উত্তর ত্রিপুরাতে তিনি যখন ছিলেন তখন উনি সাস্পেনশানও হয়েছিলেন দু'জনকে নিয়ে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পেরেছি যে হিমঘরটি নির্মাণ করানো হয়েছে চিফ ইঞ্জিনীয়ারের ছেলেদের দিয়ে। উনাকে চেয়ারম্যান করেই আবার কি করে কমিটি করা হল তদন্ত করার জন্য?

আমার দ্বিতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। হিমঘরে রাখা কৃষকদের যে আলু নষ্ট হয়েছে এর পরিবর্তে তাদেরকে যে আলু দেওয়া হয়েছে সেটা হলো জ্যোতি কোম্পানির আলু। হিমঘরে কৃষকরা টি.পি.এস. কোম্পানির আলু রেখেছিলেন। সেই আলু দিয়ে ১০০ কে.জিতে এক কানি জমিতে আলু লাগানো যেত। কিন্তু এখন যে জ্যোতি কোম্পানির আলু তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেটা সাইজে অনেকটাই বড়। এই আলু দিয়ে চারা করতে গেলে এক কানিতে ৪০০ কে.জি. আলুর প্রয়োজন। আর দশ গ্রাম করে বীজ দেওয়া হয়েছে এই বীজ দিয়ে এবার আর আলু চাষ করতে পারবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য অশোকবাবু আপনার ক্ল্যারিফিকেশানটা বলুন।

শ্রীঅশোক কুমার বৈদ্য ঃ- আমি স্যার, সেটাই বলছি। এমনও কৃষক আছেন দশ কুইন্টাল আলু রেখেছিলেন দশ কানি জমিতে আলু লাগানোর জন্য। কিন্তু নষ্ট হওয়া আলুর পরিবর্তে কৃষকদের যে আলু দেওয়া হচ্ছে তা দিয়ে দশ ভাগের একভাগও হবে না। এখন জ্যোতি কোম্পানির যে আলু দেওয়া হয়েছে সেটার মূল্য ৮টাকা ১০ পয়সা। কিন্তু এর চেয়ে কম দামেও পাওয়া যায়। কাজেই, এই সমস্ত বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরোও কিছু বলবেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, আমি যদি এক কে.জি. আলু হিমঘরে রাখি তাহলে তো এক কে.জি আলু পাব। দ্বিগুণ আলুতো পেতে পারি না। কোন কৃষক যদি ৪০০ কে.জি. রেখে থাকেন তাহলে ৪০০ কে.জি. ফেরৎ পাবেন ক্ষতিপূরণ হিসাবে। কিন্তু অতিরিক্ত টি.পি.এস. আলু দিয়েছি। কিন্তু এক কানিতে কতটুকু আলু লাগবে সেই অংক এখানে বলে লাভ নেই। কৃষক যদি ৪০০ কে.জি. আলু হিমঘরে রাখেন তাহলে ৪০০ কে.জি. আলু উনি ফেরৎ পাবেন। সেটা ক্ষতিপূরণ হিসাবে। এখন কৃষকের যদি অতিরিক্ত আলুর প্রয়োজন হয় তাহলে এটা দপ্তরের গোচরে আনতে পারেন। এটা পৃথক প্রশ্ন।

আর প্রথম সেটা বলেছেন, এতগুলি কমিটি আমরা করিনি। কমিটি দুটি হয়েছে। বাকিগুলি হর্টি কর্পোরেশনের গোদামে নষ্ট হয়েছে নিশ্চয় এম.ডি. ছুটি যাবেন। এটাকে কমিটি বলা ঠিক না। তিনি যদি কোন কিছু জানান সেটা রিপোর্ট বলে ট্রিট করা ঠিক না। আমরা দুটি কমিটি করেছি। একটাতে জয়েন্ট ডিরেক্টর এবং চিফ ইঞ্জিনীয়ার যুগ্মভাবে রয়েছেন। সেই কৃষিটির চেয়ারম্যান চিফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন না। সেই কমিটি যেহেতু কাদের ফল্ট সেটা বুঝতে পারেনি সেই জন্যই আমরা দ্বিতীয় কমিটিটি গঠন করেছি। এটা এডিশন্যাল সেক্রেটারীর নেতৃত্বে করা হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই আমরা এখন যাচ্ছি। সিভিল ওয়ার্কের ক্ষেত্রেও ত্রুটি ছিল এবং পরিচালনার ক্ষেত্রেও ত্রুটি ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী

শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী (বাধারঘাট) ঃ পয়েন্ট অফ্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই।

(গোলমাল)

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, সভাকে আশ্বস্ত করছি যে পরিচালনগত ত্রুটির ব্যাপারে সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আমরা লিজে বেসরকারি সংস্থা যাদের 'নো হাউস' আছে কোল্ড স্টোরেজ পরিচালন তাদের হাতে দেব যাতে এই ধরনের রেফারেন্স না হয়। দ্বিতীয় যদি কারিগরী কোন ত্রুটি থাকে তাহলে কার নেতৃত্বে হয়েছিল, কার সময় হয়েছিল কি কারণে হয়েছিল সেটাও অতিরিক্ত সচিব-এর রিপোর্ট সেটার মধ্যে আছে সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা নেব।

শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সবাইকে আশ্বস্থ করেছেন যে তেলিয়ামুড়ার এই যে কোল্ড স্টোরে আলুর যে পচন ধরেছে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন এবং ভবিষ্যতে এইরকম হতে দেবেন না। এই জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু একটা বিষয় আমার মনের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছে। সেটা হলো তিনি বলেছেন যে আরও তিনটি কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেটোলাইজেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রাইভেটোলাইজেশন যদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে হয় তাহলে এটা সমাজের মানুষের উপকারে লাগবে এটা অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু যদি প্রাইভেটোলাইজেশন তার ইচ্ছা মত চলে তাহলে কিন্তু জনগণের সর্বনাশ হয়ে যাবে কৃষকের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার ক্লেরিফিকেশন হচ্ছে প্রাইভেটোলাইজেশন হয়েছে এখন রেন্ট নির্ধারণ-এর সময় সেখানে সরকার-এর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিনা ? এটা একটু স্পষ্টিকরণ করলে ভাল হয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি বলছি যে লিজে দেব। আমাদের প্রপারটি কিন্তু আমরা লিজে দেব পরিচালন করবার জন্য, যাদের নো হাউস আছে। টার্মস এন্ড কন্ডিশন আমাদের থাকবে। এই বিষয় নিশ্চিত থাকতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটার উপর ক্লেরিফিকেশন শেষ। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS - 2.00 P.M.

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker :- Now, the business before the House. Laying of a copy of "The 19th Annual Report and Accounts of the Tripura Forest Development & Plantation Corporation Ltd. for the year 1994-95" on the Table of the House.

Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Development lay the of the Annual Report and Accounts on the Table of the House.

Shri Pranab Debbarma (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to lay the copy of "The 19th Annual Report And Accounts of the Tripura Forest Development & Plantation Corporation Lmt. for the year 1994-95" on the Table of the House.

Mr. Speaker :- Hon'ble Members are requested kindly to collect the copy of the above mentioned Annual Report & Accounts from the Notice Office of Tripura Legislative Assembly.

GOVERNMENT BILL – Referred to the select Committee

Mr. Speaker :- Now, the Business before House, "The Tripura Recording of Marriage Bill, 2003 (Tripura bill No 9 of 2003)"

Now I would request to the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Department to move for consideration

Shri Keshab Mazumdar (Minister) :- Mr. Speaker Sir, I beg to move the bill, "The Tripura Recording of Marriage Bill, 2003 (Tripura Bill No 9 of 2003)" and be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন বিলটির উপর আলোচনা। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিলটির উপর আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, যে বিলটা এখানে বিবেচনার জন্য রেখেছি সেই ব্যাপারে আমি খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলতে চাই। বিলটির বিষয়ে পরিস্কারভাবে বলা আছে তারপরেও আমি কিছু বলতে চাইছি আমাদের এই রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছে প্রত্যেকের নিজ নিজ একটা নিয়ম আছে বিবাহ সম্পর্কে। ধর্মীয় বিধান আছে, তারপরে কিছু প্রচলিত নীতি পদ্ধতি আছে। বিশ্বাস আছে সমস্যা আছে, সেই অনুযায়ী বিবাহ বন্ধন হয়ে থাকে সমাজের মধ্যে তাছাড়া আজকে মানুষ যেমন বাড়ছে অনুষ্ঠানের ধারাও বাড়ছে। কোথাও ঠাকুর বাড়ীতে কোথাও বা এখানে সেখানে অনবরত সেগুলি হচ্ছে। দেশে আইনও আছে। রেজিস্টার্ড মেরিজ আছে আমাদের আইন অনুযায়ী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সমস্ত ধরণের বিবাহ বন্ধন হচ্ছে তার রেকর্ড করা হচ্ছে না। এর ফলে এখন সামাজিক ব্যবস্থা যত পরিবর্তন হচ্ছে আর্থিক অবস্থাও ঠিক সেইভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে অর্থনৈতিক সমস্যা যে এসে যাচ্ছে তার ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করা যাচ্ছে যাতে বিয়ের পর যারা বিবাহিত স্বাভাবিক কারণে পুরুষ শাসিত সমাজে বিশেষ করে মেয়েরা বেশী অত্যাচারিত হচ্ছে, বিয়ের পর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যখন তাদেরকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন তাদের বিয়ে যে হয়েছে সেটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। আইন থাকলেও আদালতে গেলেও সব সময় সাক্ষি সাবুদ ইত্যাদি নিয়ে তারা সেই স্বামী-স্ত্রী এটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। এর ফলে আমরা দেখি এই ধরণের বিতাড়িত মেয়েরা আমাদের সমাজে তাদের জীবন নির্বাহের জন্য খুব অসুবিধার মধ্যে পরে যায়। কখনো বাপের বাড়িতে গিয়ে বাপের আশ্রয়ে থাকতে হচ্ছে কখনো আত্মিয় স্বজনের আশ্রয়ে থাকতে হচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইহা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে জীবন ধারণের জন্য কিছু কলোষিত রাস্তায় চলে যেতে বাধ্য হয়। সেই কারণে প্রটেক্শান যাহাতে পেতে পারে অন্তত আমাদের এখানে আইনের যত সুযোগ সুবিধা আছে সেটা যেন গ্রহণ করতে পারে এটা প্রমাণ করার জন্য হলেও এটা আর একটা দিক মেরিজ রেজিস্ট্রেশনের রেকর্ড হওয়ার প্রশ্ন আমাদের কাছে থেকে

যায়। এই উদ্যেশ্যে এই বিলটি এখানে আনা। যে ধরনের বিয়েই হউক। এই বিলটার উদেশ্য হচ্ছে যে ধরণের বিয়েই হউক এটাকে রেকর্ড ভুক্ত তারপরে আইনে যা যা সুযোগ আছে সেগুলি পাওয়া সেটা হচ্ছে অন্য বিষয়। আমাদের রাজ্যে কখন কতটা বিষয় হচ্ছে কি হচ্ছে তারও পরিসংখ্যান পাওয়া দরকার। সেটাও একটা দিক এই বিল এখানে আনা। এটা করতে গিয়ে আমাদের এই বিলটার মধ্যে পাঁচটা চাপ্টার আছে। ২২টা সেক্শান আছে। তারপর সাব-সেক্শান আছে। তাতে মোটামোটি সমস্ত বিষয়টা এসেছে। যাহাতে রেকর্ড করতে কোন অসুবিধা না হয়। এখানে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাইছি রাজ্য সরকার তার জন্য চিফ মেরিজ রেকর্ডার নিয়োগ কবেন, ডিস্ট্রিক্ট মেরিজ রেকর্ড, এডিশন্যাল মেরিজ রেকর্ডার তারা নিযুক্ত হবেন। আর এই সব খবরা খবরের জন্য রিপোর্টারের প্রভিশন এখানে রাখা হয়েছে। যারা বিভিন্ন জায়গায় খবরা খবর ইত্যাদি দিবেন। যাহাতে গ্রাসরোট লেভেল থেকে যাহাতে করা যায় তার জন্য বিধান রাখা হয়েছে এখানে।

রেকর্ডারের কাছে সমস্ত কিছু যদিও পদ্ধতিগত না আসুক কিন্তু রিপোর্টারদের দায়িত্ব হচ্ছে যার যার জুরিডিকাশন আলাদা থাকবে জায়গাবাসা আলাদা থাকবে। আমাদের পঞ্চায়েত লেভেল থেকে আরম্ভ করে মিউনিসিপালিটি থেকে আরম্ভ করে এবং পঞ্চায়েতে যারা আছে সেখানে পঞ্চায়েত মেরেজ রিপোর্টার থাকবে, মিউনিসিপালিটি এলাকায় মিউনিসিপালিটি ম্যারেজ রিপোর্টার থাকবে আর যেখানে যে সব অঞ্চল মিউনিসিপালিটির অন্তভুক্ত নয় অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি আইনে যে সব জায়গাশাসিত হয় সেইগুলিও নয় পঞ্চায়েত আইনে যেগুলি কাভার করা যায় সেগুলিও নেই এই রকম জায়গাব জন্য আমাদের তহশীল একটা নাম দিয়ে তহশীল ম্যারেজ রিপোর্টার থাকবে। এই তিন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে রাজ্যে সমস্ত অঞ্চলের যা এইগুলি হচ্ছে তার রিপোর্টটা আসা যায়। এই রিপোর্ট আনতে গেলে এখানে যে প্রভিশান করা হয়েছে সেটা হলো রিপোর্টাররা হোক যাদের বিয়ে হচ্ছে তাদের পক্ষেই হোক বা তাদের অভিভাবকদের পক্ষেই হোক বা নিজেরা যারা বিয়েতে আবদ্ধ হচ্ছেন তারাই হোক ৩০ দিনের মধ্যে এটাকে রেকর্ডারের কাছে একটা রিপোর্ট তাদের প্লেইস করতে হবে। সেটা করলে পরে সেখানে একটা ফ্রম আছে ফ্রম-এ যেটা বলা হচ্ছে এটার মধ্যে তার উল্লেখও আছে আইনে সেই আইনে তাদের ফ্রম ফিলাপ করে দিতে হবে এবং যাদের কাছে দেবেন রেকর্ডারের তরফ থেকে এটি যখন রেকর্ড হয়ে যাবে তখন তার একটা একনলেজমেন্ট তাদেরকে দেওয়া হবে সেটা ফ্রম-বি হিসাবে এই আইনের মধ্যে সেটা যুক্ত হয়েছে। এই বিষয়গুলি আছে এবং এতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে রিপোর্ট করলে রেকর্ড হলে তার জন্য সাধারণ মানুষ যা আছে যাদের বিয়ে ইত্যাদি হলো তাদের কোন ফিস ইত্যাদি দিতে হবেনা। ফিস ছাড়াই তারা এইগুলি রেকর্ড করবেন এবং এক্নলেজমেন্টও পাবেন এই প্রভিশানও ইত্যাদি আছে। মূলত এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যারা রিপোর্টার আছেন তাদেরই দায়িত্ব বেশী তাদের নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত থাকবে। পঞ্চায়েতের মধ্যে যদি কোন বিয়ে হয় যে কয়েকটা বিয়ে হলো তাদের রিপোর্ট অন্তত রেকর্ডারের কাছে পাঠাতে হবে। তাতে যদি কোন গাফিলতি থাকে তা হলে এর জন্য ছোটখাট একটা পানিসমেন্টের ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে তাদের ন্যাগলিজেন্সের জন্য খুব বড় অন্য কোন ব্যাপার নেই। এই বিষয়গুলি সমস্ত রেখেই মোটামোটি তাতে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি কোন রকমের টাকা পয়সা ছাড়া এই রেকর্ডগুলি এখানে হবে। মেইল পার্টনার যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৩০ দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট করতে হবে। ৩০ দিনের মধ্যে এটাকে রেকর্ড করতে হবে জানাতে হবে। যদি ৩০ দিনের মধ্যে না হয় তা হলেও জানাবার পদ্ধতি এই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে। ৩০ দিনের মধ্যে না হলেও পরবর্তী সময়ে তারা সেইগুলি জানাবেন। মাইনরেরও যারা মাইনর আছে তাদের বিয়েটা হচ্ছে আইনগত ভাবে সেটা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সেটা হচ্ছে পরের বিচার্য্য বিষয় আইনে গেলে তার পরে বিচার্য্য বিষয় কিন্তু যারা মাইনর মেম্বার আছেন তারা যদি অভিভাবকদের সম্মতিতে সেই বিয়ে হয় তা হল অভিভাবকরা সেই ফ্রমটা ফিলাপ করবেন এবং রেকর্ডারের কাছে জানাবেন। আর এছাড়াও তো বলেছি যে বিভিন্ন বিষয়তে কখনো এইসব হতে পারে মাইনর-এর এমনিতে বিয়ে হতে পারে কিন্তু রেকর্ড হতে যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় এইগুলি রিপোর্টের ভিত্তিতেও রেকর্ড হয়ে যাবে। এই সার্বিক বিচার বিশ্লেষণ করে এই আইনটি এখানে আনা হয়েছে। এটা বিশেষত এই বছরটাকে সামনে রেখেও যে ভাবে আমাদের মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছেন যাদের বিবাহিত মহিলা তাদের কিছু

আইনগত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বিয়ে যে হচ্ছে অন্তত তার প্রমাণ করার জন্য এবং কতগুলি বিয়ে হচ্ছে তার পরিসংখ্যান সমস্ত কিছু আইনগত ভাবে রাখার জন্য এই সমস্ত বিচার করে এই বিলটি আনা হয়েছে।

আমি আশা করব এই বিল সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই খুব সুনির্দিষ্টভাবে এই বিলে উল্লেখ করা আছে। আমি আশা করব এই হাউসের কাছে যে বিলটি এখানে উৎথাপিত হল এই বিলটা যাতে পাশ করিয়ে দেন যাতে আমরাও রেকর্ড করার ক্ষেত্রেও যাতে উপযুক্ত ভূমিকা নেওয়া যায়। কারণ বিল পাশ করিয়ে দেওয়ার পরও গভর্ণমেন্টের কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে, সেই দায়দায়িত্ব পালনেও গভর্ণমেন্ট সেইগুলি ভূমিকা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিলটিকে রাজ্যে প্রবর্তন করতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ- এইদিক থেকে আরও বলবেন নামের লিষ্ট আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- স্যার, নামের লিষ্ট পাঠাব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনারা কেউ বলবেন, আপনি ছাড়া আর কেউ বললে নামটা পাঠিয়ে দেন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- আমাদের মধ্যে আমি বলব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- তিনি পরে বললে ভাল হত। বাকিটা উনি কাভার দেবেন মন্ত্রীর পক্ষ থেকে।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনি বললে বলুন কোন অসুবিধা নেই। আপনি শেষে বলুন না। উনার পরে উনি বলবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত বলুন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দ্যা ত্রিপুরা রেকর্ডিং অব দ্যা মেরিজ বিল ২০০৩ ইং এই বিলটির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি। বিস্তৃত বলার অপেক্ষা রাখে না সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করবে এই বিল। অত্যন্ত সময় উপযোগি আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নিয়ে গর্ব করছি আমরা তথ্য বিস্ফোরণের যুগে প্রবেশ করছি এবং পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় যে আমাদের মধ্যে রুচি এবং চিন্তারও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হচ্ছে। তার প্রতি ফলন ঘটছে আমাদের পারিবারিক জীবনে অসামাজিক নৈতিক এবং অমানবিক কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এটা মূলতঃ আমাদের যে সামাজিক কাঠামো সেই জন্য দায়ি। পারস্পরিক কনসেন্ট নিয়ে বিবাহ হলেও পরবর্তী সময়ে যখন বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয় অনেক ক্ষেত্রেই আদালতে গেলে সেই বিবাহ প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না। এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হবে। বিবাহের সাথে সাথে বিনা পয়সায় বিবাহ নথিভুক্ত করণের আইনগত বিধান থাকলে মানুষের মধ্যে একটা নিয়মতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে। সেইদিক থেকে বলা যায় অত্যন্ত সময় উপযোগী এই বিল। আমাদের তো জন্ম এবং মৃত্যুর রেকর্ড রয়েছে কিন্তু যাকে ভিত্তি করে জন্ম তার রেকর্ডের কোন বিধান নেই আমাদের রাজ্যে। সেই দিক থেকে এই শূন্যতাও পূরণ হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি স্যার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে পৃথিবী আকাশ জুড়ে অর্ধে মহিলারা থাকলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারাই নির্যাতিত তাদের মধ্যে একটা নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি হবে। বিভিন্নভাবে জাতীয় মহিলা কমিশন রয়েছে রাজ্যে রাজ্যে মহিলা কমিশন রয়েছে এই মহিলাদের উপর নির্যাতনকে কেন্দ্র করে বিভিন্নভাবে তাদেরকে আইনের সাহায্য প্রদান আইন দপ্তরের উদ্যোগে আইন সচেতনতা কর্মসূচি সহ বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে তারপরেও এটা যখন একটা মেন্ডিটরি প্রভিশন হয়ে যাবে। আইনসিদ্ধ হয়ে যাবে তখন মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক যে অপরাধ প্রবনতা সেটা অনেকটা রোধ করা যাবে বলে আমরা মনে করি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। সেই জন্যই আমি এই বিলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি। তবে কিছু বিষয় আমাদের যারা আমাদের হিন্দু ম্যারেজ্ এক্ট বা স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট অনুযায়ী ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান যাদের হবে তাদেরকে কি আবার ম্যারেজ রেকর্ডিং করতে হবে কিনা স্পষ্ট তা নেই

আর একটা বিষয় স্যার, এখানে মিউনিসিপলিটি কথা এখানে বলা আছে সাব সেকশান ওয়ান এর সাবক্লোজ ওয়ার এ মিউনিসিপলিটিটা রয়েছে কিন্তু ডেফিনেশনে কোথাও নেই যে মিউনিসিপলিটি কাভার করবে। আর মাইনরদের ক্ষেত্রে সেকশন সেভেন-এর সাব সেকশন ক্লোজ টুতে যেখানে প্রোভাইডেড দ্যাট হোয়ার দি মেইল পার্টনার ইজ এ মাইনর হিজ পেরেন্ট অর গার্ডিয়ান উইথ্ হোজ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ফিমেইল দের ক্ষেত্রে কোন কিছু উল্লেখ নেই। এই বিষয়টি আমার মনে হয় বিবেচনা করা প্রয়োজন রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটা প্রথম ইনটিডিউজ হচ্ছে এই বিলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি এবং আগামীদিনে এই বিলকে হাতিয়ার করেই সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তা বোধ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে এই প্রত্যাশা রেখে আমার আলোচনা শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলটার উদ্দেশ্য ভাল। প্রথম ২৩-০৯-২০০৩ ইং-এ এই বিধানসভায় আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম এর উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন হ্যাঁ নথিভুক্ত করার জন্য একটি আইন প্রস্তাবাকারে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পরবর্তী সময় ১০ আগষ্ট ২০০৩ ইং-এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে বলেছিলাম যে রাজ্যে অস্বাভাবিক বধূ হত্যা ও পণ নিয়ে বধূ নির্যাতন সহ ইত্যাদি ঘটনাগুলি উত্তেজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের আইনের জটিলতা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে বধূ হত্যা বা বধূ নির্যাতন এর মত ঘটনাগুলি ঘটছে। জন্ম মৃত্যুর মত প্রতিটি বিবাহকে বাধ্যতামূলক ভাবে সবকারের কাছে নথিভুক্ত রেকর্ডিং করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে আইন প্রণয়ন করা জরুরি। এই ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা হলে বিবাহকে বাধ্যতামূলক নথিভুক্ত করা হলে উক্ত ঘটনাগুলি সবটা না কমলেও অনেকাংশে এটা উপকার হবে। এই বিলটা স্যার, প্লেইস করেছে। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু বিলটা বহুত্রুটিপূর্ণ। আমি একের পর এক বলছি। প্রথম হল ফাইনানসিয়েল একটা মেমোরেডামে বলেছে এ্যনি অ্যাডিশ্যনাল এক্সপেনডিচার ফর্ম দি কনসিডারেশন ফান্ড হয়েছে দি বিল ইজ পার্ট এন্ড এট্ ইন ট্ অপারেশন সেল নট ইনভলব এ্যনি অ্যাডিশ্যনাল এক্সপেনডিচার ফর্ম দি কনসোলেটেড ফান্ড অব দি স্টেট। সাথে সাথে এখানে বলা হয়েছে সেকশান ফোর এ দি স্টেট গভর্ণমেন্ট মে বাই নোটিফিকেশান ইন দি অফিসিয়েল গ্যাজেট পয়েন্টে চীফ ম্যারেজ রেকর্ডার ফর দি স্টেট অর ডেজিগনেট এন্ড অফিসার। যদি ডেজিগনেইট করে কোন অফিসারকে তাহলে পয়সার কোন প্রশ্ন উঠবে না। যদি এপয়েন্ট করে নতুন করে তাহলে কিন্তু ফাইনানসিয়েল ইনভলব হয়ে গেল। তাহলে আর থাকতে হবে না আগে চিন্তা করে নিতে হবে আপনারা কি করবেন। তাহলে এটা ফাইনানসিয়েল বিল হয়ে যাবে।

আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনারা কি করবেন তাহলে এটা ফিনান্সসিয়েল বিল হয়ে যাবে। আপনি বলছেন যে চীফ্ ম্যারেজ রেকর্ডার ফর দ্যা স্টেট, এপয়েন্ট এ চীফ্ ম্যারেজ রেকর্ডার অর ডেজিগনেটেড অফিসার। তাহলে অর টা থাকতে হবে না। তাহলে আপনি যদি করেন তাহলে আবার বিল আনবেন কি? তাহলে বিলটা অবৈধ বিল হয়ে যাবে। আপনাদের এটা ক্লেয়ার করতে হবে। যদি ডেজিগনেটেড করেন এ্যান্ড অফিসার, অফিসার এ্যান্ড হুয়িচ র‍্যাংক সেক্শান অফিসারকেও অফিসার বলে, ডি.এমকেও অফিসার বলে, এ.ডি.এমকেও অফিসার বলে এবং ডি.সিকেও অফিসার বলে তাহলে কোন অফিসার। এখানে কোন কিছু মেনশান করা হয়নি। সুতরাং আপনারা কিন্তু এখানে কোন অফিসারের ব্যাখা করেননি। প্রথমেই সেকশান থ্রি তে বলছি অল ভেলেইড মেরেইজেস সলবেনাইজড ইন দ্যা স্টেট ইন এনি ফর্ম রিকগনাইডজ আন্ডার দি পার্সোনাল ল অর কাসটমস্ এপ্লিকেবল টু দি পার্টিস হাজবেন্ড এ্যান্ড ওয়াইফ অর আইদার অব দেম সেল বী কমপলসারিলি রের্কডেড উইথ দি প্রভিশান অব দ্যা এ্যাকট হওয়াই ভেলেইড মেরেইজ। এই যে ভেলেইড বলছেন এটা কে ঠিক করবে। আমি যদি বা আপনি যদি কালি বাড়িতে মালাবদল করে আসেন তাহলে কি রেকর্ড করতে পারবে না। তাহলে পারবেন না মানে আপনি ভেলেইড মেরেইজ বলবেন না। তাহলে অল মেরেইজেজ থাকতে হবে। নট ভেলেইড মেরেইজেজ বলছেন কেন। ভেলেইড মেরেইজেজ অধিকার কি এই রেকর্ড অফিসারকে দেওয়া হবে। দেওয়া হয়নি তো আইনে। এখানে

মূল কথাটা হলো আপনি শুরুতেই বলেছেন দেট এপার্ট এবসেন্স অব মেরেইজ রেকর্ড প্রয়োজন বোধ করছে ইজ ফেলট হুয়েন এ মেরেইজ ইজ ডিনাইড বাই এ পার্টি আফটার দি রিলেশান বিটুয়িন হাজবেন্ড এ্যান্ড ওয়াইফ ট্রার্ন সো ইট বি - কাম ডিফিকাল্ট ফর দি পার্টি টু শো এভিডেন্স অব মেরেইজ টু এনাবেল টু দি কোর্ট টু মেইক অর্ডার অফ ফরমেট আসল কথা হলো ভরণপোষণের প্রশ্ন দেখা দেওয়ার কোন পরেই আমাদের তরফে বা মন্ত্রী সভার প্রশ্ন উঠেছে যে বিয়ের পর অস্বীকার করে ফেলে সুতরাং কোন কিছু নেই সুতরাং এই ধরনের একটা আইন থাকা উচিৎ অন্তত রেকর্ড হলেও দেখা যাবে যে না বিবাহ হয়েছে রেকর্ড আছে। তাহলে ভেলেইড মেরেইজেজ-এর ব্যাপারে আমার বক্তব্য রয়েছে কারণ এখানে কোন রকম উল্লেখ করা হয়নি। স্যার, দ্বিতীয় পয়েন্ট ৫৩ এভরি মেরেইজ রেকর্ডার সেল উইথ-আউট ফি অর রিওয়ার্ড ইনটারনেট টু দ্যা রেজিস্টার মেইনটেইন হুয়েদার, এই যে মেরেইজ রেজিস্টারটা দিল রেকর্ডার সে কি চাইবে, কি প্রুফ, কি ডকোমেন্টস। এটা কি যিনি মেরেইজ রেকর্ডার করতে তিনি দেবেন এই ধরনের কোন কিছু উল্লেখ নেই। যেমন গেজেটেড অফিসার সার্টিফিকেট দিলে চলবে, পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট দিলে চলবে, কোন এফিডেভিট দরকার আছে কিনা? কোন বিয়ের কার্ড দরকার আছে কিনা? কিছুই উল্লেখ নেই আমি গিয়ে বললেই হলো আমার বিয়ের রেকর্ড করে ফেল। এমনকি ভেরিফিকেশান নাই। এমনকি এফিডেভিট নাই। স্যার, কে বলল আমি বিয়ে করেছি রেকর্ড করে ফেল। ফর্ম আছে ফিল-আপ করে ফেল।

ইট্ ইজ্ এ ডেন্‌জারাস্ থিংস্। স্যার, সেভেন-এ. কি বলছে আমাদের অমিতাভ দত্ত উনি আইন ব্যবসার সহিত জড়িত ছিলেন এখনো কিছু কিছু করেন কারেকট্ প্রস্তাব দিয়েছেন সেভেন-টু.তে বলা আছে দি মেইল পার্টনার টু মেরেজ ইফ ডাজ্ সেল মেরেজ উইদ্ ইন্ দ্যা থার্টি ডেইজ্ ফ্রম দ্যা ডেইট অব মেরেজ। মেইল পার্সন ওয়েন্ট টু কেলকাটা বা অসুস্থ হয়ে পরে রইল তাহলে কিভাবে করবে। তাহলে বলতে হবে আইদার অব দিজ পাউজ্, ধরুন আমার কোন বদ্ উদ্দেশ্য আছে, আমার একটা মেয়ের সাথে ফস্টি নষ্টি আছে আমি জানাব না আমার মেরেজ রেকর্ডারকে এতে করে স্বার্থ শুধু নারীর অধিকার বলছি। তাহলে ফিমেইল পার্টনার করবে উল্লেখ নেই। কিন্তু, তাহলে এখানে থাকতে হবে আইদার অব দিজ্ পাউজ্ সুড্ গিভেন রাইট্ টু সাবমিটেড্ দি ইনফরমেশান, একথা থাকতে হবে, স্বামী যদি কোন কিছু গোপন রাখতে পারে এবং যদি বিয়ে করে ফেলে তার অন্য কারোর সাথে সম্পর্ক আছে তাহলে স্ত্রী কিন্তু রেকর্ড করতে দেবে না রেকর্ডার বলবে আমি তোমার রেকর্ড করব না আপনি তো বলেই দিয়েছেন অনলী মেইল পার্টনার গো দেয়ার আমার মনে হয় এই জায়গাটা প্রচণ্ড ডিফেকট এবং কনস্টাডিকশান্ উইদ্ দি অবজেকশান্ রিজনস্ অব দি রেকর্ডিং। এনি পার্টনার বলতে হবে আইদার অব দিজ্ পাউজ্। ফর্মে যে দেওয়া হয়েছে সাবজেটকট টু ফ্রেমিং অব রুলস কনট্রডিকটরী, আপনি যে সেভেন এ. টা দিয়েছেন যে ফর্ম অনুযায়ী রেকর্ডের কথা বলেছেন এটা কিন্তু কনট্রাডিকট্ করে। স্যার, এখানে আরেকটা প্রশ্ন অধিকার নারীর বলছি কিন্তু বার বার বলছেন মেইল পার্টনার, নারীর অধিকার সম্বন্ধে বলাই হচ্ছে না তাকে সাইলেন্ট রাখা হচ্ছে। নট্ অনলী দিজ হোয়েদার দি প্রোভাইসো, এখানে বলছেন কি প্রোভাইডেড্ দেট্ হোয়েদার দি মেল পার্টনার ইজ মাইনর হিজ পেরেন্টস্ অর গার্ডিয়ান উইথ হুজ্ কনস্টেস্ দি মেরেজ ওয়াজ সোলেমেনাইজ সেল বি লায়েবেল টু কম্পলাই উইথ দি প্রোভিশান অব দি সাব সেক্‌শান্ এ্যান্ড ফর মে ফরম এ লাইবেল টু সাইন বাই পেরেন্ট অর গার্ডিয়ান। তাহলে আমরা কি আইন করেছি হিন্দু মেরেজ এ্যাকট্ যেটা আছে সেটা বাতিল করে দিচ্ছি। মাইনর যে বলা হয়েছে এর কি কোন আইন আছে ইভেন উইথ দি কনসেন্ট্ স্যার, এই হিন্দু মেরেজ এ্যাকট-এ পরিস্কার বলা আছে,ছেলে ২১ বছর এবং মেয়ে ১৮ বছর বিয়ের সময় হ্যাঁ আছে কাশ্টমারী ল, মরডারন্ ল, এটার মধ্যে এটা উল্লেখ আছে। তাহলে বলতে হবে প্রোভাইডেড ফারদার দেট্ মানে আরেকটা প্রোভিশান্ ঢোকাতে হবে ফারদার দেট হিজ প্রোভিশান নট এপ্লাইড টু এ হিন্দু মেইল মাইনর গাইডেড্ বাই হিন্দু মেরেজ এক্ট। একথা না বলতে হবে না তো। তাহলে আপনি নাবালকদের বিয়ের অধিকার দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে বিল আসবে না। বলতে হবে হিন্দু মেরেজ একট্ এ যে আইন আছে সেটাকে এক্সক্লুডেড্ করতে হবে। কাষ্টমারী ল ট্রাইবেল দে কেন্ ডু। ফারদার প্রোভাইডেড্ বলে ঢুকতে হবে। স্যার, এই জিনিষটা লক্ষ্য রাখতে হবে।

সেকশান এইট এ কনট্রাডিশান এবং সেকশান ৭৮ বলেছেন ত্রিশ দিনের মধ্যে রেকর্ড করতে হবে। আবার বলে

দিয়েছে ত্রিশ দিনের বেশী সময় হলেও চলবে। কিন্তু আপার এজ লিমিট নেই। আইনের বইয়ের কোথাও লেখা নেই যে কত দিনের পর্যন্ত সেটা চলবে? তাহলে আপনার আইনে কোথাও প্রভিশান নই। স্যার, কেউ ইচ্ছা করলেই মেরিজ রেকর্ড-এর নাম বাদ দেওয়া যায়? স্বামী-স্ত্রী তিক্ততার ফলে ইচ্ছা করলেই মেরিজ রেকর্ড থেকে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যদি এগ্রিড হয় তাহলে সে তখন কোথায় যাবে? তার জন্য এপিলিটি অথরিটি আসে কিনা? সাপোজ কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে ডাইভোর্স করে ফেলে সেই স্ত্রী-স্বামী যদি বামপন্থী সমর্থক হয় এবং ব্যক্তির স্ত্রী যদি হগব হয় তাহলে ফেডারেশন থেকে সব রেকর্ড করে দিতে পারবে কিনা? সেখানে যদি স্বামী-স্ত্রী এগ্রিড হয় তাহলে তারা কোথায় যাবে? আপার কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টগুলিতে এইরকম কেনা এপিলিটি অথরিটি মেনশন করা হয় নাই। কেউ ইচ্ছা করলে রেকর্ড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারে। এই পদ্ধতিগুলি সুপ্রিম পাওয়ার থেকে দেওয়া হয়েছে। এটা আইনের চোখে এমবোবিউটি। এটা মোষ্ট ইললিগেল এবং ব্যক্তি অধিকার খর্ব হয় এবং সেকশান টুয়ান্টিতে (২০) সম্পূর্ণ কনট্রাডিকশন এ কোন লোক কোন মামলা করতে পারবেনা এ রকম বলা আছে এবং আরও বলা রয়েছে নো সোড প্রসিডিউশন অল আদার ইললিগেল সেল লাই এগেইনষ্ট স্টেট গভঃমেন্ট। এ এবং চিফ ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ডার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজস্ট্রেট রেকর্ডার এনভাইরনমেন্ট রেকর্ডার তারাও বলছে কোন বিচার ব্যবস্থা হবেনা আদালতে। এই রকম ব্যবস্থা কোথাও আছে কিনা? ১৫৪ বলা আছে ফৌজধারী মামলা করতে পারবে। ১৫ ধারা মেরিজ রের্কডে যদি ইচ্ছা করে ভুল করে তাহলে উইলফুলি নেকলেকট্ অনেষ্ট মেট আরলি ডেলিভারি অর সেন্ড দি মেমোরেন্ডাম এস রিগার্ড রিকোয়ার বাই সেকশন এইট (৮) সেল বি পানিসেবল উইথ ফাইন হোয়িস মেক রোপিস ওয়ান থাউজেন্ড (১০০০ টাকা) এখানে বলা আছে উইল ফোলি নেগলেকট যদি বিচার করলে ১০০০ টাকা। ১৫২৩ মেরিজ রেকর্ডে যদি উলোট-পালোট হয়ে যায় তাহলে তার জন্য কে বিচার করবে? যদি ওই ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ওই ব্যক্তি কোথায় আপিল করবে। তার জন্য কোন আপিল প্রভিশান নেই এবং এটা আইনে নেই। আনপারা বলেছেন কেনা মামলা সোড করতে পারবেনা তাহলে সেখানে কত রকম কনট্রাডিকশন থাকতে পারে এই রকম বলা আছে। যদি মেরিজ রেকর্ড উল্টা করে ফেলে তাহলে সেখানে সে ফৌজধারী মামলা করতে পারবেনা? সেই মামলা কি নন্ কক্ নাকি কক্ নাকি ডেভিলবেল, নাকি নন্ ভেলিওলেবল সেখানে কিছুই লেখা নেই। সেখানে দুইবার মামলা করতে দেওয়া হবে না। এই সমস্ত বিষয় আইন বই-এ লেখা আছে।

ম্যারেজ রেকর্ডার আইন দেখিয়ে বলবেন আপনি মামলা করতে পারবেন না। কেন করতে পারব না? আপনাকে আইনে বলে দিয়েছে আপনি কোন মামলা করতে পারবেন না। অফিসার গিয়ে বলবে না এটা ম্যান্টিনেব্যাল নয়। আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা চলে না কে বলল? আইন বলছে স্যার, এই জিনিসগুলি দেখার ব্যাপার আছে। এখন আমার বক্তব্য হল দি ত্রিপুরা রেকর্ডিং অফ্ ম্যারেজ বিল ২০০৩ ইং ১০ নাম্বারে বলা হয়েছে No marriage required to be recorded under this Act shall be deemed to be invalid by reason of the fact that it was not recorded under this Act or that the memorandum was not delivered or sent to the Marriage Recorder or that such memorandum was ineffective, irregular and incorrect. অর্থাৎ কোন বিয়ে বাতিল হবে না এই রেকর্ড না করলে এটা কি রকম কথা হচ্ছে। আমি কলা বিভাগের ছাত্র ছিলাম। তখন আমাদের সময়ে অনেক আগে আবশ্যিক গণিত বলে একটা বিষয় ছিল এটাতে শূন্য পেলেও পাশ ১০০ পেলেও পাশ অর্থাৎ এটাকে অপশন্যাল বলে। এখানেও অবস্থাটা এই রকমই হয়েছে। আমি কেন মনে করিয়ে দেব যদি কোন রকম বিয়ে রেকর্ড না করে তাহলে কোন বিয়ে যেটা আছে সেটা বাতিল হবে না। একথা কেন আপনি মনে করিয়ে দেবেন কি দরকার? এই স্যাংশানটা থাকবে কেন এটাতে? আমার ইচ্ছা আমি রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ করব ডি.এম. অফিসে গিয়ে এটা আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে এটা বাতিল হবে না তাহলে এই রেকর্ডিং করতে মানুষ আসবে কেন। কারণ আপনি বলেছেন কোন বিষয় বাতিল হবে না। স্যার, এই দিগটা লক্ষ্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি আপনার কাছে। দ্য ত্রিপুরা রেকর্ডিং অফ্ ম্যারেজ বিল ২০০৩-এর ১০ নাম্বারে আছে The Marriage Recorder may either orally or in writing

require any person to furnish any information within his knowledge in connection with marriages in the locality within which such person resides and that person shall be bound to comply with such requistion. ইনফ্রাষ্ট্রাকচার কি? সারা রাজ্যে আইনটা চালু হবে। কিন্তু আপনি কিসের কথা বললেন এই যে বিয়ে সাপ্রেস্ করলে কে খুঁজবে পুলিশ তহশীলদার না পিয়ন? এই ব্যাপারে ইনফ্রাষ্ট্রাকচার আছে কি? আপনি বলছেন বিয়ের ৩০ দিনের মধ্যে রেকর্ড করতে হবে কিন্তু আবার বলছেন টাকা নেই তাই টাকা ইনভলব্ করা হবে না এবং নূতন এপয়েন্টমেন্টও দেবেন না। এমনিতে ডি.এম-রা সপ্তাহে মাত্র দুইদিন বিয়ে রেকর্ড করেন। আপার লোক নেই এটা কেন বলছেন ইনফ্রাষ্ট্রাকচার কে খোঁজ করবে এবং কি প্রভিশান কিছুই উল্লেখ নেই। আবার বলছেন ৩০ দিন পর ৩১ দিনে বিয়ে রেকর্ড করলেও চলবে। কিন্তু সেখানে এক হাজার টাকা ফাইন লাগবে। আমি যদি ১০ দিন পর বিয়ে রেকর্ড করতে যাই তাহলে ফাইন কত লাগবে এবং কেউ যদি ১০ বছর পর রেকর্ড করতে যায় তাহলে কত টাকা ফাইন লাগবে। এই ব্যাপারে কিছু আছে কি? কিছু নেই? এটার অন্য কারণ দেখানো হবে কেন দেরী হয়েছে এবং তার জন্য হাইকোর্টে পিটিশান দিলে ক্ষমা করা হয়। আপনার আইনের বইয়ে দেখা যাচ্ছে বিয়ের ৩১ দিন পর রেকর্ড করলে এক হাজার টাকা ফাইন দিতে হবে এবং ২০ বছর পর করলেও এক হাজার টাকা ফাইন দিতে হবে। এখানে কিছুই নেই এই অবস্থা এবং আইনের এই রকমই ব্যাখ্যা। উদ্যোগ ভাল কিন্তু এত ভুল থাকলে যে উদ্দেশ্যের জন্য এটা করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। স্যার, এখন আপনি ৭ মোতাবেক ফর্ম দিলেন ৩০ দিনের দিন বিয়ে রেকর্ড করার জন্য কিন্তু বিয়ের ৩১ দিন পরে গেলে সেই সময় কোন ফর্মে কাজ হবে তার জন্য আলাদা ফরমেট আছে কি, নেই? এটা কেন নেই? ৭নং ফর্মে বলে দিয়েছেন ৩০ দিনের মধ্যে হলে এই ফর্মে হবে কিন্তু ৩০ দিনের পর হলে কোন ফর্মে হবে তার জন্য নিয়ম আছে কি? কিছু নাই? স্যার, এই দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। স্যার, এখানে দুই এবং তিন নম্বরে পার্টি যদি কোন কমপ্লেইন না করে যেমন ম্যারেজ রেকর্ডার একটা বিয়ে রেকর্ডিং করল কিন্তু রেকর্ডিং করার পর সে তার এটা কেটে দিল বা নেগলেট করল এবং এর মধ্যে ম্যারেজ অফিসার বাড়ীতে চলে গেলেন সে আর কোর্টে আসবে না ৬ মাস ঘুরে ঘুরে বাড়ীতে বসে রইলেন।

স্যার, ক্যান্সেলেশান করলে কোথায় যাবে কিছু লেখা নাই। সেকশান (৯)-এ পরিস্কার লেখা আছে শো-কজ করে ক্যান্সেল করে দেবে। ক্যান্সেলেশান কারেক্শানের জন্য বলল আপনাকে (রেভেনিউ মিনিষ্টারকে উদ্দেশ্য করে) ভাল করে দেখে নিন। স্যার, এখানে প্রত্যেকটা অ্যাক্টে লন্চ করার মত কেউ থাকে। যেমন ফরেষ্ট অ্যাক্ট করে ডি.এফ.ও সেল্স ট্যাক্স সুপারিনটেনডেন্ট আপনার কে করবে? নাথিং ইজ দেয়ার, কিছু উল্লেখ নাই। এখানে ২০ এ বলছে হো স্যুইট প্রসিকিউশান অব আদার লিগ্যাল প্রসিডিংগ্স শ্যাল লাই অ্যাগেইনষ্ট দি স্টেট গভর্ণমেন্ট। গুড ফেইথে যদি কোন মামলা করে তাব বিরুদ্ধে কোন মামলা চলবে না। এই গুড ফেইথ, বেড ফেইথ বিচার করবে কি। কাকে অধিকার দিল? এই যে লোকটা গুড ফেইথে করছে যে অফিসার তার বিচার করবে কি? আপনি কাউকে দেন নাই। আপনি বলে দিয়েছেন মামলা করতে পারবেন না। এই রকম আইন আমি দেখি নাই। স্যার, লাষ্ট ফর্ম-এর মধ্যে কি লিখেছে? আনম্যারেড-এর বিবাহ হয় জানি, বিধবাদের বিবাহ হয়, ডাইভোর্সের পরেও বিবাহ হয় কিন্তু বিবাহিত লোকের বিবাহ হয় এটা শুনিনি বিশেষ করে হিন্দুদের। অন্যান্যদের হয়। কাষ্টমারি ল'তে যেটা আছে হিন্দু অ্যাক্টে বিবাহিতদের বিবাহ হয় না। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে সেখানে ম্যারেজের ব্যাখ্যা দিতে হবে। কেননা আপনার আইনে আমি বিয়ে করব, বিয়ে করতে গিয়ে ৪৯৪-এ কেইস হবে। ৪৯৪ আই.বি.সিকে বাতিল করেছে কি ত্রিপুরা বিধানসভা? এটা সেন্ট্রাল অ্যাক্ট, এটা পারবেন না। ডাবল ম্যারেজ করলে আমার জেল খাটতে হবে। কাস্টমারি ল'তে যেমন ট্রাইবেলেরা ৩-৪টা বিয়ে করলে ক্ষতি নাই। কিন্তু হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ে করলে আমাকে জেলে যেতে হবে। এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে যে অ্যাকসক্লুডেড হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট। আর এখানে ফরম ৭ এর ৫-এ দেখুন ফরম অফ ম্যারেজ (গিভ টিক মার্ক টু দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফরম) কি বলেছে? বাই পারফরমিং সোসিয়েল রিলিজিয়াস রাইট্স রিকগ্নাইজ্ড বাই হিন্দু, এটা ঠিক আছে, খ্রীষ্টান এটাও ঠিক আছে, মুসলিম এক্সট্রা রিলিজিয়ন। আর কিছু বলল না। এখন রিক্সাওয়ালা বলল যে, আমি সামাজিকভাবে বিয়ে করব না, পুরোহিত

ডাকব না, কসবাতে গিয়ে আমি বিয়ে করে ফেলব। এখানে বলতে হবে অবলিগ ফরম্ এস্টাব্লিশ্ড বাই কাস্টম্‌স অর ইউজার্‌স। এটা বলতে হবে। অন্যভাবে যদি বিয়ে করে সেখানে সুপ্রিমকোর্ট কি বলেছে? এক রাত্রের জন্যও যদি কোন মেয়ের সাথে কেউ সহবাস করে তাকেও মেনটেনেন্স দিতে হয়। এটা কিছুই না, উদ্দেশ্য মেনটেনেন্স। তাহলে কেউ যদি কোন কারণে কোন হোটেলে এক রাত থাকে এখানে বলতে হবে আদার ফরম্ এস্টাব্লিশ্ড বাই কাস্টম্‌স অর ইউজারস্। এটা বলতে হবে। নতুবা এটার মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা ক্ষতি হবে। আমার অনুরোধ থাকবে এই জিনিসগুলির জন্য এটার উদ্দেশ্যটা ভাল কিন্তু এগুলি ত্রুটিপূর্ণ। এটার প্রস্তাব আমিই দিয়েছি আমি কেন বিরোধীতা করব। কিন্তু আপনার আইনটা এত ডিফেক্‌টিভ পদ্ধতিটা এত ডিফেক্‌টিভ যার জন্য মূল উদ্দেশ্যটাই ক্ষতি হবে। এখানে আপনারা উত্তর দিয়েছেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম হিন্দু স্পেশ্‌ল্ ম্যারিজ্ অ্যাক্ট অনুসারে আমাদের রাজ্যে সপ্তাহের প্রতিটি দিন যাতে ম্যারিজ্ রেজিস্ট্রি করানো যায় সেজন্য রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ম্যারিজ্ রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হবে কিনা বলে, উত্তরে মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য হল স্পেশ্‌ল্ ম্যারিজ্ অ্যাক্ট্-এর ১৯৫ অনুসারে সমস্ত মহকুমা শাসকগণ ম্যারিজ্ রেজিস্টার হিসাবে ক্ষমতাবান আছেন। আমার কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে এতগুলি মহকুমা শাসক আছে ওরা কেউ একটা ম্যারিজ্ করিয়েছে কি? আইন করলে আইনটার প্রচার হতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের যে ১৫ জন এস. ডি. এম. আছেন যেদিন থেকে আপনারা এটার নোটিফিকেশন করেছেন সেদিন থেকে ওরা একটাও ম্যারিজ্ করিয়েছে কি? আমি না জেনে কিছু বলি না। আপনারা পাওয়ার দিয়েছেন কেউ জানে না। আপনাদের ডি. এম. সাহেব বসে থাকে আর ওনার কাছে কেউ গেলে বলে আমি পারব না আমার কাজ আছে। আপনারা সপ্তাহে দু'দিন মাত্র সময় দিয়েছেন ওয়েষ্ট ত্রিপুরা ও সাউথ ত্রিপুরার জন্য। এখানে আমার বক্তব্য হল উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন যারা আছেন তাদেরকে লাইসেন্স দিন। অপজিশনকে বাদ দিন আপনাদের রুলিং পার্টির মধ্যেও বহু যোগ্যতা সম্পন্ন লোক আছে এবং অ্যাজ্ পার্ ''ল'' তারা এনটাইটেল ম্যারিজ্ রেজিষ্টার্ হিসাবে। হিন্দু ম্যারিজ্ রেজিষ্টার, স্পেশ্‌ল্ ম্যারিজ রেজিষ্টার বহু আছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ও বিভিন্ন রাজ্যে এক্‌সেপ্ট ত্রিপুরা। এখানে এটা দিতে আপত্তিটা কি? কয়েকজন আইনজীবী বেঁচে যাবে। আপনাদের দলের সমর্থক লোক বাঁচবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষ উপকৃত হবে। দ্যাট্ ম্যারিজ্ ইজ্ ভ্যানি্ ম্যারিজ সেগুলি লক্ষ্য রাখতে হবে। অপজিশন বলেছে বলে এটাকে বাদ দিতে হবে এরকম চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ না। আমরা এরকম চিন্তা করে বলিনা, আমরা ফ্র্যাংক্‌লী বলি। স্যার, এগুলি ব্যাপারে প্রশ্ন করলে আমি চাই সেটা ''ল'' ডিপার্টমেন্টে যাক তাহলে তারা একটু বুঝে উত্তরটা বলত। আর এখানে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কে কি বুঝিয়ে দেয় আর উনি বলেন এদের রেভিনিউর যা নমুনা আমি আর কি বলব। ওরা যে কি বুঝে আর আপনাদেরকে বা কি বুঝায়, আরে না বুঝলে ''ল'' ডিপার্টমেন্ট ইজ্ দেয়ার কন্‌সাল্ট কর। সব বোঝার ভাব ধরে বসে থাকতে হবে না কি। এ জিনিষগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে এখানে নূতন একটা প্রকল্প দেখা দিয়েছে, সারা ভারতবর্ষে সি. আর. পি. সি. ১২৫ অনুসারে ৫০০ টাকা মন্ত্রীদের ভরণপোষণ দেয় কোর্ট এবং এটাই হচ্ছে হায়েষ্ট। ত্রিপুরা বিধানসভায় ১৯৯৮ ইং মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটা অ্যামেন্ড্‌মেন্ট অ্যাক্ট করে করেছে ১৫০০ টাকা। ইন্ দা মিন্ টাইম দিল্লীর সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট্ সি. আর. পি. সি-র উপর একটা অ্যাড্‌মেন্ট করেছেন আনলিমিটেড, কোর্ট যেটা ভাল মনে করে, স্টেট্যাস অনুযায়ী ঠিক করবে। ডি. এম-এর বৌকে ছেড়ে দিল তার জন্য ১৫০০ টাকা আর এদিকে ৫০০ টাকা। এখন একটা কনট্র্যাডিক্‌শন্ করেছে জুডিশিয়্যালে-এর মধ্যে, বলা হচ্ছে যে না আমাদের এখানে আইন আছে আসলে সেন্ট্রাল অ্যাক্ট-এ বলেছে আনলিমিটেড। বড় বড় ধনী মানুষ যারা এবং বড় বড় অফিসারের বৌকে ছেড়ে দিলে ১৫০০ টাকা হবে। আমার কথা হল, সেক্ষেত্রে ডি.এম. চীফ সেক্রেটারী এগুলি স্টেট্যাস্ দেখে কোর্টে সেটা ধার্য্য করবে এই প্রবলেমটা দেখা দিয়েছে। কালকে আমার কাছে কয়েকজন এসেছে বলেছে এই সমস্যা কোর্টে দেখা দিয়েছে। স্যার, আমি আর বেশী সময় নেব না। স্যার, এটা একটা বিয়ের চিঠি কি লেখা হয়েছে, শুভ পরিণয় বরাহ্বানে কন্যাদাতার বাসভবনে দান মানুষ আবার দান করে নাকি এই সম্পর্কে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে

ইন্‌সট্রাকশ্‌ন দিয়ে দিন প্রচার করুণ এই ধরনের ওয়ার্ড কি করে বিয়ের কার্ডে ছাপে। আমি একটা আপেল দিতে পারি কাউকে এখানে আমি তো শুরুতেই গন্ডগোল করে ফেলেছি। (ট্রেজারি ব্যাঙ্গ থেকে শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- এখানে দান মানে হচ্ছে সম্প্রদান মন্ত্র পড়ে তাকে দান করা হয়।) ঠিক আছে।

স্যার, এই বিল আমরা ওয়েলকাম করি কিন্তু আমাদের অনুরোধ থাকবে এই বিলটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। সিলেকট্ কমিটিতে গেলে এটা মেক্সিমাম্ ১৫ দিন লাগবে। তারপর বাজেট সেশন তখনই বিলটিকে আবার আনা হোক এবং আমরা তখন বিলটিকে পাশ করে দেব। উদ্যোগ ভাল, কিন্তু এখন যেভাবে এই বিলটাকে আনা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। যাদের জন্য বিশেষ করে মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য যে উদ্যোগ তাতে তাদের অধিকারের কিছুই রাখা হয়নি। এটার ফাঁকে আরো অনেককে বদমাইশী করার সুযোগ দেওয়া হবে। কাজেই সেই সুযোগ যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি এই বিলটিকে সিলেকট্ কমিটিতে পাঠানো হোক। সেখানে আলোচনা হবে তার ত্রুটিগুলি নিয়ে এবং আইন বিষয়ে অনেক একস্‌পার্ট রয়েছে, আমাদের বিধানসভার সচিব তিনি আবার আইন সচিবও। কাজেই সমস্ত ত্রুটিগুলি দূর করে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় বিলটিকে আবার বিধানসভায় আনা হোক্। দুই একটা সিটিং এই এটা মিনিয়াম্ ১৫ দিন লাগবে। কিছু প্রভাইসো রেখে, অলটানেটিভ রিমেডি রেখে যাতে এটা করা যায়।

আরেকটা জিনিস ত্রিপুরার ছেলে কোলকাতায় বিয়ে করলো, তারা এখানে রেকর্ডিং হবে কি না? কিছুই মেনশনড নাই। আবার এখানে বলছে লোক্যাল জুরিস্‌ডিকশন। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই বিষয়গুলি ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে আনা দরকার। বিলটিকে আমরা ওয়েলকাম করি বাট আফ্‌টার অ্যামেন্ডমেন্ট। অ্যামেন্ডমেন্ট মোশান্‌স আমি অনেকটাই জানতে পারতাম কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট দিতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। কাজেই এটাকে সিলেকট কমিটিতে পাঠালে সেখানে এটাকে সংশোধন করা হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীজোতির্ময় নাথ ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিলটি এখানে প্লেস করা হয়েছে আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় রতনবাবু যে পয়েন্টগুলি এখানে আলোচনা করেছেন যেহেতু একটা বিল এসেছে, ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণ হবে সুতরাং যে যে জিনিসগুলি জনস্বার্থ বিরোধীতা আছে এবং যেটা ক্ষতির কারণ হতে পারে সেগুলিকে সংশোধন করা দরকার। যেমন চীফ্ সেক্রেটারী তারও তো দায়বদ্ধতা আছে। হিঁ ম্যা বী অ্যানী কাইন্ড অব্ অফিসার। তিনি চীফ্ সেক্রেটারী না আরো বড় অফিসার হলেও কিন্তু এই জায়গায় যে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে এটা মারাত্মক। তাহলে কেন একজন চীফ সেক্রেটারী হোক, একজন "ল" সেক্রেটারী হোক, যে কোন সেক্রেটারী সে হোক, তারও বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু এই যে সেকশনটা দেওয়া হয়েছে 'No suit, prosecution or other legal procedings shall lie against the State Government, Chief Marraiage Recorder.' Why ? চীফ্ ম্যারেজ রেকর্ডার তিনি আইনের উর্দ্ধে থাকবেন কেন? ডিস্ট্রিকট্ ম্যারেজ রেকর্ডার আইনের উর্দ্ধে থাকবেন কেন? ম্যারেজ রেকর্ডার আইনের উর্দ্ধে থাকবেন কেন? তাহলে রেকর্ড করলে - করার পর খাতাটা সে ছিড়ে ফেলল এবং বলল যে, দেয়ার ইজ নো রেকর্ড, ইউ গো। দেয়ার ইজ নো রেজিস্টার, ইউ প্লীজ্ গেট আউট ফ্রম মাই অফিস। দেন হোয়ার হী উইল গো? যে রেকর্ড করলো হোয়ার হী উইল গো? আপনারা এখানে বলে দিয়েছেন যে নোট স্যুট। কেন? কাজেই আমি আর রিপিটিশান করছি না, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে সমস্ত পয়েন্টগুলি উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকটিকে আমার মনে হয় সংশোধন করা দরকার। যেমন মেইল কথাটার জায়গায় মেইল আর ফিমেইল কথাটা থাকবে, অথবা মেইল ওয়৬ ফিমেইল বোধ কথাটা থাকবে। তারপর এখানে আরেকটা রয়েছে যেটা - 'No marraiage required to be recorded in this Act shall be deemed to be invalid' এই কথাটা রাখার প্রয়োজন নেই। সো, অমিট ইট। কাজেই এখানে যে ত্রুটিগুলি সম্পর্কে বলা হলো সেগুলি সংশোধন করে সংশোধিত আকারে এলে নিঃশ্চয়ই আমরা এটাকে ওয়েলকাম করব এবং পরবর্তী সেশনে বা পরবর্তী সময়ে যেকোন সময়েই হোক এটা সংশোধিত আকারে আসলে দিস বিল উইল বী ওয়েলকামড এবং সেটা আমাদের পাশ করে দিতে কোন অসুবিধা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমারও একই মত। আমি আগেই ভেবেছিলাম যে আমার এটা প্রস্তাব ছিল যে এটাকে সিলেক্ট্ কমিটিতে পাঠানো হোক। কারণ রিপাগন্যান্সী আছে এরমধ্যে। কাজেই এখানে এইভাবে মাননীয় বিরোধী দলনেতা রতনবাবু যেভাবে বলেছেন এইভাবে চললে আরো সময় নষ্ট হবে, এতে আমাদের প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান এর জন্য যে সময় সেটা কাট হয়ে যাবে। এখন আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি আছে। কাজেই আমার মনে হয় এক্ষণি যদি আমরা সর্বসম্মত হতে পারি তাহলে এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। এবং অনেক অপোজিশান মেম্বারস্দের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তারা সকলেই একমত যে এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক এবং এই প্রস্তাব আমরা রাখব।

স্যার, এখানে এই যে ফর্ম এই দেখা যাচ্ছে যে- ফর্ম-এ, তারপর ফর্ম বি, এরপরে আরেকটা নেক্স্ট পেজে এটা কার কন্টিনিউএশান ? আমি মিলাতেই পারিনি। ফর্ম-বি তো শেষ হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে যে আবার 'বি' দিয়ে শুরু হচ্ছে। কাজেই এটা 'এ-র কন্টিনিউএশান, না 'বি'র কন্টিনিউএশান্। কাজেই এই ধরনের ত্রুটি নিয়ে একটা বিল হতে পারে না।

তারপর এই যে অনেকগুলি রিপাগন্যান্সি রয়েছে কাজেই যদি এটাকে সিলেকটেড কমিটিতে পাঠানোর জন্য আমরা সবাই একমত হতে পারি তাহলে ভাল হবে। আর আমাদের আলোচনা যেভাবে যেভাবে হচ্ছে হাউসে এতে আমাদের প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান-এর সময় কার্টেইল হচ্ছে।

এর জন্যই মাননীয় সদস্য বি.এ.সি মিটিং-এ বলেছিলেন, বিধানসভার অধিবেশন আরোও দু'দিন বাড়ানো হোক্। উনি সিলেটি ভাষায় বলেছিলেন বলে বোধ হয় আপনি বুঝতে পারেননি। উনি কিন্তু বেশ করে বলেছিলেন যে আরোও দু'দিন যাতে বাড়ানো হয়। এখন দেখা যাচ্ছে সব বিজনেস ৩০ তারিখের জন্য রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। যত সর্ট ডিস্কাসান বা কলিং এটেনশান সবই ডেফার করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ৩০ তারিখে সবটা করতে গিয়ে আমাদের সবটাই যে কার্টেল হয়ে যাবে এই ব্যাপারে কোন ভুল নেই। আর কি করব ? আমরা যে অসহায়। আপনিতো রাজিই হলেন না। কাজেই বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করা হোক্ এই বক্তব্য রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার।

শ্রীবাসুদেব মজুমদার (বিলোনিয়া) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটি বিল আনার জন্য। আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে বিয়ে সংক্রান্ত বিল আগেও ছিল এবং এখনও আছে। হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট-১৯৫৫ এবং স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৯৫৪ এখনও আছে। এতে যেহেতু কিছু জটিলতা ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হয় নাই। এই বিল গৃহীত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হবে। এখন তারা ম্যারেজ রেকর্ডিং করার জন্য এগিয়ে আসবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিয়ের যে প্রথা আছে সেটা এই বিলের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। আমরা দেখেছি, হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্টে বিয়ে হবে দুই হিন্দুর মধ্যে। মুসলিম দু'জনের বিয়ে হবে মুসলিম এ্যাক্ট অনুসারে। তাহলেই সেটা আইনসিদ্ধ হবে। কিন্তু বাস্তবটা কি ? দু'জন হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে বিয়ে হয় এটাই ঘটনা না। ফলে রেজিস্ট্রেশনের প্রশ্ন আসত না। আর এই এ্যাক্ট অনুসারে বিয়ের দিকেও তারা যেতেন না। কিন্তু এই বিল যদি কার্যকরী হয় তাহলে এই বাধা আর থাকবে না। তাদের প্রথাগতভাবে যে বিয়ে হবে সেই প্রথা অনুসারেই বিয়ে রেজিস্ট্রেশন হবে। তারপর রেকর্ডও সেখানে করা যাবে। সেদিন থেকে এই বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন মতামত তাঁরা দিয়েছেন। কিছু ভুল-ত্রুটি-দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা একটা কথা বলেছেন বিয়ে যদি বাতিল না হয় তাহলে কি হবে ? তাহলেতো সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি বলতে চাই বিয়ে যদি বাতিল হয় তাহলে সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা আরোও থাকবে। দু'জন বিয়ে করলেন এবং বিয়ে করে বাইরে চলে গেলেন। বিয়ে বাতিল হয়ে গেল। ওরা ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে আলাদাভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। বিলে যদি বিয়ে বাতিল করে দেওয়ার বিধান থাকে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এটা একটা ব্যবসায় পরিণত হবে। বিয়ে বাতিল না করে বা বাতিল না করে বিয়ে

রেজিস্ট্রেশানের যে ব্যবস্থা এখানে আছে সেটা সবটাই সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা ক্ষমতায়ন বর্ষে এই বিলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই জায়গায় উভয় পক্ষই বঞ্চিত হন। প্রতারিত হন। মহিলারা হন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব এই বিল মহিলাদের অধিক ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে কার্যকরিতা করবে বলে আমার বিশ্বাস। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেকর্ডিং না হলে পরে এখানে পেনাল্টির ব্যবস্থা আছে। পেনাল্টি সহ রেকর্ডিং -এর ব্যবস্থা আছে। সেদিক থেকে এই বিল অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে আমি মনে করি। এই অভিমত ব্যক্ত করে বিলটি সভাকর্তৃক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা বলুন।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) ঃ- আমি বলব না স্যার। ঠিক আছে, তাহলে মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকাব স্যার, যে বিলটা উৎথাপন হয়েছে এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্যরা অনেকে অনেক কথা বলেছেন। এই বিলটা এইরকম একটা বিল যা সমস্ত ধরনের খুটিনাটিগুলিকে এনে যেগুলিকে আমাদের এখানে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-এ আছে। তারমধ্যে যেগুলি কভার হয় এটার পরিপূরক একটি বিল এখানে সবগুলি কভার করার জন্যই এই বিলে সম ব্যবস্থা ইত্যাদি হচ্ছে না। কিন্তু তথাপিও মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, এখানে সংশয়ের কোন ব্যাপার না। উনি বলেছেন যে ম্যারেজ ভেলিডিটি, এই ভেলিডিটি কি হবে? তার কোন ব্যাখ্যা এখানে নেই। স্যার , ম্যারেজ ভেলিডিটি আমাদের এখানে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষ যে রাজ্যে বসবাস করে তাদের নিজস্ব হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট আছে, মুসলিম ম্যারেজ এ্যাক্ট্ আছে, খ্রীস্টান ম্যারেজ এ্যাক্ট আছে। তাদের এক একটা আইন অনুযায়ী এক একরকমভাবে ম্যারেজ ভেলিডিটি ইত্যাদি সমস্ত কিছু ঠিক হয়। আমরা এখানে বলছি যে ১৩(৩) ধারায় বিয়ে রেকর্ড হলেও এটা প্রিজিউম করা যে এই বিয়েটা ভেলিড। এটা প্রিজামশনের মধ্যে রেখেই এইসমস্ত বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যদি এই ধারনাটা আমরা না করতে পারি যে রেকর্ড যেটা হচ্ছে সেটা ভেলিড রেকর্ড এই ধারণা না করতে পারলে এই বিলটায় সব কথাবার্তা এই ধরনের আসবে সব নেগেটিভ দিক থেকেই এগুলি উৎথাপিত হবে। আমরা সেখানে এই জিনিষটা ভেলিডিটি বিষয়টাকে এই প্রিজামশনের মধ্যে রেখেই ১৩(৩) ধারাতে যা উল্লেখ করা আছে মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব সেগুলি দেখার জন্য দেখে সেখানে এটাকে উল্লেখ করা যায়। প্রিজামশনের মধ্যে রেখেই এই ভেলিডিটি নির্ধারিত হয়। মাননীয় সদস্য এখানে আর যেটা উল্লেখ করেছেন যে আমরা যদি কেউ না জানাই তাহলে এটা রেকর্ড কি হবে।

এখানে উল্লেখ আছে সেক্শান থ্রিতে আছে Every Marriage Reporter shall without fee or reward receive and collect all information regarding Marriages and collect as the duty to collect all the Marriage informations about the Marriages with in his jurisdiction. তার জুরিডিকশানের মধ্যে এগুলি কালেক্ট করার দায়িত্ব এই বিলে নির্ধারিত করা হয়েছে এবং সেগুলি কালেক্ট করে যে ইনফরমেশন দেবে এডিশন্যাল যে ম্যারেজ রেকর্ডার আছে তাকে দেবে অথবা যদি তিনি না থাকেন তাহলে যিনি ডিস্ট্রিকট ম্যারেজ রেকর্ডার আছেন তার কাছে সেগুলির ইনফরমেশন দেবেন। সুতরাং এখানে কেউ যদি নাও করে তাহলেও এটা কভার করা আছে এই আইনে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা উল্লেখ করেছেন যে কেনসেলেশন এর ব্যাপারটা এখানে অন্য কিছু নেই। আমি বলব সেকশন ৯, সাবসেকশন ১ এটাকে তিনি অর্ধেক পড়ে বলেছেন যে কেনসেলেশন এর ব্যাপারটা এইরকম আছে। আমি অনুরোধ করব পুরোপুরি পড়ার জন্য। শেষ দিকটা পড়লে এইরকম হয় যখন খুশী কেনসেল করে দেবে এই করবে যে অরজিন্যাল রেকর্ড আছে তা অমিট করে দেবে এটা তার সাধ্যের মধ্যে নেই। বলা আছে সেখানে এখানে যদি সবটা পড়া যায় If it is proved to the satisfaction of the Marriage Recorder that any entry of the Marriage in any register kept by him under this Act. is erroneous inform or in substance

or has been fraudulently or impr0perly made he may subject to such rules as may be made by the State Government with respect to the conditions on which and the circumstances in which such entries may be corrected or cancelled. এই কেনসেলেশন কথার উপরে কারেকশানের উপর উনার আপত্তিও আছে।

মাননীয় সদস্য যেটা এখানে আরও উল্লেখ করেছেন আমরা যদি কেউ না জানায় তাহলে এটা কি করে রেকর্ড হবে। এখানে উল্লেখ আছে সেকশান ৩ তে আছে। Every Marriage Reporter shall without fee or reward received and collect all information regarding marrigage He has the duty to collect all the marrigase with his jurisdiction. তার জুরিডিকশানের মধ্যে যতটা হচ্ছে এইগুলি কালেকট্ করার জন্য এই বিলে নির্ধারিত আছে এবং সেগুলি কালেকট্ করে সেগুলি এডিশনাল মেরিজ রেকর্ডার যে আছে তাকে দেবেন অথবা তিনি যদি না থাকেন ডিস্ট্রিকট মেরিজ রেকর্ডার যে আছে তাকে দিতে পারবেন। সুতরাং, এখানে যদি কেউ না করে তাহলে ও এখানে কাভার করার মত প্রভিশন আছে এই আইনে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা উল্লেখ করেছেন কেন্সেলেশনের ব্যাপারটা এখানে অন্য কিছু নেই আমি বলব সেকশন নাইন সাব-সেকশন ওয়ান এটাকে উনি অর্ধেক পড়ে বলেছেন যে কেন্সেলেশনের ব্যাপারটা এই আছে, আমি বলব সবটা পড়ার জন্য। শেষ দিকটা পড়লে এই রকম হয় যার যখন খুশি কেন্সেল করে দেবে বা অরিজিনেল রেকর্ড যা আছে তাকে ওমিট্ করে দেবে এটা তার সাধ্যের মধ্যে নেই। বলা আছে সেখানে If it is prof to the such a section marrige recorder but any entry of the marrige in any register kept by him under this act in erronious inform or in substance or has been frodulantly or improperly made he may subject to such rull as the may be made by the State Government রোল রাজ্য সরকার যেটা তৈরী করবেন সেখানে সেই অনুযায়ী এখানে সংশয় প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এরপরের অংশে আছে এখানে উল্লেখ আছে ভুলগুলি উৎখাত করার ক্ষেত্রে কোন অরিজিন্যাল যে আছে সেটাকে কাটতে পারবেন না। এটা অমিট কবা যাবে না। সুতরাং এই ধরণের সংশয় থাকা এর মধ্যে বাঞ্ছনিয় নয়। আর এখানে অনেক কথায় বলা যায় যেসব কথা উনি উল্লেখ করেছেন, তদন্ত করার যে বিধান, সেটা আমি উল্লেখ করেছি। তদন্তের বিধান যদি সেখানে না থাকে তাহলে যা হয়েছে সেটা বের করার সমস্যা আছে। এখন পুরুষের ক্ষেত্রে বিয়ের রেকর্ড করা বাধ্যতা করা হয়েছে। মহিলাদেব কেন বলা হয় নি। না করলে তার শাস্তির বিধানও আছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে যে তা বাধ্যবাধকতা করা হয় নি কিন্তু দিতে তো কোন বাধা নেই। যদি সেখানে নাও দেয় তাহলে আইনের মধ্যে উল্লেখ আছে ইনফর্মেশন কালেকট্ করে নেবে। এটাতে এমন কোন অসুবিধা হওয়ার কথা না। রেকর্ড না করার কারণে বিয়ে বাতিল করা যায় না। কারণ অন্যান্য আইনগুলি তার মধ্যে আছে। এখানে বিধি বিধান আছে সেই অনুসারে বিয়ে হতে পারে। আমাদের একটাই প্রশ্ন বিয়েটা সময় মত খবর দেবে যাহাতে এখানে রেকর্ড হতে পারে। এখানে রেকর্ড বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে, এটা যদি না করে তাহলে শাস্তি হবে। এই বিষয়গুলো এই আইনে উল্লেখ করা আছে। আমি বিস্তারিত ভাবে অন্য কিছু বলতে চাই না, যে বিষয়টা উনি উল্লেখ করেছেন সেই ব্যাপারে আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি। শুধু এটা সংকা প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। যদি আপনারা এটাকে ভাল বলে মনে করেন, তাহলে দু'চার শব্দের হেরফেরের জন্য কোন উঠে পরে যায় না। এটাকে ঠিক করা যাবে। তাহা সত্যেও আমি বলব আমরা জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই না। এটাকে জোর করে পাশ করে নেওয়াটাই উদ্দেশ্য না। ওরা যখন বলেছেন সেলেক্ট কমিটি পাঠাতে। ঠিক আছে যদি সেখানে কোন কিছু থাকে তাহলে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখুন। আমরা যদি এই আইনটাকে নিয়েই ভাবি তাহলে দেখা যাবে এখানে অনেক কিছু অপূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু এটা শুধু রেকর্ডের জন্যে এই বিল এখানে আনা হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- বিবাহের অন্যান্য বিষয়বস্তু যা আছে সেগুলি বিয়ে সংক্রান্ত অন্যান্য আইন আছে। পার্সি ম্যারেজ অ্যাক্ট আছে, ক্রিশ্চান ম্যারেজ অ্যাক্ট আছে, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট আছে, মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট আছে

আমাদের সমাজে সেইগুলি আছে সুতরাং সেই অনুযায়ী বিয়ের আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি গাইডেড হবে এটা তো যে কোন লোকই বুঝেন। এই আইন দ্বারাতো সেই সমস্ত আইনগুলি সুপারসিটেড হবেনা। এই অ্যাক্টের দ্বারা বিয়ে সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন আছে সেগুলির সুপারসিটেড হবে না। সুতরাং সেই জন্য অন্লি ফর রেকর্ড দি ম্যারেজজ্। যেটা বললেন কালি বাড়ীতে গিয়েই আমি এটা করে দিলাম না এটা করলেই সেটা ভেলিড হয় না। এটা তো মাননীয় বিরোধী দলনেতা জানেন। না জানেন যে তা না। সুতরাং এইগুলি জেনে এখানে উল্লেখ করার কোন বিষয় না। সুতরাং সেই জন্য আমি বলব হ্যাঁ ঠিক আছে যখন ওরা চাইছেন আরো ভালো করে দেখুন আপত্তির কি আছে এই সেশানে না হয় আমরা আগামী সেশানে নেব। এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দিন আপত্তির কি আছে। আমাদের কোন আপত্তি নেই। ভাল করে দেখুন সন্ধেহ নীরজ করে যান। তবে দেখবেন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর ফাঁকে যাতে নিজেরা অপকর্ম করে না বসেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, আলোচনা শেষ।

শ্রীজ্যোর্তিময় নাথ ঃ- স্যার, এক মিনিট। মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা, সিঙ্গারা, লুচি, পুরী ইত্যাদি আমাকে দিয়ে দাও। দোকানের মালিক সবই দিল কিন্তু ইত্যাদি তো আর দিতে পারলনা। তাই আইনের ব্যাপারে কিন্তু ইত্যাদি শব্দ নাই। আইনে সঠিকভাবে বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীরতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সিলেক্ট কমিটির কথা বলেছেন। উনি মোভ করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মোশান মোভ করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, আমি বলেছি যে আমরা মেজরিটির জোরে এই বিলটি পাশ করিয়ে নিতে চাইনা। সন্দেহ যখন উনাদের হয়েছে তা হলে আরো আলোচনা করে দেখুন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে সিলেক্ট্ কমিটিতে পাঠানোর জন্য সিলেক্ট কমিটির মেম্বারসদের একটা প্রস্তাব ও আমি এই সঙ্গে করে দিতে পারি। এটাতে আছে, শ্রীকেশব মজুমদার - চেয়ারম্যান, শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) সদস্য, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) সদস্য, শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) সদস্য, শ্রীঅমিতাভ দত্ত, সদস্য, শ্রী জ্যোর্তিময় নাথ, সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য, শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা, সদস্য এবং শ্রী শহীদ চৌধুরী, সদস্য এরা থাকবেন। এই নিয়ে একটা সিলেক্ট কমিটি করা হউক।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION –Adopted in Amended Forms

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, এটার জন্য তো আলাদা করে রেজলিউশান দরকার নেই। তা হলে এই সিলেক্ট কমিটি সর্ব সম্মত গঠিত হলো। এখন প্রাইভেট মেম্বারস রেজলিউশান, মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বারস রেজলিউশান। আজকের কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস রেজলিউশান রয়েছে। প্রথম রেজলিউশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রেজলিউশান সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, আমি আগে বলব কি যে অ্যামেন্ড এনেছে উনি আগে বলবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনি রিজিউলেশানটি আগে উত্থাপন করুন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বার রেজলিউশান হলো, আগামী অর্থ বছর থেকে সি. এন্ড. জি.-এর মাধ্যমে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির হিসাব-নিকাশ নিয়মিতভাবে অডিট করা জন্য ত্রিপুরা সরকার শীঘ্রই যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রেজলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রস্তাবটি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়কে উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার **সংশোধনীটি হলো,** ডিলীট দি ওয়ার্ডস্ ''আগামী অর্থ বছর থেকে'' বিফোর দি ওয়ার্ড ''সি.এন্ড.এ.জি-র'' মাধ্যমে। এমেন্ডেড **রেজলিউশান** দ্বারাচ্ছে- ''সি.এন্ড.এ.জি-র মাধ্যমে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির হিসাব নিকাশ নিয়মিতভাবে অডিট্ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার শীঘ্রই যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করুক।''

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন মাননীয় সদস্য কাজলবাবু আলোচনা করতে পারেন কোন অসুবিধা নেই। আপনিই বলুন ১০ মিনিট এটার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নেই।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- উনি না বললে আমি বলতে পারব না।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনি বলতে পারেন, রুলসে এমন কোন নির্দিষ্ট নেই। আমাদের রুলসে এমন কোন নির্দিষ্ট নেই। বলছি উনি বলুক কিন্তু রুলসে কোন নির্দিষ্ট নেই।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- স্যার, আমি এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি এই জন্য যে মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয় পঞ্চায়েতের অডিট যেটা কন্ট্রোলার অব অডিটর জেনারেলকে দিয়ে করানোর জন্য রাজ্য সরকারকে যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে ত্রিপুরার রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কন্ট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কাছে অনুরোধ রেখেছেন যাতে রাজ্যের পঞ্চায়েত এর হিসাব নিকাশের দায়িত্ব তারা নেন। এই প্রস্তাবটা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবু বিধানসভায় এই প্রস্তাব এসেছে এবং গুরুত্ব দিয়ে এই প্রস্তাবটাকে বলছি যে সংশোধনী আকারে আগামী অর্থ বছর থেকে হবে কেন, রাজ্য সরকার যেহেতু উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সি. এ. জিকে বলেছেন প্রয়োজনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অর্থ বছরের যে সময় আছে এখন থেকে আরম্ভ করা যায়, এটা সি.এ.জিকে অনুরোধ করা হোক যাতে তাড়াতাড়ি তারা এই দায়িত্ব নেন। আমার প্রস্তাবের মূল বিষয়টা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দায়িত্ব নিতে পারে। ইতিমধ্যেই সরকার সি. এ. জিকে অনুরোধ রেখেছেন এবং আমরা চাইছি যাতে তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হয় এটা বলা দরকার যে ইতিমধ্যেই রাজ্যের যে পঞ্চায়েত দপ্তর বা ডিপার্টমেন্টের যে অডিট সিস্টেম সেটা এখানে চালু আছে। আমরা মনে করি যদি সি. এ. জির মাধ্যমে অডিটগুলি হয় তাহলে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আর একটু বেশী যেমন সেখানে সুদক্ষতা আসতে পারে ঠিক তেমনি আরও বেশি মানুষকে সচেতন করা বা এই সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিকে আরও সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যি এটা সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে। এটা বলা দরকার গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বজনবিদিত এবং একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দখল করে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মধ্যে গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী সেখানে কিভাবে রূপায়িত হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে, অন্য রাজ্যগুলিতেও যেমন পাঠান তাদের প্রতিনিধিরা দপ্তরের অফিসাররা এখানেও আসছেন এবং রাজ্যের সর্বত্রে তারা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। ইতিমধ্যে তারা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম উন্নয়নের যে কর্মসূচী বিশেষ করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এটা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পরে এই কর্মসূচী যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে রূপিয়ত হচ্ছে। বিশেষ ভাবে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে জনগণকে যুক্ত করার কাজে ত্রিপুরার যে সাফল্য সেটা দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের মানুষ এটা স্বীকার করছেন। নতুন নতুন দিক যেমন গ্রাম উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি পরিকল্পনা সেখানে গ্রহণ করা গ্রাম থেকে তার জল, তার মাটি এবং তার মানব সম্পদ একে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা সেখান থেকে তুলে আনা এটা আমাদের রাজ্যে রূপায়িত

হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, হচ্ছে এই গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী যখন পরিকল্পনায় রূপায়িত হয়, একে বাস্তবায়িত করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বত্র পঞ্চায়েতগুলো বেনিফিসিয়ারী সিলেকশানের ক্ষেত্রে সেখানে গ্রাম সংসদের নীতি নিয়ে সেখানে চলছেন যে গ্রামের মানুষকে দলমত নির্বিশেষে মানুষকে ডেকে বেনিফিসায়ারী সিলেকশান করছেন। এবং এর চেয়েও যেটা উল্লেখযোগ্য, যেটা সর্বত্র প্রসংসিত হচ্ছে যে গ্রামে সাধারণ সভা ডেকে বছরে দুবার পঞ্চায়েতগুলোকে হিসাব দিতে হচ্ছে। আমরা সর্বত্রই দেখছি যেমন ব্লকগুলিতে এমনকি কল্যাণপুর ব্লক সর্বত্র কোন দল কোন মঞ্চের না এটা বাধ্যতামূলক সমস্ত পঞ্চায়েতগুলো সাধারণসভা ডেকে সেখানে হিসাব দেন দলমত নির্বিশেষে জনপ্রতিনিধিরা না শুধু সাধারণ মানুষের সভাগুলোতে উপস্থিত হচ্ছেন। এই গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ গ্রাম সংসদের মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারী সিলেকশান পরবর্তী সময় সাধারণ সভা ডেকে মানুষের কাছে বই ছাপিয়ে জনসভা করে হিসাব নিকাশ দেওয়া এই স্বচ্ছ প্রশাসনিক দৃষ্টি ভঙ্গি আমাদের এখানে চালু আছে।

ক্রুটি বিচ্যুতি নেই আমরা বলব না কাজের মধ্যে ক্রুটি বিচ্যুতি থাকতেই পারে। আমরা সবাই চাইছি ক্রুটি মুক্ত এই ব্যবস্থাটা যাতে চালু হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে আরো গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ে। বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা এতে সি.এ.জি না অন্য যাদেরকে দিয়ে আমরা করাতে চাইছি এই ব্যবস্থাপনার মধ্যেই যেখানে ক্রুটি একেবার সাবমেরিন, বফোর্স থেকে শুরু করে হাওয়া হয়ে ইদানিং কালে যে ব্যবস্থা চলছে আমাদের এই সিসটেমের মধ্যে এখানে দুর্নীতিমুক্ত এই প্রশাসনকে রাখতে খুব কঠিন কাজ। ত্রিপুরাতে যে রাজনৈতিক দল আছে শুধু অপজিশন নয় আমাদের ট্রেজারি বেঞ্চেও আছেন আমরা শুধু এটাই বলি যে এখানে আমাদের গর্ব করার মত একটা জিনিস আছে যেটা আমাদের সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা করতে পারছি। কাজেই এখানে নতুন করে অজিত যোগী তৈরী হয় বা হাওলা এই সমস্ত কিছু তৈরী হয় না পঞ্চায়েতগুলি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করছেন। প্রতি বছর বই ছাপিয়ে পঞ্চায়েত যেভাবে হিসাব নিকাস দেন এটা অন্য কোন রাজ্যে কতটা চালু আছে আমার সন্দেহ আছে। তবু আমরা বলব ক্রুটি মুক্ত আরো কিভাবে করা যায় যেখানে গ্রাম সংসদে বেনিফিসিয়ারী সিলেকশানে যদি কোথাও ক্রুটি থাকে সেটা একটা দিক আর হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে সি.এ.জিকে দিলে যেটা সুবিধা হবে আমাদের হয়তো অনেকের হিসাব নিকাশের অভিজ্ঞতা নেই ইদানিংকালে পঞ্চায়েতের যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান, পঞ্চায়েত সচিব মিলে তাও সেখানে নতুন করে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করার দায়িত্বগুলি পঞ্চায়েতের উপর পড়ছে। ক্ষমতা যখন বাড়ছে আরো বেশী করে দায়িত্ব আসছে পঞ্চায়েতের উপর কাজেই সেই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হিসাব নিকাশের পদ্ধতিও আসছে পঞ্চায়েতের উপর কাজেই সেই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হিসাব নিকাশের পদ্ধতিও কি হলে আরেকটু সুন্দর হয়। স্বচ্ছতা কিভাবে আসে এটা সহায়ক হবে। কাজেই আমার আলোচনায় যেটা বলতে চাইছি যে অন্তত আমরা চাইছি রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে যে উদ্যোগ নিয়েছেন এটা নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে প্রশ্ন আছে যেটা বলছেন আপনারা আমরাও এখানে এটা বলছি এটা আলাদা বিষয় এটা পঞ্চায়েতের সঙ্গে না কিন্তু এটা পরিস্কার। ত্রিপুরা রাজ্যের মত আপনারা যারা আছেন সবাই মিলে যেভাবে একটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং স্বচ্ছতা মেনটেন করা হয় এটা অন্য কোথাও পাবেন না। ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে এই রকম স্বচ্ছতা আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। আমরা একে আরো বাড়াতে চাইছি। আমি এটা জোর দিয়ে বলব এখানে গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচীটিকে রূপায়ণ করার জন্য গ্রাম সংসদের মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারী সিলেকশান পরবর্তী সময় সাধারণ সভা ডেকে বই ছাপিয়ে হিসাব দেওয়া জনসভার মধ্যে হিসাব দেওয়া জনগণ অত্যন্ত সচেতন আমার ধারণা ত্রিপুরা রাজ্যের সচেতন জনগণই আমাদের মাননীয় বিধায়ক কাজল দাসকে এই একটা চিন্তায় উন্নিত করেছেন যে, না অন্তত সি.এ.জির মাধ্যমে হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আরো আসবে। ধন্যবাদ জানাই এটা রাজ্যের জনগণের কৃতিত্ব যে না আরো বেশী স্বচ্ছতা প্রশাসনের ক্ষেত্রে আনা যায় এবং হিসাব রক্ষার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য্য হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি যে না সি.এ.জির মাধ্যমে কাজটা যেন তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হয় অডিটের কাজটা সেটাও আমি আশা করছি এবং সংশোধনী এটাই শুধুমাত্র যে আগামী অর্থ বছর থেকে না রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিন সি.এ.জি যাতে অডিটের দায়িত্বটা তাড়াতাড়ি নেন এই প্রস্তাবকে আমি এমেনমেন্টে এনেছি বাকি সবটাই ঠিক আছে আলোচনা, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস আলোচনা শুরু করুন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, প্রথমেই আমার পূর্ববর্তী বক্তা যিনি এমেনমেন্টটা এনেছেন তিনি পরিস্কার করে বলেছেন। যদি বলতেন যে এই বছর থেকে শুরু হবে তাহলে আমি খুশি হতাম। সরকার প্রস্তাব দিয়েছে এটা উল্লেখ করে উনি বলেছেন। আসলে কি, পঞ্চায়েত রাজ ভারতবর্ষে চালু করবার জন্য গ্রাম সংসদ থেকে শুরু করে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দই একদিন স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাজীব গান্ধী এরাই এই প্রস্তাবটাকে পাশ করার জন্য বিভিন্ন সময় সরকারের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও এটাকে ইম্প্লিমেন্ট করবার চেষ্টা করছেন। রাজীব গান্ধী বলেছিলেন কোন এক সময় সরকার থেকে গ্রামের মানুষের বিকাশের জন্য গরীব মানুষের উন্নতির জন্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন মধ্যস্থ হয়ে সেখানে গ্রামের মানুষের কাছে পৌছতে গিয়ে এক টাকার হিসাবে ২০ পয়সায় বাকি পয়সাটা মধ্যস্থ হয়ে যায়। সেটাকে গ্রামের মানুষের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতরাজ উনি কায়েম করবার স্বপ্ন দেখেছেন। যদিও উনি এটা কমপ্লিট করে যেতে পারেননি। ৭৩তম সংশোধনী বিল এনে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও সেটাকে এক্ট চালু করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই গ্রামের গরীব মানুষ, আর্থিক সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ এই কেন্দ্রের দেওয়া টাকার সুযোগ নিয়ে গ্রামের বিকাশ ঘটাবে। কিন্তু আমাদের অন্তত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এই আমার পূর্ববর্তী বক্তা বললেন যে আমরা পঞ্চায়েত রাজ কায়েম করেছি, গ্রামে গ্রামে বই প্রকাশ করেছি, বইয়ের মাধ্যমে মানুষের কাছে হিসাব দিচ্ছি এবং কোথায় কি হচ্ছে মানুষকে সচেতন করছি।

বইয়ের মাধ্যমে মানুষের কাছে হিসাব দিচ্ছে এবং কোথায় কি হচ্ছে মানুষকে সচেতন করছি। এটা কিন্তু বলেননি পঞ্চায়েত রাজ কায়েম করতে গিয়ে গ্রামের মানুষের বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশ করবার জন্য সুযোগটা ওরা লাঠি দিয়ে ওদেরকে বঞ্চিত করছে। যারা পঞ্চায়েতের কাজের দুর্নীতির কথা বলছে তাদেরকে পঞ্চায়েতে ঢুকতে দিচ্ছে না। এর জন্যই পঞ্চায়েত বিকাশ চালু হয়নি। আমাদের অন্তত্য দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্যে এই যে পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য সেটা ছুপকে পড়ছে। এটা নির্বাচনের পর থেকেই এবং গণতন্ত্রকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। ১৯৯৪ ইং সালে মে মাসে এই নির্বাচন হয় তখন থেকেই বামফ্রন্ট দুর্নীতির আত্মাকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য জোড় করে মানুষের মনোনয়ন দাখিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন কায়দায় কাউন্টিং না করিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব তারপরেও এই রাজ্যে দুর্নীতি রাজ কায়েম করবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান সাহেব, আপনি নিশ্চয় জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েতের কাহিনী যারা নমিনেশান দাখিল করতে গিয়েছিল তাদেরকে পিটিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই বি.ডি.ও অফিস থেকে। কাউন্টিং হলে গিয়েছিল সেখান থেকেও বের করে দিয়েছে। যারা নির্বাচিত হয়েছে এটা থেকে সরিয়ে বি.ডি.ও-র মাধ্যমে নির্বাচিত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই রকম ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে মারাত্মক ঘটনা। শুধু এটা নয় এক দলীয় নীতি কায়েম করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমস্ত টাকাটা আত্মসাৎ করে বিভিন্ন জায়গায় রাজ প্রাসাদের মত পার্টি অফিস বানানো হয়েছে। তার প্রমাণ আমাদের কাছে অনেক আছে। আজকের সমীরবাবু, আমি দেখেছি খোয়াই-এর রাস্তার কিনারে কিনারে হেটেছে, একটা ছুয়েটার ছিল না আজকে মন্টি কার্লো পড়ে ড্রেস মেস করে আজকে কথা বলছে। এই ড্রেস কোথা থেকে আসছে স্যার। স্যার, আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই, উনারা বলছেন আমাদের জোট আমলে কি হয়েছে উনারা এনকুয়্যারি বসিয়ে কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি। এটা স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর এরিয়া একটা গাঁওসভা। স্যার, যে গাঁওসভা উনি বলেছেন আমরা বই ছাপিয়ে আমরা মানুষকে হিসাব দেই। আমরা বলছি এবং আমরা চ্যালেঞ্জ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই, এই গাঁওসভায় একটা বই প্রকাশ করেছে ২০০০-২০০৩ ইং সালের বর্ষের হিসাব। এই উক্ত প্রস্তাবে লেখা আছে স্যার, ৭ নং পৃষ্ঠায় ৮ নং কলামে আছে বাশপুকুর মাদ্রাসার মাঠ ভরাট ১২,০০০ টাকার কিন্তু এক টাকারও কাজ হয়নি। আপনি এনকুয়্যারি বসান এবং এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিন চলুন আমরা সর্বদলীয় দল সেখানে যাব কাজ হয়েছে কিনা কিন্তু বইয়ে লিখা আছে। উক্ত প্রস্তাবের ৮ নং পৃষ্ঠায় ১০নং কলামে পুকুর খনন ৩০,০০০ টাকা।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- সুদীপ বাবু।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, নালা সংস্কারের জন্য একটি প্রস্তাব আছে ১৫,০০০ টাকা এবং রাস্তা সংস্কারের জন্য আছে ২৫,০০০ টাকা। সেখানে দু'হাজার টাকার কাজ হয়েছে আর কোন কাজ হয়নি, সেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা। বক্তা বই ছাপিয়েছেন এটা বই এর হিসাব।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ্ ডোনট্ ইন্টারভেন্ট, মাননীয় সদস্য বলছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (কুলাই) ঃ- কাজল বাবু কথাটা বললেন যে আমাদের সদস্য মাননীয় সমীর দেব সরকারও আছে।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, আসল কথাটা বললে উনাদের গায়ে লাগে কেন ? চলুন আমরা সবাই মিলে গিয়ে দেখি।

(গন্ডগোল)

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, এটা বললেই জানি, ওদের গায়ে লাগে চিৎকার করবেই স্যার, আমাকে বিরক্ত না করলে আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বলে শেষ করব। স্যার, নাইনধার অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে একটা পাকা বাড়ি হবে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায় হয়নি, এইটা বইয়ে লেখা আছে।

শ্রীসুধন দাস ঃ- এই বইটাতে যদি লেখা থাকে তাহলে প্রমাণ হবে। এটা চেক্ করেন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- এই প্রকল্পটা লেখা আছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশান হয় নাই। স্যার, যদি ভুল বোঝেন তাহলে কিছু করার নেই। আমি গিয়ে দেখে এসেছি। অঙ্গনাদী কেন্দ্রে কোন ঘরই হয় নাই। একটা ব্রীজের কথা উল্লেখ করেছে স্যার, আটলীছড়ার উপরে এক লক্ষ ষোল হাজার টাকার, সেখানেকার একজন লোক নিয়ে আমি গিয়েছিলাম দেখেছি ব্রীজ বলতে কিছু নাই। এটা কিছুটা বাসুদেববাবুরা বলতে পারে। তারপর স্যার, এখানে ফরেষ্ট মিনিষ্টার আছেন, আর এফ এস জায়গায় স্যার, দুলুয়ার হোসেন, পিতা আলী হোসেন। ওদের পার্টির লোক, ওখানে একটা বাড়ি আর কোন বাড়ি নেই। ঔখানে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে একটা পুকুর খনন করা হয়েছে ওকে দেখতে হবে বলে, যেখানে স্যার, বর্ষাকাল ছাড়া আর কোন সময় জল থাকে না, এটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা এবং এইভাবে একই গাঁওসভায় চার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকার কাজ হয়েছে এর কোন হিসাব নেই। ওরা বলছে বই ছাপিয়ে জনগণকে হিসাব দিচ্ছে।

আমাদের মন্ত্রী ফয়জুর রহমানের সিকিউরিটির জন্য সেড নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা দেখছি মিটিং ওয়াল-এর কথা বলছেন। উনার এলাকায় গাঁওসভা থেকে সিকিউরিটির জন্য ৩৬(৪), বিডিও, কদমতলা, এস.জে.আর. ওয়াই স্কিমে ২০০৩-০৪ সনে সেখানে সিকিউরিটি সেড করার জন্য ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার টাকা। সেখানে চেয়ারম্যানের জন্য কোন সিকিউরিটি সেড নেই। সিকিউরিটি শেড একমাত্র মন্দিরও বাড়িতে আছে। নামে বেনামে এগুলি করা হচ্ছে। কালা চান্ডি গাঁওসভার পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সূর্য দেববর্মা বর্তমানে কদমতলায় আছে। এই গাঁওসভাটি কংগ্রেসের দখলে আছে। সেখানে ওয়ার্ক ওর্ডার দিয়ে ১০ হাজার টাকা এডজাস্টমেন্ট করেছে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করে। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এই বিধানসভার নির্বাচনের আগে তাকে কদমতলা থেকে সরিয়ে নিয়ে ফয়জুর রহমানের বাড়ির সেড দেখিয়ে সূর্য দেববর্মা এবং হিল্লোল দাস ওয়ার্ক ওর্ডার নাম্বার দেখিয়ে ৩৬(৩) (৬) বিডিও, কদমতলা, এস.জে.আর.ওয়াই ২০০৩-০৪ ইং ২৮৬৯-৯০৩ ডেটেড ১৬ জুন ২০০৩ ইং ৫০০ মেনডিজে ২৫ হাজার টাকা কংগ্রেসের গাঁওসভায় এডজাষ্টমেন্ট জমা দিয়ে গেছে। এটা নিয়ে কদমতলা বি.ডি.ও. সহ ওই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ বার বার দুর্নীতির কথা উল্লেখ

করেছেন। একবারও তার জবাব দিতে পারেনি। এটা কার নির্দেশে করা হয়েছে? মাননীয় মন্ত্রির নির্বাচনের সময় ফান্ড করা হয়েছিল। এটা কি কংগ্রেস দলের প্রধান? এটার ওয়ার্ক নাম্বার কাকে দিয়েছেন। পঞ্চায়েতটি যেহেতু কংগেসের দখলে তার জন্য সেইভাবেই সিকিউরিটি শেড তৈরী করা হবে। তিনবার ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে আমাদের রতনবাবুও আমার সঙ্গে সেখানে গিয়েছেন কদমতলা ব্লকের বাউন্ডারি ফেন্সি কনস্ট্রাকশনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছি। আমরা সেখানে ভিজিট করে দেখে এসেছি। ঈশ্বানপুর গাঁওসভার মোহনপুর ব্লকে একই ব্যক্তির নামে ১ঃ এন.এফ.বি.এস স্কিমে দুইবার নাম দিয়ে টাকা স্যাংশান করেছে। দুইবার নাম দিয়ে তাকে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে আছে। শুধু এই নয় বিভিন্ন গাঁওসভার দুর্নীতি প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। মোহনপুর গাঁওসভার গান্ধীগ্রাম (পূর্ব) নামে ২০০১ ইং সালে সাতগিলাতে একটা পুকুর খননের জন্য ২২০০ টাকা স্যাংশান হয়েছিল। প্রকাশবাবুর সঙ্গে ভিজিট করে দেখেছি সেখানে পুকুরের চিহ্ন মাত্র দেখা যায়নি। গৌরি তাঁতি স্বামীর নাম শ্যামল তাঁতি তাকে আই.এ.ওয়াই ঘর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ঘর কারা পাবে যারা বি.পি.এল. হোল্ডার গরীব শ্রেণি মানুষ। এন.এফ.বি.এস স্কিমে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। ঈশানপুর গাঁওসভায় এমন কিছু কাজ হয়েছে যেটা বইয়ে প্রজেক্ট রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে। স্যার, আমরা সরোজমিনে ঘুরে দেখে এসেছি। এইসব জায়গাগুলিতে করাপশনে পরিস্থিতি কি অবস্থা এটা বলতে গেলে .... রেগে যাবে।

স্যার, করাপশন কিভাবে হচ্ছে? ঈশানপুর গাঁওসভায় এমন কিছু কাজ হয়েছে যা বইয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা সরজমিনে ঘুরে দেখেছি ওদের (মাননীয় ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যারা) মত ঘরে বসে কথা বলি না। এখন তো ওরা ঘুরতে ভীষণ ভয় পায় কারণ মানুষ ধরে ফেলবে। যেমন সমীরবাবু আগে সব জায়গায় যেতেন, আমার এলাকার কথা পরে বলব স্যার, মানে করাপশানে কি অবস্থা হয়ে আছে। খোয়াই ব্লক, খোয়াই সাব-ডিভিশনের কথা বলতে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগবে তাই আমি যদি বলতে যাই তাহলে বলবেন এলাকার লোক বলে বলছি। এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব এনেছি। শুধু এই নয় স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাদলবাবুর এরিয়াতে আমাদের পি.এ.সির একটা টিম গিয়েছিল। সেখানে অন্যান্য সদস্যরাও আছেন এবং মাননীয় সদস্য বাসুদেববাবুও আছেন। ঋষ্যমুখ ব্লকে যাওয়ার পর আমরা যখন হিসাব চাইলাম বি.ডি.ও. সাহেব তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং কথা বলতে পারলেন না। অসুস্থতা মানে অসুস্থ নয় অসুস্থ হয়ে গেছেন তাই আমরা উনাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত কিছু জানলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য, সংক্ষেপ করুন, কারণ অন্যান্য আরও সদস্য রয়েছেন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- আমি তো আধা ঘণ্টা সময় পাব কারণ মাননীয় সদস্য সমীরবাবু আধা ঘণ্টা সময় নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, না।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- সেখানে একটা জিনিস জানতে পারলাম যে, মাননীয় মন্ত্রী বাদলবাবুর এরিয়াতে শুধু হুক লাইন কানেকশন ঠিক মত হয়েছে। হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করার যে পরিকল্পনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মানিকবাবুর দপ্তর এই কাজটা ভাল হয়েছে। কিন্তু বাকী কোন কাজ হয়নি অথচ ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বাজেট বিভিন্ন ব্লকের জন্য। আমরা সাতচান্দে ব্লকে দেখেছি সেখানে আউট পুট আছে। আমরা মিথ্যা কথা বলব না। পি.এ.সি কমিটিতে অন্যান্য অনেক সদস্য ছিলেন। আমরা অনেক জায়গায় গিয়েছি এবং প্রত্যেকটা ব্লকের রিপোর্ট আমাদের এখানে আছে কিন্তু কোথাও স্যার, বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই।

শ্রীসূধন দাস ঃ- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমরা একই সঙ্গে ভিজিট করতে গিয়েছি এবং সেই মিটিং-এ আমরা যেমন ছিলাম মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাসও ছিলেন, সেই মিটিং-এর মাইনোটস্ও আছে।

(গন্ডগোল)

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- শাসক দলের মাননীয় সদস্যরা ভিজিট করতে গিয়ে কোথায় কিভাবে পার্টি অফিস করা হয়েছে সে ব্যাপারে হাজার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ্ মাননীয় সদস্যরা বসুন।

শ্রীসুধন দাস ঃ- প্রত্যেকটা মিটিং-এ কাজল দাসের বক্তব্য রেকর্ড করা আছে এবং তিনি সব জায়গায় পঞ্চায়েত সচিব থেকে আরম্ভ করে বি.ডি.ও-দের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, আমরা যখন ভিজিট করেছি, এক জায়গায় আলোচনা করেছি কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পাবলিকের সঙ্গে কথা বলেছি তখন তো উনি ছিলেন না। মাননীয় সদস্য বলুন তো আমরা যখন ঋষ্যমুখ গেলাম বি.ডি.ও. সাহেব উত্তর দিতে পেরেছেন কিনা এবং আমি মিথ্যা কথা বলেছি কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, আমাকে আর কিছু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা বললে তো হবে না। সভায় ৩০ মিনিট সময় পায়, আপনার ৩০ মিনিট হয়ে গেছে। আমি আর এলাউ করব না।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- ঠিক আছে স্যার, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব। স্যার, আমরা কল্যাণপুর ১টা ব্লকের কথা বলব, সব ব্লকের কথা বলব না। ওয়ার্ক অর্ডার বাস্তবে মিল আছে কি সমীরবাবুর কথায় বলছি।

একটা হচ্ছে ফরমেশান অফ বুট ফ্রম রুক্কাই স্কুল টু গুরুপাড়া আন্ডার প্রেমসিংওরা পাড়া। এখানে ২০ হাজার টাকা ধরা আছে। সমীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি গেছি। আমি গিয়ে দেখেছি তার অর্ধেক কাজও হয়নি। স্যার, আমার এখানে ফিল্ড লেবেলিং এট গোপাল ঠাকুর স্কুল আন্ডার রুক্কাই গাঁওসভা। এটা চেয়ারম্যানের গাঁওসভা। গোবিন্দ দেববর্মা চেয়ারম্যান। এখানে স্কুলের বিল্ডিং-এর কোন লেবেলিং-এর কাজ হয়নি। সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আরও ওয়ার্ক অর্ডার আছে স্যার, কনস্ট্রাক্শান অফ কাচ্চা ইরিগেশান চেনেল শর্শীরঞ্জন পাড়া ভায়া টু নগেন্দ্র সরকার লেন প্রমোদনগর। স্যার, আমার এলাকায়, সমীরবাবু জানেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ- স্যার, ওয়ার্ক অর্ডার থাকলে হয়, সমীরবাবু জানে বললে জানার কথা না, করাপশানের দিকটা উনি ভাল জানেন, এদিকটা আমার জানা নেই।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, প্রমোদনগর গাঁওসভা সেখানে কোন বাঙ্গালি পরিবার নেই। সবাই উত্তর ঘিলাতলী, পশ্চিম ঘিলাতলীতে আছে। সেখানে স্যার, ইরিগেশানের জন্য পেমেন্ট করা হয়েছে, এখানে কেউ থাকে না ৪০ হাজার টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। এটা নিম্নে প্রতিবাদ করা হয়েছে, বি.ডি.ওর কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, ডি.এমের কাছে দিয়েছে তদন্ত চলছে, এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে অবস্থা।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনার ৫ মিনিটের মধ্যে ৩ মিনিট চলে গেছে, শেষ করুন। মূল রিজলিউশানটা হচ্ছে অন্য জিনিস, এভাবে বললে চলবে না।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, এইরকম বহু তথ্য আছে আমার কাছে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আই.এ.ওয়াই ঘর করবার

জন্য ২২ হাজার ৫০০ টাকা করে দেয়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যে টাকা দেওয়া হয়, সেটা একটা স্কীমের উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়। একটা এসটিমেট আমার কাছে আছে। স্যার, সাউথ ত্রিপুরা, নর্থ ত্রিপুরা আমার ঘুরেছি। সাউথ ত্রিপুরায় কিছুটা ডেভালাপমেন্ট ভাল, এটা অস্বীকার করার ব্যাপার না। এই যে এসটিমেটটা দেখাচ্ছি এটা মজুমদার সাহেবের কাছে আছে স্যার। এখানে স্যার, দরজা জানালার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে এগুলি আত্মসাৎ করেছে। তেলিয়ামুড়া ব্রহ্মছড়া গাঁওসভায়। সেখানে ২৯টা ঘর ও.বি.সি এরিয়া বেইসড প্রোগ্রামে ডেভালাপমেন্টের জন্য দেওয়া হয়েছিল। ওখানে স্যার, ৭টা ঘরও করা হয়নি। অ্যাডজাস্টমেন্ট জমা দিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য যে ঘরগুলি করে দেওয়া হয়েছে কাউকে মাড ওয়াল করবার জন্য দুই হাজার, আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। অভারশীয়ার বেপাত্তা, কোন অ্যাক্‌শান নেই। সেজন্য বলছিলাম, এই হিসাব-নিকাশ যদি সি.এ.জি-র মাধ্যমে করা হয় তাহলে সম্পূর্ণ হিসাবটা মানুষের কাছে পৌঁছবে এবং এখানে যে দুর্নীতি চলছে, যারা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছে, সেটা কিছুটা লাঘব হবে। এখানে সমীরবাবু যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন, আমি উনাকে স্বাগত জানাই, আমি আগামী অর্থ বৎসর বলেছি, এইবার থেকে যদি শুরু হয় আমি আরও খুশী হব। ১৯৯৪ ইং সন থেকে যে পঞ্চায়েতের কাজ শুরু হয়েছে, সেটাও যাতে সি.এ.জি-র মাধ্যমে আসে, তার মাধ্যমে যদি হিসাব নিকাশ করা যায় তাহলে আরও ভাল। সবাই আমার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য বিজয়কুমার রাংখল মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

বিজয় কুমার রাংখল (আমবাসা) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহাশয় এখানে যে প্রাইভেট মেম্বারস রেজলিউশানটি এনেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্যার, যিনি প্রস্তাবটা এনেছেন এবং যিনি এটাকে সাপোর্ট করেছেন ওনারা দুইজনেই খোয়াই-এর। কিন্তু সমীরবাবু এটাকে সাপোর্ট করতে গিয়ে যে রসিকতা আনলেন সেটা কতটুকু লম্বা হবে না কি খাঁটো হবে সেটা কিন্তু উনি বলেননি। যারজন্য কাজলবাবু এখানে অনেকটা ইন্‌সট্যান্স্ বললেন এবং উনি এটা প্রুভ করলেন যে এটার জন্য ওটার প্রয়োজন আছে। স্যার, এখানে যখন ঘটনা ঘটে নিশ্চয়ই সবার তা জানা আছে যে পঞ্চায়েত একটা খুবই প্রয়োজনীয় এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমাদের ৯৯ পারসেন্ট ডেভেলাপ্‌মেন্ট ওয়ার্ক হয়ে থাকে কাজেই এটার ... দরকার, এটা ঠিক মত সুপারভাইজ হচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা পাবলিক ইন্টারেস্টে গেলেও পাবলিকের পক্ষে সেটা যায় না। কাজেই এই রিজিউলিউশানটি যেটা এনেছেন কাজলবাবু এটা হাউসে পাশ হওয়ার পর যদি সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যকরী হত তাহলে আরও ভাল হত। কারণ অনেক গ্যাজেট নোটিফিকেশন আমরা দেখি যে, যখন এটা নোটিফাই হয় তখনই এটা অ্যাফেকট্ হয়। কারণ অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি যদি না থাকে তাহলে হবে না। এখানে আমাদের অনেক সদস্যরা আছেন। যারা মনে করেন পঞ্চায়েত সম্পর্কে ওনাদের যে সব চিন্তাধারা থাকে এগুলি সব ঠিক আছে। কাজেই সি. এ. জি-র মাধ্যমে এটা হওয়া উচিৎ এবং ইমিডিয়েট এই সম্পর্কে ডিসিশন হওয়ার পর এটা যদি এভাবে কার্যকরী হয় তাহলে খুবই ভাল হয়। আমরা দেখি ইমপ্লিমেন্‌টেশন কাগজে কলমে অনেক কিছু হয়ে গেছে কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি এরকম ঘটনার জন্য এখানে অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটির প্রয়োজন পাবলিকের স্বার্থে। ঠিক আছে, বর্তমানে যারা ট্রেজারি ব্যাঞ্চে আছেন ওনারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলাপমেন্ট পরিচালনা করেন এবং এ. ডি. সি. ও স্টেট উভয়ই ওনারা পরিচালনা করেন কিন্তু এখানে সেগুলির হিসাব ঠিকমত আসছে না। অথচ সব জায়গায় আমরা শুনি পঞ্চায়েত খুব শক্তিশালী, কিন্তু তারা এখানে ঠিক মত কাজ করছে না। কাজেই এই রেজলিউশানটিকে আমি সমর্থন করি এবং ইমিডিয়েটলী কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন টাইম বাউন্ড না থাকে তাহলে কবে থেকে কার্যকরী হবে সেটা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি রেজলিউশানটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা, সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস মহোদয় এখানে প্রস্তাবটি এনেছেন

এটাকে আমি সমর্থন করি। আর অ্যামেন্ডমেন্ট্ যিনি এনেছেন ওনার বক্তব্য যেটা এটা একটা ভেক ছিল। স্যার, অনেক দিন পরে হলেও মাননীয় সদস্য কাজলবাবু এই প্রস্তাবটা আনায় আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং হাউসের তরফ থেকে ওনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য যে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উনি উৎথাপন করেছেন তারজন্য স্যার, এই প্রস্তাবটা কেন আনল হঠাৎ করে, কি মনে হল ওনার, উনি কেন আনলেন এটা। উনি যখন দেখেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি শুরু হয়েছে এবং তার কিছু চিত্র উনি এখানে তুলে ধরেছেন, সময়ের অভাবে পুরোটা তুলতে পারেননি। কেন সি. এ. জি. দিতে হবে, কেন সি. এ. জি-র মাধ্যমে অডিট হতে হবে আমি তার আইনগত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি। মোটামুটি উনি বলেছেন, আমি তবু খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে দুই একটা বলব, আমার আবার সময় কম। স্যার, আমি এটা আপনার মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে দিচ্ছি।

স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে এটা দিচ্ছি (ওয়ার্ক অর্ডার এর একটি কপি দেন)। এটি একটি ওয়ার্ক অর্ডার। জনৈক শেফালী দেবকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। উনি বি.পি.এল কার্ড হোল্ডার। আমি একটা জেরক্স কফি এনেছি - আমি এখানে একটি ফটোগ্রাফ দেখছি। (একটি ফটোগ্রাফ সকলকে দেখান) এতে দেখা যাচ্ছে উনার বাড়ীর কনস্ট্রাকশন শুরু হয়েছে। স্যার, এই হলো ওয়ার্ক অর্ডার। এখন উনাদের লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারী তপন ভট্টাচার্য পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বাপী ভট্টাচার্যকে থ্রেট করছে - যে আর কাজ করা যাবে না। এটা আজকের খবর। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মানিক দে মহোদয় হচ্ছেন সি.পি.আই.এম দলের ইন্চার্জ টু লুক আফটার দ্যা ওর্গানাইজেশন অ্যাট মোহনপুর। আমি উনাকে অনুরোধ করব - কাইন্ডলি ভিজিল করুন, কালকেই। ভাইস চেয়ারম্যান নিখিলবাবু উনার সামনে তপন ভট্টাচার্য লোকাল কমিটির সেক্রেটারী- বাপী ভট্টাচার্য্যকে প্রেসার ক্রিয়েট করছেন যে এটা চেঞ্জ কর এবং উনাকে টাকা দেওয়া হয়নি - এই মহিলাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। তিনি একজন বিধবা বি.পি.এল কার্ড হোল্ডার কার দলের? আপনাদের দলের আজকে সকালে এই মহিলা আমার কাছে এসেছেন।

(নেপথ্যে শ্রী মানিক দে - মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যিনি হাউসে নেই তার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

মিঃ স্পীকার ঃ- হ্যাঁ, যিনি হাউসে নেই তার বিরুদ্ধে বা তার সম্পর্কে কিছু বলবেন না।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, অথচ এই কাজটা বন্ধ করে দিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে। অথচ এই মহিলার ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর স্টার্ট করেছে, অর্ধেক হয়ে গেছে। এখন বলছে এই কাজ করা যাবে না, এটা ক্যান্সেল করুন। অথচ এই ওয়ার্ক অর্ডার মহিলার নামে, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নামে দেওয়া হয়েছে। এখন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে বলছে কাজটা বন্ধ করে দাও এবং এটা চেঞ্জ করার জন্য চাপ দিচ্ছে। হোয়াই? কারণ দুর্নীতি স্বজন পোষণ কোন জায়গায় গিয়েছে। এইটা দেখানোর জন্যই এটা। বি.পি.এল কার্ড হোল্ডার। সিলেকশন হয়েছে কারেক্টলি। এখন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বলছে যে না আমি পারব না, গ্রাম সংসদে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েতের রেজলিউশান আছে। তাহলে আপনি দেখুন পঞ্চায়েত রেজলিউশানে কি আছে। কার পঞ্চায়েত? সি.পি.এম.-এর পঞ্চায়েত। এখন কাজটা বন্ধ রয়েছে স্যার, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমি ডকুমেন্ট দিচ্ছি এখানে।

শ্রীমাধব সাহা (মাতাবাড়ী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে অভিযোগটা এনেছেন এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি, এটা এনকোয়ারী করে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীরতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** ইয়েস, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাধববাবুকে ওয়েলকাম করছি। ইমেডিয়েটলি এটা এনকেয়ারী করা দরকার - হোয়েদার ইট ইজ ফ্যাক্ট্ ওর নট।

স্যার, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমানিক দে মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি পঞ্চায়েত মন্ত্রী না হলেও উনি ইনচার্জ অব্ দ্যা লোকালিটি - স্যার, ওয়ার্ক অর্ডার নাম্বার - এফ-১২ ডেটেড ০৫-০৬-২০০২ইং ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে মোট ৯০, ২০৯ টাকা

দিয়েছে। প্রধানের সই আছে উনি এড্‌জাস্টমেন্ট কাগজে সই করেছেন - প্রবীন্দ্র চন্দ্র পাল, প্রধান, তুলাবাগান গাঁওসভা। মেরিট আছে - প্রধান বলছে কাজটা কম্‌প্লিট কর। একটা বকস্ কালভার্ট এবং একটা টি.আই.ডি.সি. ক্যাম্প আপনি জানেন - আমি চিঠি দিয়েছি পঞ্চায়েত ডাইরেকটর, আর.ডি. কমিশনারকে, ডি.এম.কে চিঠি দিয়েছি যে এটা তদন্ত করা হোক। কেন বলছি - এটার কোন তদন্ত হচ্ছে না, স্যার। তাহলে প্রধানের কি হলো - এবং কাজের কি হলো - টাকা চলে গেল।

স্যার, মাননীয় মন্ত্রী পবিত্রবাবু এস.জে.আর. ওয়াই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন ০৮-১১-২০০৩ইং তারিখে। তিনি কি করেছেন ? ৫০ কে.জি. করে চাল এবং ২৯২ টাকা পঞ্চাশ পয়সা হল স্কীমে। সেখানে বি.পি.এল. কার্ড হোল্ডারদের বাদ দিয়ে কর্মচারী ও ধনী বা বিত্তবানদের সেগুলি দেওয়া হয়েছে। সেখানে আরতী দেবনাথ নামে একজন বি.পি.এল কার্ড হোল্ডারের নামে ঘর স্যাংশান হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু তাকে ঘর দেওয়া হয়নি। কেউ গিয়ে এই ঘরটি দেখতে পাবেন না। মালতি পানতাঁতি, মোহনপুর গাঁওসভার ওয়ার্ড নাম্বার ২তে উনাকে নাকি ২০০২-২০০৩ ইং কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেওয়া হয়নি। প্রধান এবং সাঙ্গপাঙ্গরা ঘর মেরে দিয়েছে। পঞ্চায়েত সচিব বলছেন ওকে ঘর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে দেখুন ঘর সেখানে পাবেন না।

এস.জি.আর.ওয়াই প্রকল্পে ৫০ কে.জি করে চাল দেওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ২৫ কে.জি করে চাল দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে চাঁদা দিতে হচ্ছে ৫০ টাকা। চাঁদার রসিদে সদর বিভাগীয় কমিটির সেক্রেটারী সহ এতে রয়েছে। বি.পি.এলদের কাছ থেকে এই ভাবে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে।

শ্রীমানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উনি যে তথ্যটা দিচ্ছেন চাঁদা তুলেছে সি.পি.এম পার্টি এবং যে ভদ্রলোকের থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছে সেই ভদ্রলোক পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছেন। সম্ভবত কোন একটি পত্রিকায় এই নিয়ে লেখা হয়েছিল। প্রতিবাদে উনি বলেছেন যে উনি নাকি স্বেচ্ছায় এই অর্থ দান করেছেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক বাড়িতে যাওয়া হয়। পত্রিকায় পরবর্তী সময়ে উনার প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও কেন এই বিষয়টি বিধানসভায় নিয়ে আসা হল-এর কিছুই বুঝতে পারছি না। এইভাবে অসত্য তথ্য দিয়ে সভাকে বিভ্রান্ত করা ঠিক না।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, উনি উনার কথা বলতেই পারেন। মোহিনীপুর গাঁওসভার দুটি বই আমার হাতে রয়েছে। ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ইং এই দুটি বই। বইতে দেখানো হয়েছে ছাগলের সাহায্য দেওয়া হয়েছে, মিঠুন মুন্ডা, সুভাষ দত্ত, তরিৎ গুপ্ত, প্রমিলা উড়িয়া, নারায়ণ বিশ্বাস ও অনুপ দেববর্মাকে। পরের বছরেও তাদেরই নামেই খরচ দেখানো হয়েছে একই পারপাসে। এটা হচ্ছে মোহীনিপুর পঞ্চায়েতের। স্যার, এবার আপনার বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীপুর গাঁওসভা। শুধু ওয়াকিবহাল করার জন্য। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যে নাম সিলেকশান হবে তিনি পাবেন সাহায্য। হাফলং পঞ্চায়েত সচিবের মাধ্যমে আশীষ রায় নামে একটি ঘর দেওয়া হয়েছে। গ্রাম সংসদ ছাড়া আই.এ.ওয়াই স্কীমে আশীষ রায়ের নামে ঘরটি দেওয়া হয়। এটা করা হয়েছে হাফলং ছড়ার পঞ্চায়েত সচিবের মাধ্যমে। কেন এমনটি হল ? বইতে এটা ছাপিয়ে দিয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা।

বইয়ে জানিয়েছে ৩০ হাজার টাকা ওয়াটার পাম্প মেশিন-এর জন্য রাজলক্ষ্মী চৌধুরী উনার নামে দেওয়া হয়েছে গ্রাম সংসদের রেজিউলিশন ছাড়া। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে গ্রাম সংসদ গ্রাম সভা এগুলির কিছুই দরকার নেই। স্যার, আমি বিতর্কে যাচ্ছি না কাকে দেওয়া হয়েছে কাকে দেওয়া হয়নি। এখানে প্রচুর কাগজ আছে। আমার এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় দেখুন পঞ্চায়েতের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে কি করেছেন ? মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র-এর গাঁওসভা। নাম বাঁশপুকুর অবজেকশন্ দিয়েছে, কেন, কিসের অভিযোগ ? অভিযোগ হলো করাপসন, রিপুটিজম এন্ড ভেরিয়াস লেবেল এই প্রতিবাদ করে নো কনফিডেন্স মোশান এনেছে। নো কনফিডেন্স মোশান এনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধান এবং উপ-প্রধানকে গদিচ্যুত করল। গদিচ্যুত করার পর রেজিলিউশন পাশ হলো এখন কোন প্রধান এবং উপ-প্রধান নেই। কি করল

বি.ডি.ও কাঁঠালিয়া? যে ভদ্র মহিলা সি.পি.এম থেকে চলে এসছে জাহারা খাতুন তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল তার মেম্বারশীপ চলে গেছে। একই জিনিষ মেলাঘর ব্লকের একটি গাঁওসভাতে। সেখানে চারজন দলত্যাগ করল এখানে কংগ্রেস করল আর সেখানে সি.পি.এম করল। সি.পি.এম থেকে যে কল তার মেম্বারশীপ চলে গেল, সেটা বি.ডি.ও করে দিয়েছে। আর যখন মেলাঘর ব্লকে করল চন্ডীগড় গাঁওসভায় সেখানে কোন কিছু করা হল না, এখানে কোন রকম আইন নেই। বি.ডি.ও মাত্র চিঠি দিয়েছে। আমাদের ডেপুটি স্পীকারের হুমকির জন্য বি.ডি.ও ছুটি নিয়ে চলে গেল, এখনও নেই। বলুন অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কি জায়গায় দাঁড়িয়েছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা ঃ- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমাদের যে মেম্বার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছে তার জন্য পার্টিকে ক্লেইম করতে হবে, কনসারনিং পার্টিকে ক্লেইম করতে হবে যে দলত্যাগ করছি। কনসারনিং পার্টি ক্লেইম করছে কিনা আপনাদের পার্টি?

শ্রীরতন লাল নাথ (দলনেতা) ঃ- আছে, আছে। মাননীয় সদস্য মাধববাবু যখন আমি দাঁড়াই তখন কাগজপত্র নিয়েই দাঁড়াই। অনেক দিন পরে এসছেন, এডান্টঅরি। এইসব কথা বলবেন না। আমি কাগজ নিয়ে বলছি। এই যে বি.ডি.ওর কাগজ। যখন চিঠি দিল শোকজের জন্য প্রয়োজন নেই, বি.ডি.ও অ্যাকশন্ নেবে। সে চিঠি দিয়ে দিল ডিস্ট্রিকট্ পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ্ মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, অন্য কিছু নয়। আমার বক্তব্য হলো সাহস থাকে দাঁড়িয়ে বলুন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনি শেষ করুন, ডিস্ট্রাব করবেন না।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- লজ্জা থাকা দরকার। হাউসে দাঁড়িয়ে বলছি একদলীয় শাসন কায়েম করতে চাইছেন। স্যার, আমি এই লিস্ট ডি.এমকে দিয়েছি আঠার জনের নামের তুলাবাগান পঞ্চায়েতে কাউকে টাকা দেয়নি। ডি.এমকে বলা হয়েছে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যেহেতু এই ব্যবস্থা নেই তাহলে তদন্ত করবে কি? টাকার খবর করবে কে? এইজন্য মাননীয় সদস্য কাজলবাবু এনেছেন। এখন প্রশ্ন হল উনি বলেছেন এখন থেকে শুরু হউক কেন? এটাতে আমার আপত্তি আছে। ১৯৯৪ ইং থেকে শুরু করতে হবে স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের সিস্টেম কি? সিস্টেম হলো আর্টিকেল ২৪৩ অনুযায়ী ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত হওয়ার পরে আইন করবে বলে দিয়েছে রাজ্য বিধানসভা। আইন করছে? হ্যাঁ করছে।

সিস্টেম হল আর্টিকেল ২৪৩ অনুযায়ী থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত হওয়ার পরে আইন করবে রাজ্য বিধানসভা। আইন করেছে এখন কিভাবে অডিট মেনটেন্যান্স হবে। তারপরে কি করেছেন পঞ্চায়েত আইনের ৬৬-এ প্রত্যেক গাঁও পঞ্চায়েত তাদের হিসাব রাখতে হবে। তাদের অফিসের আয়, ব্যয় একেই কায়দার এখানে যেভাবে বলা আছে। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে আমি বলছি - এই আইন হয়েছে এটা সংবিধান অনুযায়ী আইন হয়েছে। এখন কিভাবে করবে হিসাব সেখানে কোন ফর্মেট আছে? নেই। এখন ফাইন্যান্স কমিশন কী বলছে, প্রত্যেক পাঁচ বছর পর পর ফাইন্যান্স কমিশন হয়। ফাইন্যান্স কমিশন বলছে ডি.সি.এম.জি, সি.এম.জি. সুড বি ট্রাস্টেড ইউথ দ্য রেসপনসিবিলিটি অব একসারসাইজিং কন্ট্রোলিং এন্ড সোপারভিশন অভার দি প্রপার মেন্টেন্যান্স-এর একাউন্স্ এন্ড দেয়ার অডিট অল দেয়ার অল থ্রী টায়ারস্ পঞ্চায়েত। এন্ড আর্বান লোক্যাল বডিস্। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ১১তম ফাইন্যান্স কমিশন বলে দিয়েছে। ফাইন্যান্স কমিশন বলে দিবে টাকা কিভাবে আসবে এবং কিভাবে খরচ হবে সব রাজ্যের জন্য। আর বলেছেন - দি ডাইরেকটর লোক্যাল এডিট

ফার্ম এর এনি আদার এজেন্সি মে রেস্পন্সিবল। ১৯৯৩ সালে যখন সিঙ্গল টায়ার ছিল তখন কিন্তু আইনটা হয়েছে। পঞ্চায়েত একাউন্টস্ রোলস্ এন্ড পঞ্চায়েত অডিট রোলস্। এখন হয়েছে থ্রী টায়ার। থ্রী টায়ার পঞ্চায়েতের জন্য বলে দিয়েছে - দি ডাইরেকটর লোক্যাল অডিট অর এনি আদার এজেন্সিস্ মে রেসপনসিবল ফর দি অডিট অব একাউন্টস্ দ্যা লোক্যাল বডি সুড ওয়ার্ক আন্ডার দি ট্যাকনিক্যাল এন্ড সুপারভিশন। অব দ্য সি. এন জি। ইন দ্য সেম মেনার দ্য চীফ ইলেকটরেল অফিসার অব দ্য স্ট্যাট অর্পারেট আন্ডার দ্য রোল এন্ড সুপারভিশন আন্ডার দ্য সেন্টার ইলেকশন কমিশন। যদি কোন কারমে সি. এন. জি-র কাছে না দেওয়া হয়, এন্ট্রান্স যদি না কর, এখন কিন্তু ৭১ থেকে ৮০ কোটি টাকা রাজ্য থেকে পঞ্চায়েতগুলিতে যায়। বলুন কিভাবে হিসাব রাখছেন। কোন হিসাব নেই। আমি একজন এম. এল. এ সেই হিসাবগুলি দেখতে পাচ্ছে না। রাজ্য সরকার যে কাজগুলি করছে সেটা দেখতে পাচ্ছি থ্রো সি. এ. জি থ্রো পি. এ. সি। পি. এ. সি রিপোর্ট করছে প্ল্যাস করছে। তারা বলছে যদি সি. এ. জি-র কাছে না দাও তাহলেও লোক্যাল অডিট ফার্ম একটা করতে হবে। আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অব সি. এ. জি এটা কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আছে। আপনার এত ডর কেন। সুতরাং সেখানে আমাদের সন্দেহ, আমি তো হিসাব দেখতে পাচ্ছি না। রাজ্য সরকার যে টাকা খরচ করে সি. এ. জি হিসাব রাখে সি. এ. জি প্লেস করে এবং সি. এ. জি-র রিপোর্টটা এখানে পি. এ. জি-র মাধ্যমে লেখা হয়। কিন্তু এইগুলি কেন পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। আর্বান বডির ক্ষেত্রে হচ্ছে না। ১৯৯৪ থেকে শুরু হয়েছে, ১৯৯৯ দ্বিতীয় নির্বাচন পঞ্চায়েতের এখনো কেন করা হল না।

এর সেই Report of the C & AG written to the Audit of Account of the Panchayats and the Minicipality should be placed before a committee of the State Legislature constituted of the same lines and the Public Accounts Committee পরিস্কার বলা আছে। তা হলে এটাতে কালকে দেরী কেন, এটা বলতে হলো কেন, কাজল দাস মনে করিয়ে দিয়ে কেন যে এটাকে সি.এন্ড.এ.জি-র কাছে দিতে হবে। সি.এন্ড.এ.জি ছাড়া কোন ব্যবস্থা নেই। এখন যা করেছেন, এখন যদি কেউ বলে যে কোটি টাকা চুরি করেছেন তা হলে আপনাদের কিছু বলার নেই কারণ আপনাদের তো কোন হিসাব নেই। ফিনান্স কমিশন বলছে কেন দেবেন না আমি অনুরোধ করছি এটা বৃহত্তর স্বার্থে, এটা রাজ্যের স্বার্থে উনি যেটা বলেছেন আগামী অর্থ বছর থেকে, যেহেতু রেজলিউশান এনেছেন স্বার্থে উনি যেটা বলেছেন আগামী অর্থ বছর থেকে, যেহেতু রেজিলিওশান এনেছেন উচিৎ হবে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে উচিৎ হবে ৯৪ থেকে শুরু করুন। ঠিক আছে, জোট সরকার -এর আমল থেকে শুরু করুন এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এত লজ্জা কি, এত ভয় পাওয়ার কি আছে। আমি অনুরোধ করব যেহেতু সি.এন্ড.এ.জি-র কথা বলেছে অল্টানেটিভ নো ওয়ে। ফিনান্স কমিশন যদি টাকা ধার্য্য করে দিতে পারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যায়, আমরা দেখা করব এবং বলব যে এখানে সি.এন্ড.এ.জি. করেছি। কেন টাকা দিচ্ছ। লুটের রাজত্ব চলছে। ফিনান্স কমিশনের রিকমেন্ডেশান এটা মানতে বাধ্য। রিকমেন্ডেশান করেছে এবং এই জন্য হিসাব রাখার জন্য এই রাজ্যে ফিনান্স কমিশন বলছে ৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা দিয়েছে যদি কোন কারণে এডজাস্ট হওয়ার আগে যাতে কাজগুলি দেখাশুনা করতে পারে। সব রাজ্যে কাকে কত টাকা দিয়েছে সেটা লেখা আছে। আমি অনুরোধ করব সময়পযোগি সিদ্ধান্ত এটা যাতে সংখ্যাধিক্যের জোরে না করা হয়। এখানে মাননীয় কেশববাবু সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়েছেন। উনারা অনেষ্ট এবং খুব ভাল এই ভালটা প্রমাণ করে দিন সন্দেহ থাকবে কেন। চোখের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছি উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আপনারা চিৎকার করতে পারবেন কিন্তু আমি জানি আপনাদের অ্যাকটিভিটিস কি। আমি অনুরোধ করব এই যে এখানে সি.এন্ড.এ.জি-র দাবী রেখেছে এটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে প্রাইভেট মেম্বার রেজলিউশানটির যে সংশোধনী এনেছেন

মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ১৯৯৩ ইং-এর ২১৫ নং ধারায় পঞ্চায়েতগুলির অডিট করার বিধান রয়েছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মরত অডিটরগণ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাৎসরিক আভ্যন্তরিণ অডিট করে আসছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলি তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমান অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। আবার এই গ্রামস্তরে প্রকল্প রূপায়ণের সরাসরি দায়িত্ব রয়েছে পঞ্চায়েতের। কাজেই অর্থ বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি অডিটের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরে অডিটরের যে পরিকাঠামো রয়েছে তা দিয়েই গ্রাম স্তরে আভ্যন্তরিন অডিট প্রচলিত আইন ও নিয়ম অনুযায়ী সচেতন করা এবং গ্রামস্তরে আর্থিক শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত আইন তৎসংশ্লিষ্ট নিয়মাবলি এবং সরকারি নির্দেশিকাতে সামাজিক অডিটের উদ্দেশ্যে কিছু বিধান রয়েছে।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুস্তিকা আকারে প্রতি গ্রাম সংসদের সভায় জনগণকে জানাতে হয়, কোন কোন খাতে পঞ্চায়েত কত টাকা এসেছে ঐ টাকার মাধ্যমে কি কি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে কোন কোন প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে, কত জন বেনিফিসিয়ারী উপকৃত হয়েছেন কি কি সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে কত শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি। এছাড়া অভ্যন্তরীণ অডিট ও গ্রামসভার মিটিং-এ পেশ করা করা হয় জনগণকে জানার সুবিধার্থে, পক্ষান্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ এই প্রদত্ত প্রদেয় টাকার পরিমান অপেক্ষাকৃত কম। সরাসরি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব তাদের এখন পর্যন্ত নেই। পঞ্চায়েত সমিতি বা বি. এ. সি-তে বি.ডি.ও একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে রয়েছেন এবং জেলা পরিষদে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক মুখ্য একজিকিউটিভ অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন, সেইহেতু পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনে কর্মরত অডিটরগণকে ব্লক ও জেলা স্তরের হিসাবের আভন্তরীণ অডিটের দায়িত্ব বিভিন্ন দিকে বিবেচনা করে দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থার সমূহের হিসাব পরীক্ষা করবেন রাজ্যের অর্থ দপ্তরের অধীন-এ অডিট ডিরেক্টরেট। উক্ত অডিট ডিরেক্টরেট পরিচালনা করবেন বিধিবদ্ধ হিসাব পরীক্ষা যা ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ২১৫ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ২১৫ নম্বর ধারায় বর্ণিত ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের অডিটের কাজ পরিচালনায় দায়িত্ব অডিটের ডিরেক্টরেটের উপর অর্পণ করেছেন। বলা বাহুল্য এই অডিটই হবে বিধিবদ্ধ অডিট। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় যে রাজ্য সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অডিট ডিরেক্টরেট ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে, অডিট ডিরেক্টরেট পুনাঙ্গরূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী এবং অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলছে। তার মধ্যে অডিটের পদে কিছু সংখ্যক কর্মী নিয়োগেরও উদ্যোগ চলছে বিভিন্ন পদে কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্মীকে এ.জি. ত্রিপুরা অফিস থেকে ডেপুটেশনে আনারও পরিকল্পনা চলছে। আমরা আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে অডিট ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে পঞ্চায়িত রাজ সংস্থা সমূহের হিসাব পত্রের বিধিবদ্ধ পরীক্ষা চালু হবে। এই অবস্থা চালু হলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আমরা নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখব এই অবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতা। এখানে যে পঞ্চায়েত ভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা রয়েছে ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৩ ইং অদ্যাবধি বিভিন্ন অভিযোগ বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত দপ্তরে এসেছে। ১৩২ টা অভিযোগ রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক বা পঞ্চায়েত থেকে এসেছে এবং এই ১৩২ এর মধ্যে এই অভিযোগগুলোর ৯৫টির কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি প্রমাণিত হয়েছে শাস্তি দেওয়া হয়েছে আবার কিছু প্রমাণিত হয়নি এবং ১৪টি কেইস কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে ৪টি কেইস ইনকোয়ারী অথরিটির অফিসে তদন্তাধীন আছে, ১৯টি কেইস দপ্তরের তদন্তাধীন রয়েছে।

অডিট চলছে সেই অডিট খতিয়ে দেখছে ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতা কোথায় রয়েছে বর্তমান যে চালু ব্যবস্থা পঞ্চায়েত রয়েছে। তার মধ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এখানে যে প্রাইভেট মেম্বারস রেজিলিউশন আনতে গিয়ে সরকার পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন বর্তমানে সর্বস্তরে অডিটের যে ব্যবস্থা নেই তা এই ত্রুটি রয়েছে এটা সকলে স্বীকার করেছেন রাজ্য সরকার অনেক আগেই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং ২০০০ ইং

সালে সিদ্ধান্ত নিয়ে অডিট ডাইরেকটরিয়েট করে তা শক্তিশালি করে কাজ শুরু করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে কোন কোন সদস্য যে সব অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলি বলেছেন আমি এইগুলি সমর্থন করছি না। নিয়মিত অডিটের লক্ষ্য হচ্ছে সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধ করা এবং জনকল্যাণ এ সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার করা। এটাই হচ্ছে অডিট করার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আছে বলেই রাজ্য সরকার একটি শক্তিশালী অডিট ডারেকটরিয়েট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তা কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন আর এখানে সি.এ.জির যে অডিট করার প্রশ্ন এসেছে আগামী অর্থ বছর থেকে সেখানে এখন থেকে সুযোগ হলে আমাদের রাজ্য সরকার এর কোন আপত্তি থাকার কথা নয় এটা শুরু করতে পারেন এবং এটা সংশোধনীতে মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী এনেছেন এর জন্যই আমি এটাকে সমর্থন করছি। হাউসের যে ভিউ এটা সি.এ. জি -কে জানানো হবে তারা এগ্রি করলেই এটা চালু হবে। হাউসের আজকের যে ভিউ যে লক্ষ্যে আলোচনা হচ্ছে এটা সি.এ. জি -কে আমরা অবিলম্বে জানিয়ে দেব আর এছাড়া এখানে বিশেষ করে কাজলবাবু প্রসঙ্গ অতিক্রম করে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলেছেন আমরা এইসব ঘটনাগুলির তদন্ত করছি না তবে বেশ কয়েকটি কেইসের হিসাব দিলাম এখানে। আমরা শাস্তির প্রয়োগ করছি কিছু তদন্তাধীন রয়েছে কিন্তু এখানে ভোট দিতে পারে না পঞ্চায়েত নির্বাচনে এটা অপ্রাসঙ্গিক এটা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা নয় বাইরের কোন বিষয় আপনার মাথার মধ্যে ক্রিয়া করছে। এই যে পার্টি অফিস হচ্ছে, এটা জনগণের সাহায্যে হচ্ছে। এটা আমরা দেখছি আলোচনায় কাজলবাবুর মত যারা আছেন তাদের সহ্য হচ্ছে না সি.পি.এমের অফিস হচ্ছে। সহ্য না হলে করার কিছু নেই জনগণই পার্টি অফিস করার জন্য সাহায্য করছে। আর একটি বিষয় বিরোধী দলনেতা বললেন যে শ্রীপুর পঞ্চায়েতের হাফলংঙ্গে কোন এক ব্যক্তির আই.এ.ওয়াই ঘর হচ্ছে এই শ্রীপুরটা কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত এখন নাম দিলে পরে আমরা তদন্ত করে দেখব এই রকম অনিয়ম হয়েছে কিনা।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, শ্রীপুর পঞ্চায়েত একটা পঞ্চায়েত কংগ্রেস পরিচালনাধীন। এখানে যা কিছু হবে গ্রাম সংসদ গ্রামসভা ডেকে হবে। দেখা গেল অন্য একটা পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ডেকে এনে এই গাঁওসভায় ঘর দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বেনিফিসিয়ারীদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উইথ আউট রেজিলিউশন।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় দলনেতা যে কথা বলেছেন শ্রীপুরের দেওয়ান বাড়িতে গ্রাম সংসদ করছে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত দুটো তারা গ্রাম সংসদ করতে রাজি হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। কাজেই কি হয়েছে এটা আসল তথ্য যদি দেওয়া হয় আমরা নিশ্চয় তদন্ত করে দেখব। এখানে মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার যে সংশোধনীটি এনেছেন সি.এ্যান্ড.এ.ডি. মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলোর হিসাব নিকাশ নিয়মিতভাবে অডিট করার জন্য ত্রিপুরা সরকার শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহণ করুক তার সহমত পোষণ করে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- তাহলে এটা কি ভোটে দেব না সংশোধনী এনেছেন আপনারা সবাই কি একমত।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সি.এ্যান্ড এ.জি নিয়ে সি.এ্যান্ড এ.জি এ্যাকশান এবং রুলস তাদের যে টার্ম এ্যান্ড কনডিশান ডিউটিস পাওয়ার এ্যান্ড কনডিশান অব সার্ভিস অ্যাক্ট্ ১৯৭১ ইং তাতে পরিস্কার বলা আছে সি.এ্যান্ড এ.জি ইচ্ছে করলে যেকোন সময় রুরাল লোক্যাল বডিস এবং আর্বান লোক্যাল বডিস এরা দায়িত্ব নিতে পারে তার জন্য আইনে কোন বাধা নেই। এখানে সি.এ্যান্ড এ.জি দেওয়ার সম্পর্কে আমাদের কোন বাধা নেই। এটা নিয়ে তাদের সঙ্গে যে কথা হয়নি তা না, বিভিন্ন সময় কথা হয়েছে। কিন্তু অবস্থাটা কি গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া পলিসি আপনারা খুব ভাল ভাবে জানেন। এখানে যে এ.জি. আছে এবং বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যে সি.এ্যান্ড এ.জি অফিসগুলো আছে তাতে

স্টাফ নেই, শুধু আজকে এখানে আমাদের দপ্তরে গুলো আমরা প্রচণ্ডভাবে আজকে সেখানে দুর্ভোগ ভুগছি। যেমন দরুন আমি পূর্ত্ত দপ্তরের মন্ত্রী আমাদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিসে একজন করে ডিভিশন্যাল অ্যাকাউন্ট এবং এ.জি. অফিস থেকে এই সমস্ত লোকগুলো দেন। এখন তারা লোক লোক দিতে পারছেন না। আমাদের ইউ.ডি. আছেন, হেড-ক্লার্ক আছেন তাদেরকে জোর করে দায়িত্ব দিয়ে আমাদেরকে রাখতে হচ্ছে। আর্থিক নীতির দিক দিয়ে যদি বলেন এটা খুব ভাল জিনিস না। সি.এ্যান্ড এ.জি. এখানে যারা আছে তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি আপনার লোক নিয়োগ করুন নিয়োগ করার জন্য যে খরচ তার যে ট্রেনিং-এর জন্য যে খরচ এতো লোক দরকার আমাদের অন্তত সেই লোকগুলোর সেলারি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু আমরা দেব রাজ্যসরকার তারা রাজি হচ্ছে না। কারণ গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া আজকে তার যে অফিসগুলোর অবস্থা এই যে ছাঁটাই অবস্থা এমন অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সি.এ্যান্ড এ.জি. বলছি যে আমাদের পক্ষে এই কাজ করা কোন অবস্থার মধ্যে সম্ভব হচ্ছে এবং আমরা নিতে পারছে তারা বলছে। আমরা তো সবচেয়ে বেশী খুশী হব যদি সি.এ্যান্ড এ.জি. আগামী বছর থেকে রাজি থাকেন, অখুশী হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এটা পাশাপাশি আমাদের মনে রাখা দরকার সি এ্যান্ড এজি হচ্ছে একটা কনস্টিটিউশ্যানাল বডি আমি বিধানসভা থেকে এই রকম ভাবে নির্দেশ দিতে পারি না যে আপনি আগামী বছর থেকে কাজটা নিন। টেকনিক্যালি এই শব্দটা আসছে এই কারণে যে এইরকম ভাবে একটি বিধানসভায় এই রকম ভাবে অনুরোধ করতে পারি না বা নির্দেশ দিতে পারি না যে আগামী বছর থেকে আপনারা নিন। আমরা সেখানে বলছি যত শীঘ্রই সম্ভব আপনি কাজটা হাতে নিন। রাজ্য সরকারকে সে কথাটা বলার জন্য প্রস্তাবটা এসছে। এ্যামেন্ডমেন্টই শুধু এই কারণে এসছে। এই না যে সি. এ্যান্ড এ. জি আসলে পরে সরকার ভিতগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, এই যে এই রকমের মধ্যে নেই। আমরা খুব খুশী হব সে দিক থেকে যদি সি. এ্যান্ড এ. জি এই দায়িত্ব নেন। সামনে নির্বাচন আপনি চীৎকার করছেন গত বছর আপনি ছিলেন এই রাজ্য সরকারে। আমি যদি বিরোধী দলের বন্ধুদের বলি একটানা ৩২ বছর এরপর ৫ বছর মোট ৩৭ বছর তো সরকার চালিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন করে এই ভেলটের মাধ্যমে একটি নজীর দেখাতে পারবেন আইনের কথা বলছেন সব কিছু বলেছেন এই নির্বাচন আপনারা করুন।

আজকে আমার ভাল লেগেছে যে পঞ্চায়েত কত ভাইব্রেন্ট, এটা মানুষের মধ্যে আছে, আপনাদের কাছে কোন কিছু গোপন নেই। সেইজন্য মাননীয় সদস্য কাজল দাস তিনি পঞ্চায়েতের ছাপানো বই এনে বলছেন, এটা একটা ডকুমেন্ট আমরা তার জন্য গর্বিত, আজকে বিরোধী দলনেতা সেখানে ডকুমেন্ট নিয়ে হাজির হয়েছেন, মানে এই সব প্রশ্নগুলি আপনাদের মুখে এসেছে এটা ভাল লক্ষণ যে খোঁজখবর নিচ্ছেন, তদারকি করছেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন অভিযোগ যদি দেন তাহলে সেই রকম ব্যবস্থা নেব। দুর্নীতির সঙ্গে এই সরকার মানে যারা আছেন এখানে মানুষ দায়িত্ব দিয়েছে তাকে কমপ্রোমাইজ করার কোন প্রশ্ন আসে না। এই রকম প্রশ্ন থাকতেই পারেনা। এখানে যে কথাগুলি বলেছেন আমি বলব সংশোধিত আকারে যে প্রস্তাবটা এখানে মাননীয় সমীরদেব সরকার এনেছেন এটাই আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ এবং এটা আমাদের দিক থেকে ঠিক হবে যে বিধানসভা তারা সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে ঠিক করে এই যে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছেন রাজ্য সরকার, আবারও নেবেন, আপনাদের কথাটা নিয়েই এখানকার যারা সি.এ.জি আছেন তাদের কাছে বলবেন এখানে এ.জি. তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, দিল্লিতে হেড্ কোয়ার্টার তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না নেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী করা যাবে না। পঞ্চায়েতের অডিট্ এখনো আছে, আমি খবর নিয়েছি ২০০১ ইং সাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের অডিট হয়েছে ২০০১-০২ ইং সালের প্রায় ফিফটি পারসেন্ট অডিট্ শেষ হয়েছে, ২০০৩ ইং সালের তারা ডিপার্টমেন্টাল অডিট করছেন, সি.এ.জি যখন আসছে না এই কাজটা নিতে এবং এই সমস্ত বিষয় আরও কিছু বিষয় আমাদের আছে সেইজন্য এইগুলিকে সেপারেট করার জন্য ডিপার্টমেন্ট এ না করে এটা অডিট ডাইরেকটোরেট্ এ আমরা এটা অলরেডী সেট্ আপ্ করেছি কিন্তু লোক নিয়োগ করা, ট্রেনিং এ দেওয়া এই সমস্ত কিছু করতে হবে যেকোন লোককে ছেড়ে দিলে সে অডিট্ করতে পারবে না তারজন্য পুরোদমে এই কাজটা শুরু করতে একটু বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা

চাচ্ছি যাতে আগামী বছরের প্রথম থেকে এই ডিরেকটরেট তারা পুরোদমে কাজটা শুরু করতে পারেন। তাহলে এই কাজগুলি আমরা আরও বেশী দ্রুতভাবে করতে পারব। সুতরাং আমাদের দিক থেকে পঞ্চায়েতকে আরও বেশী দ্রুত ভাবে করতে পারব। সুতরাং আমাদের দিক থেকে পঞ্চায়েত কে আরও ভাইব্রেন্ট করার জন্য কোথায় আছে ভারতবর্ষে, এই সমস্ত গ্রামের লোকদের ডেকে এনে হিসাব দেওয়া বই ছাপিয়ে তাদের মধ্যে বিলি করা। সেখানে যদি কোন কিছু আপত্তি থাকে তাহলে আপত্তি দিন। আর বিচার সব জনগণের দরবারেই হচ্ছে। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে দেখুন আপনাদের কংগ্রেস সরকার ছিল, সারা দেশের কথাটা চিন্তা করুন, রাজীব গান্ধী ৭৩ এমেন্ডমেন্ট করেছেন বলেই এটাকে তো কেউ আপত্তি করছে না ভাল জিনিষ কিন্তু আপনারা কি করছেন তার প্রতি সম্মান দেখাচ্ছেন নির্বাচন করছেন, হ্যাঁ ত্রুটি বিচ্যুতি যাই আছে তদন্ত হবে। এই রকম বেঁধে দিয়ে না কাউকে সি. এ. জি আলোচনা আমাদের সবই হবে সি.এ.জি-র বিরুদ্ধে কোন রকম আপত্তি নেই আমরা খুশি হব সি.এ.জির যথা সম্ভব দায়িত্ব নেন।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাদলবাবু বলেছেন, যে সি.এ.জি নিজে টেকআপ করবেন না। সি.এ.জি এফ.এন রোলসে প্রতিবছর কোন সংস্থা যদি ২৫ লক্ষের টাকার উপর হয় তাহলে সি.এ.জি টেকআপ করবে অটোমেটিক্যালি আর যদি ২৫ লক্ষের টাকার নীচে হয় তাহলে সি.এ.জি নিজে টেকআপ করবেনা। পঞ্চায়েতগুলিতে ২৫ লক্ষের উপর নয় সেই জন্য ইচ্ছা করলেও সি.এ.জি সেখানে টেকআপ করবেনা আর যদি এনটেসড না করা হয় তাহলে অন্যান্যগুলিতে সি.এ.জি অটোমেটিক্যালি এনটারস করবে। তাহলে সেখানে রোল বা অ্যাক্ট দেখা দেবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েতগুলিতে ২৫ লক্ষ টাকার উপর অনেক টাকা খরচ করে। এটা পঞ্চায়েত জানা নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, আমি জানি বলেই বলছি এবং অনুরোধ করবো হয় আপনাদের কাছে না হয় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর চেম্বারে নিশ্চয় আমি যাব। সি.এ.জি ডাকলে আমি যাব। একচ্যুলি তারা নিতে পারে কিনা এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাক। দ্বিতীয়ত, যদিও ডাইরেক্টর অব অডিট এবং ফাইনান্স কমিশান বলছেন লোক্যাল অডিট ফান্ড করা হবে। আন্ডার কনট্রোল এন্ড সুপারভিশন বাই দি সি.এ.জি। ফাইনান্স কমিশন যদিও নিজেরা বলেছেন সেটা নিজেরা করতে পারবে না। এখানে যেটা বলা হয়েছে আন্ডার দি কনট্রোল অব দি সুপারভিশন। সেভেনটি থার্ড এমেন্ডমেন্ড হয়েছিল ১৯৯২ ইং তারপর থ্রি টাইপ সর্বত্র হওয়ার পর সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই জনাই প্রশ্নও উঠেছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করবো এফেকটা যদি এই রকম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে রেজুলোশন আছে ফলে এখন ব্যাপারটা ক্লিয়ার হওয়ার দরকার। আপনারাও যদি মতামত পোষণ হয় নতুবা ভোটাভোটি শুরু হোক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পলিটিকেল অডিট কোন সময় হয় না। অডিট কখনো নিরপেক্ষ হয় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- অডিট রোলসে নিজস্ব আইন রাখা আছে। পঞ্চায়েত রোলও আছে। আপনি না জেনে একথা বলছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় বিধায়ক যে অভিযোগ এনেছেন সেটা হচ্ছে এ.ডি.সি এলাকায় পঞ্চায়েত থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে সরকার আর একটি পঞ্চায়েত কমিটি চালাচ্ছেন তাহলে সেখানে ডাবল পঞ্চায়েত লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কি জানাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য বসুন।

শ্রীজ্যোর্তিময় নাথ ঃ- আপনারা অডিট সিসটেম সম্পর্কে বললেন সেখানে আমি না বললেও পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে জিগ্যেস করলাম, আপনাকে আর দেখেনি আপনার গাঁওসভার কি ব্যাপার। আমার কথার উত্তরে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী

বললেন আমি এখন অডিট করি। যে সেক্রেটারী নিজে তছরোপ করলেন এবং তছরোপ এর সঙ্গে জড়িত ছিল। তারপর থেকে তার কাজ হবে অডিট?

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস কর্তৃক উৎথাপিত রেজলিউশনটি কমিটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনিত সংশোধনীয় প্রস্তাব ভোটে দিচ্ছি আগামী অর্থবছরে ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক সি.এ.জি মাধ্যমে করা (সংশোধন প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল) সংশোধিত আকারে রিজলিউশানটি হলো, "সি এ্যান্ড এ.জির মাধ্যমে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি হিসাব-নিকাশ নিয়মিতভাবে অডিট করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করুক"। সংশোধিত আকারে রিজলিউশানটি এখন ভোটে দিচ্ছি।

(অতএব, সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION – Adopted

মিঃ স্পীকার ঃ- দ্বিতীয় রেজলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা মহোদয়কে উনার রেজলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশানটি হলো, "ত্রিপুরায় সার্বিক ভাবে বিমান পরিসেবা উন্নয়নে প্রতিদিন সকালে আগরতলা-কলকাতা রুটে বিমান চালুর ব্যবস্থা করতে ত্রিপুরার জন্য এয়ার বাসের সংখ্যা বাড়াতে আগরতলা থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লির সাথে বিমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রগনের জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা ভারত সরকারের সিভিল এভিয়েশন দপ্তরকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই ছোট ত্রিপুরা রাজ্য এই রাজ্যের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার যে অবস্থা সেটা কেন্দ্রীয় সরকার জানেন না ব্যাপারটা এই রকম নয়। কারণ তার জন্য ত্রিপুরা সরকার বার বারই কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের রাজ্যের বিমান সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কারণ একটিমাত্র ট্রেন মনু পর্যন্ত আছে সেটাও মিটার-গ্যাজ লাইন এবং সড়ক পথে যেতে গেলে কয়েকদিন সময় লেগে যায়। যার কারণে আমাদের রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবসায়ী এবং সরকারি অফিসে যারা সরকারী কাজে যুক্ত এই সমস্ত মানুষ বিশেয করে দিল্লী, কোলকাতা এবং বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বর্তমানে বিমানের টিকিটের ভীষণ সংকট চলছে। কারণ বিমানই হচ্ছে আমাদের একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রত্যেক দিন মাত্র ২টি এ.টি আর যাতায়াত করে। তাতে মাত্র ৪৬টি সীট আছে, বোয়িং যে এয়ারবাসে ১১৯ জন যাত্রী যেতে পারে। সেটা সপ্তাহে মাত্র এক দিন চলে এবং মিনি এয়ার বাস এই এয়ার বাসে ১৪৫টা সীট, সেটা মাত্র সপ্তাহে দুই দিন চলে।

স্যার, বর্তমানে আমরা জানি, এ.টি.আর বাস যেটা ৪৬ সীটেড। এটা দিনে ২টি চলে এবং বোয়িং যেটা ১১৯ সীটেড এবং যেটা এয়ার বাস ১৪৫ সীটেড সেটা মাত্র সপ্তাহে ২টা চলে। তাতে করে সাধারণ মানুষের যে বহিঃ রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ এর যে সুব্যবস্থা এটা সেখানে বিভিন্নভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আর একটা ব্যাপার যে জিনিষটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য কলিকাতা, দিল্লি বা অন্য রাজ্যে যেতে হয়। সেখানে সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে না। বর্তমানে শত শত মানুষ আমাদের রাজ্যের টিকিটের জন্য ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস বা বেসরকারী অফিসগুলিতে লাইন ধরছে এবং ঘুরছে। তার জন্য আমাদের বিমানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এবং বিশেষ করে বিকালের পরিবর্তে সকালে যদি বিমান দেওয়া হত তাহলে আরও বেশি সুবিধা হত। কারণ আমরা জানি, এই রাজ্যের সাথে

অন্য রাজ্যের যোগাযোগ-এর একটাই পথ আগরতলা থেকে কলকাতা রুটে বিমান। বিকালে বিমান আসার দরুন আমরা একই দিনে কলকাতা পৌঁছে দিল্লী যেতে পারি না। এটা বিরাট বড় প্রবলেম। আরও বেশী প্রবলেম হচ্ছে ডেইলি নিউজ পেপারগুলি আমরা ডেইলী পাচ্ছি না। যে নিউজ পেপারগুলি বাইরে থেকে আসে সেগুলি আমরা পরের দিন পাই। এছাড়া এ.টি. আর বাসের কোন গভর্ণমেন্ট কোটা নেই। এয়ার বাস বা বোয়িং-এ যেমন গভর্ণমেন্ট কোটা আছে এ.টি.আরে গর্ভমেন্ট কোটা নেই। এ.টি.আর এয়ার বাসটি শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বার্থে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ এই বিমান পরিসেবা চালু করেছিল। কিন্তু এখন এটা শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য না হয়ে আগরতলা টু কলিকাতা হচ্ছে। এ.টি.আর বাসটি বেশী বেশী করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেখানে বোয়িং, এয়ার বাস কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য আমাদের রাজ্যে ভোগান্তি হচ্ছে। আমাদের এখানে ২০শে ডিসেম্বর টু ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত পিক সীজন বলে। স্যার, ২৪ ঘণ্টা পূর্বে যদি কারো টিকিট ক্যান্সেল করতে হয় তাহলে তার ফি-বাবদ, ১০০ এর জায়গায় ৩০০ টাকা করা হয়েছে। আর ২৪ ঘন্টার ভিতরে কেউ যদি করতে চায় তাহলে সেটা ৭৫০ টাকা করে দিতে হচ্ছে যাত্রীকে। তাতে আরও বেশী অসুবিধা হচ্ছে। বর্তমানে আর একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে সেটা হল বিমান এখন টাইম মত এখানে আসে না। সবগুলি লেইটে চলছে। যেটা ৬টায় যাওয়ার কথা সেটা ৭টায় যাচ্ছে না। আজকেও আমরা শুনেছি আগরতলায় যে বিমান আসার কথা ১২টা ৩০ মিনিটে সেটা নাকি ৫-০০ হয়েছে। এরকম ঘটনা ডেইলী চলছে। প্রতিদিন বিমানের টাইম চেইঞ্জ হচ্ছে। যেখানে ৫টার কথা সেখানে ৬টা হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য রাজ্যের সাধারণ যাত্রীদের আরও ভোগান্তি হচ্ছে। তার জন্য এই হাউস থেকে রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের স্বার্থে বিমান পরিসেবার ক্ষেত্রে আর বেশী সুযোগ সুবিধার জন্য এবং বিমানের সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য আবেদন করছি। তার সঙ্গে বহিঃরাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিকালের যে বিমান সেটা সকালে করার জন্য আমি এই হাউস থেকে আবেদন করছি। আমি যে প্রস্তাব এখানে এনেছি সেটা এই হাউসে গৃহীত হবে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আমার একটা অনুরোধ আছে। এই যে প্রস্তাব এটা নিয়ে বোধ হয় আমাদের কারও দ্বিমত থাকার কথা না এবং এটা নিয়ে কোন বিতর্কও থাকবে না। এটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একই পয়েন্ট বারে বারে আসবে। তাই এখানে আমার একটা প্রস্তাব হচ্ছে, এই দাবীটা নিয়ে আমরা যদি বিধানসভায় সর্বদলের একটা প্রতিনিধি দল দিল্লীতে যাওয়ার ব্যাপারে একটা প্রস্তাব রাখা হয় এবং যার যার পয়সা দিয়ে যেতে হবে এবং যে যে যেতে চায় নিজের পয়সায় তাদেরকে নিয়ে একটা সর্বদলীয় দল করা হোক, এই প্রস্তাবটা আমি এখানে রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস রায়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার দুই ভাগের তিনভাগ হচ্ছে পাহাড়বৃত, তিন দিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, আর ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে বিমান। স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমার মনে হচ্ছে এটা এনে এখানে বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভার ব্যর্থতার যে কারণটা সেটাকে বিধানসভায় এনে গড়িয়েছেন। এখানে একটা পরিবহন দপ্তর আছে এবং দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রী মহোদয় রাঘব নন্দন মেঘনাথের ন্যায় জলে স্থলে অন্তরিক্ষে তিনি যুদ্ধ করছেন। কারণ উনি জলে হচ্ছেন মাছের সঙ্গে মৎস মন্ত্রী, স্থলে মানে রাস্তায় হচ্ছেন ট্র্যান্স্পোর্ট মন্ত্রী, আর আকাশে হচ্ছেন বিমান মন্ত্রী। তাহলে এই তিনটা দপ্তর ওনার আছে অথচ উনি কোনটার জন্যই উপযুক্ত সময় দিতে পারছেন না বা দিচ্ছেন না। স্যার, এই কথাটা কেউ অস্বীকার করবে না যে, বিমান বাড়ানো দরকার। কিন্তু যিনি প্রস্তাব এনেছেন শ্রদ্ধেয় পদ্মকুমার দেববর্মা মহাশয় উনি প্রস্তাবে বলেছেন যে, সকালে বিমান চালানোর ব্যবস্থা করতে অলরেডী যেটার সিডিউল হয়ে গেছে। আমি যতটুকু জানি জানুয়ারী মাসের ২ তারিখ থেকে এটা চালু হয়ে যাবে। কাজেই এই ব্যাপারে খবর নেওয়া দরকার। কারণ এখানে এরকম একটা গণমুখী সরকার থাকা অবস্থায় আমরা যদি

বিধানসভা থেকে এরকম একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যাই আর দেখা গেল কালকে বাদে পরশু যদি তার সিডিউল হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা হাস্যপদ হয়ে যাবে। আমি ওনাদের জ্ঞাতার্থে তাই বলছি ৬.৩০ মিনিটে যেটা ছিল অ্যাপীয়ার সেটা জানুয়ারীর ২ তারিখ থেকে সকাল বেলা ডেইলী ফ্লাইটের একটা সিডিউল ঠিক করা হয়েছে। তারপরে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বর্তমানে নিজেদের এয়ার বাস বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। স্যার, এয়ার বাস দুই রকম আছে একটা থ্রি টুয়েন্টি, আর একটা থ্রি হানড্রেড। তো থ্রি হানড্রেড যেটা সেটা আগরতলার এই রান ওয়েতে আগরতলায় অবতরণ করতে পারবে না। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-র বর্তমানে থ্রি টুয়েন্সি বাস আছে ৩০ খানা, লিজে আছে ১০ খানা, আরও ৫টা থ্রি টুয়েন্টি জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখের মধ্যে আসছে তার জন্য প্রপোজ্যাল আছে এবং আমার মনে হয় এটা হবে মানে আসবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- হাউসের একটু অনুমতি নিতে হয় ৫টা বেজে গেছে। তাহলে আমি হাউসের অনুমতিক্রমে বলছি যে, এখন যেটা আলোচনা হচ্ছে সেটা এবং আমাদের আরও একটা রিজিউলিশান আছে সেটা এগুলি শেষ হতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানো হল।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ- স্যার, একটা প্রস্তাব বিধানসভায় এসেছে আমাদের খবর নিঁতে হবে, আমি তাই খবর নিয়েছি এবং আশা করি আমি যেটা খবর নিয়েছি সেটা ভুল হবে না। কারণ, আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় এখন এখানে নেই, আমি বিধানসভার বিধায়ক হওয়ার পর প্রথম যে অধিবেশন বসেছিল সেই অধিবেশনে শিল্পমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে, ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হবে। আমি তখন বলেছিলাম যে, ৫০০ মেগাওয়াট যেটা আপনি বলছেন সেটা ৩০০ মেগাওয়াট হবে। শুনে লাফ দিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ২য় অধিবেশনে আমি আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে স্বীকার করেছেন যে, এটা ২৮০ মেগাওয়াটে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এটা মনে রাখবেন যে, আমি না জেনে এটা বলছি না।

সুতরাং আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে একটা করে এয়ার বাস - ৩২০ ডেইলী আগরতলার আসার একটা প্রস্তাব আছে। আমি এখানে একটা কথা বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আগের তুলনায় অনেক বেশী যাত্রী যাতায়াত করছেন। কারণ দেখা গেছে আগরতলা থেকে রেফার্ড কেইস হয় বছরে ১০০০-১৫০০টি তারপর স্টুডেন্টস্ বাইরে গিয়ে পড়ে। সুতরাং এখন আমাদের সীট আছে ১৬৭২টি প্রতি সপ্তাহে। আগে সেটা ছিল ১৬৫১টি। সীটের সংখ্যা বেড়েছে। পাঁচ বছর আগে আমাদের ডেইলী দুইদিন বাদে সপ্তাহে ৫ দিন এয়ার বাস - ৩২০ থাকতো। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কারণ এ.টি.আর শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য নয়, সমস্ত নর্থ-ইষ্টার্ন রিজিওনের জন্য। এটা চালু হয়েছে গত ২০০২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মানে গত বছরের বড়দিন এ চালু হয়েছিল। এরজন্য নর্থ-ইষ্টার্ন কাউন্সিল থেকে ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। চার খানা এ.টি.আর বিমান লীজে নেওয়া হয়েছে। এখানে আমি মাননীয় সদস্য পদ্মবাবুর সঙ্গে একমত যে এইগুলির উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য। সেটা না করে এখন সপ্তাহে যেটা আসছে এয়ার বাস আসছে। সপ্তাহে দুইদিন, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। আর বোয়িং বিমানে আসছে সপ্তাহে ৮ খানা। এ.টি.আর. আসছে সপ্তাহে ৯ খানা। যে এ.টি.আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দেওয়ার কথা ছিল। এটার প্রতিবাদ করতে হবে আমাদের। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আছেন- উনি এখনো সবল। আমার মনে হয় আমি আগেও বলেছি উনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যুক্ত। এখন আমি যদি জেনে শুনে বলি যে এয়ার বাস ৩০০ দিতে হবে - তাহলে এই এয়ারবাস -৩০০ অগারতলায় অবতরণ করতে পারবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখান থেকে আমরা এমন কোন জিনিস পাশ করে দেব না যেটা হবে না। আমি সহমত পোষণ করছি এখানে ডেইলী দু-খানা এয়ার বাস-৩২০ আসা উচিৎ।

স্যার, কৈলাশহর আমাদের একখানা বিমানবন্দর আছে। কিন্তু সেই বিমান বন্দরটির উন্নয়নের জন্য একটি কথাও এখানে বলা হয়নি। এ.টি.আর. কেন কৈলাশহরে যাবে না। স্যার, এখন আমাদের কারাগারের বন্দিদের মত আগে পিছে ডানে বায়ে এসকর্ট দিয়ে আনা নেওয়া হচ্ছে। তারপর কোনটা মুখ্যমন্ত্রীর এক্সপ্রেস্, কোনটা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এক্সপ্রেস্

ডেইলী চলে - (যদিও ট্রেন এখানে এখনো আসেনি)। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা যখন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তবে সেটা নিতে হবে বাস্তবকে পর্যালোচনা করে। বিমান আমাদের লাগবে কিন্তু কি বিমান আমাদের প্রয়োজন, কয়টা আমাদের আসছে বা কেন আসছে না - এসব আমাদের আগে দেখতে হবে। তারপর আমি জানি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোলকাতায় যখন যান - তখন রিজিওন্যাল ডাইরেকটরের সঙ্গে কথা বলেন। আমি আজকে সকালেও কথা বলেছি এবং সুকুমারবাবুকে বলছি কারণ তিনি মানিকবাবুর খুব কাছের লোক - উনি ভীষণ ব্যস্ত, তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন। আমি সত্য যেটা সেটাই বলি, আর মিথ্যে যদি থাকে আমি পাহাড় আসলেও সেটার প্রতিবাদ করব।

এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না জানি না, আমরা এখানে যে প্রস্তাব পাশ করতে যাচ্ছি সেটা অলরেডি ইট ইজ গোয়িং টু বি ইমপ্লিমেন্টেড বাই ২ জানুয়ারী ২০০৪ ইং আর আমরা যে এয়ার বাসের কথা বলছি - যদিও এয়ার বাসের কথা স্পেসিফিক এখানে বলা হয়নি - হোয়েদার ইট ইজ ৩০০ ওর ৩২০ কিন্তু যে এয়ারবাসের কথা আমরা বলছি সে ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন রিজিওন্যাল ম্যানেজারের সঙ্গে কোলকাতাতে। আমি আজকে যোগাযোগ করতে গিয়ে সেটা জানলাম (যেহেতু আমাকে এখানে কথা বলতে হবে তাই আগে জানতে হবে এই ম্যাটারটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি এখনও বলছি আগরতলায় প্রতিদিন দুটি করে ৩২০ এয়ার বাস আসা উচিৎ। আমি এর প্রেক্ষিতে হাউসের কাছে অনুরোধ করছি যে প্রস্তাবটা এখানে পাশ হবে সেটা যেন হাস্যকর না হয়। আমরা এখানে বলব যে সকাল বেলা সার্ভিস চালু হউক। আর প্রস্তাবটি যাওয়ার পর ওরা বলবে এটা ইতিমধ্যেই চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে - তাহলে কি দাঁড়াবে? এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া উচিৎ যে আমাদের এখানে ৩২০ এয়ার বাসের প্রয়োজন এবং আমরা এটা চাইছি। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আর একটা বিষয় বলে দেওয়া যেতে পারে যে কৈলাশহরে যে বিমান বন্দরটি আছে সেটাকে আরোও উন্নত করা প্রয়োজন - এটা যেন করা হয়। আমাদের এখানে থেকে প্রস্তাব নিতে হবে যেহেতু এন.ই.সির টাকা দিয়ে যে চারটা এ.টি.আর আনা হয়েছে এটা যেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই রাখা হয়। আগরতলা-কলকাতা চালালেই হবে না। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাবটিকে যাতে বাস্তবতা থাকে সেটা আমাদের দেখতে হবে। এই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার অনুরোধ করে বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটা এখানে মাননীয় বিধায়ক পদ্ম কুমার দেববর্মা মহোদয় এনেছেন এটাতে বিস্তারিত আলোচনার কোন অপেক্ষা রাখে না। কারণ এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে এই হাউসে একবার আলোচনা হয়েছিল। আমরা এর আগে দাবি করেছিলাম যাতে করে সান্ধ্যকালীন বিমান আগরতলায় নামে। ওরা বলছিলেন যে আগরতলা বিমানবন্দরটি ছোট এবং ছোট হওয়াতে সান্ধ্যকালীন বিমান উঠা-নামা অসুবিধা। কাজেই, এটাকে বড় করতে হবে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে কথা বলেছেন এই ব্যাপারে। বিমান বন্দরের কাছে যে গাছগুলি রয়েছে সেগুলি নিয়ে ওরা প্রশ্ন তুলেছিল। এখন রানওয়ে বড় করা হয়েছে এবং গাছগুলি কেটে পরিস্কারও করা হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে তারা বলেছিলেন যে রানওয়েতে ফাটল দেখা দিয়েছে। তারপর সেটার কাজও শেষ হয়েছে। গত নভেম্বর মাসে সেই কাজ শেষ রয়েছে। এগুলি শেষ হওয়ার পর এখন এয়ার বাস বা ৩২০ নামার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আর থাকতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করছি। যাতে করে শীঘ্রই এখানে ৩২০ এয়ার বাস নামার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ইস্টার্ন জোনের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা বলছেন তাদের নাকি এয়ার বাসের সংখ্যা কম। ৩০২-এর সংখ্যা কম। তারা চেষ্টা করছে যাতে দ্রুত দিতে পারেন, সেটা তারা বলেছেন। এছাড়া আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আমি নিজে এবং আমাদের রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালও সেখানে এই বিষয়টা নিয়ে দিল্লীর সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সুতরাং এখানে আমরা কথা বলছি না এই রকম কথা ঠিক না। আর উনি বার বার যে কথা বলেছেন যে এটা চালু হয়ে যাচ্ছে এ.টি.আর। তারা বলেছে যে এ.টি.আর চালু করলে ২রা

জানুয়ারী থেকে প্রতি দিন একটা করে এ.টি.আর আসবে সকাল বেলায়। আমরা এ.টি.আরের কথা বলেছি, বলেছি ৩২০ কথা এবং বড় বাসের কথা। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এখানে যে রেজলিউশান এসছে, এখানে বলা আছে এয়ার বাসের কথা। সুতরাং এখানে সংশোধনের কোন প্রশ্ন আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়াও আমরা এখন বলতে চাই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ- স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন, প্রতিদিন সকাল বেলা আগরতলা রোডে বিমান চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে এ.টি.আরও নেই, বোয়িংও নেই, এয়ার বাসও নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- বিমান আছে, বিমান আসার কথা আছে।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ- প্রস্তাবটার মধ্যে এখানে বলা আছে ত্রিপুরার জন্য এয়ার বাসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এছাড়া এখানে যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে এটা খুবই যুক্তি সঙ্গত। কারণ এখান থেকে কলকাতা গিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে হয় অফিসিয়েল কাজে, রোগী এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে রাজ্যের মানুষ সেখানে যেতে হয়। সেই ক্ষেত্রে যাতে কানেকটিং কোন ফ্লাইট সেখান থেকে ব্যবস্থা করা হয় এবং এটা করা উচিৎ এবং আমি মনে করি মাননীয় বিধায়ক যেটা এখানে এনেছেন এটা খুব সঠিকভাবে আমাদের রাজ্যের রোগী আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, অফিসের কাজে ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন কারণে রাজ্যের মনুষ বাইরের রাজ্যে যাচ্ছে। সুতরাং এটা আমাদের প্রয়োজন। আমরা বার বার দাবী তুলেছি যে সপ্তাহে ১৪টা উড়ান করা হউক। আগে আমরা সেখানে বলেছিলাম সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ১২টা করেছিল আমাদের এই দাবী আমরা বার বার করেছি। তারপরে মাঝামাঝি সেখানে চিঠি দিয়ে যখন হ্রাস হয়ে যায় স্পেশাল ফ্লাইটের ব্যবস্থা সেখানে করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দাবী ১৪টা করা হউক এবং এয়ার বাস দেওয়া হউক, এটা আমরা চাই। দিল্লীতে যাতে যেতে পারে কানেকটিং ফ্লাইট যাতে হয় সেটাই আমরা চাই। এটা হলে পরে আমাদের সুবিধা হবে রাজ্যবাসীর সুবিধা হবে। আমি এইজন্য বলছি যে, আমি এখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করব না। সুতরাং এয়ার বাস সকাল বেলার যে ফ্লাইটটা এটা যাতে চালু করা হয় এয়ার বাস যাতে চালু করা হয় এটার জন্য আমরা বলব। তাছাড়া সেটা আমি বললাম যে কানেকটিং ফ্লাইট যাতে কলকাতা গিয়ে ধরতে পারে সকাল অথবা বিকালে হউক যাতে সেটা পাওয়া যায় এবং আমরা সেই সুবিধা নিতে পারি সেই জন্য যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে নিশ্চয় আমি মনে করব যে সরকার এবং বিরোধী পক্ষ সবাই একমত হবেন আজকের যে সমস্যা তৈরী হয়েছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রস্তাব পাঠাব যাতে তারা এই ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন উনিও সেখানে কথা বলেছেন। তাছাড়া দিল্লীতে আমাদের যে রেসিডেনসিয়েল কমিশনার আর.কে.সিং আছেন উনিও সেখানে এই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তাছাড়া আমি বলব আমাদের রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল তিনিও সেখানে উদ্যোগ নিয়েছেন এটা বাড়ানোর জন্য। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সবাই আমরা একমত হব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই প্রস্তাব পাঠাব যাতে চালু করা হয় ৩২০ এবং কানেকটিং ফ্লাইট এটাও যাতে চালু করা হয় এবং মর্নিংয়ে যাতে ফ্লাইট চালু করা হয় এটা আমরা সবাই একমত হব আমি এটাই আশা করছি। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে এখানে এয়ার বাস ৩২০টা অন্তত যোগ করা হউক। এখানে ৩২০ নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- না যা আছে সেটা নিয়েইতো বলেছেন। এটা কি সর্বসম্মত হবে না ভোট দিতে হবে?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ- দ্বিতীয় কথা হলো প্রতিদিন সকালে এয়ার বাস নামানোর কথা বলা হউক। বিমান নামানোর সিদ্ধান্ত হলে যে কোন বিমান নামাতে পারে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- এখানে মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন। ত্রিপুরার জন্য এয়ারবাসের সংখ্যা বাড়াতে। এখন এয়ার বাসটা আসছে না বলছে। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে সকালে বিমান চালু হবে ঠিকই আছে। কিন্তু সেখানে এয়ার বাসের কথা বলতে হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, ইন্ডিয়ার এয়ার লাইন্স এটা আমাদের এয়ার লাইন্স। সেখানে কতগুলি সমস্যা আছে। আমরা এমন কতগুলি দাবী করা ঠিক না যেটা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কার্যকর করা সম্ভব না। মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন আসলে বাস্তবে আসা দরকার। এয়ার বাসের কথা বললেই তারা সকাল বিকাল সন্ধ্যা তারা সার্ভিস দিতে পারবে না। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এখন এই রোডে একটা ৩২০ বিমান আছে। আগে এই রোডে দুটু ছিল। ৩২০ তাদের কম আর যেটা আছে পোড়োনো হয়ে গেছে। এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝা গেছে যে চাইলেও তাদের পক্ষে খুব বেশী সংখ্যক এয়ার বাস আমাদেরকে দিতে পারবে না। আমি বলছি আপনাদেরকে যেটা রেফারেন্স এখানে এসেছে যে তা পত্রিকায় উঠেছে এতে আমি একটু কোন পত্রিকা তাদের মনের মত করে লেখার চেষ্টা করেছে লাস্ট যখন আমি আসতে পারলাম না ৬ ঘণ্টার মত আমি থাকলাম। ঘটনাটা কি, বিকেল বেলার ফ্লাইট আমার ৪.৪০ বা ৩.১৫ মিঃ ফ্লাইট হবে। এমন সময় দেখা গেল আমাদের এখানে বেশী ভীড় বলে ডিব্রুগড় হয়ে একটা ফ্লাইট আছে। এখন এখানকার ভীড়টা কাভার করার জন্য আমাদের এখানকার যে ম্যানেজার আছে তিনি বললেন যে ডিব্রুগড় থেকে যে ফ্লাইটটা আসবে এখানে এতটা পেসেঞ্জার পাবে না। ওখানকার যে পেসেঞ্জার আছে তারা খালি জায়গাটা নিয়ে আগরতলা হয়ে ফিরে যাবে। আমি দিল্লী থেকে এসে পৌছার পর আমাকে বললেন যে আপনি কি এই ফ্লাইটে যেতে চান। এখানে আপনাদের হয়তো ২ ঘণ্টার মত ফ্লাইটে থাকতে হবে। ঠিক আছে, আমার কোন সমস্যা নেই। এটা ধরার জন্য আমি আসলাম এয়ার পোর্টে ৯.৪০ মিঃ ফ্লাইট। তারপরে সেখানে আর কিছু সমস্যা ছিল। তারপরে এই ফ্লাইটটা তারা ডাইভার্ট করে দিল ব্যাংককে। কারণটা কি, ব্যাংককের যে ফ্লাইটটা সেই ফ্লাইটার মধ্যে পেসেঞ্জার উঠে গেছে। তাতে আমাদের দেশের লোক আছেন বাইরের লোক আছেন। বিদেশের ফ্লাইট। এখন যে ফ্লাইটটা আসার কথা ছিল সেখানে পেসেঞ্জার কম এবং সবাই আমাদের দেশের মানুষ। এই পরিস্থিতিটাতে তারা এটা কেন্সেল করে এটা দিয়েদিলেন ব্যাংককের ফ্লাইট। তারপরে আমি জানতে চেষ্টা করলাম, কি ব্যাপার আছে। আমাদের দশ জনের সমস্যা হয়েছে কি আছে। সেই জায়গাতে যদি আমরা যদি বলি সকালে একটা দু'টোতে একটা সন্ধ্যায় একটা এটা ঠিক হবে না। আমরা এখানে সকালে একটা ফ্লাইট দেওয়ার কথা বলছি তারা যোগাযোগ করছে। কিছুক্ষণ আগেও আমাদের এখানের স্টেশন মেনেজার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ঐদিন যেটা আলোচনা হয়েছে ওখানকার রিজন্যাস মেনেজার আমাকে বলছে যে আমাকে চার দিন সময় দিন। আমি বললাম সকাল বেলা একটা ফ্লাইট দেওয়া হচ্ছে না। মাত্র ৪০ মিনিটের রাস্তা কি ব্যাপার কি হচ্ছে এটা। এই অবস্থায় তারা একটা কথা দিয়েছে যে আগামী দুই তারিখ থেকে সকালে একটা ফ্লাইট চালু করবে। এখনো কোন কাগজ তারা দেয়নি শুধুই মুখে বলেছে। সমস্যা তো আমাদের সবার। এখানে ফ্লাইটগুলি না থাকাতে কি হচ্ছে, স্পিড পোস্ট সেগুলি রেলে করে আসছে। ধর্মনগরে আসলে পরে সেখান থেকে আবার ট্রাকে করে আগরতলাতে আসছে। স্পিড পোস্টের কোন অর্থই থাকছে না লস হচ্ছে।

এখন যদি সবগুলি এয়ার বাস ৩২০ দাও এটা কি ঠিক হবে। আমি তো চাইছিলাম না। কথা বলছে কিন্তু এটা বলার জন্য ক্লেরিফিকেশানের জন্য বললাম। দিস ইজ আওয়ার এয়ার লাইন্স। এটা প্রাইভেট না। কাজেই তাদের কাছে এমন কোন ডিমান্ড করা ঠিক না যেটা এই মুহূর্তে তাদের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব না। কিপিং দেট ইন ভিও এই-প্রস্তাবটা এসেছে এটা প্রশাসন যে উদ্যোগটা নিচ্ছে এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কিছু কিছু অফিসার তারাও চেষ্টা করছেন ত্রিপুরাকে সাহায্য করতে বিধানসভার এই প্রস্তাবটা গেলে পরে তাদের প্রচেষ্টাটা স্টেংদেন হবে। দেট ইজ অনলি। কাজেই এখানে যে ভাবে এসছে প্রস্তাবটা আমার তো মনে হচ্ছে এটা খুব রিজনেবল। লেটাস্ গো উইথ দিস্। লেটাস্ সি এবং এ.টি.আর কিন্তু কলকাতা আগরতলা চালু হতে পারেনা। আমাদের সঙ্গে চুক্তিটা কি, যখন অরুণ সৌরী মিনিস্টার হলেন প্রথম তাতে চুক্তিটা হচ্ছে যে ৭টা স্টেট কেপিটালকে লিংক করতে হবে। কাজেই নর্থ-ইষ্ট রিজনের জন্য একটা সার্ভিস ডেভলাপ করা দরকার, আমরা বলছি যে ৫০ সিটের একটা এয়ারক্রাফটের ব্যবস্থা করা। তখন বলল যে আমাদের তো টাকা নেই তোমরা যদি তোমাদের জন্য ওখানে থেকে যে টাকা আছে আমাদেরকে যদি কিছু টাকা দাও তাহলে আমরা এটা শুরু করতে পারি।

কত টাকা লাগে, ৩৮ কোটি টাকা। আলোচনা হলো আমরা সমস্ত চীফ মিনিস্টাররা একমত হলাম, এল রাইট, লেট ইট বি এলাউড। নট এ্যালায়েন্স, এ. টি. আর। তার ভিত্তিতে এই এ. টি. আর. কেনা হলো। এখন এই এ. টি. আর. কিনে কলকাতা আগরতলা চালু করে দিয়েছে। এটা ভীষণ, আমি কি শব্দ ব্যবহার করলে ঠিক হবে আমি সেটা বুঝতে পারছিনা। আমি বলেছি এবং জেনারেল মেনেজার মাথা নোয়িয়ে বলছেন যে স্যার যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমরা কিরব, আমাদের কিছু করার নেই। ফলে সেটা আমরা মেনে নিয়েছি। ফলে যদি এ. টি. আর. শুরু হয় আমরা চাইব দ্রুত এটা এ্যালায়েন্সে কনভার্ট করুক আর এ্যালায়েন্সগুলি ধীরে ধীরে এয়ার বাস ৩২০-এ কনভার্ট করুক তা হলে সুবিধা হবে। এটাই তো।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ঃ- স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মহোদয়ের সঙ্গে একটু যোগ করতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটার সঙ্গে ছোট একটা যোগ করছি। আমার বক্তব্য হলো - আমরা আরো বেশী যাতে সীট পেতে পারি তার জন্য আমি বলছি। কারণ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের মনে হয় এটা এখন পর্যাপ্ত খবর এসে পৌঁছয়নি, আমি খবরটা নিয়েছি। সেটা হলো ৮ই জানুয়ারী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আরো ৫ খানা এয়ার বাস ৩২০ লিজ নিচ্ছে। এবং আগরতলার জন্য যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কিছু ক্রেডিট আছে উনি কথাবার্তা বলেছেন এই খবরও আমার কাছে আছে। যেহেতু আগরতলা ভীষণ রাস, তাই তারা একটা প্রপোজাল নিয়েছে যে ১৫ই জানুয়ারী থেকে প্রত্যেকদিন আগরতলাতে এয়ার বাস ৩২০ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তাই আমাদের এখানে এয়ার বাস ৩২০ যোগ করতে অসুবিধা কি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- অসুবিধা আছে, কারণ আমরা এমন কোন প্রস্তাব বিধানসভা থেকে পাঠাতে পারিনা এই প্রস্তাবটা দেখার পর ঐ সিভিল এভিয়েশান দপ্তর-এর অফিসাররা বসে বসে হাসবেন। এইরকম কোন প্রস্তাব আমরা পাঠাতে পারিনা। এটা বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনাকে বুঝাবার চেষ্টা করছি, আপনি এত তথ্য জানেন সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আমি চাইছিলাম না এই সব কথাবার্তা বলতে কিন্তু বলতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা কর্তৃক উৎথাপিত রেজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি - রেজলিউশানটি হলো, ''ত্রিপুরায় সার্বিকভাবে বিমান পরিসেবা উন্নয়নে প্রতিদিন সকালে আগরতলা কলকাতা রুটে বিমান চালুর ব্যবস্থা করতে ত্রিপুরার জন্য এয়ার বাসের সংখ্যা বাড়াতে আগরতলা থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লীর সাথে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা ভারত সরকারের সিভিল এভিয়েশন দপ্তরকে অনুরোধ জাচ্ছে।''

উপরোক্ত রেজলিউশানটি সভা কর্তৃক সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ- তৃতীয় প্রাইভেট মেম্বার রেজলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়। এখন আমি মাননীয় দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রেজলিউশানটি সভায় উপস্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুধন দাস ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেজলিউশানটি হচ্ছে, ''ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদীদের যে সকল ঘাঁটি বাংলাদেশে রয়েছে সেই ঘাঁটিগুলিকে অবিলম্বে বন্ধ করতে ও ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদীদের ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে বাংলাদেশ যাতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার জন্য ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানান।'' এখানে এটা স্যার, আজকে সবারই জানা আছে যে সন্ত্রাসবাদ আজকে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে।

বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রাষ্ট্র আজকে এই আক্রমণের সম্মুখীন বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানরা আক্রান্ত হচ্ছেন, এই ধরনের একটা পরিস্থিতি গোটা বিশ্বে চলছে তার বিরুদ্ধে। এখন আন্তর্জাতিক স্তরেই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চিন্তা ভাবনা চলছে এবং কিছু কিছু কর্ম কার্যকরীর ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা এটা ইতিমধ্যেই জানি এবং লক্ষ্য করছি যে এই স্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছেন সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য এবং বন্ধ করার জন্য। আমাদের দেশের সন্ত্রাসবাদী সমস্যা

একটা বড় সমস্যা, ইতিমধ্যেই আমাদের দুই দুইজন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদের হাতে নিহত হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিহত হয়েছেন পার্লামেন্টে আক্রমণ হয়েছে, এইরকম আরও অসংখ্যা ঘটনা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ঘটছে সারা দেশে এবং আমাদের রাজ্যেও। আমাদের রাজ্যের সমস্যা দীর্ঘদিনের সমস্যা এইগুলো বার বার আলোচনা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা নিশ্চয়ই কেউ দ্বিমত করব না। যে সন্ত্রাসবাদ আমাদের উন্নয়ন এবং অগ্রগতিকে একটা জায়গায় আটকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে কোন দেশেই কোন রাষ্ট্রেই উন্নয়ন হয়েছে এই তথ্য নেই সব জায়গাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটা আমাদের দেশেও হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও হচ্ছে। আমাদের দেশেও তার একাধিক প্রমাণ তথ্য ইত্যাদি আছে সন্ত্রাসবাদ কিভাবে ক্ষতি করছে আমাদের রাজ্যের একটা অংশকে বিভ্রান্ত করে এই উগ্রপন্থীর পথে নিয়ে যাচ্ছে। এটা লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন সময় এই সন্ত্রাসবাদকে বিভিন্নভাবে মদত দেওয়া হয়, রাজনৈতিক মদত দেওয়া হয়, কেউ আপোস করে, কেউ সমঝোতা করে তারপরেও কেউ এই সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে কেউ উপকৃত হয়েছে ঘটনা তা না। বরং যারাই তাকে উৎসাহিত করেছেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং আক্রান্ত হয়েছেন. এইগুলো বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে এইগুলো প্রমাণিত হয়েছে। আজকে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বেই তার প্রতিরোধ করার চিন্তা চলছে, আমাদের দেশ আমাদের দেশের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যারা উগ্রপন্থীরা ঘাঁটি করে রয়েছে তাদেরকে মোকাবিলা করার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ তারা এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই আসামের উলফা উগ্রপন্থীদের ভূটান সরকার যেভাবে মোকাবিলা করেছেন, সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের সেই রয়েল আর্মি যে ভূমিকা নিয়েছেন এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় আমরা তাদের এই ভূমিকাকে প্রশংসা করছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি মায়নমার সেখানে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠী তারা ঘাঁটি করে আছে সেই দেশেও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা আজকে এগিয়ে আসতে কথা বলেছেন এবং এইগুলো তারা করছেন। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের যে ঘাঁটি আছে এটা বিভিন্নভাবে বার বার বলা হয়েছে। আমাদের রাজ্য থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন, বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘাঁটি আছে সেই ঘাঁটিগুলোকে যাতে বন্ধ করা যায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বাংলাদেশ সরকার। যাতে ব্যবস্থা নেয় কেন্দ্রীয় সরকার সেইভাবে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমরা বুঝতে পারছি না বাংলাদেশ সরকার এইগুলি কেন কোন উদ্দেশ্যে অস্বীকার করছেন। বাংলাদেশের মধ্যে ও কিছু ঘটনা যা ঘটেছে উগ্রপন্থীর কারণে সেই দেশের নাগরিকও নিহত হয়েছেন, খুন হয়েছেন ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে এবং সেই দেশের পত্রপত্রিকার মধ্যেও এইগুলো বেরিয়েছে, অস্বীকার করার মত কোন অবস্থা নেই। এই অবস্থার মধ্যে থেকে আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সন্ত্রাসবাদকে দমন করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির যে গতি সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, এই রাজ্যকে একটা ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ শক্তিশালী আদর্শ রাজ্য হিসাবে গড়া যায়, যদি এই রাজ্যে থেকে সন্ত্রাসবাদকে মুক্ত করা যায়। সেই প্রশ্নে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করার একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই বাংলাদেশ সরকারকে আমাদের ভারত সরকার যাতে ব্যবস্থার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন বা কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘাঁটিগুলো আছে সেইগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এবং ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা বা ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদীরা সেখানে ঘাঁটি করে আছে তাদেরকে ভারত সরকারের কাছে ফিরিয়েছেন এই জন্যই আমি এই প্রস্তাবটি এখানে এনেছি, এটা এই রাজ্যের উন্নতি এবং অগ্রগতির স্বার্থে এবং আমাদের জাতীয় ঐক্য রক্ষার স্বার্থে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা শুধু ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্ব না।

এই রাজ্যের তিন দিকে বাংলাদেশে ঘেরা। এই বাংলাদেশের সীমানা রক্ষা করার দায়িত্ব ভারত সরকারের। ভারত সরকারই এই ফোর্স দিয়েছে সীমান্ত রক্ষা করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব ভারত সরকারের। সেই দিক থেকে ভারত সরকার দায়িত্ব নিয়ে যাতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশ সরকারকে যাতে বলেন এর জন্যই আমি এই প্রস্তাবটি এখানে এনেছি। আমি আশা করি দল মতের উর্দ্ধে উঠে রাজ্যের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবেলা করার জন্য এই প্রস্তাব এখান থেকে গ্রহণ করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- বিরোধী দল থেকে কে বলবেন বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমরা দেখছি ইতিমধ্যে ভূটানে যে

সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই উগ্রপন্থীরা অনেকেই পালিয়ে কোথাও না কোথাও গিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে এই রকম করলেই একটা উগ্রপন্থী বা ঐ ধরনের শক্তিকে শেষ করা যায়। আজকে ভূটানে জাষ্ট একটা ঘটনা দেখছি কিন্তু শেষ হয়েছে এই ধরনের কথা কেউ বলতে পারবে না। আজকে ইরাকের কথা বলছে যে সাদ্দাম শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনওতো চলছে। কাজেই একটা জিনিস দেখতে হবে মানুষের ক্ষোভটা রিমোভ করা গেছে কিনা। আমি এই কথা বলছি না যে ক্ষোভ থাকলেই মানুষকে অস্ত্র ধরতে হবে। সাধারণ মানুষকে মারতে হবে এটাও আমি বলি না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ক্ষোভই বা থাকবে কেন। এই ক্ষোভ নিরষণের যে পথ এটা কেন ব্যবহার করা হবে না, এটা কেন আমরা গুরুত্ব দেব না এবং এই এপ্লিকেবল যে সলিউশান এই এপ্লিকেবল সলিউশানের পথটাকে একেবারে আমাদের বন্ধ করে এটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিৎ হবে কিনা। আমি তো দেখেছি এই খগেন্দ্র জমাতিয়া উনিও তো বাংলাদেশে ছিলেন। আমাদের বিরোধীরাও ছিলেন এসে গেছেন তো। বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে এসেছেন তা তো নয়। কাজেই এইরকম এপ্লিকেবল সেটেলমেন্টের চেষ্টা একসঙ্গে থাকা উচিৎ। আমরা জানি যে বাংলাদেশ সরকার যদি আর্মি ফেস আউটের অপারেশন চালায় যেটা ভূটানে তাহলে পরে নিশ্চয়ই এখন যেভাবে প্রশ্রয় পাচ্ছে সেই রকম প্রশ্রয় যদি না পায় দুর্বল হবে। কিন্তু আমরা তো দেখেছি এই রাজ্যেও যেখানে ঘটনা হচ্ছে পুলিশ চার্জ করছে কিন্তু বলছে যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এরপরে দেখা গেছে এখানেই রয়ে গেছে। কাজেই দেখা যায় বাংলাদেশে সবাই পালিয়ে যায় না এখানেই থেকে যায়। অতঃএব এই পথেই আমরা শেষ করে ফেলতে পারব এটার উপর নির্ভর না করে আরেকটা জিনিস থাকা সরকার এটা আলোচনার মাধ্যমে এপ্লিকেবল সেটেলমেন্টের এটাও যেন একটা প্রস্তাব রাখি এবং এই জিনিসটাকেও আমরা অগ্রাহ্য করি না। এস্টিমিষ্টরা যেভাবে এখানে কাজ চালাচ্ছে এতে রাজ্যের উপজাতিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা বাস্তব এবং এরা চাঁদা কাঁদের কাছ থেকে নিচ্ছে জুমিয়া যারা হয়তো ছন বিক্রি করছে, লাক্রি বিক্রি করছে দুই এক পয়সা রোজগার করে দু'বেলা ভাতও যারা খেতে পারে না তাদের কাছ থেকেই নিচ্ছে। এতে তাদের সীমাহীন হয়রানীতে ভুগতে হচ্ছে। তার সঙ্গে একটা আতঙ্কও আছে কারণ কখনও তারা মনে করে যে পুলিশের কাছে ইনফরমেশান দিচ্ছে এই রকম মেরেও ফেলে কাকে মারবে কি সন্দেহে বলাও মুসকিল। কাজেই ট্রাইবেল এলাকায় এ নিয়ে রীতিমত আতঙ্ক। যারজন্য যারা একটু ভাল অবস্থায় আছে তারা সবাই শহরে চলে আসছে। যারজন্য যারা একটু ভাল অবস্থায় আছে তারা সবাই শহরে চলে আসছে। একেবারে ট্রাইবেল এলাকা যারা শিক্ষিত কর্মচারী যারা তারা খালি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত অবস্থায় উগ্রপন্থীর সমস্যাটা ট্রাইবেলদের কাছেই সবচেয়ে ভয়াবহ। কিন্তু এই যে রাষ্ট্র শক্তি তারা কি ভূমিকা নিচ্ছে তারাও বুঝতে চায় না যে সব ট্রাইবেল উগ্রপন্থী না। যারা ভাল ট্রাইবেল তাদের রক্ষার দায়িত্ব তাদের পাশে দাঁড়ায় না বরঞ্চ ভাল যুবকদের ছাত্রদের ধরে নিয়ে জেলে পুড়ছে তারপরে ধরে ধরে মারছেও এই ব্যাপারটা আমার শর্ট নোটিশ ডিশকাশনের আছে এটার সময় বলব।

এই ব্যাপারটা আমি শর্ট নোটিশ ডিসকাশনে এনেছি এবং আমাদের যে অভিজ্ঞতা শুধু আমাদের আর্মি ফ্লেশ আউট অপারেশন তারপরে পুলিশ অপারেশন তারপরে সন্দেহ করে কিলিং ইত্যাদি এরেষ্টিং এটাই একমাত্র সমাধানের পথ হওয়া উচিৎ না। আজকে দেখতে হবে ট্রাইবেলদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার কতটা ভাল ভূমিকা নিয়েছে। তাদেরকে ক্ষোভ নীরসনে বেকারত্ব আছে তারপরে দারিদ্র্য আছে, তারপরে উন্নয়নের সমস্যা আছে এগুলো অন্তত যত্ন সহকারে এগুলো যদি আমরা করি তাহলে ভাল পথ। এই এন.এস.সি.এম তাদের সঙ্গে ভারত সরকার-এর আলোচনা চলছে আমরা দেখছি পত্রপত্রিকায় বিদেশের মাটিতে স্বদেশের মাটিতে। আমরা তো ব্যর্থ হয়নি। এই যে টি.এন.ডি-এর সঙ্গে আলোচনা করে আমরা তো ব্যর্থ হয়নি এবং বামফ্রন্ট সরকারও এ.টি.টি.এফ -এর সঙ্গে আলোচনা করে সফল হয়েছে। আরেকটা জিনিস রাজনীতিতে আমাদের সচ্ছলতা থাকা উচিৎ। আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন উগ্রপন্থীর যে কিভাবে জন্ম হয়েছে আমরা জানি। তখন বামফ্রন্টের অনেকেই বলেছে যে ইলেকশান-এর সময় এরা র‍্যাগিং করে। সন্তোষ দেব এই ভাবে জিতে যায়, মানিক সরকার যিনি মনোনয়ন উইং-ড্র করে নিয়েছিলেন। এটা মোকাবেলা আমরা কি করে করব। অতএব আমাদের বন্দুক ধরতে হবে। এ.টি.টি.এফ এরজন্ম দিলেন তারপরে থেকেই জিতল বন্দুক দিয়ে শেষে ললিত বাবু

বললেন যে জনগণের জন্য আমরা অস্ত্র ধরেছি। গণতন্ত্র আমরা ফিরে এসেছে অতএব এখন আমরা যাব। এখন যদি বামফ্রন্ট যদি তারা জয়ের জন্য এ.টি.টি.এফ দরকার হয় তাহলে আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ হবে। আমাদের এই মাটিতে এই রাজনীতিতে তো ভুল রয়ে গেছে। আপনি বাংলাদেশকে দোষ দিয়ে লাভ কি। আপনি গত ইলেকশানেও একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন ৩৬ কোটি টাকা তারা দিয়েছে। কে দিয়েছে এই টাকা সেটাও আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। কাজেই ইলেকশান আমাদের জিতার যে একটা হাওয়া ছিল কিভাবে আপনারা টাকার বিনিময়ে এনেছেন, কাজেই ইলেকশান-এর জন্য যে দলের বন্দুকের দরকার, যে দলের এ.টি.টি.এফের দরকার এই যে রণজিৎবাবু উনার বাবা কিডনাপ হয়ে গেছে, কিন্তু রণজিৎবাবু কি শিক্ষা নেবেন। কাজেই যখন দেখলেন যে পপিউলারিটির সঙ্গে পেরে উঠবেন না তখন উনার দরকার হবে। কাজেই আপনি স্বচ্ছলতা দেখতে যে না আমরা এই সমস্ত চাই না। এটা যদি হয় তাহলে সম্ভব হবে। শুধু বাংলাদেশকে দোষ দিয়ে আমার মনে হয় না এই সমস্যার সমাধান হবে। কাজেই এই প্রস্তাবটা নীরর্থক হবে যদি আমরা রাজনীতিগত ভাবে এর থেকে মুক্ত না হতে পারব। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য বীরজিৎ সিনহা মহোদয়।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুধন দাস যে প্রস্তাব এনেছেন এটা খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মারাত্মকভাবে প্রশ্ন করেছেন, আমাদের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু যে বক্তব্য বললেন এটার সাথে আমি একমত যে ত্রিপুরার উগ্রপন্থী ওটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের উগ্রপন্থীর কবলিত থেকে আমরা স্বতন্ত্র। কারণ আমরা জনসংখ্যার অনুপাতে এই রাজ্যে উগ্রপন্থীর হাতে নিহতের সংখ্যা বেশী, তাছাড়া গৃহদাহ, কিডনেপ্, বাড়ি ছাড়া ইত্যাদির সমস্ত কিছুর সংখ্যা বেশী এবং ভারত সরকারের ক্রাইম চার্ট রিপোর্ট এর অনুপাতে আমরা দেখি যে কাশ্মিরের মত একটা সন্ত্রাস কবলীত রাজ্যে ২৩.৭ শতাংশ যেখানে ভারতের মত সবচেয়ে বেশী ক্রাইম হচ্ছে ত্রিপুরায় সেখানে ৩৬.৭ শতাংশ কিসের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষারদায়িত্ব রাজ্য সরকারের সংবিধানে এটা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের সরকারের উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে যে ভূমিকা এটা সন্দেহের বাহিরে নয়। সরকার বলছে উগ্রপন্থী বাংলাদেশ থেকে এসে আক্রমণ করছে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আসাম-আগরতলা রোড যেখানে আঠারমুড়া, বড়মুড়াতে উগ্রপন্থীরা ল্যান্ডমাইন ফিট করে গাড়ি উড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে আঘাত করছে ঐখানে হত্যা করছে কিন্তু এটা তো বাংলাদেশ এর সীমানা নয় তাহলে কয়েকদিন আগে সেখানে উগ্রপন্থীরা ঘাঁটি গেরেছে আমাদের প্রশ্ন ত্রিপুরা সরকারকে বলতে হবে রাজ্যের মধ্যে কয়টা ঘাটি আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অনেকবার বিবৃতি দিয়েছেন যে বাংলাদেশে এত ঘাটি আছে উগ্রপন্থী এবং সেখান থেকে অপারেশান করছে কিন্তু তিনি বলেননি যে ত্রিপুরাতে কয়টি ঘাটি আছে এবং এটা আমরা জানতে চাই। উনি বলছেন যে বাংলাদেশে ঘাটি আছে এটা আমরা সবাই মেনে নিলাম সেখানে আলকায়দা, আই.এস.আই সহযোগে ওদের ট্রেইন করানো হচ্ছে এবং যে সরকার ঐখানে রয়েছে ঐখানে তারাও তাদেরকে মদত দিচ্ছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী যেদিন বাংলাদেশে গেলেন ঢাকাতে দাঁড়িয়ে বলেন যে না যে উগ্রপন্থীকে বাংলাদেশ সরকার প্রশ্রয় দিচ্ছেন অথচ উগ্রপন্থীর প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারও বলছে ভারত সরকারকে যে না আমরা আশ্রয় দেই না। প্রয়োজন ভারত সরকারের হেলিকপ্টার নিয়ে দেখতে পারেন। তাহলে বাংলাদেশ সরকারের এক বক্তব্যকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি স্বীকার করে নিলেন, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে ঐখানে উগ্রপন্থীর সৃষ্টি কোথায় এটা মাননীয় স্পীকার আপনিও ভালভাবে জানেন। এর আগে তো দীর্ঘদিন কংগ্রেস শাসন করেছেন, এরপরে আমরা জোট সরকার করেছি কোনদিন তো আমরা উগ্রপন্থীর নাম শুনেনি এবং এখানে দাঙ্গা কেউ দেখেনি। যখন বামফ্রন্ট আসল তারপর উগ্রপন্থী সৃষ্টি হলো, তারপর থেকেই অপহরণ, দাঙ্গা সবই শুরু হলো। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী রাজ্যে প্রশাসনের মধ্যে কারা উগ্রপন্থীর সহযোগী এটা নির্দিষ্ট করেছি। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করেনল যে মুখ্যসচিব এই সার্কুলার দিয়েছেন এটা সত্যি কথা, কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহোদয় একজন উগ্রপন্থী সহযোগী যে প্রশাসনে রয়েছে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়নি। এখান থেকে আমরা সরকারের মনোভাবটা স্পষ্ট করেছি।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে সতর্ক করেছে যে উগ্রপন্থী সম্পর্কে একটা কঠোর মনোভাব নেওয়ার জন্য এবং সরকার বলছে শুধু সরকার নয় এবং বামফ্রন্টের ছোট বড় স্তরের নেতারা বলছেন যে কেন্দ্র ফোর্স দেয় না। কেন্দ্র ফোর্স দিয়ে কি করবে যদি এটা সত্যিকারের কাজে লাগানো না যায়, তেলিয়ামুড়ার একটা থানার দৃষ্টান্ত দিতে পারি, এই থানার আন্ডারে দশ কিমিঃ এর মধ্যে আধাসামরিক এবং পেরামিলিটারী ফোর্স কতজন আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় জানেন একটা থানার আন্ডারে একটা আসাম রাইফেলের হেড্ কোয়ার্টার রয়েছে একটা বি.এস.এফের হেড্ কোয়ার্টার রয়েছে সেখানে সি.আর.পি.এফ ক্যাম্প রয়েছে, টি.এস.আরের টেকনিকেল হেড্ কোয়ার্টার রয়েছে, সেখানে ত্রিপুরা পুলিশের ফোর্স রয়েছে এবং হোম গার্ডের ক্যাম্প রয়েছে এবং এস.পি.ও ক্যাম্প রয়েছে অথচ থানার দশ কিমিঃ এর মধ্যে দাঙ্গা হয়। সেই জন্য আমরা বিরাট সন্দেহ পোষণ করছি যে সরকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উগ্রপন্থী দমনের মানসিকতা নেই। একটা ত্রিপুরার পুলিশ অতীতে গৌরবের সহিত কাজ করেছে, কিন্তু পুলিশকে রাজনৈতিক করার ফলে কি হয়েছে, আজকে পুলিশের যে দক্ষতা এটা হারানো হয়েছে। রোহিত মিঞাযর মত একজন কট্টরকে চাকুরি দিয়ে হাবিলদার বানানো হয়েছে। রোহিত মিঞা সেদিন তার সহকর্মীকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার আগের দিন মাছমারা টি.এস.আর ক্যাম্পে আই.পি.টি.কে স্যানাল এর সাথে তার বৈঠক হয়েছে এবং সেই ক্যাম্পে কমান্ডিং কে বের করে দেওয়া হয়েছে, যান আপনারা বাইরে বসুন এটা আমার বক্তব্য নয়, আমরা সেখানে স্পটে গিয়েছিলাম সেখানে জওয়ানরা বলেছে এবং এখানে পাবলিক আমাদের বলছে, যেদিন রোহিত মিঞা অপারেশান করেছে, ঐদিন বড় বড় পদস্থ অফিসার এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও টেলিফোনে কথা বলেছেন, এর আগেও নাকি বারে বারে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার জন্য নাকি চলে যান এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে পি.সি.ও থেকে প্রতিনিয়ত কথা বলতেন সেই খাতা থানায় নিয়ে এসেছিল অপজিশান লিডার সহ আমাদের এম.এল.এ টিম ছিল। এস.ডি.পি.ও সাহেবকে দেখিয়ে এই তিনটি খাতা নিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো সিজার লিস্ট হয়নি। অপজিশান লিডার বলেছেন সিজ লিস্ট রাখা হোক তাদের সঙ্গেও অপজিশান লিডার এই ব্যাপারে কথা বলছেন। অন্যারা প্রতিনিয়ত কথা বলতেন। মাননীয় মন্ত্রীর তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ করেনি। আমরা পরে কমপ্লিন করলাম। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সঙ্গে রোহিত মিঞার কথা বলেছে। কিন্তু সরকার তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়নি। প্রচার প্রতিবাদ করেছেন বামফ্রন্ট পক্ষ থেকে। আমরা বলছি যদি কিছু করবার না থাকে তাহলে এটার সিদ্ধান্ত হোক। সেই ক্ষেত্রে নিশ্চুপ রয়েছে গভঃমেন্ট। বাংলাদেশের ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়া হবে তাহলে ত্রিপুরার উগ্রপন্থী দমন হয়ে যাবে? এটা আমরা বিশ্বাস করিনা। বাংলাদেশ সরকার নির্দেশ দেওয়ার দবকার প্রেসার করা দরকার। এটা আগে থেকেই করা উচিত ছিল। প্রাইভেট মেম্বার রেজুলোশন না এনে গভঃমেন্ট থেকে এটার প্রস্তাব দেওয়ার উচিত ছিল। আসামে কংগ্রেস সরকার, ভারত সরকারকে প্রেসার করা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে উগ্রপন্থী ঘাটি ভাঙ্গার কাজ চলছে। এখানে প্রশ্ন যে ত্রিপুরায় যত অস্ত্র লুট হয়েছে তার একটাও ধরা পড়েনি। রোহিত মিঞা অস্ত্র নিয়ে গেছে তাকে কেন ধরেনি। রোহিত মিঞা ত্রিপুরায় ঢুকেছে বলে যেমন দশ হাজার সৈন্য ক্যাম্পন করেছিল কেন? রোহিত মিঞাকে খতম করার জন্য। ত্রিপুরার মানুষ চাই কি রোহিত মিঞা জীবিত গ্রেপ্তার করা হোক। তার থেকে যাতে তথ্য বার করানো যায়। কারা কারা যুক্ত আছে। গভঃমেন্ট নির্দেশ দিয়েছে রোহিত মিঞাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই খতম করা হোক। খতম করে তো তার কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। সেই জন্যই আমরা সন্দিহান। আমরা মনে করি সত্যি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুক আজকে। উনারা সত্যি কথা বলতে পারবে যে প্রশাসনের মধ্যে উগ্রপন্থীরা রয়েছে। যারা দেশদ্রোহিতার কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি কেন? যদি দেশদ্রোহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারতেন তাহলে উগ্রপন্থী প্রবণতা কমে যেত? মাননীয় স্পীকার স্যার, উদয়পুর কোর্ট চত্বর থেকে হাতিয়ার ছিনতাই হয়েছে, নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প অস্ত্র খানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র লুট হয়ে যায়। একটা অস্ত্রতো এখনো আবিস্কার হয়নি। ওরা এখন কোথায় আছে। ত্রিপুরার গোয়েন্দা বিভাগের কি অবস্থা? আসামের ডাক্তার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছেন। তার ব্যাপারে অপজিশান হোম মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে থেকে আবিস্কার করেছেন এত সোর্স তাদের এখানে। আমাদের রিসোর্স মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন রিসোর্স-এর জন্য এত কোটি কোটি টাকা কোথায় খরচ হয়েছে। রিসোর্স-এর জন্য এত টাকা খরচ হচ্ছে না।

যদি সঠিকভাবে টাকা খরচ হত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশও যথেষ্ট কাজ করতে পারত কারণ তাদের সুনাম রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে বলতে চাই যে কয়েকজন উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে বা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের কাছ থেকে কি হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে? চিনের তৈরী গ্র্যানেড, স্টান্ডগান এবং যতগুলি অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে সবগুলিই চিনের এটার অর্থ কি? চিনে তো কমিউনিস্টরা উগ্রপন্থীদের প্রশয় দিচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিস্টরা কি এটাই অনুসরণ করছে। এটাই তো আমাদের প্রশ্ন? আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে উগ্রপন্থী দমনের নামে ত্রিপুরা রাজ্যের নিরীহ এবং সরল উপজাতি যুবকদের জেলে ভরে রেখেছে এবং যে জেলে ১০০ জন লোক থাকতে পারে সেখানে ৫০০ জন লোক রাখা হচ্ছে। নাসা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ বিচার পাচ্ছে না। বিচারের জন্য ট্রাইবেল ফ্যামেলির মা-বাবা সর্বশান্ত.হয়ে যাচ্ছে সম্পত্তি এবং সমস্ত কিছু বিক্রি করে তারা পথের ভিখারী হয়ে যাচ্ছে!

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য, আপনার ১০ মিনিট হয়ে গেছে।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা ঃ- আমার বক্তব্যের শেষের দিকে এইটুকু বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য সুধন দাস যে রেজলিউশান এনেছেন সেটা সমর্থন করে বাংলাদেশ সরকার উগ্রপন্থীর ঘাটিগুলিকে ভেঙ্গে দিক সেটা আমরা চাই। কারণ এটা আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি স্যার, ভীমরুলের চাক প্রথমেই যদি ভাঙ্গা না যায় তাহলে সেটা ধীরে ধীরে অনেক বড় হয়ে যায়। তখন আর কিছু করার উপায় থাকে না। তাই কংগ্রেস থেকে আগেই বলেছিলাম যখন উগ্রপন্থীরা গাদা বন্দুক নিয়ে অপারেশন করত সেই সময়ই তাদের বিরুদ্ধে যোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু তখন কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি এখন তাদের হাতিয়ার অনেক বড় হয়ে গেছে। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি বলব যে, ত্রিপুরা সরকারও কঠোর ভাবে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক ভাবে কথা না বলে এই ঘাটিগুলি ধ্বংস করা হোক। আমি জানি আমার পরে সরকার পক্ষের যারা বক্তব্য রাখবেন তারাই আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবেন আপনারা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। সে জন্যই আমি বলছি আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে দাবী করেছি যে, সুপ্রিমকোর্টের কর্মরত একজন বিচারপতিকে দিয়ে এখানে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। কোন রাজনৈতিক পার্টি উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছে। আমি আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে ঘোষণা দেবেন যদি সত্যিই এই সরকার মদত না দিয়ে থাকেন। এইটুকু বলে এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী[illegible]পাল রায় মহোদয়।

শ্রীগোপাল রায় ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুধন দাস মহোদয় যে প্রাইভেট মেম্বার্স রেজলিউশান এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করি কিন্তু আমার বক্ত[illegible] হল উগ্রপন্থীর সমস্যা প্রথম ডায়গনসিস্ করতে হবে। শুধু ঔষুধ দিয়ে চলবে না, মানসিকতা থাকতে হবে। আমি সবস [illegible] এবং ফ্র্যাংকলি বলি উইদাউট ফিয়ারিং। স্যার, উগ্রপন্থীর সমস্যার কথা প্রথম শুনেছিলাম ৮০ ইং সনের জুনের দাঙ্গার সময়। কংগ্রেস ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে তারপর আবার ১০ বৎসর করেছে। উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করতে গেলে এর উৎপত্তি কোথায় বের করতে হবে। নগেনবাবু ভালভাবে বলছেন। যদি সর্ষের মধ্যে ভুত থাকে, ভুত তাড়াব কি করে? প্রশাসন আপাদের, এরিয়ে গেলে চলবে না, জনগণ ভবিষ্যতে ক্ষমা করবে না। ২১ বৎসর চলছে আপনাদের রাজত্ব, লাল রাজত্ব ২১ বৎসর চলছে, উগ্রপন্থীর সারেনডারের নাটকও চলছে, উগ্রপন্থীর সমস্যাও বেড়ে চলেছে। সুতরাং এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, খুব সুন্দর প্রস্তাব।

পাশাপাশি উনাদের আর একটা প্রস্তাব আনা উচিত ছিল। আপনাদের যাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। আমাদের বক্তব্য হল, আমরা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত চাই উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করেত হবে। উগ্রপন্থীর সমস্যা বিভিন্ন রাজ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়েছে। মিজোরামে লালডেঙ্গার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আসামে আমাদের সরকার পতন হয়েছিল মিজোরামে সরকার পতন হয়েছিল। কংগ্রেস উগ্রপন্থীদের কোনদিন আমলে দেয় না। আপনারা উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কয়জন নেতাকে হারিয়েছেন ? উগ্রবাদীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমরা গান্ধীজিকে হারিয়েছি, ইন্দিরা গান্ধীকে হারিয়েছি, রাজীব গান্ধীকে হারিয়েছি, বি.এন. সিংকে হারিয়েছি। আপনারা একটা গ্রাম স্তরের নেতাকেও হারাননি। আমরা একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত চাই। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কাগজে কলমে পত্রিকায় উঠানোর জন্য একটা প্রস্তাব আনলেন এখানে আপনারা মেজরিটি আছেন পাশ হয়ে যাবে। সেটা কথা না আমরা সমর্থন করি কিন্তু মানসিকতা থাকতে হবে। মানসিকভাবে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমেত, মুখ্যমন্ত্রী সমেত আপনাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যে আমরা একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত চাই তা না হলে প্রস্তাব প্রস্তাবই থেকে যাবে কাজ কিছুই হবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু দিন আগে বিদেশ গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশ গেলেন সেখানে আপনার কি কথা হয়েছিল। উনি স্টেটমেন্ট দিতে গিয়ে আমার মনে হয় না উনি উগ্রপন্থী সম্পর্কে কোন কিছু বলেছেন কিনা। হয়ত উনি জবাব দিতে গিয়ে বলবেন এটা রাজ্যের ব্যাপার বা কেন্দ্রের ব্যাপার অনেক কিছু বলবেন। আমার বক্তব্য হল এই সমস্যাটা একটা ক্রমিক সমস্যা। সুতরাং এটাকে আমাদের আন্তরিকভাবে রাজনীতি না করে আন্তরিকভাবে আমাদের সবাইকে এই সমস্যা সমাধানের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। স্যার, আমি বক্তব্য রাখছি ট্রেজারি বেন্চ থেকে হু হু করে উঠলেন, এগুলি কথা না, আমাদের কথা হল সলিউশানে আসতে হবে। এখানে একজন আরেকজনের উপর দোষারোপ করলে চলবে না। আমি দেখেছি আমাদের তরফ থেকে যখন বক্তব্য রাখা হয় আপনারা হৈ চৈ করে উঠেন, আমাদের তরফ থেকেও কিছু করা হয় না যে তা না। সবাইকে এই বিধানসভার মর্যাদা রাখতে হবে। এই উগ্রপন্থীর সমস্যা আমাদের সবাইকে মিলে করতে হবে। এটা আমি আবারও বলছি সুন্দর প্রস্তাব।

সুতরাং উগ্রপন্থীর সমস্যা আমাদের সবাইকে মিলে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। মানে ভিতরে যদি রোগ হয়ে যায় তাহলে বাইরে মলম দিয়ে কাজ হবে কিনা চিন্তা করে দেখুন ভিতরের ঔষধও খাওয়াতে হবে। আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলছি ত্রিপুরা রাজ্যে ওদের যে সমস্ত ঘাটি আছে আমি জানি সেগুলির আপনার কাছে ইন্‌ফর্‌মেশন আছে। অনেক সময় কিছু করতে আপনি পারেন আবার অনেক সময় পারেন না, আমি জানি না আপনার কি হয়। যাই হোক মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনিও এদিকে একটু সচেষ্ট হন দিল্লীতে বলুন, রেজলিউশান নিন আমরাও আছি আপনার সঙ্গে। আমার অনুরোধ ত্রিপুরা রাজ্যের ৩২ লক্ষ জনগণের জন্য আপনি একটু সচেষ্ট হন যাতে উগ্রপন্থীর সমস্যার একটা সমাধান করা যায়। সর্বতভাবে এই উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধানে আমাদের সহযোগীতা থাকবে দয়া করে রাজনীতি করবেন না আর রাজনীতি যদি করেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে অসুবিধা হবে। উদার চিত্তে এটাকে একটা রাজ্যের সমস্যা এবং জাতীয় সমস্যা ভেবে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এই সমস্যার সমাধানকল্পে এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সুধন দাস মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটা খুবই সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আজকে বিরোধী ব্যাঞ্চের অনেকেই অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথাবার্তা এখানে বলেছেন। ওনাদের কথার উত্তর যদি দিতে হয় তাহলে বলতে হয় ইলেকশনের আগে আমাদের ভারত সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া সংগঠনকে কে বলেছিল যে দেশকে স্বাধীন করার জন্য স্বাধীনতার জন্য তারা

সংগ্রাম করছে। এই কথাটা আপনাদের বিরোধী ব্যাঞ্চের যে কোন একজন বিধায়ক বলেছিলেন উগ্রপন্থীকে সমর্থন করে বিদেশের ঘাটিতে গিয়ে এবং শুধু তাই নয় আপারা জোট করেছেন কংগ্রেস ও আই. এন. পি. টিতে, তো আপনাদের জোটের কিছু নেতারা ত্রিপুরার যুবক নিয়ে গিয়ে ঐ বাংলাদেশের ঘাটিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন এরকম তথ্যও পুলিশের কাছে আছে এবং পত্রপত্রিকায় এগুলি আপনারা সবাই দেখেছেন। (সুদীপ রায়বর্মন ঃ- বিনয় দেববর্মা কে সেখানে পৌঁছে দিয়েছিল।) বিনয় দেববর্মা কি এন. এস. পি. টি করে, না কি আই. এন. পি. টি করে। তবে একথাটা বলতে পারেন যে, আপনারা টি. ইউ. জে. এস, টি. এন. ভি এবং আই. এন. পি. টি এখনও আলাদা আলাদা ভাবেই দল আছেন। কারণ এখন যারা এন. এস. পি. টি - র আছেন তারা এখানেই আছেন, টি. ইউ. জে. এস-এর যারা সবাই চলে গেছেন। স্যার, আজকের বীরজিৎ সিনহা মহোদয়ের কথা শুনে বুঝা গেল যে নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে লাইন আছে। তো সেই একই লাইনে গেছেন। সত্য কথা বললেই আপারা গোসা করেন। আজকের এই প্রস্তাবটাকে আপনারা সমর্থন করেছেন বাধ্য হয়ে উপায় নাই তো আপনাদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন না করে এই প্রস্তাবকে সমর্থন না করলে আপনাদের মুখোশতো ত্রিপুরাবাসীর কাছে খুলে যাবে তাই আপনারা এটাকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের এত লোক যে উগ্রপন্থীদের হাতে মারা যাচ্ছে অসহায় উপজাতি অংশের লোকজন যে মারা যাচ্ছে তাদের জন্য একটু দুঃখ প্রকাশতো কোন পত্রপত্রিকায় কখনও দেখিনি। এমন কি আপনাদের যে পত্রিকা তাতেও পর্যন্ত কখনও দেখিনি। (অপজিশন ব্যাঞ্চ থেকে - আমাদের কেউ মরেনি, শুধু আপনাদের লোকই মারা যাচ্ছে)। এই উগ্রপন্থীর আক্রমণে আপনাদের কেউ মরেনি, আমাদের পার্টির লোকই মরছে এবং এতে পরিস্কার হয়ে যায় যে উগ্রপন্থীদের পোষণ কে করছে। এটাতে সাবধান আপনারা ঢং করবেন না, মরবেন।

গন্ডগোল

সাবধান, যে জিনিস নিয়ে খেলা করছেন আপনারা এই জিনিসটাই আপনাদের বিপদের কারণ হবে। এইতো আসামের রাজ্যপাল এই কথাটাই বলেছে - আজকের পত্রিকায় দেখেছি - যে বাংলাদেশ একদিন এই উগ্রপন্থীদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হতে পারে। এরজন্যই এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এখন এই উগ্রপন্থীদের যদি বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আপনাদের অসুবিধা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কারণ মণিপুরের উগ্রপন্থীরা পি.এল.ও. কৈলাশহর বর্ডার দিয়ে পাস হয় এখানেই ধরা পড়েছে বেশ কয়েকজন। আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ যদি সক্রিয় না হত তাহলে মণিপুরের পি.এল.ও-কে ধরা সম্ভব হত না। তো আমি আশা করব এই প্রস্তাবকে আপনারা সকলেই একবাক্যে সমর্থন করবেন। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটির উপর আমরা আলোচনা করছি- এই প্রস্তাবটি শুধু আমাদের রাজ্যের জন্য না উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ আমাদের দেশের একতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থেই খুব জরুরী। আমরা আমাদের রাজ্যের যে সন্ত্রাসবাদী সমস্যা এটা বিচ্ছিন্ন আমাদের রাজ্যের সমস্যা না, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ রাজ্যেই এই সমস্যায় ভুক্তভোগী এবং আমরা মনে করি না বিচ্ছিন্নভাবে ত্রিপুরার উগ্রপন্থী সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আলাদা ধরনের কোন কর্মসূচি হতে পারে। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে। অবশ্য প্রত্যেকটা রাজ্যের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যার বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট আছে সেগুলিকে আলাদা করে দেখতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম যে, আমাদের যে মূল সমস্যা সেটা হচ্ছে আমাদের উগ্রবাদী যারা তাদের যে ঘাটিগুলি অধিকাংশ ঘাটিগুলি আমাদের রাজ্যের বাইরে, আমাদের দেশের সীমানার বাইরে রয়েছে। শুধু বাংলাদেশে

না ভূটানে, মায়ানমারে রয়েছে এবং তাদেরকে যারা চালায় আই.এস.আই, তারা বাংলাদেশেও আছে, নেপালেও আছে। তবে নেপালে কোন উগ্রপন্থীর ঘাটি আছে কি না সেটা নিশ্চিতভাবে আমি অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারছি না। কিন্তু তাদের যারা চালায় আই.এস.আই. তাদের ঘাটি আছে।

ভূটানের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে কথাগুলি বলেছিলাম তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ভূটান সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক। এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু যে বিষয়টি উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন, আমার মনে হয় তাতে কিছুটা বিভ্রান্তির সুযোগ থাকবে। পত্রপত্রিকা থেকে আমরা যা দেখেছি - ভূটান সরকার গত দুই বছর যাবৎ ভূটানে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী যারা তাদের ঘাটি তোলে নেবার জন্য তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং তাদেরকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন যে আমাদের দেশের মাটিতে আপনাদের ঘাটি রাখা চলবে না। আপনারা স্বেচ্ছায় এখানে থেকে চলে যান। আর এই যে সন্ত্রাসবাদী তাদের যে প্রশ্ন, তাদের যে দাবী বা তাদের যে বক্তব্য, এটা যদি ভারত সরকারের সঙ্গে হয় তাহলে ভূটান তারজন্য কেন সমস্যায় ভোগবে? কাজেই তাদের সমস্যার সঙ্গে ভূটানের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই ভূটান রাষ্ট্রের তরফ থেকে খুব সঠিকভাবেই বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমাদের কেন বিব্রত করছেন। আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ভারত সরকারের সহযোগীতা আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। দুই রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরো উন্নত করার দরকার আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক থেকে। কাজেই এটা কোন মতেই হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্রবাবু যেটা বলার চেষ্টা করলেন যে হঠাৎ করে একটা আক্রমন সেখানে সংঘটিত করা হয়েছে, ঘটনা কিন্তু তা না। অনেক বলার পর অপেক্ষা করতে করতে একটা সময় যখন পেরিয়ে যায় তখন তারা মনে করেছেন যে এটা চূড়ান্ত সময় আমাদের সামনে এসেছে যখন ওদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর বিকল্প নাই। সেটা আমরা দেখলাম গত ১৫ই ডিসেম্বর সকালবেলা। তাদের এই যে অ্যাকশানটা সেটা নিতে শুরু করেছেন। একে আমরা সমর্থন করছি এই কারণে, এটা ভূটান সরকার বলেছেন, তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সার্বভৌমত্ব এবং একই সাথে উন্নয়ন এই প্রশ্নেই তাদের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। এর পাশাপাশি যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারত সরকারের দিক থেকে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের আর্মি, সি.এস.এফ, প্যারা মিলিটারি ফোর্সেস এবং ভূটানের সঙ্গে ভারতের যে সীমানা রয়েছে সীমান্তের সেই সব রাজ্যগুলির আরক্ষা কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে কেন? ওখান থেকে তাড়া খেয়ে তারা যেন ঢুকতে না পারে। সন্ত্রাসবাদীরা গ্রেপ্তার হবে এবং তারপর তাদেরকে পর্য্যায়ক্রমে ভারত সরকারের কাছে তুলে দেওয়া হবে। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমরা আজকে বিধানসভায় আলোচনা করছি, যদিও আমরা অনেক আগেই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। বলেছেন, বাংলাদেশে ঘাটি যে রয়েছে তার কি প্রমাণ আছে? এই কথাও আমাদের শুনতে হয়েছে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে। যদিও গত বিধানসভার অধিবেশনে এই রকম একটা প্রশ্ন ছিল এবং তার জবাবও আমি দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি ভূটানের এই ঘটনা শুরু হওয়ার পর ন্যাশনেল মিডিয়া যেগুলি আছে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে নিয়ে তারা যে প্যানেল ডিসকাশন করছে আমি অত্যন্ত গভীরভাবে এগুলি লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছি - ওয়ান এমন কাউকে দেখিনি যে তারা কেউ ভূটান সরকারের বিরোধীতা করেছেন। তখনই তারা বলছে এখন সময় এসেছে বাংলাদেশের। একই সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের ইষ্টার্ন কমান্ডের জি.ও.সি. মিঃ ভার্মা তিনি সেকেন্ড ডে থেকে বলতে শুরু করেছেন সে এখন বাংলাদেশের সময় এসেছে এটা করার। তাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ওখানে ক্যাম্প আছে এবং তাদেরকেও ভূটান থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। এখন আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের নর্থ-ইষ্টার্ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং আসামের রাজ্যপাল গত দু'দিন ধরে বলছেন, আজকেও আমি দেখেছি, বাংলাদেশে যে জঙ্গি ঘাটিগুলি রয়েছে সেগুলি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

কাজেই, এই জায়গায় নগেন্দ্রবাবু সেটা বলার চেষ্টা করেছেন সেটাতো বরাবরই আমাদের বক্তব্য। কিন্তু সে কথা শুনছে কে? আমি এই কারণেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বললাম। ভূটান সরকার কিন্তু তাদেরকে অনুরোধ করেছিল। তারা কথা শুনল না। ভূটান সরকার তাদেরকে বলেছেন যে তোমাদের সমস্যা যা সেটা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বল। এবং যে প্রসঙ্গ তিনি তুলেছেন, আমি বলছি, যাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য এখন আপনাদের হবড়গিং শুরু হয়েছে আপনাদের - কারণ আপনাদেরতো প্রতিনিয়ত বন্ধু বদলাতে হয়। বন্ধু বদলাতেই পারেন। বন্ধু চিরদিন স্থায়ী নাও হতে পারে। কি করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে নাগাল্যান্ডে এসেছিলেন। ওখানকার সেলুলার ফোন ব্যবস্থার উদ্বোধন করে বিরাট একটা প্যাকেজ ডিক্‌লেয়ার করেন।

ভালই তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেখানে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, কি এপিল করেছেন এবং এই এপিল প্রথম করেননি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কোন দলের প্রশ্ন না তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। আমাদের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হোম মিনিষ্টার ভেরি রিসেন্টলি এই অপারেশান আরম্ভ হওয়ার আগে তিনি আবার একই স্টেটমেন্ট করেছেন। তিনি আসামে ছিলেন বড়ো উগ্রবাদী যারা আত্মসমর্পণ করল স্বাভাবিক জীবনে আসল এবং তাদের নেতৃত্বের একটা অংশ পরের দিন তারা তাদের যে অটোনমাস ডিস্ট্রিকট কাউন্সিলের দায়িত্ব নিলেন আউট অব্ সিডিউলড এইট পারহেপস আউট অব্ নাইন, পারহেপস সিকস। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলে গেছেন যে অস্ত্র পরিহার করুন আলোচনার টেবিলে বসুন, অস্ত্র হাতে নিয়ে আলোচনা চলতে পারে না। কাজেই, প্রশ্নটা নতুন না। আমরাতো আমাদের রাজ্যের কি বলেছি ফ্রি স্পেইস দেব। পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথম যে কেবিনেট ঐ কেরিনেটের প্রথম রেজিউলিউশন। কথা বলুন আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য যদি দরকার হয় ফ্রি স্পেইসেস দেব। বিধায়ক বিজয়কুমার রাংখল বসে আছেন জিজ্ঞাস করুন তো উনি যখন প্রথম বিধায়ক হবার তিন মাসের মধ্যে আমি ডেকে নিয়ে গেছি তিনবার উনার সঙ্গে কথা বলেছি। দয়া করে বলুন আমাকে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তাদের আলোচনার টেবিলে আনার জন্য। উনি অনেক কিছু বলেছেন আমি সেগুলি এখানে আলোচনা করতে চাইনা। তাহলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রারম্ভেই আমরা এই কথাগুলি বলছি। এই সরকার গঠিত হওয়ার পর, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের রক্তচক্ষুর মুখে দাঁড়িয়ে। তারপরও কিন্তু আমরা যখন মিটিংগুলি অর্গানাইজ করি চল্লিশটি জায়গায় সেই মিটিংয়ে আমরা লক্ষ্য করছি সন্ত্রাসবাদের পথ যারা ছেড়ে এসছেন তারাও যেমন কথা বলছেন তাদের আত্মীয় পরিজনরা কথা বলছেন, সন্ত্রাসবাদীর হাতে যারা আক্রান্ত হয়েছেন নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের লোকরা কথা বলেছেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিক যারা ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল হিন্দু মুসলিম, খ্রীস্টান ধর্মীয় যাজক যারা তারাও এসে কথা বলেছেন, ওখানেও আমরা একই কথা বলেছি। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন এদের আবেদন করে কি হবে, আমরা বলেছি না আবেদন আমরা করব। আমরা মানুষের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তনে বিশ্বাস করি। এরা সবাই এক রকম এটা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, আমরা এটাও খবর পেয়েছি ওরা যখন মাঝে শিশুদের অপহরণ করতে শুরু করেছিল এই শিশুদের দেখভাল করার জন্য স্পেশাল কেয়ারও নিত, খেলনা কিনে দিত, ভাল জামাকাপড় কিনে দিত, ভাল খাবার তাদের জন্য সংগ্রহ করত, আপেল, আঙ্গুর, চকলেট, ক্যাটবেরীজ এই রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। কমলপুরের ঘটনা বলছি, মানিকভান্ডারের কথা বলছি এইরকম দুই-তিনটা ওকেশানে দেখা গেছে। মিনিমাম মনুষত্ববোধ না থাকে - এরাই আবার কেউ ছয় মাসের শিশুকে খুন করছে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে আবার এরাই আর একটা শিশুকে পিতার মত মানুসিকতা নিয়ে স্নেহ করছে। কাজেই এই যে কনট্রাডিকশনটা এটাতো আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কাজেই এরমধ্যে যেটা ভাল এটাকে যতটা আমরা পারি এটাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের প্রস্তাবটা এটাই ছিল। আজকে যেভাবে কথাটা উপস্থিত করা হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন তার যে পেছনে কতগুলি কারণ আছে যেমন নাগাল্যান্ডের কারণের সঙ্গে ত্রিপুরার কারণ মিলে না ত্রিপুরার সঙ্গে আসামের মিলবে না আসামের সঙ্গে মিজোরামের বা মণিপুরের কারণ মিলবে না। সাধারণভাবে একটা কারণ আমরা বলছি দে আর ফর সিচিউশান তারা আলাদ হতে চায়। তারা ভারত ভূ-খণ্ড থেকে আলাদা হতে চায়। এই জায়গায় টাইগার ফোর্স, এন.এল.এফ.টি, এন.এস.সি এন. বা উলফা বা

পি.এল.এ, বড়ো উগ্রবাদী কোন পার্থক্য ছিল না। এখন বড়ো উগ্রবাদীরা স্বাভাবিক জীবনে এসেছেন তাদের আমরা সাধুবাদ জানাই। কি পয়েন্টে তারা স্বাভাবিক জীবনে এসছে? এ.ডি.সি. অটোনোমাস ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল। এই ব্যবস্থাতো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। তাহলে এই পয়েন্টে এটাও একটা লেশন নাকি। ২৬০০ ছেলে আত্মসমর্পণ করল পাঁচশর উপরে তারা আর্মস জমা দিলেন। কি পয়েন্টে তারা আনলেন। যারা নাকি আলাদা রাজ্যের কথা বলল বড়োদের জন্য তারা এখন আত্মসমর্পণ এ.ডি.সি- তৈরী করার পর আন্ডার সিকস্। তা যদি ঘটনা হয় তাহলে আমাদের রাজ্যের যে সন্ত্রাসবাদীরা তারা স্বাধীন ত্রিপুরার কথা বলছেন, তারা ত্রিপুরাকে আর কয় টুকরা করতে চান? এ.ডি.সি এখানে আছে ইট ইজ ওর্য়াকিং। আমাদের যদি কারোর এই ব্যাপারে রিজারভেশন থাকে তারা ডেভলাপমেন্ট কাজের প্রশ্নে আমারাতো আলোচনা করছি। এরপরে এখানে কেন রক্তানো হচ্ছে? তাহলে স্বাধীন যে রাষ্ট্র করার কথা আসছে, নাগাল্যান্ডে এখন কথা হচ্ছে তিন বছর সাড়ে তিন বছর চলছে। তাহলে এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিজেরা বুঝি এটা মনে করার কোন কারণ নেই। নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই পয়েন্টে আমরা একমত।

স্বাধীন রাষ্ট্র করার যে কথা আসছে, এখন নাগাল্যান্ডে আসছে। সেই জিনিসটা তিন বছর সাড়ে তিন বছর চলছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিজেরা বুঝি। নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমরা ঐ পয়েন্টে আমরা এক মত যে শুধু সৈন্য বলে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করাটা ঠিক না। কারণ যারা করছেন তারা এটার মধ্যে বুঝছেন যে কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন আছে কিছু গণতান্ত্রিক প্রশ্ন আছে। অর্থনৈতিক প্রশ্ন তো সাধারণভাবে আসছে। তারা মনে করছেন সবাই মনে করে কি না আমি জানি না। আমরা আমাদের সরকারের তরফ থেকে প্রথম রিজলেশনটা নিয়ে ডিক্লার করি তাতে আমরা বলেছি ভারতের সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে আলোচনা হবে। স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগানকে সামনে রেখে কোন আলোচনা চলতে পারে না। কাজেই এখানে বুঝার দরকার আছে এই বিষয় সম্পর্কে আমরা অজ্ঞতা না। আমরা এই প্রশ্নটা আনলাম কেন, এখানে এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমাদের বন্ধুরা বিশেষ করে বীরজিৎবাবু যে কথাগুলি বলছেন এইগুলি তো গত বিধানসভা নির্বাচনে টেপ করে বাজিয়ে শুনিয়েছেন। আমি তো বক্তৃতা শুনেছি ধর্মনগরের ডাক বাংলোতে যখন বসেছিলাম। দু'বার বাজিয়ে শুনিয়েছে বীরজিৎবাবুর বক্তৃতা এবং বিজয়বাবুর বক্তৃতা। আমি মিটিং করছিলাম পেচারথল কর্মীদের নিয়ে। আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনেছিলাম কি বক্তৃতা রাখছেন। এইগুলি তো বলেছেন আপনারা মানুষের কাছে। প্রশ্নটা এসেছে একটা নূতন সুযোগ তৈরী হয়ে যাবে সেখানে। শুধু উগ্রবাদীরা স্যারেন্ডার করেছেন, তারা মেইন স্টীমে এসেছেন তারা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন এটা খুবই ভাল তারা একটা পজিটিভ একশান নিয়েছেন। মায়ানমার নিয়ে প্রশ্ন এসেছে মায়ানমারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব তাদের সরকারের তিনি আজ থেকে তিন বৎসর আগে দিল্লীতে বসে বলেছেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনাদের এখানে এই রকম ঘাটি আছে। কেউ কেউ বলছে ঢুকছে আপনাদের কি স্ট্যান্ড। আমাদের এখানে কোন উগ্রবাদীদের ঢুকতে দেব না। এই রিজনের মধ্যে আর একটা রাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশ। এই পয়েন্ট থেকে আমরা মনে করছি সবাই যখন বলছে আমরা যখন বলছি আর আমাদের কথা যখন সবাই বলছে তার মানে কি এটা সত্য ঘটনা। আমাদের বলতে আমি সি. পি. এম-এর কথা বলছি না আমি বামফ্রন্টের কথা বলছি না আমি কংগ্রেসের টি. ইউ. এস-এর কথা বলছি না ত্রিপুরার শান্তিকামি মানুষ, দলমত ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশপ্রেমী মানুষ যারা এক লক্ষ মানুষ তারা দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। আমি জানি না নগেন্দ্রবাবুর সিগ্নেচার ছিল কি না। ট্রাইবেল বাঙালী এলেন শেখ হাসিনা যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং এটা কার মাধ্যমে গেছে আমাদের দেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী। এই রাজ্যের মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমার স্কুলের বাচ্চাদেরকে খুন করছে। তোমার কি কোন দরদ নাই। সেইদিন অনেকে বিশ্বাস করতে চাইছিল না। বলছে এইগুলি রাজনৈতিক হচ্ছে। অথচ যারা মায়েরা বোনেরা সই করেছেন যদি দেখা যায় তাদের কোন রাজনৈতিকের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এখন এই যে পরিস্থিতিটা তৈরী হচ্ছে। আমরা এখন কি দেখছি গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় হুমকিটা কি ছিল এ. ডি. সি. নির্বাচন হচ্ছে সেমি ফাইন্যাল, আর বিধানসভা হচ্ছে ফাইন্যাল।

আমরা ১৮টা আর বাকিটা তোমরা ব্যবস্থা কর। এইগুলি তো বক্তৃতায় হয়েছে। সবাই জানেন শুনেছেন রাজ্যের নির্বাচক মণ্ডলী। আমাদের অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন এইভাবে বলছেন আপনারা কি করবেন। পারবেন না কি, আপনারা যদি বলেন পারা যাবে, আর না পারলে পারা যাবে না। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এখন অবস্থাটা কি চরম হত তাদের মধ্যে। ক্যাম্প ভাঙ্গছে চলে আসছে, নিজেরা নিজেরা মারামারি করছে। এক পক্ষ আর এক পক্ষকে আক্রমণ করছে। এইগুলি বাংলাদেশের পত্রিকায় বেড়োচ্ছে এবং আরও পজিটিভ সাইন হচ্ছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিরা যারা এক সময় সন্দেহ পোষণ করতেন জিজ্ঞেস করতেন আমাদের আপনারা যে বলছেন এইগুলি সত্যটা কি, এখন তারা তাদের পত্রিকায় এইগুলি ছাপছে কি ইংলিশ ডেইলী, কি বাংলা ডেইলী তারা যদি বিশ্বাস না করত তাহলে কি কারণে ছাপতো।

কিছুদিন আগেও একজন সাংবাদিক আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন দিন ৬-৭ দিন আগে, তাদের পত্রিকায় এইগুলি ছাপা হচ্ছে। ভেরি রিসেন্টলি এখানে সম্ভবত এ. টি. টি. এফ-এর হেড কোয়ার্টারের মধ্যে আক্রমণ হয়েছে তার সংবাদ জনকণ্ঠ বা এই রকম পত্রিকার মধ্যে সংবাদ বেরিয়েছে। তা হলে তারা এইগুলি ছাপছেন এবং এইগুলির কাটিং আমরা পাচ্ছি। বা আমাদের দেশের বা আমাদের রাজ্যের পত্রিকার কাটিংও তারা সংগ্রহ করছেন, তা হলে এটা হচ্ছে আরেকটা পজেটিভ গুড সাইন। ওখানকার ইন্টেলিজেন্সি দে হেভ স্টার্টেড রিয়েলাইজ ইট। যে বিপদটা এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের বা ত্রিপুরা রাজ্যের বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিন্তু আলটিমেটলি দি কান্ উইল বি ট্রান টুয়ার্ডস্ আস। দে হেভ স্টার্টেড রিয়েলাইজ ছিল। এই যে পরিস্থিতির পরিমন্ডলটা এটাকে কাজে লাগানো দরকার। ভারত সরকারর কাছে আমরা আগেও বলেছি এবং সমস্ত তথ্য আমরা দিয়েছি। লেটেস্ট তথ্য আমরা তাদের কাছে পাঠিয়েছি এবং আমাদের কোন তথ্য নিয়ে তাদের কোন প্রশ্ন ছিল না। আর এখন তো এইগুলির প্রশ্ন আসেনা। কারণ আর্মি জেনারেল থেকে শুরু করে আমাদের এন. ই. সি.-র চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে ইষ্টার্ন কমান্ডের যিনি আর্মির লোক তার থেকে শুরু করে সবাই মিলে বলছেন। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আবার চাইছি আমাদের এই প্রস্তাবটা। একদিকে যেমন ভারত সরকারের দৃষ্টিতে আনা আবার চাইছি আমাদের এই প্রস্তাবটা একদিকে যেমন ভারত সরকারের দৃষ্টিতে আনা. আবার আমাদের এই প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কারণ এটাতো খুব দূর না আমাদের কালকে এখানকার পত্রিকায় যদি এটা ছাপা হয় তাদের পত্রিকা যেমন আমরা পাই ঠিক সেই রকম তারাও তো আমাদের পত্রিকা পায়। কাজেই যদিও আমরা লক্ষ্য করেছি এই ভূটানের ঘটনার পর আবার যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি যখন বলি বা কেউ কেউ যখন বলেন বাংলাদেশের দায়িত্বশীল একজন মন্ত্রীবর বলেছেন আমাদের এখানে কোন ক্যাম্প টেম্প নেই। তারা প্রথম থেকেই বলছেন। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, উনি তো না করছেন, আমি বললাম তো তারা না করছেন। তারা না করছেন আর আমরা বলছি আছে। তো এটার মীমাংসা কি করে হবে। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই সাংবাদিক বন্ধুরা তারা যখন জিজ্ঞাসা করেন তখন আমি হাসতে হাসতে বলছি যে এইগুলি তো এই মুহূর্তে অবান্তর প্রশ্ন। আমি বরং এইভাবে বলছি এই কথাগুলি বার বার বলাতে সন্দেহ আরো দানা বাধছে। দু'জন মন্ত্রী বাংলাদেশে যখন আমি ছিলাম, আমি তো কয়েক ঘণ্টার জন্য গিয়েছি তাদের সঙ্গে যখন কথা হয় তারা পরিস্কার ভাবে বলেছেন আপনারা বলছেন যে আমাদের এখানে ক্যাম্প আছে আর আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আমাদের এখানে ক্যাম্প নেই, দেখুন আমাদের বর্ডারের এই রকম এলাকা আছে যেখানে আমাদের প্রশাসন পৌঁছতে পারছে না, কোন জনপদ নেই থাকাটা অস্বাভাবিক না, আমাদের অগোচরে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমরা এদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছি এটা মনে করার কোন কারণ নেই। আমি বাংলাদেশে গিয়েছি বাস চালাবার ব্যাপারে কথা বলতে, এইগুলি কথা বলতে ভারত সরকার আমাকে পাঠায়নি। এটা বুঝতে হবে। আর আমি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীও না, যদি বলতে হয় এটা খাড়ুরী বলতে পারতেন। খাড়ুরি কিন্তু এইগুলি বলতে পারেন না। কিন্তু আমি যখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তর থেকে কথা বলে বের হই তখন কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যেটার কথা বীরজিৎবাবু বলছিলেন স্যান্দন পত্রিকা দেখিয়ে স্যান্দন তো নিজের মাধুরী মিশিয়ে লেখেছে, যেটা লিখলে পরে

বীরজিৎ বাবুদের আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে সুবিধা হবে, এটা কায়দা। টু গিভ হিম ট্রাম। কি বলেছি আমি বাংলাদেশে ক্যাম্প আছে, বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীদের বাংলাদেশ সরকার মদত দেয় কিনা এটা বলার দায়িত্ব ভারত সরকারের। কে বলেছে আমি বলিনি বাংলাদেশে ক্যাম্প নেই। ওখানে টি.ভি. ইন্টারভিউ নিয়েছে সেই দিন রাত্র সারে এগারটায় ইন্ডিয়ান টাইম আর বাংলাদেশ টাইম হচ্ছে বারটা। আধ ঘণ্টা না চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ মিনিট আমার ইংরাজিতে ইন্টারভিউ নিয়েছে ইফ এনি বডি হেজ গট এনি ডাউট দে মে কালেক্ট দিস্। দে মে কালেক্ট দিস্। আমরা প্রতারণার বা তঞ্চকতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমি আবার বলছি ভারতের হাই কমিশন থেকে আমার কাছে কাগজ এস্ছে আমার অফিসে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে একটা পত্রিকা আজকের কাগজ বাংলাদেশ ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছে না মানিক সরকার। এটা স্যান্দন না বাংলাদেশের পত্রিকা বলছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমার প্রশ্নটা কি ছিল, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এটা আপনাকে বুঝতে হবে। বাংলাদেশে আমি যা বলেছি আর বাংলাদেশের পত্রিকা তারা যেভাবে লেখছে, এটা ক্লিয়ার করতে হলে বাংলাদেশের যেতে হবে আমাকে। আমরা স্টেটের মধ্যেও কথা বলেছি। আমি তো বললাম আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করেছে, টি.ভি-তে কথা বললে পরে এটা মুছে ফেলা যায়না। আমি কিন্তু অন্য পত্রিকার কথা বলিনি। একটা পত্রিকার সাংবাদিক বলেছেন এবং তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন এর আগে।

আমি বললাম, আপনি আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বসে এই প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি বলেছি বাংলাদেশে কি ক্যাম্প আছে? বাংলাদেশ সরকার মদত দেয় কিনা ভারত সরকার বলবে, ক্যাম্প আছে আমরা তথ্য দিয়েছি, দিচ্ছিনা তো আমি এই কথা বলেনি। দিচ্ছে না দিচ্ছে এই কথাতে আমি কোনটাই বলেনি। ভারত সরকার বলবে এটা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কারণ ভারত সরকার তো আমাকে এই কথা বলার জন্য দায়িত্ব দেননি। এটা বুঝতে হবে। আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী না তার দপ্তরের কেউ না। কাজেই এইগুলোতে আপনার বলছেন। এইগুলো বলে মূল জিনিসটাকে মানুষের দৃষ্টি অন্য খানে ঘুরাবার চেষ্টা করছেন কেন যেমন মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই প্রশ্ন যখন উঠেছে বিধানসভায় আবার তুলেছেন আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কিন্তু এই স্টেটম্যান্ট করেছি তারপর আবার প্রশ্নটা আসল তার মানে কি, সেইম পয়েন্ট বিভ্রান্ত করার জন্য। আসল জায়গায় যাওয়া চেষ্টা করুন, কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এইগুলোতে আলোচনা করে মূল যে বিষয়টা সেখান থেকে দৃষ্টিটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়া ঠিক না। এখানে দেখা গেল রাজ্যের ভিতরে কোন ঘাটি আছে কিনা, রাজ্যের ভিতরে এদের কোন স্থায়ী ঘাটি নাই। কিন্তু রাজ্যের ভিতরে এসে আক্রমণ করতে গেলে পরে তাদেরকে কোন কোন জায়গায় তাদের টেম্পর্য়ারি হলেও তাদের একটা জায়গায় দাঁড়াতে হয়, মূল ঘাটিটা ঐখানেই এটা আমাদের বক্তব্য না, ঘাটি সন্ধান করার দায়িত্ব কার এখানে এক সময় আর্মি কাজ করত, এখন আর্মির মতই আসাম রাইফেল যদিও তাদেরকে আর্মি বলা হয় না, আন্ডার আর্মি কমান্ড দে স্যাভ বিন ওয়ার্কিং। বি.এস.এফ কাজ করছে সি. আর. পি. এফ কাজ করছে এবং পুলিশ আছে, পুলিশ সন্দেহ করছে আপনারা বলছেন তাদেরকে আমরা পলিটিক্যালাইজ করে ফেলেছি। আমি এই কারণে পুলিশের নামটা শেষে বললাম। এইগুলোতে সব সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এজেন্সি না। তারা আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন আমরা যা বলব তাই করব নাকি তা তো ঘটনা না। এস.এল.সি.সি-র মিটিং গত ৫ বছরের মধ্যে তিনবার গেছি এবং তাদের রিকোয়েষ্টে আমি কিন্তু যায় না ওখানে। তারা মিটিং করছেন, তারা আলোচনা করছেন, তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তারা বলছেন ফোর্স লেভেল ঠিক না, বাড়াতে হবে তারাই প্রস্তাব করে পাঠাচ্ছেন। কাজেই এই বিষয়গুলো বললে পরে মানুষের মধ্যে একটা অংশ বেশী মানুষ তো এখন বিশ্বাস করে এই সমস্ত কথাবার্তা বিভ্রান্তি মুক্ত না হলে পরে গত বিধানসভার নির্বাচনে এইভাবে আমরা জিততে পারতাম না এটা পরিস্কার। এখানে টেম্পর্য়ারি যে প্রশ্নটা আসছে এটা দেখবেন। আমাদের ৪র্থ লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট আসার পর প্রথম দেড় থেকে দুই বছরের যে অ্যাকশনগুলো হয়েছে মেকসিমাম সেইগুলো ডেমোলিষ্ট করা হয়েছে এবং সংখ্যা

আছে, আমাদের ডাইরেকশনই হচ্ছে এটা। বাংলাদেশে আমরা কিছু করতে পারি না, আমরা যেতে পারব না। কিন্তু আমাদের স্টেটের ভিতরে যদি কোথাও কোন টেম্পরয়্যারি এই রকম থাকে যেখানে তারা ২০ দিন, ১৫ দিন এবং ২৫ দিন এর জন্য ঘর বাড়ী করে থাকে সেইগুলো ডেমোলিস করতে হবে দে হেভ ডান ইট।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- ডেসট্রয় করেছেন, এই কথা বলেছেন আমরা কোন পত্রিকায় দেখিনি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এই বিধানসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বলেছি এবং আমি আপনাকে অনুরোধ করব প্রথম দিকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর সিটিভিশানটা যখন বিয়ন্ড আউরার রিচড হয়ে যায়, এই প্রশ্নগুলি যখন উঠেছে মর্ডানাইজেশন তারপরে ইনসেনটিভ এই ক্যাম্প আমি অনুরোধ করব আপনি রেকর্ড খুঁজে দেখুন টেপ বাজিয়ে দেখুন এই বিষয়গুলি আমরা বার বার উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলার অর্থ এই না তাদের এখনও এই ধরনের কোন টেম্পরয়্যারি কোন জায়গায় হাইট আউটস নেই। কারণ সব উগ্রপন্থীরাই বাংলাদেশে বসে আছে এটা মনে করার কারণ নেই তারা তো এখনও আছে। কাজেই যখন যে জায়গায় তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সেই জায়গায় মোভ করছে আমাদের লোকরা, সব জায়গাতে তো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং যেটা ডেভল্যাপমেন্ট আফটার দ্যা লাষ্ট অ্যাসেমব্লি ইলেকশান পজিটিভ রেলপন্স পাওয়া যাচ্ছে মানুষের কাছ থেকে। কারণ মানুষ বুঝে গেছে টাইম হেজ কাম এখন এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আর এদের ভয় পেলে চলবে না। এদের কাছ থেকে তো সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না এরা টেকস বসাচ্ছে, এরা মানুষকে তো সাহায্য করছে না। আর এরাই এই জায়গায় বলছে আমরা যে মানুষ ধরে খুন করে টাকা পাঠাচ্ছি আমাদের কি হচ্ছে? ওরা এখানে সুখে সংসার পেতেছে, ওরা বিয়ে সাদি করেছে, ইংরেজী মেডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছে, গাড়ী কিনছে, ব্যাংকে টাকা রাখছে, দেশ-বিদেশে ঘুরছে এবং ১, ২ টা করে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আসছে, ঐ সমস্ত মিটিং-এ মাঝে মাঝে আবার বিজয়বাবু ও যান, অন্যদের ডাকে তারা যায় না। উনারা লিখে দেয়, উনি গিয়ে তাদের বক্তৃতা পাঠ করেন এই তো চলছে। দে হ্যাভ স্টার্টেড রিয়েলাইজিং ইন অল দিস থিংস, দে আর কামিং বেক দে আর সারেন্ডোরিং, দে আর ডিসপেলিং অল দিস ডিটেইলস টু দিস পুলিশ। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে, যেহেতু প্রশ্নটা উঠেছে বলে আমি কথাগুলি বললাম। বীরজিৎ বাবু এখানে আর একটা প্রশ্ন এনেছেন রহিদ মিঞা তার নাম রহিত না রহিদ এটা নিয়ে এখনও কনফিউশান, রহিত অদ্ভুত কথা।

আমি যেটা বলছি পুলিশের কাছ থেকে যে রিপোর্ট দিয়েছে তারা এখনও রোহিত ই লেখে টি লেখে। পত্রিকায় উঠেছে রোহিদ।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- টি.এস.আর-এর হাবিলদার উনার নাম রোহিত না রোহিদ আফটার থ্রি মান্থস্।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- না ঠিক আছে, এটা একটা বড় সমস্যা না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলছেন যে বিজয়বাবু গিয়ে বক্তব্য রাখেন। এই যে ওয়ার্ক গ্রুপ অব ইন্‌ডিজিনেস্ প্রপার্টি এটা উগ্রপন্থীদের কোন প্লেটফর্ম না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এটা সি.আই-এর টাকায় চলে এটা পৃথিবীর মানুষ জানে। বাছাই করা পছন্দের লোক ডট ডট লোক সেখানে যায় আমি জানি। আমি বেশী জানি না কম জানি এটা সি.আই-এর টাকায় চলে এইগুলি ঘুরে ঘুরে তারা করার চেষ্টা করেন। যদি না জানেন তাহলে জেনে নিতে পারেন। ২য়ত প্রশ্ন হচ্ছে যেটা বলেছেন রোহিত মিঞা সে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। আপনি একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের নেতা কিসের ভিত্তিতে এই সমস্ত কথাগুলি বলছেন এবং যেদিন পত্রিকায় বেরিয়েছে তারপর দিন সাংবাদিকরা আমাকে জিজ্ঞেস করে সে দিন আমি বাইরে চল্লে যাচ্ছি আমি তো চ্যালেঞ্জ করে গেছি। বামফ্রন্ট প্রতিবাদ করেছে সেটা আলাদা কথা। আমি তো চ্যালেঞ্জ করে গেছি। কি করে বিশ্বাস করতে পারেন এটা। আজকেও এই কথা বলছেন আমি চ্যালেঞ্জ করেছি এটা। যদি কোন প্রমাণ করতে পারেন

তাহলে যা ব্যবস্থা আমার বিরুদ্ধে নেওয়া হবে আই এম রেডি টু ফেইস অল দিস থিংক্স আর যদি প্রমাণ না করতে পারেন আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- স্যার, উনি এই রকমভাবে বলছে উই ভিজিটেড্ দিস পয়েন্ট। আমরা সেখানে অনেক উঁচুতে গিয়েছি সেখানে টি.এস.আর. জওয়ানরা বলেছে যে মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে আই.জি শ্যানাল-এর নাম করে প্রায় সময় প্রত্যেক দিন গিয়ে টেলিফোন করত। ওরা বলেছে। প্রমাণের দায়িত্ব আমাদের স্কোপ কম, ইনভেসটিগেশান সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে। কি সিজ করেছেন এই জন্য একটা ব্যবস্থা করুন তাহলে একটা আলোচনা চলুক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে এখন বুঝা গেল বিরোধী দলনেতা যা বললেন ওখানকার সিপাহীরা কেহ কেহ বলেছেন। আচ্ছা এই কথাগুলোর ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যখন আপনারা পত্রিকায় দিলেন তখন কিন্তু বীরজিৎ বাবুর স্টেটম্যান্টটা এইরকম ছিল না। আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করব প্লীজ গো থ্রো হিস ফার্ষ্ট স্টেটমেন্ট উনি কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জ করেছি তখন যা কথা, এখন যা কথা দুটো দুই রকম হচ্ছে। আমি বলছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ কিছু বলে দিল ওখানকার লোক ক্যাম্পের সিপাহীরা কোন কথা বলে দিল আপনার রাজ্যের সঙ্গে যত বিরোধই থাকুক আমার যত বিরোধই থাকুক তার বিরুদ্ধে আমি বলছি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটা স্টেটমেন্ট দিল। রোহিত মিঞার ব্যাপারটাতো এমনি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপার না। আমরা তো তদন্তের কাজ হাতে নিয়েছি এটা তো দেখব। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে কথাগুলো বলছেন এতে কাদের হাত শক্ত হয়। এতে শক্ত হবে সন্ত্রাসবাদী যারা রোহিত মিঞা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাদের হাত কিন্তু শক্ত হবে। শুনুন এই রকম অভিযোগ কিন্তু আমাদের দেশের পত্র পত্রিকায় বেড়িয়েছে। আর্মির লোকও কিন্তু আমাদের এনিমির কাছে খবর পৌঁছে দেয়। তার জন্য গোটা আর্মি দুর্বল এটা মনে করার কারণ নেই। এক-দুইটা রোহিত মিঞার জন্য ত্রিপুরার পুলিশ, টি.এস.আর তারা সমস্ত শেষ হয়ে গেছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। আমি এই প্রসঙ্গে বেশী কথা বলতে চাইছি না। এটা আপনারা কোথায় শুনেছেন গভর্ণমেন্ট নির্দেশ দিয়েছে তাকে যেখানে পাবে গুলি করে মেরে দাও এটা কোথায় পেলেন। এই সমস্ত কেন বলছেন। আমরা বরং বি.এস.এফ -এর ডাইরেকটর জেনারেল যখন এসেছিলেন এখানে তাকেও আমরা অনুরোধ করেছি যে বর্ডারটা দিয়ে কি করে বেড়িয়ে যেতে পাড়ল। এটা অভিযোগ যে সে পেড়িয়ে গেছে। বি.এস.এফ কি করছে, বলছে না এটা আমরা টেক আপ করব এবং তিনি আই.জি. মিঃ ডানিয়েল তাকে আমার সামনে বলেছেন নেক্স্ট তোমাদের মিটিং আছে শিলং-এ সেই মিটিং-এ তাদেরকে বলতে হবে তার সমস্ত তথ্য দিয়ে পাঠাতে হবে নাম সহ সব কিছু এবং তাতে বাংলাদেশের বি.ডি.আরকে আমাদের কাউন্টার পার্টকে রিকোয়েষ্ট করতে হবে তাকে এরেষ্ট করে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। যাই হোক এই প্রসঙ্গ তুলে তো আমি আমাদের মূল প্রস্তাব ওখান থেকে আমাদের দৃষ্টি ডাইভার্ড করাটা ঠিক হবে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলব ইট ইজ গুড আর্মি বীরজিৎ বাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা এই যে বিষয়টি এই বিষয়টি সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করছেন না। নগেন্দ্রবাবু দ্বিমত পোষণ না করলেও বিষয়টি যেভাবে উপস্থিত করেছেন তাতে মনে হতে পারে যে তিনি প্রস্তাবটা সমর্থন করতে পারছেন কিনা। আমি আবারও বলছি অন্য আলোচনা না বাড়িয়ে স্বাভাবিক জীবনে যারা ফিরে আসতে চায় আমাদের সঙ্গে কথা বলেই হোক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেই হোক তারা যদি কথা বলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায় আমরা বাঁধার কারণ হব না। আমি আপনাদেরকেও অনুরোধ করব আপনারা উদ্যোগ নিন সেই উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি আমাদের তরফ থেকে কোন সাহায্যের প্রশ্ন থাকে প্লীজ ইউ কাম অন্। বলুন না আমরা কি করতে পারি এবং যা করব সেটা বলছি ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলে বলব আমরা আলাদা করে কোন স্টেপ নেব না। প্রথম থেকে এটা আমাদের পরিস্কার করে বলা।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কয়েকবার উল্লেখ করেছেন যে উনি বিরোধী দলের সদস্যদের রিকোয়েষ্ট করেন, আজকেও উনি বলেছেন আগেও তিনি আমাকে তিনবার বলেছেন। আমাদের তো

ডেজিগনেটেড হতে হবে। আমাদের কথা শুনাতে হবে এই স্কোপ তো আমাদের নেই। এখন আমি একজনকে ১০ বার বললাম সে আমাকে উত্তর দিল না উনি এখানে ওপেন করার চেষ্টা করছেন যে ডাইরেক্টলি এই সব আমরা ডিল করি। কিন্তু এটা খুব দুঃখের ব্যাপার, এটা যাতে উনার মনে না হয় যে আমরা ইচ্ছা করে করছি না উনি যাতে এটা মনে না করেন। আমাদের সদিচ্ছা আছে এবং আমরা সব দিক থেকে আমাদের যা বলার, জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা আছে। আমরা মেসেজ দিই দি টাইম অব্ পিস্। কাজেই উনি যে বার বার বলার চেষ্টা করলেন এবং হাউসকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে উনি আমাদেরকে বলার পরেও কিছু হয়নি তার মানে ডাইরেক্ট আমাদের বলছেন এটা তো ঠিক না। এতে ক্ষতি তো সবারই হচ্ছে।

এটা আপনি বলতে পারেন, কিন্তু এটা খুব হেলপ-লেস এবং ইট উইল ডিটরিয়েট, আমাদের রিলেশনটা। আমরা সবাই চেষ্টা করছি।

মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আপনি শুধু আমাদের কথা তা না, বিভিন্ন ফোর্সের লোকদের সঙ্গে কথা বার্তা হয় সেটা আমার জানা। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাকে এবং নগেনবাবুকে এক জায়গায় ব্রেকেট করছি না। আপনি আই.এন.পি.টি নগেনবাবু আর আপনি এক না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আই.এন.পি.টি. এখন আর নাই এখন এন.এস.পি.টি হয়ে গেছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- যাই হউক আমি সেই জায়গায় বলছি আমি অন্য কথা বলতে চাইছি না খুব ভাল আমরা বিধানসভায় সব মিলে আলোচনা করি যার যার রাজনীতি বক্তব্য আপনারা রাখার চেষ্টা করেছেন। আমার যেগুলো মনে হয় কিছু কিছু বলার দরকার তা না হলে মানুষের কাছে ভুল মেসেইজ যেতে পারে। সেগুলো বললাম এটা ভাল আমাদের প্রস্তাবটা যাবে আমরা ভারত সরকারের কাছে পাঠাব। আমরা আবার বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করব, আপনারা ভুলে যাবেন না বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনগুলো ভারত সরকার-এর ভূমিকা। আপনারা ভুলে যাওয়া ঠিক না বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিনগুলোতে পশ্চিম বাংলা এবং ত্রিপুরা মানুষের অবদান এবং বিশেষ করে ত্রিপুরার মানুষের অবদান। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিশ্চয় বাংলাদেশের মাটিতে ব্যবহার করে আমাদের বুক খালি করছে, মায়ের সিঁদুর মুছছে। আমাদের ছেলেদের রক্ত ঝরছে, আমাদের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে এটা কিন্তু কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। এটা আমাদের ত্রিপুরার জন্য বলছি না দেশের সফলতা সংহতির জন্য বলছি। বাংলাদেশের যারা বুদ্ধিজীবি মহল এবং যারা বিশ্বভাতৃত্বের বিশ্বাস করেন এবং তাদের মধ্যে এখনও গুড সেন্সে কাজ করে আমরা দেখেছি অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে তারা ভুলে যাননি ত্রিপুরার কথা, তারা ভুলে যাননি পশ্চিমবাংলার কথা তারা ভুলে যাননি ভারতবর্ষের কথা নিশ্চয় তারা ভূমিকা নেবেন। এই অশুভ প্রবনতা তার থেকে আমাদেরকে যেমন বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন এবং বাংলাদেশ এই অশুভ শক্তিকে মোকাবেলা করতে না পারলে যে কোন সময় বিপদের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ আই.এস.আই আছে এটাও তারা বুঝাবার চেষ্টা করছেন। আমি আশা করছি এটা নিশ্চয় তাদেরও সাহায্য করবে এবং ভারত সরকার এই বর্তমান পরিস্থিতি সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। ভারত সরকার-এর ভূমিকা নিয়েছেন আমাদের দেওয়া তথ্য ইত্যাদি নিয়ে আপনারা সরকারের সঙ্গে বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু রেসপন্সটা নেগেটিভ। এটা হওয়া উচিৎ না, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অনেক বক্তব্য দিয়েছে কিন্তু এখানে একটা জিনিস জানি না ইচ্ছাকৃত ভাবে এরিয়ে গেছেন কিনা, যে উনার সরকার বিশেষ করে যে একটি সার্কোলার দিয়েছেন এই প্রশ্নে...।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি বলছি এটা যে বিশেষ করে সার্কোলার ছিল এটা আমাদের সরকার

আসার প্রথম পার্টি এসছিল। তাতে তাদেরকে ওখান থেকে ট্রেন্সফার এর কথা বলা হয়েছিল এবং তাদেরকে ট্রেন্সফার করা হয়েছে। এবং তাদের দিকে নজর রাখা হয়েছে কারুর কারুর এই রকম সন্দেহ হচ্ছিল কাজেই পরবর্তী সময়ে সব ক্ষেত্রে ঠিক না এগুলো অমূলক এবং যদি তাদের মাধ্যমে কারুর সঙ্গে লিংক থাকে থাকত তাহলে এই সমস্ত স্টেন্ড-এর উপর বুঝতে পেরেছে গভর্ণমেন্ট উইল নট এলাউ আস টু প্রসিড ফারদার। কাজেই আপনি তো গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় এই বিষয়গুলো তুলেছেন।

আপনারা দেখেছি গত বিধানসভায় ঐ কথাগুলি তুলেছেন, শুধু তা না এই চীফ্ সেক্রেটারী যখন প্রমোশন্ পেয়ে বদলী হয়ে চলে গেলেন তখন স্টেট্‌ম্যান্ট করলেন দেখলাম, তাকে আমাদের ডিফেন্সে দেওয়া বিপদজ্জনক হয়ে যাবে। এখন দেখলাম ভারত সরকার বিবৃতি পাওয়ার পর তার চেয়ে আরও বড় দায়িত্ব দিলেন। এই ভদ্রলোক তো আমাদের রাজ্যে থাকার সময় আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। এটা কি ঠিক হয়েছে না কি।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যেটা, তার মানে ইন্ দ্যা মিন্ টাইম মোষ্ট প্রোবেবলী বোঝা গেল সার্কুলারটা দেওয়া হয়েছিল সঠিক নয় মানে তাদের সাথে উগ্রপন্থীদের কোন লিংক নেই। এই ব্যাপারটাও পরিস্কার হতে হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- যদি এইরকম কিছু থাকত তাহলে আমাদের কাছে কিছু আসত।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- তাহলে আমরা পরিস্কার হলাম দে হেভ্ নো লিংকড্ উইদ্ দি এক্সিটিমিষ্টস্।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন যে তাদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই বা রোহিত মিশ্রার সাথে কোন কথাবার্তা হয়নি। এটা একটা কিন্তু বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেখা গেল পরবর্তী সময় আপনারটা আপনি পরিস্কার করলেন হাউসে দাঁড়িয়ে আই.জি.স্যান্নাল সহ আর অনেকের নাম যুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা একটা উচ্চ ধরনের কোন ইন্‌কুয়েরী করা দরকার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- গোটা বিষয় নিয়ে আমরা ইনকুয়েরী করলাম উঁচু স্তরে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- উঁচু স্তরে বলতে।

শ্রীমানিক সরকার ঃ- উচু স্তরে বলতে পুলিশের যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে তার ভিত্তিতে করব।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ- এই ক্ষেত্রে আইদার সি.বি.আই. আর জুডিশিয়াল আমি বলছি না এটাই করতে হবে আমার মতে এটা নিয়ে বিতর্ক এখনো রয়েছে। এটা শ্লেট্ ক্লিয়ার হওয়ার জন্যই এই ধরনের এক দুটো আইদার সি.বি.আই তার জুডিশিয়াল হোয়াটয়েভার ইউ লাইক আমার মনে এই ধরনের একটা কিছু করা দরকার। সেকেন্ডলী একের বিরুদ্ধে অনেক দোষারুপ হয়েছে আমরা বলছি লিংক আছে এখান থেকে প্রস্তাব উঠেছিল। একচুয়েলী কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কি না, এই ব্যাপারেও একটা কমিশন হওয়া উচিৎ, এই ডিমান্ডটা আমরা আগে থেকে বলেছি। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা হলে ভাল। একজন সুপ্রিমকোর্টের জাজ্ দিয়ে ইনকুয়েরী করলে ভাল হবে এই দুটো ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ক্লেরিফিকেশান চাইছি দুটো যে এনকুয়েরীর কথা বললাম এবং উনি এটা বললে এবং হাইড্ আউট সম্পর্কে লিংক আছে এটা সম্পর্কে যোগাযোগ করলে মানে এটা সম্পর্কে চিহ্নিত করলে ভাল হয়। ইন ত্রিপুরা কিছু কিছু থাকবে না যে দাও না। এই ব্যাপারটার জন্য এক মিনিট দাঁড়িয়ে বললেই হলো।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে লাষ্ট পয়েন্ট দিয়ে বলছি আমি হাইড্ আউট্ যেগুলি টেমপোরারী আজকে এখানে আছে কালকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে যেমন খবর পাচ্ছে তেমন তেমন পুলিশ ফোর্স

চার্জ করছে এনকাউন্টার হচ্ছে। তারা পালিয়ে যাচ্ছে কাজেই এইগুলি পারমানেন্ট কোন ব্যাপার না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সেখানে কি এই নম্বরটা বাড়ছে কমছে কিন্তু এক সময় আমরা বলেছিলাম ৪২ তারপর বললাম ৫০ তারপর ৫১ তার পর এটা চলে আসছে ৪৭ লেটেস্ট যেটা আমার আছে সেটা হচ্ছে ৫০ এটা পারমানেন্টলী আপনাকে কেউ দিতে পারবে না। আর স্টেটের ভেতরে যেটা আছে এটা তো আমাদের অল সিকিউরিটি ফোর্সেস দে আর অন্ দিজ জব। সেকেন্ড্ প্রশ্নটা যেটা আসছে যে রোহিত মিঞ্জার ঘটনা ঐটা নিয়ে মানে সব ব্যাপার নিয়ে সি.বি.আই-তে যেতে হবে কেন জুডিশিয়ালী ইনকুয়েরীর পর আমরা দেখিনা ব্যাপারটা কেথায় যায়, আমরা দেখছি তো। আর কোন রাজনৈতিক দল এর সঙ্গে যুক্ত আছে কি না এটা জুডিশিয়াল ইনকুয়েরীর মধ্যে নিয়ে যেভাবে আপনারা চাইছেন আমরা সেইভাবে মনেই করছি না গত বিধানসভা নির্বাচনে দেখেছেন ত্রিপুরার মানুষ তাদের নিজের অভিজ্ঞতায় এইগুলি করে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানো যাবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক উৎথাপনটি আমার মনে হয় ভোটে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যেহেতু বিরোধীতা করে কেউ বক্তব্য রাখেননি। তথাপি আমি ভোটে দিচ্ছি, রেজলিউশানটি হলো - ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে ত্রিপুরা ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে সক্রিয় সন্ত্রতা বিচ্ছিন্নতা গামী সন্ত্রাসবাদীদের যে সকল ঘাটি বাংলাদেশে রয়েছে সেই ঘাটিগুলিকে অবিলম্বে বন্ধ করতে এবং ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদীদের ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে বাংলাদেশ সরকার যাতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার জন্য ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানান।

রেজলিউশানটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো। এই সভা আগামী ২৯শে ডিসেম্বর সোমবার ২০০৩ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE-A

Admitted Started Question NO : 9

Name of the Member : Sri Arun Kumar Chakma

Will the Minister-in-charge of the information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য পেচাঁরথল বৌদ্ধ মন্দিরটি রাজ্যের একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হয়,

২) যদি সত্য হয় তবে তা পর্যটকদের আকর্ষণীয় করার জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা কবে নাগাদ বাস্তবে রুপায়িত হবে?

৩) মাছমারা এলাকায় দেওয়ান বাড়ী গ্রামের পাশে যে একটি প্রাচীন গুহা আছে সে গুহাটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

১) হ্যাঁ, পেচাঁরথল বৌদ্ধ মন্দিরটি ত্রিপুরার একটি পর্যটন সার্কিটের পশ্চিম ত্রিপুরা - উত্তর ত্রিপুরা অন্তর্ভুক্ত।

২) এই পর্যটন কেন্দ্রটি উন্নয়নের ব্যাপারে এখনো পর্য্যন্ত কোন প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম উত্তর ত্রিপুরা পর্যটন সার্কিট উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে এবং সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো বিবেচনা করা হতে পারে।

৩) বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Started Question No-10

Name of M. L. A : Sri Rajeswar Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (Higher) be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বিশালগড় মহকুমায় একটি সাধারণ কলেজ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২) থাকিলে কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) বর্তমানে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই। রামঠাকুর সাধারণ ডিগ্রী কলেজটি বিশালগড় মহকুমায় অবস্থিত।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতা ও অর্থাভাব।

Admitted Started Question No-16

Name of M.L.A : Sri Jyotirmoy Nath .

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলাতে মেয়েদের পড়াশুনার সুবিধার্থে একটি গার্লস স্কুল স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে কি না,

২) যদি থাকে তাহলে এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং

৩) না থাকলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লক এলাকায় বর্তমানে ১২(বারো) টি হাই স্কুল এবং ৪ (চার) টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল রয়েছে। সেই স্কুলগুলিতে কদমতলা এলাকার ছাত্রীরা সহজেই লেখাপড়া করতে পারে। তাই কদমতলাতে একটি পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা এখনই নাই।

Admitted Started Question No-18

Name of M.L.A : Sri Rajeswar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (Higher) be pleased to State.

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বাইরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai প্রভৃতি Metro polition city -তে হোস্টেল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না,

২) থাকিলে কবে স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং
৩) না থাকিলে তার কারণ ?

১) বর্তমানে নেই।
২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩) অর্থাভাব।

Admitted Started Question No-21
Name of M.L.A : Sri Animesh Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (School Education) be pleased to State.

প্রশ্ন

1. Is it a fact that there is no sufficient teaching staff to run the School smoothly in Eshwar Sardar Para High School.
2. If so, what step is going to take by the Government for better education of the said school ?

1. Partially true.
2. Necessary steps are being taken for providing teachers at Eshwar Sardar Para High School by transfer from the schools where there are excess teachers and also through fresh recruitment when made.

Admitted Started Question No-24
Name of M.L.A : Sri Animesh Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

1. How many teachers are there in Balaram Korba H.S. School ? and
2. Is there a Head Master in the same school ?

1. There are 18 (eighteen) teachers at Balaram Korba H.S. School, Khowai.
2. At present there is no Head Master at Balaram Korba H.S. School, Khowai.

Admitted Started Question No-25
Name of M.L.A : Sri Rajeswar Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education (Higher) Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) T.T.A.A.D C সদর দপ্তর খুমলুঙে একটি জেনারেল কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,
২) থাকিলে কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং
৩) না থাকিলে তার কারণ- ?

উত্তর

১) সদর দপ্তর খুমলুঙে এ একটি জেনারেল কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই ।
২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩) পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব এবং আর্থিক অপ্রতুলতাহেতু বর্তমানে খুমুলুঙ -এ জেনারেল ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

Admitted Started Question No-31

Name of the Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Science, Technology & Environment Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) শব্দ দূষণ দূরীকরনে লক্ষ্মী পূজা ও কালী পূজার দিনে কি কি ব্যবস্থ নেওয়া হয়েছিল,
২) কত জনকে শব্দ দূষণ আইন লংঘনের জন্য arrest অথবা জরিমানা করা হয়েছে ?
৩) আজান এবং অহো রাত্র কীর্তন উপলক্ষে রাত দশটার পর মাইক ব্যবহার বন্ধ হয়েছে কি ?
৪) না হলে কারণ ?

উত্তর

১) শব্দ দূষণ দূরীকরণে লক্ষ্মী পূজার আগে থেকেই বিভিন্ন প্রকার নিষিদ্ধ বাজী ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। লক্ষ্মীপূজার রাতে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে লোকেদের রাস্তার উপর বাজী পোড়ানো থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে।
২) একজন পাইকারী বাজী বিক্রেতা গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে।
৩) অনেক ক্ষেত্রেই তা বন্ধ হয়েছে।
৪) এইক্ষেত্রে মানুষকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সচেতন করে শব্দ দূষণ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বহুলাংশে মানুষের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। রাত্র দশটার পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শব্দের প্রাবল্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Admitted Started Question No-32

Name of the Member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Science, Technology & Environment Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য - হাসপাতাল, শিক্ষালয়, সরকারি অফিস এবং গাড়ীতে ধূমপান কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২) সত্য হলে, এ পর্য্যন্ত এই অপরাধে কতজন দণ্ডিত হয়েছে ?
৩) না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।
২) এখন পর্য্যন্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এ ধরনের শাস্তির কোন খবর নেই।
৩) কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৩) "পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধূমপান বিরোধী আইন-১৯৫০" ত্রিপুরাতেও বলবৎ করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র দপ্তর আইন অমান্যকারীদের বিরূদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এ ধরনের শাস্তির কোন খবর এখনো পাওয়া যায়নি।

Admitted Started Question No-45
Name of M.L.A : Sri Jyotirmoy Nath
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নথীভুক্ত নিজস্ব জমির পরিমাণ কত এবং বর্তমানে কি পরিমাণ জমি বিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে,
২) ইহা কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ে জমি বে-দখল হয়ে আছে,
৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কারা এই জমি বে-দখল করে রেখেছে।
৪) এই বে-দখল জমি দখলমুক্ত করার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কবে নাগাদ এই জমি দখল মুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) সরকারী নথীপত্রে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালযেব নিজস্ব জমির পরিমাণ ৯.৫৭ একর। উক্ত জমি থেকে ১.০৫ একর জমি বিদ্যুৎ দপ্তরকে সাব-স্টেশন তৈরীর জন্য এবং ০.৩ একর জমি বি.ডি.ও কদমতলা ব্লককে কমিউনিটি হল তৈরী করার জন্য দেওয়ার পরও ৮.৪৯ একর জমি বর্তমানে বিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে।
২) সীমানা পুনঃ নির্ধারণ না হওয়া অবধি বলা সম্ভব নহে।
৩) সীমানা পুনঃ নির্ধারণ হওয়ার পরই বলা সম্ভব।
৪) সীমানা পুনঃ নির্ধারণের জন্য গত ২১-০৬-২০০১ইং এবং ১০-১০-২০০৩ইং তারিখে এস.ডি.এম. ধর্মনগরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Admitted Started Question No-140
Name of M.L.A : Sri Arun Kr. Chakma.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (Higher Education) be pleased to State.

প্রশ্ন

১) কাঞ্চনপুর মহকুমায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি,
২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) যদি না থাকে তার কারণ?

১) বর্তমানে নেই।
২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) আর্থিক অপ্রতুলতা ও পরিকাঠামোগত অভাব।

Admitted Started Question No-162
Name of M.L.A : Sri Prakash Ch. Das.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (School Education) be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে বিষয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদনকারীদের ইন্টারভিউ পর্ব কবে সমাপ্ত হয়েছে,
২) এখন পর্য্যন্ত নিয়োগ না করার কারণ কি, এবং
৩) কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে?

উত্তর

১) বিষয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদনকারীদের ইন্টারভিউ পর্ব গত সেপ্টেম্বর ২০০৩ ইং মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
২) নিয়োগ সম্পর্কিত আনুসঙ্গিক কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি।
৩) আনুসঙ্গিক সমস্ত কাজ সমাপ্ত হলেই নিয়োগ করা হবে।

Admitted Started Question No-169
Name of M.L.A : Sri Prakash Ch. Das.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (School Education) be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে গ্রেজুয়েট টিচারের শূন্যপদের সংখ্যা কত,
২) বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা যাতে ব্যহত না হয় সে জন্য শীঘ্রই শূন্য পদ সমূহে গ্রেজুয়েট টিচার নিয়োগ করা হবে কি না, এবং
৩) না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১০০০ টি গ্রেজুয়েট টিচারের পদ শূন্য আছে।
২ ও ৩) গ্রেজুয়েট টিচারের শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

Admitted Started Question No-173
Name of M.L.A : Shri Kajal Ch. Das
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Youth affairs & Sports Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করার মত যথেষ্ট পরিকাঠামো রাজ্যে রয়েছে কিনা, এবং

২) না থাকলে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,
২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Started Question No-187
Name of M. L. A Sri Padma Kr. Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (School) be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে কয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে ? এবং
২) খোয়াই আমপুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বছরে (২০০৩-০৪) ইং ১০ (দশ)টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করণের পরিকল্পনা রয়েছে।
২) বর্তমানে এরূপ কোন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আসেনি।

Admitted Started Question No-190
Name of M. L .A : Sri Padma Kr. Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (School) be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কয়টি বিদ্যালয়ে নতুন করে মা'ধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং
২) কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে এসব পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে ?

উত্তর

১) বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে মোট ২(দুই)টি নতুন মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে,
২) রাণীর বাজার উচ্চতর বিদ্যালয় এবং বড়পাথারী উচ্চতর বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Started Question No-202
Name of the Member . Sri Kajal Ch. Das
Will the Hon'ble Minister-in-Charge Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি বিধানে রাজ্য সরকার কি কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে,

২) রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পী এবং চলচিত্র নির্মাতাদের উৎসাহের প্রদানের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে , এবং

৩) চলচ্চিত্র নির্মানের জন্য তথা ইন্ডোর শুটিংয়ের জন্য স্টুডিও নির্মাণ করার বিষয়টি রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা ?

উত্তর

১) আপাতত নেই,

২) আপাতত নেওয়া হয়নি,

৩) হ্যাঁ,

ANNEXURE-B

Admitted Un-Started Question No-4

Name of M.L.A : Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের ১০-১২ টি শ্রেণীকক্ষ ক্লাস চালানোর পক্ষে অনুপযুক্ত এমনকি মেরামতেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে ?

২) সত্য হলে স্কুলটির জন্য নতুন গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) ইহা সত্য যে খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের কিছু শ্রেণী কক্ষের সংস্কার আবশ্যক।

২) আর্থিক অপ্রতুলতাহেতু বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নেই। তবে মেরামতের বিষয়টি আগামী অর্থবর্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-Started Question No-9

Name of Member : Sri Samir Deb Sarkar, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বর্তমান ২০০৩-২০০৪ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে কতটি হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা ছিলো এবং তন্মধ্যে কতটির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে,

২) খোয়াই মহকুমার গণকী হাইস্কুলটির জন্য নতুন বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

৩) না থাকিলে উক্ত স্কুলটির জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) বর্তমান ২০০৩-২০০৪ ইং অর্থবর্ষে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দপ্তর থেকে হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই।

২) খোয়াই মহকুমার গণকি হাইস্কুলের Upper Primary-র জন্য PMGY Scheme এ মোট ৭ লক্ষ টাকার ৫ কক্ষ বিশিষ্ট একটি পাকাবাড়ী নির্মাণের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

৩) ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

Admitted Un-Started Question No-49

Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education (Higher) Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত দপ্তরের মোট কত জন এবং কোন কোন দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে, এবং

২) উল্লেখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলি হয়েছে ?

উত্তর

১) উচ্চশিক্ষা অধিকারীদের দপ্তরের অধীনে ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ইং পর্যন্ত মোট ১৬ (ষোল) জন অফিসার ও কর্মচারী ট্রান্সফার হয়েছে। স্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

(ক)	অধ্যক্ষ	—	১ জন
(খ)	সহ-অধ্যাপক	—	৪ জন
(গ)	গ্রুপ-সি	—	২ জন
(ঘ)	গ্রুপ-ডি	—	৯ জন
			১৬ জন

উচ্চ অফিসার ও কর্মচারীদের ট্রান্সফার বাবদ কোন টি.এ বিল দেওয়া হয় নাই । উচ্চ অফিসার ও কর্মচারীদের ট্রান্সফারের টি.এ বিল বাবদ এখন পর্য্যন্ত কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই। তবে এ বাবদ মোট প্রায় ৪৯ হাজার টাকা খরচ হবে।

২) উল্লেখিত সময়কালে মোট ৩ (তি ন) জন স্বেচ্ছায় আবেদন করে বদলি হয়েছে। এর মধ্যে একজন অফিসার ও ২ জন গ্রুপ-ডি কর্ম্মচারী।

Admitted Un-Started Question No-50

Name of M.L.A : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "Youth Affairs & Sports" Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত Sports & Youth affairs দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে দপ্তরের কত ব্যয় হয়েছে, এবং

২) উল্লেখিত সময়কালে ২ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফার করার আবেদন করে বদলি হয়েছেন ?

উত্তর

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত যুব বিধায়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মোট ২৭ জনকে বদলি করা হয়েছে, শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ক্যাটাগরী	নিজ প্রয়োজনে	জনস্বার্থে
গ্রুপ - 'এ'	—	২ জন
গ্রুপ - 'বি' (গেজেটেড)	৩ জন	২ জন
গ্রুপ - 'সি'	—	২০ জন
	৩ জন	২৪ জন

এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে এই দপ্তরের এখন পর্য্যন্ত কোন টাকা ব্যায় হয়নি।

২) উল্লেখিত সময়কালে ৩ (তি ন) জন গ্রুপ-বি গেজেটেড অফিসার স্বেচ্ছায় আবেদন করে বদলি হয়েছেন।

Admitted Un-Started Question No-52
Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত স্কুল এডুকেশন দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যায় হয়েছে,

২) উল্লেখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলি হয়েছেন?

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মোট ৯৭৬ (নয়শত ছিয়াত্তর) জন কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। স্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ এবং এর ফলে টি.এ বিল বাবদ মোট ৮০.২১৭ (আশি হাজার দুইশত সতের) টাকা খরচ হয়েছে। স্তর ভিত্তিক হিসাব।

গ্রুপ-এ	গ্রুপ-বি	গ্রুপ-সি	গ্রুপ-ডি
৩ জন	২৬ জন	৯১৯ জন	২৮ জন

২) উল্লেখিত সময়ের মধ্যে মোট ১২২ (একশত বাইশ) জন স্বেচ্ছায় আবেদন মূলে ট্রান্সফার হয়েছেন। এর মধ্যে অফিসার ১২ জন ও অন্যান্য কর্মচারী ১১০ জন।

Admitted Un-Started Question No-53
Name of Member : Sri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Science, Technology & Environment Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Science, Technology & Environment দপ্তরে মোট কত জন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যায় হয়েছে।

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফার করার আবেদন করে বদলি হয়েছেন ?

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Science, Technology & Environment দপ্তরে কোন স্তরের অফিসার ও কর্বচারীকে ট্রান্সফার করা হয় নাই এবং এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে দপ্তরের কোন টাকা ব্যায় হয় নাই।

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের কোন অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে এক জন ও স্বেচ্ছায় ট্রান্সফার করার আবেদন করে বদলি হননি ?

Admitted Un-Started Question No-54

Name of Member : Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge information cultural afairs and tourism department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত আই.সি.এ. টি দপ্তরে মোটকত জন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলি হয়েছেন ?

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত আই. সি. এ. টি. দপ্তরের মোট ২২ জন কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে । তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

দ্বিতীয় শ্রেণী	—	৩ জন
তৃতীয় শ্রেণী	—	১০ জন
চতুর্থ শ্রেণী	—	৯ জন

এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের মোট ২১,৬৭৯ টাকা খরচ হয়েছে।

২) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত মোট ১৬ জন কর্মচারীকে স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদনের মূলে বদলী করা হয়েছে। এর মধ্যে ১(এক) জন অফিসার ও ১৫(পনের) জন অন্যান্য কর্মচারী রয়েছে।

Admitted Un-Started Question No-63

Name of Member : Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Minorities Welfare Dept. be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের চাকুরী প্রার্থীদের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা শিথিল করা হবে কিনা,

২) করা হলে কবে থেকে কার্যকর করা হবে এবং করা না হলে এর কারণ কি ?

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে চাকুরীর ক্ষেত্রে ও.বি.সি সম্প্রদায়ের জন্য কোন সংরক্ষণ নেই। সে হেতু চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা শিথিল করার প্রশ্ন উঠে না।

২) প্রশ্ন উঠে না। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে তফঃ জাতির ১৬ শতাংশ, তফঃ উপজাতির ৩১ শতাংশ এবং একস্ সার্ভিস ম্যান এর জন্য ৩ শতাংশ রিজার্ভেশন হওয়ায় মোট ৫০ শতাংশ যা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে এর বেশি অতিক্রম করা সম্ভব নয়। যার ফলে চাকুরীর ক্ষেত্রে রাজ্যে ও.বি.সিদের জন্য কোন সংরক্ষণ রাখা সম্ভব হয়নি এবং বয়সের উর্ধ্বসীমা শিথিল করার প্রশ্ন আসেনি।

Admitted Un-Started Question No-67
Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department (schdol) to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ''শিক্ষক নিয়োগ কমিশন'' গঠন করা হবে কিনা,

২) না করা হলে এর কারণ কি ?

১) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২) অর্থাভাব এবং এই মুহূর্তে এর বিশেষ প্রয়োজন নেই বলে।

Admitted Un-Started Question No-74
Name of Member : Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Minorities Welfare Dept. be pleased to state.

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Welfare of SC, OBC & Minorities দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে,

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন ?

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত ওয়েলফেয়ার অব্ এস. সি, ও. বি. সি. এবং মাইনোরিটি দপ্তর থেকে মোট ১ জন টি.সি.এস ও ৫ জন গ্রুপ - 'সি' কর্মচারীর বদলী হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে মোট ৬,৯১০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

২) উল্লিখিত সময়কালে এই দপ্তরের মাত্র ১ জন গ্রুপ - 'সি' কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 83
Name of Member : Sri Ratan Lal Nath,
Will the Honable Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Social Welfare & Social Education দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যায় হয়েছে,

২) উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছে?

১) গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Social Welfare & Social Education দপ্তরের মোট ৫৯ (উনষাট) জন অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এর মধ্যে ঃ-

ক) ৩ (তিন) জন গ্রুপ 'বি'

খ) ১৩ জন গ্রুপ 'সি' গেজেটেড

গ) ৩১ (একত্রিশ) জন গ্রুপ 'সি'

ঘ) ১২ (বার) জন গ্রুপ ডি কর্মচারী ট্রান্সফার হয়েছেন।

আনুমানিক ৮৫ হাজার টাকা এই ব্যপারে ব্যয়িত হবে।

২) উল্লিখিত সময়কালে Social Welfare & Social Education দপ্তরের মোট বদলিকৃত ৫৯ (উনষাট) জনের মধ্যে ২১ (একুশ) জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন। এর মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ) জন গ্রুপ 'সি' কর্মচারী এবং ৭ (সাত) জন গ্রুপ 'ডি' কর্মচারী।

Admitted Un-Starred Question No. 86
Name of Member : Sri Ratan Lal Nath,
Will the Honable Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবর্ষে জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প সুসংহত শিশু উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প এবং কিশোরী শক্তি যোজনা প্রকল্পে মোট কত পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

১) এক নং প্রশ্নের ক) প্রথম ভাগ তথা জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প রাজ্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট নহে।

খ) সু-সংহত শিশু উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পে মোট ১,৩৩,৪০৯ জন শিশু ও ১৭,৪০০ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা উপকৃত হয়েছেন।

গ) এবং কিশোরী শক্তি যোজনা প্রকল্পে মোট ২৪০০ জন কিশোরী উপকৃত হয়েছেন। উল্লেখ থাকে যে এই প্রকল্পে সমূহ পরিবার ভিত্তিক রূপায়িত হয় না।

সু-সংহত শিশু উন্নয়ন সহায়তা সেবা প্রকল্প ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম	শিশু ৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্য্যন্ত	গর্ভবতী মা ও প্রসুতি মা
	পশ্চিম জেলা	
১) খোয়াই	২৩০৪	৩০৪
২) পদ্মবিল	১৪১৫	২০৮
৩) কল্যাণ পুর	১৪৫০	২১৯
৪) তুলাশিখর	৩৫২৫	৩২৩
৫) তেলিয়ামুড়া	৩১২০	৩৯০
৬) জিরানীয়া	৫০৬৯	৪৯৫
৭) মান্দাই	৩০০৩	৩৪৬
৮) মোহনপুর	৩৫৬৭	৪৯২
৯) হেজামারা	২৪২২	২৫০
১০) ডুকলি	৪৭২৩	৫৮৭
১১) জম্পুইজলা টাকারজলা	৫১১৪	৪১৪
১২) বিশালগড়	৪০২৫	৪০৪
১৩) মেলাঘর	৫৩৪৪	২৯৩
১৪) কাঠালিয়া	২৭০৮	২৯৩
১৫) বক্সনগর	১৬৬৯	২১০
১৬) আগরতলা	৭৬৯	১১২
মোট ঃ-	**৫০.২২৭**	**৫.৩০৪**
	উত্তর জেলা	
১) কদমতলা	২১০১	৩৪৫
২) পানিসাগর	২৮৪৫	৩৮৭
৩) কাঞ্চনপুর	৪২২৭	৮৮৭
৪) জম্পুই হিল	৬৯৬	১১০
৫) পেচারথল	১৪৮১	৩৮৬
৬) কুমারঘাট	২৫৭৪	৩৪৩
৭) গৌরনগর	৭২৯২	১০০৬
৮) দামছড়া	১৫৯৭	২৯৫
মোট ঃ-	**২৬,৮১৫**	**৩৭৫৯**
	ধলাই জেলা	
১) ছামনু	৩৭০৮	৬২৯
২) মনু	৪৫২৫	৮১৮
৩) আমবাসা	৩৪৮৮	৬৬৩
৪) সালেমা	৬৭০৬	৮৮০

৫) ডম্বুর	ব্লক	৬৯৩৯	২২৪
মোট ঃ-		**২২,৩৬৬**	**৩২১৮**

দক্ষিণ জেলা

১) মাগবাড়ী	২৭২৮	৫৩১
২) কিল্লা	২৭৬৫	৩৪৬
৩) কাকরাবন	১৮৯৬	৪২৬
৪) অমরপুর এবং অম্পি	৪১২৫	৬১৫
৫) করবুক	২৬৭০	৪৭০
৬) বগাফা	৪২১০	৬৭০
৭) রাজনগর	৩০৩৫	৩৭৯
৮) ঋষ্যমুখ	৩৭৮৫	৩৫২
৯) সাতচান্দ	৫৩২০	৭৪৭
১০) রূপাইছড়ি	৩৪৬৭	৫৪৩
মোট ঃ-	৩৪,০০১	৫১১৯

কিশোরী শক্তি যোজনা ১৬ টি ব্লকের নামগুলি নিম্নে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম	উপকৃেতের সংখ্যা
১) ছামনু	১৫০ জন
২) পানিসাগর	১৫০ জন
৩) কাঞ্চনপুর	১৫০ জন
৪) সালেমা	১৫০ জন
৫) কুমারঘাট	১৫০ জন
৬) ডম্বুরনগর	১৫০ জন
৭) রাজনগর	১৫০ জন
৮) সাতচান্দ	১৫০ জন
৯) মাতাবাড়ী	১৫০ জন
১০) বগাফা	১৫০ জন
১১) অমরপুর	১৫০ জন
১২) তেলিয়ামুড়া	১৫০ জন
১৩) খোয়াই	১৫০ জন
১৪) টাকারজলা জম্পুইজলা	১৫০ জন
১৫) জিরানীয়া	১৫০ জন
১৬) মনু	১৫০ জন
মোট ঃ-	**২৪০০ জন**

প্রশ্ন

২) এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য মোট কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছে (প্রকল্প ভিত্তিক ও ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

ক) প্রথম ভাগ তথা মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট নহে।

খ) সুসংহত শিশু উন্নয়ন সহায়তা সেবা প্রকল্পের জন্য গত ২০০২-২০০৩ অর্থবর্ষে মোট ১০,৬৩,৯৩,০০০/- টাকা ব্যায়িত হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব আলাদা ভাবে দেওয়া হল।

গ) কিশোরী শক্তি যোজনা প্রকল্পের জন্য গত ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবর্ষে মোট ১৭,৬০,০০০/- টাকা ব্যায়িত হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

কিশোরী শক্তি যোজনা

	ব্লকের নাম	টাকা
১)	পানিসাগর	১,১০,০০০/-
২)	কুমারঘাট	১,১০,০০০/-
৩)	ছামনু	১,১০,০০০/-
৪)	মনুঘাট	১,১০,০০০/-
৫)	সালেমা	১,১০,০০০/-
৬)	ডম্বুরনগর	১,১০,০০০/-
৭)	কাঞ্চনপুর	১,১০,০০০/-
৮)	রাজনগর	১,১০,০০০/-
৯)	সাতচান্দ	১,১০,০০০/-
১০)	মাতাবাড়ী	১,১০,০০০/-
১১)	বগাফা	১,১০,০০০/-
১২)	অমরপুর	১,১০,০০০/-
১৩)	তেলিয়ামুড়া	১,১০,০০০/-
১৪)	খোয়াই	১,১০,০০০/-
১৫)	জম্পুইজলা ও টাকারজলা	১,১০,০০০/-
১৬)	জিরানীয়া	১,১০,০০০/-
	মোট ঃ-	**১৭,৬০,০০০/-**

সুসংহত শিশু উন্নয়ন সহায়তা সেবা প্রকল্পের ব্লক ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব (২০০২-২০০৩ ইং)

	ব্লকের নাম	টাকা
১)	কদমতলা	২৫,৭৫,০০০/-
২)	পানিসাগর	১৫,২৩,০০০/-
৩)	দামছড়া	১১,৭৫,০০০/-
৪)	পেচারথল	৩১,৩২,০০০/-

	ব্লকের নাম	টাকা
৫)	দশদা-কাঞ্চনপুর	৩০,২৮,০০০/-
৬)	জম্পুইহিল	৯,২৮,০০০/-
৭)	কুমারঘাট	২৩,৮৫,০০০/-
৮)	গৌরনগর	২২,৬৭,০০০/-
৯)	মনুঘাট	৩৮,৫০,০০০/-
১০)	ছামনু	২৩,৪০,০০০/-
১১)	আমবাসা	১৮,০২,০০০/-
১২)	ডম্বুরনগর	২৮,০৩,০০০/-
১৩)	সালেমা	২৫,২৬,০০০/-
১৪)	তেলিয়ামুড়া ও মোঙ্গিয়াকামী	২৩,৬২,০০০/-
১৫)	তুলাশিখর	২৫,০০,০০০/-
১৬)	কল্যাণপুর	১৪,৯০,০০০/-
১৭)	খোয়াই	২৩,৯২,০০০/-
১৮)	পদ্মবিল	১১,৯৪,০০০/-
১৯)	হেজামারা	১৫,২৯,০০০/-
২০)	মোহনপুর	৩৫,৫৬,০০০/-
২১)	জিরানীয়া	৩৭,৮২,০০০/-
২২)	মান্দাই	২৭,০৪,০০০/-
২৩)	জম্পুইজলা ও টাকারজলা	৩১,৮৭,০০০/-
২৪)	ডুকলি	৩৪,৬০,০০০/-
২৫)	বিশালগড়	৪৪,৪১,০০০/-
২৬)	মেলাঘর	২৮,০১,০০০/-
২৭)	কাঠালিয়া	১৪,০৬,০০০/-
২৮)	বক্সনগর	১৪,৯৭,০০০/-
২৯)	কিল্লা	১৭,২১,০০০/-
৩০)	মাতাবাড়ী	৩৩,৩১,০০০/-
৩১)	কাকড়াবন	১৭,৭১,০০০/-
৩২)	অমরপুর ও অম্পি	২৮,২৪,০০০/-
৩৩)	করবুক	২০,৩৭,০০০/-
৩৪)	বগাফা	৩৫,৯৮,০০০/-
৩৫)	রাজনগর	২৭,১৮,০০০/-
৩৬)	ঋষ্যমুখ	১৯,৮০,০০০/-
৩৭)	রূপাইছড়ি	২৫,৭২,০০০/-
৩৮)	সাতচাঁদ	৩৫,৬২,০০০/-

	ব্লকের নাম	টাকা
৩৯)	আগরতলা আর্বন	৩২,৮৫,০০০/-
৪০)	জেলা অফিস	১৬,৬২,০০০/-
৪১)	অধিকর্তার অফিস	৬০,২২,০০০/-
৪২)	কাকড়াবন ট্রেনিং সেন্টার	৪,৭১,০০০/-
	সর্বমোট ঃ-	১০,৬৩,৯৩,০০০/-

Admitted Un-starred Question No. 92

Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) মনু বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আইলমারা হাইস্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যা কত;

২) উক্ত হাইস্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি না করার কারণ কি; এবং

৩) উক্ত হাইস্কুলে শীঘ্রই শিক্ষক শিক্ষিকা বৃদ্ধি করা হবে কি না ?

উত্তর

১) মনু বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আইলমারা হাইস্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

ছাত্র ছাত্রী	*শিক্ষক শিক্ষিকা*
২১৮ + ৯৩৪ = মোট ৩৫২ জন	১৩ + ২ = মোট ১৫ জন

২) ছাত্রছাত্রীর সমানুপাতে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কম নহে। সুতরাং এই মুহূর্তে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই।

৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 93

Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) সাব্রুম মহকুমার ঘোড়াকাপ্পা হাইস্কুল থেকে ২০০২ এবং ২০০৩ ইং শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কতজন করে পরিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিল এবং তাদের মধ্যে কতজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে;

২) উক্ত স্কুলে আরও কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন এবং বর্তমানে কতজন আছেন ; এবং

৩) উক্ত স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করার জন্য দপ্তর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

১) সাব্রুম মহকুমার ঘোড়াকাপ্পা হাইস্কুল থেকে ২০০২ ইং শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮ জন পরিক্ষার্থী এবং ২০০৩ ইং শিক্ষাবর্ষে ১৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনও উত্তীর্ণ হয় নাই।

২) উক্তস্কুলে মোট ১১ জন শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন। বর্তমানে ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন।
৩) যে সকল বিদ্যালয়ে বেশী সংখ্যক শিক্ষক রয়েছে সে সকল বিদ্যালয় হইতে বদলি করে ঘোড়াকাপ্পা স্কুলে শিক্ষক পোস্টিং দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-starred Question No. 99
Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য শিক্ষা কমিশন বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের পূর্বেই চাকুরী প্রার্থী বেকারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছে ; এবং
২) সত্য হলে এই ব্যপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখন পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১) সত্য নহে।
২) ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 100
Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the School Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে National Council of Teacher Education (NCTE) দেশব্যপী শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষে দেশের অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের মত ত্রিপুরা সরকারকেও প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছে, এবং
২) সত্য হলে উক্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।
২) বিষয়টি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।

Admitted Un-starred Question No. 101
Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to State.

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা রাজ্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে শিক্ষক

নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বেকারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা ; এবং
২) অগ্রাধিকার দেওয়া না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা রাজ্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকারদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।
২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 111
Name of M.L.A : Sri Jyotirmay Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বর্তমানে কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন (নাম সহ হিসাব) এবং এর মধ্যে কতজন বিষয় শিক্ষক রয়েছেন,
২) ইহা কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ে কোন সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই,
৩) না থাকলে এর কারণ কি, এবং
৪) কবে নাগাদ সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৪০(চল্লিশ) জন। এর মধ্যে বিষয় শিক্ষকের সংখ্যা ২০ (কুড়ি) জন। শিক্ষক শিক্ষিকাদের নামের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।
২) কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বর্তমানে কোন সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই। তবে, প্রধান শিক্ষক রয়েছেন।
৩) বর্তমানে রাজ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যার তুলনায় সমান সংখ্যক সহকারী প্রধান শিক্ষকের সৃষ্ট পদ না থাকায় সমস্ত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইহা ব্যতিত প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের অপ্রতুলতাহেতু, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক অথবা সহকারী প্রধান শিক্ষক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু কদমতলা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক রয়েছেন, এই মূহুর্তে এই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক দেওয়া সম্ভব নহে।
৪) ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

LIST OF THE TEACHERS OF KADAMTALA H.S. SCHOOL. DHARMANAGAR

1) Sri Subrata Deb, A/T, (Ben, Hons).
2) Sri Shyamal Paul, A/T, M.Sc (Zoo)
3) Sri Bijoy Debroy, A/T, M.A. (Eng)
4) Sri Uttam Kumar Paul, A/T, M.A (Eco)
5) Sri Nagendra Ch. Nath, A/T, B.Com. (Hons)
6) Sri Mati Ranja Namasudra, A/T, B.A (Pol. Sc. Hons)
7) Sri Ranadhir Bhattacharjee, A/T, B.Sc (Math Hons)
8) Md. Abdul Sattar, A/T, B.Com (Hons)

9) Sri Gautam Sukla Baidya, A/T, M.Com
10) Sri Subhasis Gupta, PGT, M.A (Eng)
11) Md. Mukabbir Ali, PGT, M.Com
12) Md. Safiqur Rahman, PGT, M.A. (Phil)
13) Sri Kiran Sankar Paul, PGT, M.Sc. (Bot)
14) Sri Ranjait Goswami, PGT, M.Com
15) Md. Rafique Uddin, PGT, M.Sc (Math)
16) Sri Rajib Biswas, PGT, M.SC (Chem)
17) Sri Bishnu Datta, PGT, B.Sc (Phiciology Hons)
18) Sri Pratap Ch. Trivedi, A/T, B.Sc
19) Sri. Prasanta Kumar Choudhury, A/T, B.Sc, (Bio)
20) Sri Prasanta Roy, A/T, B.Sc, (Pure)
21) Sri Sudhangshu Debnath, A/T, B.A
22) Smt. Sandhya Debnath, A/T, B.Sc, (Pure)
23) Smt. Reba Sinha, A/T, B.Sc. (Pure)
24) Smt. Jayanti Rani Nath, A/T, B.A
25) Smt. Archana Bhattacharjee, A/T, B.A
26) Sri Haran Ch. Sen, A/T, B.Sc, (Pure)
27) Sri Jaydeep Chakraborty, A/T, B.Com
28) Sri Niranjan Nath, A/T, B.A
29) Md. Abdul Basar, A/T, B.A
30) Sri Bijan Bihari Acharjee, A/T, B.A
31) Sri Himnasu Mohanta, C/T
32) Md. Matahir Ali, C/T
33) Sri Jyotirmoy Goswami, A/T
34) Md. Abdul Sahid, A/T, B.A
35) Md. Abdul Sabur, A/T
36) Smt. Sefali Das, A/T, B.A
37) Sri Dhirendra Ch. Nath, A/T, B.Sc (Phy. Hons)
38) Sri Mrinal Kanti Goswami, A/T, B.Sc, (Chem Hons)
39) Smt. Sabita Das, A/T, B.A (Pol. Hons)
40) Sri Ramapada Das, C/T, (San) M.A, B.Ed.

Admitted Un-starred Question No. 112

Name of M.L.A : Sri Jyotirmay Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ও.বি.সি, এস.টি এবং এস.সি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবছর সময়মত স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে না,

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ কি এবং তাদেরকে সময়মত স্টাইপেণ্ড দেওয়ার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং

৩) গত আর্থিক বছরে ২০০২-০৩ ইং কত জন ও.বি.সি, এস.টি এবং এস.সি ছাত্রছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে,

উত্তর

১) ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ও.বি.সি, এস.টি এবং এস.সি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবছর সময়মত স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ও.বি.সি ছাত্রছাত্রীদের বিগত তিনটি আর্থিক বছরের পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ বর্তমান আর্থিক ২০০৩-০৪ ইং বৎসরে একত্রে দেওয়া হয়েছে।

২) ও.বি.সি দের জন্য পোস্ট মেট্রিক স্টাইপেণ্ড কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক টাকা রাজ্যের এস.সি, ও.বি.সি দপ্তর ও.বি.সি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকে দেওয়ার পর তা ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করা হয় বিগত তিনটি আর্থিক বছর (২০০০-২০০১, ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩ ইং) পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও.বি.সি পোস্ট মেট্রিক ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড ফাণ্ড না দেওয়ার জন্য ও.বি.সি পোস্ট মেট্রিক ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে ব্যাপারটি নিয়ে যোগাযোগ করার ফলে বর্তমানে আর্থিক বছর ২০০৩-২০০৪ ইং এ কেন্দ্রীয় সরকার বিগত তিনটি আর্থিক বছরের ফাণ্ড একত্রে দেওয়ার সাথেসাথেই ও.বি.সি পোস্ট মেট্রিক ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

৩) গত আর্থিক বছর ২০০২-০৩ ইং ও.বি.সি ২৫৬ জন, এস.টি ০২৯ জন, এস.সি ৩৭১ জন ছাত্রছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-starred Question No. 122

Name of Member : Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Minorties Welfare Dept. be pleased to state.

প্রশ্ন

১) এস. সি. ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন থেকে ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০৩ ইং ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লক এলাকার কি কি প্রকল্পে কতজনকে আর্থিক ঋণ দেওয়া হয়েছে ; এবং

২) মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ কত ও ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা কি ?

উত্তর

১) ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০৩ ইং ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লক এলাকায় এস. সি ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন থেকে ২৬ (ছাব্বিশ টি) প্রকল্পে মোট ১৬২ (একশ বাষট্টি) জনকে আর্থিক ঋণ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হল।

	প্রকল্পের নাম	সংখ্যা
১)	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১১ টা
২)	ডেকোরেটর	১৫ টা
৩)	জুতো তৈরীর ব্যবসা	৭ টা
৪)	শুকনো মাছের ব্যবসা	২১ টা
৫)	স্টেশনারী	১১ টা

৬)	বিউটি পার্লার	১ টা
৭)	মাছ চাষ	১৭ টা
৮)	মুদির দোকান	২৩ টা
৯)	হোটেল	২ টা
১০)	ছাগল পালন	৩ টা
১১)	গাভী পালন	৭ টা
১২)	পানের বর	১ টা
১৩)	কাঁচা মাছের ব্যবসা	৩ টা
১৪)	লণ্ড্রী	২ টা
১৫)	সিমেন্ট গ্রীল	৩ টা
১৬)	ট্রেইলারিং	৩ টা
১৭)	ব্রয়লার	৯ টা
১৮)	পাওয়ার টিলার	৪ টা
১৯)	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১ টা
২০)	জীপ	৩ টা
২১)	অটো	৬ টা
২২)	হাঁস	৩ টা
২৩)	পেপার স্টেশনারী	২ টা
২৪)	রাইসমিল	১ টা
২৫)	শুকর পালন	২ টা
২৬)	হার্ডওয়ার	১ টা

২) মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ মোট ১,৩১,৭৪,৯৭৪/- (এক কোটি একত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শ চুয়াত্তর) টাকা এবং ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১)	শ্রী উত্তম কুমার দাস পিতা ঃ- শুধাংশু দাস গ্রাম ঃ- জামিরঘাট, পোঃ কামালঘাট	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০,০০
২)	শ্রী সুজিৎ দাস পিতা ঃ- নিতাই দাস গ্রাম ঃ- কৃষ্ণনগর, পোঃ কলকলিয়া	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
৩)	শ্রীমতি সুপর্ণা সরকার পিতা ঃ- সুনীল সরকার গ্রামঃ- রাধানগর, পোঃ মোহনপুর	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
৪)	শ্রী চন্দন রবিদাস পিতা ঃ- রবিদাস গ্রাম ঃ- পূর্ব নারায়ণপুর, পোঃ এয়ারপোর্ট	জুতো তৈরীর ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
৫)	শ্রীমতি সু প্রভা দাস পিতা ঃ- সন্তোষ বিশ্বাস গ্রাম ঃ- শান্তিপাড়া, পোঃ কামালঘাট	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
৬)	শ্রী বাবুল দাস পিতা ঃ- শ্রীমস কুমার দাস গ্রাম ঃ- তুফানিয়া লুঙ্গা, পোঃ তেবা রিয়া	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
৭)	শ্রীমতি কাজল রাণী দাস স্বামী ঃ- প্রদীপ দাস গ্রাম ঃ- ইন্দ্রনগর,	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
৮)	শ্রী নির্মল দাস পিতা ঃ- বিনোদ বিহারী দাস গ্রাম ঃ- জামিরঘাট , পোঃ কামালঘাট	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
৯)	শ্রীমতি অঞ্জনা দাস স্বামী ঃ- শংকর দাস গ্রাম ঃ- গঙ্গাঘাট পার,	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
১০)	শ্রী বিপ্লব রবিদাস পিতা ঃ- হরিচরণ রবিদাস গ্রাম ঃ- শান্তিপাড়া, পোঃ কামালঘাট	জুতো তৈরীর ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
১১)	শ্রী শ্যামল সরকার পিতা ঃ- নিদান সরকার গ্রাম + পো ঃ- গান্ধীঘাট	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
১২)	শ্রী টুটুন কুমার দাস পিতা ঃ- লালমোহন দাস গ্রাম + পো ঃ- কলকলিয়া	স্টেশনারী	৭০,০০০.০০
১৩)	শ্রী মরণ চন্দ্র দাস পিতা ঃ- যতীন্দ্র দাস গ্রাম ঃ- জামিরঘাট, কামালঘাট	স্টেশনারী	৭০,০০০.০০
১৪)	শ্রী স্বপন কুমার দাস পিতা ঃ- শ্রীধীরেন্দ্র দাস পশ্চিম তারানগর, মোহনপুর	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১৫)	শ্রী নেপাল সরকার পিতা ঃ- নগেন্দ্র সরকার তেবারিয়া, মোহনপুর	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
১৬)	শ্রীমতি শিবানি দাস পিতা ঃ- ঁ প্রসন্ন কুমার দাস রাঙ্গুটিয়া, বামুটিয়া	বিউটি পার্লার	৮৫,০০০.০০
১৭)	শ্রী অমল দাস পিতা ঃ- ঁ রাখাল দাস জামিরঘাট, কামালঘাট	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
১৮)	শ্রী সুনীল চন্দ্র সরকার পিতা ঃ- লক্ষীকান্ত সরকার অনঙ্গনগর, এয়ারপোর্ট	মাছ চাষ	১,০০,০০০.০০
১৯)	শ্রী সুজিৎ দাস পিতা ঃ- ঁ সুবল দাস নন্দননগর	মাছ চাষ	১,০০,০০০.০০
২০)	শ্রী বিজয় লাল দাস পিতা ঃ- ঁ তরনী কান্ত দাস কামালঘাট, মোহনপুর	মাছ চাষ	১,০০,০০০.০০
২১)	শ্রী মোহন দাস পিতা ঃ- অচ্ছলী দাস বাজালঘাট , ফটিকছড়া	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
২২)	শ্রী গুনেন্দ্র পোদ্দার পিতা ঃ- ঁ চন্দ্র কিশোর পোদ্দার তারানগর, মোহনপুর	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
২৩)	শ্রীমতি নিলিমা দাস পিতা ঃ- নরেন্দ্র চন্দ্র দাস জামিরঘাট, কামালঘাট	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
২৪)	শ্রীমতি প্রিতীলাল দাস পিতা ঃ- ঁ রাখাল দাস জামিরঘাট, কামালঘাট	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
২৫)	শ্রী ইন্দ্র কুমার সরকার পিতা ঃ- দেবেন্দ্র সরকার নারাণয়ণপুর, এয়ারপোর্ট	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
২৬)	শ্রী অখিল সরকার পিতা ঃ- ˚সুধন সরকার রাঙ্গুটিয়া, বামুটিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
২৭)	শ্রী নারায়ণ দাস পিতা ঃ- ˚ মাধব দাস লেম্বুছড়া, সিধাই	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
২৮)	শ্রী ইন্দ্রজিৎ সরকার পিতা ঃ- ˚অবিনাশ সরকার আনন্দনগর, এয়ারপোর্ট	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
২৯)	শ্রী শ্যামল দাস পিতা ঃ- নিখিল দাস তুফানিয়ালুঙ্গা, তেবারিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৩০)	শ্রী সঞ্জয় বিশ্বাস পিতা ঃ- হরিমোহন বিশ্বাস চন্দ্রপুর, রেশমবাগান	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৩১)	শ্রী হারাধন মালাকার পিতা ঃ- লক্ষ্মণ মালাকার তারানগর, মোহনপুর	মাছ চাষ	৮০,০০০.০০
৩২)	শ্রী আশু মণ্ডল পিতা ঃ- আখালি মণ্ডল রাঙ্গুটিয়া, বামুটিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৩৩)	শ্রী রজনা সরকার পিতা ঃ- রমনী সরকার নোয়াগাঁও, কৃষ্ণনগর	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৩৪)	শ্রী সঞ্জিৎ বিশ্বাস পিতা ঃ- যোগেন্দ্র বিশ্বাস মধ্য ভুবনবন, পশ্চিম ভুবনবন	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৩৫)	শ্রী গোপাল দাস পিতা ঃ- উমেশ দাস চানমারি	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৩৬)	শ্রী গোপাল দাস পিতা: ধীরেন্দ্র দাস তুফানিয়ালুঙ্গা	ডেকোরেটর ব্যবসা	১,০০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
৩৭)	শ্রীমতি মাধব হালদার স্বামী ঃ- রবীন্দ্র হালদার রাঙ্গুটিয়া	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৩৮)	শ্রীমতি তিলোতমা সরকার স্বামী ঃ- সুনীল চন্দ্র সরকার বরমোশা	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৩৯)	শ্রীমতি ঝর্ণা দাস পিতা ঃ- রাস বিহারী দাস ইন্দ্রনগর	হোটেল	৯০,০০০.০০
৪০)	শ্রী নিমাইচন্দ্র শুক্ল দাস পিতা ঃ- অনিলচন্দ্র দাস বল্লভপুর	দুধের ব্যবসা	৫০,০০০.০০
৪১)	শ্রী সুনীল বিশ্বাস পিতা ঃ- মাখন বিশ্বাস চন্দ্র পুর	মাছের ব্যবসা	১,০০.০০০.০০
৪২)	শ্রীমতি খুশী রাণী দাস পিতা ঃ- গণেশ দাস জামিরঘাট	ছাগল ব্যবসা	৫০,০০০.০০
৪৩)	শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী বিশ্বাস স্বামী ঃ- হর কুমার বিশ্বাস বেরীমুড়া, বামুটিয়া	ছাগল ব্যবসা	৫০,০০০.০০
৪৪)	শ্রী সুজিত কুমার দাস পিতা ঃ- নগেন্দ্র দাস বেরিমুড়া, বামুটিয়া	পানের বর	৫০,০০০.০০
৪৫)	শ্রীমতি পুতুল দাস স্বামী ঃ- বিকাশ দাস নূতননগর	কাচা মাছের ব্যবসা	৪০,০০০.০০
৪৬)	শ্রীমতি বিনা বিশ্বাস পিতা ঃ- সত্যন্দ্র বিশ্বাস তারানগর	সিমেন্ট গ্রীল ব্যবসা	৫০,০০০.০০
৪৭)	শ্রী সুজিত দাস পিতা ঃ- শচীন্দ্র দাস বাজালমাঠ	লন্ড্রী	৩৫,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
৪৮)	শ্রীমতি মায়া বিশ্বাস পিতা ঃ- জলধর বিশ্বাস তুলাবাগান	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৪৯)	শ্রী দিলীপ দাস পিতা ঃ- ক্ষিরমোহন দাস শানমুড়া	কাঁচা মাছের ব্যবসা	৪০,০০০.০০
৫০)	শ্রী আশু রাণী শুক্লাদাস পিতা ঃ- নবদ্বীপ শুক্লাদাস ইন্দ্রনগর	হাঁস পালন	৫০,০০০.০০
৫১)	শ্রী সুদীপ দাস পিতা ঃ- শান্তি ভূষণ দাস গান্ধীগ্রাম	ব্রয়লার মূরগী পালন	৪৬,০০০.০০
৫২)	শ্রীমতি রীতা দাস পিতা ঃ- ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস তারানগর	ব্রয়লার মূরগী পালন	৪৬,০০০.০০
৫৩)	শ্রী সুমঙ্গল দাস পিতা ঃ- ˚রাইচান দাস তুফানিয়ালুঙ্গা	ট্রেইলারিং	৪১,০০০.০০
৫৪)	শ্রীমতি সুপ্রিয়া দাস পিতা ঃ- ˚হিরালাল তুফানিয়ালুঙ্গা	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৫৫)	শ্রীমতি পুষ্প মালাকার পিতা ঃ- ধীরেন্দ্র মালাকার দীমালিয়া	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৫৬)	শ্রী নগেন্দ্র বর্মণ পিতা ঃ- গঙ্গাধর নারায়ণপুর	মুদীর দোকান ব্যবসা	৮০,০০০.০০
৫৭)	শ্রীমতি অঞ্জনা দাস পিতা ঃ- নরেশ দাস তারাপুর	ব্রয়লার মোরগ পালন	৪৬,০০০.০০
৫৮)	শ্রী চন্দ্রমোহন সরকার পিতা ঃ- ˚নেপাল সরকার নন্দননগর	দুগ্ধবতী গাভী	৫০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
৫৯)	শ্রী দীপক দাস পিতা ঃ- গোপাল দাস গান্ধীগ্রাম	সিমেন্ট গ্রীল	৫০,০০০.০০
৬০)	শ্রী সুমন্ত রায় পিতা ঃ- ° রজেন্দ্র রায় তেবারিয়া	ব্রয়লার	৪৬,০০০.০০
৬১)	শ্রী অবিনাশ ভৌমিক পিতা ঃ- ° কালু চন্দ্র ভৌমিক বড়জলা	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৬২)	শ্রী বৈদ্য ভূষণ নমঃ পিতা ঃ- অমুল্য নমঃ বাগবাড়ি, লেম্বুছড়া	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৬৩)	শ্রী সুশীল দাস পিতা ঃ- ° ধীরেন্দ্র দাস দুমছড়া	অটো	৮০,০০০.০০
৬৪)	শ্রী মাধব মণ্ডল পিতা ঃ- জগদীশ মণ্ডল রাঙ্গুটিয়া	কাটা কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
৬৫)	শ্রী সজল সরকার পিতা ঃ- ° বিপীন সরকার রাঙ্গুটিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৬৬)	শ্রী নিল মোহন সরকার পিতা ঃ- কৃষ্ণধন সরকার রাঙ্গুটিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৬৭)	শ্রী বিজয় দাস পিতা ঃ- ধীরেন্দ্র দাস তুফানিয়ালুঙ্গা	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৬৮)	শ্রীমতি অনিতা দাস (দেব) স্বামী ঃ- সুজিত দেব সিমনা কলোনী	মাছের চাষ	১,০০,০০০.০০
৬৯)	শ্রীমতি মিষ্টু মজুমদার পিতা ঃ- ফনী মজুমদার রাঙ্গুটিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
৭০)	শ্রী বিজয় দাস পিতা ঃ- দীনবন্ধু দাস রাঙ্গুটিয়া	স্টেশনারী দোকান	৮০,০০০.০০
৭১)	শ্রী কালাচরণ বর্মণ পিতা ঃ- রামন্দ বর্মণ সিমনা কলোনী	মাছ চাষ	১,০০,০০০.০০
৭২)	শ্রী সুধন দাস পিতা ঃ- নবদ্বীপ দাস সিমনা কলোনী	শঙ্করজাতীয় গাভী	৫০,০০০.০০
৭৩)	শ্রী নিখিল সরকার পিতা ঃ- বিনন্দ সরকার বরবৃশ, বামুটিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৭৪)	শ্রী রেবতী দাস পিতা ঃ- ˚অমরচাঁদ দাস গান্ধীগ্রাম	অটো	৮০,০০০.০০
৭৫)	শ্রী নিহার রঞ্জন দাস পিতা ঃ- নিরোদ দাস লিচুবাগান	অটো	৮০,০০০.০০
৭৬)	শ্রী কৃষ্ণ বিশ্বাস পিতা ঃ- পুলিন বিশ্বাস রাঙ্গুটিয়া	ডেকোরেটর	১.০০,০০০.০০
৭৭)	শ্রী অবনী দাস পিতা ঃ- বনহরি দাস ব্রক্ষ্মকুণ্ড, সিমনা	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৭৮)	শ্রী চিত্তরঞ্জন মালাকার পিতা ঃ- ধনেশ মালাকার কলকলিয়া	শঙ্করজাতীয় গাভী	৪০,০০০.০০
৭৯)	শ্রী সতীশ সরকার পিতা ঃ- সুধীর সরকার রাঙ্গুটিয়া	স্টেশনারী ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৮০)	শ্রী রূপচাঁদ দাস পিতা ঃ- ˚নিলকান্ত দাস তুলাবাগান	শঙ্করজাতীয় গাভী	৪০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
৮১)	শ্রী ধীরেন্দ্র সরকার পিতা ঃ- ঁ বিপিন সরকার কলকলিয়া	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
৮২)	শ্রীমতি বিনা রাণী দাস স্বামী ঃ- বিকাশ চন্দ্র দাস ঈশানপুর	স্টেশনারী ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৮৩)	শ্রী সুব্রত দাস স্বামী ঃ- ক্ষিরোধ দাস কামালঘাঢ	ডেকোরেঢর	১,০০,০০০.০০
৮৪)	শ্রীমতি সচী রাণী সরকার স্বামী ঃ- ঁ গোপাল সরকার ঈশানপুর	লণ্ড্রী	৩৫,০০০.০০
৮৫)	শ্রী সজল দাস স্বামী ঃ- সুমঙ্গল দাস তুফানিয়ালুঙ্গা	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০.০০০.০০
৮৬)	শ্রী নীলকমল বর্মণ স্বামী ঃ- লালমোহন বর্মণ সিমনা কলোনী	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৮৭)	শ্রীমতি গীতা সরকার পিতা ঃ- সুরেশচন্দ্র সরকার	শঙ্করজাতীয় গাভী	৫০,০০০.০০
৮৮)	শ্রী জওহর দাস পিতা ঃ- মহানন্দ দাস রাঙ্গুটিয়া, বামুটিয়া	ডেকোরেঢর	১,০০,০০০.০০
৮৯)	শ্রী সুপ্রতীম দাস পিতা ঃ- চন্দ্র মোহন দাস কামালঘাট	তৈরী কাপড়ের ব্যবসা	১,০০,০০০.০০
৯০)	শ্রীমতি ঝুলন রাণী বিশ্বাস স্বামী ঃ- বিধান রায় তেবারিয়া	ট্রেইলারিং ব্যবসা	৪১,০০০.০০
৯১)	শ্রী কৃত্তিবাশ সরকার পিতা ঃ- ঁ গোপাল সরকার তারানগর	হার্ডওয়ার ব্যবসা	১,৫০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
৯২)	শ্রী সভাষ বিশ্বাস পিতা ঃ- যোগেশ বিশ্বাস	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৯৩)	শ্রী মনীন্দ্র সরকার পিতা ঃ- * রমনী সরকার তারানগর	স্টেশনারী ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৯৪)	শ্রী মদন কুমার দাস পিতা ঃ- রবীন্দ্র দাস ডাল্লুমিয়াটিলা	অটো	৮০,০০০.০০
৯৫)	শ্রীমতি অনিতা বিশ্বাস পিতা ঃ- বিমল কান্তি বিশ্বাস সিমনা কলোনী	শঙ্করজাতীয় গাভী	৫০,০০০.০০
৯৬)	শ্রী সুবিমল সরকার পিতা ঃ- রাসচাঁন সরকার রাঙ্গুটিয়া	মাছের চাষ	৮৪,০০০.০০
৯৭)	শ্রীমতি ভবানী দাস পিতা ঃ- * প্রসন্ন দাস রাঙ্গুটিয়া	স্টেশনারী ব্যবসা	৭০,০০০.০০
৯৮)	শ্রী সুরোজ রায় পিতা ঃ- সত্যরঞ্জন রায় তারানগর	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
৯৯)	শ্রী কালিপদ দাস পিতা ঃ- মুরারী মোহন দাস চাঁনমারী	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
১০০)	শ্রী প্রদীপ কুমার দাস পিতা ঃ- * অশ্বিনী দাস নরসিংগড়	রাইস মিল	১,৪২,০০০.০০
১০১)	শ্রী হ্যরাধন দাস পিতা ঃ- মনমোহন দাস বাগবাড়ী	জুতো তৈরী	১,০০,০০০.০০
১০২)	শ্রী অনিল সরকার পিতা ঃ- যুধিষ্ঠ সরকার	জুতো তৈরী	৫৫,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১০৩)	শ্রী অমূল্য নমঃ পিতা ঃ- তিলক নমঃ বড়জলা	অটো	৭৫,০০০.০০
১০৪)	শ্রী প্রদীপ বর্মণ পিতা ঃ- মহন্ত বর্মণ নোয়াগাঁও	অটো	৭৫,০০০.০০
১০৫)	শ্রী শঙ্কর দাস পিতা ঃ- সুশীল দাস কামালঘাট	জীপ	৩,১১,২৬৬.০০
১০৬)	শ্রী অমূল্য চন্দ্র নমঃ পিতা ঃ- সুরেন্দ্র নমঃ বাগবাড়ী	মাছের চাষ	৮৪,০০০.০০
১০৭)	শ্রী গৌরাঙ্গ দাস পিতা ঃ- দয়াল দাস কৃষ্ণনগর	মাছের চাষ	৮৪,০০০.০০
১০৮)	শ্রী কমল চন্দ্র দাস পিতা ঃ- দেবেন্দ্র দাস বাজালঘাট	মাছের চাষ	৮৪,০০০.০০
১০৯)	শ্রী দিলিপ সরকার পিতা ঃ- যোগেন্দ্র সরকার ফটিকছড়া	শুকনো মাছের ব্যবসা	৭০,০০০.০০
১১০)	শ্রীমতি রেখা বিশ্বাস স্বামী ঃ- যোগেশ বিশ্বাস তেলারিয়া	ছাগল পালন	৫০,০০০.০০
১১১)	শ্রীমতি রীণা দাস স্বামী ঃ- দিলীপ দাস ঈশানপুর	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
১১২)	শ্রীমতি উরমিলা বিশ্বাস পিতা ঃ- নকুল বিশ্বাস	হাঁস পালন	৫০,০০০.০০
১১৩)	শ্রী ভজন সরকার পিতা ঃ- অমর চাঁন্দ সরকার গান্ধীগ্রাম	মুদি দোকান	৮০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরাকৃত টাকার পারমাণ
১১৪)	শ্রী তাপস সরকার পিতা ঃ- ৺ আনন্দ সরকার নন্দননগর	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
১১৫)	শ্রী কাজল কুমার দাস পিতা ঃ- হরে কৃষ্ণ দাস তেবারীয়া	মুদি দোকান	৮০,০০০.০০
১১৬)	শ্রীমতি জয়া দাস স্বামী ঃ- হারাধন দাস কামালঘাট	শুকর পালন	৭০,০০০.০০
১১৭)	শ্রী সজয় দাস পিতা ঃ- শচীন্দ্র দাস তেবারিয়া	জুতো তৈরী	১,০০,০০০.০০
১১৮)	শ্রী সমীর দাস পিতা ঃ- ৺ শান্তিভূষণ দাস গান্ধীগ্রাম	শুকর পালন	৭০,০০০.০০
১১৯)	শ্রী সুনিল বিশ্বাস পিতা ঃ- আশুতোষ বিশ্বাস তারানগর	সিমেন্ট	৫০,০০০.০০
১২০)	শ্রীমতি স্বপ্না দাস পিতা ঃ- উষারঞ্জন দাস তেবারিয়া	স্টেশনারী	৭০,০০০.০০
১২১)	শ্রী গণেশ দাস পিতা ঃ- ৺ নগেন্দ্র দাস কামালঘাট	শুকনো মাছ	৭০,০০০.০০
১২২)	শ্রীমতি করুণা সরকার স্বামী ঃ- রঙমোহন সরকার তালতলা	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
১২৩)	শ্রী সুমিত চন্দ্র নমঃ পিতা ঃ- ৺ সুধন চন্দ্র নমঃ নারায়ণপুর	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
১২৪)	শ্রীমতি কবিতা বৈরাগী পিতা ঃ- বনজা বৈরাগী তেবারিয়া	কাপড় তৈরীর ব্যবসা	১,০০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১২৫)	শ্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস পিতা ঃ- মৃতঃ সতীশ চন্দ্র দাস উষা বাজার	জূতো তৈরী	১,০০,০০০.০০
১২৬)	শ্রীমতি অর্পণা ভৌমিক স্বামী ঃ- দুলাল ভৌমিক দক্ষিণ নারায়নপুর	মাছের চাষ	১,০০,০০০.০০
১২৭)	শ্রী উত্তম কুমার দাস পিতা ঃ- নিকুঞ্জ দাস কামালঘাট	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
১২৮)	শ্রী কৈলাশ সরকার পিতা ঃ- বিরেন্দ্র সরকার বামুটিয়া	ডেকোরেটর	১,০০,০০০.০০
১২৯)	শ্রী প্রমোদ সরকার পিতা ঃ- মৃত-কৃষ্ণধন সরকার সিমনা কলোনী	শুকনো মাছ	৭০,০০০.০০
১৩০)	শ্রীমতিমেলা সরকার বর্মণ স্বামী ঃ- প্রদীপ বর্মণ সিমনা কলোনী	মাছের চাষ	১,০০,০০০.০০
১৩১)	শ্রীমতিরিতা দাস স্বামী ঃ- জওহর দাস কামালঘাট	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
১৩২)	শ্রীমতিনারায়া সরকার স্বামী ঃ- মৃত- প্রভাত সরকার বামুটিয়া	ব্রয়লার	৭০,০০০.০০
১৩৩)	শ্রী দিলীপ দাস পিতা ঃ- হরিচরণ দাস আনন্দনগর	হোটেল	৯০,০০০.০০
১৩৪)	শ্রীমতি নমিতা সরকার স্বামী ঃ- উৎপল সরকার গান্ধীগ্রাম	ব্রয়লার	৭০,০০০.০০
১৩৫)	শ্রীমতি গীতা শুক্লবৈদ্য স্বামী ঃ- সুবল শুক্লবৈদ্য নন্দনগর	কাপড় তৈরীর ব্যবসা	১,০০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১৩৬)	শ্রী বিধান ভদ্র স্বামী ঃ- বীরেন্দ্র ভদ্র কামালঘাট	ব্রয়লার	১,০০,০০০.০০
১৩৭)	শ্রীমতি পারুল বালা দাস স্বামী ঃ- নীলমোহন দাস বামুটিয়া	কাচা মাছের ব্যবসা	৪০,০০০.০০
১৩৮)	শ্রীমতি কল্পনা সরকার পিতা ঃ- রাজমোহন সরকার কলজলিয়া	মুদির দোকান	৮০,০০০.০০
১৩৯)	শ্রী গৌরাঙ্গ দাস পিতা ঃ- ঁ কৃষ্ণধন দাস তারানগর	পেপার স্টেশনারী	১,০০,০০০.০০
১৪০)	শ্রীমতি ভানুলতা সরকার পিতা ঃ- রামানন্দ সরকার নারায়ণপুর	ব্রয়লার	৪৬,০০০.০০
১৪১)	শ্রী হরিপদ দাস পিতা ঃ- জামিনী দাস ইশানপুর	মাছের চাষ	১,০০,০০০.০০
১৪২)	শ্রী কুমুদ সরকার পিতা ঃ- কৃষ্ণধন সরকার সিমনা কলোনী	স্টেশনারী	৭০,০০০.০০
১৪৩)	শ্রীমতি মিলন বিশ্বাস স্বামী ঃ- সুনন্দা বিশ্বাস তেবারিয়া	হাঁস	৫০,০০০.০০
১৪৪)	শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী দাস স্বামী ঃ- প্রদীপ কুমার দাস তারানগর	স্টেশনারী	৭০,০০০.০০
১৪৫)	শ্রী নিরঞ্জন দাস পিতা ঃ- মোহনলাল দাস পশ্চিম তারানগর	মাছের চাষ	১,০০,০০০.০০
১৪৬)	শ্রীমতি সরস্বতী দাস স্বামী ঃ- অধন্য দাস সিমনা কলোনী	মাছের চাষ	১,০০,০০০.০০

	ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা	স্কীমের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১৪৭)	শ্রী খোকন রায় পিতা ঃ ঁ হরিশচন্দ্র রায় বামুটিয়া	মাছের চাষ	১,০০,০০০.০০
১৪৮)	শ্রী হরেন্দ্র সরকার পিতা ঃ- ঁ রাধাচরণ সরকার সিমনা কলোনী	স্টেশনারী	৭০,০০০.০০
১৪৯)	শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস পিতা ঃ- ঁ উপেন্দ্র বিশ্বাস লেম্বুছড়া	ব্রয়লার	৪৬,০০০.০০
১৫০)	শ্রী প্রদীপ কুমার রায় পিতা ঃ- হরিচরণ রায় বামুটিয়া	শুকনো মাছ	৪৮,০০০.০০
১৫১)	শ্রী বুলু দাস পিতা ঃ- সুকুমার দাস লেম্বুছড়া	শুকনো মাছ	৪৮,০০০.০০
১৫২)	শ্রী শঙ্কর দাস পিতা ঃ- মৃত্যুঞ্জয় দাস লেম্বুছড়া	শুকনো মাছ	৪৮,০০০.০০
১৫৩)	শ্রী ক্ষীর মোহন সরকার পিতা ঃ- আনন্দ সরকার নবনগর, সিধাই	পাওয়ার টিলার	৮৭,০২০.০০
১৫৪)	শ্রী জগদীশ সরকার পিতা ঃ- বনমালী সরকার লেম্বুছড়া	পাওয়ার টিলার	৮৭,০২০.০০
১৫৫)	শ্রী শৈলেন দাস পিতা ঃ- ঁ বিনোদ বিহারী দাস তুফানিয়ালুঙ্গা, টিবারিয়া	জীপ	৩,০৩,২৬৪.০০
১৫৬)	শ্রী শঙ্কর ভৌমিক পিতা ঃ- পুলন বিহারী ভৌমিক উষাবাজার, এয়ারপোর্ট	জীপ	৩,০৩,২৬৪.০০
১৫৭)	শ্রীপাপড়ি পোদ্দার (বিশ্বাস) পিতা ঃ- যোগেশ বিশ্বাস পোঃ- তেবারিয়া, ত্রিপুরা পশ্চিম	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫৭,০০০,০০

১৫৮)	শ্রী ক্ষীরমোহন সরকার পিতা ঃ- আনন্দ সরকার গ্রামঃ- নবনগর, পোঃ- লেম্বুছড়া, ত্রিপুরা পশ্চিম	পাওয়ার টিলার	৮৭,০২০.০০
১৫৯)	শ্রী জগদীশ সরকার পিতা ঃ- বনমালি সরকার গ্রামঃ- দমদমিয়া, পোঃ- লেম্বুছড়া, ত্রিপুরা পশ্চিম	পাওয়ার টিলার	৮৭,০২০.০০
১৬০)	শ্রী নারদ রবি দাস পিতা ঃ- বুটেশ রবি দাস গ্রামঃ- তারানগর, পোঃ- মোহনপুর, ত্রিপুরা পশ্চিম	জুতা তৈরী	৫৫,২০০.০০
১৬১)	শ্রী বিমল সরকার পিতা ঃ- গোপাল সরকার গ্রামঃ- নবনগর, পোঃ- সিধাই, ত্রিপুরা পশ্চিম	শুকনো মাছ	৪০,০০০.০০

Admitted Starred Question No. 123

Name of Member : Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Minorties Welfare Dept. to be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে এস. সি. ছাত্রাবাসের সংখ্যা কত;
২) এর মধ্যে কতগুলি চালু এবং বন্ধ অবস্থায় আছে; (তালিকা সহ বিবরণ)
৩) ইহা কি সত্য যে এস. সি. এবং এস. টি. (কম্বাইণ্ড) ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল আছে;
৪) থাকিলে বর্তমানে ওগুলি কি অবস্থায় আছে; এবং
৫) মোট আবাসিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে এস. সি. ছাত্রদের জন্য মোট ৩১টি ছাত্রাবাস আছে। এর মধ্যে শুধু এস. সি. ছাত্রদের জন্য ১৩ টি এবং এস. সি. / এস. টি. যুগ্ম ছাত্রাবাস ১৮টি।
২) চালু এবং বন্ধ ছাত্রাবাস গুলির তালিকা সহ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

ক্রমিক নং	চালু ছাত্রাবাসের নাম	আসন সংখ্যা	বর্তমানে উপস্থিতি
১)	বয়েজ বোধজং হাই স্কুল	১০০	১০০
২)	ডঃ বি. আর. আম্বেদকর হোস্টেল	৪০	৩২
৩)	ক্ষুদিরাম ছাত্রাবাস (এ. ডি. নগর)	৩০	৩০
৪)	বিবেকানন্দ এইচ্. এস্. স্কুল	২০	১৩
৫)	নলছড় হাই স্কুল	৫০	৫০
৬)	কে. বি. আই, উদয়পুর	৫০	১৫
৭)	নীহারনগর এইচ্. এস. স্কুল	৪০	৩৪
৮)	শান্তিরবাজার এইচ. এস. স্কুল	৩০	২২
৯)	বি. কে. আই. বিলোনিয়া	৫০	৫০

ক্রমিক নং	চালু ছাত্রাবাসের নাম	আসন সংখ্যা	বর্তমানে উপস্থিতি
১০)	কমলপুর এইচ্. এস্. স্কুল	৫০	৩৪
১১)	হরচন্দ্র এইচ্. এস্. স্কুল	২০	১৯
১২)	আর. কে. আই, কৈলাশহর	৫০	৫
১৩)	প্রত্যেক রায় হাই স্কুল	২০	২২
	মোট -	৫৫০	৪২৬

এস. সি / এস. টি কম্বাইণ্ড ছাত্রাবাস

ক্রমিক নং	চালু ছাত্রাবাসের নাম	আসন সংখ্যা	বর্তমানে উপস্থিতি
১	২	৩	৪
১)	চারিপাড়া এইচ্. এস. স্কুল	৫০	৩৪
২)	মেলাঘর এইচ. এস্. স্কুল	৬০	২৪
৩)	চড়িলাম এইচ্. এস্. স্কুল	১৫	৫
৪)	এন. সি. আই. সোনামুড়া	৩০	৪
৫)	তেলিয়ামুড়া এইচ্. এস্. স্কুল	৩২	৩২
৬)	মুহুরীপুর এইচ্. এস্. স্কুল	১৫	১১
৭)	সাব্রুম এইচ্. এস্. স্কুল	৫০	১
৮)	শ্রীনগর এইচ্. এস্. স্কুল	২১	৩
৯)	চন্দ্রপুর কলোনী হাই স্কুল	২০	৫
১০)	রমেশ এইচ্. এস্. স্কুল	৩৮	৩
১১)	অমরপুর এইচ্. এস্. স্কুল	৪	৪
১২)	মনু এইচ্. এস্. স্কুল	৪	৪
১৩)	মরাছড়া এইচ্. এস্. স্কুল	১৫	৪
১৪)	সালেমা এইচ্. এস্. স্কুল	১০	১০
১৫)	কাঞ্চনপুর এইচ্. এস্. স্কুল	৪০	১
১৬)	ফটিকরায় এইচ্. এস্. স্কুল	২০	৪
১৭)	কদমতলা এইচ্. এস্. স্কুল	৫০	১০
১৮)	পানিসাগর এইচ্. এস্. স্কুল	৫০	১০
	মোট ঃ-	৫১৬	১৭৮
	সর্বমোট ঃ-	১০৬৬	৫৯৫

বন্ধ ছাত্রাবাসের নাম

ক্রমিক নং	বন্ধ ছাত্রাবাসের নাম	আসন সংখ্যা
১	২	৩
১)	কল্যাণপুর এইচ্. এস. স্কুল (কম্বাইণ্ড)	৫০ (ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং পর্য্যন্ত চালু ছিল)
২)	তালতলা এইচ. এস্. স্কুল (এস. সি. ছাত্রাবাস)	৩০ (মার্চ, ২০০১ ইং থেকে বন্ধ)

৩) হ্যাঁ। ইহা সত্য।
৪) শুধুমাত্র কল্যাণপুর কম্বাইণ্ড ছাত্রীবাস এবং তালতলা এস. সি ছাত্রবাস ছাড়া সবগুলি চালু অবস্থায় আছে।
৫) মোট আবাসিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৮৭।

Admitted Un-starred Question No. 129
Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department (School Education) to be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন সিনিয়র বেসিক এবং হাইস্কুল গুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে কতজন বি. এ (ইলেকটিভ ইংলিশ) রয়েছেন; এবং
২) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ইংলিশ বিষয়ে পড়াশুনা করানোর জন্য আগামী দিনে বি. এ. (ইলেকটিভ ইংলিশ) যোগ্যতা সম্পন্নদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কিনা ?

১) রাজ্যের বিভিন্ন সিনিয়র বেসিক এবং হাইস্কুল গুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে কতজন ইলেকটিভ ইংলিশ সহ বি. এ. পাশ শিক্ষক রয়েছেন তা এখুনি বলা সম্ভব হচ্ছে না। তথ্য সংগ্রহাধীন।
২) নূতন নিয়োগের সময় বিষয়টি খাতিয়ে দেখা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-starred Question No. 158
Name of M.L.A : Sri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department (Higher Education) to be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে Tripura Ancient Monuments And Archaeological Sites And Remains Act 1997 এর রুলস্ এখনও প্রণয়ন করা হয় নাই;

২) সত্য হলে এর কারণ কি; এবং
৩) কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১) সত্য তবে রুলস্ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করে রুলস্ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩) এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নহে।

Admitted Un-starred Question No. 185
Name of the Member:- Sri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge-of Education Department to be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আগরতলার গান্ধী মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিমাসে বেতনের সঙ্গে হাউস রেন্ট এলাউন্স নিচ্ছেন তাঁদের নাম এবং কবে থেকে হাউস রেন্ট এলাউন্স নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। আগরতলার গান্ধী মেমোরিয়াল যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিমাসে বেতনের সঙ্গে হাউস রেন্ট এলাউন্স নিচ্ছেন তাঁদের নাম এবং কবে থেকে নিচ্ছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ-

ক্রমিক নং	নাম এবং পদ		চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	কবে থেকে হাউস রেন্ট নিচ্ছেন
১.	শ্রী বিরেন্দ্র চন্দ্র পাল	(প্রঃ শিক্ষক)	১৫-৩-৬৫ ইং	চাকুরীর শুরু থেকে নিচ্ছেন
২.	শ্রীসুখলাল সাহা	(সঃ শিক্ষক)	১৩ ১-৬৪ ইং	ঐ
৩	শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য	(ঐ)	৪-৩-৬৪ ইং	ঐ
৪	শ্রীমতি রেণুকা সিংহরায়	(সঙ্গীত শিক্ষিকা)	[illegible]-৬৪ ইং	ঐ
৫	শ্রীসরোজ কুমার দত্ত	(সঃ শিক্ষক)	১৯-১-৬৭ ইং	ঐ
৬	শ্রীসুনীল চন্দ্র বণিক	(ঐ)	১৯-৪-৬৭ ইং	ঐ
৭.	শ্রীমতি বিনতা ভরদ্বাজ	(ঐ)	৪-৮-৬৭ ইং	১-৩-২০০৩ইং থেকে নিচ্ছেন
৮.	শ্রীহিমাংশু ভূষণ সাহা	(ঐ)	২২-৩-৬৫ ইং	শুরু থেকে নিচ্ছেন
৯.	শ্রীসুব্রত ভৌমিক	(ঐ)	১০-৮-৭০ ইং	ঐ
১০	শ্রীপরেশ চন্দ্র দত্ত	(সহ শিক্ষক)	১০-৮-৭০ ইং	চাকুরীর শুরু থেকেই
১১.	শ্রীমতি মৈত্রেয়ী চৌধুরী	(ঐ)	২১-১-৭৯ ইং	ঐ
১২.	শ্রীমতি লছমি ভট্টচার্য্য	(ঐ)	৯-২-৭৯ ইং	শুরু থেকে ৩১-৭-৮৯ ইং পর্যন্ত নিয়েছিলেন, পুনরায় ১-৩-৯৭ ইং থেকে নিচ্ছেন
১৩.	শ্রীসজল চক্রবর্ত্তী	(ঐ)	২১-২-৭৯ ইং	চাকুরীর শুরু থেকে নিচ্ছেন

ক্রমিক নং	নাম এবং পদ		চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	কবে থেকে হাউস রেন্ট নিচ্ছেন
১৪.	শ্রীমতি পূরবী চক্রবর্ত্তী	(ঐ)	২৭-১০-৮০ ইং	শুরু থেকে ৩১-১-৮৯ ইং পর্যন্ত নিয়েছেন, পুনঃরায় ১-১২-৯২ ইং থেকে নিচ্ছেন।
১৫.	শ্রীমতি পান্না ভট্টাচার্য্য	(ঐ)	৩০-১০৮০ ইং	শুরু থেকে নিচ্ছেন
১৬.	শ্রীমতি বাণী দেবনাথ	(ঐ)	৩০-৩-৮০ ইং	শুরু থেকে ৩০-৪-৮৮ ইং পর্যন্ত নিয়ে ছিলেন, পুনঃরায় ১-১২-৮৮ ইং থেকে নিচ্ছেন
১৭.	শ্রীঅশ্বিনী কুমার নাথ	(ঐ)	১-১২-৮৬ ইং	শুরু থেকে নিচ্ছেন
১৮.	শ্রীনিধূভূষণ দাস	(ঐ)	১-১২-৮৬ ইং	ঐ
১৯.	শ্রীমতি ছন্দ্রা সাহা (রায়)	(ঐ)	১-১২-৮৬ ইং	ঐ
২০.	শ্রীনন্দন চক্রবর্ত্তী	(ঐ)	১-১২-৮৬ ইং	ঐ
২১.	শ্রীরাখাল দাস	(ঐ)	১৩-৯-৯৫ ইং	ঐ
২২.	শ্রীমতি মেরিনা দেববর্মা	(ঐ)	১-৯-৯৫ ইং	ঐ
২৩.	শ্রীদুলাল রায়	(ঐ)	১০-৬-৯৮ ইং	ঐ
২৪.	শ্রীটিটু সাহা	(সঃ শিক্ষক)	১০-৬-৯৮ ইং	চাকুরির শুরু থেকে নিচ্ছেন
২৫.	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সেন	(ঐ)	১০-৬-৯৮ ইং	ঐ
২৬.	শ্রীপার্থ আচার্য্য	(ঐ)	১০-৬-৯৮ ইং	ঐ
২৭.	শ্রীপার্থ দত্ত	(ঐ)	২০-৭-৯৮ ইং	ঐ
২৮.	শ্রীঅসীম সাহা	(ঐ)	৫-৭-২০০০ ইং	ঐ
২৯.	শ্রীবাসবজিৎ ভট্টাচার্য্য	(ঐ)	৫-৭-২০০০ ইং	ঐ
৩০.	শ্রীহারাধন চন্দ্র দাস	(ঐ)	৫-৭-২০০০ ইং	ঐ
৩১.	শ্রীমতি চন্দনা দেববর্মা	(ঐ)	৫-৭-২০০০ ইং	ঐ
৩২.	শ্রীমতি যশোদা রিয়াং	(ঐ)	১৬-১-২০০০ ইং	থেকে নেয় না
৩৩.	শ্রীমতি সুদীপ্তা দেব	(শারীর শিক্ষিকা)	২-১-০১ ইং	চাকুরীর শুরু থেকেই নিচ্ছেন
৩৪.	শ্রীঅমৃত দেববর্মা	(সহ শিক্ষক)	৩০-৩-০১ ইং	ঐ
৩৫.	শ্রীলক্ষীধন মুড়াসিং	(ঐ)	৩০-৩-০১ ইং	ঐ
৩৬.	শ্রীমতি মৌসুমী দেববর্মা	(সহ শিক্ষিকা)	৩০-৩-০১ ইং	ঐ
৩৭.	শ্রীমতি রেবতী ত্রিপুরা	(ঐ)	২-৪-০১ ইং	ঐ
৩৮.	শ্রীসঞ্জয় দাস	(সহ শিক্ষক)	২-৪-০১ ইং	ঐ
৩৯.	শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ	(ঐ)	১৯-১-৬৭ ইং	শুরু থেকে ২৮-২-০৩ ইং পর্যন্ত নিয়েছিলেন, তারপর থেকে নেন না।

ক্রমিক নং	নাম এবং পদ		চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	কবে থেকে হাউস রেন্ট নিচ্ছেন
৪০.	শ্রীশ্যামাপ্রসাদ রায়	(ঐ)	৩-১০-৬৬ ইং	শুরু থেকে ২৮-২-২০০০ ইং পর্যন্ত নিয়েছিলেন, তারপর থেকে নেন না।
৪১.	শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	(সঃ শিক্ষক)	৩-৫-৬৯ ইং	চাকুরীর শুরু থেকে ৩১-৩-০২ ইং পর্যন্ত নিয়েছিলেন, তারপর থেকে নেন না।
৪২.	শ্রীহরলাল দেব	(সঃ শিক্ষক)	২৯-৮-৭০ ইং	শুরু থেকে ১৮-২-০৩ ইং পর্যন্ত নিয়েছিলেন, তারপর থেকে নেন না।
৪৩.	শ্রীজহর রায়	(ঐ)	৩১-১-৭৯ ইং	চাকুরীর শুরু থেকে ২৮-২-০২ ইং পর্যন্ত নিয়েছিলেন তারপর থেকে নেন না।
৪৪.	শ্রীপরিমল মজুমদার	(ঐ)	২৯-১০-৮০ ইং	শুরু থেকে ২৮-২-০৩ ইং পর্যন্ত নিয়েছেন, তারপর থেকে নেন না।
৪৫.	শ্রীকৃষ্ণ পদ পাল	(ঐ)	১-১২-৮৬ ইং	শুরু থেকে ৩১-১২-৯৬ ইং পর্যন্ত নিয়েছেন, তারপর থেকে নেন না।
৪৬.	শ্রীমতি শ্রাবণী দত্ত	(ঐ)	৫-৭-২০০০ ইং	শুরু থেকে ৩১-৬-০২ ইং পর্যন্ত নিয়েছেন, তারপর থেকে নেন না।
৪৭.	শ্রীবুধরায় দেববর্মা	(ঐ)	১-৭-৯৫ ইং	কখনও নেন নাই।
৪৮.	শ্রীমতি মায়ারানী লোধ (দাস)	(ঐ)	২৩-৩-৬৫ ইং	শুরু থেকে নিচ্ছেন

প্রাথমিক বিভাগ

ক্রমিক নং	নাম এবং পদ		চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	কবে থেকে হাউস রেন্ট নিচ্ছেন
১.	শ্রীরাখাল লস্কর	(সহ শিক্ষক)	১০-৮-৭০ ইং	চাকুরির শুরু থেকে নিচ্ছেন
২.	শ্রীরজৎ কুমার রায়	(ঐ)	২১-৮-৭০ ইং	ঐ
৩.	শ্রীমতি কল্পনা ভট্টাচার্য্য	(ঐ)	১-৮-৭৮ ইং	ঐ
৪.	শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেব	(ঐ)	১০-৮-৭৮ ইং	ঐ
৫.	শ্রীমৃণাল কান্তি চক্রবর্ত্তী	(ঐ)	১-৪-৭৩ ইং	ঐ

ক্রমিক নং	নাম এবং পদ		চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	কবে থেকে হাউস রেন্ট নিচ্ছেন
৬.	শ্রীসুখেন্দ্র কুমার চৌধুরী	(ঐ)	১-৪-৭৩ ইং	ঐ
৭.	শ্রীজয়দেব দেববর্মা	(ঐ)	১-৯-৭৮ ইং	ঐ
৮.	শ্রীকেশব পুরকায়স্থ	(ঐ)	৩-৭-৭৯ ইং	ঐ
৯.	শ্রীমতি অপর্ণা গোস্বামী	(ঐ)	৯-৭-৭৯ ইং	ঐ
১০.	শ্রীশঙ্কর চন্দ্র দেবনাথ	(ঐ)	২৯-৮-৭৯ ইং	ঐ
১১.	শ্রীহারাধন চৌধুরী	(ঐ)	৯-৭-৭৩ ইং	ঐ
১২.	শ্রীবিষ্ণুপদ কর	(ঐ)	২১-৯-৭০ ইং	ঐ
১৩.	শ্রীপুলিন দাস	(ঐ)	১-৯-৭৫ ইং	ঐ
১৪.	শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা	(ঐ)	১৬-১১-৯৫ ইং	ঐ
১৫.	শ্রীমতি কনক বণিক	(ঐ)	২৯-৮-৭০ ইং	চাকুরীর শুরু থেকে ৩১-৫-০৩ ইং পর্যন্ত নিয়েছিলেন, তারপর থেকে নেননা।
১৬.	শ্রীমতি রমা চক্রবর্তী	(ঐ)	১-৯-৭৯ ইং	কখনও নেন নাই।

Admitted Un-starred Question No. 188

Name of the Member:- Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge-of the Social Welfare & Social Education Department to be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে দৃষ্টিহীন, মুক-বধীর এবং বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা কত; (ব্লক ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এদের জন্য কি ধরণের সাহায্য সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে; এবং

৩। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এদেরকে পৃথকভাবে কি কি ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে?

উত্তর

১। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক ২০০৩ ইং সালে যে সার্ভে করা হয় সেই সার্ভে মোতাবেক রাজ্যে দৃষ্টিহীন, মুক-বধীর এবং বিকলাঙ্গদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

	ব্লকের নাম		মুক-বধীর	বিকলাঙ্গ
১)	মাতাবাড়ি	৮৬ জন	১৬৪ জন	৫৭৫ জন
২)	কিল্লা	৪৪ জন	৭৩ জন	১৬৪ জন
৩)	কাকড়াবন	৫৬ জন	১০১ জন	২৩২ জন
৪)	বগাফা	১০৬ জন	২৫১ জন	২৮৪ জন
৫)	রাজনগর	৮৫ জন	১৭৮ জন	৫০০ জন
৬)	করবুক	১৯ জন	২৫ জন	৮৩ জন

	ব্লকের নাম		মুক-বধীর	বিকলাঙ্গ
৭)	অমরপুর	১৭ জন	২৩ জন	১০২ জন
৮)	অম্পিনগর	১৭ জন	২৩ জন	১০২ জন
৯)	সাতচান্দ	৫৬ জন	৭৪ জন	২৯৫ জন
১০)	রূপাইছড়ি	৭৪ জন	৩৪ জন	১৯৬ জন
১১)	ঋষ্যমুখ	৬২ জন	১৭৭ জন	৩২৬ জন
১২)	কদমতলা	১৩৭ জন	১৬৫ জন	৫৫২ জন
১৩)	পানিসাগর	৪০ জন	২১৭ জন	৫৬৫ জন
১৪)	কুমারঘাট	৭২ জন	১৬০ জন	৫৩৯ জন
১৫)	গৌরনগর	১০৪ জন	১৫৮ জন	৫২৪ জন
১৬)	দামছড়া	৩৬ জন	১৫ জন	১২৯ জন
১৭)	পেচারথল	৩৫ জন	৩৩ জন	১১৮ জন
১৮)	জম্পুইহিল	২১ জন	৩৪ জন	৭৭ জন
১৯)	দসদা	৫৭ জন	৭৬ জন	২৩১ জন
২০)	আমবাসা	৬০ জন	৫৯ জন	২৫৬ জন
২১)	মনু	৭৭ জন	৯৫ জন	২৫২ জন
২২)	ছামনু	৭২ জন	৮৫ জন	২৫২ জন
২৩)	ডম্বুরনগর	৪৫ জন	৩৫ জন	২৯৪ জন
২৪)	সালেমা	১২৯ জন	১৫২ জন	১৪৬ জন
২৫)	খোয়াই	৮৪ জন	১২০ জন	৫৩৩ জন
২৬)	পদ্মবিল	৩৩ জন	৬৪ জন	৩৯১ জন
২৭)	তুলাশিখর	৬১ জন	৪৮ জন	১৬২ জন
২৮)	কল্যাণপুর	৩৯ জন	৬০ জন	২০৬ জন
২৯।	তেলিয়ামুড়া	৬৩ জন	৯৯ জন	৩০২ জন
৩০)	মুঙ্গিয়াকামি	২০ জন	৫ জন	২৩ জন
৩১)	মান্দাই	৯৩ জন	৪৯ জন	১৬৩ জন
৩২)	জিরানিয়া	১২৫ জন	১১৬ জন	.৪৬৬ জন
৩৩)	হেজামারা	৩৪ জন	৫০ জন	৯২ জন
৩৪)	মোহনপুর	১৬০ জন	২৬৩ জন	৬৯৬ জন
৩৫)	জম্পুইজলা	৭৭ জন	৪৯ জন	১৩০ জন
৩৬)	ডুক্লি	১৪৮ জন	২৭২ জন	৮১৩ জন
৩৭)	বিশালগড়	৬৬ জন	১১৯ জন	৩৬২ জন
৩৮)	বক্সনগর	২৩ জন	৪৭ জন	১১০ জন
৩৯)	মেলাঘর	১৮৮ জন	২৬৬ জন	৭৯৫ জন

	ব্লকের নাম	দৃষ্টিহীন	মুক-বধীর	বিকলাঙ্গ
৪০)	কাঁঠালিয়া	৪৪ জন	৬৬ জন	১৬৮ জন
	মোট	**২৭৬৫ জন**	**৪১১৩ জন**	**১২,১৯৪ জন**

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত দৃষ্টিহীন মুক-বধীর, বিকলাঙ্গদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি রাজ্য সরকারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কোন সাহায্য / সহায়তা দেওয়া হয়। তবে, একমাত্র রাজ্যে বিকলাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য (২য় শ্রেণী হইতে ১২ম শ্রেণী পর্যন্ত) কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আই.ই.ডি.সি. স্টাইপেন্ড প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই খাতে আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া যায় না। সর্বশেষ এই চলতি বৎসরে ২০০০-২০০১ ইং সালের বকেয়া বরাদ্দ বাবদ ১৯ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৪২ টাকা পাওয়া গিয়েছে।

৩। রাজ্য সরকারের তরফে ঃ-

ক) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য দু-টি দৃষ্টিহীন আবাসিক বিদ্যালয় (বালক এবং বালিকা) চালু আছে।

খ) মুক-বধীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় চালু আছে।

গ) প্রতিবন্ধীদের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে।

ঘ) বয়স্ক বিকলাঙ্গদের জন্য পেনসন স্কীম চালু আছে।

ঙ) দৃষ্টিহীন শিক্ষিত বেকার (অষ্টম মান উত্তীর্ণ) যাদের দুই বৎসর বা দুই বৎসরের উর্দ্ধে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত রয়েছে তাদের জন্য প্রতিমাসে ৫০০ টাকা হারে বেকার ভাতা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 220

Name of the Hon'ble Member:- Sri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge-of the Social Welfare & Social Education Department to be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে বর্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন করে বি.পি.এল. বার্ধক্য ভাতা ও বিকলাঙ্গ ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা;

২। হয়ে থাকলে কোন ব্লকে কতজনকে উপরোক্ত ভাতা সমূহ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে; এবং

৩। কবে থেকে উক্ত ভাতা সমূহ দেওয়ার কাজ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায়?

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন ব্লকে নূতন করে বার্ধক্য ভাতা ও বিকলাঙ্গ ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। এক নং প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন ওঠে না।

৩। এক নং প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন ওঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House , Agartala, at 11.00 A.M. on Monday, the 29th December,2003.

PRESENT

Shri Ramendra Ch. Debnath, Speaker in the Chair. The Deputy Speaker , The Chief Minister, 17 Ministers and 37 Members were present.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয়, সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্যদের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে । আমি পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

Mr Speaker :- Hon'ble Member Shri Bijoy Kumar Hrankhawl.
Sri Bijoy Kumar Hrankhawl (Kulai):- Admitted Question No.11
Shri Manik Sarkar (Chief Minister):- Admitted Question No.11

Question

1. How many prescribed categories of packages are there in Tripura for the surrendered extremist ?

Answer

2. Government of India has introduced a scheme/pakage for the surrendered militants of North East region namely " Scheme for Surrender-Cum-Rehabilitation of Militants in the North-East." Government of Tripura is implementing the Scheme/pakage since 1st April 1988. There is no other pakage for surrendered extremists.

Shri Bijoy Kumar Hrankhawl :- Supplementary Sir, During the 2003 what is the total Number in made both love story bazar and UpnagarTtraining canter have been sense of which prescribed pakage of breakup trade wise ?

Second is how many of these camp in made have been send off after the training and numbers of re-arrested accusation of different cases. enditain or arrested in the train jail ? I think there is some categories for deferent weapons. Now with deferent type of arms and ammunation got admitted in the vocational training camp , but later on got re-arrested by the police endetain they have been paid even the prescribed amount of money against surrendered weapon as package so , will the Hon'ble Chief Minister give information to the house about it ? and defferent accusation arrested and detained ?

Third, It is fact that all the under going training who were covered under the prescribed package of defferent categories of surrendered personel I mean whether the State Govt. is following guideline of Central Govt. in regard to payment to

money against weapans?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- ডিটেইল আমি বলেছি রিহেবিলিটেশনে আসাম রাইফেলে ১০ জন নেওয়া হয়েছে। স্টেট গভঃমেন্টে ১৭ জনকে রেখেছে। এন বি আই টি ২ জন, বেহিক্যাল লোন ২৭ জনকে দেওয়া হয়েছে। অটো রিক্সা লোন ২ জনকে দেওয়া হয়েছে, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমে ১৪৬ এবং অলটুগেদার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমে ২০৪ জনকে নেওয়া হয়েছে।

সাপ্লিমেন্টারী টু, আই হেভ বিন অলরেডি মেনশান ২০৪ এণ্ড আই হ্যাভ নো ইনফরমেশন দ্যাট আফটার দি রিলিজ, সাম অব দেম হ্যাভ বিন এ্যারেস্ট এন্ড সেন্ড ইন জেইল দ্যাট ইনফরমেশন ইজ নট এবেইলেবেল। মিঃ স্পিকার স্যার, প্যাকেজটা বিড়াট বড়। এটা যদি আমি সবটা পড়ি তাহলে অনেক সময় নেবে। কিন্তু মিঃ রাংখল যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা বুঝতে গেলে তাহলে প্যাকেজ পড়তে হয়। এটাতে এসেম্বলি পারমিশন করলে তাহলে বলতে আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারাবল চীফ মিনিষ্টার লে করে দিন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— ঠিক আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে এটার রিলেশানে - সেটা হচ্ছে ডিক্লেয়ার প্যাকেজ যা আছে সেটা ফলো করেই এটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি। তাতে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন আর্মস যারা দিচ্ছে প্রথমতঃ প্যাকেজে প্রথম সর্ত আছে যে সারেণ্ডার করবে তাকে একটা আর্মস জমা দিতে হবে। আর্মস মানে কোয়ালিটি আর্মস তাতে বলে দিয়েছে কানট্রি মেইড আর্মস নয় আবার এটাও বলেছে কোন কোন সময় কোন এ্যাকস্ট্রিমিষ্ট হয়তো আর্মস দিতে পারল না কিন্তু তার সারেণ্ডার গ্রহণ করা হবে কিনা তার জন্য একটা কমিটি আছে এবং ওখানে ইনস্ট্রাকশানের মধ্যে আছে তারা যদি মনে করে এই পারটিকুলার পারসন যেমন এ্যাক্স, ওয়াই অথবা জেড যদিও তাদের কাছে আর্মস নেই কিন্তু তাদের সারেণ্ডার গ্রহণ করা যেতে পারে। আর্মস যারা জমা দেবে তাতে বিভিন্ন আর্মসের এগেনষ্টে কোনটায় কত টাকা দেওয়া হবে সেটা বলা আছে এবং সেকেণ্ড এটা বুঝতে হবে এই টাকা তাদের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হবে না তাদেরকে যখন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় যেমন আমাদের এখানে লাচীতে আছে এবং শিকারী বাড়ীতে আছে ব্যাঙ্ক। সেই ব্যাঙ্কে তাদের নামে একটা একাউন্ট খুলে দেওয়া হয়। ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর যখন তারা চলে যায় তখন টাকা তুলে নিয়ে যেতে পারে। গত ৩/৪ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি ডিউরিং ট্রে নিং পিরিয়ড- একটা ছেলে এসে বলছে সে বিয়ে করবে এবং তার জন্য তার কিছু টাকা লাগবে এবং সে জন্য তাকে সাহার্য্য করতে হবে। এই রকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে উদ্যোগ নিয়ে এবং আলোচনা করে তাদের কিছু সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করেছি অর্থাৎ এই গাইড লাইনগুলি থাকা সত্বেও এইগুলিকে ম্যাকানিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা হচ্ছে না ফলে এটা আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যেমন ধরুন আমর্সসের ক্ষেত্রে এমন কতগুলি আর্মস হয়তো জমা দিয়েছে যেগুলি লিস্টের মধ্যে নেই হয়তো আমরা এই আর্মসগুলির নামই জানতাম না এই ধরনের আর্মস যে আছে। কিন্তু এখানে প্যাকেজে যে আর্মসগুলি মেনশন করে দেওয়া আছে সেগুলি নেই তাই এই বিষয়গুলি গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার দৃষ্টিতে আবার কারণ প্যাকেজটা আমরা তৈরি করি না কিন্তু আমরা রিকোয়েষ্ট করি। এই প্যাকেজটা গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার হোম ডিপার্টমেন্ট নর্থ ইষ্ট রিজনের জন্য তৈরি করেছেন। মামলা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এখানে এই প্যাকেজে উনারা বলে দিয়েছেন খুন, অপহরণ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত কোন অপরাধের মামলা যদি কারুর বিরুদ্ধে থাকে সারাণ্ডার করলেও মামলা তুলা যাবে না। ষ্ট্যাট গভঃমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার দৃষ্টিতে নিয়ে বলেছি এ্যাকসষ্ট্রিমিষ্ট যারা জঙ্গলে আছে তাদের হাতে আর্মস আছে এবং এইগুলি দিয়ে তারা খুনোখুনি করছে। এখানে তো আমাদের প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশী ডিসটার্ব করছে। এই মামলা যদি থাকলই সারাণ্ডার করার পর এবং তাকে যদি জেলেই যেতে হয় তাহলে আমাদের যে আবেদন বা প্রচেষ্টা সেটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে এই মামলাগুলির ব্যাপারে এই যে গাইড লাইনগুলি আছে এটা আপনাদের দেখতে হবে। এই ব্যাপারে

আমাদের সঙ্গে যখন আলোচনা হয় তখন আমাদের যুক্তিটা উনারা অস্বীকার করেন না কিন্তু উনাদের যে গাইড লাইন সেটার মোডিফাই সে ভাবে করেন না। মহিলা সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কে প্রথমেই বলেছি কোর্ট যে ডিসিশান নেবে সেটাই হবে এবং অন্যান্য যে মামলাগুলি আছে সেগুলির টাইম টু টাইম মেরিটস এগজামিন করে সেগুলি তোলার জন্য আমরা একটা পূর্ব সর্ত দিই। কিন্তু প্রবলেম দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে মাননীয় বিচারকরা সবাই না তারা এই মামলাগুলি সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও কি কারণে আমরা চালাতে চাই না বলার পরও উনারা কেউ কেউ একটা অবস্থান নিচ্ছেন যে মামলাগুলি তুলা যাবে না এটা তো বিচারক মহোদয়দের সিদ্ধান্ত তার উপর আমাদের তো চট্ করে বলার সুযোগ থাকছে না। যদিও বিষয়টি গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নজরে এনেছি কারণ তিনি আমাদের রাজ্যে এসেছিলেন তাই উনার দৃষ্টিতে এনেছি একটা ভুল সংকেত যাচ্ছে।

যারা সারাণ্ডার করছে। যেমন ধরুন আমরা যে ক্যাম্পগুলি চালাচ্ছি তাতে যারা সারেণ্ডার করেছে, তাদের ক্ষেত্রে তেমন একটা প্রবলেম রয়েছে এই ব্যাপারে আমার কাছে স্পেশিফিক কিছু নেই। কিন্তু আগে যারা সারেণ্ডার করেছে, হয়ত তারা ট্রেনিং ক্যাম্পে যাননি, তাদের কোনরকম কিছু পুরনো মামলা, অনেক রকমের মামলা আছে, সেই মামলাগুলি যখন আমরা উইথড্র করার জন্য যাচ্ছি, হয়ত ৫টার মধ্যে ৩টা উঠে গেছে, কোন একজন বিশেষ বিচারকের আদালতে গেল বাকী দুটো, তিনি সেই জায়গাতে একটা স্ট্রং স্ট্যাণ্ড নিচ্ছেন। ফলে যারা সারেণ্ডার করলেন তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা হচ্ছে। তারা মনে করছে সরকার আমাদের বলল এরকম- করছে আর একরকম। কিন্তু আমরাও এই জায়গাতে অসহায়, আমরা কিছু করতে পারছি না। এই বিষয়গুলি তাদের আমরা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। আমাদের আইন সচিব তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিচারক মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বুঝাবার চেষ্টা করছি যে কেন গভর্ণমেন্ট এই স্ট্যাণ্ড নিয়েছে। আমাদের আইন সচিব সেটা বুঝাবারও চেষ্টা করেছন। এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl :- One supplementary sir, Considering all consequences Govt. had announced or appealed to these extremists and they have responded, they have come back with weapons. Therefore when they are admitted in the training camp, Govt. is well aware about their consequences also. Now once they are arrested or re-arrested and taken into custody, they are being accused with certain cases. Now, this message going negatively . So this is my appeal to the Govt. (No.1) Now, once they are admitted they should feel they are secured, and well treated. Rehabilitation past is later on. But they are sure that they are not going to be arrested or re-arrested. So in some cases chief Minister has just, spell-out that he had got no information about re-arrest. But re-arrest is very much there with weapons. So, whether the Govt. will can pronounce or announce general amenesty for the extremist people, so that they can feel more secure and come freely to surrender with weapons. So can I expect positive reply from the Govt.

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— এখানে দুটি প্রশ্ন আছে । মিঃ রাংখল সাহেবের প্রথম প্রশ্নটা সম্পর্কে যেটা বলেছেন, সারাণ্ডার করেছে, টাকা পেয়েছে, চাকরীও পেয়েছে। কিন্তু মামলা যখন আর উঠছে না তখন পুলিশ তাকে কোথাও গেপ্তার করেছে এও ঘটনা আছে। আবার সেই পুলিসকে ব্যবহার করে, কারণ আমরা এটা বুঝতে পেরেছি যে, এখন যদি তাকে জেলখানায় পাঠানো হয়, এটা ভুল সংকেত যাবে। ফলে পুলিশই উদ্যোগ নিয়েছে এট দি ইনস্ট্যান্স অফ দি গভর্ণমেন্ট যে তাকে কি করে বের করে আনা যায়, তার জন্য আমাদের উকিল তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চেষ্টা করতে হবে এবং তাতে রিলিজডও হয়েছে কেউ কেউ। মামলাটা হয়ত সবটা উঠে যায়নি, কিন্তু হি গট বেইল, তো এই জায়গায় এই যে প্রসেসটা, we are serious, sincear and have been trying our lebel best to combat all these tinngs. We did out. So keeping that in view we have been trying our lebel best right from the

beginning. But with regard to the question of amnesty that all on a sudden I can tell because the policy being implemented here by the State Govt. That is the policy have been dictated by the Govt. of India . So the point what you have raised here. I can assure you that this point may be taken up at the appropriate lebel of the Govt. of India. It is the Govt. of India, they should also take some certain step. In this regard what I would like to stress you see very recently our Prime Minister visited Nagaland and there he openly gave a call. What is the call? What is the message? I should say that's clarion call. You see, arms and ammunition in any case is not going to serve the problem. For any development peace is pre-condition. Keeping that in view those who are moving with arms in Jungle, they should come out, surrender arms, come to trues and if they have any grievance they may come to dialogue that what he specifically and categorically stated and after that our Deputy Prime Minister he also visited Assam with regard to installation of Boro-Council. There again he repeated the same. So that appeal is already there. So, I do feel that Govt. of India what you have raised here. If we draw their kind attention then they can ponder over this matter. All on a sudden I can tell that there will be general amenesty and that I think it will not be proper or our part also.

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরে ১৫ ই মার্চ থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই ছয় মাসে সারেণ্ডার করেছে ১৯৬ জন, এন এল এফ টির ৯৪ জন, এ টি টি এফ এর ১৩জন, বি এন সি টির ৮৯ জন এবং এই তালিকায় দেখলাম অনেকেই আর্মস জমা দেয়নি। যেমন, ধনঞ্জয় দেববর্মা, জয়কুমার দেববর্মা এরকম অনেক নাম আছে। স্যার, সরকারের প্রশ্নোত্তরের লিষ্টটার মধ্যে যে নামগুলি আছে তাতে প্রায় ৭৫ জন কোন আর্মস জমা দেয়নি, অথচ রাজ্য সরকার এদের আত্মসমর্পন গ্রহণ করেছেন। অ্যাকর্ডিং টু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে নোটিফিকেশন বা ক্রাইটেরিয়া আছে সেটাকে কি ভঙ্গ করছে না। তাহলে ওদের আত্মসমর্পন কিন্তু আমরা গ্রহণ করলাম। তাহলে এই কেটাগরিতে অন্যরাও এতে পড়বে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— ঠিকই বলেছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা। আসলে এই যে প্যাকেজটা তার বেনিফিট যদি কাউকে দিতে হয় বা কারো যদি নিতে হয় তাহলে তার যে ক্রাইটেরিয়া সেটা মানতে হবে। আর এরকম যাদের কথা বলেছেন এদের ক্ষেত্রে আমরা জেনারালি সাধারণ যে মামলাগুলি আছে সেগুলি তুলে দিই। কিন্তু এই প্যাকেজের যে ফিনান্শিয়াল বেনিফিট, আদার বেনিফিট এগুলি তাদের ক্ষেত্রে অ্যাক্সেপটেড হয় না। নরম্যাল যে সিচুয়েশান এরকম যারা আসছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে মামলা আমরা তুলে দেব এবং কিন্তু অন্য কোন বেনিফিট আমরা দিতে পারব না। তখন তারা বলেছে, ঠিক আছে মামলা যদি আমাদের উঠে যায় আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারি তাহলে যথেষ্ট। আমরাতো ভুল করেছি এবং আমরা কয়েকজন আসতে চাইছি। এটা মাথায় রেখে আমরা এটা করেছি। কাজেই, এখানে যে নাম আপনি বলেছেন আমি আর স্পেসিফিক্যালি বলতে পারব না। তবে এটা হচ্ছে ঘটনা। যেমন ধরুন বি এন সি টি যারা করছে তাদের কাছে কিন্তু সফিস্টিকেটেড্ আমর্স খুব কম, খুব লিমিটেড। বিএন সি টির এরাতো অনেকটা এন এল ফি টির অক্সিলিয়্যারি গ্রুফের মত কাজ করছে, তো এরাতো সফিস্টিকেটেড্ আর্মস দিতে পারছে না। তো এরকম যারা আসছে বা অন্যান্য যারা আসছে যারা এরকম এগুলি দিতে পারছে না তাদের নাম লিষ্টে আছে বা দে আর ডিস্টার্বিং। পুলিশ বলেছে দে আর ডিস্টার্বিং ইন্ দিস এরিয়া। তো এরকম ক্ষেত্রে তাদের নামে মামলা আছে মকর্দ্দমা আছে সেই ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক জীবনে আসতে চান। এলাকার মানুষ ও বললেন যে এরা যদি স্বাভাবিক জীবনে আসে তো আমাদের এলাকাটা শান্তিপূর্ণ হবে, সুস্থ হবে, কিপিং দ্যাট্ ইন্ ভিউ মামলাগুলি আমরা তুলেছি তবে তাদের অন্য কোন বেনিফিট দিচ্ছি না এবং তারা অবজারভেশনে থাকছে। আবার যদি গোলমাল করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নেওয়া হবে। দ্যাট্ ইজ দা স্ট্যাণ্ড বিং ফলোড বাই দা স্টেট গর্ভণমেন্ট।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— কিন্তু এভাবেতো সমাজদ্রোহী যাদের স্পেসিফিক মামলা থাকবে, ঠিক আছে নারী সংক্রান্ত কোন মামলা থাকলে উঠবে না কেটাগরিক্যালি। কিন্তু যারা সমাজদ্রোহী তারাতো এসুযোগে পার পেয়ে যাবে যেহেতু আর্মস দিচ্ছে না। এই সুযোগে সমাজদ্রোহীরা সমাজের যত্র তত্র অন্যায় করে যাচ্ছে যারা তারাও মামলা তুলে নেবে। তাহলে এই লিষ্টটা কে করেছে এবং এটা কি অনুমান করে দেওয়া যাবে ? আমিতো এখানে পরিষ্কার দেখছি প্রায় ৭০ জনের মত আছে যারা আর্মস জমা দেয়নি এবং গর্ভণমেন্ট তাদের গ্রহণ করেছে। এখানে আমার বক্তব্য হল, এই সুযোগে কিন্তু সমাজ দ্রোহীরা পার পেয়ে যাবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন সেটা একটা ভ্যালিড্ ডাউট্। কিন্তু এই ধরনের যখন আসে ধরুন যারা হ্যাবিচিউয়েট্ অফেন্ডার্ তাদের রেকর্ড তো পুলিশের কাছে আছে। যারা চুরি করছে, ডাকাতি করছে, রাহাজানী করছে, মোটর বাইক নিয়ে লিফট করছে এগুলিতো জানেই পুলিশ। কোন মেইন সন্ত্রাসবাদী যে বাহিনী আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যারা কাজ করছে এরকম যখনই আমাদের কাছে তথ্য আসে পুলিশ তখন সেগুলির পরীক্ষা করে এবং পরীক্ষা করার পরে পুলিশ যখন মনে করছে এরা যদি স্বাভাবিক জীবনে আসে তাহলে পরে আমাদের পক্ষে এই এলাকার শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ রক্ষা করা সহজতর হবে তখনই এই প্রশ্নটা আসছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন এই ডাউটটার কথা এটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে পুলিশকে বার বারই বলা হয় এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের সর্তক থাকতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৪

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৪

প্রশ্ন

১) টি, এস, আর , এর যেসব জওয়ান জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার ট্রেনিং প্রাপ্ত তাদের নিয়ে বিশেষ বাহিনী যথা- কমাণ্ডো ফোর্স, স্পেশ্যাল সিকিউরিটি গার্ড, কম্ব্যাটিং ফোর্স গঠন এবং তাদেব বিশেষ ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২) থাকিলে তাহা কবে কার্যকর হ‹ে? এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) জাঙ্গঁল ওয়ারফেয়ার ট্রেনিং প্রাপ্ত টি, এস ,আর জওয়ানদের নিয়ে কোন কমাণ্ডো ফোর্স বা স্পেশ্যাল সিকিউরিটি গার্ড বা কম্ব্যাটিং ফোর্স গঠনের কোন পরিকল্পনা নেই। জঙ্গঁল ওয়ারফেয়ার টেনিং প্রাপ্তদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

২) ১ নং উত্তরের সাপেক্ষে প্রশ্ন উঠে না।

৩) বর্তমানে সব টি, এস, আর, জোয়ানদেরই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য জাঁঙ্গল ওয়ারফেয়ার সহ বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সুতরাং আলাদাকরে জাঙ্গঁল ওয়াবফেয়ার ট্রেনিং প্রাপ্ত টি, এস ,আর জোয়ানদের নিয়ে বিশেষ বাহিনী গড়ার কোন প্রয়োজন বর্তমানে নেই।

শ্রী শ্যামচরণ ত্রিপুরা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি,এস, আর জোয়ানদের নিয়ে জাঁঙ্গল ওয়ারফেয়ার ট্রেনিং এ যদি অন্তভূর্ক্ত করা হয় তাহলে পরে এই জাঁঙ্গল ওয়ারফেয়ার করারজন্য তাদের যে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয় এবং বিশেষ দায়িত্ব ও তাদের নিতে হয় অথচ তারা হায়ার রেমুনারেশন কোন রকম অনারিয়াম বা আলাদা বিশেষ কিছু পাবে না এটাতো সামঞ্জস্যহীন।

২) আই আর যেটা ইণ্ডিয়ার রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন তারা তো সর্ব ভারতীয় নর্মস অনুসারেই গঠিত। তাহলে পরে তাদের কোন অন্যান্য স্পেশ্যাল কোর্সের মত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না। এই ত্রিপুরার পুলিশের মতই যদি একই রকম তাদের বেতন ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা একই রকম থাকে তাহলে পরে আই আর বাহিনী গঠন করার কোন প্রয়োজনীয়তা কি আছে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্যামাচরণ বাবুর যে কোয়রী তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে ২,৮৪০ জন টি এস আর জোওয়ানকে জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার এর স্পেশ্যাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। এই ট্রেনিংগুলি আমরা আগে বাইরে পাঠিয়ে করাতাম। এখন আমরা এখানেই করাচ্ছি। গত বছর তিনেক আগে আমাদের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের যে হেড্‌কোয়ার্টারিস্ আছে কমলপুরের কচুছড়াতে সেটাকে আমরা জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার এর স্পেশ্যাল ট্রেনিং সেন্টার হিসাবে ডেভেলার্প করার জন্য চেষ্টা করছি যাতে এটা সমগ্র নর্থইস্টার্ণ রিজিওনের মধ্যে একটা মডেল হয়। এবং এইজন্য আমরা গভার্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ার কাছে প্রস্তাব পাঠাই যদিও তারা এখন ও পর্যন্ত এ ব্যাপারে নেগেট ও করেনি বা একসেপ্ট ও করেন নি। কিন্তু আমরা এরজন্য বসে নেই। আমরা নিজেরাই এটাকে শুরু করেছি এবং এটাকে ডেভেলাপ করার জন্য চেষ্টা করছি। তো কিছুদিন আগে আমাদের আর্মির দুইজন বড় বড় অফিসার এখানে এসেছিলেন। আমরা তাদের বলেছি এই ট্রেনিং সেন্টারটা ভিজিট করার জন্য যে প্রিলিমিনারী স্টেজে এটা ইন ফোর্স অব্ টাইম্ হোয়েদার ইট উয়িল অ্যাভেইল টু মীট দ্যা মিনিমাম্ রিকুয়ারমেন্ট অব্ আওয়ার স্টেট। তারা গিয়েছেন দেখে এসেছেন এবং এসে তারা বলেছেন যে প্রাথমিক স্তরে যা আপনারা শুরু করেছেন এটা খারাপনা এটা উৎসাহজনক এবং এতে যারা ট্রেনিং নিচ্ছে আমরা দেখেছি ইন ট্রেনিং তারা যে কসরত ইত্যাদি দেখিয়েছে এটা খাপার না। এটা মোটামোটি আশা ব্যাঞ্জক। তবে এটা ইম্‌প্রোভ করতে হবে। এটা নেচারেল তো সেদিক থেকে তাদের সাজেসশান আমরা নিয়েছি এবং নিয়ে আমরা সেভাবে গভার্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা আশাবাদী হয়তো কিছুটা সাহায্য আমরা পাব। আর যদিও না পাই কিন্তু উয়ি শ্যাল ডেভেলাপ ইট।

পাশাপাশি আমরা এক সময় ভেবেছিলাম যে আমরা নবম এবং দশম এই দুটো ব্যাটেলিয়নকে একসাথে টেনিং- এর জন্য পাঠিয়ে দেব। আর্মির সঙ্গে কথাও হয়েছে এবং ডিসিশনও হয়েছিল। কিন্তু এখানে যে সমস্যা হল সি, আর, পি, এফ তোলে নিয়ে গেল। তার শর্টের্জ হয়ে গেল। আর জাস্ট অফ্‌টার ইলেকশান পর পর কয়েকটি কিলিংস হয়ে গেল যেগুলো টাইগার্রস ফেসি করলো দু একটা জায়গায়, এন এল এফ টি করলো। এই রকম পরিস্থিতিতে ডিসিশনটা খুব একটা কামবারসাম হয়ে গেল। এই সিচুয়েশনে আমাদের মনে হল এই যে গ্যাপটা হয়ে গেছে এখন যদি আমরা তাদের পাঠিয়ে দেই তাহলে আরো সমস্যা হবে। কাজেই এক্ষনি আমরা সবাইকে একসঙ্গে পাঠাব না। সাব্‌সিকুয়েন্টলি আমরা ডিসিশন নিলাম যে কোম্পানী ওয়াইজ তাদের পাঠাব। আর্মির্র সঙ্গে বি এস এফ এর সঙ্গে কথা হল। কাজেই, মাননীয় শ্যামাবাবুরা যেটা চাইছেন আমরা টি এস আর কে টোট্যালী সেভাবে নেবার চেষ্টা করছি। যে কারণে আমি বল্‌লাম যে বর্তমানে প্রায় তিন হাজারের মত আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা এখানে এসেছে টি এস আরের যে বেতন ভাতা সেটা কিন্তু সাধারণ রাজ্যের যে পুলিশ তাদের থেকে একটু আলাদা সুযোগ তারা পান। আর টি এস আর কিন্তু পুলিশের চাকুরীর যে সময়টা এতটা সময় তারা চাকুরী করতে পারেন না। কারণ, তাদের অ্যাভিলিটি মেইনটেন করতে হয়। আর্মি তাদের যেটা অ্যাভিলিটি মেইনটেন করারপ্রশ্ন আছে। আমরা এখন ভাবতে শুরু করেছি যে, সাধারণত ৩৫-৩৭ বছরের পরে তাদের সেই অ্যাভিলিটি থাকে না, রেসপনজ করতে পারে না। কিন্তু তাদের অন্যান্য কাজ করার সুযোগ আছে। ফলে এন্ট্রি পয়েন্ট একটা করা যায় কিনা পুলিশের অভারল এন্ট্রি পয়েন্ট একটা করা যায় কিনা যদি টি এস আর হয়, টি এস আর দিয়ে আমরা ঢুকলাম। টি এস আরের টেনিউর কমপ্লিট হওয়ার পর তাদেরকে আমরা জেনারেল পুলিশে নিয়ে যেতে পারি কিনা, ফলে তারা আর একটু বেশী সময় কাজ করার

সুযোগ পেল। এবং দুটোই হল একদিকে জেনারেল পলিসি তার কতগুলো বিশেষ নরমস প্লাস এই যে স্পেশ্যাল ট্রেনিংটা সে করে নিল দুটো কম্বাইন করলে পরে এই ফোর্স খুব ফলপ্রসু হবে এটা আমরা ভাবছি, কিন্তু ফাইনাল সিদ্ধান্তে আমরা এখন ও আসতে পারি নি। পরিক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার আমরা চেষ্টা করছি।

তৃতীয় প্রশ্ন যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে আই আর ব্যাটেলিয়ন। আই আর ব্যাটেলিয়নতো আসলে এ টার শর্তটা কি? কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে রেইজ করার জন্য যে ইনেশিয়াল একসপেণ্ডিচার সেটা তারা বহন করে বাদবাকি সবটা রাজ্যসরকারের। এখন এই জায়গাতে এবং তাদের যে মিনিমান মেকসিমাম স্কেল যেটা ধরে দিয়েছেন আমরা এখন দেখছি প্রাইস এক্‌সকালেকশনের পরিপ্রেক্ষিতে তার রাইজিং কস্ট তারা যা দিচ্ছেন তাতে হচ্ছে না। ডেসপাইট অল দিস ইট ইজ এ হেলপ নো ডাউট এবাউট ইট। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন শর্ত হচ্ছে একটা যে আমরা যে রাইজিং কস্ট দেব কিন্তু যখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকার চাইবে তাদেরকে অন্য জায়গায় পাঠানো হবে। যেমন খুব শীঘ্রই এই রকম আমাদের এখান থেকে কেউ কেউ বলেছেন আমাদের এক্‌সপোজার এর জন্য আমাদের ছেলেদের জন্য জায়গায় পাঠানো হউক।

আমরা বলছি এখন তুমি আর্মি চাইছ, তুমি আসাম রাইফেলস্ বাড়াবার কথা বলছ, বি এস এফ বাড়াবার কথা বলছ এখন তুমি তাকে পাঠাতে বলছ তাহলে এখানে খালি হয়ে যাবে এটা কিভাবে সম্ভব? আমরা পাঠাতে পারি এটাকে যদি আর একটু ফোর্স দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করে ঠিক আছে আমাদের আই আর ব্যাটেলিয়ন বাইরে যাবে কোন অসুবিধা নেই। যাওয়ার দরকার আছে আমরা এটা পাঠিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। ফলে স্কেল বাকিটা যেটা তার যে পের্টানটা ঠিক আছে আই আর ব্যাটেলিয়ন অন্য কাজ না আমরাতো আমাদের টি এস আর যেভাবে করছে আই আর ব্যাটেলিয়নের জন্য আলাদা কোন ট্রেনিং নেই একই রকম। কারণ আমাদের টি এস আরের যে নমর্স সেটা হচ্ছে প্যারা ম্যালিটারীর ফোর্সের নর্মস। সেই নরমসে আমরা তাদের রেইজ করছি। এখানে সি আর পি এফ আছে বি এস এফ আছে তাদের যে পের্টান এই পের্টান আমাদের এখানে অ্যাডপট করার চেষ্টা করছি। ফলে পে স্কেল সর্ম্পকে কেন্দ্রীয় সরকার এর আলাদা কোন বক্তব্য নেই। আর আমাদের পে স্কেল খুব একটা খারাপ না। কিন্তু আমাদের এখন যে আর্থিক ব্যাপারগুলো আছে তাতে এর থেকে বেশী এই মুহর্তে কোন সুযোগ নেই কিন্তু এর মধ্যে ও কিছু বেনিফিট কি করে অ্যাকশন করতে পারি যেটা সমস্ত কিছু আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে। যখনই পয়সার ব্যবস্থা করতে পারব আমরা করব। আমাদের ফোর্স তাদের যদি সুযোগ বাড়ানো যায় তাহলে সেটা খুব আনন্দের।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে টি এস আর গঠন করা হয়েছে টি এস আর অ্যাক্ট ১৯৮৬ ইং অনুসারে। কাজেই তাদের সুযোগ সুবিধা বেতন ভাতা বৃদ্ধি সম্পূর্ণ রাজ্যসরকারের হাতে এর সঙ্গে কেন্দ্রের কোন সর্ম্পক নেই। কেন্দ্র একমাত্র আর্থিক আলাদা কোন অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য দিলেও দিতে পারে নাও দিতে পারে। কাজেই, কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে বা কেন্দ্রের কাছে জানানো হয়েছে এটা মনে হয় ঠিক না। এখন টি এস আরের যে কোয়ালিটি এবং যেটা আমরা এক্‌সপেকট করি এবং যা পাই তাতে তাদের যদি সার্ভিসটা নিতে হয় তাহলে অকরডিংলি আর একটু যে সাম্মানিক বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এটা বাড়ানোর দরকার আছে বলে আমি মনে করি, এটাই আমি স্টিক করেছিলাম।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আপনি স্টিক করতে পারেন কিন্তু আপনার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি জবাব দিয়েছি। আপনি প্রথমে বলেছেন আই আর অ্যাটেলিয়ন করার অর্থটা কি? এর অর্থ আমি ব্যাখ্যা করেছি। আপনার ইমপ্লাইড যে কোয়ারিজটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আই আর ব্যাটেলিয়ন সর্ব ভারতীয় নরমসে তাহলেতো বেতন ভাতা সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার ব্যাখ্যা দিয়েছি। আই আর ব্যাটেলিয়ানের শর্ত হচ্ছে রাইজিং কস্ট ইজ দেয়ার কিন্তু আমি যখন চাইব তখন তাকে তোমাদের ছাড়তে হবে। আমরা এটা কেন্দ্রীয় সরকারে সঙ্গে আমরা রাজ্য সরকারের এর এগ্রিমেন্ট হয়েছে। দ্যাট ইজ দি কনডিশন অব্ রাইজিং আই আর ব্যাটেলিয়ন নাথিং এলস আর ভাতা

বেতন ইত্যাদি হচ্ছে রাজ্যসরকারের। কাজেই, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাদের বেতন ভাতা বাড়ানোর জন্য আমরা কথা বলি না। ভাতা বাড়ানোর ব্যাপারটা এবং তারা যে বেতন ভাতা পান সেটা নরমাল যে পুলিশরা পান তার চেয়ে বেটার। আরো বাড়াতে পারলে ভাল হবে এই সর্ম্পকে কোন সন্দেহ নেই। এখানে আপনার সঙ্গে কোন ডিসপুট নেই। কাজেই এখানে যেমন যেমন সুযোগ বাড়বে আমরা যেমন ধরুন ডি এ দিতে পারছি না কিন্তু ডি এ তো আমাদের দিতে হবে, আজকে হউক কালকে হউক দিতে হবে। এই ব্যাপারে আলোচনা আছে প্রকাশবাবু সেখানে এনেছেন আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টার সেখানে অংশ গ্রহণ করবেন। আমিতো বলছি আমরা দিতে পারছি না কিন্তু দিতে হবে আমাদের। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডি এটা যেমন দিতে পারছি না তখন চট করে আর কতগুলো অ্যামেনিটিজ পারকুয়েজিট আমি বাড়িয়ে দিলাম যেটা আমি শেষ পর্যন্ত রিলিজ করতে পারলাম না এটা ঠিক হবে না। আমরা ততটাই করার চেষ্টা করছি যতটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে। আমাদের টি এস আর বাঁ পুলিশরা এটা বোঝেন এবং তারা এই জায়গাতে সহযোগিতা করেন এই সর্ম্পকে কোন সন্দেহ নেই। গত ৫-৬ বছরে আমরা কিছু কিছু সুযোগ আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টীড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৭।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার -২৭

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী, এই সকল নগর এবং মহরছড়া গাঁওসভায় এখন পর্যন্ত ১৩ জন লোক খুন হয়েছে। এই ১৪ ই আগষ্ট বলুন ৭ ই মে বলুন ১০ ই অক্টোবর বলুন, সেখানে ৪২ জন মারা গেছে অপহরণ হয়েছে ৬ জন। তার কারণ হচ্ছে কমলনগর গাঁওসভাটা কল্যাণপুরের শেষ অংশ। মহরছড়া গাঁওসভাটা তেলিয়ামুড়ার শেষ অংশ পরেছে। কল্যাণপুর থেকে প্রায় ৭ কিমি প্রায় শেষ প্রান্ত, তেলিয়ামুড়া থেকে প্রায় ৬ কিমি প্রায় শেষ প্রান্ত। যেমন করে সিধাই মোহনপুর আগরতলার মধ্যবর্তী অংশটাকে রক্ষা করার জন্য করা হয়েছে লেফুঙ্গা আউট পোস্ট। ঠিক তেমনিই ভাবে এই কমলনগর পঞ্চায়েতে অনিয়ম বিশৃংখলাভাবে কাজ চলছে। এই বিভিন্ন কারণেই আমাদের এত গুলো লোক হারাতে হয়েছে। কমলনগরে ১৫ জন ১৪ ই আগস্ট ত্রিছাবাড়ীতে ৯ জন, মহরছড়াতে একইসাথে ৯ জন দেবেন্দ্র সরদার পাড়াতে ৬ জন, লালটীলাতে ১জন মাইস-ভাণ্ডারে একজন। সেখানে ক্যাম্প হয়েছে দেবেন্দ্র সরদার পাড়াতে ক্যাম্প আছে। তারা শুধু উগ্রপন্থী সমস্যা শুধু দেখে বাকী বিষয় একদম দেখে না। মাইসভাণ্ডারের কমলনগরে সেখানে লোক ওদাউ হয়ে গেছে সেখানে এখন লোক নেই। মহরছড়া, লালটিলা, লম্বা টিলা, এই সব জায়গাতে এখন লোক নেই। এখানকার মানুষ সবাই চলে যাচ্ছে যার যেমন সুবিধা মত জায়গাতে। কিন্তু তারা খুবই গরীব। সেখানকার আইন শৃংখলার কথা চিন্তা করে সেখানকার মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সেখানে একটা আউট পোস্ট করা হবে কি না?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করছি, এই জায়গায় কোন দ্বিমত নেই। তবে আউটপোস্ট দিলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এটা বলা ঠিক হবে না। অনেক জায়গাতে থানা আছে থানার সামনে ঘটনা ঘটে যায়। প্রশ্নটা থানাটাই সমস্যা সমাধান না। এখানে থানা গড়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বিকার কেউ করছে না। আমরা বলছি এই মুহূর্তে এটা আমাদের ভাবনার মধ্যে আছে। এটার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা ঐদিন প্রকাশবাবু যেটা তুলেছিলেন লেফুঙ্গা খুবই খারাপ জায়গা। যাই হউক এখানে আপনিও উল্লেখ করেছেন যে মহরছড়াতে টি এস আর -এর ক্যাম্প আছে।

কমলনগর মাইছ -ভাণ্ডারে টি এস আর -এর পোস্ট আছে। পূর্ব কল্যাণপুর অমর কলোনীতে টি এস আর এর পোষ্ট আছে। দুস্কিতে সি আর পি এফ এর পোস্ট আছে, রজনী সারদার পাড়ায় সি আর পি এফ এর পোস্ট আছে, তারমধ্যে হচ্ছে । একটা হচ্ছে কল্যাণপুর পি এস আর একটা হচ্ছে তেলিয়ামুড়া পি এস। ওখানে ১৪ আগষ্ট যে জায়গাতে ঘটনা ঘটেছে। আমি সেই জায়গাতে গেছি। বিরাট একটা মাঠ মাঝখানে চারিদিকে পাহার। সেখান থেকে

তারা ঘটনা করতে চেষ্টা করেছে। যদিও পেছনে সি আর পি এফ- এর একটা ক্যাম্প। সেখানে সি আর পি এফ থাকা সত্ত্বেও সেখানে এই কাজ করা কি করে সম্ভব হলো। আবার দুম্বুকিতে যাওয়ার রাস্তায় জীপগাড়ীতে তারা একটা বোমা মেরেছিল তাতে অনেক জন লোক মারা গেছে। এটা কি করে সম্ভব হলো এইগুলো তো আমরা শেষ পর্য্যায়ে আলাপ আলোচনা করে দেখছি। থানার প্রশ্ন যেটা আসছে, থানার যে প্রয়োজনটা সেই প্রয়োজনটা সেট আপ করার জন্য আসলে যে সময়টা সেই সময়টাকে এড্রেস করার জন্য আপনারা যেমন যেমন বলেছেনতেমন তেমন হয়েছে। মিটিং হয়েছে, আমি যে দিন দেখতে গেছি সেইদিন মিটিং ছিল দুপুরবেলা। আমাদের সেই সময় টি এস আর-এর যিনি আই জি ছিলেন তিনি এখনো দায়িত্বে আছেন তিনি ছিলেন, থানার দারগারা ছিলেন আপনি ছিলেন এলাকার অন্যান্য নাগরিকরা ছিলেন তারা একটা জায়গায় প্রথম বসেছিল। আপনারা বলেছেন যে না বাজারের হাটে সেখানে মিটিং হয় না এটা অমুক জায়জায় করলে ভাল হবে, দে সকসেপটেড অল দিস থিংস। মোর ওভার ওখানে গ্রামের মানুষ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে তারা গ্রামরক্ষী বাহিনী তৈরি করেছে। এটা কিন্তু এস পি ও না। এস পি ও দের আমরা কিছু টাকা দিই কিন্তু গ্রামরক্ষী বাহিনীদের তো আমরা টাকা দিতে পারিনা। সেটা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। তারা বলছে যে এর পর ও আমরা করব। পিপোল আর কোপারেটিভ। তো এই পরিস্থিতে থানা বাড়াতে পারলেই ভাল, এই সমন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আমি আগেও বলেছি আমরা সবটা এ্যাসেস্ করছি। এই ব্যাপারে ডি জি কে দায়িত্ব দিয়েছি তাকে সেই দিন আবার ডেকেছি ঐ দিনের আলোচনার পর গিয়েই আমি ডেকেছি যে এটা এক্সপিরাইট কর। আশা করছি এটা সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে।পেলে বিষয়টি পরীক্ষা করার পর যদি দেখা যায় এখানে আমাদের করতেই হবে তা হলে করতেই হবে। কিন্তু আমাদের যে পরিস্থিতিটা সেটা বুঝতে হবে যে সব জায়গায় কিন্তু আমরা এই রকম সিকিউরিটি দিতেও পারছিনা। আমরা কিন্তু রিয়েলি খোয়াইতে যে ভাবে ডেপ্লয়মেন্ট আছে ফোর্সের সব জায়গায় এই রকম নেই। নেক্সট যদি বলি বিশালঘরের টাকারজলা জম্পুইজলা এলাকার মধ্যে সেই ধরনের একটা ডেপ্রয়মেন্ট আছে। আদার ওয়াইজ এই দুটি জায়গায় যে ডেমপ্লয়মেন্ট আছে অনেক ডিস্ট্রিক্টে সেটা নেই। তো কি করা যাবে সমস্যা আছে ফলে আমি আশা করব মাননীয় বিধায়ক সেটা বুঝবার চেষ্টা করবেন। সুযোগ আসলে নিশ্চই আমরা সেটা করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা।

শ্রী রাজেশ্বর দেববর্মা (টাকারজলা) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার - এডমিটেড স্ট্যার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার -৮৫

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার -৮৫।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার ন্যাশানেল হিমম্যান রাইট কমিশনের কোন শাখা অফিস আছে কি,

২। থাকিলে তাহা কোথায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

১। নেই। আমাদের এখানে কোন শাখা নেই।

২। কাজেই কোথায় সেই প্রশ্ন আসছেনা।

৩। নেই কেন বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিবেচ্য। ওরা ঠিক করে। মানবাধিকার কমিশন বা কেন্দ্রীয় সরকার মিলে তারা ঠিক করে তাদের কোন শাখা কোন রাজ্যে করবেন কিনা। এটা তাদের ব্যাপার। তারা যদি আমাদের এখানে করতে চান তাহলে মোস্ট ওয়েলকাম।

শ্রীরাজেশ্বর দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঠিক আছে ,এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। তবে রাজ্য সরকার প্রয়োজন মনে করেকিনা, যে হিউম্যান রাইট ভায়োলেশান হচ্ছে, শিশু থেকে আরম্ভ করে সমস্ত লোকদের যে রুলস ভায়োলেশান

হচ্ছে রাজ্যে এই ব্যাপারে কি রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে কিনা, এবং প্রয়োজন মনে করছে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আপনি ঠিকই বলছেন হিউম্যান রাইট টা তো দারুন ভাবে ভায়োলেট হচ্ছে এক্ট্রিমিস্টরা করছে। শিশু মারছে বৃদ্ধ মারছে নারীদের মারছে নিরপরাধ মানুষদের অপহরন করছে টাকা নিচ্ছে টাকা নিয়েও তাদের ফেরত দিচ্ছে না লাস লুকিয়ে রাখছে। এর চেয়ে হিউম্যান রাইট ভায়োলেশান কি হতে পারে। নো ডাউট এবাউট ইট। কাজেই, এই জায়গায় যদি কোন হিউম্যান রাইর্টের কোন অফিস হয় দেয়ার মোস্ট ওয়েলকাম উই হেব নো অবজেকশান।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালি) ঃ— সাপ্লিপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ন্যাশানেল হিউম্যান রাইট কমিশন তাদের কোন শাখা এখানে নেই কিন্তু যে এখানে হিউম্যান রাইট ভায়োলেশান হচ্ছে তার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদের কাছে কোন চিঠি লেখা হয়েছে কিনা ? বা কোন যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা ? আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে রাজ্য সরকার মনে করে কিনা ন্যাশানেল হিউম্যান রাইট এখানে নেই কিন্তু স্টেট হিউম্যান রাইট্স করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, দ্বিতীয়টা দিয়ে শুরু করছি আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট এই রকম হিউম্যান রাইট কমিশন আলাদা করে করার কথা ভাবছিনা কারণ এটা একটা হিউজ ব্যাপার। আমাদের সামর্থের বাইরে। অনেক ক্ষেত্রে কোর্ট কাচারি চালানোই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে নর্থ ইস্ট রিজনে এই ধরনের সবাই মিলে একটা কিছু করা যায় কিনা এই ধরনের একটা ভাবনা চিন্তা আছে কিন্তু এটা এখন ফাইনাল স্টেপ নেয়নি। আর আমাদের তরফ থেকে আলাদা করে কোন চিঠি দিইনি। এটা তো হিউম্যান রাইট কমিশন তারা দেখছেন সারা দেশের কোথায় কি ঘটছে। টাইম টু টাইম তারা চিঠিপাঠান কিছুদিন আগেও তারা চিঠি পাঠিয়েছেন সেটা আমরা এক্সজামিন করেছি। আগে যিনি চালিয়া ছিলেন হিউম্যানের রাইটের কমিশনার তখন একটা গাইড লাইন ছিল সেই গাইড লাইনটা তারা আবার মডিফাই করেছেন। রিসেন্টলি মডিফাই গাইড লাইন তারা আবার পাঠিয়েছেন। একর্ডিংলি আমাদের নিউ যে চীফ সেক্রেটারী তাকে আমি ডিরেকশান দিয়েছি যে এই গাইড লাইন অনুযায়ী প্রসিড কর।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার, হিউম্যান রাইট্স কমিশনতো আছেই, এটার বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন রাজ্যে আছে। এছাড়াও কয়েকটা রাজ্যসরকার আসাম, কেরালা পশ্চিমবঙ্গ , ৩৬ ঘর, মনিপুর তামিলনাডু হিমাচলপ্রদেশ পাঞ্জাব মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ জম্মুকাশ্মীর মহারাষ্ট্র রাজস্থান এর মধ্যে তারা নিজস্ব ভাবে হিউম্যান রাইট্স কমিশন গঠন করেছেন। আমাদের রাজ্যে তরুন দত্ত কমিশন গঠন হয়েছিল পরবর্তী সময়ে উনিও সুপারিশ করেছিলেন রাজ্যে একটা হিউম্যন রাইট কমিশন গঠন করার জন্য। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডমিট করেছেন ইট ইজ ফেক্ট যে আসলে হিউম্যান রাইট ভায়োলেট করছে বিশেষ করে এক্ট্রিমিসরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ ও করছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফোর্সের লোকরা করছে। সুতরাং আমার মনে হয় যেহেতু তরুন দত্ত কমিশন বলছে এবং রিয়েলাইজেশান ও হয়েছে এবং ব্যাপারটা আমরা ও অনুভব করি হচ্ছে যেখানে দিল্লিতে যখন ন্যাশানেল হিউম্যান রাইট কমিশন হয়েছিল তখন প্রশ্ন উঠেছিল এই সব কি আছে নাকি, এই সব করলে লাভ হবে কিনা।

সুতরাং আমার মনে হয় যেহেতু তরুন দত্ত কমিশন বলেছে এবং রিয়েলাইজেশন ও হয়েছে যে ব্যাপারটা আমরা অনুভব করি ————

এট প্রেজেন্ট হাজার হাজার অভিযোগ দিল্লির ইউম্যান রাইটস কমিশনে পড়ছে। আমার মনে হয় গুরুত্ব অনুধাবন করে এই রাজ্যে ইউম্যান রাইটস কমিশন গঠন করার কথা চিন্তা করা উচিত এতে লাভ রাজ্য সরকারের । আমার মনে হয় এই কথার গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে এটা করার কথা চিন্তা করলে বোধ হয় ভাল হবে। কারণ দিল্লীর ইউম্যান রাইটস

কমিশন এখানে নাও করতে পারে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে ও দরকার রাজ্যের মানুষেরা বাঁচার জন্য অধিকার রক্ষার্থে ইউম্যান রাইটস কমিশন গঠন করার জন্য চিন্তা করবেন কিনা এবং পুরনায় বিচার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— প্রথমত হচ্ছে ইউম্যান রাইটস কমিশন আমাদের রাজ্যে আমরা করব না একথা আমরা বলিনা কিন্তু আমাদের যা সামর্থ্যের ব্যাপার, আমাদের যে সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন আছে এই গুলো দিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তরুন দত্ত কমিশন যে সুপাশি করেছেন সেটা আমরা থ্রু আউট করিনি, বা আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করছি না এটা হচ্ছে ঘটনা বাস্তবটা হচ্ছে এটা। ফলে আমি এই দিক থেকে এখনই কথা দিতে পারছিনা। আমি আগেই বলেছি মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ, একটা কমিশন করা মানে তার তো একটা ইনফারস্ট্রাকচার দিতে হবে তার জন্য ফিনান্সিয়াল ইনভল্বম্যান্ট -এর ব্যাপার আছে। সবচেয়ে ভাল কথা হবে গর্ভণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া তার ইউম্যান রাইটস কমিশনের একটা শাখা করে দিলে হয়ে যেত সেটা হলে সবচেয়ে ভাল হয় আমাদের দিক থেকে। আমরা ইউম্যান রাইটস কমিশনের জন্য প্রেয়ার করব এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা প্রেয়ার করব যদি তারা আসেন সবচেয়ে ভাল হবে। কারণ রাজ্য তো আমাদের ছোট এটা ঘটনা রাজ্য তো রাজ্য বড় রাজ্য যা ছোট রাজ্য ও তা। তার কতগুলো প্রশাসনিক কাজের ধরণ এক কিন্তু আমাদের যা সামর্থ্যের জোগানের দিক থেকে কিছু ঘাটতি হয়ে যায় সেটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের যে আর্গোমেন্ট এটা সবার গ্রহণযোগ্য না ও হতে পারে, ফলে আমরা ব্যাপারটা এই ভাবে দেখছি। আমরা এই ভাবে দেখছি কারণ আমাদের এখানে ডেলিভারী সিস্টেমটা তো খারাপ না এবং কমপ্লিন যেটা আছে সেই কমপ্লিনগুলো আমরা সঙ্গেসঙ্গে এডড্রেস করার চেষ্টা করছি।

এই রকম পরিস্থিতিতে ন্যাশানাল ইউম্যান রাইটস কমিশন যদি এখানে একটা শাখা করেন ইট ইজ মোষ্ট ওয়েলকাম। ঠিক আছে আমরা আমাদের সেন্ট্রাল গর্ভণমেন্টের কাছে চিঠি লিখব অসুবিধার কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা।

শ্রী অনিমেষ দেববর্মা (প্রমোদনগর) ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ডকোয়েশ্চান নাম্বার ২৯

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

Questioin

1. How many extremist groups are there in Tripura?
2. What are the criteria to ban an extremist group?
3. How many groups have been banned so far?

Answer

1 . There are 3 (theree) mojor extremist groups which are now operating in Tripura namely:-

i) National Liberation Front of Tripura (NLFT) with its Factions namely NLFT (Biswamohan) and NLFT (Nayanbashi)

ii) All Tripura Tiger Force (ATTF) and

iii) Boro National council of Twipra (BNCT)

2. Extremists groups are banned / declared as unlawful under the provisions of unlawful Activities prevention) Act 967, The criteria for banning declaring an extremist group as unlawful are as follows :-

The group is engaaged in subversive and violent activeties which undermine the authority of the Goverment and spread terror and violence among the people.

In pursuance of its aim and objective the group is engaged in violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovererignty and integrity of India. The violent and unlawful actibities

include.

a) killing of civilians and police and security Force personnel.

b) Extortion of fundsfrom there public.

c) Procuring large number of arms and ammunitions, including sophisticated one, through clandestine or illegal channels.

d) establishing and maintaining camps in neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training procurement of arms and ammunitions, etc.

e) establishing and maintaining linkages with other tribal extremist groups for causing and fomenting communal classes between the tribal and non tribal communities in Tripura.

The banning or declaration of an extremist group as unlawful is done by the Government of India under the provisiond of the above act.

3.2 (two) extremist groups have been declared unlawful the Provisions of the above Act.

i) National Liberation Foont of Twipra (NLFT)

ii) All Tripura Tiger Force (ATTF)

শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান স্যার, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমরা যা জানতে পারি যে রাজ্যে থ্রি মেজর একস্ট্রিমিষ্ট গ্রুপ যেখানে আছে, আমরা বিভিন্ন মহল থেকে জানতে পারি যে পুলিশ যেভাবে সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে ভূমিকা নিচ্ছে রাজ্যে বলছে যেএকটা পার্টিকুলার উগ্রপন্থী গ্রুপকে দমন করার জন্য বেশী প্রচেষ্টাচালানো হচ্ছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বাকী যে গ্রুপগুলি আছে সেই গ্রুপগুলি কিছু সন্ত্রাসবাদ বা বিভিন্ন কার্যকলাপ করতে তারা পুলিশের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাচ্ছে ইনডাইরেক্টলি আই এম নট সিং ডাইরেক্টলি দে আর গেটিং দিস ফেসিলিটিস এই ক্ষেত্রে আমার এবং আমার কাছে যারা আসছে তাদের বক্তব্য একটাই যে এই ধরনের নির্দেশ কি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশকে দেওয়া হয়েছে যে এক নম্বর গ্রুপকে গ্রাস করার পরেই আমরা ২ এবং ৩ নাম্বার গ্রুপকে গ্রাস করব। আর এটাই যদি হয় তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব, সেই জিনিসটাই আমি আজকে এই হাউসে হোম মিনিষ্টারের থেকে জানতে চাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একস্ট্রিমিষ্ট আর একস্ট্রিমিষ্ট দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স টু আস। টাইগার ফোর্স এন এল এফ টি হোয়াটএভার মাইট বি। আমরা তাদেরকে কমবেট করার জন্য কমিটেড। কাজেই তার মধ্যে ডিফারেন্সের প্রশ্ন আমাদের না, মাননীয় সদস্য যেটা বলার চেষ্টা করেছেন দ্যাট ইজ নট কারেক্ট, দিস টাইপ অব ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ নট গিভেন টু এনি প্যারামিলেটারী ফোর্স অব আওয়ার স্টেট পুলিশ।

শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তিন নম্বর গ্রুপকে কেন এখন ও গ্র্যান্ট করা হয়নি, আই ওয়ান্ট টু নো এবাউট দ্যাট অলসো। নাম্বার টু কোনো এক্সট্রিমিষ্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে যেভাবে রয়েল ভুটান আর্মি আক্রমন করার পরে আলফা ইজ অলমোষ্ট নাউ মোবালি ডাউন. এই পর্যায়ে ত্রিপুরার যে মিলিটেন্ট গ্রুপগুলি আছে তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে আলোচনার জন্য এসেছে কিনা ? যদি এই ধরনের কোন প্রস্তাব না আসে তাহলে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির মাধ্যমে উগ্রপন্থীদের আলোচনার টেবিলে বসানোর জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী ঃ— স্যার, আমি শেষ প্রশ্নটা দিয়েই উত্তরটা শুরু করছি। উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে এই ধরনের কোন অফার আমাদের কাছে আসেনি। এখানে প্রাইভেট মেম্বারস রেজিউলিয়েশানে আলোচনায় অংশ নিয়ে আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলেছি, ওদেরকে আলোচনায় বসার জন্য ফ্রী প্রসেস নেব। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যদি এমন কোন

লোক থাকেন তাহলে এগিয়ে আসুন। উনারা যদি সরকারের কাছে বলেন যে আমরা মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে চাই অবশ্যই এগিয়ে আসতে পারেন। তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাব। এই কাজে তাদের কতটা ব্যবহার করা যায় সেটা আমরা তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে নেব। আমরা করার চেষ্টা করছি সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই করার চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারকেও আমরা বলেছি,আপনারা যাই করবেন স্টেট গভঃ মোস্টলি টেইকেন ইনটু কনফিডেন্স। নাগাল্যাণ্ডে এই সমস্যাটা হয়েছিল জামির যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। বারবার উনার অভিযোগ ছিল। আমি কিছুই জানিনা। দুবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই প্রশ্নে স্টেট গভমেন্টকে কনফিডেন্সে নিতে হবে। সমস্যায় ভুগছে রাজ্য। কাজেই, এই জায়গায় যদি কোন প্রস্তাব আসে আমরা নিশ্চয় কথা বলব। কোন অসুবিধা নেই। আর প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন থার্ড গ্রুপ নিয়ে ব্যাণ্ড করার ব্যাপারে কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে। যাদের ব্যাণ্ড করা হয়েছে ওদের ছাড়াও যে দলগুলি রয়েছে তাদের যে উদ্দেশ্যটা কি সেটাই পরিস্কার নয়। ওরা কেবল খুন খারাপি করে চলছে। এ টি টি এফ এবং এন এল এফ টির মত নিষিদ্ধ ঘোষিত শক্তিশালী গ্রুপ ওরা নয়। এন এল এফ টির অগজিলারী গ্রুপের মত ওরা কাজ করছে। এন এল এফ টিকে এবং টাইগার ফোর্সকে যদি মোকাবিলা করা যায় তাহলে এই যে গ্রুপগুলি আছে সেগুলিকে এই কোর্স অব টাইম ওরা খুব একটা সুবিধা করতে পারবেএটা হয়ত মনে হচ্ছে না। তবে আপনি যেহেতু প্রশ্নটা তুলেছেন উই সেল এপ্লাই আওয়ার মাইণ্ড।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ— স্যার, এই প্রসঙ্গে আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী আছে।

এখানে মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন যে আসামে বড়ো ল্যাণ্ড কাউন্সিল গঠনের শর্তে ইতিমধ্যে সেখানকার উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আসাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা হয়েছে। এই নিয়ে একটা শান্তি চুক্তিও হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কিনা এখানে যদি ঠিক বড়োল্যাণ্ডের মত একটা স্বশাসিত পরিষদের দাবি নিয়ে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কাছে আসে তাহলে রাজ্য সরকার আপত্তি করবে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আসলে আমার যে ধারণা সেটা হচ্ছে বড়োল্যাণ্ডের যে কাউন্সিল হয়েছে সেটা সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক হয়েছে। আমাদের রাজ্যেতো ষষ্ঠ তপশিলের ভিত্তিতে এডিসি অনেক আগেই গঠন করা হয়েছে। কাজেই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি সেটাতো আমার জানা নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। দ্বাদশ এবং এয়োদশ তপশিলকে মিলিয়ে এবং কিছুটা সংশোধন করে পঞ্চায়েত এবং নগর পঞ্চায়েতকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে মিলিয়ে বড়োল্যাণ্ডকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— আমাদেরতো এটাই প্রশ্ন এই বিধানসভায় আমরা প্রস্তাব পাশ করেছি। আমাদের এখানে যে সিক্সথ সিডিউল এরিয়া তার মধ্যে সেভেন্টি থার্ড সেভেন্টি ফোর্থ এমেণ্ডমেন্টের যে ফেসিলিটিসগুলি আছে গ্রাম ও শহর এলাকায় দোজ সুড এলসো বি একস্টেনডেট টু সিক্স থ সিডিউল এরিয়াস। কাজেই এটাতো আমরাই প্রথম থেকে বলছি। কেননা, সমস্যাটা আমাদের হচ্ছে এতে। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আমরা নিয়েছি। এখন যিনি বি জে পি র সভাপতি মি ঃ ভেংকাইয়া নাইডু তিনি যখন মিনিষ্টার ছিলেন উনি খুব এ্যাকটিভ নেচারের মিনিষ্টার ছিলেন। ওখানে এই প্রোবলেমটা তুলি আমরা। কারণ আমাদের এই বিধানসভায় বির্তক হয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট ডেভল্যাপমেন্ট কমিটি নিয়ে। তাতে প্রশ্ন এসেছিল এ ডি সির মধ্যে এটা কি করে করব?

সেটা পরবর্তী সময়ে আমরা পাঠাই আলাদা করে আলোচনার জন্য । শেষ পর্যন্ত আমরা কোন রিসিপশনে আসতে পারলাম না। একটাই আলোচনা হল গভর্মেন্ট অব ইণ্ডিয়ার দৃষ্টিতে আমরা নেব। এণ্ড উই হেভ রং দেয়ার এটেনশান অন দি বেসিস অব দ্যাট তারা এই সর্ম্পকে আলাদা কোন বক্তৃতা রাখলেন না । কিন্তু আমাদের যে প্রোবমটা জেনুয়িন এটা তারা

এডমিট করেছেন। ভ্যাংকেয়া নাইডু এডমিট করেছেন। ফলে আমরা তো নিজেরাই বলছি ৭৩ এমেণ্ডমেন্ট ৭৪র্থ এমেণ্ডমেন্ট এই যে ফেসিলিটিজগুলি আছে দো জ সুড অলসো বি এক্সটেনডেড টু সিক্স সিডুয়েল ভেরী মাচ। কাজেই এটার জন্য আমাদের সন্ত্রাসবাদীরা যারা তারা স্বাভাবিক জীবনে আসতে পারছে না তা যদি ঘটনা হয় আলোচনা করুন। আমি তো কমিটমেন্টদেওয়ার প্রশ্ন আসছে কি করে। টেবিলে বসুক না যদি মাননীয় সদস্যদের দিক থেকে উদ্যেগ নিয়ে এই জিনিসটা আলোচনা টেবিলে বসাবার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় দ্যাট ইজ মোস্ট ওয়েলকাম।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার , এখানে বার বার আমি নিজেই এনেছিলাম যে ৭৩ র্ড এমেণ্ডমেন্ট এবং ইলিভেন সিডুয়েল টুয়েলভ সিডুয়েল এইগুলি ইন কার্পোরেট করারজন্য আমাদের যে প্রস্তাব এটা নিয়ে সর্বদলীয় একটা প্রতিনিধী দীল্লিতে পাঠানো হোক আমরা প্রস্তাব রেখেছিলাম। এই প্রস্তাবটা হিমঘরে গেছে। কিন্তু আমাদের সন্দেহ যে আপনারা দুই জনের মধ্যে যে কোন একজন রেসপনসিবল এখন এই ব্যাপারে দুই জনের কি মত এটা আমরা একটু জানতে চাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমাদের দুইজনের মত না আমাদের গভর্ণমেন্টের মত। আপনাদের দলের একেক জনের একেক রকম মত। কিন্তু আমাদের তো ভিন্ন মত নেই। আমরা একটা মাতাদর্শের পার্টি এবং লেফট ফ্রন্ট একটা মিনিমাম প্রোগ্রামের ভিত্তিতে আমরা কাজ করি ।আর এস পিরটা একটা কর্মসূচী আছে, ফর ওয়ার্ড ব্লকের নিজস্ব একটা কর্মসূচী আছে এবং সি পি আইয়ের আছে। কিন্তু উই হেভ এ কমন মিনিমামপ্রোগ্রাম অন দি বেসিস অব দ্যাট ইজ আওয়ার একচ্যুয়েলি গাইড লাইন এণ্ড ক্রাইটেরিয়া। কাজেই আপনারা যে সমস্যায় ভুগেন এইগুলি আমাদের কাছে চাপাবার চেষ্টা করছেন কেন? সেটা করে লাভ নেই। নিজেদের প্রোব লেমটা নিজেরা সামলান। আমি যেটা বলছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সেদিন যা বলেছেন উনি তো পজেটিভলি বলেছেন যে , এর আগের স্তরে যে আলোচনাটা হয়েছে সবাই মিলে আপনারা যেটা এড্‌মিট করেছিলেন উই সেণ্ড দ্যাট। তখন অঘোর বাবু দায়িত্বে ছিলেন আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। আমাদের যে প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি ইন রেসপনস্ টুদ্যাট একচুয়েলি তারা পজেটিভ বা নেগেটিভ কিছুই বলেনি। তারা আবার তাদের তরফ থেকে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। যেগুলি আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই গুলি সঠিক হবে না সেটা আমরা আলোচনা করে আমাদের তৎকালীন যে রিয়েকশান সেটাও আমরা পাঠিয়েছি। আবার যখন প্রশ্নটা উঠল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সেদিন বলেছেন ঠিক আছে আমরা তো তাদের কাছে পাঠাচ্ছি তাদের রেসপনস্টা কি আমরা দেখি তারপরে দরকার হলে ভাবা যেতেই পারে এটা নেগেট করে নাই তো এতে সমস্যার কি আছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালি) ঃ— স্যার, ২০০১ ইং সালে করা হয়েছিল তাহলে ২০০৩ ইং সাল চলে আসল এখন পর্যন্ত পাঠানো হয় নাই এটার কারণটা কী?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— কে বলেছে আমরা পাঠিয়েছি আপনি শুনতে পান নি। সেটা পাঠিয়েছি আমরা প্রথম যেটা ছিল ২০০১ ইং সালে। দুইজনেই সত্যি শুনার ক্ষেত্রে ভ্রম হচ্ছে। আমাদের দুইজনের বক্তব্যই সঠিক। আমাদের মিনিষ্টার ঐদিন পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, অঘোর বাবু থাকার সময় যে আলোচনাটা হয়েছে তিনি তখন দায়িত্বে ছিলেন না। সেটা পাঠানো হয়েছে আপনাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে । পাঠানো হয় নি কে বলেছে। কাজেই বিভ্রান্তির সুযোগ নেই তো। কোন কিছুর এখন তাদের তরফ থেকে যে নতুন প্রশ্নটা এসেছে সেটা সর্ম্পকে আমাদের প্রিলিমিনারী অবজারভেশন পাঠিয়েছি আমরা। দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ডিড নট সে এনি থিং অণ দ্যাট এবং সেটাই আমাদের মিনিষ্টার বলেছেন লেট আস সো। তারপরে যদি কোন বক্তব্য আসে ভাল যদি না আসে তাহলে আমরা আলোচনা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৯৬

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৯৬

প্রশ্ন

১। রাজ্য উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে কয়টি নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছে ? এবং

২। কোথায় কোথায় , এবং

৩। না বসানো হলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। উপজাতি এলাকায় শুধু মাত্র উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়নের উদ্দেশ্যে কোন নিরাপত্তা চৌকি নেই। তবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত নিরাপত্তা চৌকিগুলি থেকে জনগণের নিরাপত্তার বিধান ছাড়া ও উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম যাতে সুচারু ভাবে চলতে পারে সেই দিকটাও দেখা হয়ে থাকে।

২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর প্রথম যে জবাব আমি দিলাম তাতে কাবার হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি দেখেছি যখন ডম্বুর গোমতি হাইড্রেল প্রজেক্ট হয় অথবা মহারানী ব্রীজ যখন হয় চাকমাঘাট ব্রীজ মনুতে ব্রীজ এবং আরো ছোট ছোট ব্রীজগুলি দেখেছি ডাইভারশন স্কীমের সময় রাজ্য সরকার সি আর পি এফ ক্যাম্প পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে এইগুলি করতে হয়। কারণ ঐ সমস্ত কাজে কনট্রাক্টরকে ২ লক্ষ, আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে সব সময় চলাফেরা করতে হয়। তাছাড়া এখানে তিন চারশ শ্রমিক যখন একসঙ্গে সামান্য কালের জন্য হলেও কাজ করতে হয়। সেখানে নানা প্রশ্ন থাকে যার ফলে ক্যাম্পের দরকার হয়। কিন্তু দেখা গেছে এই মৈলাকছড়া কদমছড়া এবং সোনাইছড়া এই তিনটা কাজের জন্য বার বার এটা আমার কথা নয় এই যে গত ১৬.০৬.২০০১ ইং চীফ্ সেক্রেটারীর নেতৃত্বে যে বৈঠক হয় তারা বলছে কনট্রাকক্ট র বিশেষ করে এন পি সি সি ২০০১ ইং সনে নিয়েছে এবং ১৯৮৮ ইং সনে নিয়েছে আরেকটা নিয়েছে ১৯৯৯ ইং সনে। তারা বার বার বলেছে যে সিকিউরিটির অসুবিধার জন্য কাজ হাতে নিতে পারছে না। কাজেই সিকিউরিটি মেজার্স নেওয়া দরকার। ক্যাম্প বসিয়ে করতে হবে। বার বার বলা সত্বেও এই রকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু এখানে দেখা গেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ও অবহিত করা হয়েছে। চীফ্ সেক্রেটারী কে নিয়েও আলোচনা হয়েছে এবং সেখানেও ডি জি ছিলেন এবং সিদ্ধান্ত হলো যে ফোর্স দিতে হবে। কিন্তু এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এরপরে এ্যসুরেন্স কমিটি তিনচার বার বৈঠকের পর রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছে যে এটা সিকিউরিটির বিষয় এই তিনটা প্রজেক্ট র জন্য নেওয়া হউক। এটা এ্যাসুরেন্স কমিটি থেকে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোনাইছড়া এবং করমছড়া এই দুটি ডাইভারশান স্কীম এই ডাইভারশান স্কীমের জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা অতিসত্বর কাজ শুরু করার জন্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যেগ নিতে কমিটি অনুরোধ করেছে।

মি ঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু টাইম তো শর্ট, আপনি তো রিপ্লাই চান।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— আমাদের রাজ্য সম্মেলন হলো এই রাজ্য সম্মেলনে সবাই এই প্রশ্ন তুলেছিল । এখানে ক্ষোভ বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে কালকে আমাকে প্রশ্ন করেছে যে করমছড়া নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমরা বিক্ষোভ করব কিনা। আমরা বলেছি যে এটা নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন উঠুক উঠলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি উত্তর দেন তারপরে ব্যবস্থা নেব।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা তো ঠিক যে উন্নয়নের কাজের জন্য এবং সিকিউরিটি এই দুটো মিলিয়ে সব জায়গায় চাহিদা মত আমরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা দিতে পারব না এটা ঘটনা। কিন্তু মৈলাকছড়ার যে সিকিউরিটির ব্যবস্থা সেখানে এখন ও সিকিউরিটির ব্যবস্থা আছে কিন্তু সোনাইছড়া তো এখন ও কাজই শুরু হয়নি। চাচুতে যেটা আমরা মন্ত্রীসভায় স্পেশালি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেই জায়গাতে যা নর্মালি রেইট হওয়ার কথা এই রেইটে কেউ কাজ করতে রাজী হয় না।

কিন্তু তার যে কমাণ্ড এরিয়া হবে এটা খুব বড় না কিন্তু তারপরেও যেটা ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়া এখানে এই সেন্সটা করতে না পারলে জমিটা কাজে লাগানো যাবে না। তার জন্য মন্ত্রীসভায় স্পেশালী সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বলেছি এটা করার চেষ্টা কর। এটা প্রথম আসাম রাইফেলসের এরিয়া ছিল আসাম রাইফেলকে আমরা তখন বললাম স্পেশাল একটি ক্যাম্প করতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে বললেন এটা আলাদা মত করে দেওয়ার কোনস্কোপ নেই। আমরা সিআর পি এফকে বললাম সি আর পি এফ দিতে পারল না। তারপরে তো নির্বাচন চলে আসল। আমার যেটা প্রশ্ন মাননীয় সদস্যের কাছে আপনারা এ্যসুরেন্স কমিটি থেকে যে অনুরোধ করেছেন সেই এ্যসুরেন্স কমিটির অনুরোধ মোতাবেক পুলিশের তরফ থেকে কি দ্রুত আলোচনা করতে পারি নিশ্চয় আমাদের ডিজির সাথে আলোচনা করব এবং এই বিধানসভায় কয়েকবার আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের বিধায়ক বন্ধু তো রাগকরে আমাদের পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীকে বলেছেন আমার এলাকার সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে উনার এলাকায়। যাই হউক মন্ত্রী এটা কনষ্টেড করেঁছেন যদিও। এখন আপনাদের যে রিজিউলিউশান সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার ডিজিকে ডাকব এবং আমি বলব যে দেখুন তো কি করা যায় এবং যাই হবে আপনাকে জানানোর ব্যবস্থা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— ১৯৯৯ইং সালে, এই কাজটা এন পি সি সি কে দেওয়া হয়েছে। এন পি সি সি এখনো রাজি আছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এন পি সি সি বলতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হয়। সেটা একটা আলাদা আলোচনার দাবী রাখে। এন পি সি সির পারফরমেন্স আমাদের রাজ্যে ভেরী ভেরী পুওর। এটা সবচেয়ে সসম্যা। আমরা দায়ি কি না জানি না। আমি সমস্যাটা সর্ম্পকে বলছি, আমরা এক সময় এই রকম জায়গায় চলে গিয়েছিলাম এন পি সি সিকে ব্যাক লিষ্টেড করে ত্রিপুরায় কোন কাজ তাদের আমরা দেব না। তাদের অফিসাররা এসে হাত জোড় করে বলেছেন আমাদের আরেকটা সুযোগ দিন। আর আপনারা মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন তো অনেক ইতিহাস করেছেন লেখা থাকবে মানুষ সেইগুলি ভুলবে না। আমি সেইগুলি উল্লেখ নাই করলাম। এটার ব্যাপারে আমি বললাম রেজিলিউশানটা আসলে পরে আমি কথা বলব।

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান আওয়ান শেষ। যেসমস্ত তারকা চিহ্নীত যুক্তপ্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং সেগুলির উত্তর পত্র এবং তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি। **ANNEXURE A & B**

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার ঃ— একটা শোক প্রস্তাব আনছি, আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত ২৬.১২.২০০৩ ইং তারিখ ভারতীয় সময় সকাল ০৭.৩০ মি.নাগাদ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ইরানের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত বাম শহর ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়। এই অভাবনীয় বিপর্যয়ে ২৫০০০ এর বেশী প্রাণ হানি ঘটেছে এবং ৫০০০০ এর বেশী লোক আহত হয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। ভূকম্পের পরিমান রিয়েকটারস্কেলে ছিল বলে জানা যায়। মানুষের ঘরবাড়ি ছাড়াও একটি প্রাচীন দূর্গ ও দুটি সরকারী হাসপাতাল ধ্বংসস্তুপে পরিনত হয়েছে। জল বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট সমস্তকিছু বিপর্যস্ত সব ধরনের যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, ক্ষয় ক্ষতির পরিমান এখনো নিরুপন করা যায় নি। এই বিধ্বংসী ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। এই সভা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে। ভূমিকম্পে বিদ্ধস্ত ইরানের সকলের প্রতি আরোগ্য কামনা করছে, এবং জনসাধারণের সাহায্যের জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুমিনিট

নীরবে দাড়িয়ে ভূমিকম্পে নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

দু মিনিট পর

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এখানে ২৫০০০ এর বেশী লোকের প্রান হানী ঘটেছে এবং ৫০০০০ এর বেশী আহত হয়েছে আমার মনে হয় এই সংখ্যাটা না থাকাই ভাল, আজকে যে খবর তাতে কেউ বলেছে ৭০ কেউ বলেছে ৮০ ফলে এখানে হাজার হাজার বলাই ভাল।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন। ডে বাই ডে বিজনেস উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এটা বেড কালচার কিনা আমি নিজে জানিনা। একটা প্রোগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইউথ ফেসটিবল মোহনপুরে গত ২৩-২৪ তারিখ ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। একটা ইনভাইটেশন কার্ড বিতরণ করা হয়েছে একর্ডিং টু সিরমনি লিদার অব দি হাউস আমি ওই এলাকার এম এল এ (বিরোধী দলনেতা) একটা মিনিমাম আমাকে বলা হয় যে প্রেসক্রাইভ করার জন্য নট অনলি দিস আরলিয়ার ওকেশান। এছাড়া আমাদের মাননীয় শ্রীমাকিনদে মহোদয় ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানেন যে একটা ডিসি অফিস ওপেন হয়েছে। বিল্ডিং ইভেন নট ইনফরমেশন। একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কালচার মিটিং ঐ এলাকার এম এল এ হিসাবে আমাকে আগে ইনফরম করা হয়নি। এই ধরনের ডিসট্রিক্ট প্রোগ্রামে মানুষ ইন অগোরেট করবে এটা নিশ্চয় ঠিক আছে এটা অবশ্যই করা উচিত। সেখানে পঞ্চায়েত সমিতি উপস্থিত থাকবে এটা ঠিক আছে সেখানে প্রিসাইড করার জন্য আমাকে একটা কার্ড দিয়েছে। স্টেট লেভেল কনফারেন্সে মিনিষ্টার উপস্থিত থাকবেন এটাও ঠিক আছে। তাহলে সেখানে কি রকম লাগছে। কালচার ডে বাই ডে কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে। অথচ স্যার, দেখুন ১৩-১৫ ডিসেম্বর নর্থ ইষ্ট যুব সম্মেলন হয়ে যাচ্ছে এটাকি উপজাতিদের কৃষ্টিরক্ষার জন্য। সেখানে গভীর রাতে মন্ত্রী মহোদয় কি দেখতে পেলাম তোমার দেখা নাইরে তোমার দেখা নাই সঙ্গীত মুখরে ড্রেসিং উপজাতি রমনীরা নৃত্য সাজিয়েছেন। এটাই শুধু নয় দুই জন ট্রাইবেল লোক রিএ্যাক্ট করে বলেছে মাননীয় মন্ত্রী তোমার দেখা চান জীতেন চৌধুরী ও প্রনব দেববর্মা মহাশয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকা সহ বিভিন্ন পত্রিকয় সংবাদ সংগ্রহকারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত ছিলেন এবং দেখা গেছে কি হল কালচার দিল্লী ফাইভ স্টারের মহিমায় কালচার প্রোগ্রামের নৃত্য অনুষ্ঠানে এই দেখুন স্যার এলব্যাম। ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকার সংবাদ সংগ্রহকারীরাও উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। দেখেছেন কি কিছু উপজাতি যুবকরা রি এ্যাক্ট করছে সেখানে। এটা কি উপজাতিদের ট্রাইবেল কৃষ্টি সাংস্কৃতি বাচিয়ে রাখার জন্য সেখানে অনুষ্ঠান করা হয়েছে? উদের প্রশ্নে এটা বেলালাপনা কেন? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনি মন্ত্রিসভার প্রধান । যদি কেউ স্টেজে নৃত্যের জন্য ডাকলে মন্ত্রী মহোদয় সেখানে নৃত্য পরিবেশন করতেন? মাননীয় বাদল চৌধুরী, জীতন চৌধুরী, অনিল সরকার কি সেখানে নাচতেন ইমপসিবল স্যার, আমি বড় কথা বলিনি তো।

মিঃ স্পীকার ঃ— ইনডিভিজুয়েল করা হয়েছে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— না, না, ইনডিভিজিউয়েল নয় এটা কালচার।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, হিস বিং গাইডেড বাই দি মিস রিপোর্টঅব দি হাউস। উনি নিজে সেই দিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন কি না দেখেছেন ? পত্রিকায় বহু কিছু উঠে। স্যার, হোয়াট ইজ ফ্যাক্ট এই ভাবে উনি হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক নয়।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— ক্যাসেট ছবি এলবাম দেখুন। এই রকম বহু ছবি আছে। উরা নিজেদের কালচারে কি করছেন আমি সেটা জানি না।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— এই ভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করা ঠিক নয়।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ ছবি দেওয়া হয়েছে)

ছবি দিলে কি হবে এমন বহু ছবি আপনাদের আছে। কালচার সর্ম্পকে আপনাদের বক্তব্য রাখার কোন অধিকার নেই। সাধারণত নিজেরা কালচার কি করেছেন সেটা আমরা জানি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যরা প্লীজ আপনারা বসুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন শুনুন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— প্রথমতঃ যে প্রশ্ন এখানে এনেছেন আমাদের সরকারী অনুষ্ঠান সর্ম্পকে, এটা আমাদের একটা গাইড লাইন আছে যেখানে সরকারী অনুষ্ঠান হবে তাতে সেই এলাকার মাননীয় বিধায়ক যিনি আছেন এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার মাননীয় সদস্যারা যারা আছেন তাদের নিমন্ত্রন করা। সেই জায়গায় যদি এটা এই ভাবে হয়ে না থাকে এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ সরকারী অনুষ্ঠানে নিশ্চয় সংশ্লিষ্ট বিধায়ক যিনি আছেন উনাকে নিমন্ত্রন করতে হবে এবং উপযুক্ত সম্মানের সাথেই অনুষ্ঠানে যাতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থাগুলি করতে হবে। তিনি যদি না থাকতে পারেন তার সম্মতি নেওয়ার পব তাহলে হয়তো উনার নাম থাকবে না, কিন্তু উনাকে না জানিয়ে চট্ করে ছাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কাজেই, সেই দিক থেকে ওখানে যখন বনমহোৎসব হচ্ছিল তখন মাননীয় মন্ত্রী প্রণব দেববর্মা আমাকে নিমন্ত্রন করতে এসেছিলেন এবং সে সময় উনাকে আমি বলেছিলাম আপনার এলাকার বিধায়ককে বলুন এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা বাইরে থাকবেন তাই উনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। সাধারণত আমরা এইগুলি করার চেষ্টা করি। তাই আগামী দিনে যাতে এই ভুলগুলি না হয় সে জন্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীরা দেখবেন সচীবরা দেখবেন ডিরেক্টররা দেখবেন। কালচার সর্ম্পকে যে প্রশ্নগুলি এসেছে হাউসে তো ছবি আপনারা দেখিয়েছেন। আমি বলব যে সংস্কৃতি এটাকে তো বিভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। তাই আমরা এটার বিরুদ্ধে কথা বার্তা বলার চেষ্টা ক রি। আমরা যেখানেই অংশ গ্রহণ করব আমাদের সর্তক থাকা দরকার সচেতন থাকা দরকার এর বেশী তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি অনুরোধ করব এই আলোচনাটা করে আমাদের বিধানসভার যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আছে সেদিক থেকে আমাদের দৃষ্টি যেন অন্য দিকে চলে না যায়। এখানে নিজেদের মধ্যে উত্তেজনার আগুন পোহানো ঠিক হবে না। আমরা সবাই কন্‌সাস থাকব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ রেফারেন্সের একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে উনার নোটিশটি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় (বনমালীপুর) ঃ— আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো '' শিল্প দপ্তরের লোর কীর্তি নেতা পুত্রের ১৩টি মেশিন গায়েব টি এস আই সির চৌথা গত ৮ ই ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং তারিখ স্যান্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সর্ম্পকে। ''

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার জবাবী ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, এই রেফারেন্সটির উপর আমি ৩০.১২.২০০৩ ইং তারিখ আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট হইতে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর

পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উল্লিখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা এবং মাননীয় সদস্য শ্রী শচীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য মাধব চন্দ্র সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনাদের বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য।

শ্রী মাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) ঃ— স্যার, আমাদের নোটিশের বিষয়বস্তু হল "মাংস দুগ্ধ এবং ডিম উৎপাদনে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সর্ম্পকে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চিইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ— আমি আগামী কাল ৩০।১২।২০০৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। এখন বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে আহ্বান করছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল " গোমতি অভয়ারন্য এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের এলাকা হইতে উচ্ছেদের চাপ সৃষ্টি করা সর্ম্পকে ।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এখন বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ৩০।১২।২০০৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, " গত ২৪ শে ডিসেম্বর , ২০০৩ ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি " নিরীহ উপজাতি যুবককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে সংঘর্যের গল্প শীর্ষক সংবাদ সর্ম্পকে।"

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি কালকে ৩০।১২।২০০৩ ইং তারিখে এই বিষয় সর্ম্পকে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত এবং মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়দের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকষর্নী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক গোমতী দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পের অগ্রগতি সর্ম্পকে।"

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এই বিষয়ে কালকে ৩০.১২.২০০৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল সংবাদপত্র সাংবাদিক ও "সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মী স্বার্থে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপণের নীতি অবিলম্বে সংশোধনক্রমে বৃদ্ধি করা সর্ম্পকে।"

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত তথা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার , আমি কালকে ৩০.১২.২০০৩ ইং তারিখে এই সর্ম্পকে বিবৃতি দেব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্যসূচীর অন্তভূর্ক্ত তিনটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২৪.১২.২০০৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার এবং শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে উৎথাপিত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি হলো "সম্প্রতি অকাল বর্ষনে ফসল ও সবজী চাষের ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সর্ম্পকে।" এখন আমি কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সভায় উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ ই ডিসেম্বর থেকে ২০ শে ডিসেম্বর ২০০৩ ইং অবধি এই চারদিনে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে রাজ্যের প্রায় সমস্ত কৃষি মহকুমায় অকাল বর্ষন হয়েছে। এই অকাল বর্ষনের কারণে রাজ্যের আলু ও সবজী চাষীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও মাঠে কিছু পরিমান আমন ধান এবং ধান কাটার পর ধান মাড়াই এর জন্য স্তূপাকৃত অবস্থায় থাকা কিছু পরিমান ধান আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি অকাল বর্ষনে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কায় চাষীরা মাঠের ফসল প্রধানত বিভিন্ন প্রকার শাক সবজী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জমি থেকে তুলে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে তাহারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত তথ্যানুসারে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে আলুচাষীরা। তবে সবজী চাষীরা ও বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

১। আলু মোট ২৩২৭ হেঃ জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এতে আনুমানিক ১০২৯৬ মেঃ টন আলু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৪১১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ১০,০৯৩ জন।

২। শীতকালীন সবজী আনুমানিক ২৭৮০ হেঃ জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যার মোট পরিমান আনুমানিক ৫০৬০মেঃ টন এবং এর আর্থিক মূল্য ২৫৩ লক্ষ টাকা। ক্ষতিগ্রস্থ সবজী চাষীদের সংখ্যা ১৭,১৪৯ জন।

৩। আমন ধান ঃ— প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী মোট ৫৮০ হেঃ জমির ধান নষ্ট হয়েছে এবং ধানের পরিমান ১৭৪ মে টন। আর্থিক ক্ষতির পরিমান প্রায় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের সংখ্যা ৪০৫ জন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে আলু সবজী ও ধান মিলিয়ে মোট ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ৬৭৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্থ চাষীর সংখ্যা ২৭,৬৪৭ জন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি রিপোট ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষতি গ্রস্থ কৃষকদের সহায়তার জন্য পাঠানো হয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় রাজ্যের কৃষক বন্ধুরা ব্যাপক পরিমানে গ্রীষ্মকালীন শাক সবজী এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে আর্থিক ক্ষতির কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারে।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই অকাল বর্ষনে যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে সেটাতে আমরা এই রিপোর্টটার ভিত্তিতে জানতে পারলাম। কিন্তু কৃষকদের এখন যাতে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেটা পাঠানো হয়েছে সেটা তো হয়েছে পরবর্তী সময়ের জন্য। কিন্তু এখনই জাতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে কিছু সাহায্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা কর। হয় বা দপ্তরের তরফ থেকে তাদের সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না জানাবেন কি?

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আসলে শীতকালিন সবজি যেটা নষ্ট হয়ে গেছে এটার ক্ষতি পূরণ করার কোন সুবিধা নেই। কারণ আমরা দপ্তর থেকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি সেটা হল ফাল্গুন মাস থেকে যে মরশুমটা শুরু হয় আলী সামার সিজন সেই সময়ের যে সবজি ঢেঁরস ডাটা ইত্যাদি এগুলির জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা বীজ ও সার দেব। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে টেকনোলজি মেশিনের মাধ্যমে সবজি চাষের জন্য ২৭৬৪৭ জন চাষীকে আমরা সহায়তা দেব এবং তাতে প্রায় ১২৫ টাকার বীজ আমরা প্রত্যেক কৃষককে দেব। এছাড়া ইউরিয়া এবং এস এস বি সব মিলিয়ে ১১০ টাকার সার প্রত্যেক চাষীকে দেওয়া হবে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা।

মিঃ স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৪.১২.২০০৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল বিষয়বস্তুটি হল ''রাজ্যে সন্ত্রাসের নয়া সংস্করণ খুনীদের হুমকিতে সৎ কারে এগিয়ে আসেননি প্রতিবেশীরা গত ২৭ শে নভেম্বর, ২০০৩ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সর্ম্পকে।'' এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সভায় উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৫ শে নভেম্বর, বেলা আনুমানিক ১১ টার সময় ১৫,১৬ জন দুষ্কৃতি আর কে নগরের বাসিন্দা দীপক বিশ্বাসের বাড়ীতে হামলা চালায়। তার এবং তার ভাই বিপ্লব বিশ্বাস অমল বিশ্বাস ও কাজল বিশ্বাসের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা কাজল বিশ্বাস এবং অমল বিশ্বাসকে মারদোর করে। হামলা চলাকালীন দুষ্কৃতিরা বিপ্লব বিশ্বাসের খোঁজ করে।উক্ত বিপ্লব বিশ্বাস গত ২৩.১১.২০০৩ ইং রাতে সংঘটিত জীবন দেবনাথের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত ছিল। বিপ্লব বিশ্বাস পলাতক ছিল। দীপক বিশ্বাস ঘটনা চলাকালীন সময়ে দৌড়ে আর কে নগর ফার্মের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুষ্কৃতিরা তাকে ধারালো অস্ত্র ও লাঠির সাহায্যে আক্রমণ করে। পরবর্তী সময়ে তল্লাসী চালিয়ে জঙ্গল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত বিশ্বাসের মৃতদেহ আগরতলা থেকে ময়না তদন্তের পর পুলিশের গাড়ীতে করে তার বাড়ীতে পৌঁছানো হয়। নিহত বিশ্বাস খয়েরপুর ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে প্রকাশ। নিহতের অন্তেষ্টিতে বিধায়কসহ কংগ্রেস দলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার পর আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ অভিযান চালায়। এজাহারে উল্লেখিত আসামীদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮,১৪৯,৩২৬,৪৩৬,৪২৭,৩৬৪,৩০২ নং ধারায় পূর্ব আগরতলা থানায় কেইস দায়ের করা হয়েছে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের নাম দীপক দে, সুমন ভৌমিক উত্তম দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তারা কি এখন ও বিচারাধীন কাষ্টডিতে আছে ? আর যাদের নাম আছে গ্রেপ্তার হয়নি তাদের নামগুলি এই সভায় বলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

কারণ, আমরা জানি যারা আসামী প্রকাশ্য দিবালোকে তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে এটা নজীরবিহীন ঘটনা। তারা সকলেই শাসকদলের সমর্থক। শুধু সমর্থকই না, একনিষ্ট কর্মী। সুতরাং, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাকি নামগুলি জানাবেন কি? আর যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তারা এখন কি অবস্থায় আছে?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, যারা এ্যারেস্ট হয়েছে তাদের তো পুলিশ তার পদ্ধতি মত

দেখবেন। আর বাকি নামগুলিতো আমার কাছে নেই। সেটাতো পুলিশের কাছে অভিযোগ করা আছে, পুলিশ তাদের ধরবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ তো কেস্ নিয়েছেন। আর তারা শাসকদেলের কি না এটা শাসক দলের বা বিরোধীদলের প্রশ্ন না, খুনের সঙ্গে জড়িত হলে শাসকদলের হলেও ছাড়া পাবেনা, পরিষ্কার কথা।

শ্রী সুদীপ রায়বর্মণ (আগরতলা) ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার রিপ্লাইয়ে বলেছেন বিপ্লব বিশ্বাস এই কিছুদিন আগে যে মাডার হয়েছে তাতে অভিযুক্ত। আমার আছে এফ আই আর এর আগের কেইসের কপি আছে। এখানে বিপ্লব বিশ্বাস এই মার্ডার কেইসের সঙ্গে জড়িত বলে এফ আই আর এ তার নাম নেই। কাজেই এই তথ্যটা উনি কোথায় পেলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে— এই মার্ডারটার পেছনে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় সেদিন ২৫ তারিখ সকালবেলায় একটা নিউজ আইটেম বেরিয়েছে যে এই মার্ডার কেইসের সঙ্গে বিপ্লব বিশ্বাস জড়িত দুই দিন আগে যে মাডারটা হয়েছে।

খবরের কাগজ পড়ে এইখানকার যে সি পি আই (এম) এর ক্যাডাররা যারা নেপ্কোকে লুটেপুটে খাচ্ছে, এরা জড় হয়ে তার বাড়ীতে হানা দেয়, এবং তার বাড়ীতে বিপ্লব বিশ্বাসকে নৃশংসভাবে খুন করে। স্যার, আমরা যখন সেখানে যাই তখন সেখানে রেসপনসিবল পুলিশ অফিসার আমাদের বলেছেন যে এই নিউজটা পত্রিকায় না বেরুলে এই খুনটা হত না। তারপর কয়েকদিন বাদে আমরা থানায় গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হোয়েদার কোন কেইস এই দেশের কথা পত্রিকায় বিরুদ্ধে করা হয়েছে কিনা কারণ এই মার্ডারটার পেছনে এই ডেইলী দেশের কথা পত্রিকা একটা উস্কানী দিয়েছে, বিভ্রান্ত করেছে এখানকার ক্যাডারদের। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার বিরোদ্ধে সুয়োমটো কেইস নেওয়া হয়েছে কিনা? যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি? কারণ আমাদের ডেপুটে শনের সময় স্বীকার করেছেন এবং সেন্ট্রাল ডি এস পি তারপর এখানকার থানার ওসি বলেছেন আমরা ব্যাপারটা নিয়ে হায়ার অথোরিটির সঙ্গে কথা বলব তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। কিন্তু এখন পর্যন্ত নো কেইস রেজিস্টার্ড অ্যাগেস্ট দিস নিউজ আইটেম এবং এই পত্রিকায় বিরোদ্ধে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে আশ্বস্ত করবেন কি যদি না হয়ে থাকে অবিলম্বে যেন এই দেশের কথা পত্রিকার বিরুদ্ধে একটা কেস নথিভূক্ত হয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমি যে বিবৃতি দিয়েছি এটা মন্ত্রী তৈরি করেন না। পুলিশের কাছে যে তথ্য সে তথ্যের ভিত্তিতে এই বিবৃতি তৈরি হয়। কারণ এখানে এই অভিযোগের কথা তারাই উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করবেন কিনা এটা পুলিশ ঠিক করবে, মন্ত্রী ঠিক করেন না। আমি যেটা বলেছি এই খুনের সঙ্গে যারা জড়িত তারা যে দলে রই হোক যে এলাকারই হোক তাদেরকে পুলিশ ধরবার চেষ্টা করবেন এবং কিছু ধরাও পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ২৩ তারিখ ঘটনা হয়েছে। জীবন দেবনাথ নামেএকজন মার্ডার হয়েছে ২৩.১১.০৩ইং তারিখ। ২৪.১১.০৩ইং উনার স্ত্রী সবিতা দেবনাথ একটা এফ আই আর করেন এবং তাতে বলে দিয়েছেন গৌতম দাস, সুনীল দাস, শংকর দাস, শেফাল দাস, পরিমল দাস, জীবন দাস এরা ঘটনা করেছে। উনি কোন রাজনীতি করেন না। তার এফ আই আর এর নাম্বার ১৯৭।০৩। পরবর্তী সময়ে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় ২৫ তারিখে একটা নিউজ আইটেম করেছে খয়েরপুরে নিপ্কোর কর্মীখুন গ্রেপ্তার পাঁচ। এবং বলতে গিয়ে একটা জায়গায় নিউজ দিয়েছে যে বিপ্লব দাস সহ আট জন তাকে আক্রমন করে গৌতম দাস এবং বিপ্লব দাস বর্তমানে পলাতক।

এই নিউজ দেওয়ার পর সাথে সাথে প্রভোক্ড হয়ে যায় দোজ হু আর সি পি এম ক্যাডারস। তারা প্রভোক্ড হবার পর অ্যাট ব্রড ডে লাইট অ্যাট ১১ এ এম এই ঘটনা সংগঠিত করেছে। এখানে কারা কারা ঘটনা করেছে তাদের সবার নাম ধাম দেওয়া হয়েছে। এবং বলেছে যে দুষ্কৃতকারীরা আগে বিধুভূষণ দাসের বাড়িতেও চড়া ও হয় এবং তার জিনিসপত্র

ও ভাংচুর করে। ক্যাটাগরীক্যালী বলছে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধীদলনেতা) ঃ— আমার পয়েন্ট অব ক্ল্যালিফিকেশান হল পত্রিকায় খবর বেড় হওয়ার পর প্রভুকট হল। তার মানে পুলিশ ফলস্ স্টেটমেন্ট দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে উনি ঠিক বলেছেন। বলেছেন আমি রেকর্ড তৈরি করিনা। কাজেই, এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা হবে কিনা? দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যে নিউজটি উঠেছে সেটা প্রভুক করেছে। আমার বক্তব্য হল একর্ডিং টু ১২০ রা আদার সেক্শান অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? আমাদের কাছে কমিটমেন্ট করা হয়েছে এটা অফেন্স। এফ আই আর এখনো কেন নেওয়া হল না এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা হবে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমিতো প্রথমেই বলেছি, কার বিরুদ্ধে মামলা হবে না হবে সেটা পুলিশ ঠিক করবে। আর এই স্টেটমেন্ট যেটা এখানে তৈরি করা হয়েছে সেটার মেটেরিয়ালস্ সাপ্লাই করেছে পুলিশ। কাজেই, আপনারা যে অভিযোগটা করেছেন যে এফ আই আরের মধ্যে তার নাম নেই যদি তার নাম না থাকে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে তাহলে সেই নামটা এখানে আসবে কেন? সেই প্রশ্নে নিশ্চয় আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে। কারণ প্রশ্নটা যেহেতু তুলেছেন আমিতো চুপ করে থাকতে পারি না। কিন্তু কার বিরুদ্ধে মামলা হবে এবং কার বিরুদ্ধে মামলা হবে না সেটাতো এখান থেকে আমি বলতে পারব না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে যতটুকু খবর আছে সেটা হচ্ছে একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী খুনীদের আড়াল করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতিতে বলেছেন প্রকাশ্যে আগুন লেগেছে। প্রকাশ্যে দিবালোকে ঘটনাটা ঘটেছে। তার তদন্তকারী অফিসার যখনবাড়িতে গিয়ে লাথি দিচ্ছে তখন মন্ত্রী মহোদয় নাকি ডেকে বললেন লাথি মারছ কেন? লাথি মেরে দরজা জানালা ভাঙ্গার দরকার নেই। এটার মধ্যে ইন্টারফেয়ারেন্স হচ্ছে। এটার ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— না, মাননীয় সদস্য এইরকম তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকারঃ— দ্বিতীয়টি এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী কাজলচন্দ্র দাস মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু ছিল গত ১৬ ই ডিসেম্বর ২০০৩ ইং তারিখে স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত এক যুবতীর রসহ্যজনক মৃত্যু শীর্ষক সংবাদ সর্ম্পকে। আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ১৪.১২.২০০৩ ইং তারিখ সকাল দশটা থেকে এগারটা নাগাদ যোগেন্দ্রনগর এলাকায় একটি যুবতীকে সজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী উক্ত মহিলাকে বেলা এগারটা পঁচিশ মিনিটে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু উক্ত যুবতীকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কতর্ব্যরত ডাক্তারবাবু বিষয়টি জি বি পুলিশ ফাঁড়িতে জানান। জি বি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঘটনাটি মহিলা থানায় জানালে ঐ দিন অর্থাৎ ১৪.১২.২০০৩ইং বেলা একটা পাঁচ মিনিটে মহিলা থানায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৪ ধারায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নথীভুক্ত করা হয়। মামলা নথীভুক্ত হওয়ার পর স্বফিনগের সনাক্তকরনে ও মোকাবিলায় উক্ত যুবতীর মৃত দেহের সুরতকাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়। মৃতার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে উক্ত মহিলার মুখ থেকে বমি ও লালা নিগর্ত হতে দেখা গিয়েছিল। উক্ত যুবতীর মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। তদন্তকালে উক্ত যুবতীর পরিচয় জ্যোৎস্না ওরফে অহল্লা দেবনাথ বয়স আনুমানিক চব্বিশ থেকে পঁচিশ। পিতা মৃত ব্রজেন্দ্র দেবনাথ, সাং কল্যাণপুর (তোতাবাড়ি) থানা কল্যাণপুর বলে জানা যায়। গত তিন চার বছর যাবৎ উক্ত জ্যোৎস্না দেবনাথ পূর্ব থানাধীন টাউল ইন্দ্রনগর সাকিনের শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে একাই ভাড়া থাকত এবং শিক্ষিকার কাজ ও মশারী ইত্যাদির কাজকরে জীবিকা নির্বাহ করত।

তদন্তকালে মৃতা যুবতীর মা শ্রীমতী সুভদ্রা দেবনাথ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞাবাদ করা হয়। কিন্তু তারা

তাদের মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে পারেনি। ময়না তদন্তের পর চিকিৎসক উক্ত যুবতীর মৃত্যু বিষ পানের ফলে হয়েছে বলে অভিমত দেন। উক্ত মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) — পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, যে মেয়েটা মারা গেল ১৪ তারিখ এই মেয়েটি যে জ্যোস্না দেবনাথ আইডেনটিফিকেশন করেন কোন এক দারোগাবাবু। সেই দারোগাবাবু ওরই একান্ত বান্ধবী অঞ্জলী দেবনাথ তার বোন দারোগাবাবুর বাড়ীতে কাজ করে। এই দারোগাবাবু বলল যে এর নাম জ্যোৎস্না দেবনাথ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উনার বাড়ীতে মেয়েটির মার সঙ্গে কথা বলে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আমি মনে করি উনি যে তথ্যটা বা বিবৃতি দিলেন এটা মিথ্যা বিবৃতি উনাকে দিয়ে করিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মিথ্যা বলবেননা, আন পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড অসত্য বিবৃতি বলবেন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ— ঠিক আছে, অসত্য বিবৃতি। আমি কালকেও তাদের বাড়ীতে গিয়েছি আসলে এই জ্যোৎস্না দেবনাথ তার আসল নাম হচ্ছে অহল্যা দেবনাথ উনি ইন্দ্রনগর শ্মশানের কাছে সঞ্জয় বিশ্বাসের বাড়ীতে থাকত। এরপরে ধীরেন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে গিয়েছে। আমি প্রথম ঘটনাটি বলি তারপর আমার ক্লেরিফিকেশন বলব। এই জ্যোস্না দেবনাথ কোন একদিন যখন তোতাবাড়ী থেকে আসে তখন তার পাশের সীটে রানা দাস ডাক নাম ভাঁল পার্থ দাস। উনি খোয়াই আই আই সি আই টি দপতরে চাকুরী কবেন খুন সম্ভবত। সিনিয়র এসি ও হবেন বসে গল্প করতে করতে আগরতলায় আসেন এবং যাওয়ার সময় ওর ঠিকানা নিয়ে যায়। এই মেয়েটা ভি ডি ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভট্রপুকুরে সে কম্পিউটার শিখত। ·

ওকে চাপ সৃষ্টি করার ফলে ওর বাড়ীতে প্রায় সময় যেত। সেই সঞ্জয় বিশ্বাসের বাড়ীতে যখন থাকত তখন এই ছেলেটা প্রায় সময় বাইক নিয়ে যেত বিরক্ত করত। মেয়েটা পাড়া পড়শির কাছে বলার পর এই ধীরেন্দ্র দেবনাথ ওকে আশ্রয় দিয়েছে, বলেছে যে আমার ঘরে থাক আমি দেখব। এর পরবর্তী সময় তখন এই পার্থ দাস মেয়েটার বাড়ীতে গিয়ে ওর মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল। মেয়েটা আবার সৎসঙ্গ আশ্রমের হরিপ্রসন্ন পালের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। যাই হউক মেলামেশার কারণে ওর মা গরীব প্রস্তাবে রাজী হল। এই হরিপ্রসন্ন পাল মেয়েটির থেকে ঘটনা জানার পর তিনি বললেন যে ঠিক আছে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী আছি তুমি আমার ঠাকুরের আগে দীক্ষিত হও মেয়েটা ও ঠাকুরের খুব ভক্ত। ঐ লোকটা পার্থ দাস এই হরিপ্রসন্ন পাল থেকে দীক্ষিত হয়েছেন। এই মৃত্যুর ব্যাপারে যে একজন জড়িত এটা আমি বলছি। এবং এইসব জানার পর মহিলা পুলিশ তদন্ত শুরু করে সুন্দরভাবে তদন্ত শুরু করেছেন অনেক তথ্য ও তাদের কাছে এসেছিল। আমার যতটুকু ধারনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা এই তদন্তকার্য্যে এলাকার জনৈকমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তদন্তটা প্রায় বন্ধের পথে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান এটাই যে মেয়েটার বান্দবী ঘটনা জানত। এই ছেলেটা পার্থ দাস উদয়পুরে কালীবাড়িতে গিয়ে সিদুঁর বিনিময় হয়েছে সেটা ও জানত। হরিপ্রসন্ন পাল যিনি ঋতিক উনার কাছে দীক্ষিত হয়েছে সেটা ও জানত। এই সম্পূর্ণ বিষয়টা তদন্ত করা হউক আমি বললাম সি বি আই, সি বি আই, হয় না, সব কথায় নাকি আমরা সি বি আই বলি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি বলব অন্তত সি আই ডির কাছে এটার তদন্তের ভার দিয়ে তদন্ত কার্য সম্পূর্ণ করবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মি ঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এই ঘটনা সম্পর্কে অনুমান ভিত্তিক অনেকগুলো তথ্য দিয়েছেন। আমার মনে হয় এই তথ্যগুলো পুলিশের উর্ধতন কর্তপক্ষের কাছে আসলে তদন্ত করতে সুবিধা হবে। একটা অসহায় মেয়েটির প্রান গেছে এটা সাভাবিক মৃত্যুনা এটা পরীক্ষার। কাজেই — যে নাম বলেছেন এটা আছে স্টেটমেন্টে। আর দুই ভদ্র লোকের নাম বললেন সঞ্জয় বিশ্বাস পার্থ দাস যাদের ব্যাক গ্রাউগুটা বলেছেন। আমি অনুরোধ করব, নতুবা আপনি নিজে আমাদের এস পি পশ্চিম ত্রিপুরা বা তার মাকে দিয়ে এই তথ্যগুলো দিন। এবং তদন্ত যাহাতে ঠিক ঠিকভাবে হয় আর সেখানে যদি কোন ধরনের চক্রান্ত থাকে সেগুলি বেড় করে আনার চেষ্টা করব। তখন যদি দেখা যায়

পুলিশ কাজটা করতে পারছে না তখন ভাবা যাবে সি আই ডি কে দেওয়া যায় কিনা । চিৎকার করে তো সি আই ডিকে ভার দেওয়া যাবে না। আমি অনুরোধ করব তথ্যগুলো দিয়ে সাহায্য করার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকে একটি দৃষ্টি আর্কষণী নোটি শের উপর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বিকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রনজিৎ দেবনাথ মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তুটি হলো, " রাজ্যে ভারত বাংলাদেশ আন্তজার্তিক সিমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার অগ্রগতির বিষয়ে।" এখনি আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় ভারত বাংলাদেশ সিমান্তের দৈর্ঘ্য ৮৫৬ কিঃমিঃ। এই সম্পূর্ণ সিমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও ভারত সরকারের প্রথম পয্যায়ে ত্রিপুরায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন অনুমোদন ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০০ ইং সনের জুন মাসে ত্রিপুরায় মোট ৭৩৬ কিঃমিঃ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং সম্পূর্ণ কাজটির দায়িত্ব ভারত সরকারের সীমান্ত সড়ক সংস্থা বি আর ওকে দেওয়া হয়েছিল।

কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ তরান্বিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগ ও তদারকীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রনালয় ২০০২ ইং সনের জুন মাসে সিদ্ধান্ত নেয় যে ত্রিপুরায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ তরান্বিত করার স্বার্থে বি আর ও ছাড়াও একাধিক অন্যান্য সংস্থা নিয়োজিত করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রথম ধাপে মোট ২৪৩ কিঃ মিঃ অংশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের দায়িত্বে বি আর ও ছাড়াও সি পি ডব্লু ডি এন বি সি সি এবং ত্রিপুরা পি ডব্লু ডিকে নিযুক্ত করা হয়।

আন্তজার্তিক সীমান্তে কোনরূপ নির্মাণ কাজ অতি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এরজন্য কতগুলি নিদিষ্ট নিয়মনিতী অনুসরণ করতে হয়। তাছাড়া পূর্ব প্রচলিত কাঁটাতারের বেড়ার কিছু অসুবিধা গোচরে আসার বেড়ার নক্সার পরিবর্তন পারিশ্বার্সিক অবস্থার সীমাবদ্ধতার নিরিখে এবং অন্যান্য প্রতিক এই সব প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করতে ভারত সরকারে গৃহ মন্ত্রানালয় পরবর্তী ধাপে ২০০৩ ইং সনের জুন মাসে ত্রিপুরার জন্য অনুমোদিত অবশিষ্ট ৪৯৩ কিঃ মিঃ কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণের কাজ ও বিভিন্ন সংস্থান মধ্যে বন্টন করেন যাতে সম্পূর্ণ কাজটি ২০০৭ ইং সনের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হয়। এবং এজন্য এন বি সি সি এবং ই পি আই এল নায়ক আরো দুই সংস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এখন পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার জন্য বরাদ্ধকৃত অংশ নিম্নরূপঃ—

সংস্থার নাম — বি আর ও, সেক্টর রামপুর হইতে রাঘনা পর্যন্ত বর্ডার পিলার ১৮০০ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন ২০ কি মি অতিরিক্ত বন্টন ১৫ কিমি সর্বমোট ৩৫ কি মি।

সেক্টর খোয়াই হইতে সিমনা পর্যন্ত বি পি ১৭০ হইতে ১৯৮ পর্যন্ত । প্রাথমিক বন্টন ২০ কিমি অতিরিক্ত বন্টন নীল সর্বমোট ২০ কিমি।

সেক্টর ভাগলপুর হইতে কমলাসাগর বি পি ২০১৮ হইতে ২০৪২। প্রাথমিক বন্টন ৪০ কিমি অতিরিক্ত বন্টন নীল সর্বমোট বন্টন ৪০ কিমি।

সেক্টর শ্রী নগর হইতে ছোটখিল পর্যন্ত বি পি ২১৯৫ হইতে ২২১৫ । ১-আর ১ পর্যন্ত, প্রাথমিক বন্টন নীল অতিরিক্ত বন্টন৩৭.২০ কিমি, সর্বমোট ৩৭.২০ কিমি।

সেক্টর মাগরূখ এল কে পড়া পর্যন্ত বি বি ২২২৫।১ আর ও ১ হইতে ২২৪১।৩ আর ১ পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন নীল অতিরিক্ত বন্টন ২ ৯ কিমি সর্বমোট ১৯ কিমি।

সেক্টর জলায়া হইতে তাইক ৪ পর্যন্ত বি পি ২২৫৪ হইতে ২২৬৫ পর্যন্ত। প্রাথমিক বন্টন ২৭.১৭ কিমি। অতিরিক্ত

বন্টন নীল সর্বমোট ২৭.১৭ কিমি। বি আর ও সংস্থাকে মোট বরাদ্ধকৃত অংশ ১৯১.৩৭ কিমি।

এন বি সি সি সংস্থার বরাদ্ধকৃত অংশ সেক্টর রামনা হইতে শিববাড়ী পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন ২৪ কিমি অতিরিক্ত বন্টন নীল সর্বমোট বন্টন ২৪ কিমি।

সেক্টর কমলাসাগর হইত বোরাখালি পর্যন্ত বিপি ২২৬৫ হইতে ২২৭৬ পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন ২৮.৫০ কিমি। অতিরিক্ত বন্টন নীল,সর্বমোট ২৮.৬০ কিমি।

এন বি সি সিকে বরাদ্ধকৃত মোট অংশ ২১২.১০ কিমি এন পি সি সিকে বরাদ্ধকৃত অংশ সেক্টর শিববাড়ী হইতে খোয়াই পর্যন্ত বি পি ১৮৯৯ হইতে ১৯৭০ পর্যন্ত্য। প্রাথমিক বন্টন নীল, অতিরিক্ত বন্টন ১১০ কিমি সর্বমোট ১১০ কিমি।

সেক্টর কে কে নগর হইতে আই সি নগর পর্যন্ত বি পি ২০৯৭ হইতে ২১৫৯। ৩ এস পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন নীল অতিরিক্ত বন্টন ৯১.৮০ কিমি। সর্বমোট ৯০-৮০ কিলোমিটার।

এন পি সি সির বরাদ্ধকৃত অংশ মোট ২০১.৮০ কিমি।

সি পি ডব্লু ডি সংস্থার বরাদ্ধকৃত অংশ সেক্টর সিমনা হইতে হরিনখোলা। বি পি ১৯৮০ হইতে ১৯৯৮ পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন ২৯ কিমি অতিরিক্ত বন্টন নীল সর্বমোট ২৯ কিমি। সেক্টর শুকনাছড়া হইতে জলেয়া পর্যন্ত। বিপি ২২৪১ হইতে ২২৫৪ পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন ৩১ কিমি অতিরিক্তি বন্টন নীল সিপি ডব্লু ডিকে মোট বরাদ্ধকৃত অংশ ৬০ কিমি।

পি ডব্লু ডি সংস্থাকে বরাদ্ধকৃত অংশ সেক্টর বিলোনীয়া হইতে সমরগঞ্জ পর্যন্ত। বিপি ২১৫৯।৩ এস হইতে ২১৯৫ পর্যন্ত । প্রাথমিক বন্টন নীল অতিরিক্ত বন্টন ৫০.৪০ কিমি সর্বমোট ৫০.৪০ কিমি।

সেক্টর বৈষ্ণবপুর (ছোটখিল) হইতে মাগরম পর্যন্ত। বি পি ২২১৫।১ আর হইতে ২২২৫।১ আর ও ১ পর্যন্ত প্রাথমিক বন্টন ২০.৬১৫ কিমি। সর্বমোট ৭১.০১৫ কিমি। সব মিলে প্রাথমিক বন্টন ২৪৩.২৮৫ কিমি। অতিরিক্ত বন্টন ৪৯০.০০ কিমি সর্বমোট ৭৩৬-২৮৫ কিমি।

পরবর্তী পয্যায়ে বি আর ও র ১৯১.৩৭ কিমি বন্টিত অংশের মধ্যে ৬৬.২০ কিমি অংশের দায়িত্ব ই পি আই এল সংস্থাকে অর্পণ করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানাগেছে ২০০০ ইং সনের ডিসেম্বর মাস অবধি ত্রিপুরায় মোট ৫৭.৭০ কিমি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাটা তারের বেড়া নিমার্ন সম্পর্ণ হয়েছে। এবং অন্যান্য অংশের কাজ বিভিন্ন পর্য্যায়ে আছে। তবে এটা আশা করা যায় যে প্রাথমিক ব্যাপারে সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে দেরী হওয়া সত্বেও ত্রিপুরায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সম্পূর্ণ অংশে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার কাজ নির্ধারিত ২০০৭ ইং সনের মার্চ মাসের পুবেই সম্পন্ন করা সম্ভব। এই কাঁটা তারের বেড়ার কাজ সম্পন্ন করতে অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় জমি অবিগ্রহনের ও প্রয়োজন হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক ও সচেষ্ট। এই মর্মে অনেক আগে ত্রিপুরা সরকার এর গৃহ মন্ত্রালয় জেলা স্তরে কমিটি গঠন করে কাঁটা তারের বেড়ার এলাইনমেন্ট নির্ধারনের দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

এই কমিটিতে রয়েছেনঃ—

১।	জেলাশাসক ও সমাহর্ত্তা	(চেয়ারম্যান)
২।	বি এস এফের সংশ্লিষ্ট কমানডেন্ট	(সদস্য)
৩।	বি আর টি এফের সংশ্লিষ্ট কমানডেন্ট	(সদস্য)
৪।	পুলিশের তত্ত্যাবধায়ক	(সদস্য)
৫।	রাজ্য পূর্তদপ্তরের প্রতিনিধি	(সদস্য)
৬।	ল্যাণ্ড ইকু ইজিশান অফিসার	(সদস্য)

৭।	কেন্দ্রীয় পূর্তদপ্তরের প্রতিনিধি	(সদস্য)
৮।	এন বি বি সির প্রতিনিধি	(সদস্য)
৯।	সীমান্ত সড়ক সংস্থার প্রতিনিধি	(সদস্য)

এই প্রকল্পের শুরু থেকেই সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে গড়ে উঠা ঘনবসতি গুলোর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অতীব চিন্তিত এবং ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রককে অবহিত করে আসছে, যাতে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে এই সমস্ত ঘনবসতি গুলোর স্বার্থে পুরো পুরি রক্ষিত হয়। রাজ্য সরকারের উপর্যুপরি চেষ্টায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতয় অতিসম্প্রতি ৫.১১.২০০৩ ইং এই মর্মে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে পারিপার্শিক সীমাবদ্ধতার বিচারে যে সব স্থানে কাঁটা তারারের বেড়া নির্মানের ক্ষেত্রে ১৫০ গজের নির্ধারিত নিয়ম মানা একান্তই অসম্ভব সে সব জায়গায় ১৫০ গজের নিয়ম শিথিল যোগ্য । তবে কোন অবস্থাতেই কাঁটাতারের বেড়া একেবারে সীমান্তরেখার (জিরোলাইন) উপর তৈরি করা যাবে না।

ইহা অতি সত্য যে ভারত সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণে সীমান্তবর্তী স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বেশীরভাগ ভারতীয় জনসাধারণকে বাস্তুচ্যুত বা অসুবিধা না করেই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা সম্ভব হবে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত ১৫০ গজের সীমারেখার অন্তর্ভূক্ত গৃহাদি বা অন্যান্য সরকারী বেসরকারী পরিকাঠামোর স্থানান্তরের সম্ভবনা অস্বীকার করা যায় না। এই বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের সুষ্ঠ পুনবার্সনের সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যেহেতু ১৫০ গজের নিধারিত নিয়মের শিথিলতার সুযোগ অতিসম্প্রতি (৫.১১.২০০৩ ইং) ঘোষণা করা হয়েছে তাই এই শিথিতলার সুযোগ কার্য্যকরী করার পর ও মোট কতজন বসবাসকারী বা গৃহাদি ক্ষতিগ্রস্থ হবে তার সংখ্যা এখন ও নির্দিষ্ট ভাবে নিরুপন করা সম্ভব হয়নি।

যেহেতু এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি অতিস্পর্শকাতর রাজ্যসরকার বিষয়টির উপর সবর্দা নজর রেখেছে এবং প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করছে ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মতবিনিময় করছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও এই বিষয়ে যথেষ্ঠ সহানুভূতিশীল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের কারণে আশা করা যায় যে অধিকাংশ অসুবিধা দূর হয়ে যাবে এবং এর পর ও যে সমস্ত ছোটখাটো সমস্যার সৃষ্টি হবে আশা করা যায় রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় ও সহযোগীতায় সেই বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব হবে না এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সম্পূর্ণ অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

ইহা অতি সত্য যে ভারত সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণে সীমান্তবর্তী স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বেশীরভাগ ভারতীয় জনসাধারণকে বাস্তুচ্যুত বা অসুবিধা না করেই কাঁটা'তারের বেড়া নির্মাণ করা সম্ভব হবে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত ১৫০ গজের সীমারেখার অন্তর্ভূক্ত গৃহাদি বা অন্যান্য সরকারী বেসরকারী পরিকাঠামোর স্থানান্তরের সম্ভবনা অস্বীকার করা যায় না। এই বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের সুষ্ঠ পুনবার্সনের সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যেহেতু ১৫০ গজের নিধারিত নিয়মের শিথিলতার সুযোগ অতিসম্প্রতি (৫.১১.২০০৩ ইং) ঘোষণা করা হয়েছে তাই এই শিথিতলার সুযোগ কার্য্যকরী করার পর ও মোট কতজন বসবাসকারী বা গৃহাদি ক্ষতিগ্রস্থ হবে তার সংখ্যা এখনও নির্দিষ্ট ভাবে নিরুপন করা সম্ভব হয়নি।

যেহেতু এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি অতিস্পর্শকাতর রাজ্যসরকার বিষয়টির উপর সবর্দা নজর রেখেছে এবং প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করছে ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মতবিনিময় করছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও এই বিষয়ে যথেষ্ঠ সহানুভূতিশীল। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের কারণে আশা করা যায় যে অধিকাংশ অসুবিধা দূর হয়ে যাবে এবং এর পর ও যে সমস্ত ছোটখাটো সমস্যার সৃষ্টি হবে আশা করা যায় রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সহযোগীতায় সেই বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব হবে না এবং নির্ধারিত

সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সম্পূর্ণ অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা ঃ— পয়েন্ট এব ক্লারিফিকেশান স্যার, ভারতে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ব্যাপারে আমাদের কোন প্রশ্ন নেই কারণ এটা শুভ উদ্যোগ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বা এদেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু দেখা গেছে যে ভাবে এলায়মেন্ট করা হচ্ছে সেখানে দেখা যায় ত্রিপুরার হাজারহাজার মানুষের ঘরবাড়ী কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং তারা আজকে একটা উদ্ধেগের মধ্যে দিনযাপন করছে। কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় জিরো পয়েন্ট থেকে ৪০ মিটারের মধ্যে কিছু কিছুজাগায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের বাঁধ ও আছে। যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি কৈলাশহর এরিয়া আমি বলি যে রাঙ্গামাটি গোপিনগর লাটিয়াপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে ফ্লাড কন্ট্রেলের জন্য ৪০ মিটারের মধ্যে কৃষকদের জুমি একোজিশান করে বাঁধ নির্মান হয়েছে। এর ফলে সেখানে কৃষকদের প্রচুর জমি ক্ষতি হয়েছে তার পরে আবার আই বি বি অর্থাৎ গ্রীফের যে রোড বর্ডার রোডের জন্য আবার কৃষকদের জমি সেখানে একোজিশান করা হয়েছে এর পরে আবার ১৫০ কাঁটা তাঁরের জন্য যদি জমি নিয়ে যায় সেখানে হাজার হাজার একর জমি কাঁটা তাঁরের বাইরে চলে যাবে এবং সেখানে বেশীর ভাগ গরবী কৃষক ত্রিপুরার বডার্র অঞ্চলে যারা আছে তারা একদম বিপন্ন হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে মিনিষ্টার সাহেব যা বলেছেন সেটা আমি ঠিক ভাবে বুঝতে পারিনাই।

সেন্ট্রাল্ গভর্ণমেন্ট বা রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াস বা রাজ্য সরকারের যে গাইড লাইন এই গাইড লাইন কতটুকু কার্য্যকরী হচ্ছেতা জানি না। এটার মধ্যে বিরাট বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে যে কোথাও কোথাও ২০ গজের মধ্যে খুটি দেওয়া হয়েছে আবার কোথা ও কোথাও ১৫০ গজের মধ্যে। আমি কৈলাশহরের উদাহরণ দিতে পারি। কৈলাশহর লক্ষ্মীপুর গাঁওসভার একটা অংশে এবং কৈলাশহর নগরপঞ্চায়েতের একটা অংশে ২০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া হবে। আবার গ্রামে গিয়ে দেখা যায় ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া হচ্ছে। সেখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকারের অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করে কাজ করা দরকার কারণ কাঁটাতার দিতে গিয়ে যাদের বাড়ী কাটাতাঁরেরর বাইরে পড়েছে তাদের জন্য তো কোন ক্ষতিপূরণের সংস্থান থাকছে না। সেই লোকটা কি কাঁটাতারের বাইরে বাস করতে পারবে, যেমন কৈলাশহরের মধ্যে আমি আপনাদের বলতে পারি চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের কৃষিমন্ত্রীর এরিয়া। স্যার,এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে দাড়িঁয়েছে। সমব্রমগ ইত্যাদি জায়গাতেও বাধঁ হয়েছে। আমাদের ডিমাণ্ড হচ্ছে এই যে ৪০ গজের মধ্যে বাঁধ আছে এই বাঁধের উপর যদি কাটাতারের বেড়া হয়ে যায় তাহলে তো এখানে কারোর বাধা থাকার কথা নয় এবং সেখানে হয় তো ওয়ান পারসেন্ট ঘর কাঁটাতারের বাইরে পরতে পারে আমি কালকে নিজে সরজমিনে ঘুরে দেখেছি কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে পাহাড় পড়েছে যেখানে লোকালয় নেই। সেখানে ২০০,৫০০ গজ করলেও কোন অসুবিধান নেই। এবং আর একটা নিদের্শিকা আমিএখানে স্পষ্টভাবে জানতে চাই মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে যেটা বলা হয়েছে ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া করা হবে। কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে যেমন রাঙ্গামাটি গোপিনাথপুর যে গ্রামটা আছে লাঠিয়াপুর গাঁও সভায় সেখানে দেখা যায় ৫০০ গজের পরে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সেখানে তো কয়েকটা গ্রাম চলে যাচ্ছে এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাহলে জিরো পয়েন্ট থেকে যদি ১৫০গজের মধ্যে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয় না কেন? সেই এখানে একটা বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্য জেলাশাসকের কাছে দফায় দফায় গ্রামবাসী দলমত নির্বিশেষে স্মারকলিপি দিয়েছে কিন্তু জেলাশাসক ও সুনিদিষ্ট ভাবে কিছু বলতে পারছে না যেহেতু এখানে তাদের কমিটি আছে। কমিটি দফায় দফায় তদন্ত করছে কিন্তু যাদেরকে বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে তার আর বিশেষ আলোচনা করছি না। আমি বিশ্বাস করি এই ব্যাপার সবাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। এবং এটা যদি ঠিক ভাবে না করা যায় তাহলে সেখানে বিরাট বাধার সম্মুখিন ও হতেপারে এখন মানুষ তৈরী হচ্ছে এটা বাধা দেওয়ার জন্য।

কারণ হাজার হাজার মানুষের বাড়ী কাঁটাতারের বাইরে চলে যাবে। এরমধ্যে মাননীয় স্পীকার এটা আমি স্পষ্টীকরণ চায় যে কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার পরে ঐ পারে তো প্রচুর জমি থেকে যাচ্ছে ঐ জমি চাষ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এখানে বলা হয়েছে ১ কিলোমিটারের মধ্যে একটা গেইট থাকবে এই ১ কিলোমিটারের মধ্যে গেইট থাকলে পরে তো মানুষ চাষ করতে পারবে না। এক কিলোমিটার দূরে হাল নিয়ে গিয়ে আবার ঐখানে যাবে এরপরে রাস্তা পাবে কি পাবে না এটা নিয়ে বিরাট সমস্যা। সুতরাং আমি হাউসের কাছে এবং সরকারের কাছে এই ব্যাপারে খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ রাখছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— মাননীয় সদস্য যে উদ্বেগের কারণ বলেছেন এটা ঠিক আছে। এই বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে। সর্বশেষ এই ৫.১১.২০০৩ ইং এটা আলোচনা হয়েছে। তাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে জিরো লাইন থেকে ১৫০ গজ এটা এখন বাধ্যতামূলক থাকছে না। কিন্তু জিরো লাইনের মধ্যে কোন অবস্থায় করতে পারবে না এটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। তাতে বাড়ী ঘর যে সমস্ত পরেছে যথা সম্ভব এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেইগুলিকে একোমোডেট করা হবে যাতে তারা তারের ভিতরে পরে থাকেন। এটা হয়তো সম্ভব হবে এখন। যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আগের নিদের্শে আমাদের উ. এম - এর নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছিল তারা এটা সার্ভে করেছিলেন এবং তাতে এটা ঠিক যে অসংখ্য বাড়ী তারের বাইরে পরে গিয়েছিল এই তারের বেড়ার বাইরে। কিন্তু এই ৫.১১.২০০৩ ইং সিদ্ধান্তের ফলে নতুন করে আবার এটাকে সার্ভে করতে হবে তাতে তখন দেখা যাবে কত বাড়ী কাঁটাতারের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে প্রথমত, এটা থাকলে যে বাড়ীগুলি বাইরে পড়েছে সেটার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি ওদের পুনর্বাসনের জন্য এবং ঘরবাড়ী করার জন্য এদের টাকার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এই সর্ম্পকে এখন ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেন নি। দ্বিতীয়ত যেটা হয়েছে বেড়ার বাইরে যে সমস্ত জমিগুলি পড়বে সেগুলি সর্ম্পকে বলা হয়েছে। এখন বি এস এফ না বি এস এফ স্থানীয় লোক যাদের জমি আছে ঐ তারের বাইরে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কোথায় গেইটটা হবে সেটাও কেন্দ্রীয় সরকার পরিবর্তন করেছেন। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত ইচ্ছা করলে আমি পড়ে দিতে পারি। সবটাই তারা বলেছেন স্থানীয় লোক যাদের জমি বাইরে পড়বে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কোথায় গেইট তৈরি হবে সুয়িটেবল জায়গাতে গেইট তৈরি হবে। এটা সেই দিক থেকে সাহায্য করবে। শহরাঞ্চল যেগুলি আমাদের পড়েছে যেগুলি জিরো লাইন থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের বেশ কয়েকটি শহর আছে সাব্রুম বিলোনিয়া, কলাশহর খোয়াই এই রকম আছে যার জিরো লাইন থেকে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে এখন আপাতত এই কাজগুলি বন্ধ থাকবে। এইগুলি সর্ম্পকে সুয়েটেবলি কি করলে পরে হতে পারে সেটা সর্ম্পকে তারা সিদ্ধান্তের মধ্যে আসবেন। এইগুলি সর্ম্পকে পরবর্তী সময় গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া তারা সিদ্ধান্ত নিলে তখনই সেইগুলি গ্রহন করা হবে। আর গর্ভণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ক্লিয়ার ডাইরেকশন হচ্ছে জিরো লাইন থেকে ১৫০ গজের মধ্যে বেড়া হতে হবে। ৪০০-৫০০ গজ যদি কোথাও করে থাকে এটা যদি আপনারা আমাদের দৃষ্টিতে আনেন বা রেসপেক্টলি ডি এমদের নলেজে আনেন তাহলে এলাইমেন চেইঞ্জ করা যাবে। কোন অবস্থার মধ্যে ১৫০ গজের ভিতরে এনে করতে পারবেন না। কোনজায়গার মধ্যে বি এস এফ আমাদের কাছে ও আছে সোনামুড়া এই সমস্ত জায়গায় আগে যে আই বি রোড হয়েছিল তাকে বেইস করে তারা এটা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত এই রকম না। তাকেজিরো লাইন থেকে ১৫০ গজের ভিতরেই কাঁটাতারের বেড়া করতে হবে। সেখানে যদি কোথাও বর্ডার লাইন থেকে দূরে পরে জায়গা বা বর্ডার লাইন থেকে সরে যাচ্ছে যেখানে কানেকটিভিটি কিভাবে হবে সেইগুলি সর্ম্পকে পলিসি নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে এটা কাজের দিক থেকে কোন অসুবিধা তৈরি না করে, সৃষ্টি না করে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা):— মোটামোটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। বুঝা গেল ১৫-১১, ২-১১-২০০৬ ইং এর পরে পুরো ডিসকাশনের পরে নিউ ডেভল্যাপমেন্ট হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কনস্ট্রাকশন যেটা কালকে আমি জলিল

পুর গেছি পার্টিকোলার জায়গা সম্ভব হয়েছে যাওয়া এটা অবশ্য এন বি সি সি করছে। মিঃ আগরওয়াল বোধহয় সাব কন্ট্রাক্টর। একদম বিলো স্ট্যাণ্ডার্ড তাহলে যে উদ্দেশ্যে দেওয়া কাটা তার এটা তো ভেঙ্গে যেকোন লোক চলে আসবে।কালকে আমি আর প্রকাশ বাবু আমরা গিয়েছিলাম এই রকম প্রভলেমটা দেখা গেছে। সুতরাং ৪০০ গজের উপরেই আমাদের যতটুকু সম্ভব আমরা খবর দিচ্ছি টাইম টু টাইম ডি এমকে কিন্তু অনেক জায়গায় ৪০০ গজের বেশী হয়ে গেছে। যেগুলি দেওয়া হয় গেছে সেগুলি কি হবে আর নিম্ন মানের কাজটা।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— হলে পরে নিশ্চয়ই আমরা সেগুলি দেখব । এই রকম যে গায়গার মধ্যে মাননীয় বিধায়ক বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে নিশ্চয় দেখা হবে। নিম্নমানের কাজ হোক এটা কোন অবস্থার মধ্যে এলাউ করা যাবে না। এখন ডিসট্রিক্ট ডি এম কে চেয়ারম্যান করে ডিসট্রিক্ট স্টাক্স্ ফোর্স গঠন করে দেওয়া হয়ছে। এই সমস্ত কাজগুলি তারা দেখছেন। এখানকার বি এস এফ, আই জি টোটাল কাজটা তারা তদারকি করছেন স্টেট লেবেলেও একটা কমিটি আছে। তার দ্বিতীয় যেটা বলেছেন যেটা অলরেডি কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে এটা আমরা এই কমিটির কাছে রেফার করব এবং সেখানে আলোচনা করে এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এটা হয়তো পরবর্তী সময় বিরোধী দলনেতাকে জানিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESES AT 2PM

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আজকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে সম্মতি হয়েছিলেন। এখন আমি তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ও শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনিত নিম্মোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ— "বিশেষ এলাকা ভিত্তিক (স্পেশাল এরিয়া বেইজড)প্রকল্পের অগ্রগতির সর্ম্পকে।"

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, "বিশেষ এলাকা ভিত্তিক (স্পেশাল এরিয়া বেইজড) প্রকল্পের অগ্রগতি সর্ম্পকে।"

২০০০ ইং সন থেকে এস সি , ও বি সির এবং ধর্মীয় সংখ্যালুঘুদের জন্য যে সকল বিশেষ এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেনী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের উন্নয়নের জন্য জাতিগোষ্ঠি জনসংখ্যাধিক্যের অনুপাতের নিরিখে প্রতিটির ১০ টি করে মোট ৩০ টি গ্রামকে বিশেষ এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

১)তপশিলী জাতিভুক্ত বিশেষ এলাকা ভিত্তিক গ্রামগুলি হল ইচাইলাল ছড়া, সমরুরপার, ঘোরুলছড়া, চানকাপ, উত্তর কৃষ্ণনগর, তুলাবাগান কেনতলী, ইন্দিরা নগর, হুরিজলা এবং খাইবং।

২) অন্যান্য পশ্চাদপদশ্রেনীভূক্ত বিশেষ এলাকা ভিত্তিক গ্রামগুলি হল — শনিছড়া, বাগবাসা, বিলাসছড়া, পশ্চিম নোয়াগাঁও, কলকলিয়া, লক্ষণঢেপা, ব্রহ্মছড়া, নির্ভয়পুর, করইয়ামুড়া এবং রাজীবনগর।

৩) ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত বিশেষ এলাকা ভিত্তিক গ্রামগুলি হল ইরানী , নুরপুর, কুর্তি, ফুলবাড়ী, ঢুপিরবন্ধ, আভাঙ্গা, রহিমপুর, উরমাই, দুর্গাপুর, এবং পূর্ব মগ পুস্করিনী।

৪) এই ৩০টি বিশেষ এলাকা ভিত্তিক গ্রামগুলির জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে সকল প্রকল্প নির্ধারিত হয়েছে সেগুলি হলো পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকিকরণ, সামাজিক উন্নয়ন, বাসস্থান নির্মাণ, জলাশয় খনন, পাওয়ার টিলার প্রদান, উদ্যানমূলক উন্নয়ন, পশুপালনের জন্য সাহায্য, পাকা বিদ্যালয় নির্মাণ ও কমিউনিটি

হল নির্মাণ ইত্যাদির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫) উপরোক্ত তপশিলী জাতি ভুক্ত ১০টি গ্রামের বিশেষ এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প রূপায়নের জন্য মোট ৬৬১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রকল্পগুলির রূপায়িত হয়েছে।

৬) উপরোক্ত অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর ১০ টি গ্রামের বিশেষ এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প রূপায়নের জন্য ৭৬২.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রকল্পগুলির রূপায়িত হয়েছে।

৭) উপরোক্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ১০টি গ্রামের বিশেষ এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প রূপায়নের জন্য মোট ৪৩৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়েছে।

৮) উল্লেখ থাকে যে তপশিলী জাতি অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যে কয়েকটি বিশেষ এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নপ্রকল্প রূপায়নের অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলি আগামী ২০০৪ ইং সনের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় এবং রূপায়িত প্রকল্পগুলির তথ্য ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ।

তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য যে ৩০ টি গ্রামের বিশেষ এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প রূপায়ন ও অগ্রগতির পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল (৩০-০৯-২০০৩ ইং)

তপশিলী জাতি ভূক্ত ১০টি গ্রামের বিশেষ এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প।

	প্রকল্পের নাম	সংখ্যা বা কিমি	লক্ষ টাকার হিসাবে
১)	ইটের রাস্তা নির্মান	৯.৮৫ কিমি	৩৪.৫৪
২)	কাচা রাস্তা নির্মান	৩৮.১৫ কিমি	১১৯.৯৪
৩)	কাচা রাস্তা মেরামতি	১০.৫ কিমি	০.৩২
৪)	বক্স কালভার্ট নিমার্ন	১৮ টি	৬.০৭
৫)	আর সি সি সেতু নির্মান	৪টি	১১.১০
৬)	বিদ্যালয় পাকা ঘর নির্মান	৮টি	৩১.০২
৭)	বালোয়ারী বা অঙ্গনাদী ঘর নির্মান	৯টি	১১.৫৮
৮)	বিদ্যালয় বাড়ী মেরামত ও আসবাব পত্র সরবরাই	৩টি	১.৮৪
৯)	কমিউনিটি হল নির্মান	৮টি	১৩.২৪
১০)	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মান ও মেরামতী	৬টি	৮.৫৬
১১)	বাসগৃহ নির্মান (আই এ ওয়াই এবং পি এন জি ওয়াই)	৬৮৬টি	১৩৫.৭৪
১২)	পানীয় জল	৯.৩ কিমি	২৩.০০
১৩)	টিউবওয়েল	২১টি	০.৮০
১৪)	রিংওয়েল এবং মার্কথ্রি টিউবওয়েল	৪৩টি	১৭.২০
১৫)	ডিপটিউবওয়েল ৬টি	৩১.৫০	
১৬)	ইলেকট্রিকলাইন সম্প্রাসারণ ও ইলেকট্রিক সাব স্টেশন নির্মান	২২.৭৪ কিমি ৯টি	৪৮.০৮

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আপনি লে করে দিন না, অনেক লম্বা তো।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— তাহলে আমি লে করে দিচ্ছি।

ANNEXURE- 'C'

শ্রী অশোককুমার বৈদ্য (তেলিয়ামুড়া) ঃ— স্যার, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তগর্ত ব্রহ্মছড়া গাঁওসভাকে ও বি সি এড়িয়া বেইসড প্রোজেক্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, প্রথমত ২০০০ইং সালে তিন জনকে শুকর পালন করার জন্য সাত জনকে ছাগল পালন করার জন্য এবং নয় জনকে গো পালনের জন্য কমিটি সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং যথারীতি দুই লক্ষ ২০ হাজার টাকা সেংশান ও দিয়েছে। এটাকে পরিচালনা করার জন্য ঐ গাওসভার উপপ্রধানকে কনভেনার করে এখানে তের জনের একটা কমিটি ও আছে। আমরা পরবর্তী সময় দেখতে পেলাম যেখানে একটা গরুর মূল্য ১৫০০০ টাকা ধরা হয়েছিল একটা গোটারী স্কীম্ অর্থাৎ ৫ছাগল ৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল এবং শুকরের স্কীম্ হয়েছিল পার ইউনিট ১৫০০০ টাকা। মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি এখানে যে গরু গুলি কিনে দেওয়া হয়েছিল ঐ বেনিফিসিয়ারীর অভিযোগ কোন গরুর মূল্য ছয় সাত হাজার টাকা বেশী হবে না এবং যে ছাগল কিনে দেওয়া হয়েছিল সেটা অত্যন্ত নিম্নমানের ছাগল এবং সে কেটাগরী শুকর কেনার কথা ছিল সেখানে অনেক ছোট ছোট বাচ্চা কিনে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অনেক বেনিফিসিয়ারীর ছাগল কিনে দেওয়ার কিছু দিন পর মারা গেছে অনেকের গরু দেড় হাজার দু হাজার টাকা করে বিক্রি করতে হয়েছে। কয়েকটা গরু মারা ও গিয়েছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কি না?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি আশা করব মাননীয় বিধায়ক এই অভিযোগ থাকলে তিনি অভিযোগটা আমাদেরকে জানাবেন আমরা তদন্ত করব।

শ্রী অশোককুমার বৈদ্য ঃ— স্যার, ২০.১২.২০০০ ইং তারিখে আমি ডি এম সাহেবকে একটা কম্প্লেন করেছিলাম। তারপর ইনকুয়েরীতে গিয়েছিল। তারপর ইলেকশান আসাতে এটা ধামাচাপা পরে গেছে - আর কিছু হয়নি। এখানে যিনি কনভেনার আছেন ঐ গাঁওসভার উপপ্রধান রুলিং গর্ভণমেন্টের এবং এই কমিটিতে আছেন সি পি এমের লোক্যাল কমিটির সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটির সদস্য এবং নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুধির সরকার ও আছেন। কনভেনার জানেন না এই গরু ছাগলগুলি কিভাবে কেনা হয়েছে বাজার থেকে। উনি নিজেই কিছু বলতে পারেন না। উনার স্টেট্মেন্ট আছে উনি বলেছেন আমি কিছুই জানিনা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। উনারা খুশিমত কিনে ছাগল গরুগুলিকে বেনিফিসিয়ারীদেরকে দিয়েছে এবং অত্যন্ত নিম্নমানের এইগুলি। এই গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই গাওসভাঁটির অধিনে পরবর্তী সময় ২৮ জন বেনিফিসারিস দের গ্রেভাজিং ঘর দেওয়া হয়েছে। গত ২.১১.২০০২ ইং তারিখ ওয়র্াক ওর্ডার দেওয়া হয়েছে অভার্সিয়ার রাজীব দেবনাথের নামে। এই ২৮টি ঘর দেওয়ার মধ্যে এখনো পর্যন্ত ৭ জন বেনিফিসারিকে টিন টিউবল ট্রাস দেওয়া হয়নি। কোন টাকাও তারা এখনো পাননি। আর বাকী যে সমস্ত বেনিফিসারি রয়েছে তাদের মাডওয়াল বাবদ ৪০৫০ টাকা দেওয়ার কথা তারাও এখনো পর্যন্ত কোন কিছুই পাননি। অথচ তাদের মাডওয়াল সেংশান হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ ২০০০ টাকা ২৫০০ টাকা ২৭০০ টাকা করে মিটিয়ে দিয়েছেন এবং কেরিং খরচ বাবদ ১২৭০ টাকা ধরা আছে এই ১২৭০ নিজেরা আত্মসাৎ করেছে। পরবর্তী সময় তাদের নিজেদের টাকা দিয়েই এবং কেরিং খরচ দিয়ে ব্লক থেকে স্ট্রাকচার নিয়েছে। এখানে বলা হয়েছিল ঘর দরজা জানালা দেওয়া হবে। কিন্তু বেনিফিসারিদের বলা হয়েছে দরজা জানালা দেওয়া হবে না। এই ২৮টি ঘর ইমপ্লিমেনটেড ঘর হিসাবে দেওয়া হয়েছিল আর এই রকম মাড ওয়াল ছাড়া ৭ জন বেনিফিসারি ছিল তাদেরও ক্যাস ১২,৪৭৭ টাকার সেংশান হয়েছিল - কেউ কেউ এখানে পেয়েছেন ২০০০ টাকা ৭০০০ টাকা ১০০০০ টাকা। ও বি সি এরিয়া বেইসড প্রজেক্ট কাভার করার কথা ছিল। সেখানে গভঃমেন্ট থেকে যে টার্গেট নেওয়া হয়েছিল এতে জনগণের স্বার্থে কোন কিছুই লাগছেনা। এই ব্যাপারগুলিতে ওবিসি সম্প্রদায় এখনো পর্যন্ত সেখানে যে পাওয়ার যোগ্য এখনো পর্যন্ত কোন কিছুই তারা পাননি বা কোন কিছু সাহায্য পেয়েছে বলা মুসকিল। যদিও ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হয়েছে গত ২.১১.২০০৩ ইং এবং এ কাজ ত্রিশ দিনের মধ্যে কমপ্লিট করার কথা। আজকে এক বছর হয়েগেল তারা সেখানে ঘর পান নি। কাজেই যে ৭ জন সুযোগ সুবিধা পান নি তাদের জন্য আলাদাভাবে কবে নাগাদ ঘর পাবেন তার আশ্বস্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা। তাদের ঘর করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা টিন টিউবল ট্রাসগুলি কবে নাগাদ

পাবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বস্ত করবেন কিনা ? যারা এখনো পর্যন্ত টাকা পাননি সেটা কবে নাগাদ পাবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটার আশ্বস্ত করবেন কিনা? পত্রিকায় উঠেছে তেলিয়ামুড়া ব্লকের একযোগে প্রচুর অর্থের লুটের ব্যাপারে প্রশাসন নিরব দর্শক-ক্ষোভ। সেখানে উনি অনেক টাকার কাজ করেছেন। নগর পঞ্চায়েতের কাজ টাউনহলের কাজ উনার নামে ওয়ার্ক অর্ডার করা হয়েছিল। ওই টাউনহলের কাজ এখনো করা যাচ্ছে না। এটার ব্যাপারেও পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। এখন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য যে ব্যাপারগুলিতে বললেন তার তথ্য আমার জানা নেই। আমরা গভঃমেন্টের থেকে পরিষ্কার যে এটা গাঁওসভায় রেখে আমরাএরিয়া বেসজড প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারিত করেছি। যথাসাধ্যের মধ্যে আমরা বেনিফিসারিদের টাকা দেওয়া শেংসান করেছি। এটা যদি নীচে কোথাও দূনীর্তি হয়ে থাকে তাহলে এগুলিকে আমরা দেখবো ।আমি আশা করবো একই কথা বার বার আপনি বলেছেন ঠিক আছে আপনি আমাকে তাদের নামগুলি লিখে পাঠান।

শ্রী সুধন দাস ঃ— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, যে ত্রিশটি গ্রামের বিশেষ প্রকল্প আনা হয়েছে সেখানে আমরা এস সি এয়েলফেয়ার কমিটির তরফ থেকে গিয়েছিলাম। সেখানে কাজগুলি দেখে ভাল মনে হল। কিছুদিন আগে আমরা মোহনপুর ব্লক পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ত্রিশটি গ্রামের প্রকল্প কবে নাগাদ শেষ হবে। তার নির্দিষ্ট সময় সীমা ঠিক করা হয়েছে কিনা ? এই সময়ের মধ্যে বি পি এল যে সমস্ত পরিবার আছে তাদেরকে বাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা? দ্বিতীয়ত দাবীগুলি সবচেয়ে বেশি এসেসে সেটা হচ্ছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা। কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু দারিদ্রতার কারণে সেই জায়গার মধ্যে তারা নিজেরা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে নিতে পারছে না। কুটির জ্যোতি প্রকল্পের যে বিশেষ এরিয়া প্রকল্পের জন্য স্পেশাল কোটায় তাদেরকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে কিনা? জলসেচের ক্ষেত্রেও বেশীর ভাগ দাবীগুলি এসেছে। জল সেচের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার জন্য এই প্রকল্পের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ? এই তিনটি বিষয় বিশেষ করে কমিটির পক্ষ থেকে দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— আমরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম সেটা রেভেনিউ ৯০ পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে বাকী টেন পার্সেন্ট ২০০৪ইং এগুলি আমরা কমপ্লিট করবো। নতুন করে সেই ফাইভ প্লাস ফিপটিন এই পনেরটি গ্রামে নতুনভাবে উদ্যেগ গ্রহন করেছি। যেখানে বিদ্যুৎ দিতে পারছিনা তার তথ্যগুলি আমাদের কাছে এসেছে। এর মধ্যে যদি আমাদের সাধ্যে কুলায় তাহলে নিশ্চয় বিচার বিবেচনা করবো কবে সেই বিদ্যুৎ দেওয়া যাবে। কিন্তু টাইম বাউণ্ড প্রশ্নে এখানো করা সম্ভব নয় আমরা জিনিসগুলি জানি। আমরা ভাবছি যদি সাধ্যের আওতায় আসে তাহলে নিশ্চয় আমরা দেখব।

শ্রী সুধন দাস ঃ— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, গৌরনগর জল সেচের ব্যাপারটা হয় নি এবং বি পি এল পরিবার যেগুলি আছে তাদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করা হবে কিনা?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ—বি পি এলের কাজগুলি সব আর ডি করেছে। হাজার হাজার বাসগৃহ বা আমাদের এই গ্রামগুলিতে যতটুকু টার্গেট করেছি সেগুলি প্রায় কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং তার একটা হিসাব আমরা দিয়েছি।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— মাননীয় সদস্য বলতে চেয়েছেন যারা বি পি এল বাকী আছে এবং যারা স্পেশাল এরিয়া প্রোগ্রা মে সেই বি পি এল গুলি কমপ্লিট করে ফেলেছে। তাহলে তো বাকী আছে বুঝা গেল। যারা বি পি এল তারাই তো প্রায়রিটি পাবে সেই প্রায়রিটি ফিলাপ করা হবে কি না উইদিন দ্য পিরিয়ড ? আমাদের দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না উইদিন দ্য স্পেশ্যাল প্রোগ্রাম তাদের ইম্পরটেন্টদিতে হবে, প্রায়রিটি দিতে হবে বি পি এল প্রোগ্রামে।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— আমাদের টার্গটের মধ্যে যদি নাম্বারটা থাকে তাহলে ২০০৪ইং সালের মধ্যে কমপ্লিট করব।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, স্পেশাল এরিয়া যে প্রোগ্রাম এটার মধ্যে গৌরনগর ব্লকের ৩টি অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছিল একটা সমরুপার এ সি এবং ২টি মাইনরিটি কিন্তু একটা ব্যাপার হল এস টি /এস সি এবং মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের বি বি দাস নিজে গিয়ে ৩টা গাওঁ পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের নিয়ে যে প্রজেক্ট তৈরিকরা হয়েছে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার মধ্যে ৯০ পার্সেন্ট কাজ হয়ে গেছে। সমরুপার গাঁও পঞ্চায়েতে স্যার, এখানে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা কমিউনিষ্ট পরিচালিত গাঁওসভা এবং নুরপুর ইরানী গাঁওসভা এটা কংগ্রেস পরিচালিত গাঁওসভা, এখানে ৩০ পারসেন্ট কাজ হয়েছে তার অন্যগুলির কাজ হয়নি। নর্থ ত্রিপুরা ডিসট্রিক্ট এখন ২০০ ঘর অর্থাৎ পি এম জি ওয়াই এবং আই এ ওয়াই স্কীমের মাধ্যমে বি পি এল পরিবার ভুক্ত ঘরের জন্য ঐ প্রজেক্টে ২০০ঘর বরাদ্দ করা আছে। এটা ডি এম অফিস থেকে পঞ্চায়েতে ভাগ করে দেওয়া হয় অন্যান্য বার কিন্তু এবার দেখা গেছে যিনি এর আগে ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট কালেক্টর ছিলেন তিনি সব ব্লকে ভাগ করে দিয়ে গেছেন এবং এটাতে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে যে স্পেশ্যাল বেইসড গাঁও পঞ্চায়েতগুলি পাবে কিনা এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে বৈষম্য দেখা দিয়েছে যার জন্য ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কের বৈস্যমতা হচ্ছে সেটা দেখবেন এবং এই মার্চ মাসের মধ্যে যে প্রজেক্টগুলি ধরা হয়েছে তার সাথে এই গুলি ও যাতে শেষ করা যায়।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— প্রথম কথা হল একটা কমিউনিষ্ট বেইজড্ এরিয়া আর একটা কংগ্রেস বেইজড এরিয়া। কমিউনিষ্ট বেইজড এরিয়াতে ৯০ পারসেন্ট কাজ হয়েছে এবং কংগ্রেস বেইজড এরিয়াতে ৩০ পারসেন্ট কাজ হয়েছে। এটা যদি হত তাহলে তো আগেই কংগ্রেস বেইজড এলাকাগুলি নিতামই না এবং এই যদি আমাদের রুল হত তাহলে আগেই বাদ দিতে পারতাম। আপনাদের কাছ থেকে কোন মতামত নিই নি এবং কোন পার্টির কাছ থেকেই আমরা মতামত নিই নি। আমরা চেক আপ করেছি কোথায় পপুলেশান কিরকম আছে। যদি এখানে ৩০ পারসেন্ট তাহলে ৯০ পার্সেন্ট করে দেব।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা ঃ— স্যার, এখানে তো জন সংখ্যার ভিত্তিতে যে গাঁও পঞ্চায়েত আছে সেখানে মাইনরিটি বেশী কাজের ক্ষেত্রে আপনি করেন নাই কিন্তু নীচের স্তরে যে ব্লক লেভেল ইমপ্লিমেন্টিং যারা করেছেন তারাই তো এটা করেছেন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— আমি বলেছি তো এখন ৯০ পারসেন্ট করে দেব।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া) ঃ— স্যার, আমার পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ৩০টা ভিলেজকে স্পেশ্যাল এরিয়া বেইজড হিসাবে বাছাই করা হয়েছে এবং এখানে মোটামুটিভাবে কাজ হয়েছে। তবে বিশেষ করে তুলাবাগানে কিছু কাজ হয়েছে অনেক কাজ বাকী আছে। ২-১টা কাজে কারচুপি হয়েছে। ইতিমধ্যে বি ডি ও সাহেবের নজরে দেওয়া হয়েছে। বি ডি ও সাহেব ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন আমরা যখন গিয়েছিলাম। যাহোক আমার বিষয়টা হচ্ছে ২০০৪ ইং এরমধ্যে যেসমস্ত পরিবার যে বি পি এল ভুক্ত পরিবার বা সবাইকে কমপ্লিট করার ব্যবস্থা হবে কিনা? দ্বিতীয়ত যেহেতু সিড্যুল কাস্টের ভিলেজগুলি নেওয়া হয়েছে, আমরা লক্ষ্য করছি এটা আমাদের এস সি সাব কমিটিতে আলোচনা হয়েছিল যে আমাদের রিজার্ভ ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি গ্রাম নেওয়া হয়নি। কাজেই পরবর্তী সময়ে যে ৫টি করে ভিলেজ নেওয়া হবে, এই ব্যাপারে যে এস. সি. বা ও. বি. সি. ভিলেজ নেওয়া হবে তাতে এস. সি বিধানসভা কেন্দ্রের যে আসনগুলি রয়েছে সেগুলির প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা বা বিবেচনা করা হবে কিনা এই সর্ম্পকে জানতে চাই।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— এখানে এস সি সংরক্ষিত বিধানসভা হিসাবে কিছুই দেখা হয় না। টৌট্যাল দেখা হয়েছে গাঁওসভাগুলি কোথায় কত পারসেনটিজ। তাতে দেখা যায় ৯০ পারসেন্ট একটা গাঁওসভাতে এস সি পড়েছে কিন্তু

এটা পড়েছে দেখা যায় জেনারেলের মধ্যে। আর দেখা যায় এস সি এরিয়ার মধ্যে সবগুলি গাঁওসভা হল ৪০% এর নীচে। সেজন্য এস সি রিজার্ভ এলাকা হিসাবে বিধায়ক একটি গাঁওসভা পাবেন না। কিন্তু একজন জেনারেল কিন্তু সবগুলি পেয়ে যেতে পারে। এই হিসাবে করা হয়েছে। পপুলেশান থিকনেস দেখে করা হয়েছে আর যেগুলি বলছেন যে বাকী আছে, কারচুপি হয়েছে সাহায্য করুন দেখব।

শ্রী সহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ২০০৪ইং এর মধ্যে এই ৩০ টা গাঁওসভার কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ঠিক যেসমস্ত দপ্তরগুলি উন্নয়ণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে এর মধ্যে অনেকগুলি কাজ হয়েছে আবার অনেক কাজ বন্ধ হয়ে আছে অর্থের অভাবে। এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত হল আমরা দেখলাম গত ৩রা ডিসেম্বর এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর একটা প্যাকেজ এস. সি., ও.বি.সি-র জন্য ঘোষণা করেছেন । মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১৫টি ভিলেজ নেওয়া হয়েছে ৫ টি করে । যেটা দেখা গেল ফিফটি পার্সেন্ট কমে এসেছে। আগে ছিল ৩০ টি এবার হল ১৫টি । এবারে ফ্লো কয়টা সেটা ও ঠিক জানা নেই। এর কারনটা কি?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে বলা যায় আমাদের বিশেষতঃ ত্রিপুরার অনগ্রসর এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর ডি ডিপার্টমেন্টের সার্বিক দায়িত্ব । এর মধ্যে ও বি সি , এস সি, মাইনরিটিস উন্নয়ন করার জন্য ৩০ টা গাঁওসভাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। মূল লক্ষ্য হল আমাদের ৩০টা গাঁওসভাকে স্পেশ্যাল অ্যাডভান্স কর, যাতে অন্যান্য গাওঁসভার মধ্যে যারা বাসিন্দা যে মাইনরিটিস হোক জেনারেল হোক তাদের মধ্যে যাতে নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি হয়। আর ডি ডিপার্টমেন্ট সার্বিকভাবে ঢালাওভাবে সেই কাজগুলির দায়িত্ব নিয়েছে। আমরাতো মাত্র ৩০টা গাঁওসভা নিয়েছি কিন্তু আমাদের ১০০০ এর বেশী গাঁওসভা আছে। কাজেই মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ফর দি ডেভোলাপমেন্ট এবং তাদের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করা।

স্যার, আর ডিতে আমরা যা করেছি তার বেশীটাই করেছি রুরাল এরিয়াতে। নন স্পেশ্‌ল্ বেইজ্‌ড এরিয়াতে আর ডি অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশী কাজ করেছে এবং এভাবে ব্যাক্‌ওয়ার্ড জনগণকে উদ্যোগী করা হয়েছে যে তোমরা উদ্যোগী হও এবং এভাবে প্রথমবারের স্যাক্‌সেস্ হওয়াব পরে আমরা আমাদের উদ্যোগটা কমিয়ে আনলাম যাতে নাকি ব্লক বা আর ডির ওরা তাদের কাজ করে কারণ একটা ইনিশিয়্যাটিভ্ ক্রিয়েট হয়েছে। ডেভেলাপিং এরিয়াতে যারা সাফারিং পীপ্‌ল্‌রা সদিচ্ছায় এগিয়ে আসছে তাদে ফ্যাসিলিটি আর ডি বা ব্লকের কাছ থেকে আদায় করে নেবার জন্য অ্যাজ্ এ হোল আর ডির যে দায়িত্ব রুরাল এরিয়াকে ডেভেলাপ করার জন্য । সেখানে স্পেশিয়্যালী গুরুত্ব পায় তারা হচ্ছে প্রথমে এস টি তারপর এস সি তারপর ও বি সি তারপর মাইনরিটি, তারপরে হল অ্যাদারস। এজন্য একাজটা হয়েছে এভাবে। অর্থের অনটন আছে তবু আমরা চেষ্টাকরব এই অনটনের জন্য যাতে কাজটা বন্ধ হয়ে না যায়। কিন্তু গোটা দেশের যা অবস্থা তাতে যেকোন সময় বিপদজনক অবস্থা হয়ে যেতে পারে। কাজেই অর্থের অভাবে যদি কাজ না হয় তাহলে আমি আশা করি আমাদের কমিটমেন্ট থাকা সত্ত্বেও মাননীয় বিধায়কগণ বা রাজ্যবাসী আমাদের ক্ষমা করতে পারেন এই বলে যে, তারা টাকার অভাবে কাজ করতে পারেনি।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE
LAYING OF ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS

Mr. Deputy Speaker :- Now, the Business before the House Lying of a copy of the 13th Annual Report and Accounts of the Tripura Tea Development Corporation Limited for the year 1992-93 on the Table of the House.

Now, I would request the Hon'ble Minister -in- charge of the Department of Industries and Commerce to lay the copy of the Annual Report and Accounts on the Table of the House.

Shri Pabitra Kar(minister) :- Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay A copy of the 13 the Annual Report and Accounts of the Tripura Tea Development Corporation Limited for the Year 1992-93 on the Table of the House

Mr. Deputy Speaker :- Laying of a copy of the Annual Accounts and Audit Report on the Accounts of the Tripura Khadi and Village Indus tries Board for the years 1988-89 to 1990-91 on the Table of the House

Now, I would request the Hon'ble Minister- in- charge of the Department of Industries and Commerce to lay a copy of the Annual Accounts and Audit Report on the Table of the House.

Shri Pabitra Kar (minister) :- Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay A copy of the Annual Accounts and Audit Report on the Accounts of the Tripura Khadi and village Industries Board for the years 1988-89 to 1990-91 on the Table of the House.

Mr. Deputy Speaker :- Hon'ble Members are requested Kindly to collect the copy of the above mentioned Annual report and Accounts from the Notice office of the Tripura Legislative Assembly.

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, সর্ট ডিস্কাশন অব্ দা মেটার অভ্ আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্ট্যান্স। আজকের কার্যসূচীতে দুটি সর্ট ডিস্কাশনের নোটিশ আছে। নোটিশ দুটির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো " সম্প্রতি আগরতলা পুর এলাকায় বৈধ অনুমতি ব্যতিরেকে পুকুর ভরাটের প্রবনতা বৃদ্ধি পাওয়া সর্ম্পকে।" এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে বিষয়বস্তুটির উপব আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি। যারা আলোচনা করবেন নাম দেবেন। টোট্যাল সময় এক ঘন্টা।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটা সর্ট ডিসকাশন আলোচনার জন্য উৎথাপন করছি "সম্প্রতি আগরতলা পুর এলাকায় বৈধ অনুমতি ব্যাতিরেখে পুকুর ভরাটের প্রবনতা বৃদ্ধি পাওয়া সর্ম্পকে।" "স্যার ", একটু আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই হাউসকে অবহিত করলেন যে, যদি অর্থের কারণে আমরা কাজটা কমপ্লিট করতে না পারি তাহলে যেন রাজ্যবাসী বা বিধায়করা ক্ষমার চোখে দেখেন। কিন্তু আমি যে জিনিসটা উৎথাপন করতে চাইছি সেটা ও কি ক্ষমার চোখে দেখার জিনিস ? এখানে অর্থের প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন হলো সদিচ্ছার কেপ্যাবল্ অ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের প্রশ্ন। স্যার , একটা সিডি আমার কাছে আছে, কিন্তু আমার কাছে এখানে কম্পিউটার নেই যে, এটা চালিয়ে দেখাব। এটাতে আছে সারা ভারতবর্ষে এবং রাজ্যে কিভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে প্রশাসনের এবং পাবলিকের কি কি করা উচিৎ। এটাই আছে এই সিডিতে।

সারা ভারতবর্ষে এবং আমাদের রাজ্যে কিভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং প্রশাসন ও জনগণের বিরুদ্ধে কিকি করা উচিত এই সি ডিতে সেটার উল্লেখ রয়েছে। এটা আমি মাননীয় মন্ত্রীকে দেখার জন্য দিচ্ছি।

স্যার, আগরতলা পুর পরিষদের কাউন্সিলার বিনয় সাহা উনার এলাকায় একটি পুকুর ভড়াট করছেন বলে আজকের খবরের কাগজে সংবাদ রয়েছে। পুকুরটি হচ্ছে একটি সরকারী স্কুলের। সব ফটো আমি সঙ্গেসঙ্গেই করেই নিয়ে এসেছি। একটু পরেই এগুলি দেব। পুকুর ভড়াট সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি দপ্তর জড়িত। যদিও সরাসরি এটা রাজস্ব দপ্তরের অধীনে। এছাড়া রিলেটেড দপ্তর হচ্ছে আরবান ডেভল্যাপমেন্ট এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তর। গত দুই তিন বছরে আগরতলা শহরে যত গুলি পুকুর মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দপ্তরের কাছ থেকে আগাম কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি।

আর যদি অনুমতি দেওয়া হয়েও থাকে সেটাও বে আইনী অনুমোদন । যেমন একটি হচ্ছে সমীর বর্মণের বাড়ির পেছনে একটি পুকুর আনুমানিক দুই কানি জমিতে এই পুকুরটি ছিল। আমি নিজেই বিষয়টি প্রশাসনের গোচরে নিয়েছিলাম যে বেআইনিভাবে পুকুর ভড়াট চলছে দেখুন। পশ্চিম থানার পাশেই কর্ণেলবাড়ির আনুমানিক আড়াইকানির জলাশয় ।এই বছর ভড়াট করে নেওয়া হয়েছে। পূর্বাশার সামনের পুকুর আনুমানিক ১২ গণ্ডা । গত বছর একইভাবে ভড়াট করে ফেলেছে কোন অনুমোদন নেই। প্রগতি রোডের যজ্ঞের সরকারের আড়াই কানি জমিতে যে জলাশয়টি ছিল সেটাও অবৈধভাবে ভড়াট করে নেওয়া হয়েছে। প্রগতি রোডেই সুরেশ সরকারের এক কানি দশ গণ্ডার জলাশয়টি এই বছর মাটি ফেলে অবৈধভাবে ভড়াট করা হয়েছে। পরিতোষ দত্ত রায় প্রগতি রোড চৌমুহনী উনার পুকুর ভড়াটের যে পারমিশন আছে সেটাও অবৈধ এবং উনার আট গণ্ডার পুকুরটি গত বছর মাটি ফেলে ভড়াট করা হয়েছে। দুর্গাচৌমুহনী বাজার সংলগ্ন রমনী দাস ও অন্যান্যরা মিলে ১৮ গণ্ডার একটি জলাশয় চলতি বছরের আগষ্ট মাসে মাটি ফেলে ভড়াট করেছে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে। নেতাজী ক্লাব সংলগ্ন সূর্য সাহার পুকুরটি মাটি ফেলে আজ ও ভড়াটের কাজ চলছে। এটা উজান অভয়নগরের ব্রীজ সংলগ্ন। টাটা কোম্পানী সংলগ্ন চন্দ্রপুরে পাঁচ কানি জমির একটি জলাশয় গত বছর মাটি ফেলে ভড়াট করা হয়েছে। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের চন্দ্রপুর বাঁধের কাছে তিন কানির একটি জলাশয় গতবছর মাটি ফেলে ভড়াট করেছে। ভাস্কর নন্দী মজুমদার পূর্ত দপ্তরের যিনি মুখ্য বাস্তুকার অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পিছনে উনার পাঁচ কানির জায়গাটি ভড়াট করা হয়েছে। দশ বারদিন আগে শংকর চৌমুনীতে একই দিনে ৩১ টি লড়ি লাগিয়ে মাটি ফেলে পুকুর ভড়াট করেছে। জায়গাটি ১৭ গণ্ডার । রামনগর নয় নাম্বারে স্বরাজ দেবের বাড়ি সংলগ্ন আট গণ্ডার একটি জলাশয় গত বছর মাটি ফেলে ভড়াট করা হয়েছে। পুরাতন সেন্সাস অফিস সংলগ্ন কৃষ্ণনগরের নতুন পল্লীর বনিক বাড়ির ১ ৬ গণ্ডার পুকুরটি এই বছর ভড়াট করা হয়েছে। বিশ্বেশ্বর নন্দী, প্রগতি স্কুলের নিকট এক কানির জলাশয়টি এই বছর মাটি ফেলে ভড়াট করা হয়েছে। মনীষ কর ভৌমিক এডভোকেট উনার বাড়ি সংলগ্ন ধলেশ্বরের দুই কানি জলাশয় চলতি বছরে ভড়াট করা হয়েছে। উনার বাড়ির পাশেই নীলমোহন দাসের বাড়ির নিকট তিনকানির পুকুর ঐখানেও ভড়াট করা হয়েছে। রামনগর সাত নাম্বার রোডে এক কানির দুই খানা পুকুর এই বছর মাটি ফেলে ভড়াট করা হয়েছে। প্রবীর দাসগুপ্ত রামনগর ছয় নাম্বার সেখানে পুকুরটি অর্ধেক ভড়াট করা হয়েছে। পুরসভার লোকেরা নিজেরাই প্রগতি স্কুলের সামনের জলাশয়টি ভড়াট করে ফেলেছে। এটি দশ গণ্ডার জলাশয় এবং গত বছর ভড়াট করেছে। ধলেশ্বর স্কুল সংলগ্ন একটি মেইন রোডের পাশেই একটি দশ গণ্ডার ডোবা মাটি ফেলে ভড়াট করা হয়েছে। এই ধরনের আরো অনেক রয়েছে যেগুলি বেআইনীভাবে ভড়াট করে পরিবেশ দূষণ করা হচ্ছে।

স্যার, মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই ধরনের কাজ বন্ধ করা হবে। এখনও জমির দালালরা পুকুর ভড়াট করে বিক্রির কাজে ব্যাপকভাবে যুক্ত। এই ক্ষেত্রে শাসক দলের লোকরাই জড়িত। এই জন্য প্রশাসনের ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে পারছে না। কর্মচারীদের একটা অংশ কিভাবে যুক্ত সেটা আমি কাগজ দিয়ে দেখাচ্ছি। হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ পি কে সরকার এবং মিঃ বি বি দের এই সংক্রান্ত একটি অর্ডার দিয়েছেন গত ১৫.১.২০০৩ ইং তারিখে এবং তাতে বলা আছে আগরতলা শহরে এখন থেকে পুকুর ভড়াটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পুর্বে ফায়ার সার্ভিস, আগরতলা পুর পরিষদের মতামত নিয়ে রাজস্ব দপ্তর অনুমতি দেব। এদের অনুমতি বিনা কোন অনুমতি যেন দেওয়া না হয়। মাননীয় মন্ত্রী ২০০০ইং সালে এই সংক্রান্ত একটি বিল এনে ছিলেন। বৈধ অনুমতিহীন পুকুর ভড়াটের প্রবনতা যেভাবে বেড়েছে তাতে বিভাগীয় মন্ত্রী ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এরপর ও অবাধে চলছে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে। প্রশাসন নীরব এটা অতীব দুঃখের বিষয়। আইনে এগুলির বাধা আছে। জনস্বার্থের পরিপন্থী বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হলে পুকুর ভড়াট করা যাবে না আইনে বলা আছে । কিন্তু তারপরও যদি করে তাহলে কি করার আছে ? মাননীয় মন্ত্রীকে অফিসাররা বুঝাতে

পারেন এই নিয়ে কিছু করার নেই।

মাননীয় মন্ত্রীকে অফিসাররা বুঝাতে পারেন যে এখনতো কিছু করার নেই। এটাও ভুল কথা বলছে সেকশন ৫ এ বলছে Tripura Land Revenue and Land Reforms Act 1960, বলছে Authority may servea notice on the person responsible for such contravention.যদি আইন না মানেdirecting him within a reasonable period to be stated in the notice to use the land for its orginal purpose or to observe the condition and such notice may require such person to remove any structure to fill up any excavation or to take such other step as may be required in order that the land may be used for its orginal purpose or that the condition may satisfied তাহলে আমরা আমাদের সরকার আমাদের দপ্তর এই ব্যাপারে কি একটা নোটিশ ও দিয়েছি যে তুমি যে পুকুর ভর্তী করেছ এটা এখন তুমি আগের অবস্থায় নিয়ে যাও, একটা কেইসেরও নোটিশ দিয়েছে আমি দু একটা কেইসের নোটিশ দেখাব। আমরা কি কেউ দিয়েছি? দেই নি। কেন দেই নি ? পশ্চিমবঙ্গে খুব সম্ভবত কিরনময় নন্দ আমার ঠিক মনে নেই মৎস্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ৩০ একর জায়গা ভর্তী করে দিয়েছেন তিলজলা এলাকায় বেআইনীভাবে মন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে দুমাস ধরে সমস্ত মেশিন লাগিয়ে ঐ জায়গা ঠিক আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল অর্থাৎ সেই জায়গাটা আবার ডোবা করে দিয়েছে। আগরতলা শহরের আমার যদি সদ ইচ্ছা থাকে আমি যদি মনে করি পুরানো দুটো জায়গা উদাহরণ স্বরূপ মাটি দিয়ে ভর্তী করে দিলাম কোন লোক কোন দালাল কোন রাওড়ি বা কোন লোক অনুপ্রানিত হবে সেই সেই জায়গাগুলি ভর্ত্তী করার জন্য? কিন্তু আমরা একটা সেইস ও করি নি। স্যার, ১৯৮২ইং সালে ১৩ ডিসেম্বর একটা সারকুলার ছিল, কে দিয়েছে? উনার দফতরের অফিসারের সার্কুলার।

বলছে Necessary arrangement may be taken for keeping the existing tanks/ponds at Agartala and Sub- Division towns alive and banks of tankd be maintained properly for use by fire engines.

Filling of existing private and Goverment tanks Agartala and at Sub -Division towns may not be allowed without prior approval of the Municipal authority and the Natified area committee who may please consult the Fire Directorate before giving approval to individuals and Goverment Departments.

পরিস্কার বলে দিয়েছে কেন ভর্তী করা যাবে না। সার্কুলার প্লাস এটা হল আইন। তাহলে আমরা কি করছি আমরা কিছু করছি না। দফতর রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট এর অফিসারকে বলে স্যার আমরা কি করব ? এটা কি মগের মুলুক চলছে এইভাবে চলতে দেওয়া যাবে? এখানেতো আলাদা প্রশ্ন নেই এই প্রশ্নটা কেন আসছে? স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন গত ৬ ই মার্চ, ২০০২ ইং As per rules of excutive Business the subject "control of ponds." under sl. No.14 was allotted to Revenue Department more over under TLR(LR) Act. the Collectors are empowered to give permission for diversion of agricultural land to non agricultural purposes. As the matter has been raised in the Assembly again and again and also the allegation is that the concerned department are not taking.

শ্রী অমিতাভ দত্তঃ— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা মগের মুলুক শব্দটা ব্যাবহার করেছেন এটা একস্পাঞ্জ করা হউক।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— যদি এইরকম থাকে তাহলে আমি উইথড্র করে নেব, থাকলে দেখান, দেখিয়ে দিন যে মগের মুলুক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

শ্রী সমীরদেব সরকার (চেয়ারম্যান) ঃ— স্যার, এই শব্দগুলি ব্যবহার না করাই শুভ। ধন্যবাদ।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— শুভ কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন তাহলে বলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— রতনবাবু আপনি বলুন।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— এই বইয়ের মধ্যে এটা নেই সেই জন্য বলছি। তাহলে মগের মুলুক দরকার নেই, বাম মুলুক, বামফ্রন্টের মুলুকে বলছি।

দপ্তর সেখানে প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ নেয় নি। এখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে ডিফল্টারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কথার সহিত গত ৩.৩.২০০২ ইং তারিখ স্যন্দন পত্রিকায় এই সমস্ত কথাগুলি বেড়িয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে একজন সদস্য দ্বারা যে সংবাদিক স ম্মেলন করে কথা বলা হয়েছে সেটা নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর নজরে এসেছে। এই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও এর কমিশনার বলার পরেও দপ্তর নিরব দর্শক। এটাকে তাহলে কোন মুলক বলব। আজকে যদি মুখ্যমন্ত্রী বলে যে আগরতলা শহরে কোন পুকুর ভরাট করা যাবে না তাহলে কোন লোকের সাহস আছে? কিন্তু এখনো পুকুর ভরাট চলছে। তারা কার দলের লোকসেটা বলে বিভ্রান্ত করতে চাই না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী পবিত্র কর বলেছেন যে ২০০১ ইং থেকে জুলাই ২০০২ ইং পর্যন্ত আমার দপ্তর মাত্র দুইটি পুকুর ভরাট করার জন্য অনুমতি দিয়েছে। তারমধ্যে একজন হচ্ছে রবীন্দ্র দেববর্মা অপরজন হচ্চে মিনা ভট্টাচার্য। অথচ সেখানে প্রতিদিন পুকুর ভরাট চলছে। আগরতলা শহরে ১৭২ টাকা পুকুরের লিস্ট আমার কাছে আছে এখানে একটা অনুমতি দেওয়া হয়েছে খুব সেন্‌সিটিভ ইস্যু। আমরা যারা বিরোধী দলে আছি সেটা তুলে ধরা দরকার। এখানে যদি মুখ্যমন্ত্রী থাকতো তাহলে ভাল হতো। এখন পারমিশান দিয়েছে জয়দেব গোস্বামী। গীতা ভৌমিককে পারমিশান দিয়েছেন রেভিনিউ দপ্তর। কার সাথে কথা বলে কে অধিকার দিয়েছেন তাদেরকে। মন্ত্রী মানছে না মুখ্যমন্ত্রী মানছে না আইন মানছে না। এই রেভিনিউ দপ্তরের অফিসারটা কে? স্যার পারমিশান দিয়েছে ফণীভূষণ দাস। কিসের মূলে। কোন আইনে সেগুলি দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে প্রশ্ন তুলার পর কোথাও কোথাও নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে মাটি ভরাট অতি সত্বর বন্ধ কর আণ্ডার সেকশান ২০টি এল আর একট্ অনুসারে। যে তুমি স্টপ কর। কোথাও বলে না। তোমার পোরোনো জায়গা ফিরিয়ে নাও। সব থেকে বিপদজনক হচ্ছে ক্রেটা কিনছে পুকুর কিন্তু দপ্তর সেখানে কাগজ দিয়ে দিচ্ছে ভিতে বলে। কোথায় তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবে। রতন কুমার দেব একটা জায়গা কিনল, জা য়গা কেনার পরে দলিলে আছে পুকুর কিন্তু মিড়টেশোন করার পর সেটাকে করে দেওয়া হলো ভিতি।

স্যার এই রকম রেকর্ড আমার কাছে অনেকগুলি আছে কিন্তু এইগুলি বলার মত সময় নেই। তা হলে কি হলো কথাটা একবার হলো অনুমতি দিচ্ছি না আর আমাকে বলছে না যে পুরানো অবস্থায় ফিরিয়ে নাও। আপনি বলবেন যে এক হাজার টাকা ফাইন করি। ১০০ টাকা আগে ছিল এখন ১০ হাজার টাকা করেছেন। হ্যাঁ, আমি ১০ হাজার কেন প্রয়োজনে ৫০ হাজার দিয়ে দেব কারণ এটা একটাখুব বড় বিজনেস। এখানে অন্ততত৩০০ থেকে ৪০০ লোক জমির দালালী করছে আগরতলা শহরে বসে। যদি বুঝতাম যে মোহনপুরের উরাবাড়ীতে ঘটনা হচ্ছে তা হলে আমি কিছু বলতামনা। এবং বার বার বলা হয়েছে আমি নিজে ডি এম কে বলেছি। এই সব কি কথা। এটাকে আমি কি মুলুক বলব। স্যার আমি অনুরোধ করব হাউজে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় থাকলে সিরিয়াস নিতেন সেটা আমি জানি। আমি জানি এইমন্ত্রী মহোদয় সিরিয়াসলি নেবেন বিষয়টা। আমার মনেহয় এক্ষনি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ডি এম কে জানানোর পর উনি বলেছেন যে আমি কি করব। উনি কি ধরনের ডি এম যারা অন্যায়ভাবে পারমিশান দিয়ে দিয়েছে যারা মিউটেশান দিয়ে দিয়েছে পর্চা দিয়ে দিয়েছে ভিটি বলে মন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাদের কে সোকজ করে এ্যাকশান নেওয়া উচিৎ। তারা কোন্ অর্ডারে দিয়েছে। দুর্নাম হয় মন্ত্রীদের। আমি বলছিনা আপনার পক্ষে নিয়ে সবটা ঘুবা। কি হচ্ছে এইগুলি। স্যার, উনি বলুক। আমি এক জন বিরোধী দলনেতা আমি কোন কোর্টে যাবনা। হ্যাঁ, কিছু কিছু কংগ্রেসের লোক নেই যে তা নয় ভাস্কর নন্দী মজুমদার উনি করে দিয়েছে এবং করে কয়েক কোটি টাকার বিজনেস করেছে। এটা কি চলছে। আমি স্যার আপনার কাছে অনুরোধ করব যাতে এই ব্যাপারে দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যথার্থ ব্যবস্থা নেয়। স্যার, আমি যখন ছিলাম পেরাডাইস চৌমুহনীতে ৩ বছর

কোয়াটারে থাকার পরে সেখানে জল ... তিন বছর পরে হঠাৎ করে দেখি জল উঠে গেছে। তখন আমি জানতে পারলাম যে উমাকান্ত মাঠে মাটি ফেলার ... সেখান দিয়ে জল যাওয়ার জায়গা নেই ফলে এই দিক দিয়ে যাচ্ছে। সেটা হতে পারে। কিন্তু এট প্রেজেন্ট কতগুলি পুকুর ভরাট করা হয়েছে। আমি স্যার আপনাকে কিছু দেখাইনি।এবং সেগুলি রাজনীতিবিদদের ওয়ার্ডটা কংগ্রেস সিপি এম বললাম না এই রাজনীতিবিধদের প্রত্যক্ষ মদতে আগরতলা শহরে দিনের পর দিন এই কাজ চলছে। আমার মনে হয় যা হয়ে গেছে কালকে থেকে এইগুলি টোট্যাল স্টপ করা উচিৎ। এবং সেগুলি করেছে ফর ইনস্টেন্স শহরে যতগুলি পাড়া আছে প্রত্যেকটা পাড়াতে একটা করে পুকুর দরকার হলে সরকারী খরচে রি এস্কেরেশান করা উচিৎ। তা হলে আর কেউ সেটা করবে না। আপনি কি করবেন আপনি যদি ৫০ হাজার টাকা ও ফাইন করেন কিছু হবে না। সে মনে করছে দিয়ে দেব ৫০ হাজার। তার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হচ্ছে। সেটা একটা ভাল ব্যবসা। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে এর উপরে আর কোন বিজনেস নেই এট প্রেজেন্ট।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, রতন বাবু আপনার ৩০ মিনিট হয়ে গেছে। শেষ করুন।

শ্রী রতনলাল নাথ(বিরোধী দলনেতা) ... - ঠিক আছে স্যার, আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রীর কাছে উনার পক্ষে সবটা দেখা সম্ভাবনা, কিন্তু এই গ্রেট কনসার্নের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজন বোধে আমাদের সাহায্যে নিন। আপনি যে দিন মিটিং ডাকবেন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে কারা কারা আছে আপনাকে মিসগাইড করতে পারে, আমি বলিনা মিসগাইড হবেন আপনি শিক্ষিত মানুষ যথেষ্ট বুঝবেন। আপনি মিটিং ডাকুন। আমার কাছে অফিসের ফাইলের কপি আছে স্যার, আগরতলা পৌর পরিষদের। এক এক ডিপার্টমেন্ট বলছে এক এক কথা এই সুযোগে সেইগুলি হচ্ছে। আরো দপ্তর রয়েছে শুধু আপনাকে কেন দোষ দেব। আমি অনুরোধ করব স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী আমার মনে হয় ইনস্টেন্স অন্তত ৫টা পুকুর রি এস্কেরেশান করান নতুবা এইগুলি বন্ধ করতে পারবেন না।

এবং বলেই গেছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আপনাকে কেন দোষ দিত আর ও তো দপ্তর রয়েছে। স্যার, আমি অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী অন্তত ৫টা পুকুর রিএকসকেভেশান করান, না হলে তো এইগুলি বন্ধ করতে পারবেন না। আমি টাকা দিয়ে দেব এই গুলি বিচার করে আমার মনে হয় ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। তা না হলে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান হবে না। আপনারা যে পরিকল্পনা করছেন তাতে আগরতলা শহর ডুবে যাবে, আমি বলছি আজ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত এই ভাবে চলতে থাকলে যাদের একতালা দুতালা আছে এই লেভেলে জল উঠবে। আপনার কথার উত্তরেই বলেছি দেয়ার ইজ নো মাষ্টার প্ল্যান। সুতরাং, আমি অনুরোধ করব আমি এখানে সিরিয়াস বলছি আমি রাজনীতির কথা ও আনতে চাই না, আমার মনে হয় বন্ধ করা উচিত। এটা আর দেরী না করে দরকার হলে কালকেই মিটিং ডাকুন আমিও থাকব সেখানে এবং এই ব্যাপারটা আলোচনা করে ইমিডিয়েট স্টেপস নেওয়ার জন্য এবং যারা করেছে তাদের কঠোর শাস্তি যদিও আমরা আইনে অন্য রকম আছে। কিন্তু পুনরায় ঐ অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আইনটা আছে। সুতরাং এই সুযোগ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমরা বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু কি বলবেন, উনিতো সবটাই ডিটেইলস বলেছেন। ঠিক আছে আপনি দুই মিনিট বলুন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে রতনবাবু তো বিস্তারিত বলেছেন। আমি এখানে দুটো পয়েন্ট বলছি। আজ পর্যন্ত একটি লোকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। যারা এখানে ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন আপনারা কেউ কেউ পারমানেন্টলি আছেন বা কোয়াটারে থাকেন ইউ আর ফিল দ্যা রিয়েলিটি অব দ্যা আগরতলা সিটি কি আশ্চর্য এখানে টি এল আর এল আর এ্যাক্ট এ সেকশান ২০ টিতে বলা আছে, আমাদের মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার এখন বলবেন উনারা ধামা চাপা দিতে অত্যন্ত পটু। আর আমাদের চীফ হোয়িপ মহোদয় উনি হঠাৎ করে জাম্প দেন কিন্তু

ব্যাপারটা হল জাম্প না দিয়ে একটু বুঝুন। এবার টি এল আর এ্যাক্টে যেটা স্পেসিফিকেশান আছে হোয়াট ইজ এগ্রিক্যালচার, এখানে আছে ইট শোড বি পেডি গ্রোথ আর ইট শোড বি এনিম্যাল হাসব্যাণ্ডারি প লট্রি ডাকারী এক্সট্রা। ফিশিক্যাচার মানে ফিশারী হতে হবে হর্টিক্যাচার এটির ডেফিনেশান আছে।

এখানে স্পষ্ট বলা আছে যদি এই স্পেসিফিকেশানে কোন ল্যাণ্ডকে শ্রেনি চরিত্র পরিবর্তন করা হয় কোন বাড়ী করা হয় ফ্যাক্টরী করা হয় তখন গর্ভণমেন্ট হেজ গট রাইট ইট ইজ এ ডিউটি অব দ্যা গর্ভণমেন্ট। আগে ছিল ১০০ টা ফাইন রতন বাবু বলেছেন সেটা এখন ১০ হাজার টাকা পেনাল্টি হয়েছে। এবং সাথে সাথে অডার্র ইন হি শোড রেসটোর দ্যা অরজিনাল স্টেটাস অরীজিনাল স্টেটাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্ডার দেওয়া উচিত। আমি রতনবাবুর বক্তব্যকে সমর্থন করে বলছি যে একটা সিংগেল অডার্র পাশ হয়েছে কিনা, আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আর ও বিজনেস আছে এখানে আগরতলায় যে দিন দিন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে যেখানে আমাদের সিটি অনেক ছোট এবং গাড়ী বাড়ছে এবং এখানে আমাদের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে পরিষ্কার বলা আছে টি এল আর এ্যাক্ট ২০ টিতে যে মানুষের স্বাস্থ্য বা পরিবেশ যদি নষ্ট হয় ,সুতরাং সেটা গর্ভণমেন্ট শোড টেইক দ্যা নেসেসারি স্টেপ। এখানে রতনবাবু বলেছেন টু গিভ দ্যা পারমিশান টু এনিবডি ফিল আপ দ্যা এনি পণ্ডস অর এনি লেইক। রতনবাবু বলেছেন যে টু গিভ দি পারমিশান টু এনিবডি টু ফিল আপ দি এনি পণ্ডস অর এনি লেইক হেভ দি পারমিশন ফর্ম দি ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিস থেকে ও পার্মিশন নিতে হবে অপিনিয়ন ক্লিয়াসেন্স দিতে হবে। ক্লিয়ারেন্স দিতে গেলে ইউ আর দি অথরিটি। মিউনিসিপ্যলিটিকে ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে ইউ আর রানিং দি আগরতলা মিউনিসিপ্যলিটি এট প্রেজেন্ট। এখন কালো হাতটা কোথায় মাননীয়। উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর পেছনে একটা কালো হাত কাজ করছে। না হলে আজ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কেন একটি ও অর্ডার হল না। আমি যা খবর নিয়েছি ২০-২৫ টা প্রসিডিংস চলছে যাদের কাছে পাওয়ার ডেলিগেট করে দেওয়া হয়েছে এস ডি এম এর কাছে, এ ডি সি র কাছে। এস ডি ওর কাছে যারা ইনিসিয়েল পানিসমেন্ট দেবে ছোট অফিসার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঐ কালো হাতগুলিকে আপনারা দমন করেন। আমাদের লজ্জা থাকা উচিৎ। এই জন্য যে আগরতলা শহরের প্রায় ১০০ টি পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। গর্ভমেন্ট থেকে কোন একশান নেওয় হয়নি। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করব যে সমস্ত পুকুর অনুমিত না দিয়ে ভরাট করা হয়েছে আগরতলা শহরের স্বার্থে আপনারা ইমিডিয়েট একটা অর্ডার করার ব্যবস্থা করুন অর্ডিনেনস টেটাস যাতে নিয়ে যায় উইথ এ টেন থাউজেণ্ড রুপিস পেনালট্রি অর ফাইন উইথ টেক্স।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি । আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি একটু জরুরী ব্যাপার যেহেতু আমি আশা করব আপনার বক্তব্যের মধ্যে পজেটিভ কিছু থাকবে।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমার বলার আগে তো এটা অনুমান করতে পারবেন না আমি কি বলব। অবশ্য এই কোয়ালিটিটা আমার নেই যে অবাস্তবটা বাস্তব হয় সেই জন্য আমি চিৎকার করে বলব না । আমি দুই চারটা কথা বলব। স্যার, নেগেটিভ আর পজেটিভের প্রশ্ন না মাননীয় রতনলাল নাথ মহোদয় যিনি বিরোধী দলনেতাও যতগুলি সারকোলার করেছেন একটাও উনার ব্যক্তিগত না সবগুলি সরকারী । সরকারের যদি সদিচ্ছা না থাকত তাহলে এই সব সারকোলার দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। আইন করার নতুন প্রশ্ন ছিল না। ১০০ টাকার টা ১০ হাজার টাকা পেনাল্টি ইম্পোজ করার মত ব্যবস্থা করার প্রশ্ন ছিল না। ৪ টাকারটা ৪০০ টাকা করার ব্যবস্থা ছিল না । সমস্ত সরকারী উদ্যোগে হয়েছে এটা ঠিক। সরকারী আইন থাকলেই এটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যারা প্রয়োগ করবেন সেখানে যদি কোন রকমের দুর্বলতা ইত্যাদি থাকে তাহলে পরে সদিচ্ছা যাই থাকুক তার প্রতিফলন সঠিকভাবে হয়না। এই বিষয়টি দেখার বিষয়। এটা তো চিৎকার করার কোন ব্যাপার না। আমি এই কথা বলব না যে এই বিষয়টা এখন চলছে না ইট ইজ কারেক্ট। এখন ব্যবসার মধ্যে এই

ল্যাণ্ড বিজনেস একটা দারুন ব্যবসা এই হিসাবে পরিনত হয়েছে। অনবরত এটা শুধু আমাদের এখানে না সারা দেশে এই পরিস্থিতি চলছে। তাহলে আমি এই কথা বলতে চাই না যে পুকুর ভরাট করে যা করবেন সাধারণত, দুই ধরনের আছে। আইন যেটা হয়েছে শুধু সরকারী পুকুরের উপর না বেসরকারী পুকুরের উপরেও তা প্রয়োগ হবে।

আইন যেটা হয়েছে শুধু সরকারী পুকুরের উপর না বেসরকারী পুকুরের উপরও এই আইন প্রযোজ্য হবে। যে সব সরকারী খাস পুকুর রয়েছে সেগুলোর দেখার দায়িত্ব আমরা মিনিউসিপালিটিকে অর্পন করেছি একটি সার্কোলার অনুযায়ী। এটাকে যদি ট্রেন্সফার করতে হয় অবশ্যই পারমিশান নিতে হবে যাতে তিনটি দপ্তর জড়িত রয়েছে। এখন আরেকটি যুক্ত হয়েছে এটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অব এনভাইরনমেন্ট। এই চারটা ডিপার্টমেন্ট বসে আলোচনা করে যা দেওয়ার সেগুলো দেওয়ার প্রশ্ন। এই বিষয়ে আইন আছে, উনি উল্লেখ করেছেন দুই রকমের আইনে কিছু দুবর্লতা ছিল এবং এই দুর্বলতাকে কাটানোর জন্য এই বিধানসভায় আইন পাশ করেছে হয়েছে। যেঁটা উল্লেখ্য করেছেন যে একশ টাকা আগে ছিল সেই জায়গায় দশ হাজার টাকা আমরা করেছি। চার টাকা ছিল যেখানে প্রতিদিন পেনালটি অর্ডার পাওয়ার পরেই যদি একদিন দেরী হয় তাহলে চার টাকা আগে ছিল এখন সেটা হয়েছে চারশত টাকা। এই দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্য আমরা সেগুলোকে চেষ্টা করছি। আমরা যে দপ্তর থেকে বলছি তাতে এখন পর্যন্ত আমাদের দপ্তরের কছে যে অভিযোগগুলো এসেছে তাতে ২৫ জনের বিরুদ্ধে অতএব ৭ জনের অলরেডি পেনান্টি ইমপোজ করা হয়েছে এবং ছোট ছোট জমি ভাগটা করা হয়েছে। পাঁচ জনের পারমিশান দিয়েছি এখন এই পারমিশান দুর্বলতা থাকতে পারে কি আছে সুগুলো নিশ্চয় আমারা দেখব। মাননীয় সদস্যকে বলব যেগুলো তিনি উল্লেখ করলেন তার বাস্তবতাও থাকতে হবে। কাগজগুলো দিয়ে আমাকে সহায়তা করলে কোন্ কোন্ জায়গায় সেগুলো ভরাট হচ্ছে এটা আমরা নিশ্চয় দেখব। আমাদের দপ্তরের কাছে যা খবর আছে এই পর্যন্ত আগরতলা শহরে ১২ এক জায়গা পুরুর আছে ভর্তি হয়েছে এবং তার মধ্যে ২৫ জন ইনভলভ আছে। এর মধ্যে একজনের কাছে আছে ৫ একর এই ধরনের ভর্তি করানোর জন্য ব্যবস্থা ইত্যাদি হয়েছে। তাদের উপর সবই নোটিশ হয়েছে মাননীয় সদস্য গোপাল রায় বলেছেন একজনের উপরে এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে চেয়েছেন। ২৫ জনের নাম আমি দিয়ে দিতে পারি এদের উপর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি কতটুকু বলেছি প্রসিডিং আর পানিশমেন্ট এক কথা নয়। আমিবলেছি ২৫ জনের বিরুদ্ধে প্রসিডিং চলছে আমি তো খবর নিয়ে বলেছি কিন্তুপানিশমেন্ট !

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য বসুন। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে শেষ করতে দিন। গোপাল বাবু বসুন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—সুতরাং এই বিষয়গুলো আমাদের এখানে আছে, এ অস্বিকার করার কোন উপায় নেই। আগরতলা শহরেও এটা আছে। এটাও অস্বিকার করার কোন উপায় নেই, যা পুকুর আছে এই পুকুরকে রক্ষা করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে না এটাও ঠিক না। আপনারা হয়তো জানবেন মিনিউসিপালিটির উদ্যোগে আমরা যতটুকু পুকুর আছে পুকুরের লিস্ট আমি দিতে পারব কিন্তু আমি পড়তে চাইনা এটা পড়তে অনেক সময় যাবে তবে এগুলো কে ১০ কোটি টাকার প্রজেক্ট করে এই পুকুরগুলো যাতে প্রজেক্ট করা যায় এগুলো যাতে সর্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য সব ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য ১০ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট করা হয়েছে। প্রজেক্ট করে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। এছাড়াও আপনারা জানেন শুধু এইখানে না উদয়পুরেও কয়েকটা দীঘি ইত্যাদি আছে সেই জলাশয়কে মেইনটেইন করার জন্য ৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকার একটি প্রজেক্ট আমরা তৈরি করেছি। এই প্রজেক্ট তৈরি করে সেন্ট্রাল গভঃমেন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গভমেন্ট অফিসার জরিত আছে। প্রটেকসানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার — এটাকে ডিমার্গেশন করে একটা জায়গায় নিয়ে আসা হবে। দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "ত্রিপুরাকর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ২১ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়া সর্ম্পকে"। এখন মাননীয় সদস্য প্রকাশ চন্দ্র দাস মহদোয়কে বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার ডিসকাশন মেটার অন দি আরজেন্ট পাবলিক হস্পরটেন্স (শর্ট ডিউরেশন) "ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ২১শতাংশ মিটিয়ে দেওয়া সর্ম্পকে।" এটা নিয়ে গত বছর আমি উৎথাপন করেছিলাম। আলোচনাও হয়েছিল। আজকের সভার শুরুতেই আমি ডি এ সর্ম্পকে উল্লেখ করেছিলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ইঙ্গিত করেছিলাম যে নোটিশটি এনেছি তার নিশ্চয় কিছু করা দরকার। এর আগে মাননীয় বিরোধী দলনেতা রতনবাবু রাজ্যের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভার্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের মন্ত্রী কেশববাবুও এই বিষয় নিয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য এখানে রেখেছেন। এতে আমরা আশ্বতঃ হয়েছি। আমরা আশা করি আগামী বছরে এটা বাস্তবায়িত হলে মানুষ উপকৃত হবেন ।আমার আলোচনার পরে হয়তো মাননীয় মন্ত্রী ঘোষণা দেবেন যার ফলে এই রাজ্যের মানুষ তা শুনে খুশি হবেন। আমি এ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছি না কারণ ডি এ দেওয়ার কারণ হচ্ছে প্রাইস ইনডেক্স এর উপর নির্ভর করেই সে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গড় ৫৩.০৮৬ সেখানে ত্রিপুরার কর্মচারীরা ডি এ পাচ্ছেন মাত্র ৩৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে দিচ্ছেন ৫৯ শতাংশ। তাহলে ৫৯ শতাংশ কেন্দ্রীয়সরকার এবং অন্যান্য গড়ে ৫৩.০৮৬ শতাংশ পান। সেই তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে র কর্মচারী ১৫. ৯৬ হারে ডি এ কম পাচ্ছে ন আর কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় ২১ শতাংশ এইভাবে কম পাচ্ছে। আমরা ডি এ কম পাওয়ার কারণ কি? এই নিয়ে গত বিধানসভায় আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে শ্বেত পত্র প্রকাশ করার জন্য। ডি এর বেলায় অর্থ কত লাগে? কর্মচারীদের সংখ্যা কত? অর্থের পরিমান কোথায় অভাব রয়েছে বা কিভাবে সেটাকে মিটিয়ে দেওয়া হবে এই নিয়ে একটা শ্বেত পত্র প্রকাশের দাবী উনি (বিরোধী দলনেতা) করেছিলেন। আমি জানিনা এই নিয়ে কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা বা বাস্তবে ফলপ্রসু হচ্ছে কিনা। যদি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয় তাহলে বুঝতে পারতাম আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারতাম। হয়তো আলোচনা করার সুযোগ থাকতনা কারণ সেটা দেখে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম জানতেও পারতাম। এখন আলোচনার খুববেশী একটা প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক আমাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়া সর্ম্পকে। সেটা দেওয়া হবে কি দেওয়া হবে না সেই সর্ম্পকে নিশ্চয় পরে জানব। কিন্তু যেভাবে কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন সেটা আমরা সকলেই জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার ১.৭.৯৬ইং সালে ৪ শতাংশ ১.৭.৯৭ইং সালে ৪ শতাংশ ১.৭.৯৮ইং সালে ৫ শতাংশ ১.১.৯৯ইং সালে ১৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়েছেন ।এই ৯৬-৯৯ তিনটি বছরে রাজ্যসরকার কর্মচারীদের ডি এ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ব্যাপক অর্থের ক্ষথি গ্রস্থ হয়েছেন। যে ভাবে কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন সেটা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে জানেন এবং আমরাও জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৬ইং সালের ১.৭.১৯৯৬ ইং তারিখ কেন্দ্রীয় সরকার ৪(ফোর) পারসেন্ট ডি এ দিয়েছেন ১.১.১৯৯৭ ইং তারিখ ৪ (ফোর) পারসেন্টস ডি এ দিয়েছেন এবং ১.৭.১৯৯৭ ইং তারিখ ৫ (ফাইভ) পারসেন্ট ডি এ দিয়েছেন সর্বমোট হচ্ছে ১৩ পারসেন্ট কিন্তু এই ডি এ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার দিয়েছেন ১.১.১৯৯৯ইং সালে তাহলে দেখা যাছে ১৯৯৬ইং সাল থেকে ১৯৯৯ ইং সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে রাজ্যের কর্মচারীরা এই ডি এ থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় সরকার ১.১.৯৮ ইং তারিখ ৩ (থ্রি) পারসেন্ট ডি এ দিয়েছে এবং ১.৭.৯৮ ইং তারিখ ৬ (সিকস্) পারসেন্ট ডি এ সরকারী কর্মচারীদের দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যে ৯ (নাইন) পারসেন্ট ডি এ দেয়া হয়েছে এবং সেটার এফেক্ট দেওয়া হয়েছে ১.১.২০০০ইং তাহলেও দেখা যাচ্ছে এই দিক থেকেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারিরা ২ বছর বঞ্চিত হয়েছেন ।নার্য্য পাওনা থেকে। ১.১.১৯৯৯ ইং সালে কেন্দ্রীয়

সরকার কর্মচারীদের ১০ (টেন) পারসেন্ট ডি এ দিয়েছেন । কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের সেই ১০ (টেন) পারসেন্ট ডি এ দিয়েছেন ১.৪.২০০১ ইং সালে এখানে ও দেখা যাচ্ছে প্রায় ১ (এক) বছর কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছেন। এবং পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১.৭.৯৯ ইং সালে। ৫ (ফাইভ) পারসেন্ট এবং ১-১ .২০০০ইং সালে ৬ (সিকস্) পারসেন্ট ডি এ দিয়েছেন । কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হয়েছে ১.১.২০০৩ ইং সালে সব মিলিয়ে ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীরা পেয়েছেন ৩৮ শতাংশ। তারপর ২০০০ ইং সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আর ও ২১ (একুশ) শতাংশ ডি এ দিয়েছেন কর্মচারীদের। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা এই ২১(একুশ) শতাংশ ডি এ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই বিরাট ডি এর একটা অংশ থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে কর্মচারীরা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং এটা মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায় এক একটা কর্মচারী প্রায় ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বঞ্চিত হয়েছেন । বিভিন্ন ক্যাটাগরির যারা রয়েছেন যেমন গ্রুপ এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি ২০০১ ইং সালের অর্থ বছরে রাজ্য সরকারী র্কমচারীদের জন্য বেতন বাবদ ৯ শত ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল । কিন্তু এবার বাজেটে সেটা রাখা হয়েছে ১১ শত ৪৬ কোটি ১লক্ষ টাকা । অর্থাৎ ২০০১ -২০০২ইং অর্থ বছরের তুলনায় বেতন ভাতা খাতে। যদিও কর্মচারীদের ২১ (একুশ) শতাংশ মহার্ঘ ভাতা আটকে রেখেছে ইচ্ছাকৃত ভাবে। তাহলে ২ শত ৩৮ কোটি ২২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা কর্মচারীদের খাতে বাজেট বৃদ্ধির কারণ কী? সেটা নিশ্চয় স্বাভাবিক ভাবে সাধারণ মানুষ এবং কর্মাচারীদের মনে প্রশ্ন জাগবে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে ডি এর ব্যাপারে আমি বলেছিলাম আমাদের থেকে অন্যান্য রাজ্যের কর্মচারীরা ডি এ অনেক বেশী পান। যেমন আসামে ৪৯ শতাংশ ডি এ দেওয়া হয়েছে, বিহারে ৪২ শতাংশ ডি এ দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, রাজস্থানে ৫৯ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, গোয়াতে ৫৯ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, গুজরাটে ৫৫পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রে ৫৫ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে মেঘালয়ে ৫৬ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে মিজোরামে ৫৫ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, নাগাল্যাণ্ডে ৫৫ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, অরুনাচল প্রদেশে ৫৫ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, পাঞ্জাবে ৫৫ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে হিমাচল প্রদেশে ৫২ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে, তামিলনাডুতে ৫২ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে ঝাড়খণ্ডে ৫৯ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে এবং কেরলে ৪৯ পারসেন্ট ডি এ দেওয়া হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি সবগুলি রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাদের কর্মচারীদের এই মহার্ঘভাতা দিতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কোথায় বাধা যে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া যাচ্ছে না ? কাজেই স্বাভাবিক ভাবে সেটাই প্রশ্ন।

পাশাপাশি আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে কর্মচারীর সংখ্যা নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল । কিন্তু কিছুদিন আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটা হিসাব দিয়েছেন আমরা সেখানে দেখেছি ফিক্সড অ্যামপ্লয়ী আছে ৩ হাজার ১৪ জন, ডি আর ডব্লিউ কন্টিনজেন্ট পার্ট টাইম ইত্যাদি হচ্ছে ৫ হাজার ৬৬৩ জন , অনারেরিয়াম ওর্য়াকার ২ হাজার ৫২৭জন। সব মিলিয়ে ১১ হাজার ২০৪ জন। স্টেট গর্ভণমেন্ট অ্যামপ্লয়ী হচ্ছে ৯৮ হাজার ৩৭৯ জন। সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫৮৩ জন। নন রেগুলার হচ্ছে ১ হাজার ১২৮ জন। এই মিলিয়ে ৫ হাজার ৯৮৬ জন। অধিগৃহীত সংস্থা এবং সরকারী নিয়মিত এবং অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩ হাজার ২২৭ জন অধিগৃহীত বেতন বাবদ ধরা হয়েছে ১১৪৬.১ কোটি টাকা। কিন্তু ৩/৯/২০০৩ ইং এই হাউসে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সেলারী বাবদ ৯০৭ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ওয়েজেস বাবদ ব্যয় হয়েছে ২৮ কোটি ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনিয়মিত ১১ হাজার ২০৪ জনের বেতন দিতে গিয়ে প্রতি মাসে গড়ে ২.৯৩ করে টাকা ব্যয় হয়েছে। রাজ্য সরকারের ১১ হাজার ২০৪ জন অনিয়মিত কর্মচারীর মধ্যে ৮ হাজার ১৯০ জন ডি আর ডব্লিউ বা ঐ জাতীয় কর্মী যাদেরকে প্রতি মাসে গড়ে মাত্র ১৮০০ টাকা করে বেতন প্রদান করা হচ্ছে। তাহলে ওয়েজেসের বাকী যে টাকা চলে যাচ্ছে

বিভিন্ন অধিগৃহীত সংস্থাগুলির কাছে। এজন্য র্কমচারীরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এটা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। এভাবে সরকারী কর্মচারীদের বঞ্চিত করে আজকে এই রাজ্যের একটা বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া শুধু ডি এ নয় হাউসরেন্ট যেটা বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলেও ২ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত পাচ্ছেন । আমাদের শুধু ৬০০ টাকা করে বেশী পাবেন না সিলিং করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইনক্রীমেন্টের ক্ষেত্রেও আমাদের রাজ্যের কর্মচারীরা সাংঘাতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। ডি এ এবং আদার মেটার যেগুলি রয়েছে সেগুলি নিয়ে যেমন তামিলনাড়ুতে রাজস্থানে কেরলের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আন্দোলন করেছে। সেখানে লক্ষ্য করেছি তাদের যে রেশিও এটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এমন একটা অবস্থায় রাজ্যের কর্মচারীরা এসে পৌঁছেছে তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ও বঞ্চিত। কিন্তু আন্দোলন করতে পারবেন না। কারণ কি আমরা বিভিন্ন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা যদি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাহলে তাদের বদলী করে দেওঁয়া নানা রকম ভয়ভীতি দেখানো তাদের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করা এভাবে তাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি গত কয়েকদিন আগে একটা মিছিল হয়েছিল একটা কর্মচারীর সংগঠনের নামে। সেখানে কি ? করা হয়েছে বদলী করা হবে বা বিভিন্ন ভয় ভীতি দেখিয়ে মিছিলে যেতে হবে বলে এভাবে মিছিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কিন্তু তার নীট রেজাল্ট কি তা এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীর একটা অংশ সেন্ট্রাল ডি এ পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন আই এ এস অফিসার যারা আই পি এস এবং আই এফ এস অফিসার যারা তারা কিন্তু কেন্দ্রীয় হারে ৫৯ পারসেন্ট ডি এ পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের টি সি এস অফিসার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কর্মচারীরা সেই ডি এ পাচ্ছেন না। তারা সেখানে ৩৮ শতাংশ পাচ্ছে। তাহলে এক রাজ্যে একটা অংশের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে ডি এ পাচ্ছেন, আর একটা অংশ সেটা পাচ্ছে না। তারমানে এক রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য চলছে এবং আমি মনে করি এটা দূর করা দরকার । এরা ছাড়া আর ও কিছু আছে, যেমন বে সরকারী স্কুল, অধিগৃহীত সংস্থা, টি আর টি সি, টিআই ডি সি, টি টি ডি সি, খাদি বোর্ড, এগুলির মধ্যে যারা র্কমরত আছেন তারা পাচ্ছেন মাত্র ২৭ পারসেন্ট ডি এ। অন্যদিকে আবার ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি এবং ত্রিপুরা বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারী অডিউকেশনের ওরা আবার ৩৮ শতাংশ ডি এ সেখানে পাচ্ছেন। তাহলে রাজ্যের র্কমচারীদের একটা অংশ পেয়ে যাচ্ছেন আর একটা অংশ পাচ্ছেন না, বঞ্চিত হচ্ছেন। আবার আর একটা অংশের মধ্যে কেউ ২৭ শতাংশ পাচ্ছেন আবার কেউ ৩৮ শতাংশ পাচ্ছেন । আবার এমন ও দেখা যায় যে অধিগৃহীত সংস্থার মধ্যে কেউ কেউ আবার পাচ্ছেন না। তারমানে এরকম একটা বৈষম্য চলছে এটা আমরা লক্ষ্য করছি এবংএভাবে সমস্ত বিষয়গুলি যদি আমরা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে রাজ্য সরকার কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক নন। যদি আন্তরিক হতেন তাহলে নিশ্চয় সে সুযোগগুলি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আমরা এক সময় শুনতাম বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীরা বন্ধু সরকার কর্মচারীদের সরকার। আর আজকে এই কর্মচারীরাই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী বঞ্চিত । এই সরকারের কাছে নিজেদের নায্য দাবী তারা আদায় করতে পারছেন না। রাজ্যের কর্মচারীদের বঞ্চিত রেখে রাজ্যের উন্নয়ন আমরা আশা করতে পারি না। কারণ দেখা যায় একজন কর্মচারী যিনি ২০ হাজার টাকা বেতন পেয়ে রিটায়ারমেন্টে গেছেন সেখানে ওনার পরিবর্তে নূতন করে যদি কর্মচারী নেওয়া হয় তাহলে ওনার বেতন দিয়ে কমপক্ষে রেগুলার চারজন কি পাঁচজনকে নেওয়া যায়। আর ফিক্সট্ পেতে নিলে কম করে ১০ জনকে নেওয়া যাবে। কাজেই, এই চার কি পাঁচ জন অথবা দশজনকে ডি এ দেওয়ার যে টাকা সেই টাকা একজন কর্মচারীর জন্য যা প্রয়োজন সেটাতো পাঁচ জন কি দশজনকে দেওয়া যাচ্ছে। এছাড়া যারা অবসর নিয়েছেন এরকম অনেকগুলি শূন্যপদ পূরণ করা হয়নি। ফলে সেখানেও টাকা রয়ে যাচ্ছে ব্যয় হচ্ছে না। তাহলে টাকার অভাব টাকা নেই টাকার জন্য দেওয়া যাচ্ছে না একথাটা আমরা কি করে মানব ? যাই হোক এ সম্পর্কে নিশ্চয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে বলবেন। তাহলে টাকার অভাবে একথাটা অসত্য আমরা সেটা বলতে পারি। কাজেই, গত বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মচারীদের দিয়ে

ভোটের রাজনীতি করার জন্য ৬ পারসেন্ট ডি এ নগদে দেওয়া হয়েছিল। আগের টেন পারসেন্ট যেটা জি পি এফ এ রাখা হতো সেটা সেখানেই রয়ে গেছে নগদে এসেছে পরেরটা। তারমানে কর্মচারীরা নগদে পাচ্ছে ২৮ শতাংশ ডি এ আর জি পি এফ এ থাকছে টেন পারসেন্ট ডি এ। তারমানে তারা এটা পাচ্ছে না। তাহলে নিঃসন্ধেহে আমরা বলতে পারি রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে কি হয় অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারীরা তাদের সংসার প্রতিপালন করতে পারছেন না, নীতি চ্যুত হয়ে অন্য কোন ব্যবসা করতে বাধ্য হচ্ছেন মানে অবৈধ কাজ তারা করছেন যেটা অনেক সময় সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাই। সরকারী কর্মচারীরা তার স্ত্রীর নামে ভাইয়ের নামে অবৈধভাবে ব্যবসা করছেন এবং অন্য কোন উপায় নেই বলেই তারা এগুলি করছেন এবং তাদের এই কাজের জন্য সরকার অনেকাংশে দায়ী বলে আমরা মনে করি। স্যার, গত অধিবেশনে এই ডি এ সর্ম্পকে আমাদের বিরোধী দলনেতা রতনবাবু যে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী করেছিলেন সেটা যদি প্রকাশ করতেন তাহলে নিশ্চয় আজকের এই আলোচনার প্রয়োজন হত না। কি কারণে যে এই শ্বেতপত্র আপনারা প্রকাশ করেন নি এটা নিয়ে শুধু আমাদের মধ্যে নয় সকলের মধ্যে এবং রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যেও একটা সন্দেহ বিরাজ করছে। তাই এই সন্দেহ নিরসনের জন্য কর্মচারীদের সঠিক যে চিত্র সেটাকে তুলে ধরার জন্য আমি আজকেও দাবী রাখছি। আজকে যদি ডি এ র ঘোষণা দিয়ে দেন তো খুব আনন্দের কথা। আর যদি আজকে ঘোষণা দিতে না পারেন তাহলে কেন পারবেন না সেটা জানাবেন। এবং তাহলে নিশ্চয় আমি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী আপনার কাছে রাখছি। এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই এই যে সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ডি এ যতটুকু মনে হয় ১০৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। আর এই টাকা পেলে শুধু কর্মচারীরা যেমন লাভবান হবেন তা নয় ত্রিপুরার সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সকল অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। কেন না এই ৩২ লক্ষ মানুষের কাছে এই টাকা বাজারে বিনিয়োগ করবে এবং তার সুবিধাটা সবাই পাবেন। কাজেই, আমি সরকার এবং পাশাপাশী এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এই ডি এ বা মহার্ঘভাতা এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ এইগুলি সমস্ত খুটিনাটি আমরা জানি। তবে এই হাউসের দৃষ্টি আর্কষণ করে একটা প্রস্তাব উৎথাপন করতে চাই যে কেন রাজ্য সরকার কর্মচারীদের ডি এ দিতে পারছে না। এই অসুবিধার দায়ভার তারা কাঁধে নেবেন আমি মনে করি। তারা এই দোষের ভাগীদার না হয়ে এই বিধানসভা থেকে একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি প্রয়োজনে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনে দিল্লীর দরবারে যেতে হয় অর্থ যদি রাজ্যের কাছে না থাকে তাহলে প্রয়োজনে আমরা সর্বদলীয় কমিটি দিল্লী যাব। সেখানে গিয়ে আমরা দরবার করব। দিল্লীতে চাপ সৃষ্টি করে এই রাজ্যের কর্মচারীরা যে বঞ্চিত হচ্ছেন এই বঞ্চনা দূর করবার জন্য আমরা ব্যবস্থা করব। কাজেই আমি আশা করি একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হবে।

আর সত্যি যদি রাজ্য সরকার আন্তরিক থাকেন তাহলে আশা করি আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন পাবে এবং আমি আমার বক্তব্য না বাড়িয়ে আশা করব মাননীয় অর্থমন্ত্রী হয়তো একটু পরেই উনার ভাষণে এই বকেয়া ২১ শতাংশ মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেবার আশ্বাস দেবেন। এই আশা রেখে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, নমস্কার।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধীদলনেতা) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য প্রকাশবাবু ইন্ ডিটেইলস বলেছেন। সুতরাং উনার বক্তব্যকে আমি সমর্থন করছি। আমাদের একটা ধারনা ছিল আসলে বোধ হয় একটা ফাইনেনশিয়াল ক্রাইসিস্ চলছে। তারজন্য আমি দেখলাম আসলে ঠিকতো টাকা নেই ? কোথা থেকে দেবে টাকা কর্মচারীদের ? তখন আমি করলাম কি আমি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিলাম। এবং সব রাজ্যের চীফ্ সেক্রেটারীদেরকে চিঠি দিলাম যে আসলে তোমাদের রাজ্যে কর্মচারীদের কত পার্সেন্ট ডি এ দিচ্ছেন এবং কবে থেকে দিচ্ছেন তা জানাও। সব রাজ্য তার মধ্যে দশটা রাজ্য আমাকে রিটেন চিঠি দিয়েছে যে কত করে তারা ডি এ দিচ্ছেন। আর বাকিগুলি থেকে ওভার টেলিফোন আমি কালেক্ট করেছি। এই হচ্ছে ডকুমেন্টস। দেখলাম যে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রায় সময় বলেন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেন যে আসামের কথা যে তারা বেতন দিচ্ছে না ডি এ দিচ্ছে না । সেই আসাম তারা দেখলাম ডি এ দিচ্ছে তাদের সব ক্লীয়ার। এখন প্রশ্ন প্রি- রিভাইজড যেটা ছিল সেখানে দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ১৭০ শতাংশ ডি এ দিচ্ছিলেন আমাদের । ষ্টেটে ১৪৮ পার্সেন্ট এণ্ড দেয়ার আফটার ১৭০ পার্সেন্ট পে রিভিশনের আগে যেটা ছিল সেটা এখনো দেওয়া হয়নি। রিভিশনের আগেও কর্মচারীদের যাদের বেসিকগুলি রিভিশন হয়নি তাদের ১৭০ পার্সেন্ট বাকি। এখন সবচেয়ে বড় কথা হল ডিপ্রাইভডটা হচ্ছে। কি যে প্রাইস ইনডেক্স্ -এর কথা বলেছেন কোন সময় ১০ পার্সেন্ট হবে কোন সময় ২ পারসেন্ট হবে কোন সময় ১পারসেন্ট হবে এবং বলছে কর্মচারীদের যে না তোমাদের ডি এ র জন্য আন্দোলন করবার দরকার নেই। কারণ তোমাদের ডি এ ১ জানুয়ারী এবং ১ জুলাই প্রতি বছর পেয়ে যাবে। তারজন্য তোমাদের আন্দোলন করবার দরকার নেই।সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ফার্স্ট জানুয়ারী এবং ফার্স্ট জুলাই প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী যে পারসেন্ট হয় সেটা দিয়ে দেন। একর্ডিংলি ভারতবর্ষের সব রাজ্যগুলি এই সিস্টেম মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে মানেনি । মুখে বলেছেন। কিন্তু কাজে করেন নি। মাননীয় সদস্য প্রকাশ বাবু বলেছেন ১.১.২০০৩ ইং থেকে ৬পারসেন্ট দেওয়া হয়েছে সেটা দেওয়া উচিত ছিল ১.৭.৯৮ ইং। কাজেই একটা অটাইমলি দিচ্ছেন না।আসামে তারা কি করেছে তারা ৪৯ পারসেন্ট রিলিজ করে আণ্ডার এফ ১৫/৯৮ ডেটেড ১০.৬.২০০৩ ইং। কিন্তু তার ইফেক্টটা দিয়েছে ১.১.২০০২ইং থেকে । কাজেই এটা মারাত্মক জালিয়াতি করেছেন এটা প্রচণ্ড বঞ্চনা করেছেন কর্মচারীদের সঙ্গে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইচ্ছে করলে একটি জেরকস্ কপি নিতে পারেন।

স্যার, তাহলে ঠিক আছে উনি আজকে বলবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের যতটা রাজ্য থেকে চিঠি এসেছে তাতে দেখা গেছে তারা ইফেক্ট দিচ্ছেন যেদিন থেকে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট তার কর্মচারীদের ইফেক্ট দিচ্ছেন। হয়তো আমার রাজ্যে পয়সা নেই পাঁচ ছয় মাস পরে আমি দিলাম। কিন্তু ইফেক্ট তার আগে থেকেই দিতে হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারটা আপনি দেখবেন

পয়েন্ট ২ ফিনান্শিয়েল ক্রাইসিস্ নেই এমন কোন রাজ্য আছে নাকি? আপনার পাশের রাজ্য মেঘালয়ে সে ৫৬ পাসের্ন্ট দিয়েছে, আপনার পাশের রাজ্য মিজোরাম ৫ ৫ পারসেন্ট দিয়েছে, আপনার পাশের রাজ্য নাগাল্যাণ্ড ৫৫ পার্সেন্ট দিলো কিভাবে? তাদের কি যাদু মন্ত্র আছে? তাদের টাকা কি মাটির তলায় থাকে? অন্য বড় বড় রাজ্যগুলির কথা আমি ছেড়ে দিলাম। আসাম, মিজোরাম নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর তারা কিভাবে দিচ্ছে? আমি শুধুমাত্র মনিপুরেরটা লেটেস্ট পাইনি কারণ ওভার টেলিফোন কথা বলেছি কালকে কিন্তু তাদের লেংগুয়েজ মনিপুরী বলে আমি ঠিক তাদের কথাটা বুঝতে পারিনি। তাহলে এটা কি কথা? এই ধরনের হবে কেন? এটাতো কাজের কথা না।

স্যার, এই যে দিচ্ছেন না, এরফলে একজন ক্লাস ৪ এর কত লস্ হচ্ছে প্রতিমাসে? যার ২৬০০ টাকা বেসিক পে ইনির্শিয়েলী সে প্রতি মাসে ৫৪৬ টাকা কম পাচ্ছে আর তার মেকসিমাম লস হচ্ছে ৭৪৫ টাকা। যে ক্লাস ৩ তার প্রতি মাসে মিনিমাম লস হচ্ছে ৬৭২ টাকা এবং মেক্সিমাম ১২৬৬ টাকা লস্ হচ্ছে। এবং যে অফিসার তার মিনিমাম লস হচ্ছে ৩৮৬৪ টাকা এবং হাইয়েস্ট লস হচ্ছে ৪৭০৪ টাকা প্রতি মাসে। প্রতিমাসে এই সব এমপ্লয়ীদের বঞ্চনা করা হচ্ছে, অথচ টাকা আছে । শুধুমাত্র ত্রিপুরার জন্য কি টাকা নেই ? কোন জায়গায় পেলেন আপনি বলুন? এই ব্যাপারে আপনি একটা ব্যাখ্যা দেবেন।

স্যার, আমাদের রাজ্যে এক লক্ষের উপরে এমপ্লয়ী রয়েছে তার সঙ্গে সাত জন করে হলে সাত লক্ষ লোক যুক্ত রয়েছে। তার টাকা আবার মার্কেটে যাবে, ব্যবসায়ীদের কাছে যাবে। কৃষকদের কাছে যাবে, সো ইউজ ইন্ভলভমেন্ট ইজ দেয়ার। এই কথাটা চিন্তা করছেন না কেন?

আর পেনশান এটার আরো সিরিয়াস্ অবস্থা স্যার। পেনশনের একটা কমোটেশন পেনশন আছে। সে যখন পেনশান পায় তার পেনশনের ৪০ পারসেন্ট বিক্রি করে দিতে পারে। কারণ তার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তার একটি ঘর তুলতে

হবে। সুতরাং ৪০ পারসেন্ট দিয়ে দেয়। সেটাকে সেইল অব্ পেনশন ও বলে। এটা দিয়ে তার হাত খালি। সে দশ বছর বা পনের বছর পরে গিয়ে পাবে। তাহলে যদি ডীয়ারনেস রিলিফ সে না পায় (পেনশনার্স দের ক্ষেত্রে হবে ডীয়ারনেস্ রিলিফ, আর রেগুলার এম্প্লয়ীদের ক্ষেত্রে হবে ডীয়ারনেস অ্যালাউন্স) তাহলে সে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে একজন পেনশান হোল্ডারের মিনিমাম লস হচ্ছে ২৭৩ টাকা আর মেক্সিমাম লস হচ্ছে ২৩৫২ টাকা। সুতরাং তাদের ব্যাপারটা আরো সিরিয়াস। যদি তারা ডি আর না পায় তাহলে তাদের সংসার চলবে না। এই কথাগুলি চিন্তা করবার জন্য বলছি। আরেকটা জিনিস এটা মিনিষ্ট্রি অব্ ফিনান্স থেকে বইটা পাঠিয়েছে তাতে ত্রিপুরা ছাড়া সব রাজ্যের ডিস্প্যারিটি দেখিয়েছে। তারপর কি বলেছে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ছত্রিশগড় পর্যন্ত দেখিয়েছে। আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কি দেখিয়েছে ত্রিপুরা ইজ নট অ্যাভেইলেবল। খবর যায় না দিল্লী - এই ব্যাপারটা পাবলিক ডকোমেন্ট । বলছি আমরা খবর পাইনি নট অ্যাভেল্যাবল আমি কি করব। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার আবার যোগাযোগ হয় আমার সঙ্গেতো খাতির নেই, খাতিরতো আপনাদের সঙ্গে। এই ব্যাপারটাতে বলছি এটাকি ? এটা ডিসপ্যারিটি। দেখুন রেফারেন্স, আমাকেবলুন ডিসপ্যারিটি মানে কি? যার যেখানে যত বেশী হায়ার স্কেল আর লোয়ার স্কেল যত ডিফারেন্স যত কমিয়ে আনতে পারবে ইট ইজ অব্ ক্রেডিট অব্ দ্যাট গর্ভণমেন্ট দ্যাট বেসিক । তবে দেখা যাচ্ছে আসাম কি সব চেয়ে কম ডিসপ্যারিটি লয়েস্ট স্কেল থেকে হায়ার স্কেল ৬.৯৪ ডিসপ্যারিটি কম। আর ত্রিপুরা ৭.০৭ খারাপ না। আমি সংগ্রহ করেছি কিন্তু এই বইতে নেই। কেন দিল্লী জানে না? দিল্লীকে চিঠি দেওয়ার পরে দিল্লী উত্তরে বলেছে ডিপার্টমেন্ট অব্ একসপেণ্ডিচার থেকে মিঃ নাথ কাইগুলি রেফার টু ডিও লেটার নং সেকেণ্ড সেপ্টেম্বর ২০০৩ আড্রেস টু দি জেনারেল ফিনান্স মিনিষ্টার টু ফার্নিশ দি ইনফরমেশন ইন রিগার্ড দি লেটেস্ট পারসেনটিজ অব্ ডি এ অ্যালাউড টু দি এমপ্লয়ীজ অব্ দি স্টেট গর্ভণমেন্ট ইজ দিস কানেকশন । এ কপি অব্ দি লেটেস্ট ব্রোচার ফর দি ইয়ার ২০০০-২০০১ ইজ প্লিজ বেলো। এর পরেতো দেন নি আগেরটাই নেই। আমার অনুরোধ কর্মচারীরা বেতন কমপায় বেশী পায় এটা আবার দরকার নেই, কিন্তু আমার ন্যায্য পাওনা আমাকে দিয়ে দাও। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি দিতে পারে কিনা ?পারে। আমার রাজ্যে দেবেন না কেন ? বক্তব্য দিয়ে বুজিয়ে দিলেন সময়ের অভাব চলে যাচ্ছি শেষ করুন। একটু পরে বেল বাজবে বিধানসভা শেষ। ইট ইজ কারেক্ট ডিসিশন। এটাতো ঠিক শুধু শুধু বদনাম কিনছেন কেন ? দরকার হলে আমরা দিল্লী যাব। ঠিক আছে মাননীয় সদস্য সঠিক প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা চাপ দেব সব রাজ্য যদি টাকা পায় ত্রিপুরা কেন পাবে না? ত্রিপুরা কি ভারতবর্ষের বাইরে ?এই কথাগুলি চিন্তা করার জন্য আমরা যাব । সেই ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস থাকলে আপনারা বলতে পারেন বোধহয় দিল্লী যাওয়ার জন্য বলছে। দিল্লীতো আপনারা যাবেন সংখ্যায় আপনারা বেশী আপনরাই যাবেন। পি এ সিতে বিরোধী দলের কম সদস্য আছে, সব সময় বেশী রোলিং পার্টির। দুই একজন যায় । উই আর টেকআপ দি মেটার ইন দি হোম মিনিষ্টার । আসলে টাকা আছে টাকা অন্য খাতে খরচ করবেন না প্লিজ। এই কথাগুলি বলে এটা মিস গাইডের জন্য না আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখে ইমেডিয়েট ব্যাবস্থা নেবেন। টাকা আছে আজকে প্রকাশবাবু বলছেন আজকে আবার ঘোষণা করলে এটা প্রকাশবাবু ক্রেডিট নিয়ে যাবে। কিছুদিন পর হলেও দশদিন পর হলেও ঘোষণা করুন। একটা বড় করে হ গ বকে দিয়ে মিছিল করাবেন মিছিল করার পর বলবেন । আমি জানি স্যার, আপনার মাধ্যমে বলছি উনাকে এই ডি এ দিতে হবে তিন মাসের মধ্যে। এটা ১৫ দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে ডি এ দিতে হবেই। কারণ উই আর অলরেডি টেক আপ দি মেটার টু দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট । উই আর টেকিং ভেরি সিরিয়াসলি ইন দিস রিগার্ড। আমরা দিল্লীর সাথে টেক আপ করছি উনাকে দিতে হবে উপায় নেই। মিছিল করে দিন আর যাই করুন আজকে দিলে উনার ক্রেডিট হবে। সুতরাং এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটিস্পীকার স্যার, ডি এ সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে এসেছে মাননীয়

সদস্যরা যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা ঠিক যে আমাদের রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা ২১ শতাংশ ডি এ পাওনা আছেন। এখন আমাদের রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্ত যে কেন্দ্রীয় হারে আমরা ডি এ দেব এবং যখন আমরা টাকার ব্যবস্থা করতে পারব সংস্থান করতে পারব তখন এই ডি এ সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আগের অধিবেশনে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এই ডি এ সম্পর্কে বিষয়গুলি সম্পর্কে। আমরা সব সময় এটা বলার চেষ্টা করছি যে একাদশতম ফিনান্স কমিশন নন প্লেন একস্পেণ্ডিচারের উপর মূলত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তবে নন প্লেন ডিপিসিট যেটা থাকে গর্ভণমেন্টের সেটা মেটানোর জন্য তারা গেপ গ্রান্ট এবং শেয়ার অব্ সেন্ট্রাল টেকসেস্ এই দুটোর মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করে। ২০০১ ইং থেকে ২০০৫ ইং পর্যন্ত এই পাঁচটা বছর হচ্ছে এলিভেন ফিনান্স কমিশন।

তারা এই সম্পর্কে সুপারিশ করেছেন আমরা আমাদের এই নন্ প্ল্যান ডেফিসিট কাভার করার জন্য ইলেভেন ফাইন্যাস কমিশনের কাছে শেয়ার ট্যাক্সেস্ এবং গ্যাপ গ্রান্ট হিসাবে ৭৫০০.১ কোটি টাকা চেয়েছি। কিন্তু ফাইন্যান্স কমিশন আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে ৪২৪৬৮.২কোটি বরাদ্ধ করেছেন। শেয়ার অব গ্র্যাণ্ড এবং শেয়ার অব সেন্ট্রাল ট্যাকসেস্ হিসাবে। এটা আমরা যা চেয়েছিলাম তার মাত্র ৫৬ শতাংশ। এই বরাদ্ধ করার পরে ফাইন্যান্স কমিশন তখন তার রিঁপোর্ট পাব্লিস করে বিশেষ করে বড় বড় রাজ্য অন্ধ্রপ্রদে। উত্তব প্রদেশ এই রকম যে সমস্ত বড় বড় রাজ্য আছে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে রেভিনিউ আপ গ্রেডেশনের দিক থেকে সব চেয়ে বড় ভূমিকা তাদের। কিন্তু ফাইন্যান্স কমিশন পিছিয়ে পড়া রাজ্য বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রকল্প ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলোকে খুশি করার জন্য ফাইন্যান্স কমিশনকে বারতি দায়িত্ব তারা দেন যে এই ব্যাপারে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সেই ক্ষেত্রে যাতে করে কিছুটা হলেও চাহিদা মিটিয়ে দিতে পারে। সেখানে তারা কমিশনের রিপোর্ট পাব্লিস হওয়ার পর ৩১ শে আগস্টের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারী রিপোর্ট করে একটা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাবমিট করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এন্টি পারফিতাম ফিস্কেল পলিসী নির্ধারণ করেন। তাতে গেপ গ্র্যাণ্ডের যে টাকা রাজ্য গুলোর জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যের জন্য যে টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে তাতে তারা এই ঘোষণার মধ্যে আসেন যারা রেভেনিউ ইনকাম পাঁচ শতাংশ বাড়াতে পারবে না প্রতিবছর তাদের গ্যাপ গ্র্যাণ্ডের ১৫ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন এই পাঁচ বছরে এটা কি কার্যকরী হবে ? এই ৫ শতাংশ রেভেনিউ যদি বাড়াতে না পারে তাহলে কোন দিকে বাড়াতে হবে এবং না দিলে পরে ১৫ শতাংশ টাকা কাটা যাবে। এটা ও এর মধ্যে সিদ্ধান্তে আসেন এই ৫ শতাংশ রেভেনিউ ইনকাম যারা বাড়াতে পারবে না তাদের যে ১৫ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হবে তাদের জন্য এই টাকা নিয়ে একটা তহবিল গঠন করা হবে। যারা রেভেনিউ ইনকাম বেশী দেখাতে পারবেন তাদের মধ্যে ইনসেনটিভ হিসাবে এই টাকা বরাদ্ধ করা হবে। আমাদের যে গ্যাপ গ্র্যাণ্ডের টাকা ছিল ২০০০-০১ ইং সালের জন্য ৪শত ৯৩ কোটি টাকা। এই ৫ বছরে ২৪১০.২৬ কোটি টাকা আমাদের জন্য ফিনান্স কমিশন তারা বরাদ্ধ করেছে। এখন ১৫ পারসেন্ট টাকা যখন কাট করা হয় সেটা হলে পরে আমাদের প্রথম বছর যদি আমরা অর্জন করতে না পারি তা হলে আমাদের টাকা কাঁটা যাবে ২০০১- ০২ তে ৭৬.৭০ কোটি টাকা। ইনসেনটিভ তো এখানে পাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। ২০০২-০৩ ইং এ সেখানে ৭৭.৫৩ কোটি টাকা এবং ২০০৩-০৪ইং এ বর্তমান যে আর্থিক বছর সেই বছরে ৭৬.০২ কোটি টাকা কাঁটা যাবে। এখন আমরা প্রথম বছর যেখানে আমাদের রেভেনিউ ইনকাম মায়নাসে ছিল আমরা সেটাকে ৫ পারসেন্ট এড করতে পেরেছি। সেখানে প্রথম বছরের টাকা আমরা পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় বছরে আমরা ৫ পারসেন্ট এচিভ করতে পারিনি কিন্তু আমাদের পারফরমেন্স এই সমস্ত কিছু দেখে কেন্দ্রীয় সরকার এটাই তারা বলেছেন যদি ত্রিপুরাকে আমরা না দিই তা হলে কাকে দেব। তারা আমাদের সেকেণ্ড যে টাকা বরাদ্ধ সেটাও আমাদের জন্য সেংশন করেছেন এবং ক্লিয়ার করেছেন। কিন্তু ২০০২-০৩ইং এর টাকা এখন তো ২০০৩-০৪ইং হয়েছে এখন পর্যন্ত এই গ্র্যাণ্ডের টাকা এই ১৫ পারসেন্ট টাকা তারা আমাদের জন্য রিলিজ করেন নাই। তো এটা আমাদের পাওনা টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরে

শর্তটা জুরে দিলেন রেভেনিউ বাড়াতে না পারলে ৫পারসেন্ট করে এই ৭৫ কোটি বা তার থেকে বেশী টাকা কেঁটে রেখে দেবেন। এটা নমার্লি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে আঘাত আসে ফিনান্স কমিশনের এবং তার সাবপ্লিমেন্টারী রিপোর্টে যে প্রথম শেয়ার মানে সিদ্ধান্ত সেটা আমাদের এই ফিনান্স কমিশনের মাধ্যমে যে টাকাগুলি রাজ্যের কাছে আসে এটা আমাদের কাছে প্রথম ধরা হিসাবে আসে। দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্টে স যারা সেন্ট্রাল টেক্সেস্ শেয়ার হিসাবে এটাই ফিনান্স কমিশন তারা সমস্ত কিছু স্টাডি করে দেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কত টাকা টেক্সেস্ আসতে পারে এবং রাজ্যগুলি তার শেয়ার হিসাবে কত পাবেন তাদের যা ফর্মুলা আছে সেই ফমুর্লা মূলেতে । সেই গুলি তারা আগে তাকে প্রজেক্ট করেন ফোকাস করেন যে রাজ্যগুলি এই পাবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যখন বাজেট তৈরি করেন প্রত্যেক ফিনান্সিয়াল বাজাটে শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস্ হিসাবে রাজ্যগুলির কাছে কত টাকা যাবে রাজ্যগুলি কত পাবে সেটাও তারা বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করেন। এখন এখানে ফিনান্স কমিশন প্রথমত যখন এই শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেসের এই নির্ধারণ করেন কোন হিসাব নিকাশ নেই, আগেরবার যা ছিল তার থেকে তারা ১০পারসেন্ট বাড়িয়ে দেন। এই হচ্ছে তাদের ফর্মুলা। সেই জায়গার মধ্যে আমাদের ২০০০—০১ইং সালের মধ্যে আমাদের ফোকাস্ করা হয়েছিল প্রজেক্ট করা হয়েছিল যে ২৬৩ কোটি টাকা শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস্ হিসাবে ত্রিপুরা পাবে। কিন্তু আমরা দেখলাম বছরের শেষে এ্যাকচুয়েল ফ্লু হয়েছে ২৩৬.৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সর্টফল রয়ে গেল শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস্ হিসাবে যেটা আসার কথা। সেটা হচ্ছে ২৬.০৫ কোটি টাকা। ২০০১-০২ইং যেখানে ৩০৭ কোটি টাকা রাজ্য পাওয়ার কথা সেখানে এ্যাকচ্যু য়েল ফ্লু যেটা আমরা পেলাম সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে সেটা ২৩২.৬২ কোটি টাকা। আমরা সেখানে ৭৪.৩৮ কোটি টাকা কম পেলাম। ২০০২-০৩ গত আর্থিক বছর যেখানে বলা হয়েছিল সেন্ট্রাল শেয়ার অব টেক্সেস্ বাবদ ৩৫৮ কোটি টাকা পাব সেখানে আমাদের ফ্লু করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যা পেয়েছি ২৪৯.৭১ কোটি টাকা। আমরা এখানে ১০৮ কোটি টাকা কম পেয়েছি। ২০০৩-০৪ইং যেখানে শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস্ ৪১৭ কোটি টাকা পাওয়ার কথা সেখানে এখন পর্যন্ত যা বুঝা যাচ্ছে বা যা ফ্লু হচ্ছে তাতে ৩১০ কোটি টাকার বেশী আসবে না। এই বছরও কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ার অব টেক্সেস্ বাবদ আমাদেরকে ১০৭ কোটি টাকা কম দিচ্ছেন। এই প্রথম চার বছরে দেখা যাচ্ছে ফিনান্স কমিশন সেটা প্রজেক্ট করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের শেয়ার অব সেন্ট্রাল টেক্সেস বাবদ যে টাকা পাব তার ৩১৬.১৭ কোটি টাকা তারা আমাদেরকে কম দিয়েছেন। এর কারণ যখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তারা তখন বলছে যে টেক্স আসছে না, যেহেতু টেক্স কালেকশান হচ্ছে না আমরা দেব কোথা থেকে। কিন্তু আমরা মূলত এটার উপর সবশেষে বেশী নির্ভরশীল। এই রাজ্যগুলির নন প্লেন এক্সপেনডিচার বা নন প্লেন ডেফিসিট যেটা থাকে সেটা মূলত এই জায়গাগুলির কাছ থেকে আসে। এটা যেমন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ক্ষেত্রে তারা নির্ধারণ করেছেন তেমনি রাজ্যগুলিকে ও তারা বলেছেন টেক্স হিসাবেও তোমাদের আয় বাড়াতে হবে। সেটাও তারা একটা প্রজেক্ট করেছেন ফিনান্স কমিশন। তাতে আমাদের যে টার্গেট তারা ঠিক করে দিয়েছেন -আমরা সেই জায়গায় বলতে পারি ২০০০-০১ইং এ ফিনান্স কমিশন আমাদের বলছে অন্তত তোমাদের টেক্স হিসাবে রাজস্ব হিসাবে তোমাদের এই টাকা কালেকশান করতে হবে ১১৮.৪৪ কোটি টাকা। আমরা সেই বছর এচিভ করেছিলাম ১৩৫.৫৮ কোটি টাকা। ২০০১-০২ইং যেখানে ফিনান্স কমিশন আমাদের জন্য টার্গেট করেছিলেন ১৩৫.৫০ কোটি টাকা। আমরা সেই বছর ১৫৮.৫৮ কোটি টাকা এচিভ করেছি। অর্থাৎ বেভেনিউ ইনকাম করতে পেরেছিলাম। ২০০২-০৩ইং যেটা প্রজেক্শান ছিল আমাদের উপর ১৫৫.০১ কোটি টাকা। আমরা এচিভ করতে পেরেছি ১৮৩.৬০ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ইং ১৭৭ কোটি টাকা ফিনান্স কমিশন আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন আমরা সেই জায়গার মধ্যে ২০৬ কোটি টাকা আমরা আশা করছি এই বছরের শেষের দিকে আমরা এটা অর্জন করতে পারব৺টেক্স হিসাবে। এখন এটা হচ্ছে একটা দিক যেটা নন প্লেন ডেফিসিটের জন্য আসে। দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে আমাদের দিক থেকে ফিনান্স কমিশন পেনশানের ক্ষেত্রে কি টাকা ব্যয় হবে এটা তারা নির্ধারণ করেন এবং সেই অনুসারে তারা টাকা বরাদ্ধ

করেন। আমরা ইলিভেথ ফিনান্স কমিশনের কাছে বলেছিলাম হিসাব করে আমাদের এখন কত পেনশান হোলডার আছে এবং এই আগামী ৫ বছরের মধ্যে কত কর্মচারী রিটার্য়ার্ডমেন্টে যেতে পারেন।

এই সবটা হিসাব কবে বলা হয়েছিল অন্তত এই পেনশানের জন্য যে একস্পেণ্ডিচার হবে সেটা যেন ২৬ পারসেন্ট ইনক্রিজ করা হয়। কারণ আগের দুটো ফিনান্স কমিশন ৯ এবং ১০ এর ক্ষেত্রেও আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকেএটা বুঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আগেও এই ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের জন্য বরাদ্ধ কম করার দরুন এই পেনশান যেটা রাজ্য সরকার কর্মচারীদেন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবন্ধ এই টাকা না দিয়ে তার কোন বিকল্প নেই বা কোন রাস্তা নেই, আমরা এই গুলি দিই। তাহলে অন্য জায়গায় যে টাকা আছে সেই টাকার উপর টান পরে যায়। কিন্তু দেখা গেল ইলিভেনথ ফাইনান্স কমিশন যেখানে আমরা বলেছিলাম ২৬ পারসেন্ট বৃদ্ধি করার জন্য তারা সেখানে অনলি ১০ পারসেন্ট বৃদ্ধি করেছে এবং তাতে ফোকাসটা দেখা যাচ্ছে কি, যেখানে তারা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেম পেনশান বাবদ প্রতি বছর কত লাগতে পারে ফাইনান্স কমিশন সেখানে ২০০০—২০০১ ইং সনে এই ইলিভেনথ ফাইনান্স কমিশন পেনশানের ক্ষেত্রে ব্যয় ধরেছিলেন ৮৭১০.৪৭ কোটি টাকা আর এক্সপেণ্ডিচারটা কি হয়েছে ১৪৭.৯৯ কোটি টাকা। আমাদের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে এ যেটা শর্ট ফল ছিল ৬০.৫০ কোটি টাকা। ২০০১ এবং ২০০২ ইং সনে ফাইনান্স কমিশন বলেছেন পেনশনের জন্য যেটা একস্পেণ্ডিচার হবে ৯৬.১২ কোটি টাকা, আর সেখানে এ্যাকচ্যুয়ালি ব্যয় হয়েছে ১৭৫.০৩ কোটি টাকা। এখানে ফাইনান্স কমিশন যেটা নিদিষ্ট করে দেন তার থেকে আমাদের ৭৮.৮১ কোটি টাকা আমাদের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে পেনশানের জন্য। ২০০২ এবং ২০০৩ ইং সনে এই আর্থিক বছরে ফাইনান্স কমিশন পেনশান বাবদ একস্পেণ্ডিচার নির্ধরিণ করেন ১০৫.৮৪ কোটি টাকা সেই জায়গায় রাজ্য সরকারকে ২৪৫.১৬ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। তার মানে আমাদের শর্টফল এবং রাজ্য সরকার অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়েছে পেনশানের জন্য ১৩৯.৩ কোটি টাকা।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার না ঠিক আমি এবং মাননীয় প্রকাশ বাবু যা বলেছি ডি এর বাইরে রিলেটেডের বাইরে যায় নি, আমি জানি উনি কাকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— আপনারা বলেছেন হোয়াইট পেপার এটাই হোয়াইট পেপার। এটা কি ধারিয়েছে সেই কথাটাই বলছি কেন আমরা দিতে পারছি না। আপনাদের কথা বলার সময় কিন্তু আমি একটি কথাও বলিনি। আপনারা যা বলার বলেছেন। আমাদের ফিনান্সিয়াল পজিসানটা কি এ্যাকচ্যুয়াল পজিসানটা কি এবং কেন আমরা ডি এ দিতে সক্ষম হচ্ছি না এই কথাটাই বুঝানো হচ্ছে। এখন এইগুলি তো না দিয়ে পারা যায় না। ২০০৩ইং এবং ২০০৪ ইং সনে ফাইনান্স কমিশনকে বলেছি পেনশানের জন্য আমাদের দরকার হবে ১১৬.৪৩ কোটি টাকা । সেখানে আমাদের ব্যয় হয়ে গেছে ২৫৯ কোটি টাকা। আর যেটা ৫৮ কোটি আমাদের লেটেস্ট যে এস্টিমেট তাতে আমাদের শর্টফল হয়ে যাবে ১৪৩.১৫ কোটি টাকা । আমরা যখন বাজেট করি ফাইনান্স কমিশনে এই সমস্ত যে নিদের্শ থাকে সেইগুলিকে বেসিস করে আমরা বাজেট করি। কিন্তু আসলে তো খরচ হচ্ছে কোন লোক কি বলতে পারবে যে পেনশান পাচ্ছে না পেনশান কম বা বেশী এই সব বলছে ? বা পেনশান একদিনেরজন্য বন্ধ হযে গেছে ? এই পেনশান হেল্ডার যারা আছেন তারা একবার কেউ প্রতিবাদ করেছেন কোথাও ? তাহলে টাকাটা তো আনতে হচ্ছে কোথাও না কোথাও থেকে ফাইনান্স কমিশন তো আমাকে দেয়নি এই টাকা তারা বরাদ্ধ করেছেন কিন্তু আমার ব্যয় হয়ে গেছে তার থেকে প্রায় দ্বিগুন মানে ডবল। এই টাকা আনতে গেলে পরে আমার যদি অন্য কাজ থাকে সেই টাকার ফাণ্ড কাট করতে হচ্ছে তাতে কোন বিকল্প থাকছে না । কর্মচারীদের ডি এ দেওয়ার প্রশ্ন আসছে এবং এখানে সবচেয়ে বেশী বাধা হচ্ছে। আণ্ডার এসেস্মেন্ট অব ইন্টারেষ্ট লাইয়াবিলিটি এই যে আমরা টাকা আনছি প্লানিং কমিশন আমাদের জন্য ঋনের টাকা বরাদ্ধ করে থাকে। আমরা আলাদা ভাবে কারুর কাছ থেকে কোন টাকা আনিনি । প্লানিং কমিশন যা নির্দিষ্ট করে দেন বিভিন্ন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অর্গানাজেশন তাদের কাছ থেকে ঋণ হিসাবে আমরা টাকা আনি। আর আজকাল তো প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানিং এর বরাদ্ধ মানে কি সবটাই তো ৬০ পারসেন্ট। এই

যে ধরুন আমরা গত বার ৬৫০ কোটি টাকা পেলাম তার মধ্যে মোর দেন ৬০ পারসেন্ট হচ্ছে লোন মানি প্ল্যানিং কমিশন ঠিক করে দিয়েছে। এই টাকা ঋণ নিয়ে গিয়ে তুমি এখন তোমার প্ল্যান তৈরি কর। এবং সেখানে যে ইন্টারেস্ট লাইবেলিটি আসবে। সেই ইন্টারেষ্ট লাইবেলিটি কি ইলাভেনথ্ ফাইনান্স কমিশন যেটা নিধারণ করেছিল আমাদের জন্য এটা ১৮৫.২১ কোটি টাকা দরকার হতে পারে। কিন্তু এজ অন টুডে আমি বলেছি ২০০৩ ইং এবং ২০০৪ ইং এ এই ফিনান্স কমিশন যা বলেছিলেন তার থেকে এখন আমাদের বেড়ে গিয়ে দাড়াচ্ছে ৩৩৬.৯০ মানে ৩৩৭ কোটি টাকা। শুধু ইন্টারেষ্ট ইন্স্টলমেন্টের টাকা কিন্তু আমরা এর সঙ্গেও যুক্ত করি নি , এটা করলে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মত দাঁড়াবে। এটা বলা যায় ফাইনান্স কমিশন যে এসেসমেন্টটা করেছিলেন যার ভিত্তিতে সাপোর্ট তারা দিচ্ছেন এই ৫ বছরে তার থেকে ৯০ শতাংশ বেশী টাকার ব্যবস্থা আমাদের করতে হচ্ছে। আর ইন্টারেষ্টের যে টাকা এটা তো আমাদের দ্বারা প্রেমেন্ট করার প্রশ্ন থাকে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাকে সেইভাবেই নিদের্শ দেওয়া আছে যে ইন্টারেষ্ট এবং ইন্স্টলমেন্টের টাকা রাজ্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা যখন রিলিজ করে তাদের প্রত্যেক মাসে বা প্রতি দু মাসে কত টাকা কেটে রাখবেন তারা সেই অনুসারে সেই টাকা কেটে রেখে দেন। এটার জন্য চিঠি পত্র লেখার দর কষাকষি করার বিষয় এখন আর নেই, এই বছর নেই এই মাসে দিতে পারব না সেটা দর কষাকষির কোন সুযোগ থাকে না। তাহলে ফাইনান্স কমিশন যেটা আমাদের জন্য করেছেন তার থেকে প্রায় পারসেন্ট টাকা আমাদের এখন বেশী সংগ্রহ করতে হচ্ছে, দিতে হচ্ছে। বড় যে আক্রমনটা আমাদের কাছ থেকে উপর এসেছে সেটা হচ্ছে পাওয়ার সেক্টর রিফমর্স মানে সেক্টরের লাইবেলিটিজ এই বছরে আমাদের এম ওতে সই করতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। সেই এম ওর দিক থেকে আমাদের কাছে প্রথমত এটা আসে যে একোমোডেট লাইবেলিটি যে টাকা আসে সেই টাকা এবং কারেন্ট যা ডিউজ হবে সেই টাকা আমাদের পে করতে হবে । এই বছরের মধ্যে এইগুলিকে পরিষ্কার করতে হবে। এবং এই বছরের প্রথমে আমাদের কাছে একোমোডেট লাইবিলিটিজ যেটা এসে দাড়ায় সেটা হচ্ছে ১৮৫ কোটি টাকা এবং তার সঙ্গে কারেন্ট যেগুলি মানে ধরুন গ্যাসের দাম বিদ্যুৎ যেটা কিনে আনা হয় মাসে সাড়ে ৭ কোটি টাকার মত লাগে। আরো ৮৪ কোটি টাকার এরমধ্যে সিকিউরিটি রাইজেশন বলে গর্ভনমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যেটা করেছেন তার মধ্যে থেকে ৬৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এই সিকিউরিটি রাইজেশনে চলে যাবে। মানে এখন আমাকে দিতে হবে না , ইন্টারেষ্ট দিতে হবে । প্রথম ৫ বছর এটা মনেটরিয়াম হবে পরের দশ বছর পনের বছরে মোট এই ৬৩.৫০ কোটি টাকা তার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে প্রায় ৯০ কোটি টাকার মত পেমেন্ট করতে হবে । এই মুহূর্তে আমাদের দিতে হচ্ছে না এই ৬৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাকি যে টাকাটা আছে এই ১৮৫ কোটি টাকার মধ্যে আমাদের সবটা টাকা পে করতে হবে। তার সঙ্গে এই বছরে যে খরচ হবে বিদ্যুৎ কেনা এবং গ্যাস কেনার জন্য তাতে এই কথা বলা আছে যারা আমাদের কাছে টাকা পাবে রাজ্য সরকারের কাছে বিল করার পরে আমরা দুই মাসের মধ্যে যদি টাকা নাদি দেই বা তাদের কাছে যদি এডভান্স টাকা না রাখি তাহলে যারা আমাদের কাছে টাকা পাবেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জানিয়ে দেওয়া যে আমি এই রকম বিল পাঠিয়েছিলাম দুই মাস আগে এই সরকারের কাছে বিদ্যুতের দাম বা গ্যাসের দাম বাবদ এত টাকা পাওনা আছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হচ্ছে এই টাকাটা কেটে দিয়ে যারা পাওনা তাদের দিয়ে দেওয়া এবং এটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে । আমাদের দিক থেকে যা আছে সেই কালেকশান মানে আমরা যা বিদ্যুৎ বিক্রি করছি সেই টাকা পাওয়ার দপ্তরের পক্ষে এখন ও তাদের তারিখ আছে যে কারণে স্টেট রেগুলেটি কমিশন বা এম ওয়েতে যে সমস্ত শর্তাবলী যুক্ত করা হয়েছে আমাদের কাছে কোন বিকল্প নেই এবং মাননীয় সদস্যরা হয়তো এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না আগামী হয়তো ৬ মাসের মধ্যে পাওয়ার দপ্তরটাকে কর্পোরেশন করতে হবে। করপোরেশন করলে পাওয়ার দপ্তর আলাদা শক্তি পেয়ে যাবে সেই রকম কোন কারণ নেই। এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের মূল নীতি হচ্ছে এই পাওয়ার সেক্টরকে প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া। সেটা করার জন্য যা কিছু করা দরকার একটার পর একটা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে এই পাওয়ার দপ্তরের টাকা একোমোডেট লাইবেলিটিজ এবং কারেন্ট ডিউজ এটা আমাদের

বাজেটের মধ্যে ছিল না রিভাইজ বাজেটের মধ্যে হয়তো আমরা আনব। এবং এটার জন্য আমাদের যে অতিরিক্ত টাকা লাগছে এটা হিসাব করুন যে ১৮৫ কোটি টাকা থেকে যদি ৬৩ কোটি টাকা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এখানে প্রায় ১২২ কোটি প্লাস সাড়ে ৭ কোটি মোট ৮৪ কোটি টাকা। এই সমস্ত টাকা রাজ্যসরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তারা কেটে রেখে দেবেন এবং কেটে রেখে দিয়েছেন তার জন্য আমাদের অন্য কিছু সাফার করবে। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও অন্য জায়গায় কিছু করার মত উপায় নেই। যেটা আসছে এখানে সেলারী সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে টাকা আছে টাকা আমরা দিই না। ফাইনান্স এই রকম অতিরিক্ত টাকা দেখানো হয়েছে অথচ এই টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি বলি ১৯৯৬ ইং ১৯৯৭ ইং এ সেলারী হেডে আমাদের খরচ হত ৩৮০.৮০ কোটি টাকা মানে ৩৮১ কোটি টাকা খরচ হতো। আর এই ফাইনান্সসিয়েল ইয়ারে যা কিছু নতুন এর মধ্যে নিয়েছি সব কিছু মিলে এখন এটা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১২ শ কোটি টাকা। আর অর্থ দপ্তর বলছে এর পরেও যে বাড়তি টাকাটা থাকছে ফিনান্সের এই সেলারী হেডের মধ্যে পেনশান এবং ইন্টারেস্ট পেমেন্ট যেগুলো থাকে সবগুলো মিলিয়ে এই হেডে থাকে। এই হেডে টাকাটা থাকছে হয়তো অনেকেই মনে করবেন যে বাড়তি টাকা আছে কিন্তু আমবা কর্মচারীদেরকে দিচ্ছি না। ইন্টারেস্ট পেমেন্ট কত বেড়ে গেছে পেনশান কত বেড়ে গেছে এবং আজকে সেলারী হেড়ের টাকা সব মিলিয়ে যদি হিসাব করি যা বরাদ্দ থাকা উচিৎ ছিল এই বাজেটের মধ্যে আমরা কিন্তু সেই টাকা বরাদ্দ করতে পারিনি। এটা রিভাইজড এ্যাস্টিমেটে সেগুলোকে প্রতি সময় আপ ডেটেড করতে হয় এবং সেই জায়গায় গিয়ে এই সমস্ত টাকাগুলো আপ ডেটেড করতে হবে। সুতরাং সেলারী হেডে টাকা জমিয়ে রেখে দিয়েছি এই ধরনের কোন ভূমিকা নেয়নি। দেন সিকিউরিটি এক্সপেনডিচার এই সময়ের মধ্যে। আপনারা দেখছেন অনেকগুলো ব্যাটেলিয়ান করতে হয়েছে আমাদের যন্ত্রপাতি মর্ডারনাইজেশান করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা এসেছে আর কিছু রাজ্যসরকার আংশিক ব্যয় করতে হচ্ছে। এস পি ও আমাদের গঠন করতে হয়েছে। এই রকম অনেকগুলো সিদ্ধান্ত সিকিউরিটির ক্ষেত্রে গাড়ির ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্ষেত্রে। আমি এই জায়গার মধ্যে বলতে পারি ১৯৯৮-৯৯ইং এই হোমের বরাদ্দ যেটা ছিল ১২০.৯২কোটি টাকা ধরুন ১২১ কোটি টাকা আর ২০০৩-২০০৪ ইং বছরে ১২০ কোটি বেড়ে হয়েছে ২৭০ কোটি টাকা। আমাদের বরাদ্ধ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা এই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যয় বেড়ে গেছে এই ব্যয় আমাদের বহন করতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বায়ন আপনারা তো জানেন আমরাও জানি সবাই এই ব্যাপারে চিন্তিত। যদিও এটা আপনাদের সময় তৈরি হয়েছে গেট চুক্তি ১৯৯১ ইং সালে নরসিংমা রাও মহমোহন সিং এরা সহ করেছে। তার ফলশ্রুতিটা কি এই পথ ধরে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে এখন ডাউন সাইজ কর। ডাউন সাইজ মানে কর্মচারী ছাটাই কর নতুন লোক নিয়োগ করতে পারবে না এই সার্কোলারটা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। আমি এর আগেও বিধানসভায় আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম তাতে বলা হয়েছে ব্যাণ্ড ইন ক্রিয়েশান অব প্ল্যান এ্যাণ্ড নন প্ল্যান ফোর্স। এটা আগেই আমরা তুলে দিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের সার্কোলার অনুসারে। পোস্ট ক্রিয়েটেড আছে কিন্তু পূরণ হয়নি। বলেছে এই পোস্টগুলি বন্ধ করতে হবে এবং বাতিল করতে হবে। টেন পার্সেন অব দ্যা পোস্ট যেখানে এখন শিক্ষক কর্মচারী বা অফিসারেরা আছেন কর্মরত যে লোকগুলো আছেন তারমধ্যে থেকে টেন পার্সেন্ট ছাটাই করতে হবে। দেন পারচেইজ অব ভেহিক্যালস টেন পার্সেন্ট অব মেণ্ডাটরি অন ননপ্ল্যান নন সেলারী এক্সপেণ্ডিচেরী পি এ সি ১৯৯৯।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, চাকরি দেওয়া যাবে না এটা ঠিক আছে কিন্তু ডি এ দেওয়া যাবে না এই ধরনের কোন সার্কোলার আছে কিনা? এটা একটু উল্লেখ করলে ভাল হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** বলছি একটু ধৈর্য্য ধরুন। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হচ্ছে। তারা বলছিল মৌ-এ সই করতে, আমরা মৌ-এ যাই নি। আমরা লিখে দিয়েছি এই বিষয়গুলি কার্যকরী করব, তার কপি গত বিধানসভায় আমরা প্লেস করেছি আপনাদের কাছেও পৌছে দেওয়া হয়েছে। লেটার অব কমিটমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে যেটা দিয়েছি

এবং সেটা মেনেই আমাদের চলতে হচ্ছে। আমরা তো লগ্নী না নিয়ে পারছি না। আমাদের এখানে চাকরী কোথায় এখানে কোন বেসরকারী উদ্যোগ আসে না। চাকরীর কোন জায়গা নেই। শিল্প সেইরকম আসেনি একমাত্র সরকার হচ্ছে যে কিছু চাকরী দিতে পারে। আমাদের কম বেশী কিছু হলেও চাকুরী দিতে হচ্ছে। চাকুরী ও পোস্ট আমাদের ক্রিয়েট করতে হচ্ছে, এবং যেখানে দরকার হবে সেখানে আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত হয়েছে না নিলে চলবে না এই যে নতুন নতুন হাসপাতাল হচ্ছে, কলেজে নতুন নতুন করে শাখা খুলছে, ইউনিভারসিটি শাখা খুলছে, তারপরে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান করতে হচ্ছে, সেচের এলাকা বাড়াতে হচ্ছে তার জন্য নতুন প্রজেক্ট করতে হচ্ছে। যেখানে লোক না নিয়ে পারা যাবে না। সেইগুলিকে চিহ্নিত করে আমাদের কর্ম সংস্থান করতে হচ্ছে। তারজন্য আমাদের একটা অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। এটা ঘটনা আমাদের পার্শ্ববর্তী যে রাজ্যগুলি আছে সেইগুলিতে ৩৮ শতাংশ থেকে বেশী ডি এ দিচ্ছেন সব দিক থেকে। আপনারা বলতে পারেন কিভাবে তারা দিচ্ছেন। আমাদের পজিশান তো আমরা বললাম এখন তারা যে দিচ্ছে তার ফলাফল ও দেখেছেন ছয় মাস। এক বৎসর বিহারে কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে না। আমাদের এক পার্সেন্ট ডি এ দিতে গেলে পরে আমাদের দরকার হয় সাড়ে ছয় কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের যারা কর্মচারী শিক্ষকেরা আছেন ২১ শতাংশ ডি এ দিতে গেলে ১৩৬.৫০ কোটি টাকা আমাদের দরকার হবে। এই যে জানুয়ারী আসছে কেন্দ্রীয় সরকার তারা বছরে দুবার ডি এ ঘোষণা করে। হয়তো জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও আবার তারা ডি এ দিতে পারেন।

শ্রীরতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার এই জন্য আমি উনাকে বলি একেক বার একেক কথা বলেন এই হাউসে। উনি বলেছেন যে ১৭ পার্সেন্ট ডি এ দিতে গেলে ১৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা লাগে আজকে বলেছেন যে, ২১ শতাংশ দিতে গেলে ১৩৬ লাগে তাহলে কি হলো কথাটা ? এবং আরেক দিন বলেছেন ১৩ শতাংশ ডি এ দিতে গেলে (এসেম্বলী কোয়েশ্চান) ৫৫ কোটি টাকা। আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। যারাই ব্রীফ করুক প্রোপারলী করুক।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— আমি এখানে বলছি রাজ্য সরকরের দপ্তরে যারা সরাসরি এপয়েন্টম্যান্ট করেছেন তাদের জন্য সাড়ে ছয় কোটি টাকা আর অধিকৃত বা অন্যান্য সংস্থা যেগুলি আছে এই গুলি মিলে সাত থেকে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা লাগে প্রতি পার্সেন্টের জন্য এবং এখানে পি এ সি যেগুলি আছে রাজ্যসরকার যদি বেয়ার না করে তাহলে এক পয়সাও তাদের চালানোর ক্ষমতা নেই। এই রাজ্যসরকার বা বিভিন্ন দপ্তর যাদের এপয়েন্ট করেছেন তাদের জন্য প্রতি পার্সেন্ট ডি এ দিতে গেলে পরে সাড়ে ছয় কোটি টাকা দরকার হয়। এবং সেই জায়গায় আমাদের ২১ শতাংশ বাকি আছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানুয়ারীতে একটা ঘোষণা করবেন আবার যদি থাকে তাহলে জুলাইতে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর এই ডি এ তারা ঘোষণা করেন। আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডি এ দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

এখানে গোপন করার কিছুই নেই। আমাদের যে অতিরিক্ত টাকা খরচ হচ্ছে বিভিন্ন খাতে সেই জন্য আমরা দিতে পারছিনা। আমরা এই রকম কোন প্রতিশ্রুতি দিই না যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যেদিন থেকে ডি এ দেবে সেই দিন থেকে আমরা দিতে পারবো। আমরা বলছি যেদিন টাকা সংগ্রহ করতে পারব সেই টাকার উপর বেসিস করে আমরা ডি এ দেব। কবে থেকে এ্যাফেক্টেড হবে সেটা আমরা ভেবেই দেব এবং যেদিন থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে তার পরেই এ্যাফেক্ট হবে। সেন্ট্রাল গভঃমেন্ট নিশ্চয় খুব ভাল ভাবেই জানেন। ডি এ হিসেবে সেন্ট্রাল গভঃমেন্ট কোন টাকা বরাদ্ধ করেনা। এটা নিয়ে মাননীয় সদস্যরা ভালভাবে জানা উচিত। আলাদাভাবে ডি এ হিসাবে টাকা সেখানে বরাদ্ধ করে না। রাজ্যেসরকারের জন্য ফাইনান্স কমিশন বা প্লেনিং কমিশন তাদের যে টাকা বরাদ্ধ করেন সেই বরাদ্ধের উপর নির্ভর করে আমাদের সেখানে এই সমস্ত বরাদ্ধ করতে হয়। কেন্দ্রীয়সরকার এবং প্লেনিং কমিশন তারা সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করেছেন কোন অবস্থার মধ্যে প্লানিং হেডের ২০ পারসেন্টের বেশী টাকা নন প্লেন হেডে টাকা খরচ করতে পারবে না। এখানে তারা সীমা বেধে দিয়েছে সেই

সমস্ত জায়গার মধ্যে। স্বাভাবিক কারনে দুই বছর আগে থেকে বলে এটা এই রাজ্যে কোন দিন ফলো হয়নি। গভঃমেন্ট টেক্স যেদিন থেকে দিতে পেরেছে সেই তারিখ থেকে এ্যাফেক্ট দিয়েছে। অথবা এক দুই মাস আগে নিয়ে সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— কেন্দ্রীয়সরকার কি আগে থেকে এস পি ও দের জন্য ৫০০ টাকা করে দিয়েছিল ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— এই সব এস পি ও দের জন্য যখন আমরা সিদ্ধান্ত করলাম জম্মু ও কাশ্মিরের অথবা অন্যান্য রাজ্যের জন্য তারা সেই ৫০০ টাকা বরাদ্ধ করেছেন। এই টাকা আমরা কেন্দ্রীয়সরকার থেকে পাই। বাকী যে টাকা খরচ হয় রাজ্য সরকারকে সেই টাকার ব্যবস্থা করতে হয়। সেই জায়গার মধ্যে ডি এর টাকা এবং যে ফাইনান্সিয়াল পজিশান যা এই মুহূর্তে আমাদের ডি এ দেওয়ার মত ব্যবস্থায় নেই। সেই জায়গার মধ্যে আমরা সহানুভূতিশীল । আমাদের রাজ্যের ফাইনান্সিয়াল যা অবস্থা চলছে সেটা যদি আমরা ইমপ্রোভ করাতে পারি তাহলে এই সর্ম্পকে সরকার যতশীঘ্র সম্ভব ডি এ সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ— স্যার , উনার বক্তব্য মাননীয় মন্ত্রীরা মাননীয় সদস্যারা সাংবাদিকরা কি বুঝল জানি না, আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন কি স্যার ? আমি তো এই রকম কারবার দেখি নি ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতা, আর তো স্কোপ নেই কারণ ডিসকাশন শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালি) ঃ—মাননীয় মন্ত্রী ডি এ দেবেন কি না দেবেন না কিছুই বুঝলাম না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন যে চেষ্টা করবেন ফিনানশিয়্যাল কনডিশান ভাল হলে দেবেন।

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
Presentation of the Commettee Report

Mr. Speaker : - Now the Business before the House Presentation of the 3rd Report of the Committee on Public Undertakings before the House.

Now, I would request the Hon'ble Member Shri Basudev Majumder ,Chairman of the Public Undertakings Committee, to present its 30th Report before the House.

Shri Basudev Majumder ঃ— Mr.Speaker Sir, I,Chaiman of the Committee on Public undertakings. On behalf of the committee I beg to present the Thirtinth Report of the committee before the House.

Mr. Speaker ঃ— Honble Members are requested kindly to collect the copy of the above mentioned committee Report from the Notice room of the Tripura Legislative Assembly.

GOVERNMENT BILL-Considered and Passed

মি স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচনা হলো ঃ—

The Tripura profession, Trades, Calling and Employments Taxation (second Amendment) Bill , 2003 (Tripura Bill No 10 of 2003) .

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Badal Choudhury (Minister.) :— Mr. speaker Sir, I beg to move The 'Tripura , Trades Calling and exployments Taxation (Second Amendment)Bill 2003, (Tripura Bill NO 10 of 2003)

স্যার, এই বিলটা আনার কারণ হচ্ছে আমরা এর আগে একটা এমেণ্ডমেন্ট করেছিলাম এই সেইল ট্যাক্সের উপর সেখানে আমরা নাম্বার অফ্ ভ্যাহিক্যা ল ধরে ট্যাক্স নির্ধারণ করেছিলাম, এতটা গাড়ী থাকলে এত হবে আর এতটা গাড়ী থাকলে এত হবে। কিন্তু এটার উপর হাইকোর্টে একটা মামলা হয় এবং তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কনস্টিটিউশন্যাল যে সুযোগটা আছে তাতে কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্যের উপর ট্যাক্স বসানো যায় না। সেই সমস্ত দিক থেকে এটা আড়াই হাজারের বেশী কোন অবস্থাতেই হতে পারবে না। হাইকোর্টে এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করেছি এটার এমেন্ডমেন্ট আনা দরকার এবংএটাকে বিবেচনার মধ্যে রেখে আইনগত যে অসুবিধা দেখাদিয়েছে সেটার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় এমেন্ডমেন্ট এনে এটাকে বিল হিসাবে এখানে উপস্থাপনা করেছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একচ্যুয়ালি ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৯৭ইং সালে প্রফেশান ট্যাক্স ইনট্রোডিউস হয় এবং এটা এমেণ্ডমেন্ট হওয়ার পর পুনরায় ১৯৯৭ইং সালে দি ত্রিপুরা প্রফেশান ট্রেইডস্ কলিং এ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্যা ক্সেশান এ্যাক্ট এখানে পাশ করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৯৯ইং সালে এটা ফাষ্ট এমেন্ডমেন্ট হয় এবং আজকে যেটা এখানে এমেন্ডমেন্টের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে হাই কোর্টে কেইস হয়েছিল এবং এই কেইস হওয়ার ফলেই ব্যক্তির উপর প্রফেশনাল ট্যা ক্স হয় ভেহিক্যালের উপর হয় না। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলতে চাইছেন এবং যে এমেন্ডমেন্টের প্রস্তাব করা হয়েছে সেটার সঙ্গে মিল নেই।

এখানে যে এন্ট্রির কথা বলা হয়েছে ইন ক্লোজ ৭ অফ দি অ্যামেন্ডমেন্ট অর দি অ্যা ক্ট (লেভী অ্যাণ্ড চার্জেস অফ ট্যাক্সেস) প্রোভাইডেড দ্যাট সেভেনটিন অফ দি সিড্যুল সেল অ্যাপ্লাই অনলি অন মাচ্ ক্লজেস অফ পারসন এ্যাজ মে বি স্পেশিফাই বাই দি স্টেট গভর্ণমেন্ট বাই নোটিফিকেশান ফ্রম টাইম টু টাইম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে অনারেবল্ মিনিষ্টার বাদল চৌধুরী মহোদয় উনারা যে স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট অ্যাণ্ড রিজন্স দিয়েছেন এখানেও উনি সাইন করেন দিয়েছেন যে অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য উনারা একটা নোটিফিকেশান করেছিল ৬/১১/২০০১ইং এ ইচ ইট্ থ্রী হুইলার্স রুপিস্ টু হানড্রেড, ফোর হুইলারের জন্য রুপিস ফৌর হানড্রেস কিন্তু সাব সিকোয়েন্টালি অন ১৮ই আগস্ট, ২০০৩ইং সালে একটা গভর্ণমেন্ট নোটিফিকেশান হয়েছে সাইন্ড বাই হিম। পি আগরওয়াল। এটা সাইনড অন ১৪/৮/২০০৩ইং। এখানে গাড়ীর ব্যাপারে যেটা করা হয়েছে আমি এখানে বলবো থ্রি হুইলার যারা চালান ম্যাক্সিমাম ড্রাইভার কাম ওনার অটো রিক্সার। এখানে গাড়ীর ব্যাপারে বলব ফৌর হুইলার বাস ট্রাক এখানে গাড়ীটা কেনার পর ৫ বৎসর একটা কনডিশানে থাকে, তারপর আর একটা কনডিশানে থাকে। ধরুন আমার একটা গাড়ী আছে আমি যদি ৫ বৎসর পরে যে ট্যাক্সটা হবে প্রথম ৫ বৎসরে সেটা হবে কিনা। এখানে ১০ (ওয়ান) এ থ্রি হুইলার নট মোর দেন ওয়ান ঘুরিয়ে বলেছে। এ টার জন্য ৩০০ টাকা দিতে হবে এটা নোটিফিকেশানে আগে ছিল। এখন ঘুরিয়ে নট মোর দেন ওয়ান। ইট ইজ বেইস্ড অন দি ভেহিক্যাল নট ইন দি টোট্যাল টার্ন ওভার অব ইনকাম। তার মানে এক কথা ৩০০ টাকা আমি এখানে প্রস্তাব রাখব। অনেকে পি এম আর ওয়াই লোন নিয়ে একটা অটো কিনছে। ওনার কাম ড্রাইভার হচ্ছে। উনারাতো গরীবের কথা বলে। এখানে দেখুন এন্ট্রি নং ওয়ানে সেলারীড অ্যামপ্লয়ীদের কথা বলা আছে ফ্রম ২৫০০ টু ৩০০০ রুপিস ৬৩ টাকা পার মানথ টাকা হবে। মানে ২হাজার ৫০০ টাকার নীচে হলে কাটা হচ্ছে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে একজন থ্রি হুইলার ওনার হো ইজ ড্রাইভার কাম ওনার উনি ২৫০০ টাকামাসে পায় কিনা এবং উনি লোন দিতে পারেন কিনা ? ইউ অট টু কনসিডার ইওর এন্ট্রি। এটা মাসে ২৫০০ থেকে ৩৩০০ টাকা পর্যন্ত যারা বেতনপান তাদের মাসে ৬৩ টাকা করে কাটা হবে। মানে ২৫০০ টাকার নীচে হলে কাটা হচ্ছে না। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন রাখব এন্ট্রির ১০ (বি) তে আছে

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মি স্পীকার স্যার, আমিতো বলেছি যে এখানে কনস্টিটিউশনে যে বাঁধাটা রয়েছে সেটা দূর করার জন্য এবংএটাকে সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে এই অ্যামেন্ডমেন্টের দরকার হয়েছে। তারজন্য এটাকে এসেমব্লিতে প্লেস করা হয়েছে কারণ এটা এসেমব্লি ছাড়া করা যাবে না। তারজন্য বিলটিকে এখানে আনা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমাদের এখানে যে অ্যামন্ডমেন্ট আনা হয়েছিল অ্যামেন্ড্রমেন্ট ৯৭, ৯৮ এবং সর্বশেষ গত আগস্ট মাসে মানে জুলাইতে আমরা মন্ত্রীসভায় এই ডিসিশনটা নিয়েছি। এই ব্যাপারে কি করতে হবে সব এখানে দেওয়া হয়েছে তো এখানে যে সমস্যাটা হয়েছিল সেটা হলো আমরা আগে যেটা করেছিলাম সেটা গাড়ীর অ্যাগে নিস্টে করা হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে কোন ম্যাটেরিয়েলস্ বা গাড়ী সর্ম্পকে কিছু করা যাবে না। কাজেই এটা সংশোধন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মেইনলি মাননীয় সদস্য যে থ্রি হুইলারের কথা বলেছেন যে, এটাকে একটু কম করা যায় কিনা। আমি তো এর আগেও বলেছি যে আমাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক কিন্তু রেভিনিউ বাড়াতে না পারলে কোটিকোটি টাকা আপনারা পাচ্ছেন না, চলে যাবে এবং এজন্য আপনারা দেখেছেন বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি ট্যাক্স আমাদের বসাতে হয়েছে। এছাড়া আমাদের কাছে আর বিকল্প কিছু ছিলনা। গর্ভণমেন্ট ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের যে কমিটমেন্ট অব্ এগ্রিমেন্ট হয়েছে তার ভিত্তিতেই এটা করতে হয়েছে। এরপরেই আমরা এই রেট চালু করেছি। এই ধরনের আরো কিছু পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য। এখন রাজ্যেরস্বার্থে আমাদের ইচ্ছা না থাকলেও এটা করতে হচ্ছে। কারণ এ ছাড়া আমাদের কাছে আর বিকল্প কোন কিছু নেই। তো তাদের যে ইনকাম আছে তাতে বছরে ৩০০ টাকা দেবেন। মানে যাদের একটি থ্রি হুইলার আছে এক বছরে দিস ইজ নট মাচ। এক ব্যক্তির যদি দুইটি থ্রি হুইলার থাকে তারজন্য ৬০০ টাকা এবং তিনটির মালিক হলে ৯০০ টাকা দিতে হবে। চারটার জন্য দিতে হবে ১২০০ টাকা। আর মোর দ্যান ফোর যদি হয় ৮ টা বা ১০ টা আরো বেশী তাহলে সেখানে লিমিটেড করে দেওয়া হযেছে ১৫০০ টাকা। আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে বাড়াতে পারতাম কিন্তু সে জায়গায় যাইনি। এখন থ্রী হুইলার আমাদের রাজ্যে অনেক বেশী কাজেই এটাকে ড্রপ করার জন্য সুযোগ আমাদের সামনে নেই। তারপর দেখুন যারা ট্রাক বা বাসের মালিক তাদের কত লক্ষ টাকা থাকলে পরে ট্রাক বা বাসের মালিক হতে পারেন। এক্ষেত্রে আমরা একটু শ্রেণী বিন্যাস করেছি। যাদের বেশী গাড়ী আছে তাদের একটু বেশী দিতে হবে। কারণ বেশী গাড়ী যাদের থাকবে তারাই একটু বেশী শক্তি সামর্থের দিক থেকে। তাদের উপর সেজন্য একটু বেশী বাড়ানো হয়েছে। যারা কম পয়সার মালিক কম গাড়ী আছে তাদের ক্ষেত্রে কম করা হয়েছে। আর যারা বেশী গাড়ীর মালিক তাদের ক্ষেত্রে একটু বেশী সেটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— আপনি থ্রী হুইলারের বেলায় সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ট্রাকের বেলায় আয়টা ঠিকভাবে বুঝেই কি নির্ধারণ করা হয়েছে?

শ্রী বাদল চৌধুরী(মন্ত্রী)ঃ— নিশ্চয়ই না, একটা বাস বা ট্রাক থাকলে আমরা বলছি ১৫০০ টাকা হবে। একটার বেশী থাকলে সেটা ২০০০ টাকা হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ(বিরোধী দলনেতা)ঃ— মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা সুনির্দিষ্টভাবে থ্রী হুইলারের কথা বলেছেন। আসলে দেখা যায়, বেকাররা প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় অটো বা জীপ গাড়ি ক্রয় করেছেন বা করছেন। এই যদি অবস্থা হয় তা হলে তো স্কীমটাই মার খাবে। বিশেষ করে যে সকল বেকার যুবক লোন নিয়ে থ্রী হুইলার কিনেছেন সেটার কর কন্সিডার করা যায় কিনা সেটাই আমরা বলছি। আপনি বলছেন আয় বাড়িয়ে দিল্লীকে দেখাতে হবে। কিন্তু লজিক্যালি ব্যাপারটা আপনাকেই ভাবতে হবে। সমস্যাটা কোথায় সেটা ভাববেন না ? এই ব্যাপারটা কিছু করা যায় কিনা কাইন্ডলি দেখুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি দুই বা তিন লক্ষ টাকা খরচা করে যারা থ্রী হুইলার নামাতে পারেন

ইনকাম অনুসারে বছরে তাদের পক্ষে তিনশ টাকা করে ট্যাক্স দেওয়া মোটেই কঠিন কিছু নয়। বছরে তিনশ টাকা হলে মাসে কত পড়ছে পঁচিশ টাকা করে বোধ হয় পড়বে। এটা এমন কিছু নয়। দিনে এক টাকাও পড়ছে না।

শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে তারাই বাস কিনছেন। বস্তুত সেটা নয়। উনি বলেছেন অটো বাড়ছে। অটো বাড়াতেইতো ইনকাম কমে যাচ্ছে। তাদের অনেকেই এখন দুবেলা ঠিক করে খেতে পারে না। তাদের যদি চাকুরীর ব্যবস্থা থাকত তাহলে ওরা এখানে আসতেন না। **বৎসর** নির্ধারণ করে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, এটা আপনি আগেই বলেছেন। নতুন করে বলার দরকার নেই।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ— যারা ৫ বছরের নিচে প্রেকটিস্ করছে তাদের তিনশত টাকা, ৫ বছর থেকে দশ বছর ছয়শত টাকা, দশ বছর থেকে পনের বছর নয়শত টাকা দিতে হবে। আর পনের বছরের উপর হলে পনেরশত টাকা। সুতরাং এইভাবে চিন্তা করার জন্য আমি বলছি। নিউ ভেহিক্যা লের জন্য একটা আর ওল্ড ভেহিক্যালের জন্য আর একটা কিছু করা যায় কিনা ? আর দেয়ার ভেহিক্যাল ওনার কাম ড্রাইভার টু দি এক্সজামশন করা যায় কিনা, আর যেটা যাদের দুটো বাস আছে, একটি যাদের আছে এক হাজার টাকা দুটো যাদের বাস আছে তাদের দেড় হাজার টাকা দুইয়ের উপরে থাকলে দুই হাজার টাকা করা যায় কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্ত রের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো —'' The Tripura Professions, Trades, Callings and Smployments Taxation (Second Amendent) Bill , 2003 (Tripura Bill No. 10 of 2003) বিবেচনা করা হউক।

অতত্রব, প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পিকার ঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি, বিলের অর্ন্তগত ১নং ও ২ নং ধারা দুটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। অতত্রব, বিলের উক্ত ধারা দুটো বিলের অংশরুপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ— বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরুপে গণ্য করা হউক।

অতত্রব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরুপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো The Tripura Professions, Trades. Callings and Employments Taxation (Second Amendment)Bill , ''2003 (Tripura Bill No10 of 2003)''

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্ত রের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য

Shri Badal Choudhary (Minister) :- Mr. Speaker sir, I beg to move The Tripura Professions , Trades, Callings and Employments Taxation (Second Amendment)Bill 2003 (Tripura Bill No.10 of 2003)'' That the Bill be passed.

মিঃ স্পীকার ঃ— এখনসভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্ত রের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ— '' The Tripura Professions , Trades, Callings and Employments Taxation (Second Amendment) Bill 2003, (Tripura Bill No 10 of 2003) পাশ করা

হউক।

অতত্রব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ''The Tripura Motor Vehicles Tax(Sixth Amendment) Bill 2003 (Tripura Bill No 12 of 2003) বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Sukumar Barman(Minister) :-Mr. Speaker sir, I beg to move '' The Tripura Motor Vehicles Tax (Sixth Amendment)Bill 2003 (Tripura Bill No 12 of 2003)"be taken into consideration.

মিঃ স্পিকার ঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি আলোচনায় একটু সময় লাগতে পারে, এই সময়টা আমি হাউস থেকে চেয়েনিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আলোচনা করুন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে খুব একটা আলোচনা নেই। তবে আমি এখানে বলছি যে ত্রিপুরা মোটর ভেহিক্যাল্‌স ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৭২ সেখানে কর মুকুবের সংস্থান ছিল। কিন্তু ফাইন মুকুবের কোন সংস্থান ছিল না। এখন এই ষষ্ঠ সংশোধনীর মধ্যদিয়ে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে যারা কারণ দর্শাতে পারবেন- ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখছি যারা গরীব মালিক ছোট ছোট মালিকের সংখ্যা হচ্ছে বেশী। নানা কারণে তাদের আয় কম সেইজন্য তারা টেক্স দিতে পারছেন না। এইরকম প্রচুর সংখ্যক দরখাস্ত আমাদের কাছে এসেছে। সেইদিক থেকে আমরা বিবেচনা করে দেখছি যে মূল টেক্স সেখানে মুকুব করার কথা আমরা বলছি না। শুধু ফাইনটা যাতে মুকুব করা যায় তার সুনির্দিষ্ট কারণ দেখাতে পারলে- সেইজন্য আমরা এই বিলটা এখানে এনেছি। তাছাড়া আগে ছিল যে প্রতি টেক্সের যে সময় সীমা সেই সময়সীমার মধ্যে ১৫ দিন পর্যন্ত্য ছিল তার গ্রেস পিরিয়ড ১৫ দিন পেরিয়ে গেলে দশ শতাংশ হারে তাকে পেনাল্টি দিতে হত। তার পরে আবার ১৫ দিন পেরিয়ে গেলে আবার ১০ শতাংশ। এখানে এই জায়গার মধ্যে এটাকে সংশোধন করে ১৫ দিনের জায়গায় আমরা সেখানে ৩০ দিন করেছি। এক মাস পর্যন্ত ১০ শতাংশ আর এক মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত ২০ শতাংশ তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ছয় মাস থেকে বার মাস ১০০ শতাংশ এবং বার মাস থেকে তার উপরে হলে ২০০ শতাংশ। এই ভাবে আমরা বিল সেখানে এনেছি। এই হলো বিলের মূল বিষয়বস্তু।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার , তাহলে উনি যে বলেছেন মুকুব করা কিন্তু মুকুবের সংস্থান কোথায় ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই মুকুব করার সময় সীমা হবে এই সংশোধিত বিল গৃহীত হওয়া পর্যন্ত।

শ্রী দীপক কুমার রায় ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে আইন করা হয়েছে, এটা প্রকৃতপক্ষে যারা শ্রমজীবী মানুষ খুব কষ্ট করে তারা লোন নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ঘর মরগেজ রেখে ব্যবসা করছে এবং এই ব্যবসা করে জীবিকা নিবার্হ করছেন সেই লোকদের জন্য এটা বিরাট একটা বার্ডেন হয়ে গেল। কারণ একদিকে ব্যাঙ্ক লোন অন্য দিকে ট্যাক্স। এখানে যে বলা হয়েছে ট্যাক্স এখানে চক্রবৃদ্ধির মত হয়ে গেল। এক থেকে তিন মাস পর্যন্ত ১০ শতাংশ। তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত ২০ শতাংশ। ছয় মাস হলে ৫০ শতাংশ। এক বছর হলে ১০০ শতাংশ। এক বছরের উপরে হলে ২০০শতাংশ। এই যে সুদ তো ব্যাঙ্ক করে না। কাজেই এটা শ্রমজীবী মানুষের কাছে একটা বুঝা হয়ে দাড়াবে। তারা ব্যাঙ্ক থেকে লুন নিয়ে ফেরত দিতে পারছে না। সেখানেও তাদের সুদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সরকারের টি আর টি সি আছে তারাও তো লক্ষ লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে পারছে না। ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন আছে এস সি কর্পোরেশন আছে এস টি কর্পোরেশন আছে ও বি সি আছে স্ট্যাটব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ট্রান্সপোর্ট বিজনেসের টাকায় রিকভারী করা যাচ্ছে না উগ্রপন্থী সমস্যা জনিত কারণে। সেখানে কি করে এই খেটেখাওয়া শ্রমজীবি মানুষরা এই ট্যাক্স দিতে সক্ষম হবে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে - আপনার আইন রয়েছে মোটর ভেহিক্যাল এ্যাক্টে যে কোন গাড়ী যদি টেক্স না দেয় তাকে পারমিট দেওয়া হয়না। যে আইন আছে সেটাকে আমরা মানতে চাই, সেটাকে সম্মান জানাই। এক্সজেস্টিং যে আইন আছে সেটাকে সম্মান জানিয়ে বলছি কোন গাড়ী যদি টেক্স না দেয় তাকে পারমিট দেওয়া হয় না। সেই গাড়ীকে পারমিট দেয়না গভর্ণমেন্ট। তো আমাকে যখন এই রুটে পারমিট দেওয়াই হলো না টেক্স না দেওয়ার অপরাধে, আমি রোডে গাড়ী চালাতে পারব না পারমিট ছাড়া। এটাইতো নিয়ম,.এটাই চলছে, এটাই রুলস্। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন। তা হলে টেক্স না দেওয়ার জন্য আমাকে পারমিট দেওয়া হলো না আমার গাড়ীতে অটোমেটিক্যালি রোড থেকে ব্লক হয়ে গেল। পারমিট ছাড়া আমি গাড়ী চালাতে পারব না। করলে ইললিগেল হবে, পুলিশ ধরবে হেরাস করবে। বিভিন্ন রকম কেইস করতে পারে অনেক কিছু করতে পারে। আইন রয়েছে যথেষ্ট। সেখানে আমাকে একদিকে পারমিট দেবেনা আবার আরেকদিকে পেনাল্টি চলবে এটা তো হতে পারে না। দু'টি ব্যবস্থা একসঙ্গে দেওয়া যায়না। আমি টেক্স দিলামনা এক বছরের, আমি পারলাম না সেই টেক্স দিতে, আমাকে পারমিট দিলোনা। আমিতো গাড়ী চালাতে পারছিনা, তার উপর আবার পেনাল্টি চলবে, দু'টি আইন তো এপ্লাই করা যায় না। একদিকে পারমিট নেই আরেকদিকে চক্রবৃদ্ধি সুদ। এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করবেন যে একসঙ্গে দুটি আইনকে কাজে লাগানো যায় না। আরেকটা ব্যাপার রয়েছে এখানে আপনি প্রিভিয়াস যেগুলি রয়েছে সেগুলি মুকুব করার কথা বলেছেন, এপ্লিকেশান দিলে পর। এখন এইগুলি মুকুবের কোন প্রভিশান রাখছেন না। এই প্রিভিয়াস মুকুবটা কিভাবে হতো? রিজনটা কি ছিল ? রিজনটা কোন পুরানো গাড়ী ৫ বছর ১০ বছর হয়ে গেছে গাড়ীগুলি টেকনিক্যাল ডিফেক্ট হয়ে গেছে গ্যারেজে আছে। ১ বছর ৬ মাস মেন্টিনেন্সের জন্য গাড়ী চালাতে পারছেনা বা অকেজো গাড়ী ঘরে রেখে দিয়েছে। এই অবস্থার জন্য তাদেরকে গ্যারেজ সার্টিফিকেট দিয়ে তাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে যে আমার গাড়ী আনফিট তখন তার টেক্সটা মুকুব হতো। এইতো প্রভিশান ছিল। তো এই প্রভিশানটা কেন তুলে দেওয়া হলো? এখনতো অনেক গাড়ী আনফিট হয়ে গ্যারেজে পরে আছে। তাদের বেলায় কেন টেক্স দেওয়া হবে ? কেন তাদের বেলায় এই প্রভিশান থাকবেনা মুকুবের ? এটা যুক্তির কথা যে আমার গাড়ীটা এক্সিডেন্ট হয়েছে মনে করুন। এটা তিন মাস গ্যারেজে পরে আছে। আমি রিপোর্ট দিলাম গ্যারেজ-এর সার্টিফিকেট সবকিছু দিলাম ভেহিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এই হিসাবে এটাকে মুকুব করা হতো। আজকে এই মুকুবটাকে কেন তুলে দেওয়া হলো? আমি ঘরে বসিয়ে রেখে কি গাড়ীর টেক্স দেব। এটা কি করে হয়। এটা তো হতে পারে না। টেক্স মুকুব করার প্রভিশানটাকে কন্টিনিউ করতে হবে। এটা আপনার কাছে রিকুয়েস্ট কমিটিতে পাঠিয়ে এই প্রস্তাবগুলি আমি রাখলাম সেটা আমার মনগরা নয় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়। এই কথাগুলি আমি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বল্লাম। আপনি এইগুলিকে পুনর্বিবেচনা করে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান। প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন আমি সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তুত। আমি সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ধন্যবাদ।

শ্রী গোপালচন্দ্র রায় ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, This Penalty in a Suprime Court held in the case of Hindustan Steel Ltd. versus State of Orrissa.

An order imposing penalty for failure to carry out a statutory obligation is the result of a quasi-criminal proceeding and penalty will not ordinarily be imposed unless the party obliged, wither acted deliberately in defiance of law or was quility of conduct contumacious or dishonest or acted in conscious disregard of its obligation. Pental is not interest it is not tax because law is for the people, people are not for law. The penalty it is other things. Penalty provision penal section. They are going to introduce and the existing section this is ten percent it is bed

in law, এটা কোনো আইন? because no order imposing penalty principle of law held by supreme court, no penalty no order imposing in a penalty unless there shall be made unless the ACC has been hard and as given a reasonable opportunity to being hard . এটা কিন্তু আপনার নায্য পাওনা নয়, আমি দিতে পারলাম না এজন্য পেনাল্টি ফাইন । ওয়েদার আই হেভ কমিটেড এনি অফেন্স- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পেনাল্টির কথা বলা হয়েছে, ইট ইজ নট টেক্স, ইট ইজ নট ইন্টারেস্ট ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন । মিঃ স্পীকার স্যার, এনি ইনকাম টেক্স এ্যাক্ট ২৭১ এ.বি.সি. ওয়াজ দ্যা পেনাল সেকশান অনলি বিং অমিটেড বিকজ পেনাল্টি ইজ কোয়েসি ক্রিমিলান প্রসিডিংস । সো দ্যা অ্যামেন্ডমেন্ট ইন অ্যামেন্ডমেন্ট ইট ইজ এনাদার হুয়াট আই কেন এক্সপ্রেস, ইট ওয়াজ টেন পারসেন্ট, ইট বিকজ টু হানড্রেড পারসেন্ট। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রেভিনিউ মিনিষ্টার বলেছেন ঋণ লাগবে। তাহলে গরীব মেহনতি মানুষের মাথায় বারি দিয়ে টাকা আদায় করতে হবে? পেনাল্টি উয়ীদাউট হেয়ারিং ওয়ার্ড উয়ীদাউট গিভিং এন অপবচ্যুনিটি দিস ইস হেয়ার বাই দ্যা সুপ্রীমকোর্ট । আই শেল টু আন্ডারস্টেন্ড ওয়েদার দিস হাউস হেজ গট দ্যা রাইট বাইয়োলেট দ্যা রুলিং অব সুপ্রীম কোর্ট । হেয়ার অনলি রিজন এডিশনাল রিসোর্সেস মোভেলাইজেশন পেনাল্টি করা হচ্ছে। আগে ১৫ দিন ছিল, এখন ১ মাস হয়েছে অলরাইট । তারপরে যেখানে টেন পারসেন্ট ছিল, এটাকে টু হানড্রেট পারসেন্ট করা হয়েছে। ইজ দেয়ার এনি 'ল' ইন ইন্ডিয়া? দ্যা পেনাল প্রভিশন, দ্যা, পেনালটি উড বি টু হানড্রেট পারসেন্ট ইজ এ টেন পারসেন্ট ১৫ ডেইজ ইফ এনিবডি উয়ীল নট এবল টু পে মেইড ইট ইজ নট ইন পজিশন টু দ্যা টেক্সেস । পেনাল্টি উড বি সিমপ্‌ল টেন পারসেন্ট। নাউ ইট কামস টু বি টু হানড্রেট । এই আইনটা যদি ভায়োলেট করে দেখাতে পারেন যে ২০০ পারসেন্ট,১০০ পারসেন্ট,৫০ পারসেন্ট টেক্স পেনাল্টি হয় আমরা মেনে নেব । ইনটারেস্ট প্রভিশন ইজ দেয়ার । ধরুন আমার দুটো বাস আছে, বাসের ন্যাশনাল পারমিট হল ১১ হাজার টাকা করে ১১ ইনটু ২ তাহলে সেখানে দাড়াবে ২২ হাজার টাকা। আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলাম, আই হেভ বিন রেফার্ড টু ভেলুর। আমি ১ বছর থাকতে পারলাম না, না থাকতে পারলেও আমাকে ১১ ইন টু,২২ হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে টেক্স। আর পেনালটি দিতে হবে ৪৪ হাজার টাকা । তার মানে ৬৬ থাউজেন্ড রুপিস আই এম টু পে। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে একটা কাল আইন পাশ হয়ে যাবে আমার কথাটা একটু শুনুন। ইট ইজ এ পেলাল্টি প্রসিডিং উয়ীদাউট শোকজ। উয়ীদাউট গিভিং দ্যা অপরচুনিটি টু বিং হার্ড। পেনাল্টি কেন বি ইমপোজ এনিবডি দিস ইজ পেনালটি ,দিস ইজ নট ইনটারেস্ট। ইট ইজ দ্যা সুপ্রীমকোর্ট রুলিং এ্যান্ড আই হেড শোন দ্যা সুপ্রীমকোর্ট রুলিং বাট ইট ইজ রেকর্ডেড। ইটস দ্যা ট্রেজারী বেঞ্চে ভায়োলেটিং দ্যা সুপ্রীমকোর্ট জাজ্‌মেন্ট অব রুলিং উয়ীদ পাস দ্যা অ্যামেন্ডমেন্ট হেয়ার।

They will be responsible to the supreme court. My request to your honour this motoo was very good morning I added Dipak Babu also this provision the provided that the State Government in the Strnsport department on application by the against party.

মিঃ স্পাকীর ঃ- যদি সে দিতে না পারে তারপরে পেনাল্টি ।

Shri Gopal Ch. Roy :- No, no we are not also right Mr. Speaker sir, I am telling এটা হল prior to the effact of this amendment. So if you are going to passing Bill here then should be provision for examination and herering otherwise you can not pass this amendment here.

It will be act of the decission of the Supreme Court.

মিঃ স্পাকীর ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা উত্থাপন করবেন।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য দীপকবাবু উনি শুধুমাত্র বিধায়কই না উনি একজন-

শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধিত্বও করেন এবং গোপালবাবু এখানে আইনের ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে আমাদের রাজ্যের আইন সচিবও আছেন উনি বিধানসভার সচিবও। মাননীয় মন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন এই বিলটা দেখুন রিজন অব অবজেক্ট-এ কি বলেছে। The said rule does not provide any scope to the authority to examed or re-made the amount of penelty either in hole -----

বর্তমানে যে আইন আছে সেটার মধ্যে মুকুব করার কোন বিধান নেই এই জন্য আমি এটা এনেছি। আপনি কেন এনেছেন? এই বিল পাশ হলে অফিসাররা ইচ্ছা করলে মুকুব করতে পারবে এটা আপনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আগে ছিল না। এখনও কিন্তু বিল পাশ হলে থাকবেনা। এটা কিন্তু রিজনে বলা হয়েছে যখন বিলে এসে পড়ল রিজনটা কিন্তু আইনে যাবে না এটা বুঝাবার জন্য এনেছেন। যারা বিল ঠিক করে দিয়েছে তারা মিসগ্রিয়েড করেছে অথবা আপনি করেছেন। যারা এতদিন পর্যন্ত টেক্স দেয়নি তাদেরটা মুকুব করতে পারবেন আইনটা এই জায়গায় এনেছেন। এটা কাদের জন্য। এটা নিশ্চয়ই যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সরলিকরণ, আগে যেটা ছিল এটা এত সরল ছিলনা। একটা কারণ দেখিয়ে সরলিকরণ করেছেন। আসলে অল জুডিশিয়েল এ্যাক্ট ইজ ন্যাশলান এ্যাক্ট আসলে এটা হচ্ছে আরবিটরি এটা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। যেমন এই আইনে দেখা যাবে নিশ্চয় কাউকে বেনিফিট দেওয়ার জন্য আপনি এনেছেল। শ্রমিক ইউনিয়নের তারা বোধ হয় কিছু গাড়ীর মালিক হয়ে গেছে কাদের বোধ হয় দীর্ঘদিনের টেক্স জমে গেছে একটু আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বলেছেন আমাদের কিন্তু ইনকাম বাড়াতে হবে। একদিকে গরীবদের ইনকাম বাড়ানোর কথা বলে টেক্স বসাচ্ছেন আর যারা আপনাদের দলের সাথে জড়িত এইরকম যাদের গাড়ী আছে তাদের দীর্ঘদিন ধরে টেক্স জমা পরে রয়েছে সেই টেক্সগুলি আইনের চোখে সিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে এটা মুকুব করে দেওয়ার জন্য এই প্রভাইসোটা দিয়েছেন। এটা হবে আরবিটেররি। এখন বলুনতো দেখি- একটা পিটিশন দিল দীপক রায়ের সাথে কোন শ্রমিকের যোগাযোগ আছে উনি একটা পিটিশন দিল এবং বলল আমি উগ্রপন্থার কারনে আগরতলা আসাম লাইনে তিনদিন যাবৎ গাড়ী পরে রয়েছে আমার ১৫ হাজার টাকা ফাইন দিতে হয়েছে। এক্সস্ট্রিমিষ্টদের আমি টেক্স দেবনা আমার এটা মুকুব করুন আপনার অফিসার কি এটা মুকুব করবে? করবে না। আবার বিশু সাহা গিয়ে যখন বলবে তখন মুকুব হবে এই ডিফারেন্স যদি হয় তারপরে আমি কোথায় যাব? কারো কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তাহলে দীপক রায়ের সঙ্গে যারা আছে তারা আর উনার সঙ্গে থাকবেনা অর্থাৎ কৌশলে আইনটাকে বে-আইনীভাবে আপনি করে দিচ্ছেন।

স্যার, মাই কোয়েশ্চান ইজ ওয়ান থিং, এখন প্রশ্ন হলো- এই মোটর ভেহিক্যাল এ্যাক্ট-এ অনেকগুলো আইন আছে। অর্ডার লেড করলে ফাইন করে, হেলমেট পরে না গেলে স্কুটারে বা মোটর সাইকেলে তবে তাকে ফাইন দিতে হয়। যদি কোন আইনে কিছু না থাকে আইনের মধ্যে আছে কিনা হেলমেট না পরলে ফাইন করবে? নেই, মোটর ভিহিক্যাল না এর বাইরে মোটর ভ্যাহিক্যাল সংক্রান্ত যদি কোন আইন থাকে সেটা ১৭৭-এ ফেলে দাও। তাহলে মোটর সাইকেলে গেলাম হঠাৎ করে কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে ১০০-৩০০ টাকা দিতে হয়। তখন যদি কেউ বলে আমাকে ৫০ টাকা ফাইন করেন তাহলে সে পারবে কিনা? পারবে না। তেমনি কোন অপরাধীর যদি যাবৎ জীবন কারাদন্ড হয় তাহলে সেই অপরাধী যদি বলে যে আর এইরকম করব না তাহলে কি সেই যাবৎজীবন কারাদন্ড থেকে মুক্তি পাবে? উনি সেইম লোক ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ফাইনটা করছে। তেমনি তার যাবৎ জীবন, এম.ডি.পি.এস. মার্ডার কেইস, আই.পি.সি.বা মোটর ভিহিক্যাল এ্যাক্ট -এ যে পানিসমেন্ট দিল সে কমাতে পারবে কিনা? তাই এটাকে রুলস বলে না এটাকে বলে আরবিটরী। এটার আইন হতে পারেনা। কাজেই এইরকম কোন আইন হতে পারে না। এটা বেড 'ল'। আর যেটা মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু বলেছেন ২০০ এট প্রেজেন্ট নট ইন ইন্ডিয়া। আপনি টেক্স বাড়াতে চান সেটার অনেক স্কোপ আছে। এখন প্রাইভেট গাড়ীগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের কি টেক্স বলতে চান? মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলছি টেক্স বাড়ানোর

জন্য। আপনি কার জন্য বাড়াবেন ? গরীব মানুষ একটি মারুতি গাড়ীর ড্রাইভার কষ্ট করে চলে তার টেক্স বাড়াতে যাচ্ছেন ? এখন বর্তমানে গাড়ীগুলোর টেক্স দিতে হয় ২৭৫ টাকা। বছরে এক কালীন দিলে ২৭৫০ টাকা। যারা একটি প্রাইভেট গাড়ী কষ্ট করে কর্মচারী বা অন্য কেউ অনেক কষ্ট করে গাড়ী কিনল বা মধ্যবিত্ত কর্মচারী তারও ২৭৫ টাকা বা এককালীন ২৭৫০ টাকা এ্যট এ টাইম দিতে হয়। অথচ ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে হোন্ডাই, সেন্ট্রু, এসট্রিম, ফিয়েট পলিও, টাটা সাফারী ১০-১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের যে গাড়ীগুলো আছে এটাও ২৭৫ টাকা। আর সাধারণ গাড়ীর জন্যও ২৭৫ টাকা। যারা ১০-১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে গাড়ী কিনতে পারবে তাদের জন্য টেক্স বাড়ান। এনাদার ওয়ান পয়েন্ট টেক্স বাড়াতে পারেন। আপনার দপ্তরে রাজ্যের গাড়ীগুলো ৪২০০ টাকা টেক্স দেয়। আমাদের রাজ্যের গাড়ীগুলো যখন আসামে যায় তখন কমপোজিট টেক্স দিতে হয় ৫০০০ টাকা। আর আসামের গাড়ীগুলো যখন আমাদের রাজ্যে আসে তখন তাকে কমপোজিট টেক্স দিতে হয় মাত্র ৩০০০ টাকা। কিন্তু কেন এই ধরনের হয় ফলে টেক্সে কমে যাচ্ছে। যার ফলে রেভিনিউ কমে যাচ্ছে। ইট ইজ এ ফল্ট অব দ্যা গভর্ণমেন্ট। আপনি যেটা করার সেটা করুন। আমাদের রাজ্যে আসলে কম দিবে আর তাদের রাজ্যে গাড়ীগুলো আসামে ঢুকলে বেশী টেক্স দিতে হয়, এটার ফলে শ্রমিকের ক্ষতি, মালিকের ক্ষতি, রাজ্যের মানুষের ক্ষতি। আসাম থেকে যখন আসে তখন তিন হাজার কেন হওয়াই এগুলো কেন, এগুলো চিন্তা করুন। এগুলো চিন্তা না করে আপনি আন নেসেসারী কর বসানো উচিৎ নয়। আমার মনে হয় দুটো পয়েন্ট আমি বলেছি এগুলো চিন্তা করা দরকার আর এই বিলটা একটু ভুল আছে এটা ভেবে এইভাবে করা উচিত হবে না। আপনি চিন্তা করে দেখুন, এটা করা উচিত হবে না। গরীব মানুষ যখন পি.এম.আর.ওয়াই নিয়ে গাড়ী কিনে তাকে ধরে ফেলেন, আর বড় বড় লোকেরা যখন সাফারী গাড়ী কিনবে তাকে কিছু বলবেন না, কেন সেটা হয় ? কেন পরিবহন দপ্তর থেকে আপনাকে এই প্রস্তাব দেয় না ? আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা একটু ডিফেক্টিভ। তারপর এই প্রোভাইসোটা থাকা উচিত না। মুকুব করতে চান শ্রমিক ইউনিয়নকে মুকুব করে দিন, ইন-জেনারেল সবাইকে। আপনারা বরং অফিসারদের ঘুষ খাওয়ানোর সুযোগ দিচ্ছেন। আপনি দুর্নীতিতে মুক্ত আমি বলি না কিন্তু আপনি তাকে সুযোগ করে দিলেন। আমার মনে হয় এই মোট জিনিষটার যে প্রশ্ন উঠেছে এটা এপ্রোপ্রিয়েট। আর যদি মনে হয় কারোর স্বার্থের জন্য মুকুব করেছেন আমার কোন আপত্তি নেই। এই প্রোভিশনটা থাকা উচিত না, আর থাকলে সব সময় রাখুন। সুতরাং আমার মনে হয় বিলটা ডিফেক্টটিভ। এই বিলটা আমাদের মাননীয় সদস্য ডেপুটি লিডার প্রস্তাব রেখেছেন সিলেক্ট কমিটিতে আই থিংক এটা ভাল হবে যদি রিভিউ করা যায়। একটা সিটিং কমপ্লিট হয়ে যাবে। কেননা টেক্সের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। আর একটা কথা আসামে দেখুন টেক্স বাড়ানোর ব্যাপারটা এখানে হচ্ছে ভেলুর উপরে গরীব শ্রমিক তার উপরে না।, যে যত বেশী টাকা দিয়ে গাড়ী কিনবে তার দামের উপর টেক্স বসবে। আমাদের রাজ্যে একমাত্র নয়, এটা কেন আমি জানিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার, বিরোধী দলনেতা যে কথাগুলি বলেছেন যে, যারা বেশী টাকা দিয়ে গাড়ী কিনছে এবং যারা কম টাকা দিয়ে গাড়ী কিনছে তাদের উভয়ের একইরকম হওয়া উচিত না। এখন যা প্রোভিশান সেটা এইরকমই আছে। আমাদের উত্তরপূর্বাঞ্চলের মধ্যে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ড একটা প্রস্তাব ছিল যে যখন বাড়াব একসঙ্গে বাড়াব। কিন্তু আমরা দেখলাম আসাম সরকার তাদের বিধানসভায় এটা পাশ করে তারা সেখানে ভেলুর উপর টেক্স ঠিক করেছেন। আমরাও এই বিষয়টা চিন্তাভাবনা করছি, যেহেতু তারা করেছেন আমরা এখানে করতে পারি। সুতরাং সেই বিষয়টা আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে। আসামের কাগজটাও আমার কাছে আছে উনি সেটা দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় উনি যেটা বলেছেন সেখানে ট্রাকগুলির ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ৪,২০০টাকা আসামে গেলে ৫০০০ টাকা। আমরা সেখানে বাড়তি কাজ শুরু করেছি এবং আমরা নোটিফিকেশনও করেছিলাম। কম্পোজিট ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা

করেছিল। ট্যুরিষ্ট ব্যবস্থায় ৫২০০টাকা, পরবর্তী সময় সেটাকে বাড়িয়েছে। আমরা সেই টাকা সমান করে দিচ্ছি । টোটাল ৪৮০০ টাকা সব জায়গার মধ্যে একই অবস্থা আছে। সেই দিক থেকে এই বিষয়গুলি আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে। মাননীয় সদস্য দীপক রায় বলেছেন যে টেক্স মুকুবের প্রভিশান নেই। মোটর ভেহিক্যাল এ্যাক্ট ৭০ (সেভেনটি) বর্নিত আছে। সেখানে শুধু গভঃ যদি মনে করে তাহলে পাবলিক ইন্টারেষ্ট টু গেজেট নোটিফিকেশন করে সেখানে টেক্স পার্টলি অথবা ফুল্লি মুকুব করতে পারে । এই জায়গার মধ্যে বিলের মধ্যে কোথাও হাত দেয়নি। এটা ঠিক আছে উইথড্রল করছিনা। এই বিলটা পাশ হওয়ার পর আগে যে পেনালটি ছিল সেই পেনালটির ক্ষেত্রে রেজুনাল ঠিক হলে পরে সব অফিসার করবে এই রকম নয়। সেখানে দপ্তর থেকে গভঃমেন্ট হয়ে যাবে । যারা দিতে পারছেনা তাদের বেলায় সেটা মুকুবের প্রশ্ন এসেছে। এটা রতনবাবুর লোক হতে পারে আবার যে কোন দলের লোকও হতে পারে । কারণ একচুয়েল রিজন সে যদি প্রডিউস করতে পারে তাহলে সেটার বিবেচনার মধ্যে আনা যায়। কারণ প্রাথমিকভাবেই বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক গাড়ীর মালিক আছেন । যারা একটা গাড়ীর মালিক যেমন পি.এম.আর ওয়াইয়ে সহায়তা পেয়েছে এবং গাড়ী ক্রয় করেছে তারা অনেক ক্ষেত্রে পিটিশান দাখিল করেছে তারা বহু অসুবিধার মধ্যে রয়ে গেছে। এই রকম বহু পিটিশান আমার কাছে আছে। সেই দিক থেকে বিবেচনা করে এটা আমরা সেখানে এইরকম আমরা করেছি। তার আগে এই রকম পেনাল্টি মুকুবের প্রভিশান ছিলনা। সেই জায়গায় আমরা এটা করেছি। বিলটি পাশ হলে তাদের একাট সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। যেটা তার আগে এই রকম সুযোগ ছিল না। দুই বছর আগে তারা নন অফিসিয়ালী দেখা হত এখন এটাকে একটা আইন করে দেওয়া হয়েছে। পেনাল্টি বলে ওয়ার্ড ত্রিপুরা রাজ্যে টেক্স ছিলনা। এখন চালু আছে- এটাকে ট্রান্সপোর্ট আইন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুই বছর আগে থেকে এই ভাবে তারা সেটার থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হল। প্রশ্ন এখন আপনারা মুকুব করার প্রশ্ন আনছেন। শ্রমিকরা না খেয়ে মরবেন। মোটর ভেহিক্যাল এ্যাক্ট এ শুধু মনে করুনতো গভঃমেন্টের পেনাল্টি নোটিফিকেশন সেখানে টেক্স পার্টলি অথবা ফুল্লি সেখানে মুকু ব করতে পারে। মোটর ভেহিক্যাল এ্যাক্ট অনুসারে যে আইন পাশ হয়েছিল সেখানে। কিন্তু দেখা গেছে গত দুই বছর আগে সেই আইনটা সেন্ট্রাল গভঃমেন্ট প্রয়োগ করেছে। অমাদের দিক থেকে সেই আইনটা আমরা প্রয়োগ করেছি।

উনি আগে যেটা বলেছেন আগেও ছিল। উনি যে কথাটা বলেছিলেন সেটা বিলের সঙ্গে পারমিটের কোন সম্পর্ক নেই। আবার পারমিটের সঙ্গে পেনাল্টির কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং এই বিষয়টা এখানে আসতে পারে না। সেটা আওতার বাইরে রয়েছে। যে বিষয় তারা এনেছেন সেটা কাউকে ব্যক্তিগত সুযোগ দেওয়া এবং যারা অসুবিধায় পড়েছেন তাদের ক্ষেত্রে পেনাল্টি মুকুবের কোন সুযোগ ছিলনা। সেটা বিলের মাধ্যমে পেনাল্টি মকুবের সুযোগ আমরা তৈরী করে দিচ্ছি।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- একটা পার্টিকোলার পিরিয়ডের জন্য কি আইন হবে ? তাহলে আপনি সবটার জন্য রাখুন । এই পিরিয়ডের জন্য যারা আজকে আইন পাশ হওয়ার পরে এফেক্ট হবে এবং তার যত পিটিশন আছে সেইগুলি কনসিডার করবে এবং কোন নোটিশ আইনে ? আমি একটা আইন পাশ করলাম এবং এই আইন পাশের আগে যারা আছে তাদের সব পিটিশন দেখা হবে। কার কার পার্টলি এবং কার কার কনসিডার করা যায়। কোন কিছু নেই ইজ দেয়ার এনি 'ল' ওয়ান টাইম কনসিডারেশন ইন দি মোশন টাইম। তাহলে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলুন । এই জিনিস ভুল স্যার । ইন দি মোশন টাইম বুঝে নিক। সেটা এইরকম হয়না। এটার আইন কি ? একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের জন্য কি আইনটা হবে? তাহলে আপনি সবটার জন্য রাখু ন। এটার কি ঐ পিরিয়ডের জন্য যারা তখন পিটিশান করেছিলেন ? আজকের আইনটা পাশ হওয়ার পরে পাশ হল যে দিন সে দিন এফেক্ট হবে যে দিন তার আগে যতগুলি পিটিশান আছে সেগুলি আমরা কনসিডার করব। কিন্তু এখন থেকে নূতন আইন হবে এটা কি ধরনের কথা ? আমি আজ থেকে একটা আইন পাশ করলাম কিন্তু এই আইনটা পাশের আগে যাদের পিটিশান আছে তাদের পিটিশানগুলি নেব, দেখব কাদের

কাদের পার্টলি এবং কাদের কাদের হোললি কনসিডার করা যায় । কিন্তু এখন পিটিশান দিলে কিছু থাকবে না এটা আছে কি?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- এটা ওয়ান থার্ড কনসিডারেশন ।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- বাঃ ভারতবর্ষের কোথাও ওয়ান টাইম কনসিডারেশন 'ল' আছে কি ? আমি স্যার, বলছি এটা কালকের জন্য রাখুন ইন দ্যাট মীন টাইম মাননীয় মন্ত্রী বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলুক এবং তারপর বিলটা পাশ করুন । এই জিনিসটা ভুল স্যার, পার্টিকুলার একাট পিরিয়ডের জন্য হয় না । আমার মনে হয় এটা কালকের জন্য রাখুন পাশিং করতে এক মিনিট লাগবে ইন দি মীন টাইম উনি বুঝে নিক কারণ এই রকম আইন হয়না।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, যেখানে কোন প্রভিশানই ছিলনা আইনে সেখানে আমরা ওয়ান টাইম এই বিল পাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত যারা এই অসুবিধার মধ্যে ছিলেন তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । দ্বিতীয়ত পরে যারা আসবেন তারা যাতে এটা না জমান তার জন্য সুযোগ আমরা তৈরী করে দিচ্ছি।

শ্রী দীপক কুমার রায় ঃ- আপনারা এটা কত ভুল করেছেন।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলছি কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে নেই। আমার মনে হয় এই ব্যপারটা এই রকমভাবে কিন্তু আইন হয় না । আইন তো তৈরী হবে সামনের দিকের, এটা কি বললেন এটা তো হয় না ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার , এটা হতে পারে অন সি স্পেশাল সারকামটেন্স যেমন অনেক সময় ঋণ মুকুব করা হয় খুব ভয়াবহ যদি খরা হয় অথবা বন্যা হয় । কিন্তু এখানে উনি স্পেসাল সারকামটেন্স উল্লেখ করেননি। স্পেশাল সিচ্যুয়েশান করা হয় কিন্তু স্পেশাল সারকামটেন্স ছাড়া এই ধরনের আইন কি করে হয়।

(গন্ডগোল)

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- এটা কোর্টে চ্যালেঞ্চ করলে আর আইন থাকবে না ।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমরা যদি এটা পাশ না করি তাহলে আগের থেকে যারা আছে তারা একই হারে এখানে থাকবে সেজন্য এই বিলের মধ্য দিয়ে ওয়ান টাইম রিলাগজেশ্যান সেখানে আমরা দিচ্ছি এবং সেই সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছি। যদি এটা পাশ না করি আগের থেকে যারা আছে সেটা পরবর্ত্তী সময়ে চলতে থাকবে।

(গন্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- তাহলে প্রভিশানটা থাকুক সব সময়ের জন্য পারটিকুলার টাইম স্কোপ থাকবে। আইন করে নুতনের জন্য কিন্তু এখানে পুরানের কেন ভদ্রতা করছেন ?

শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ ঃ- স্যাকশান থ্রিতে বলা হয়েছে এমেন্ডমেন্টের আগে পর্যন্ত সেটা মুকুব করা যাবে । যদি পিটিশান দেওয়া হয় তাহলে হোয়াই দ্যাট পিটিশান কনটিনিউশান থাকবে না করে ফিউচার হলেও হবে ?

শ্রী দীপক কুমার রায় ঃ- এমেন্ডমেন্টের আগে যে প্রবলেমগুলি ছিল পরে তো সেইম প্রবলেমগুলি থাকবে ?

(গন্ডগোল)

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন সমস্যা থেকে যাবে । সমস্যা যদি হয় যখন যখন সে রকম সমস্যা হবে তখন সে রকম ভাবে আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা)ঃ- এমন ভাবে মাননীয় মন্ত্রী যদি বিল আবার পাশ করতে চান, আমি আবার সুযোগ দিচ্ছি উনাদের ইচ্ছা, আমার মনে হয় কালকের জন্য রাখলে ভাল হবে। যদি মাননীয় মন্ত্রী এই বিল হাউসে পাশ

করাতে চান তাহলে আমরা আপত্তি দিচ্ছি এবং এর পর যদি উনি দিতে চান তাহলে আমরা ওয়াক আউট করব স্যার, এটা চিন্তা করে দিখুন।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন ....

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা)ঃ- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তো কিছুই বলেন নি ?

মিঃ স্পীকার ঃ- উনি তো বলেছেন, যখন অসুবিধা হবে তখন দেখা হবে।

(বিরোধীরা ওয়াক আউট করেন)

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি । আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ- "The Tripura Motor Vehicles Tax (Sixth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No.12 of 2003)."

বিবেচনা করা হউক ।

(ভোটে দেওয়ার পর)

প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ৩ নং ধারা দুটি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হুউক ।

(ভোটে দেওয়ার পর)

বিলের উক্ত ধারাদুটি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো ।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ- বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো ।

মিঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো " "The Tripura Motor Vehicles Tax (Sixth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No.12 of 2003)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথ্যাপন। আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য ।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় , আমি প্রস্তাব করছি যে,"The Tripura Motor Vehicles Tax (Sixth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No.12 of 2003)."

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ- পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি । আমি উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তারটি হলো - "The Tripura Motor Vehicles Tax (Sixth Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No.12 of 2003)."

(ভোটে দেওয়ার পর)

আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো ।

মিঃ স্পীকার ঃ- এই সভা আগামী ৩০ শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার,২০০৩ ইং তারিখ বেলা ১১(এগার) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE - 'A'

Admitted Starred Questions No -12

Name of Member :- Sri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। অবিলম্বে ধলাই জেলায় District and Seasions Judge Court এবং কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী, গন্ডাছড়া ও বিশালগড় মহকুমা আদালত স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে?

৩। না থাকিলে এর কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্নে উল্লিখিত প্রতিটি স্থানেই আদালতের পরিকাঠামো তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে আদালতভবন এবং বিচারকদের আবাস নির্মানের কাজ। পরিকাঠামো তৈরীর কাজ শেষ হলেই শুরু হবে আদালত কর্মী এবং প্রয়োজনীয় বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়া। আশা করা যায় ২০০৪ ইং সনেই এসব আদালতে বিচারের কাজ শুরু করা যাবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Questions No -28

Name of Member :- Sri Rajeshwer Debbarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। টাকারজলা থানাকে অত্যাধুনিক থানা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। তাকিলে কবে নাগাদ করা হবে, এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পুলিশের আধুনিকীকরন প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে টাকারজলা থানার নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও বেতার যন্ত্র ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩। ১ এবং ২ নং-এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Questions No -75

Name of Member :- Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ২০০০-২০০১ ইং হইতে ২০০২-২০০৩ ইং সাল পর্যন্ত রাজ্যে বধু হত্যা অথবা নির্যাতনের ঘটনায় কতজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।

২। রাজ্য সরকার পণবিরোধী প্রচানে সর্বদলীয় কমিটি করার উদ্যোগ নিয়েছেন কি না ?

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ২০০০-২০০১ ইং হইতে ২০০২-২০০৩ ইং সাল পর্যন্ত রাজ্যে বধু হত্যা অথবা নির্যাতনের ঘটনায় মোট ১২৮৭ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২। রাজ্য সরকার পণ বিরোধী প্রচারে সমাজের বিভিন্ন অংশের এঁবং সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৯ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন।

৩। ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না ।

Admitted Starred Questions No -79

Name of Member :- Sri Shyma Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Jail Home Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ধলাই, কৈলাশহর উদয়পুরে একহাজার জনের বাসযোগ্য জেলা, কারাগার এবং কাঞ্চনপুর লংতরাইভ্যালী ও গন্ডাছড়ায় আড়াইশত জনের বাসযোগ্য অত্যাধুনিক জেল নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে শুরু হবে ?

৩। না থাকিলে কারণ ?

উত্তর

১। ধলাই, কৈলাশহর উদয়পুরে একহাজার জনের বাসযোগ্য জেলা কারাগার নির্মানের পরিকল্পনা নাই। তবে কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী ও গন্ডাছড়ায় মহকুমায়১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট জেল নির্মানের পরিকল্পনা আছে এবং ধলাই জেলা আমবাসাতে ৫০০ কয়েদী থাকার ক্ষমতা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ করা হবে ।

২। তিন মহকুমায় সত্ত্বর কাজ শুরু হবে, ধলাই জেলার আমবাসাতে কাজ আরম্ভ হবে ।

৩। বিশালগড়ে একটি ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট জেইল তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এছাড়া কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী ও গন্ডাছড়াতে প্রতিটিতে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট মহকুমা জেল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমান কারাগারেরও ধারণ ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । তাই জেলা কারাগারগুলি ১০০০ শয্যা করার পরিকল্পনা আপাতত নেই।

Admitted Starred Questions No -81

Name of Member :- Sri Animesh Debbarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

Questions

1. Whether State Govt. is taking initiative for peace talks with all the banned extremist

groups jointly with the Central Govt.

2. If not why ?

Answers

1. Yes, the State Government has announced openly that it is ready to hold talks with the banned extremist groups , the only conition being that the talks should be within the framework of the Constitution of India. The talks may be held either with the State Government or with the Central Government. The State Government is also ready to other state passage to the leaders of the militant groups to help them hold such peace talks with the Govt. of India.

2. In view of reply to question no.1, does not arise.

Admitted Starred Questions No -95

Name of Member :- Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের বিভিন্ন উগ্রপন্থীদল বা দলগুলোর সাথে রাজ্য সরকারের আলোচনা বৈঠক হয়েছে কিনা,

২। হয়ে থাকলে তার ফলাফল ?

উত্তর

১। না।

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না ।

Admitted Starred Questions No -151

Name of Member :- Sri Arun Kr. Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। চলতি অর্থবর্ষে পেঁচারথল ব্লক সদরে বিদ্যুৎ দপ্তরের সাব-ডিভিশান অফিস এবং মাছমারাতে সেকশন অফিস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকিলে তা কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ।

উত্তর

১। আপাতত এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। কোন অঞ্চলের মূল অফিস হইতে এলাকাটির দূরত্ব ভোক্তার সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ইত্যাদির সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুয়ায়ী সাব-ডিভিশান ও সেকশান অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে । তবে দপ্তরের প্রয়োজনীয় কর্মী থাকলেই বিবেচনা করা হয়। তার সঙ্গে একটি অফিস পরিচালনার আর্থিক বিষয়গুলোও দপ্তরের বিবেচনায় রাখতে হয়।

Admitted Starred Questions No -159

Name of Member :- Sri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে বিচারকদের শূন্য পদের সংখ্যা কত এবং এই শূন্য পদগুলিতে নিয়োগের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। রাজ্যের বিচার বিভাগের তিনটি গ্রেডে বর্তমানে শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

গ্রেড -১ —৮ টি

গ্রেড -২ — ২ টি

গ্রেড -৩ — ১৯ টি

গ্রেড-১ এ বিচারক নিয়োগ করা হয় হাইকোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে । এই গ্রেডে শূন্য পদ সম্পর্কে হাইকোর্ট অবহিত । হাইকোর্ট থেকে সুপারিশ পেলেই রাজ্য সরকারে তা কার্যকর করবে।

গ্রেড-১ তে বিচারক নিয়োগ করা হয় গ্রেড '৩' থেকে প্রমোশনের ভিত্তিতে । এই নিয়োগের ক্ষমতা হাইকোর্টের হাতে ন্যাস্ত । শূন্য পদ সম্পর্কে হাইকোর্ট অবহিত রয়েছে।

গ্রেড '৩' তে বিচারকদের পদে নিয়োগের জন্য হাইকোর্ট থেকে সম্প্রতি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট থেকে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ এলেই রাজ্য সরকারে তা কার্যকর করবে।

Admitted Starred Questions No -160

Name of Member :- Sri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। সদর উত্তরাঞ্চল সহ আগরতলা শহরের উত্তরাংশে পেট্রোল ও ডিজেল দ্বারা চালিত যানবাহন চালকদের সুবিধার্থে ক্যাপিটেল কমপ্লেস সংলগ্ন স্থানে পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

২। না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। আগরতলা ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স সংলগ্ন স্থানে পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প বসানোর উদ্যোগ নেওয়ার কোন প্রস্তাব বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

২। পেট্রোল পাম্প দেওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্রিয়ার ভুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট তৈল কোম্পানী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

Admitted Starred Questions No -163

Name of Member :- Sri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department be pleased to state-

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। রাজ্যে রেশন কার্ড হোল্ডারদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে নতুন করে কোন্ মহকুমায় কতগুলি করে এফ.পি. সপ. খোলার পরিকল্পনা রয়েছে?

উত্তর

১। রেশনসপ খোলার ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা নেই। ভোক্তা সাধারণের প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ভিত্তিতে মহকুমা মেজিস্ট্রেটদের সুপারিশ ক্রমে নতুন রেশনসপ খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়।

Admitted Starred Questions No -176

Name of Member :- Sri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। বিদ্যুৎ দপ্তরের আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল বসানোর কাজের অগ্রগতি কতটুকু এবং আগামী দিনে উক্ত কাজ কতটুকু করা হবে বলে দপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তর

১। বিদ্যুৎ দপ্তর নিম্নলিখিত স্থানে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন পাতার কাজ শেষ করেছে -

ক) বনমালীপুর পাওয়ার হাউজ থেকে নির্মলা শিশুভবন পর্যন্ত।

খ) বনমালীপুর পাওয়ার হাউজ থেকে সেন্ট্রাল জেইল পর্যন্ত।

গ) বনমালীপুর পাওয়ার হাউজ থেকে রাজ্য সচিবালয় পর্যন্ত।

ঘ) বনমালীপুর পাওয়ার হাউজ থেকে রাজ্য বিধানসভা পর্যন্ত।

ঙ) ৩৩ কেভি সাবস্টেশান, বনমালীপুর থেকে লেইক চৌমুহনী পর্যন্ত।

চ) ৩৩ কেভি সাবস্টেশান, বনমালীপুর থেকে মহিলা কলেজ পর্যন্ত।

ছ) ৩৩ কেভি সাবস্টেশান, বনমালীপুর থেকে লালবাহাদুর চৌমুহনী পর্যন্ত।

জ) ৩৩ কেভি সাবস্টেশান, বনমালীপুর থেকে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ পর্যন্ত।

নিম্নলিখিত স্থানে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন পাতার কাজ চলছে।

ক) নির্মলা শিশুভবন থেকে জিবি হাসপাতাল ভায়া রাজ্যপাল ভবন।

খ) ৩৩ কেভি সাবস্টেশান, বনমালীপুর থেকে বিদুরকর্তা চৌমুহনী।

গ) ৩৩ কেভি সাবস্টেশান, বনমালীপুর থেকে ট্রান্সপোর্ট ভবন, দুর্গাচৌমুহনী।

ঘ) রাজ্য বিধানসভা থেকে টেলিফোন একচেঞ্জ, উত্তর গেইট।

আগামী দিনে আগরতলা পৌর এলাকার সমস্ত ১১ কেভি ও এল টি লাইনের উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা আছে এবং সেই অনুয়ায়ী একটি স্কীম (মোট ৬৪.১৫ কোটি টাকার) কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে. এখন পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

Admitted Starred Questions No -181

Name of Member :- Sri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ইতা কি সত্যি পূর্ব কল্যাণপুর, কল্যাণপুর, মোহরছড়া, কমলনগর, গাঁসভায় বার বার দাবী সত্ত্বেও বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

২। সত্য হলে তার কারণ কি ? এবং অনতিবিলম্বে উক্ত গাঁওসভাগুলিতে বিদ্যুতের খুঁটির ব্যবস্থা করে লাইন সম্প্রসারনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। উল্লেখিত গাঁওসভাগুলিতে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে.

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Questions No -189

Name of Member :- Sri Padma Kr. Deb Barma .

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে খোয়াই বরকের একটি বি.এস. এফ .ক্যাম্প স্থাপনে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে নাগাদ ক্যাম্প স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বি. এস. এফ. ক্যাম্প স্থাপনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। স্থানীয় বি.এস.এফ. কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে ভারত বাংলা সীমান্তে খোয়াই বরকের নিকট বি.এস.এফ. ক্যাম্প স্থাপনের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

Admitted Starred Questions No -194

Name of Member :- Sri Padma Kr. Deb Barma .

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। খোয়াই পদ্ম বিল বাজারে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে এবং না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। খোয়াই পদ্ম বিল বাজারে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

২। পদ্মবিল বাজারের কাছে অবস্থিত ধলাবিল টি.এস.আর. ক্যাম্প থেকে ঐ বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া খোয়াই থানা থেকেও নিয়মিত Patrolling Party পাঠানো হয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

ANNEXURE 'B'

Admitted Un-Starred Question No. 7.
Name of the member : Shri Samar Debsarkar

প্রশ্ন

১। ৩১ মার্চ, ২০০৩ ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল পরিমান কত ছিল? (বিদ্যুৎ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। তন্মধ্যে সরকারী দপ্তর সমূহের বকেয়ার পরিমান কত ছিল? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ৩১শে মার্চ, ২০০৩ ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বকেয়ার পরিমাণ ছিলো মোট ১৩১৯.৭৫ লক্ষ টাকা। বিদ্যুৎ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

১নং বনমালীপুর	—	টাকা ১৭৬.৬৬ লক্ষ	দামছড়া	—	১.৬২
২নং বনমালীপুর	—	৬৬.৭২	কৈলাশহর	—	৩৭.৩৩
৩নং দুর্গাচৌমুহনী	—	৭৩.২০	কুমারঘাট	—	১৬.৮৭
৪নং আই.জি.এম	—	১২৮.৩৯	কাঞ্চনপুর	—	২০.৪৪
৫নং জি.বি.	—	৮১.৫১	কাঞ্চনবাড়ী	—	১.৯৮
৬নং বড়দোয়ালী	—	৬১.৭৮	আমবাসা	—	১০.০২
জিরানীয়া	—	৪৭.৯৯	গন্ডাছড়া	—	৮.৩৬
খয়েরপুর	—	১৮.৬৫	মনু	—	১০.৯০
যোগেন্দ্রনগর	—	৭.৭৮	সালেমা	—	০০.০০
মোহনপুর	—	৪৪.১৮	কমলপুর	—	৯.৬১
দুর্জয়নগর	—	২৮.২৬	উদয়পুর	—	২৮.৪২
বিশালগড়	—	১৫.১৫	ধ্বজয়নগর	—	৮.৩০
বড়দোয়ালী	—	১৪৫.৫১	কাকড়াবন	—	১০.২৬
সেকেরকোট	—	২.৭৩	মহারানি	—	০.৫২
সোনামুড়া	—	২৩.২২	অমরপুর	—	৭.৫১
মেলাঘর	—	১০.১৪	অম্পি	—	২.৪৯
বক্সনগর	—	১৩.২৯	বগাফা	—	১৮.১৯
বিশ্রামগঞ্জ	—	৬.২৫	বিলোনিয়া	—	২.৫৩
জম্পুইজলা	—	২.৭০	জুলাইবাড়ী	—	৩.২৪
খোয়াই	—	২০.৪৮	সাব্রুম	—	৫.৫৬
কল্যানপুর	—	৭.৮৯	ঋষ্যমুখ	—	১.৫৮
তেলিয়ামুড়া	—	৩৪.৪৪	রাজনগর	—	০.৯৯
ধর্মনগর	—	৭৫.৪০	সাঁতচান্দ	—	১.৪৯
পানিসাগর	—	৩.১৭লক্ষ	যতনবাড়ী	—	৪.০২
কদমতলা	—	৮.০০	মোট	—	১৩১৯.৭৫লক্ষ টাকা

২। তন্মধ্যে সরকারী দপ্তর সমূহের বকেয়ার পরিমান ছিল মোট ১০৭৭.০৭ লক্ষ টাকা। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

১নং বনমালীপুর	টাকা -	১৭৪.১৬ লক্ষ
২নং বনমালীপুর	—	৬১.৮৬
৩নং দুর্গাচৌমুহনী	—	৬৭.৮০
৪নং আই.জি.এম	—	১২৭ ৩০
৫নং জি.বি.	—	৬৯.১৫
৬নং বড়দোয়ালী	—	৫৯ ৭৬
জিরানীয়রা	—	১৭.৪০
খয়েরপুর	—	১৩.৬৫
যোগেন্দ্রনগর	—	৭.২৭
মোহনপুর	—	৩৬.৫৫
দুর্জয়নগর	—	২৬.৪৬
বিশালগড়	—	৯.৪৫
বড়দোয়ালী	—	১৩৭.৩০
সেকেরকোট	—	১.৭৮
সোনামুড়া	—	১৭.৭৬
মেলাঘর	—	৪.৬১
বক্সনগর	—	৬.৭৯
বিশ্রামগঞ্জ	—	২.৪৮
জম্পুইজলা	—	০.৬৯
খোয়াই	—	১৫.৩৪
কল্যানপুর	—	৪.৫৬
তেলিয়ামুড়া	—	৩০.৭৯
ধর্মনগর	—	৫৬.০৮
পানিসাগর	—	১.৩৭
কদমতলা	—	৩.০০

ধামছড়া	—	০.৭০
কৈলাশহর	—	১৯.০৩
কুমারঘাট	—	৯.৩৭
কাঞ্চনপুর	—	১০.৪৪লক্ষ
কাঞ্চনবাড়ী	—	১.১৩
আমবাসা	—	৭.৭৪
গন্ডাছড়া	—	৬.০৮
মনু	—	২.৭৮
সালেমা	—	৮.২৪
কমলপুর	—	২৪.৯১
উদয়পুর	—	৩.৩৩
ধ্বজয়নগর	—	৯.৩৬
কাকড়াবন	—	-
মহারানি	—	২.৬৩
অমরপুর	—	০.৫০
অম্পি	—	৯.৯২
বগাফা	—	০.১৫
বিলোনিয়া	—	০.৩৩
জুলাইবাড়ী	—	৪.৪৪
সাব্রুম	—	০.২৩
ঋষ্যমুখ	—	০.০৯
রাজনগর	—	০.৭৯
সাঁতচান্দ	—	১.৫২
যতনবাড়ী	—	
টাকা	—	১০৭৭.০৭লক্ষ
টাকা		

Admitted Un:- Starred Question No. 13.

Name of the member : Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to State :-

Question

1. Total amount collected under Chief Minister's Relief Fund from 1st April to 30th September, 2003 ?
2. Name of Address of the donators (Block Wise)
3. Name & address of the beneficiaries from the C.M.'s Relief Fund during the said period ?

Answers

1. Total amount donated to the Chief Minister's Relief Fund from 1st April, 2003 to 30th September, 2003 is Rs. 26,76,251/- (Rupees Twenty Six Lakhs Seventy Six Thousand Two Hundred Fifty one) only.
2. List of name & address of the donors (Block wise) is enclosed herewith.
3. List of name & address of the beneficiaries from the Chief Minister's Relief Fund during the said period is enclosed herewith.

LIST OF DONORS WHO DONATED TO THE CHIEF MINISTER'S RELIEF FROM 01.04.2003 TO 30.09.2003.

NAME OF BLOCK - MATABARI BLOCK.

Sl. No.	Name & Address
1	2
1.	Tripura Tapashili Jati Smannay Samiti, Matabari, L/C
2.	Tripura Tapashili Jati Smannay Samiti, Dhazangar, L/C
3.	Tripura Tapashili Jati Smannay Samiti, Maharani, L/C
4.	Tripura Tapashili Jati Smannay Samiti, Bagma L/C
5.	Tripura Tapashili Jati Smannay Samiti, Shalgara L/C
6.	Shri Nitai Lal Biswas, Chairman, PS. Matabari.
7.	Shri Rangalal Jamatia, Chairperson, BAC, Matabari.
8.	ShriSunil Sengupta, Vice-chairperson, P.S. Matabari.
9.	Shri Tapan Kr. Das, BDO, Matabari R.D. Block
10.	Shri Sibaprashad Chakraboty,Asstt.Engr.R.D. South
11.	Shri Bikash Choudhury, E.O(Panchayat).
12.	Shri Dipak Choudhury, Youth Organizer.
13.	Shri Raj Mohan Das, Accountant.
14.	Shri Sujit Das, JE, R.D.
15.	Shri Badal Dey, JE, R.D.
16.	Shri Tapan Kr. Sarkar, JE.R.D.
17.	Shri Tapas Barue, JE, R.D.

18. Shri Manoranjan Das, UDC(R.D.)
19. Smt Arati Dey, UDC(R.D.)
20 Shri Milan Kanti Majumder, Work Asstt.(R.D.)
21. Shri Gupal Das, Work Astt. (RD)
22. Shri Mohan Lal Saha, Work Astt,(RD)
23. ShriShyama Prasad Roy, Stor Keeper(RD)
24. Shri Uttam Kr.Kar, Cashier (RD)
25. Shri Parimal Munda, Auditor (Panchayat)
26. Shri Ranjit Debnath, Sup, Panchayat.
27. Shri Chayan Chakraboty, Panchayat Secretary.
28. Smt Nivedita Debbarma, Typist (PS)
30. Smt Haradan Chakraboty, Contingent Worker, Panchayat.
31. Shri Samir Bhattacharjee, Contingent, Panchayat, Gr.C
32. Smt Tulsi Deb, Contingent, Panchayat, Gr.C
33. Smt Santa Saha, Contingent, Panchayat, Gr.C
34. Smt Khela Das, Contingent, Panchayat, Gr.C
35. Smt Jayashree Dey, Contingent, Panchayat, Gr.C
36. Smt Seuli Dey, Contingent, Panchayat, Gr.C
37. Smt Jayanti Deb, LDC (RD)
38. Shri Birchandra Jamatia, Contingent, Panchayat, Gr.D
39. Smt Tulsi Deb, Contingent, Panchayat, Gr.C
40. Shri Arun Datta, Contingent, Panchayat, Gr.C
41. Smt Putul Nandi, Contingent, Panchayat, Gr.D
42. Smt Rekha Bhowmik, Peon
43. Smt Bimala Debnath, Peon(RD)
45. Shri Pallab Choudhury, Computer (CIC)
46. Shri Sarmistha Roy, Computer (CIC)
47. Shri Prafulla Choudhury RDO, DRDA
48. Shri Chitta Mani Choudhury, LDC, DRDA
49. Shri Kajal Datta, JSU
50. Shri Dulal Sarkar, Supervisor, TW
51. Shri Tapan Kr. Dey, Panchayat Secratary.
52. Shri Sadhan Dey, Panchayat Secratary, Rajarbhag G.P.
53. Shri Ratan Lal Saha, Panchayat Secratary, Gamari G.P.
54. Shri Sushil Das, Panchayat Secretary, Fotamati G.P.
55. Shri Shantimoy Bhattacharjee, Panchayat Secretary, Maharani.
56, Shri Sunil Ch. Saha, Panchayat Secratary, Kunjaban.

57. Shri Bhuban Shil, Panchayat Secratary, Khilpara G.P.
58. Shri Sahidul Islam, Panchayat Secratary, Laxmipati
59. Shri Pramood Barman, Panchayat Secratary, Gakulpur
60. Shri Kanulal Bhowmik, Panchayat Secratary, Dhajanagar.
61. Shri Dinesh Saha, Panchayat Secratary, Matabari.
62. Shri Narayan Biswas, Panchayat Secratary, Salgara.
63. Shri Santi Rn. Saha, Panchayat Secratary, Rajnagar.
64. Shri Chitta Rn. Choudhury, Panchayat Secratary, Tepania
65. Shri Tapan Kr. Das, Panchayat Secratary, Indranagar
66. Shri Ashish, Panchayat Secratary, Bagma
67. ShriSadhan Datta, Panchayat Secratary, Banbhaiya.
68. Shri Parimal Bhowmik, Panchayat Secratary, Chataria
69. Shri Bhabatosh Chakrabarty, Panchayat Secratary, Chandrapur Vil lage
70. Shri Anil Das, Panchayat Secratary, Chandrapur
71. Shri Nepal Nandi, Panchayat Secratary, Dakshin Bagma
72.. Shri Misbauddin, Panchayat Secratary, Holakhat
73. Shri Belu Miah, Panchayat Secratary, J. Khamar
74. Shri Uttam Roy, Panchayat Secratary, Pitra
75. Shri Khagendra Debnath, Panchayat Secratary, West Khupilong
76. Shri Prangopal Banik, Panchayat Secratary, Pitra
77. Shri Ramdash Biswas, Panchayat Secratary, Simsima
78.. Shri Priyalal Deb, Panchayat Secratary, Uttar Chandrapur
79. Shri Pumendu Bikash Deb, Panchayat Secratary, Uttar Kalaban
80. Shri Chitta Rn.Shil, Panchayat Secratary, Uttar Maharani
81. Shri Dinesh Chakraborty, Panchayat Secratary, Garji
82. Shri Santosh Mittra, Panchayat Secratary, Kalaban
83. Shri Haripada Chakraborty, Panchayat Secratary,Mog Pauskarini
84.. Shri Ratan Das, Computer, Health
85. Shri Kritibikram Sen Gr. C,K. Mura
86. Shri Gopal Das, Gr. C, Bagapasa
87. Shri B. Debnath, Gr. D. Bagapassa
88. Shri Sambhu Bhattacharjee, Gr. C, Barbhaiya
89. Smt. RanuDatta, Gr. C, Chataria
90.. Smt. Bina Deb, Gr.C, Dhajanar
91. Smt. Jama Rani Debnath, Gr. D, Dhajanagar
92. Smt. Bharati Chakraborty,Gr. C, Gakulpur

93. Smt. Shosu Rani Dey, Gr. C, Garji Cherra
94. Shri Samar Ch. Dey, Gr. C.
95. Shri Nityamanda Chakraborty, Gr. D. Laxmipati
96.. Shri Nityananda Chakraborty, Gr. D. Laxmipati
97. Shri Benulal Das, Gr. C. Maharfani.
98. Shri Paban Ch. Ghose, Gr. C, Dhajanagar.
99. Shri Uttam Ch. Das, Gr.C. Pitra
100. Shri Badhan Banik, Gr. C. Gokulpur
101. Shri Sibani Saha, Gr. C Rajarbag.
102. Shri Nalini Sarkar, Gr. C, Tepania.
103. Shri Dipendra Chakraborty, Gr. D, Uttar Maharani
104. Shri Asish Debnath, Gr. D Uttar Maharani.
105. Shri Sunil Ch. Rudrapal, Gr. C, Garjee
106. Shri Susanta Saha, Gr. C, Garjee
107. Md. Abdul Matin EO, TW
108. Shri Debaish SenguptaSupervisor, SC/ST
109. Shri Rabindra Das, Supertisor, (W)
110. Shri Santimoy Paul, LDC. TW.
111. Shri Harakrishna Sharma, Peon, RD.
112. Smt Swapana Datta, Peon, RD
113. Smt Achama Dasgupta, Peon, RD
114. Shri Nepal Sutradhar, Peon, Settlement.
115. Shri Sukhen Dey, Driver, RD
116. Smt Tulshi Debnath, P/T Worker.
117. Shri Shibu Das, Gr. D.
118. Shri Diresh Chakraborty, F/A(IND)
119. Shri Shyamal Saha, Gr.D.
120. Shri Nidhir Ch, Das, E.O.(IND).
121. Shri Niranjan Debnath, Gr.D.
122. Shri Suman Majumder, Canteenboy, PHQ.
123. 105 Nos. Contributors Bagabasa G.P.
124. 231 Nos. Contributors Barbhaiya G.P.
125. 600 Nos. Contributors Charatirfa G.P.
126. 102 Nos. Contributors Chandrapur G.P.
127. 148 Nos. Contributors Chandrapur RF. G.P.
128. 101 Nos. Contributors Dhajanagar G.P.

129. 35 Nos. Contributors Murapara G.P.
130. 42 Nos. Contributors Dhakin Bagma G.P.
131. 56 Nos. Contributors Fulkumari G.P.
132. 54 Nos. Contributors Photamati G.P.
133. 23 Nos. Contributors Gukulpur G.P.
134. 124 Nos. Contributors Gargicherra G.P.
135. 54 Nos. Contributors Holakhet G.P.
136. 23 Nos. Contributors Indranagar G.P.
137. 124 Nos. Contributors Jowali KL hamar G.P.
138. 46 Nos. Contributors Khilpara G.P.
139. 87 Nos. Contributors Kunjaban G.P.
140. 154 Nos. Contributors Karaimura G.P.
141. 57 Nos. Contributors Laxmipati G.P.
142. 87 Nos. Contributors Maharani G.P.
143. 112 Nos. Contributors Purba Dhajanagar G.P.
144. 67 Nos. Contributors Pachim Khupilong G.P.
145. 65 Nos. Contributors Pitra G.P.
146. 72 Nos. Contributors Paschim Gakulagar G.P.
147. 98 Nos. Contributors Rajnagar G.P.
148. 36 Nos. Contributors Rajar Bag G.P.
149. 90 Nos. Contributors Simsima G.P.
150. 85 Nos. Contributors Sonamura G.P.
151. 76 Nos. Contributors Shalgara G.P.
152. 97 Nos. Contributors Tapania G.P.
153. 231 Nos. Contributors Uttar Chandrapur G.P.
154. 167 Nos. Contributors Uttar Kalabar G.P.
155. 82 Nos. Contributors Uttar Maharani G.P.
156. 76 Nos. Contributors South Maharani G.P.
157. 87 Nos. Contributors Adipur Village
158. 52 Nos. Contributors Garji Village
159. 72 Nos. Contributors Tainani Village
160. 62 Nos. Contributors Kalaban Village
161. 13 Nos. Contributors Kalaban Malsumpara
162. 65 Nos. Contributors Paschim Mogpuskurani Village
163. 87 Nos. Contributors Brahama Cherra G.P.
164. 82 Nos. Contributors Gamaria Village

165. 89 Nos. Paschim Garji Cherra Village
166. 88 Nos. Contributors Paratia Village
167. 64 Nos. Contributors Paschim Chandrapur R.F. Village
168. Kiran Stores, Udaipur
169. Nabi Engineering Works, Udaipur
170. Shri. Govinda Saha, Chatra Mahal, Udaipur
171. Shri. Subhas Chaudhuri, Fulkumari
172 Shri Tridip Das, Knnapuma Hotal
173. Achinbaba Sangha, Garji
174. Binapani Sishu Sadan, Chandrapur Coloney
175. Mother Sanstha, SHG, Pitra
176. Yuba Sanstha, SHG, Pitra
177. Bibak Sanstha, SHG, Pitra
178. Samaj Unnayan Sanstha, SHG, Pitra
179. Yuba Sanstha, SHG
180. Mother Terasa Sanstha, SHG, Rajnagar
181. Matshyajibi Sanastha, SHG, Rajnagar
182. Naba Jagaran Sanstha, SHG, Rajnagar
183. B.R.A Unnayan Sanstha, SHG, Rajnagar
184. Arayanak Bagma, Karaiamura
185. Bagmabazar Babshya Samiti, Bagma
186. Teacher & Students, Powaramura High School
187. Inspector of School Education, Udaipur
188. Laxmipati S.B. School, Udaipur
189. Gamaria High School, Gamaria
190. Gamaria J.B. School, South Maharani
191. Garji High School, (Pri. Section).
192. Garjia High School, Garji
193. Chandrapur J.B. School, Chandrapur
194. Chandrapur Sigh School, Chandrapur
195. Chandrapur Coloney High School, Indrafanagar
196. Shalgara High School, Udaipur
197. Samatal Bagma High School, Bagma
198. SDO Elect. Dhajanagar Sub-Divn.
199. SDO PHE, Divn. No. VIII. Udaipur
200. SDO Elect. Udaipur

201. SDO Elect. Maharani
202. Shri Swapan Kr. Das, Supdt. Fishery, Udaipur
203. Supdt. of Agriculture, Matabari
204. CDPO Udaipur
205. Cdpo's Office , Udaipur
206. SDo, PWD Sub. Divn. -I, Udaipur.
207. SDo, IFM,Sub. Dvin. No.VIII
208. SDo, IFM,Sub. Dvin. No.IX, Udaipur.
209. Tepania S.B. School. Udaipur.
210. Matabari High School.
211. Bwkhurwi Flim Products, Udaipur.
212. Labour Office, Udaipur.
213. Shri Arbinda Nandi, President Agri. S/C
214. Shri Maya Paul, President, Poverty Allivation.
215. ShriHemanta Bhowmik, President Social Justice S/C
216. Shri Khokamani Ghatak, President Works S/C
217. Smt Archana Das (Bhowmik) , Mamber, Panchayat Samiti.
218. Smt Anima Chakraboty, SDo, IFM,Sub. Dvin. No
219. Shri Priya Lal, Mamber, Panchayat Samiti.
220. Shri Dilip Sarkar, Mamber, Panchayat Samiti.
221. Shri Sadhan Baidhya, Mamber, Panchayat Samiti.
222. Smt Sumitra Das, Mamber, Panchayat Samiti.
223. Shri Madan Das, Mamber, Panchayat Samiti.
224. Shri Binanda Jamatia, Traghan, Bagbasa.
225. Shri Sunil Majumder, Pradhan, Barabhiya.
226. Smt Mukul Majumder, Pradhan, Dakshin Bagma.
227. Smt Anath Bandhan Debnath, Pradhan, West Khupliong.
228. Smt Kamala Das, Pradhanm, Karaimurah.
229. Shri Manoranjan das, Pradhan, Salgarah.
230. Shri Nani Gopal Debnath, Pradhan, Tepania.
231. Smt Swaena Das, Pradhan, Dhayanaghar.
232. Shri Swapan Sarkar, Pradhan, Chalaraia.
233. Shri Niranjan Bhowmik, Pradhan, Paschim Dhayanagar.
234. Shri Radha Mohan Das, Pradhan, Gakulpur.
235. Smt Rekha Dhar, Pradhan, Paschim Gakulpur.
236. Shri Narmiah, Pradhan, Rajnagar.
237. Smt Arati Sutradhar, Pradhan, Pitra.

238. Shri Shibulal Dey, Pradhan, Footamati.
239. Shri Narayan Datta, Pradhan, Laxmipati.
240. Smt Gita Rani Debnath, Pradhan, Uttar Maharani.
241. Smt Niva Rani Chakraborty, Pradhan, Maharani
242. Shri Subash Karmakar, Pradhan, Kunjaban.
243. Smt Uttam Dey, Pradhan, Phulkumari.
244. Smt Manuyara Begam, Pradhan Sonamura.
245. Shri Mintu Acherjee, Pradhan, Rajarabaga.
246. Shri Kasam Mia, Kharadim, Pradhan, Khilpara.
247. Smt Sikha Nandi, Pradhan, Dakdinmura Para.
248. Smt Kamana Began, Pradhan, Chandrapur.
249. Shri Anil Chakraborty, Pradhan, Uttar Chandrapur.
250. Shri Haragan Das, Pradhan, Matabari.
251. Shri Babul Sarkar, Pradhan, Indranagara.
252. Shri Chinmoy Marak, Pradhan, Holakhat.
253. Smt Usha RaniDas, Pradhan, Joalikharma.
254. Smt Sephali Sutradhar, Pradhan, Simsima.
255. Smt Mira Paul, Pradhan, Uttar Kalaban.
256. Sri. Kharendra Noatia, Pradhan, Garji, Cherra.
257. Sri Chitta Rn. Dey, Pradhan, Chandrapura.
258. Shri Kamalila Noatia, Chairperson, Kalaban.
259. Smt Baijanti Marak, Chairperson, Garjee.
260. Shri Mitrajoy Reang, Chairperson, Paschim Mokpuskurani.
261. Smt Urmila Reang, Chairperson, Udipur
262. Shri Krishna Kar. Jamatia, Chairperson, Tainary.
263. Smt Dukhni Noatia, Chairperson, Brahmacherra.
264. Sri keshab Tripura, Chairperson, Paschim Garjicherra.
265. Smt. Bailati Reang.
266. Shri Nalindra Marak, Chairperson, Paratia.
267. Shri Biswahari Jamatia, Chairperson, South Maharani.
268. Others Matabari Block.
269. Rajarbag G.p., Udaipur.
270. Pantia SHG Matabari RD Block.
271. Nazrul SHG, Holakhet Ratabari RD. Block.
272. Shri Riten Baidya, Rajarbag.
273. Matabri G.P. Udaipur.

274. Staff Of PHE Sub.Divn No.VII & VIII Udaipur Matabari P.S.
275. Shri A. Majumder, Majumder Steel Factory Mirja.
276. Beneficiaries of Dudtali Centre TRPC Ltd.
277. Shri Khagendra Das, P.S. Sonamura.
278. Smt. Mala Ghoswmi, Gr.C, Sonamura.
279. Tripura Tapasili Jati Samannnya, Samiti, Matabarı L/C.
280. Chandrapur Coloney Primari Section.
281. Auto Rickshwa worker Union, Jamatala, Garjanmura Line Committee.
282. Shri Tapas Das, President Education S/C.

NAME OF BLOCK - MEIAGARH BLOCK

Sl. No. Nama & Address
283. Melaghar Merchant Association
284. Shri Prabash Barman, BDO, Bricks, melaghar.
285. Pradhan, Laxan Depha, G.P., Melaghar.
286. Secretary, Melaghar Sports Association.
287. Melaghar P.S., West Tripura.
288. Melaghar Sutradhar Shilpa Samabari Samiti.
289. Shri Ranjit Kr. Poddar, RPS, Melaghar.
290. Melaghar Employees.
291. Shri Narayan Debnath, Vice-Chairman Panchayat Samiti, Melaghar.
292. Sri Suresh Das, Chairman, Panchayat Samiti.
293. Melaghar Primary Marketing Coop. Society Ltd.
294. Melagarh MSS Ltd. Sonamura.

NAME OF BLOCK- MANU

Sl. No. Name & Address

295. Secretary, Tripura Auto Rickshew workers Union Manu Ghat Committee.
296. Sara Bharat Krishak Sabha, Chaillangta L/C.
297. Secretary, CITU, Longtarai Velley Sub-Divisional Committee.
298. Secretary, TECC (H.B.Rd), Longtarai Velley Sub-Divisional Committee.
299. BDO, MAnu Block, Dhalai.

300 Shri S K Majumdar, Manu Barrage.
301 All India Krishak Sabha Longtarai Velly Divisional Committee.

NAME OF BLOCK - KUMARGHAT BLOCK

Sl. No.	Name & Address
302.	DYFI, Kumarghat L/C
303.	Prerak/Saoha Prerak Kumarghat Block. Prabaman Sikshka Karmachuchi
304	Tripura Tapashi Jati Samannya Samiti, Fatikroy L/C.
305.	Shri Ajit Barman Deb, Faitakroy XII Class School.
306.	DYFI, Dhachi L/C
307.	Smt. Keja Bala Malaker, Saiderbari, Kumarghat.
308.	PRI Mamber of Kumarghat Block.
309.	BDO & Staff of Kumarghat Block.
310.	Shri Bhapesh Rn. Guha, Sabait Babatarani Mandir.
311.	Jaganath Tea Estate, Kumarghat.
312.	North East Kachanbari J.B. School.
313.	Jaganath Bazar Committee, Kumarghat.
314	Sonaimuri PACS Kumarghat
315.	Student Kumarghat Halam Basti S.B. School.
316.	Global Friendship Mission Dartchi Regional Office,.
317.	Student Saidabari S B. School, Kumarghat.
318.	Rajkandi LAMPS Ltd, Kumarghat.
319.	Drs. & Staffs Fatikroy P.H.E.
320.	Paschim Masauli Bishnupriya Manipuri Sangeet Nitya Kala.
321.	Villagers of Poungchrra, Kumarghat.
322.	Sara Bharat Krishak Sabha, Kanchanbari.
323.	Shri Nirmal Sarkar, Kanchanbari.
324	Sara Bharat Krishak Sabha Ujjan Dudpur.
325.	Smt Sandha Malakar, Pradhan Dudpur G.P.
326.	Mukti Surya Club, Kumarghat.
327.	Shri Dipesh Saha, Kumarghat.
328.	Railway Bazar Committee.
329.	Bamboo Marchant, Kumarghat.
330.	Shri Ajit Lal Goswami, Chitanya Guranga Matd, Kumarghat.
331.	Pretly Petaly Petals english Medium School, Kumarghat.

332. Villegers of Sidang Banapalli, Kumarghat.
333. Student of Ashram Palli J.B School
334. TYFI, Darchai Unit, Kumarghat
335. Shri Shymal Kanti Das, C/o Sanat Kr. Das, Kumarghat.
336. Staff of Fatikroy Outpost Police Station.
337. Charama Shilpa Union, Kumarghat Branch.
338. Shri Samanta Deb, SE Qr Complex.
339. Motor Shramik Union, Kumarghat.
340. Emmanuel Mission School, East Betacherra.
341. Villagers of D M. Coloney, Kumarghat
342. Forest Range Officer & Staff, Kumarghat.
343 Ganatantrik Nari Samiti Paschim Kanchinbari, Kumarghat.
344 Shri Purnalaxmi Debnath, Kalyan Ashram.
345. Fatikroy Agri Sector, Kumarghat.
346. Shri Samiran Das, Sukanta Nagar, Kumarghat.
347. Shri Ajoy Kr Das, Ratia Bari, Kumarghat.
348 Shri Abhijit Ghosh, Fatikroy
349. Shri Balaram Paul, Laljuri, Kanchanbari.
350. Auto Rickshwa Union, Kanchanbari.
351. Shri Sanjoy Kr. Das, Rabidra Palli, Kumarghat.
352. Shri Dinesh Sarkar, Amrapasa.
353. Dr,'s Staff, Kanchanbari PHE.
354. Co-op, Inspectorate Staff, Kumarghat
355. Shri Anup Ratan Sharma , Division Manager.TFDEC.
356. Radhanagar PACS Ltd Kumarghat
357. Darchi PACS Ltd. Kumarghat.
358. Tripura Auto Rickshew workers Union, Kumarghat.
359. Shri Sjal Dey, S/o Sambhu Dey, Sukanta Nagar.
360. Tripura Khadi & Industries Board, Kumarghat.
361. CP(M), Darchai Branch Kumarghat
362. Fire Wood Seller, Uttar Kamrghat.
363. Ujan Sanaimuri H.s. & J.B. School.
364. Student of Sardar Pur S B School
365. Gyan Bigyan Parisad , kumarghat.
366. Shri Paresh Malaker, kanchanbari.
367. Ashrampalli Bazer Committee.

368. Shri Subhashish Choudhury, Kumarghat.
369. Shri Jagadish Debnath, Kanchanbari.
370. Saida Bazar Committee.
371. Shri Bhabesh Debbarma, VETTY Staff, Amrapasa.
372. Shri Abraham Ream, D.M. Colony.
373. Gakul Nagar Market Association.
374. Peopel of Gakul Nagar, Kumarghat.
375. Raktarin Club, Gakul Nagar.
376. Darchai khristan Mission High School.
377. Samaj Kalyan PACS Kanchanbari.500
378. Shri Gour Govinda Saha, Manughat.
379. Shri Bishnu Saha, Govt. Contractor.
380. Marchent Association, Fatikroy.
381. Tripura Rickshwa Shramik Union, Fatikroy.
182. Rajendra Para G.P., Kumarghat.
383. TYF, Rajendra Para Unit.
384. Milk Producer Co-op. Society Ltd. Sonai.
385. TYF, Kanchanbari Branch.
386. Sonaimuri Matsyajibi jibhaka SS Ltd.
387. CPI, Kanchanbari.
388. Gangaram C.P.J.B. School, East Datacherra.
389. Din Mazdur Union, Fatikroy Branch.
390. Betcherra Bazar Committee.
391. Betcherra N.C. Para Rubber Shramilk Union.
392. Student of Naidrun High School.
393. Student of Laldhar J B. School.
394. Darchai Branch, YNA.
395. Villagers of Shantipur.
396. Natting Cherra J.B. School.
397. Workers Natingcherra Tea Estate.
398. Shantipur S.B. School.
399. Vivekananda Vihya Mandir.
400. Students & Dudpur J.B. School.
401. Forest Department, Kumarghat.
402. Ambedkar College
403. Kanchanbari Bazar Committee.
404. Ratacherra Bazar Committee,

405. Tribal Student Union, Damdoom.
406. Khet Majdoor Union, Kanchanbari.
407. Rickshwa Sramik Union, Kanchanbari.
408. Shriarani Malakar, Mastajibi Samiti, Dudpur.
409. Tripura Motor Sramik Union, K.C. Branch.
410. Shri Swaraj Das, Teacher, Kachari Cherra J.B. School.
411. Telia J.B. School.
412. Student Sidhig Banapalli J.B. School.
413, Student Sidhig Banapalli S,B. School.
414. Shri KinkarBrata Das, Jaganathpur,
415. Student of Jaganathpur J.B. School.
416. Shri Amalendu Das, Jaganathpur G. P.
417. Staff, Student of Jaganathpur J,B. School.
418. Ml Rahul Amin Choudhury, H/M,
419. Student Rajnagar S. B. School.
420. CPI), Halambari Branch.
421. CPI(M) Chandrakha Branch.
422. Shri V.L. Darfong, Darlong Committee.
423. Sakti Sangha, Rajnagar.
424. Golokpur Rubber Garden.
425. 0/0 Horticultrist, Kumarghat.
426. Naidapur Bazar Committee.
427. CPIfMJAtharamuraBrahch.
428. Sta Fatikcherra High School.
429, Nebadita Children School.
430. Rajaijayanti Baran Committee.
431. Mrs. Safali Debbarma.
432. Student & Teacher, Ratacherra TSP J.B. School.
433. Shri Bidyabasi Debbarma, Saidacherra.
434. Shri Krishna Sabdakar.
435. Teachers Amrapassa S.B. School.
436. Atharamoni J.B. School.
437. Shri Nabarag Chakraborty, Kumarghat.
438. Smt. Sujata Saha, Fatikroy.
439. Srhi Debendra Das.
440. Rubber Sramik Union.

441. Srotushini Sanaskrit Sanstha, Rathacherra.
442, Shri Suklanshu Deb, Kumarghat.
443. Rajkandi G.P. Kumarghat.
444. Laljurry G.P., Kumarghat.
445. Saidacherra G.P., Kumarghat.
446. GanganagarG.P., Kumarghat.
447. SukantanagarG.P, , Kumarghat,
448 AmbedkarG.P, Kumarghat.
449. SonaimuryG.P., Kumarghat.
450 Betcherra Panchayat & Villagers.
451 DeovalleyAD.C, Village.
452. Jaganathpur G.P., Kumarghat
453. East Betcherra A.D.C. Village, Kumarhat.
454. Jurycherra G.P., Kumarghat.
455. KrishnanagarG.P., Kumarghat.
456. Dudpur G.P. Kumarghat.
457 UlJandudpurG.P., Kumarghat.
458. Paschim Mashli G.P., Kumarghat.
459. Mashli G.P., Kumarghat.
460, Kanchanbari G.P., Kumarghat.
461. EastkanchanbariG.P., Kumarghat.
462. Fatikroypanchayat., Kumarghat.
463. Radhanaaar G.P., Kumarqhat.
464. Purba Ratacherra G.P. , Kumarghat.
465. LSouthUnakutiG.P.
466. Demdum G.P., Kumarqhat.
467. Darchui A.D.C. Village Committee.
468. Saidapara G.P., Kumarghat.
469. Paschim Ratacherra G.P., Kumarghat.
470. Taranainagar G.P., Kumarghat.
471. l_GakulnaqarG.P., Kumarqhat
472. Asstt. Headmaster, Raituisa H.S. School, Betcherra.
473. Staff & Student 82 Mile High School Proper

NAME OF BLOCK - KALYANPUR BLOCK

Sl. No. Name & Address

474. Kakbarok Sahitya Samshad, Laxmi Narayan Pur, Khowai

NAME OF BLOCK -GOURNAGAR BLCOK.

Sl. No. **Name & Address**

475. Goumagar Krishi Sector (StaffjJ^ailashahar, North Trip_ura__
476. Goumaqar Panchavat Samiti and BAG
477, Goumagar Panchayat Samiti & BAG, Goumagar R.D, Block,

NAME OF BLOCK - RAJNAGAR BLOCK.

Sl, No. **Name & Address**

478. Shri Tapan Gupta, Convenor, Film Show Committee, Rajnagar, Belonia.
479. Jatiya Yuba Sanstha, Prakash Nagar, Rajnagar.

NAME OF BLOCK - PACHARTHAL BLOCK.

Sl. No. **Name & Address**

480. Dakshin Machmara Gaon panchayat.
481 Shri Sushendra Math, Chairperson.
462. DYFf, Pachartha) L/C,

NAME OF BLOCK - MUNGIAKAMI BLOCK.

Sl. No. **Name & Address**

483. Secretary, Japa Hokama Badal Mugia kami Telami.

NAME OF BLOCK - MOHANPUR BLOCK,

Sl. No. **Name & Address**

484, Mohanpur Jeep and Maruti Drivers Syndicate,
485. Shri Jitendra Ch. Sharma, Mohanpur Sidhi,
486. Shri Ashutosh Deb, Mohanpur.
487. Tripura Water Supply Kami Union, Mohanpur L/C.
488, Tripura Auto Rickshwa Workers Union, Usha Bazar.

NAME OF BLOCK - HRISHYAMUK BLCOK.

Sl. No. **Name & Address**

489. DYFI&SFI.Hrishyamuk Belonia

NAME OF BLOCK-BAGAFA BLOCK..

Sl. No. **Name & Address**

490. Sabroom Primary Marketing Cooperative Employees Union, Manu Branch
491. Santir Bazar G.P, Bagafa Block.
492. Student of Khagendra Choudhury Para S.B. School.

493. Smt. Gunabari Reang, Chairperson, Bagafa Panchayat, Santir Bazar.
494. Shri Peliram Dutta, Pradhan, Kanchannagar, Bagafa.
495. Smt Pumima Saha, Santir Bazar, Bagafa.
496. Shir Jiban Ch. Sen. Santir Bazar, Bagafa.
497. Shri Gopal Reang, Santir Bazar, Bagafa.
498. Julaibari Bazar Babsyee Samiti, South Tripura,
499. Shri Gopal Reang, Santir Bazar, Bagafa.
500. Bagafa Panchayat Samiti, Belonia.
501. Dr. Bimal Reang, General Secretary, Hamkrai Matha, East Bagafa.
502. Teachers Day Udjapan Committee, Bagafa.
503. NSS Programmer Officer, Jalaibari H.S. School Unit, South Tripura.
504. Mojen Smriti Football Committee, Julaibari, Belonia.
505. Shantir Bazar Babasee Samiti, South Tripura.
506. Shri Sunil Sharma, Secretqary, Tripura Khetmazur Union, Bishnupur L/C
507. Shri Nechar Ali, Tripura Khetmazur Union, Idaila Cherra Unit
508. Secy, DYFI, Julibari L/C, South Tripura.

NAME OF BLOCK- MANDWI BLOCK..

509. Staff of MandwiRD. Block,.
510. President, Staff of Manadwi Agri Sub, Divn,
511. Staff of Veterinary Dispensary, Mandwai.
512. Staff of Mandwi PHE,
513. Chokhreang Coaching Centre, Mandwi.
514. Inmates of Khumteeya Boys Hostel, mandwi.
515. Yakharai Welfare Society (NGO), Mandwi, West Tripura.
516. Rwng Songchama Welfare Society (NGO), mandwi.
517. Yapri Welfare Society (NGO), Mandwi.
518. Inmates of Shampari Boys Hostel, mandwi.
519. Hamari Yakhily Welfare Society, mandwi.
520. Mandwi Bazar Committee, West Tripura.
521. Risha Welfare Society, Mandwi, West Tripura.
522. All Staff of Mandwi ICDS Centre, West Tripura,
523. TGTA(H.B.Rd). Mandwi Unit.
524. Smt Bishukanya Debbarma, Chairperson, mandwi.

NAME OF BLOCK- JIRANIA BLOCK

Sl. No. Name & Address

525, Smt Prantika Chakma, Head Mistress.Chandrapur South High School, Sadar, West Tripura.

526. Shanti Kalibari Puja Committee.
527. Shri Maniklal Bhattacharjee, Chandrapur (S) High School.
528. Jirania Co-operative Society Ltd, Jirania, West Tripura.
529. Pradhan/U pa- Pradhan, Mekhli Para Panchayet.
530. Shri Anil Ch. Saha, Ranir Bazar.
531. Shri Dilip Debnath, Ranir Bazar.
532 Shri Ramprasad Hrishidas, Ranir Bazar.
533. Ranir Goan H.S. School (Morning Section).
534. Shri Narayan Ch Saha, Assam Para, Ranir Bazar.
535 Shri Nandalal Debnath Assam Para, Ranir Bazar.
536. Shri Shankar Roy Choudhury. Mohanpur.
537 Shri Narayan Ch Nath, Ranir Bazar H. S. School.
538. Shri Ashotosh Debnath, Ranir Bazar,
539. Teachers' of Ratannagar Primary School.
540. Secretary Bikram Sarabhai Club, Ranir Bazar
542. SFI, Ranir Bazar, L/C
543. S & Non-Teaching Staff of Ranir Bazar Vidya Mandir XII School.
544, Secretary, Babsyee Samity, Ranir Bazar, Motor Slant.
545 Teachers & Non-Teaching Staff of Ranir Bazar H. S. Girls School.
546. President Ranir Bazar PACS
547. Secretary, Pasu Babsyee Samity, Ranir Bazar.
548. Dhankuta Babsyee Samity, Ranir Bazar.
549. Pradhan/ Upa-Pradhan, Durganagar Panchayet.
550. Secretary, Bhatri Sangah, Ranir Bazar.
551. Tripura Rikshaw Shramik Union L/C.
552. President, Dhan Chowmuhani Babsyee Samity, Ranir Bazar.
553. Ranir Bazar Co-operative Processing Society Ltd.
554. Shri Nitai Debnath, Debi Nagar, Ranir Bazar.
555. Secretary. Tripura Mill Woners Association, Ranir Bazar.
556. Shri Nepal Nath, Tripura Mill Woners Association, Ranir Bazar.
557. Tarun Sangha, Assam Para.
558. Secretary, Shankhashree Sangha, Ranir Bazar.
559. ARDD, Ranir Bazar.
560. Smt. Santa Sana, Assam Para,
561. President, Tripura Mill Shramik Union, Ranir Bazar.
562. Shri Kajol Das, Member Bridhya Nagar Panchayet.
563. Secretary, Aikya Shakti Club, Ranir Bazar.

564. Shri Subrata Mukharjee, Electrical Department, Ranir Bazar
565, Shri Barun Debnath, Nirupama Industries, Dhan Chowmuhani.
566. Secretary, Haribala Samity, Ranir Bazar.
567 Head Master I/c Ranir Bazar School, (Primary Section)
568 Shri Haripada Banik, Bridhyanagar, Ranir Bazar.
569. Jirania Play Centre, West Tripura
570 CPI(M) Jirania, L/C
571. Secretary, Ranir Bazar, Fish Marchent Association.
572. Shri Jadu Gupal Bhowmik, Retd. Asstt. Engineer, Nalgaria
573 Ranir Bazar Daily Fish Marchent, Ranir Bazar
574. Ranir Bazar Ray Centre
575. Shri Keshab Bhattacherjee, Secretary, Tripura Sanskrit Samannaya Kendra, Ranir Bazar
576. Tripura Poura Karamachari Samity, Ranir Bazar Nagar Panchayet
577 Shri Chunilal Saha Chairperson, Ranir Bazar Nagar Panchayet
578. Agri Field Staff Cell Committee, Jirania, (TGEA)
579. Shri Ashotosh Mukharjee, Jirania, Noabadi.
580, Staff Council of Kubrakhamar H.S. (+2) School
581. Pashim Noagoan Panchayet.
582 CPIJM), Ranir Bazar, L/C
583. Jirania Bazar Babsyee Samity.
584. Nalgaria Bazar Committee, Ranir Bazar,
585 Shri Bimal Dey, Retd Teacher, Debinagar, Ranir Bazar.
586 Staff of Birendranagar H/S School, Ranir Bazar.
587 Govt Class- IV Employees Association, Jirania Block Cell.
588. Mohanpur Bazar Committee.
589. All Panchayat Secretaries, Jirania R.d. Block.
590 All Members of Jirania Panchayat Samiti.
591. Jirania Block Recreation Club.
592. Maitri Sangha, Mohanpur,
593. Shri B.K, Chakraborty
594. Shri Pabitra Das, Ranir Bazar.
595. Assampara Nagarik Samiti, Ranir Bazar.
596. Shri Gopesh Debroy, Asstt Director, THAS Go IV, R.K. Nagar Firm Complex, NEPCO.
597. Shri Dinesh Debbarma, Secretary, Shree Sangha Durga Choudhury Para.

598. Headmaster, Chandra KumarS.B. Schook, Belbari.
599. Tripura Tapashili Jati Samannya Samity, Chandra Pur Unit, Agartala,

NAME OF BLOCK-KILLA BLOCK.

Sl. No. Name & Address

600. Shri Haradhan Debnath, Khupilong, Udaipur.
601. BAG, Killa, Udaipura.

NAME OF BLOCK - KA THAUA BLOCK.

Name & Address

602. Kathalia R.D. Block,
603. Self Groups under Kathalia R.D. Block.

NAME OF BLOCK- PADMABILL BLOCK.

Sl. No. Name & Address

604. Shri Samarendra Debbarma, Panchayat Secretary.
605. Shri Dhananjoy Debnath, Jr. Engineer,.
606. Shri Dasharath Debbarma, BOO, Khowai.
607. Shri Biswamoni Debbarma, Panchayat Secretary.
608. Shri Arun Debbaima, Dy. General Secretary, Chebri Circle.

NAME OF BLOCK- TULASHIKHAR BLOCK..

Sl. No. Name & Address

609. Shri Bimal Reang, BDO.

NAME OF BLOCK-RUPAICHAPI BLCOK.

Sl. No. Name & Address

610 Secretary, Human Welfare Society, Rupaichari

NAME OF BLOCK - BOXANAGAR BLCOK.

Sl. No. Name & Address

611. TMSU, Boxanagar Branch, Sonamura

NAME OF BLOCK -DUKU BLOCK.

Sl. No. Name & Address

612. DYFI/SFI/Tripura Sanskrit! Sammànya Kendra (North 14Badharghat Unit,).

613. Nabodaya Sangha, C/0- BOO. Dukli Biock.
614. Tripura Auto Rickshaw Workers' Union, A.D.Nagar Branch,
615. Netaji Palli Baisakhi Mela Committee, Badarghata,
616. Shri Asit Ranjan Cjiakrborty, Pradhan, A.D.Nagar Panchayat, Badharghat.
617. Shri Anjania! Dutta, NSS Unit, Bidrohi Kabi Nazrul Vidyamandir.
618. Staff Council of Bidrohi Kabi Nazru! Vidyamandir.
619. Shri Subash Chandra Shyam, Teacher, B.K.N. Vidyabhavan.
620. Shri Swapan Bhowmik, A/T Uttar Jogendranagar J.B. School.
621. Shri SamirRn Choudhury, TV Tower, A.D.Nagar.
622. Tripura Rajya Mashyajibi Union, Pfatapgarh, Jogendrangar L/C.
623. Shri Satya Rn Nandi, Madhya Pratapgarh.
624. Shri Bhajan Shil Dukli
625. Shri Subir Nandi, Madhya Pratapgarh.
626. Shri Ratan Choudhury, Madhya Pratapgarh
627. Shri Santosh Nandi, Madhya Pratapgarh
628. Shri Samir Das, Madhya Pratapgarh
629. Shri Subrata Nandi, Madhya Pratapgarh
630. Shri Samir Dasgupta, Madhya Pratapgarh
631. Shri Dipak Nandi Madhya Pratapgarh
632. NCC cadets, Suryamoni Nagar High School, Troop
603, General Manager, ONGC, Tripura.
634 General Manager ONGC, Tripura.
635 Tripura Auto Rickshaw Workers Union, Badharghat Branch.
636 Secretary, Udaimian Sangha, Sidhi Ashram, Agartala.
637. Shri Ajit Das. Madhya Pratapgarh.
638 Shri Swapan Roy Choudhury, Madhya Pratapgarh.

NAME OF BLOCK -KAKRABAN BLOCK.

Sl. No. Name & Address

639, Tripura Tapashili Jati Samannya Samiti, Tulamura Local, Udaipur.
640 Tripura Tapashili Jati Samannya Samiti, Gargi L/C,
641 Tripura Tapashili Jati Samannya Samiti, Kakraban.
642. Smt. Khuku Paul, Deshbandhu Self-Help Group, Mirza.
643. Tulamura Bazar Committee, Udaipur.
644. Bhagat Singh Swa-sahayak Dal, Mirza, Udaipur.

645. Mirza Adarsha Prabhaman Shiksha Kendra, udaipur.
646. Tripura Tapashili Jati Samannay Samiti, Mirza UC

NAME OF SLOCK - DAMCHERRA BLCOK.

Sl. No. **Name & Address**
647. TMSU, Damcherra Branch

NAME OF BLOCK - KARBQOK BLCOK.

Sl. No. Name & Address
648. State Engineer Association, Amarpur, Jatanbari L/C.
649. Standing Social Organisation,
650. The Moonsun SH Group, Karbook.
651. CPI(M) Jatanbari UC., Amarpur.
652. Dr. Narendra Das, Nutan Bazar
653. Shri Nikhi! saha, Nutan Bazar
654. Shri Swapan Datta, Nutan Bazar

NAME OF BLOCK - DAMBURNAGAR BLOCK,

Sl. No. Name & Address
655. Shri Sukha Rn. Das, Secretary, TECC(H.B.Rd), Gandacherra Sub.Divn. Committee
656. Raishabari High School, Gandacherra.
657. Sara Bharat Krishak Savha Gandachera Divn, Committee.

NAME OF BLOCK - DASDA BLOCK.

Sl. No. Name & Address
658. Tant Shilpa Sramik union, Kaanchanpur L/C.
659. Tripura Motor Sramik Union, Gachirampara, kanchanpur.
660. Tripura Motor Sramik Union, Dasda, Kanchanpur.
661. Secretary, Tripura Chemist & Dragists Association, Dharmanagar and Kanchanpur
662. TMSU, Kanchanpur Committee
663. Tripura Auto Rickshaw Workers Union, Kanchanpur

NAME OF BLOCK -B/SHALGARH BLOCK

Sl. No. Name & Address
664, Teacher & Students of Ambedkar Modal High School, Nehal Chandranagar.

665. Shri Krishna Debnath, Secretary, TMSU, Bisramganj Branch.
666. Shri Narayan Choudhury {MLA), Chairman, Bishalgarh Primary Mar keting Co-operative Society Ltd,
667. Tripura Tant Shilpa Shramik Union, Bishalgarh Sub-divisional Committee.
668. Sipahijala Bio-complex Shramik Union.
669. Secretary Tarun Sangha, Bishalgarh,
670. Shri Bandhu Gupal Bhowmik, Head Clerk, Bishalgarh Block.
671. Shri Sukhendu Das, Office Tilla,
672. TCS Officers of Bishalgarh Sub-division.
673. Staff Members of Tripura Gramin Bank Branches, Bishalgarh Block.
674. Champamura Gram Panchayet, Bishalgarh.
675. Gakul NagarG.P., Bishalgarh.
676. Purba Gakul Nagar, G.P., Bishalgarh.
677, N. C. Nagar, G.P., Bishalgarh.
678. Madupur, G.P, Bishalgarh.
679. Dakshin Madupur, G.P., Bishalgarh.
680, Debipur, G.P., Bishalgarh.
681. Kamalasagar, G.P., Bishalgarh.
682. Kunaban, G.P., Bishalgarh.
683 Radhanagar, G.P., Bishalgarh.
684, Kaiyedepa, G.P., Bishalgarh,
685. Purathal, G.P, Bishalgarh,
686. Arabindha Nagar, G.P., Bishalgarh.
687 Ghania Mara, G.P., Bishalgarh.
688, K. K. Nagar, G.P,, Bishalgarh.
689. Gajaria, G.P, Bishalgarh.
690. Lagunath Pur, G.P., Bishalgarh.
691 Bishalgarh, G. P. West Tripura.
692. Murabari, G.P., Bishalgarh.
693. Gautam Nagar, G.P., Bishalgarh.
694. Rowthkhola, G.P., Bishalgarh,
695. Laxmibil, G.P., Bishalgarh.
696. Gopinagar, G.P., Bishalgarh.
697. Chandra Nagar, G.P., Bishalgarh,
698. Gulagati, G.P., Bishalgarh.
699, Pathalia, G.P., Bishalgarh.
700. Kasba, G.P., Bishalgarh.

701. Nabinagar, G.P., Bishalgarh.
702, Brajapur, G.P., Bishalgarh,
703. UttarBrajapur, G.P, Bishalgarh
704. LalsingMura, G.P., Bishalgarh.
705, Ramcherra, G.P., Bishalgarti.
706. Dakshin Charilam, G.P., Bishalgarti,
707. UttarCharilam, G.P,, Bishalgarh.
708. Chhesri Mai, G.P., Bishalgarh.
709. Barjala, G.P., Bishalgarh.
710. Bisramganj, G.P., Bishalgarh,
711. Chelikhola, Bishalgarh.
712. Dayaram Para, Bishalgarh.
713. Bthanmura, Bishalgarh.
714. Banshibari, Bishalgarh.
715. Dharithal, Bishalgarf},
716. Rangmala, Bishalgarh.
717. Ramnagar, Bishalgarh.
718. Sutarmura, Bishalgarh,
719. Latiacherra, Bishalgarh,
720. Chikan Cherra, Bishalgarh.
721. Amtali, Bishalgarh.
722. Bastali, Bishalgarh.
723. Padmanagar, Bishalgarah.
724. Pathaiia, Bishalgarh.
725 Pramodnagar, Bishalgarh,
726. Goliraibari, Bishalgrh.
727. SDO(M.I), Bishalgrh.
728. Tripura Agriculture Graduate Association, Bishalgarh,
729. Bishalgarh Bazar Committee.
730. ARDD Office, Bishalgarh.
731. Bishalgrh P.S.
732, PHE Bisramqanj.
733. SDO(PWD), Bishalgarh.
734. Chairman, Panchayat Samiti, Bishalgarh.
735. Bishalgarh Dealer Association.

736. TMSU Bishalgarh Brach.
737 Sara Bharat Krishak Sabha, Bishalgarh.
738. Sara Bharat Krishak Sabha, Charilam , Bisramgang L/C.
739. Secretary, DYFI, Charilam L/C.

NAME OF BLOCK -AMBASSA BLOCK

Sl. No. Name& Address
740. Shri Dipak Banik, Teacher, Chandripara School, Ambassa.
741. Dhalai Zilla Parisad & DPO's Office.
742. BDO Ambassa, Dhalai.
743. Executive Engineer, ROD, Dhalai.
744. Executive Enginner, PWD, Dhalai.
745. Deputy Director Education, Dhalai.
746. Deputy Project Officer, Horticulture, Dhalai.
747. Asstt Director, ICAT, Dhalai.
748. C.M.O., Dhalai
749. Executive Engineer, Dhalai.
750. Deputy Director, PGB, Dhalai,
751. SDM, Ambassa, Dhalai.
752, DM, Dhalai
753. CDPO, Dhalai
754. I Water Supply Karmi Union, Ambassa Sub-division Committee.
755. Secretary, SFI. Ambassa L/C
756. Shri A. Ghosh, Engineer, District Secretary, Dhalai District Committee, SEAD.
757. Tripura Water Supply Karmi Union, Ambassa.

NAME OF BLOCK - AMARPUR BLCOK.

Sl. No. Name & Address
758. Vivekananda Sangha, Amarpur
759. Ganamukti Parishad, Dhan Lekha Prathamik Committee Amarpur
760. CPI(M) Purba Duluma Branch
761. CPI(M) Paschim Dalak Branch Committee, Amarpur
762. CPI(M) Paschim Dulama Branch Committee, Amarpur
763. Shri Khagendra Das, Amarpur

764, DYFI Amarpur Divisional Committee, Amarpur,
765. CPI(M) Sarajani Branch Committee, Amarpur
766. Paharpur G.P., Amarpur
767. Nutan Bazar Babsyee Samiti, South Tripura
768. Yuba Saamj Club, Nutan Bazar
769. Matsyajibi Samabay Samiti, Nutanbazar
770. Shri Anil Paul, MMBI, Nutan Bazar
771. Dr. Sukumal Sarkar, Nutan Bazar

KHOWAI NAGAR PANCHAYAT.

Sl. No. Name & Address

772. Shri Snehendu Bikash Chakraborty, Secretary, Central Sub-commit tee, Tripura Association, Khowai Sub.Divn. Committee.

Inter- office Sports and Cultural

773. Shri Sambnu Nama, SDM, Khowai.
774. Shri Ranjit Chowdhury, Chairman, Primary Marketing Co-operative Society Ltd.
775. Shri Barendra Debbarma, Sub-Overseer, PWD- 1.
776. Shri Bipin Debbarma, Asstt. Headmaster, iswar Sardar High School.
111. Shri Bidya Debbarma, Head Clerk, PWD, Khowai.
778. Shri Amulya Debbarma, Agri Officer, Khowai.
779. Shri Ranjit Choudhury, Secretary, TECC (H.B.Rd)., Khowai Sub-Divn. Committee.
780. Tripura Water Supply Karmi Union, Khowai L/C.
781 Secretary, TECC (H.B.Rd), Khowai.
782. Chairperson, Khowai Nagar Panchayat.
783. Shri Santi Rn. Deb, Khowai Subash Park.
784. Shri Chitya Rn. Das, TMSU, Khowai.
785. TMSU, Khowai Branch.
786. Lal Mohan Dropout Coaching Centre, Khowai.

KUMARGHATNAGAR PANCHAYAT.

787. 9 Nos. member of Kumarghat N.P.
788. KumarghatN.P.

789. Staff of Kumarghat N.P.
790. Shri Chitta Rn. Das, Secretary, Satsangha Bihar, Kumarghat.
791. M/S Kumarghata Spun Pipe Industries.
792, Dinmajdoor Union Kumarghat.
793. All Tripura Bhudist Association, Kumarghat.
794. Kumarghat Upajati Shanti Sampriti Forum.
795. Kumarghat Merchant Association.
796. Tripura Mechanical Workers Union.
797. Shri Samiran Singha, VAS, Kumarghat
798. Shri Palash Kr. Roy, Asstt. Director, ARDD, Kumarghat.
799. Shri Sankar Chakraborty, Contractor, Uttar Pabiacherra.
800, Tripura Bamboo Stick Product Trade - Cottage Industries Association. Kumarghat.
801. Pabiacherra Regulated Market Committee.
802. All Tripura Bamboo Stick Supplier Merchant Association, Kumarghat.
803. Khore karmi Union, Kumarghat.
804. Dy. Manager & Staff, TRPC, Kumarghat.
805. Sonaimuri Teliacherra Market Association, Kumarghat,
806. Officer & Staff of CI Office & Traffic Unit, Kumarghat.
807. Tripura Sama O Rupa Shilpi Samiti, Kumarghat.
808. Ganatantric Nari Samiti, Kumarghat.
809. Laxmi Narayan Pharmacy, Kumarghat
810. Chemist & Druggists, Kumarghat.
811. Tiny Step Nursery School.
812. Allied Bick Industries, Kumarghat.
813. Tripura Auto Worker Union, Kumarghat.
814. SE, PWD Circle No I, Kumarghat.
815. Tripura Motor Workers Union (Truck Drivers Syndicate), Kumarghat.
816. Drs & Staff, Kumarghat. R.H.
817. Thela Sramik Union, Kumarghat.
818 Pabiacherra Coloney S.B. School.
819. Electrical Contractor Kumarghat
820. Staff Fisheries, Kumarghat.
821. Shri Narayan Sarkar, Kumarghat.
822. All Electrict Engineer, Kumarghat.
823. Shri Madhu Ghosh, Food Centre, Kumarghat,
824. O.C & Staff, Kumarghat P.S.

825. Shri DayamoyDutta,.
826. Shri Girendra Kr. Das, EE, Kumarghat,
827. Shri Debashis Das, Rail Choumuhani Bazar, Kumarghat
828. Fatikray Class XII School, Kumarghat
829. Shri Nikhil Rn. Dey, Master, Surya Sen Lane, Kumarghat.
830. Kumarghat Sporting Club.
831. TGEA (H. B. Road), Kumarghat Branch.
832, Shri Palash Kr. Roy, ARDD, Kumarghat.
833. Subhas Sangha, Kumarghat.
834, Shri Suship Paul, Kumarghat.
835 Shri Ananta Dhar, Contractor.
836. Nederi Manipuri Par, Kumarghat.
837. Chandra Kanta Para J. B, School.
838. Smt Renuka Dey, Ratiabari.
839. Shri Diman Kanti Dey, Uttar Pabiacherra J. B. School.
840. NSS Pabicherra XII School.
841, Shri Ranadir Sukla Baidya, Teacher, Kumarghat H.S. School.
842, Shri Dayamay Chandra, Kumarghat.
843. Shri Uttam Saha, Kumarghat.
844. Shri Amalangshu Das, SE Complex, Kumarghat
845. Manager & Staff, TSC Bank Ltd. Kumarghat
846. RD Stores Shramik Union, Kumarghat.
847. Ail Prerak-Saha Prerak, Fatikroy Nodal.
848. Kumarghat PACS Ltd.
849. Agri Sector Main Store, Kumarghat.
850. All Staff PHE Division - IV, Kumarghat.
851, Shri Ashis Kr. Roy, C.P.N.C., Kumarghat.
852. Scientific Officer & Staff, Kumarghat.
853. Tripura Biciyut Karmi Union, Kumarghat
854. Tripura Govt. Class VI Association.
855. SE, Electrical Circle - HI, Kumarghat
856. Tripura Govt. Teachers Assodatiomn, (H. B. Road), Kumarghat,
857. Shri Haripada Dey, S/o Lt. Harendra Dey, Kumarghat.
858. Shanti Niketan Club, Kumarghat.
859. Ramthakur Ashram, Kumarghat,
860. All Staff Pabiacherra XII School.
861. SBI, Kumarghat Branch.

862. Er. Abhijit Roy, SDO, PWD.
863, Shri Makhan Debnath, Pabiacherra.
864. DISE, ISWE & CDPO Office, Kumarghat.
865, Shri Prafulla Saha, Kumarghat.
866. Chairman, Darcherra , ADC Village Committee
867. Shri Nani Gupal Ghosh, Rabindra Palli,
868. Gakulnagar PACS Ltd,
869. Retion Shop Dealer Association, Kumarghat R. D. Block.
870. M/S Akhil Ch. Ghosh, AOD.
871. Kumarghat Nagar Panchayet, Word No - 7
872, EE & Staff RD Diviaion, Kumarghat
873. Youth Club, Kumarghat.
874. Shri Ranadhir Choudhury, Kumarghat.
875, Tripura Autonomous & Semi Govt. Employees Committee.
876. Janata Club.
877. Shri Dinesh Das, Kumarghat,
878. Field Workers Appline & Brasil Expressed Ltd.
879, Tripura Gramin Bank
880. Shri Swapan Datta, Kumarghat.
881. Villager of Word No- 8, N.P,
882. Contractors Association, Kumarghat
883. Student Kumarrghat Girls High School
884, Bhaskar Choudhury
885 Pabia Cherra Khudra kapar Babsyee Samiti.
886. Pabia Cherra Bazar Committee.
887. Chiramuri Babasyee Pabia Cherra Bazar.
888. Timber Merchant, Kumarghat.
889. M/S Banima Cloth, Pabia Cherra.
890. Khudra Chal Babsyee Samite.
891. Pan Babshaia Samity, Pabiacharra
892. Vegetable Businessman, Kumarghat.
893 Shri Subash majumder, Kumarghat.
894. Pabia Cherra Khudra Fish Babsyee.
895. Shri Sashaka Rn. Das, Kumarghat.
896. Kumarghat Tehashil Office.
897. Gram Unnayan PACS Ltd.
898. Tripura Harijan Unnayan Samiti.

899. Kumarghat Truck Owners Syndicate.
900. Timber Association, Kumarghat.
901. Staff of Post Office, Kumarghat,
902, Shri Patharia Babu, Railway Contractor.
903. Nagar Panchayat Ward No. 9
904. SDO& Staff, Rig Sub-Divn.,.
905. Shri Mohanlal Das Conctor,
906. Shri Manju Gopal Das, Conctor.
907. Smt. Nivedita Banik & M:ina Namusadra.

SABROOM NAGAR PANCHAYAT.

908. Junior Natya Sanstha, Sabroom.
909. Convener, Preparatory Committee, CITU, Subroom Sub-divn.
910. Secretary, TECC { H.B.Rd),Sabroom Divn. Committee.
911. Secretary, Sabroom Contractor Association.
912. M/s Ramkrishna Society, Sabroom.
913. Shri Gautam Bhowmik, President, DYFI, Sabroom, South Tripura.
914. Shri Sagara Das, Ludua, Sabroom, South Tripura.
915. Chairman, Reciption Committee DYFI Manu L/C, Sabroom.
916. Secretary, Four Friends Union, Sabroom.
917. Shri Biplab Samal, Sara Baharat Krishak Sabha, Sabroom Divn. Com mittee.
918. DYFI Sabroom L/C

DHARMANAGAR NAGAR PANCHAYAT.

Sl. No. Name & Address

919. Smt. Pranati Nath, Teadher, Joynagar School (Primary Section) Dharmanagar.
920. Shri Abnainath, Teacher, Bagbasa Madhyamik School (Primary Sec tion) Dharmanac
921. CITU, Dhamanagar Division Committee.
922. Shri Subodh Nath, All India Kisan Sabha, Dharmanagar.
923. Shri Biswajit Bhattacherjee, Dharmanager
924. Secretary, Netaji Club, Dharmanagar, North Tripura.
925. Tripura Water Supply Karmi union, Dharmanagar Sub. Divn Commit tee.

UDAIPUR NAGAR PANCHAYAT.

Sl. No.	Name & Address
926.	Tripura Tapasnili Jati Samannay Samiti, UdaipurPashimancha!.
927.	Tripura Tapashili Jati Samannay Samiti, Udaipur, L/C
928.	Shri Joy Gobinda Oeb Roy, MLA.
109.	Shri Dhmba Acherjee, Sreema Engineering Works, Udaipur.
930.	M/S Kiran Petrolium, Udaipur.
931.	Shri Binod Datta, M/s BDC Bricks, Udaipur.
932.	Shri Pranab Ghosh, M/S Kathia Baba Bricks Industries, Udaipur.
933.	Shri Sadhan Ch Dhar, M/s Ram Krishna Bricks, Udaipur.
934.	Smt. Rajrupa Datta, Gupta, Udaipur.
935.	Shri Khokan Saha, M/s Giridari Bricks, Udaipur.
936,	Shri Pijush Kanti Deb Sharma, Tripureswari Grill & Steel, Udaipur
937.	Tripura Sundri ;Matsyajibi Samabaya Samati.
938.	Renaissance Club, Fulkumari, Udaipur.
939.	Puspita , Fulkumari, Udaipur.
940,	Electric House, Udaipur.
941.	Shri Raj Mohan Acharjee, Udaipur.
942.	Shri Moza Marak, Udaipur.
943,	Udaipur Biggan 0 Sanskriti Mancha, Udaipur.
944.	Shri Prem Sari Jamatia, YFPC, Udaipur.
945.	TECC(H.B.Rd), Udaipur.
946.	TECC(H.B Rd), Udaipur.
947.	CANVAS, Udaipur.
948.	Shri Rajat Bhatterjee, Sangeet Chakra, Udaipur.
949.	Tripura Rajya Sabha Sundr Unnyan Samiti, Udapur Sub.Divn. Committee.
950.	Charma Shtlpi Samiti, Udaipur Suv.Divn. Committee.
951.	Tripura Motor Sramik Unuon, Branch Committee, Udaipur.
952.	Matsyajibi Union, Udaipur Sub.Divn. Committee.
953.	Secretary South Tripura District Zonal Committee, SEAT, Udaipur.
954.	All Ranks of South Tripura Police.
955.	Udaipur Nagar Panchayat.
956.	Officer & Staff of South Tripura District Administration.
957.	Shri Sishir Rn. Bhowmik, Contractor, Udaipur.
958.	Shri Swaapan Majumder, Singer, Udaipur, South Tripura.

959. Tant Shilpa Sramik Union, Udaipur Divn Committee. "
960. Secretary, Tripura Govt Class IV Karmachari Samiti, Udaipur.
961. Tripura Sanskriti Sammanya Kendra, Udaipur.
962. Secretary, Modem Social Centare, Udaipur.
963. Udaipur Primary Marketing Coop, Society Ltd.,
964. Secretary, Biswakarma Puja Committee, 2Q03 PHE Divn.No.III, Udaipur
965. Secretary, TMSU, Tularmira L/C, Udaipur.
966. Shri Anupam Chowdhury, Principal, Sangeet Lahar, R.K.Pur.
967 South Tripura District Administration,

TAELIAMURA NAGAR PANCHAYAT..

Sl. No.	Name & Address
968,	Goan Pradhan, Rupachara Goan Panchayat. Teliamura,
969.	Shri Jitendra Das, Secretary, KrishnapurCPI(M) Local Committee,
970.	Smt. Snigdha Deb, D/0- K. Deb, Chakmaghat.
971.	Shri Swapan Kar, Teliamura Merchant Association
972.	Jitendra Das, Secretary, Krishnapur, CPi(M) L/C

KAILASHAHAR NAGAR PAANCHAYAT..

Sl. No.	Name & Address
973.	Shri Jitendra Paul, Kailashahar, North Tripura.
974	Tripura Auto Rickshaw Workers Union, West Branch, Kailashahar.
975.	Tripura Auto Rickshwa Workers Union Bhater Bazer Branch, Kailashahar
976.	Tripura Auto Rickshwa Workers Union, East Branch, Kailashahar.
977.	DYFI, Kailashahar Uttaranchal Committee, North Tripura.
978.	DYFI Fatikroy L/C, Kailashshar.
979.	Owners Volunters Association, Kailashshar.
980.	Tripura Auto Rickshaw Workers Union, Van Branch, Kailashshar.
981	Sara Bharat Krisak Sabha, Hawar L/C, Kailashahar.
983.	Nagar Panchayal, Kailashahar, North Tripura,
984.	Shri Er. S K. Nandi, Engineer, District Secretary, North District, SEAT.
985.	Nagar Panchayat, Kailashahar, North Tripura.
986.	SDM Kailasshahar & staff.
987.	Upajati Yaba Federation Kt S
988.	Manager & Staff, Kailashahar Marketing Coop. Society Ltd.

989. 6 Nos. Board of Directors Kailashshar Marketing Cop, Society Ltd. Kailashahar Primary Maketing Society Ltd.
990. Kailashahar Primary Maketing Society Ltd.
991. Shri Joylirmoy Chakraborty, Sidang Muku.
992. Shri Nityananda Malakar, Sukantanagar,
993. Tripura Tat Shilpi Sramik Union, Kailashahar, Sub.Divn. Committee.
994. CITU, Kailashahar, Sub.Divn. Cimmittee, North Tripura.
995. Sara Bharat Krisak Sabha, Kailashshar Divn. Committee.
996. Tripura Motor Sramik Union, Kailashshar.

BELONIA NAGAR PANCHA YA T.

Sl. No. Name & Address

997. DYFI, Debdaru L/C. Belonia.
998. Social Welfare Research Society, Birchabndra Nagar, Bilonia, South Tripura.
999. Netaji Birth Day Celebration Committee, Matai, Belonia.
1000. Belonia Employees Recreation Club, South Tripura.
1001 Inmates and Staff of Boarding House, Belonia XII Class Girl's School.
1002. Shri Satyajit Paul, S/O- Lt.Raj Behari Paul, Belonia.
1003. Sara Bharat Krisak Sabha, Belonia Sub.Divn. Committee,
1004. Shri Pahni Bn. Paul, Muhuripur, Belonia, South Tripura.
1005. DYF, Barpathari L/C Belonia, South Tripura.
1006. TECC(H.B.Rd), Sub.Divn. Committee, Belonia.
1007. Gazetted Officers Association, Belonia Education Deptt.
1008. Shri Chittesh Dasgupta, RDQ, United Bank of India, Belonia,
1009. CITU, Belonia Sub.Divn. Committee, South Tripura.

AMARPUR NA GAR PANCHA YA T.

Sl. No. Name & Address

1010. Chairman, Amarpur Baishakhi Mela Committee, South Tripura.
1011. Sfhri Mantu Paul, Hospital Chowmohani, Amarpur.
1012. Secretary, Amarpur Merchant Association.
1013. Shri Jagadish Ch. Saha, Amarpur.
1014. All Tripura Contractor Association, Amarpur.
1015. TECC(H.B.Rd), Amarpur Division Committee.
1016. Amarpur khudra Matsha jibi Samabai Samiti, Amarpur

AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL

Name & Address

1017. Shri Ramendra Barman, Secretary, T.B.S.E, Agartala.
1018. Secretary, Dashamighat Club, Joynagar, Agartala.
1019. O/o the ICAT Department, Ghandhighat, Agartala.
1020. ICAT, Agartala
1021. ICAT Department, Agartala.
1022. Tripura Mehila Mandal Karmi Vrinda Rajya Samaj Kalyan Parshad, Agartala.
1023. Secretary, Town indranagar, South Branch, CPI (M) Office, Dhaleshwar, Agartaia.
1024. Secretary, Aguntok Club, Joynagar, Agartaia.
1025. Secretary, Vidyarthi Mandal, Ramnagar Road No. 3, Agartaia.
1026. Chairman, AISCSTEW Association, ONGC Ltd. Tripura Unit, Agartaia.
1027. Secretary, Yubak Sangah, Agartaia.
1028. Convenor, 15 No. Word, Literacy Samity, Ramthakur Sangah, Agartala.
1029. Secretay, Sata Puspa Samaik Sangstha, Agartaia.
1030. Secretary, Sristi Samajik Sangah, Agartaia.
1031. President, Narsinqar Chitra Kala, Aqartala.
1032. Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister, Tripura.
1033. Secretary, Tripura Upajati Ganamukti Parisad, Agartaia
1034. Secretary, Charka Sangah Social Organisation, Joynagar, Agartaia
1035. Shri Anil Sarkar, Hon'ble Minister Education etc. Department, Tripura.
1036. Shri Gopal Das, Hon'ble Minister Food etc. Department, Tripura.
1037. Shri Aninda Bhattacherjee, Under Secretary, Home Department.
1038. Shri Haradhan Bhowmik, Under Secretary, Finance Department, Tripura.
1039. Shri Debasish Modak, OSD, C.M's Secretariat, Tripura.
1040. Shri Rakhal Debnath, Advocate, Agartaia, West Tripura.
1041. Shri Sukumar Barman, Minister, Transport, Fisheries etc. Deptt., Agartaia.
1042. Shri Parijat Dutta, P.R.O., Health Deptt, Agartaia.
1043. Smt. Samiksha Bhattacherjee, Agartaia.
1044. Nagarik Committee, Ward No.- 1, Agartaia.
1045. Homeopathic Medical Officers Association, Agartaia.
1046. Ex-para Military Association.

1047. Shri Tapan Chakraborty, Minister, Health, Agriculture etc. Deptt,, Agartaia.
1048. Shri Subodh Das, Minister, Panchayat, Tripura.
1049. Shri Santosh Debnath, Secretary, No. 53 Staff Committee, TGEA.
1050. Shri Keshab Majumder, Minister, Revenue, Higher Education Deptt.
1051. Shri J.K. Sinha, IAS, Secy. To CM, Tripura.
1052. Staff of C.M's Secretariat, Tripura.
1053. Staff of the C.M's Secretariat, Tripura.
1054. Student, Teacher and Non.-Teaching Staff , Umakanta Academy, Agartaia.
1055. President, Angeling Aquatic Conservation Society of Tripura, College Tilla, Agt.
1056. Staff of Chief Minister's Secretariat, Tripura
1057. Shri Manindra Reang, Minister, TRP & PGP, Tripura.
1058.. Staff Council of NSRCC, Agartaia (TSC)
1059. Shri Radhya Shyam Bim, No. 57 Staff Committee, TGC- IV EA.
1060. Souvenir Committee, XVI North Eastern Sports Festival, 2002.
1061. President/jecretary, Satadal Sangha, Ashram Cnowmohani, Agartaia.
Tripura Auto
1062. Rickshaw Workers Union, RMS Branch.
1063. Shri Amitabha Kar, IGP, Administration, Agt.
1064. Shri S.K, Roy, Commissioner, Health, Agartaia,
1065. Secretary, Rotary Club of Agartaia City.
1066. Shri Gopal Das, Minister, Food, Tripura.
1067. Shri R.P. Datta, OSD, C.M's Secretariat, Agartaia.
1068. Shri Badal Chowdhury, Minister, PWD etc.
1069. Shri Pabitra Kad, Minister, Industries, Tripura.
1070. Shri Jitendra Choudhury, Minister, Tripura.
1071. Shri Sudhir Das, Minister, Tripura.
1072, Shri Faizur Rahaman, Minister, Labour etc. Tripura,
1073. Shri Narayan Rupani, Minister, ARDD, Tripura.
1074. Shri Manik Dey, Minister, Power, Trpura.
1075. Shri Khagendra Jamatia, Minister, Co-operation, Tipura.
1076. Shri Pranab Debbarma, Minister, Forest, Tripura.
1077. Smt. Bijoy Laxmi Sinha, Minister,! &C (Handloom & Handicrafts), Tripura.

1078. Shri Aghor Debbarma, Vice Chairman, Planning.
1079. Shri Ramendra Debnath, Speaker, TLA
1080. Shri Subal Rudhara, Dy. Speaker, TLA,
1081. Shri Samir Deb Sarkar, Chief- Whip, TLA.
1082. Shri Bidhu Bhusan Malakar, MLA, Tripura.
1083. Shri Monoranjan Debbarma, MLA, Tripura.
1084 Shri Narayan Choudhury, MLA, Tripura.
1085. Shri Gour Kanti Goswami, MLA, Tripura.
1086. Shri Padma Kumar Debbarma, MLA, Tripura.
1087. Shri Bashudeb Majumder, MLA, Tripura,
1088. Shri Amitava Dutta, MLA, Tripura.
1089. Shri Sudhan Das, MLA, Tripura.
1090. Shri Jashbir Tripura, MLA, Tripura.
1091. Shri Gunapada Jamatia, MLA, Tripura.
1092. Shri Madhab Saha, MLA, Tripura.
1093. Shri Ranjit Debnath, MLA, Tripura.
1094. Shri Sahid Chowdhury, MLA, Triura.
1095. Shri Rajendra Reang, MLA, Tripura.
1096. Shri Arun Chakma, MLA, Tripura.
1097. Shri Sachindra Debbarma, MLA, Tripura.
1098. Shri Subrata Chakraborty, MLA Tripura.
1099. Shri Bijoy Roy, MLA, Tripura.
1100. Shri Prasanta Debbarma, MLA, Tripura.
1101 Shri Debasis Adhikari, C/0- Chita Rn, Paul, Dashamighat.
1102. Shri D.N. Sahaya, H.E Govemor, Tripura.
1103. Shri J.P.D.. A Cultural Organization cf Agartala.
1104 Tripura Auto Rickshwa Union, Fire Service Unit, Agartala,
1105. Shri Subrata Bhowmik, Chairman, Shri Jagidesh Ch. Bhowmik, Melermath, Agt.
1106. Eureka Mozik & Tiles, Mantribari Road, Agartala.
1107. Shri K.V. Satyanarayana, Commissioner, TW.
1108. Shri Santosh Kr Karmakar, Under Secretary, Home Department.
1109. General Secretary, Tripura Rajya Bhikkhu Sangha, Agartala.
1110. Shri Subrata Debnath, Councilor, Ward No.7, Agartala.
1111. Nagarik Committee, Agartala Ward No. 7.
1112. Nagarik Committee, Agartala Ward No.6.
1113. Nagarik Committee, Agartala Ward No. 5.

1114. Apollo Information Centre, Agartala.
1115. Tripura Auto Rickshaw Workers Union, Van Branch, Maharajganja Bazar, Agt.
1116. Tripura Football Association, Agartala.
1117. Shri Subrata Debbarma, Lake Chowmuhani, Agartala.
1118. All Tripura Doctor's Association, Agartala.
1119. Shri Pinaki Pratim Deb, CP!(M) Party Office, Melarmath, Agartala.
1120. Staff of Durga Chowmuhani, Electric Supply, Agartala.
1121. Sara Bharat Ganatantrik Nari Samity, Tripura Rajya Committee, Agartala.
1122. Shri Nikhil Tripura, Deed Writer Welfare Association, Agartala
1123. Shri Mihir Sen, Dhaleshwar, Agartala.
1124. Shri Madhu Sen Gupta, Ramnagar, Agartala
1125. Secretary, Kalyan Samity, Bhattapukur, Agartala.
1126. Shri Bidhu Bushan Debnath, Member, Nagarik Committee, Word No. 2, Agartala.
1127. Mini Bus, Zeep & Taxi Drivers Syndicate, Motor Stand, Agartaia.
1128. Tripura Water Supply Karmi Union, Bardowali, L/C, Agartala.
1129. Shri Ranjit Kr. Das, Bardowali, Agartaia
1130. Shri Sukesh Ch. Paul, Bardowali, Agartala.
1131. Shri Ashish Chokraborty, Bardowali, Agartala.
1132. Shri Bimal Dey, Bardowali, Agartala
1133. Shri Nitai Lal Mallik, Bardowali, Agartala.
1134. Shri Manab Chokraborty, Bardowali, Agartaia.
1135. Shri Pradip Kr. Ghosh, Bardowali, Agartala.
1136. Shri Rakhal Dey, Bardowali, Agartala.
1137. Shri Goutam Deb, Bardowali, Agartala.
1138 Shri Pradip Mukherjee, Bardowali, Agartala.
1139. Shri Ajit Kr. Das, Bardowali, Agartaia.
1140. Shri Amalemdu Debnath, Bardowali, Agartala.
1141. Tripura Water Supply Karmi Union, Shishu Bihar, L/C, Agartala.
1142. Tripura Water Supply Karmi Union, Jogendranagar, L/C, Agartala.
1143. Tripura Water Supply Karmi Union, Kunjaban, L/C, Agartaia.
1144. Tripura Water Supply Karmi Union, Badharghat, L/C. Agartaia.
1145. Tripura Water Supply Karmi Union, College Tilla, L/C, Agartaia.
1146. Tripura Tapashili Jati Samannya Samity, Town indranagar Unit, Agartaia.
1147. Tripura Tapashili Jati Samannya Samity, Putfoa Agartaia, L/C.

1148. Battala Udbastu Bazar Babsyee Samity, Battala, Agartaia
1149. Secretary Krishnanagar Samajik Sanstha Agartaja.
1150. Secretary Modem Club, Bhattapukur, Agartaia.
1151. Secretary, Prantik Club, Dhaleshwar, Agartaia.
1152. Shri Shankar Hrisidas, Tripura Charma Shilpa Samity, Agartaia.
1153. Sara Sharat Krisak Sabha, Sadar Sub-division Committee, Agartaia,
1154. Shri Supratip Sen, Contractor, Agartaia.
1155 Shri Arun Sen Gupta, Agartaia.
1156. Shri Satyabrata Bhattacharjee, TECC (H. B. Road), Agartaia.
1157. Shri Benu Ghosh, C/o Rabi Ghosh, TMSU, Motor Stand, Agartaia.
1158. General Secretary, Trpura Purta, Sech Karigari Karmi Union, (H B. Road), Agt. 1159.
159. Shri Angoulambi Bin, Agartaia.
1160. Shri Nepal Sinha, Commissioner & Secretary, Govt. of Tripura. Agartaia.
1161. Expression Group, Joynagar, Agartala.
1162. Shri Jibanta Tripura, Project Director, NEIPICO, Agartaia.
1163. Shankara Acharjya Vidhya Aytan, Bhadhargh'at, Agartaia.
1164. Shri Goutam Shii, Agent, Daily Desher Katha, Agartaia.
1165. General Secretary, Tripura Government Class - IV Association, Agartaia,
1166. Part Time College Teacher Association, Agartaia.
1167. Revolutionary Youth Federation, Agartala.
1168. Tripura State Council for Child, Agartaia.
1169. Tripura Veterinary Doctor's Association, Agartaia.
1170. Lions Club, Agartaia.
1171. SFI Unit, RIPSAT, Indranagar, West Tripura,
1172. Tripura Auto Rickshaw Workers Union.
1173. Secretary, Power Branch Committee, State Engineers Association Tripura,
1174. Democratic Lawyers Association, Tripura, Agartala.
1175. TSIC Employees Association, Tripura, Agartala.
1176. Association of Physicians of India, Tripura State Branch.
1177. Sadar Sub- Divisional Recreation Club, C/O- 0/0 S.D.M., Sadar, Agartaia.
1178. All Tripura Engineers Association.
1179. Secretary, Unnayan Sangha, AD. Nagar.
1180. Bank Employees Federation, Tripura

1181. Panchayat Reld Staff & Directorate L/C.
1182. Tripura Auto Rickshaw Workers Union, A.D. Nagar Branch.
1183. General Secretary, TECC (H.B.Rd), Sachin Debbarrnan Sarani, Agartala
1184. Tripura Govt. Class-IV Employees Union, Police Branch, A.D, Nagar.
1185. Nagrik Committee, Word No.- 3, Agartaia.
1186. Reshambagan Athletic Club, Agartaia.
1187. Chanda Taranga, Agartaia.
1188. Tripura PMRY Flour Mill Association, M.S. Rnad, Agartaia,
1189. Sankar Acherjee Vidya Bnavan, North Badharghat.
1190. Shri Arun Sengupta, Agartala

SONAMURA & A. NAGAR P[illegible] .AYAT.

1191. TECC(H B Rd), Sonamura Sub. Divn. Con[illegible]nittee
1192. DYFI, Sonamura Divisional Committee
1193. TMSU Sonamura, West Tripura.
1194. Sonamura Khudra Babsyee Samiti, Sonamura Sub Divn. Committee.
1195. All Tripura Engineers Association, Sonamura Sfub Divn Committee
1196. SAYAK - Association- Edn Institution and Social Welfare organisaa
1197. Blood Drops, Sonamura.
1198 Md. Sana Alam, Tamsabari, Sonamura.
1199 Sumata Kr Das, Nirmaham Gas Agency, Sonamura.
1200. Children Corner Nursing School, SNM.
1201 Sara Bharat Ganatratrik Sonamur Divn. Committee.

OTHERS.

Sl. No.	Namee & Address
1202.	K. S Suryanarayana, Bangalore

List OF BENEFICIERIES RECEIVED GRANTS FROM CHIEF MINSITER'S RELIEF FUND FROM

01.04.2003 TO 30.09.2003.

Sl. No.	Namee & Address
1.	Shri Maran Debnath, S/o Narayan Debnath, Vill. Chandul, Melagarti, Sonamura

2. Shri Ali Miah, S/o Lt. Kermat Ali, Vill. Kamaranga Tilla, Sonamura
3. Shri Narandra Chandra Datta, S/o Lt. Arjun Mohan Datta, Vill. & Po. Mohanbhug, Melagarh, Sonamura
4. Smt. Rekha Bakshi, W/o Baqmar Bakshi, Vill. & Po. Mohanbhug, Sonamura
5. Shri Shambhu Tripura, S/o Chandra Hari Tripura, Vill. Gamaicherra, UttarTainder, Melagarh, Sonamura
6. Shri Badal Chandra Deb, S/o Upendra Chandra Deb, Vill. & Po. Aralia, Agartala
7. Shri Sunil Chandra Das, S/o Gupal Chandra Das, Vill. Chandul, Melagarh, Sonamura.
8. Shri Manindra Ghosh, S/o Lt Bharat Ghosh, Vill. Uttar Kalamchura, Po, & Ps. Kaiamchura, Sonamura.
9. Smt. Premadabala Debnath, W/o Pramud Ranjan Debnath, Vill. Palgoan, Ps. East Tilthai, Nutan Bazar, Panishagar
10. Shri Kalachan Deb, S/o Lt Prabhat Chandra Deb, Vill. & Po. Upta Khali, Panisagar, North Tripura.
11. Smt. Tarmina Beqam, W/o Md. Rakib Ali, Vill. Uttar Fulbari, Po. Premtala, North Tripura, Dharmanagar.
12. Shri Dilip Choudhury, S/o Lt Banqshi Badan Choudhury, Vill. Maharanipur, Po. Chakmaghat, Teliamura
13. Shri Anukul Choudhury, S/o Lt. Bankabihari Choudhury, Vill. Maharanipur, Po. Chakmaghat, Teliamura.
14. Smt Sunati Jamatia, W/o Madan Hari Jamatia, Vill. Jarailong Ban, Po. Chakmaghat, Teliamura.
15. Smt. Mani Ghosh, W/o Lt. Nitai Ghosh, Vill. South Ramnagar, Po. Aralia
16. Shri Bangshi Kumar Tripura, S/o Kanta Kumar Tripura, Vill. Purba Chouka Tulshi, Manu Bazar.
17. Md Merai Miah. S/o. Md. MsuddarAli. Vill. & Po. Kaiacherra, Dharmanagar
18. Shri Namachandra Reang, S/o Bastirai Reang, Vill. Gunabakta Para, Po. Garji Bazar, South Tripura
19. Ramyan Miah, S/o Hiran Ali, South Ramnagar, Agartala
20. Smt. Anjali Das, W/o Hiralal Das, Vill. Barakhala, Po. Jatrapur, Tripura West
21. Inhal Miah, S/o Lt. Rajjak Miah, Vill. Ishanchandranagar, Po. Belonia, South Tripura
22. Shri Subodh Debbarma, S/o Lt Ramkumar Debbarma, Vill. Shivdurga Para, Po. Budhungnagar, Sidhai
23. Shri Mrinal Debnath, S/o Lt. Amarchan Debnath, Vill. Madhya Bhuban Ban,

Agartala.

24. Smt Malati Munda, W/o Niranjan Munda, Vill. Jirania, Noabadi, Po. Birendranagar
25. Shri Nitai Chakraborty, S/o Sunil Chakraborty, Vill. Hrisidas Para, Pratapgarh,
26. Smt Jamuna Banik, W/o Jogesh Chandra Banik, Vill. Briddhanagar, Ranir Bazar
27. Smt. Sulekha Biswas, Vill. Maharanipur, Chakmaghat, Teliamura
28. Shri Gupal Das, S/o Girish Das, Vill. Murabari, Laxmibil, Po. Bishalgarh
29. Shri Upendra Lal Sana, S/o Lt. Nilambar Sana, Vill. Kunjanban Colony, Abhaynagar, Agactaia
30. Shri Amulya Debnath, S/o Nayan Debnath, Vill. Dud Patir, Po. Ranir Bazar
31. Shri Chitta Ranjan Das, S/o Lt. Haricharan Das, Vill. Bhati Abhoynagar, Rishi Colony
32, Shri Mahesh Chandra De, S/o Lt. Ramesh Chandra De, Vill. East Batarashi, Po. East Kameshwar, Dharmanagar
33. Smt. Mangaleswar Deb, W/o Lt. Dasharath Deb, Agartala
34. Smt Tapasl Das, W/o Lt. Lalit Mohan Das, Vill. Ujan Abhoynagar, Agartala
35. Shri Manik Sana, S/o Mangal Chandra Saha, Vill. Sekerkot, Po. Amtali
36. Shri Kalipada Basak, S/o Lt. Narendra Basak, Vill. Chandra Mohan Colony, Po. Red Rose Colony
37. Md. Suleman Miah, S/o Anu Miah, Vill. Kathalia, Po. Sonamura
38. Shri Nanibala Debnath, W/o Lt. Sukumar Debnath, Vill. DebinagarPo. Ranir Bazar
39. Shri Govinda Rupini, S/o Phaya Chandra Rupini, Vill. Nabin Singh Ban, Po. Mandwai
40. Shri Sukurai Debbarma, S/o Lt Ramchandra Debbarma, Vill. Murabari, Po. Radhanagar, Jirania
41. Shri Kanu Singha, S/o Jogendra Chandra Singha, Vill. Old Agartala
42. Smt Ranu Acharjee, W/o Pradip Chakraborty, Vill. Suryamaninagar, Tripura West
43. Shri Surendra Namasudra, S/o Suresh Namasudra, C/o Nityalal Das, Vili. Shanti Para, Kamalghat
44. Smt Gudabari Mishra, W/o Lt. Shiv Kumar Mishra, Vill. Abhoynagar, Agartala
45. Smt Manika Ghosh, W/o Babul Ghosh, Vill. Kathali, Po. Sonamura
46. Smt Sabitri Malakar, W/o Lt Prahiad Malakar, VIll. Ramnagar, Janata College, North Tripura

47. Smt Basana Bala Saha, W/o Sankar Saha, Vill. Battapukur, Kalitila, Po. A. D. Nagar
48. Smt Sumati Sarkar, W/o Rajendra Sarkar, Vili. Maheshkhala, Po. Anandanagar, Po. Amtali
49. Smt Kanchan Bandhari, W/o Krishnadan Bandhari, Vill. Haripur, Ishanchandranagar, Po. Amtali
50. Smt. Sushma Roy, W/o Lt. Sushi! Baran Roy, Vill. & Po. Bhati Abhoynagar, Agartala
51. Smt Jahanara Begam, W/o Lt Abdul Mannan, Vill. Bhati Abhoynagar (Bitarban), Agartala.
52. Shri Biswamani Debbarma, S/o Lt. Sikrai Debbarma, Vill. Bhandari Choudhuri Para, Chachu Bazar, Po, Sidhai
53. Smt. Swapna Majumdar, W/o Anil Majumdar, Vill. Bhattapukur, Kaiitila, Po. A. D. Nagar, Agartala
54. Smt Charu Bala Saha, W/o Gupal Chandra Saha, Vill, Chataria, Gakulnagar, Udaipur
55. Shri Paritosh Baidya, S/o Lt Prasanna Kumar BaioVa, (Majir Mianr Ghat) South Belonia
56. Smt Tulsi Debnath, W/o Narayan Debnath, Vill. Khagendra Choudhury Para, Shantir Bazar, Belonia
57. Shri Gupesh Nath, S/o Guiak Nath, Vill. & Po. Deocherra, Noth Tripura
58. Shri Rabindra Das, S/o Lt. Bharat Das, Vill. Upta KhalUKhudra Kandi), Dharmanagar
59. Shri Haripada Malakar, S/o Ramesh Malakar, Viil. Upta Khali, (Khudra Kandi), Dharmanagar
60. Shri Rajmohan Debnath S/o Lt. Akhay Debnath, Viil. & Po. Deocherra, Dharmanagar
61. Smt Premada Nath, W/o Pramud Nath, Vill. Palgoan, Tilthai
62. Smt. Belarani Das, W/o Jatindra Chandra Das, VHI. & Po. Upta Khaiai. Dharmanagar
63. Smt. Sarabala Sarkar, W/o Lt. Sachindra Malakar, Vill. Bishnupur, Churaibari, North Tripura
64. Shri Manik Sarkar, S/o Lt. Indra Bushnan Sarkar, Vill. & Po, Purba Pratapgarh
65. Shri Jatra Mohan Tripura, S/o Lt. Ashi Kumar Tripura, Vill. Debnath Para, Po.Gandacherra, Dhalai
66. Shri Kartik Kar, S/o Harkumar Kar, Vill. Madhya Singicherra, Khowai

67. Shri Sudhir Chandra Nath, S/o LtSuresh Chandra Nath, Vill. 6 No. Ward, Deocherra, Dharmanagar
68. Shri Bikash Ranjan Das. S/o Lt. Sashi Mohan Das, Vill. North Nayapara, Dharmanagar
69. Shri Narayan Chakraborty, S/o Lt. Chandra Mohan Chakraborty, Central Road, Agartala
70. Smt. Anjana Deb Roy, D/o Lt. Prafulla Deb Roy, Kamalpur, Maracherra (Pr. Add.G. B. Hospital., Agartala)
71. Smt. Manika Badra, W/o Chitta Ranjan Badra, Shivnagar, Gajaria, Bishalgarh
72. Shri Sadhan Chandra Shil, S/o Lt. Ramesh Chandra Shil, Vill. Purba Gakulnagar, Sekerkot, Bishalgam
73. Smt. Puma Debi Debbarma, D/o Lt. Jatindra Debbarma, Vill. Rani killa, Udaipur
74. Shri Raj Kumar Debbarma, S/o Lt. Maniram Debbarma, Vill. Latha Bari, Bchaibari, Khowai
75. Shri Harekrishna Bardan, S/o Lt. Brajendra Bardan, Vill. Sipai Haur, Khowai
76. Smt. Purba Hoy Halam, W/o Banpui Sing halam, Bagmara, Dhalai
77. Smt. Milan Gushawmi, W/o Lt. Kunjabihari Gushawami, Vill. Debinagar, Ranirbazar
78. Smt. Sephali Majumdar, W/o Lt. Nimai Majumder, Vill, Surendranagar, Kalacherra Tea Gurder
79. Shri Satya Kumar Debbarma, S/o Lt. Ajiram Debbarma, Vill, Raj Chantai Para, Tripura West
80. Shri Ashok Chakraborty, S/o Lt. Amalendu Chakraborty, Indranagar Colony, Abhoynagar
81. Shri Nani Gopal Debnath, S/o Manuranjan Debnath, Vill. Moharipur. South Tripura
82. Smt. Sabitri Das Malakar, W/o Sadhan Saha, Vill. Badharghat, Matn'palli, Sidhi Ashram, Amtali, West Tripura
83. Shri Paritosh Bhattacharjee, S/o Lt. Prafulla Kumar Bhattacharjee, Viil. & Po. West Chandrapur, Dharmanagar
84. Shri Sajal Sutradhar, S/o Lt. Sachindra Sutradhar, Vill. & Po. South Padmabil, Panisagar
85. Smt.Sabitri Das, W/o Lt, Nandalai Das, Vill, Lalcherra, Po. Lalcherra Colony, Dharmanagar
86. Smt. Madhabi Lata Das. W/o Lt, Sushil Das, Vill. Lalcherra, Po.

Lalcherra Colony, Dharmanagar
87. Shri Ajoy Chandra Das, S/o Lt. Akhoy Chand Das, Vill. Uptakhali, Panisagar, Dharmanagar
88. Md. Sumu Miah, S/o Lt. Masuf Ali, Vill. & Po. Fulbari, Churaibari, Dharmanagar
89. Smt. Rénubala Mudsuddhi, W/o Kamal Mudsuddhi, Vill. & Po. Samanu, Dhalai
90. Shri Ratan Kumar Barma, S/o Lt. Aguri Barma, Vill. & Po. Samanu, Dhalai
91. Smt. Renubala Majumdar, W/o Jogeshwar Majumdar, Vill. Town Pratapgarh, Agt.
92. Smt. Laxmi Defanath, W/o Sobudh Debnath, Vill. G. B. Hospital, Agartala
93. Shri Puranjan Debnath, S/o Pulin Debnath, Viil. Durgapur, South Massmara, Kancharipur
94. Shri Nursailal Kaipeng, S/o Lt. Dinchand Kaipeng. Vill. Rabagoa, Taidu, South Tripura
95. Shri Samar Paul, S/o Brajahari Paul, Vill, South Amarpur
96. Shri Sajal Deb, S/o Anukul Deb, Vill. & Po. Ampinagar, Amarpur, South Tripura
97. Smt Anjali Hrisidas, W/o Ram Hrisidas, Vill, Bhati Aboynagar, Agartala
98. Shri Nikhil Chandra Sharma, S/o Satish Chandra Sharma, Vill. Kameswar, Dharmanagar
99. Shri Jyotilal Bhowmik, S/oTarini Mohan Bhowmik, Vill. Joynagar, Dashamighat, Battala, Agartala
100. Shri Rohini Kumar Das, S/o Lt. Nagarbashi Pas, Vill. South Anandanagar, West Tripura
101. Shri Kanchan Datta, S/o Lt. Agur Chandra Datta, M. LA. Hostel No. II, Agartaia
102. Shri Putul Debbarma, S/o Lt. Sushil Debbarma, Vill. Kaladepa, Udaipur
103. Smt. Niyati Acharjee, C/o Nirmal Chandra Achafjee, Vill. & Po. Barjala, Agartala
104. Shri Uttam Das, S/oLt. Anil Das, Vill. South Anandanagar, Shrinagar, West Tripura
105. Smt. Sumitra Saha, W/o Litan Saha, Vill. Mohanpur, Po. Tulabagan
106. Md. Jaihaz Miah Sarkar, S/o Lt. TamzirMiah Sarkar, Viil. & Po, Khilpara, Udaipur
107 Smt. Manara Begam, W/o Abu Taher, Viil. Lemuia Mura, Jatrapur
108. Shri Harinath Das, S/o Lt. Jagabandhu Das, Vill. Utter Brajapur, Po. Brajapur,

Bishalgarh
109. Shri Nandalal Sarkar, S/o Lt, Anukul Sarkar, Vill. & Po. Balur Char, Sonamura
110. Shri Nama Chandra Reang, S/o Lt. Bamtirai Reang, Vill. Gurubakta Para, Po. Garji Bazar, South Tripura
111. Shri Brajendra Paul, S/o Lt. Kailash Paul, Vill. Jogendra Magar, Sidhai, Po. Kalacherra Tea Garden
112. Smt. Ushabala Laskar, W/o Lt. Chandra Mohan Laskar, Vill. Harihar Dula, Po. Kunaban, Tripura West.
113. Shri Chinta Haran Das, S/o Lt. Nabadeep Das, Vill. Bhati Abhoynagar, Tripura West
114. Shri Bidyot Majumdar, S/o Lt. Shiv Shankar Majukdar, I. G. M. Hospita, Agartala
115. Shri Paritosh Deb, S/o Lt. Barada Deb, Vill. & Po Nilhoypur, Jatrapur, Sonamura
116. Smt. Shipra Chakraborty, W/o Shanti Chakraborty, Vill. Kaiadepa, Bishalgarh
117. Shri Kajal Acharjee, S/o Banamali Achari.ee, Rampur Rd. No. 12, Ramnagar, Agt.
118. Smt, Kananmala Tripura, W/o Aananda Tripura, Vill. Kuwaifung, Po. Debdaru, Belonia
119. Smt. Mira Harijan, W/o Kartik harijan, ViH. Banalipur, Near Bodjung Girls School, Agartala
120. Smt. Kabita Majumdar, W/o Sashibushan Majumdar, C/o Q/o the Engineer-in-Chief, Agartala
121. Shri Bamacharan Nath, S/o Lt. Gunacharan Nath, Vill. & Po. Deocherra, Dharmanagar
122. Shri Manuranjan Nath, S/o Akhoy Nath, Vill. Leuin Colony, Po. Halflong Cherra
123. Shri Bimal Debnath, S/o Upendra Debnath, Vill. West Tilthai, Po. Tilthai, Dharmanagar
124. Shri Bashiram Das, S/o Lt. Binod Das, Vill. Khudrakandi, Po, Uptakhali, North Tripura
125. Shri Sudarshan Nath, S/o Lt. Kamini Nath, Vill. East Tilthai, Dharmanagar
126. Shri Sudhir Chandra Nath, S/o Lt. Sudhan Nath, Vill. East Tilthai, Dharmanagar
127. Shri Debendra Chandra Nath, S/o Lt. Kangali Nath, Vill. & Po. Deocherra,

Dharmanagar
128. Shri Bikash Chandra Saha, S/o Nripendra Chandra Saha, Vill. Debinagar, Ranir Bazar, Tripura West
129. Smt. Mala Begam, W/o Abbas Miah, Vill. Das Para, Bhati Abhoynagar, Agartala
130. Shri Sukumar Buwal, S/o LL Khitish Chandra Buwal, Vill, Siddhi Ashram, Agartal, Tripura West
131. Smt. Bela Ghosh, W/o Lt. Sunil Ghosh, Viil. & Po. Gandhi Gram, Ps. Air port
132. Shri Rajani Urang, S/o Lt. Shridhan Urang, Viil. Gakulnagar, Po. Bishalgarh
133. Shri Gupal Das, S/o Lt. Girish Das, Vill. Murabari, Po. Bishaigarh
134. Shri Gouranga Datta, S/o Ll. Rebati Mohan Datta, Vill. & Po. Jogendranagar, Agt
135. Shri Prahlad Banik, S/o Lt. Naiini Ranjan Banik, Krishnanagar, Bijoy Kr. Chowmohani, Agartala
136. Smt Sukla Saha, W/o Lt. Binod Saha, Vill. Moloynagar, Tripura West
137. Shri Rupak Debnath, C/o Rajkumar Debnath, Vill. Petnicherra, Chebri, Khowai
138. Shri Paritosh Roy, S/o Lt. Satish Chandra Roy, Vill. Basanti Till, Chebri, Khowai
139. Shri Nibaran Chandra Paul, S/o Lt. Nimai Chand Paul, South Chebri, Khowai
140. Shri Debasish Choudhury, S/o Dilip Choudhury, Vill. Melagarh (Chandigarh)
141. Smt. Bina Nath, W/o Bivas Debnath, Vill. Petnicherra, Chebri, Khowai
142. Smt. Saraswati Paul, W/o Amulya Ratan Paul, Vill. Kamala Cherra, Po. Ambassa, Dhalai
143. Shri Atul Lodh, S/o Lt. Lalmohan Lodh, Vill. Bankumari, Kunjaban
144. Smt. Kalpana Paul, W/o Babul Kumar Nag, Vill, West Pratapgarh, A, D. Nagar,
145. Shri Narayan Das, S/o Lt. Bhuban Das, South Gilatali, Kalyanpur, Khowai
146. Smt. Falguni Debbarma, W/o Radhakrishna Debbarma, Vill. Durga Choudhury Para, 147. Kalyanpur, Khowai
147. Smt. Urna Dey, W/o Swadesh Dey. Vill. Bagma, Udaipur, South Tripura
148. Smt. Maya Rani Debnath, W/o Swapan Debnath, Vill. Uttar Charilam, West Tripura
149. Shri Pradip Deb, S/o Lt. Rishi Chandra Deb, Vill. 7 No, Ration Shop,

Joynagar, Agartala

150. Smt. Renuka Ghosh, W/o Lt. Rakhal Ghosh, Vill. North Badharghat, A, D. Nagar, Agartala

151. Shri Nitai Sarkar, S/o Ashutosh Sarkar. Vill. Kalikapur, Rampur, Agartala

152. Shri Parimal Malakar, S/o Lt. Sudhir Malakar, Vill.Baligoan, Kamalpur, Dhalai

154. Shri Dulal Dey, S/o Matilal Dey, Vill. R. K. Nagar, West Noabadi, Tripura West

155. Smt. Rinku Rani Nama, W/o Sukumar Nama, Vill. Balukia Tilla, Kunjaban, Agt.

156. Shri Nabakishore Namasudra, S/o Lt. Nadia Namasudra, Vll. Meshoria, Dabbari, Kamalpur

157. Smt. Jayanti Das, W/o Badal Das, Vill. & Po. Betaga, Shantir Bazar, Belonia

158. Shri Suresh Harijan, S/o Bachhu Harija, Town Indranagar Colony, Dhaleswar, Agartala

160. Shri Sukesh Deb, S/o Subhash Deb, Vill. & Po. Manikbandhar, Mainabari, amalpur, Dhalai

161. Shri Bimal Kanti Chakraborty, C/o Lt. Harendra Chakraborty, Ranir Goan, Mazlishpur, Tripura West

162. Shri Khokan Bhowmik, S/o Lt. Kumud Kanti Bhowmik, Vill. East Champamura, Agartala, Tripura West

163. Smt Rekha Banik, W/o Kalipada Bhowmik, C/o Kajal Banik, Vill. Jagahari Mura, College Till, Agartal

164. Smt. Kukila Sarkar, W/o Lt. Satish Chandra Sarkar, Vill. & Po. Maiganga, Teliamura

165. Shri Nirmal Saha, S/o Lt. Nilmohan Saha, Vill. & Po. Champamura, Ps. Amtali

166. Shri Upendra Debbarma, S/o Lt Krishna Senapati Debbarma, Vill. Shrirampur, Kamalpur, Dharmanagar

167. Shri Gouranga Biswas, S/o Lt. Shiv Charan Biswas, Vill. Laxminarayanpur, Po. Gourangatill, Kalyanpur, Khowai

178. Shri Bipul Chandra Deb, S/o Lt. Indra Kumar Deb, Vill. Chebri, Nandanpaili, Khowai

169. Smt. Laxmi Saha, W/o Rakhal Saha, Vill. Nayani Mura, East Noabadi

170. Smt. Sephali Saha, W/o Dilip Kumar Saha, Vill. Chandrapur, Resham

Bagan, Agt
171. Smt. Ujjali Bhattacharjee, D/o Nirmalendu Bikash Bhattachatjee, Vill. & Po. Uptakhali, North Tripura
172. Shri Satyendra Malakar, S/ö Lt. Bhairab Malakar, Vill. & Po, Belabar, Jalai, Kailashahar
173. Shri Anatn Deb, S/o Lt, Sudhir Deb, Kailashahar, North Tripura
174. Shri Sahajahan Miah, S/o Lt. Hasan All, Vill. Hariardula, Po. Kunaban, Bishalgarh
175. Shri Gopal Debnath, S/o Lt. Ashini Debnath, Vill. Lankamura, Tripura West
176. Shri Dulal Debnath, S/o Niranjan Debnath, Vill. & Po. Khayerpur, Tripura West
177. Shri Surendra Debbarma, S/o Nanda Kumar Debbarma, Vill. Nalung Ban, Ramchandra Ghat, Khowai
178. Shri Arun Debbarma, S/o Bharat Debbarma, Vili. Paglabari, Ramchandra Ghat, Khowai
179. Shri Krishnadhan Das, S/o Lt Arjun Das, Vill. Bhattapukur, Kalitila, A, D. Nagar, Agartala
180. Shri Swapan Bhattacharjee, S/o Lt. Kanai Bhattacharjee, Vill, Bhattapukur, Kalitila, A. D. Nagar, Agartala
181. Shri Premananda Debnath, S/o Lt Shridhan Chandra Debnath, Adarsha Colony. Agartala
182. Smt. Tulsni Karmakar, W/o Makhan Karmakar, Vill. Uttar Charilam, Bishaigarh
183. Shri Bhuianath Paul, S/o Lt, Barada Kanta Paul, Vill. & Po. Debipur, Belonia
184. Smt Gita Sarkar, W/o Rakhal Sarkar, Vill. Pachhim Moharipur, Belonia
185. Shri Suraj Miah, S/o Abdul Kajir, Viil. Gurarban, Po. Urmai, Sonamura
186. Shri Badal Datta, S/o Lt. Manindra Datta, Vill. Gurarban, Po. Urmai, Sonamura
187. Shri Parimal Chandra Deb, S/o Lt. Ajit Kumar Deb, Vill. South Ramnagar, (Gul Chakkar). Agartala
188. Shri Sanjib Shil Sharma, S/o Gupal Shil Sharma, Vill. Shripur, Hrishyamukh, Belonia
189. Smt. Tanubaia Das, W/o Ratan Das, Vill. South Sonaichhari, Belonia
190. Shri Barun Sarkar, S/o Manuranjan Sarkar, Vill. Wangcherra, Belonia
191. Smt Putul Rani Das, W/o Gopal Chandra Das, Vili. Nirbhoypur, Sonamura
192. Smt. Rekha Arjya, W/o Ujjayanta Arjya, Vill. Arjya Colony, Belonia
193. Smt. Kanan Hrisidas, W/o Bimal Hrisidas, Vill. Bhati Abhoynagar, Hrisipallii,

Agt,

194 Smt Purabi Begam W/o Abdul Hamid Vill South Ramnagar Agartala

195 Shri Harish Debnath, S/o Lalit Mohan Debnath Vill Surya Para A D Nagar

196 Shri Subudh Debbarma S/o Ramkumar Debbarma, Vill Shiv Durga Para, Budjung Nagar

197 Shri Shibu Saha, S/o Na[illegible] Saha [illegible] G B Bazar Agartala

198 Smt Mira Bagchi W/o [illegible] S/o Ramesh Chandra [illegible] Kailashahar North Tripura), Present Add M L A Hostel No II Agartala

199 Shri Rambabu Reang [illegible] Pharpur Amarpur

200 Smt Renubala Das W/o [illegible]

201 Smt Dipali Debnath W/o Narayan [illegible]

202 Smt Kanta Deb W/o [illegible] Dharmanagar

203, Shri Brajendra Paul S/o Kailash Paul [illegible] Kamalpur,

204 Shri Usha Ranjan Chakraborty [illegible] Vill Vidyasagar Palli, Indranagar

205 Shri Babul Chakraborty, S/o [illegible] Ranir Bazar,

206 Smt Dipu Das, W/o Manuranjan Das Vill Bikram Nagar Goan Sabha Po Sekerkut, Amtali

207 Shri Bijoy Roy Choudhury, S/o Sephai Roy C[illegible]

208 Shri Biplab Das, S/o Rajkumar Das Vill Ra[illegible] South Tripura

209 Shri Mani Saha S/o Bisambar Saha, Vill Khejur Bagan, Kathal Bagan, Agartala

210 Shri Maina [illegible]

211 Shri All Miah S/o Lt Abdul Ahmed Vill Jogendranagar (Sukanta Colony) East Aralia Agartala

212 Smt Niva Das, W/o Khirmohan Das Vil Adarsha Colony Jogendranagar

213 Shri Nayan Das Choudhury [illegible] Vill [illegible] Pschim Bhuban Ban Agartala

214 Shri Rafiz Miah, S/o Chanu Miah, Vill & Po Nirbhoypur Sonamura

215 Smt Anjana Saha, W/o Shanti Saha, Vill Moloynagar, Rentral Colony, Agartala

216. Md. Siddhi Kumar Rahaman, S/o Lt. Nur Miah, Vill. Purba Chandigar, Melagarh, Sonamura
217. Shri Barak Miah, S/o Abdul Rahim Miah, Vill. & Po. Mainama, Dhaiai
218. Smt. Panchi Nama, W/o Harekrishna Nama, Laxmibil, Bishaigam
219. Shri Swapan Chandra Saha, S/o Bakul Chandra Saha, Vilt. & Po. Pratapgar, Fulbari, Tripura West
220. Shri Jatindra Debbarma, S/o Lt. Rajmohan Debbarma, Vill. Belphang Ban, Ratanpur, Khowai
221. Shri Ajit Debbarma, S/o Narendra Debbarma, Vill. & Po. Ratanpur, Khowai
222. Smt. Sindhu Malakar, W/o Ranjan Malakar, Vill. & Po. Ramnagar, North Tripura
223. Shri Manoranjan Shabdakar, S/o Lt. Katuram Shabdakar, Vill. Dewan Pa sha, Dharmanagar
224. Smt, Tapasi Paul, W/o Lt. Dilip Paul, Vill, & Po. Goutamnagar, Bishalgarh
225. Shri Maniram Saha, S/o Shantiram Saha, Vill. Brajapur, Bishalgarh
226. Shri Goutam Dey, S/o Rajendra Chandra Dey, Vill. Jatrabari, Madhyapara, Khayerpur, Tripura West
227. Smt Minu Bhairabi, W/o Lt. Bhogeshwar Bhairabi, Vill. & Po. Kalyanpur
228. Shri Niranjan Paul, S/o Lt Shachindra Paul, Vill. & Po. Amar Colony, Klyanpur
229. Shri Dhirendra Debnath, S/o Lt. Nagendra Debnath, Vill. Basanti Tilla, Chebri, Khowai
230. Smt Joytsna Rani Das, W/o Rebati Das, Vill. Nidaya, Sonamura, Tripura West
231. Shri Amar Das, S/o Lt. Radhacharan Das, Vill, Shantinagar, Teliamura, West (T)
232. Shri Gouranga Deb, S/o Lt. Kamini Deb, Vill. Twichhindrai, Po. Howai Bari, Teliamura
233. Md. Abdul Mallik, S/o Lt. ishad All, Vill. Baghan, Po. Premtala, North Tripura
234. Shri Basanta Barman, S/o Sunil Barman, Vill. Dharikapur, Kalyanpur, Khowai
235. Shri Sachindra Das, S/o Lt. Chandra Kumar Das, Vill. West Marina, Sabrum
236. Shri Badal Gupe, S/o Haribakta Gupe, Vill. & Po. Kalyanpur.
237. Shri Krishna Debnth, S/o Lt. Nabin Chandra Debnath, Vill. Jogendranagar, Agt
238. Shri Biswamani Debbamia, S/o Lt Shikrai Debbarma, Vill. Bhudrai Chandra Para, Sidhai Mohanpur, Chachu Bazar
239. Shri Hiralal Deb, C/o Rajesh Debbarma, Vill. Krishnanagar, Thakur Palli

Rd, Agt.

240. Shri Nripendra Kumar Das, S/o Barindra Kumar Das, Vill. Khudrakandi, Uptakhali, North Tripura

241. Shri Tinku Math, S/o Jatindra Nath, Vill. & Po. Krishnapur, Dharmanager, North Tripura

242. Smt Champa Das, W/o Sunil Das, Vill. & Po. Uptakhali, North Tripura

243. Shri Kanchan Data, S/o Lt. Gourchand Datta, M, L. A. Hostel No. II

244. Shri Bidhan Debbarma, S/o Budhu Debbarma, Vill. Dina Thakur Para, Jirania

245. Smt Ranıbala Biswas, W/o Lt. Paresh Chandra Biswas, Vill. Bhati Abhoynagar, Agartala

246. Shri Rafik Miah, S/o Lt. Kanu Miah, Vill. Joypur, Agartala

247. Shri Swapan Debnath, S/o Lt Gurucharan Debnath, Vill. Uttar Charilam

248, Smt Anjana Shabdakar, S/o Tarini Shabdakar, Vill. Ichailat Cherra, Churaibari, Dharmanagar

249. Smt. Prabhabati Nath, D/o Lt. Sumanta Chandra Nath, Vill. Takuni, Po. Amtila, Churaibari

250. Smt Kananbala Roy, W/o Falguna Roy, Vill. Ishanchandranagar, Amtali

251. Smt. Sikha Saha, W/o Harekrishna Saha, Vill. Durganagar, Ranirbazar, Agartala

252. Shri Krishna Kamal Debnath, S/o Lt. Brindaban Debnath, Vill. Airport Road, Barjala

253. Smt Sadhana Debı, D/o Rajkumar Debnath, Vill. Rukhi Cherra, Chebri, Khowai

254. Shri Ratan Das, S/o Lt Matilal Das, Vill. Batthaia, Po. Bagma, Udaipur

255. Shri Upendra Kapalı, S/o Lt. Jagannath Kapali, Vill. South Manikbhandar, Dhalai

256. Shri Ratan Singha, S/o Kamini Singha, Vill. Mohanpur, Goyalmara, Po. Kamalpur, Dhalai

257. Shri Jamak Kumar Debbarma, S/o Lt. Seidra Debbarma, Vill Katlamara, Po. Abhanga, Salema, (Pr. Add Dasharath Bhavan)

258. Shri Subhas Sarkar, S/o. Lt. Gagan Chandra Sarkar, Vill. Netaji Subash Colony, Bishalgarh, Amtali

259. Shri Dhirendra Chandra Ghosh, S/o Lt. Kailash Chandra Ghosh, Vill. & Po. Durjoy Nagar, Tripura West

260. Shri Jiban Das, S/o Behari Das, Vill. Adarsha Colony, Purba Jogendra Nagar,

261. Shri Bikash Das, S/o Hiralal Das, Vill. Ranjit Nagar, Agartala
262. Shri Rakib All, S/o Lt. Abdul Latif, Vill. Kalerkanid, Tilla Bazar, Kailashahar
263. Shri Ramesh Chandra Ghosh, S/o Lt. Raman Chandra Ghosh, Vill. Kumarghat, North Tripura
264. Shri Alfat Ali, S/o Lt. Mantuj All, Vill. Perathal, Rajnagar, Bishalgarh
265. Shri Manik Das, S/o Lt. Suresh Das, Vill. Kalikapur, Bhagat Singh Colony, Agt.
266. Shri Kartik Sarkar, S/o Lt. Dhananjoy Sarkar, Vill. Laxmipur, Sarba Dharma Mission Colony, Agartala
267. Md. Tamjit Ali, S/o Lt. Aklu Miah, Vill. Daliar Kanid, Tiila Bazar, Kaiiashahar
268. Shri Krishna Mohan Debnath, S/o Lt. Ananda Mohan Debnath, Vill. Deocherra, Dharmanagar
269. Smt. Beuty Laskar, D/o Maran Laskar, Vi!l, Melaghar Char, Sonamura
270. Shri Bahadur Namasuddra, S/o Lt. Ramesh Namasuddra, Vill. Baman Cherra, Kamalpur
271. Shri Ratiranjan Das, S/o Lt. Debendra Chendra Das, Vill. & Po. West Nalswar, sonamura
272. Shri Haradhan Dey, S/o Lt Nirendra Dey, Vill. Chandigarh, Melagar
273. Shri Shyamal Majumdar, S/oLt. Shanti Ranjan Majumdar, Vill. Twisindrai, Teliamura, Hawaibari
274. Md. Abdul Aziz, S/o Lt. Arsad Ulla, Vill. Shrinathpur, Po. Babul Bazar, Kailashahar
275. Shri Krishna Debnath, S/o Chand Mohan Debnath, Vili. RanirGoan, Majlishpur, Ranir Bazar
276. Shri Nitai Data, S/o Lt. Surendra Datta, Vill. Debipur, Belonia
277. Shri Narayan Biswas, S/o Lt. Mahim Biswas, Vill. & Po. Matai, Beionia
278. Shri Dhananiov Saha, S/o Lt. Gubdhan Saha, Vill. Bitarban, Bhati Abhoynagar
279. Shri Arun Chandra Paul, S/o Lt. Shital Chandra Paul, Vili. Ariya Colony, Belonia
280, Shri Jaharlal Debbarma, S/o Budhiya Debbarma, Vill. & Po. Kumaibul, Sidhai Mohanpur
281 Smt Laxmi Sutradar, C/o Ratan Chakraborty, Vill. Hapania, Po. ONGC, Amtali
282. Smt. Laxmi Nama, W/o Sunil Nama, Vill. Madhya Laxmibil, Bishalgary
283. Smt. Sandhya Rani Acharjee, Vill. South Badharghat, (Singha Mura), Chanpara

284. Shri Gupal Sutradar, Bhattapukur, Kalitilla, A.·D, Nagar
285. Shri Ruhini Kumar Das, S/o Lt. Nagarbashi Das, Vill. South Ananda Nagar, Tripura West
286. Shri Pisaram Das, S/o Lt. Sudhan Das, Vill. Rengkeng Panchayat, Amarpur
287. Smt. Sunabar Bivi, W/o Lt. Manu Miah, C/o Malu Miah, Vili. Malbashaghat, Rengkeny Fanchayat, Amarpur
288. Shri Sanju Mallik, S/o Nani Mallik, Vill. Purba Charakbai, Baikhura, South
289. Shri Brajendra Paul, S/o Lt. Kailash Paul, Vill. Surendra Nagar, Sidhai, Kalacherra
290, Smt. Rita Sir, W/o Ashitlal Bir, Vill. Surendranagar, Kalacherra Tea Gurden
291, Md. Baichudd/n, S/o Lt. Firuj Uddin, Vill. & Po. Tilthai, (Betangi) Dharmanagar
292. Shri Hanamtina Darlong, S/o Luta Darlong, Vill Baithang Bari, Dharma -nagar
293. Shri Muslui Miah, S/o Achad Ali, Vill. Bash Pukur, Jatrapur, Sonamura
294. Shri Uttam Banik, S/o Sachindra Chandra Banik, Vill. Jagahari Mura, Po. Agartala College
295. Shri Paritosh Dey, S/o Lt. Barada Dey, Vill. & Po. Nirbhoypur, Jatrapur, Sonamura
296. Smt. Beuty Laskar, W/o Maran Laskar, Vill. Melagatti Char, Melagarh
297. Smt. Sikha Rani Pau, W/o Sukumal Paul, Vill. & Po. Induria, Sonamura
298. Smt. Gudabari Mishra, W/o Lt. Shiv Kumar Mishra, Vill. & Po. Abhoynagar, Agt.
299. Smt. Sabita Mallik, W/o Lt. Rebati Mallik, Vill. Prishabari, Moharchara, West (T)
300. Shri Gopal Shil, S/o Lt. Pumachandra Shil, Vill. Old Rajnagar, Bishalgarh
301. Smt, flu Das, C/o Nepal Banik, Vill. Po. Battala, Joynagar, Agartala
302. Smt. Gita Sarkar, W/o Jatindra Sarkar, Vill. Near Upendra Vidya Bhaban, Joynagar P.E.C., Agartala
303. Shri Muslem Miah, S/o Abdul Majjid Miah, Vill. Charipara, A. D. Nagar, Amtali
304. Shri Mihir Lal Danta, S/o Shiv Sankar Danta, Vill. South Sonaisari, Belonia
305. Shri Madhan Mohan Biswas, S/o Lt. Jagat Bandhu Biswas, Vill. & Po. Sarshima, South Tripura
306. Shri Hari Kamal Das, S/o Ananta Mohan Das, Vill. Haripur, Hrishyamukh, Belonia
307. Shri Digbijoy Paul, S/o Shanti Ranjan Paul, Vill. Baratilla, Po. Barapathalia,

Belonia
308. Smt. Marium Begam, W/o Sansu Miah, Vill. Bhati Abhoynagar, Agartaia
309. Shri Sachindra Das, S/o Lt. Radhakrishna Das, Vill. Murabari, Po. West Laxrnibil, Bishalgarh
310. Smt. Renubala Saha, W/o Upendra Chandra Saha, Vill. Gurkhabasti, Nutan Palli, Kunjaban, Kathal Bagan
311. Smt. Sahara Begam, W/o Felu Miah, Vili. West Joynagar, indira Colony, West (T)
312. Smt Uma Deb, W/o Satya Gupal Deb, Vill. Twisindrai, Teliamura
313. Smt Parbati Saha, W/o Lt. Jatindra Saha, Vill. Purba Pratapgar, Agartaia
314. Smt Basanti Majumdar, W/o Lt. Sudhangshu Majumdar, Vill, & Po, West Noabadi, Tripura West
315. Shri Rabindra Debnath, S/o Lt. Darika Debnath, Wl. Rajnagar, Airport
316. Smt. Gitarani Sukladas, D/o Narayan Sukladas, Vill. Brajabinodini Pur, Sidhai
317. Smt. Smriti Sen, W/o Ratan Sen, Vill, & Po Suryamanipur, Ps, Amtali
318. Shri Mangal Debbarma, S/o U. Mohan Chandra Debbarma, Vili. Sridam Kubra Para, Jirania, West Tripura
319. Smt Tarubala Das, W/o Ratan Das, Vill, & Po. South Sonachhan, Belonia
320. Smt Sukla Das, W/o Nirodh Das, Vill. & Po. West Panisagar, North Tripura
321 Smt. Dipali Rani Das, W/o lt, Matilal Das, Vill. Hapania, Sukanta Palli, ONGC
322. Shri Parimat Hrisidas, S/o Krishna Hrisidas, Vill. West Dolocherra, Po. Jayanti Bazar, Dhalai
323. Smt. Anjana Urang, W/o Rajani Urang, Vill. No. 2 BSF Gate, Bishaigarh
324. Shri Rajani Urang, S/o Lt. Shrudhar Urang, Vill. No. 2 BSF Gate, Bishaigarh
325. Shri Mangal Debbarma, S/o Lt. Mohan Chandra Debbarma, Vill. Harinmara, Po. Kulai Bazar, Dhalai
326. Shri Rameshwar Das, S/o Lt. Ramananda Das, Vill. Kalikapur, Rampur, Agt.
327. Shri Nepal Das, S/o Lt. Nabadeep Das, Vill. Kemper Bazar, A. D. Nagar
328. Smt. Champa Chakraborty, W/o Nirmal Chakraborty, Vill. Joynagar, Oposit 5 No. Ration Shop
329. Smt. Mukta Bashi Sharma, W/o Lt. Rebati Sharma, Vill. Purba Gakulnagar, Bishaigarh
330. Smt. Anima Roy, W/o Dipak Roy, Vill. Jogendra Nagar, Agartala
331. Smt. Sudha Rani Nath, W/o Sunil Debnath, Vill. Ramnagar, Janata Col

lege, Dharmanagar

332. Smt. Sashi Rani Das, W/o Rupan Das, Vill. Po, Iswanpur, Sidhai

333. Shri Ratan Chandra Biswas, S/o Narayan Chandra Biswas, Vill. Srinagar, South Tripura

334. Shri Sanjit Sarkar, S/o Lt. Prasanna Kumar Sarkar, Vill. Bajpara Colony, Belonia

335. Shri Upendra Debbarma, S/o Lt. Fulchandra Debbarma, Vill, East Karaimura, Amtali, Bishramgang

336. Shri Arjun Debbarma, S/o Divachandra Debbarma, Vill. Birchandra Thakur Para, Khowai

337. Smt Namita Debnath, W/o Bimal Debnath, Vill, & Po. Rajnagar, Udaiur

338. Smt. Sandhyarani Dey, W/o Dhananjoy Dey, Vill, Battapukur, A. D. Nagar, Agt.

339. Shri Mukunda Das, S/o Debendra Das, Vill. Kathaltali, Madhuban Goan Sabha, South Badharghat, Dukli

340. Smt. Gita Rani Das, W/o Manuranjan Das, Vill. A. D. Nagar, Agartala

341. Shri Bikash Das, S/o Primal Das, Vill. Manikya Nagar, Jatrapur, Balurchar, Sonamura

342, Shri Sadhan Chandra Deb, Vill. East Jogendra Nagar, Adarsha Colony

343. Smt. Puspa Choudhury, W/o Alok Choudhury, Vill. Mohanpur, Taranagar, Sidhai, West Tripura

344, Shri Fulmati Reang, W/o Dipendra Reang, Vill. Matabari, Po. Dataram, Udaipur

345. Smt, Sunati Reang, W/o Lt. Kumbalsing Reang, Vill. Takma Bazar, Shantir Bazar, Belonia, South Tripura

346. Shri Gopal Saha, S/o Upendra Saha, Vill. & Po. Brajapur, Bishaigarh

347, Shri Susendu Rudra Paul, S/o Lt. Sunil Rudra Paul, Vill. Ramnagar, Janata College,harmanagar

348. Shri Tana Dariong, S/o Lt. Taukhuma Darlong, Vill, Baithang Bari, Dharmanagar

349. Smt Premada Nath, W/o Pramod Chandra Nath, Vill, Palgoan, Tilthai, Dharmanagar

350. Smt. Purbahai Halam, W/o Poshing Halam, Vill. Bagma, Dhalai (Pr. Add, G. B. Hospital, Agartala)

351. Smt. Shipra Malakar, W/o Krishna Malakar, C/o Mangal Malakar, Vill. Barjala

352. Shri Harendra Shil, S/o Lt, Khagendra Shil, Vill, Anandanagar,

353. Shri Swapan Hrisida, S/o Dhirendra Hrisida, Amtali, Tripura West
354. Kumari Anita Rani Biswas, D/o Kishore Mohan Biswas, Vill. Makum Cherra, Laljuri, Kanchanpur
355. Shri Manindra Das, S/o Lt, Chandra Kumar Das, Vill, Kalikapur, Rampur, Agt.
356. Smt. Tanu Banik, W/o Pradip Banik, Vill, Krishnanagar, Bijoy Kumar Choumuhani, Agartala
357. Smt. Anju Bhowmik, W/o Lt. Khirod Bhowmik, Vill. Ailmara, Sarba Dharma Mission, Agartala
358. Shri Arun Malakar, S/o Lt. Kulai Malakar, Vill. Ramnagar, Janata College, Dharmanagar
359. Shri Sashadar Debnath, S/o Lt, Haridhan Debnath, Vill. Noapara, Tilthai, Dharmanager
360. Smt. Jyoti Bhattacherjee, W/o Sajal Bhattacharjee, Vill. Halflong Cherra Tea Gurden, Dharmanagar
361. Smt Anima Biswas, D/o Nanigupal Biswas, Vill. South Badarghat, Charipara, Amtali
362. Shri Pranesh Debnath, S/o Mahendra Debnath, Vill. Taranagar, (Dakaipalii), Mohanpur
363. Shri Samarendra Debbarma, S/o Binoy Chandra Debbarma, Vill. Twichakma Para, Bishramganj
364. Shri Dilip Kumar Debnath, S/o Lt. Debendra Nath, Vill, Tilthai, (Betangi), Dharmanager
365. Shri Subrata Paul, S/o Lt, Rashik Chandra Paul, Vill, & Po. Kadamtala, Churaibari, Tripura West
366, Smt. Salma Begam, W/o Abdul Rahman, Vill. Challish Drun, Kdamtala, North Tripura
367. Smt, Mitala Chanda, W/o Milan Chanda, Vili. Sonamura, Paitur Bazar, Kailashahar
368. Shri Atul Sutradar, S/o Lt. Piyarimohan Sutradar, Vill. Shrinathpur, Po, Babur Bazar, Kailashahar
369. Shri Sadhai Singh Reang, S/o Lt. Saradajoy Reang, Vill. East Doloma, Amarpur
370. Shri Birendra Reang, S/o Lt. Ramkanu Reang, Vill. East Dolora, Amarpur
371. Smt. Anjali Acharjee, W/o Ratan Acharjee, Vill. Champamura, Amtali, Tripura (W)

372. Shri Pradip Roy. S/o Pumachandra Roy, Vill. Madhya Bhubanban, Barjala, Agt.
373, Shri Diman Nath, S/o Lt. Dhirendra Nath, Vill. & Po. Kadamtala, North Tripura
374. Shri Di^akVaidya, S/o Birendra Kumar Vaidya, Vill. Anaras Camp, Belonia
375. Shri Durga Chand Chakma, S/o Lt. Loan Chand Chakma, Vill. Prabin Chakma Para, Po. Nutan Bazar, Durga Ram G.P.
376. Shri Gopi Raman Roy, S/o Nirud Baran Roy, Vill. Biraj Colony, Belonia, South Tripura
377. Shri Bhajan Kar, S/o Ramchandra Kar, Haripur, Hrishyamuk, Belonia
378. Shri Santosh Majumdar, S/oRanjit Majumdar, Vill. Sukanta Nagar Colony, S. B. Belpnia
379. Shri Barun Chandra Saha, S/o Lt. Shishir Chandra Saha, Vill. Bajpara Colony, Belonia, South Tripura
380. Md. Muzibbar Rahaman, S/o Lt Kashim Ali, Vill. & Po. Kadamtala, Churaibari, North Tripura.
381. Shri Arun Das Gupta, S/o Ananda Das Gupta, Vill. Radha Krishnanagar Bazar, Khas Noagao, Tripura West
382. Smt. Aruna Dhar, W/o Sunil Dhar, Vill. Subhas Nagar, East Pratapga Agartala
Shri Dhirendra Sukla Vaidya, S/o Lt. Narendra Sukla Vaidya, Vill, South Haruya, Dharmanagar, Nroth Tripura.
383. Shri Swapan Datta, S/o Gakul Datta, Vill. Paul Para, Melagarh
384. Smt Sanjana Mahanta, W/o Arup Mahanta, Vill. South Haruya, Dharmanagar
385. Shri Bebi Sarkar, S/o Babul Sarkar, Vill, & Po. Ranirkhamar, Ps. Amtaii, Agartala
386. Shri Rupak Das, S/o Kartik Chandra Das, Vill. Ramnagar, Gang Roap Agartala
388. Shri Haripada Hrisidas, S/o Manindra Hrisidas, Vill. Dukli West, Madhuban, Tripura West
389. Shri Manindra Chandra Das, S/o Lt Hiralal Das, Vill. Dhaleswar, Nutan Palli, Agartala
390. Shri Adhir Ghosh, S/o Lt, Sunil Chandra Ghosh, Vill. & Po. Gabardi, Takarjala, Tripura West
391. Shri Ramdhan Saha, S/o Lt. Chandra Mohan Saha, Vill. Lembucherra, Tripura West
392. Shri Dhirendra Malakar, S/o Lt. Dulal Malakar, Vill, Saraspur, Po. Amtila,

North Tripura
393. Shri Dilip Saha, S/o Lt. Debendra Saha, Vill. WestTaranagar, Mohanpur Sidhai, Tripura West
394. Shri Shibu Kumar Deb, S/o Paresh Chandra Deb, Vill. Tarapur, Mohanpur Sidhai, Tripura West
395. Shri Humayon Kabir, S/o Kala Miah, Vill. Mati Nagar, Amtali, Tripura West
396. Shri Dipak ChouduryJJ/o Lt. Gupal Choudhury, Vill, Matri Palli, Bhadarghat, Agartala
397. Shri Sadhan Das, S/o Lt Manindra Das, Vill, Nutan Ban, Purba Barjala, Jirania
398. Smt. Rati Debnath, W/o Gupal Debnath, Vill. Murabari, Bishalgarh
399. Smt. Gauri Rani Das, D/o Lt. Jatindra Chandra Das, Vill. Murabari, Bishalgarh
400. Md. Nur Miah. S/o Lt. Nazir Ali. Vill. South Ramnacjar, Agartala
401. Shri Amal Kumar Sengupta, Retired TCS Officers, Garia Place, Kolkata - 700084
402. Shri Shyamal Chandra Paul, S/o Lt. Nagendra Chandra Paul, Vill. Madhya Shanti Nagar, Dhanpur, Sonamura, (C/o Chanu Saha, CPM Office, Melarmath, Agartala)
403. Gita Rani Saha, C/o Gurupada Saha, Vill. Janasikhsa Co-operative Printing Works Ltd., Central Road, Agartala
404. Shri Gupal Debbarma, S/o Lt. Surendra Debbarma, Vill. Purba Chandigarh, (C/o G, G. Hospital, Sit No. 2, Kunjaban, Agartala
405. Shri Maran Das. S/o Manuranian Das, Vill. Chandrapur, Resham Baga, Agartala
406. Shri Nimai Saha, S/o Lt. Haridhan Saha, Vill. Uttar Jogendra Nagar, Govinda Nagar, Tripura West
407. Shri Khitish Deb, S/o Khokan Deb. Vill. & Po. Barjala, Agartala, Tripura West
408, Shri Ananda Debbarma, S/o Ratiranjan Debbarma, Vili. Purba Rajnagar Para, Champahowr, Khowai
409. Shri Dasharath Debbarma, S/o Nabdhan Debbarma, Vill. & Po. Paglabazar, Padmabil, Khowai
410. Smt Sabitri Sarkar, W/o Manindra Sarkar, Vill. & Po. Bamancherra, Kamalpur
411. Smt Swapna Dey, W/o Chittaranjan Dey, Vill. & Po, Rangamura, Belonia

412, Shri Krishnamohan Nath, S/o Lt. Nabin Chandra Nath, Vill. North Jogendra Nagar, East Agartala
413. Shri Narayan Das, S/o Lt Surendra Das, Vill. North Ramnagar, Bimangar, Tripura West
414. Shri Prafulla Kumar Das, S/oLt Jogesh Chandra Das, Vill, Ramanagar, Dharmanagar
415. Shri Sujit Dey, S/o Niranjan Dey, Vill. & Po. & Ps, Noagoan, Tripura West
416. Smt Madhabi Das, W/o Dhirendra Nama Das, Vill. & Po, Tutabari, Kalyanpur
417. Shri Samir Saha, C/o Sakhicharan Saha, Vill. Gangail Road, Agartala
418. Shri Mahanta Debbarma, S/o Krishna Kumar Debbarma, Vill. Purba Rajnagar, Champahowr, Khowai
419. Shri Nama Chandra Reang, S/o Lt. Bastirai Reang, Vill. Garij, Gurubhakta Para, Udaipur, (Pr. Add. M.L.A. Hostel No. 2)
420. Smt Sanchita Saha, W/o Shri Swapan Chandra Saha, C/o Ashok Saha, Sharadamani Mistanna Bhandar, G. B. Bazar,
421. Shri Mintu Sarkar, S/o Lt. Sunatan Sarkar, Vill. Sarba Dharma Mission, Agartala
422. Shri Sunil Datta, S/o Lt Shrikanta Datta, Vill. Rajiv Nagar, Agartala
423. Shri Jogesh Chandra Shil, S/o Lt. Prasanna Kumar Shil, Vill. & Po. South Sunaichhari, Belonia, South Tripura
424. Shri Raftk Miah, S/o Amir Miah, Vill. Devipur, Gajaria, South Tripura
425. Shri Sunil Das, S/o Lt Sashimohan Das, Vill. Harihardula, Kunaban, Bishalgarh
426. Shri Manmohan Sarkar, S/o Haridhan Sarkar, Vill. Taltala, Sechuria, Sidhai
427. Smt Kukila Sarkar, W/o Satish Sarkar, Vill. Teliamura, Tripura West
428. Smt Malati Shil, W/o Brajendra Shil, Vill. Brajendra Nagar, Vill, Fultali, Bishalgarh
429. Shri Ujjal Dey, S/o Haradhan Dey, C/o Niranjan Paul, Vill, West Jalapha, Po. Vijoy Nagar, Sabrum
430. Shri Narayan Banik, S/0- Lt. Rajandra Banik, Vill.- Jagatpur, P.O.- Mohanpur, Sidhi.
431, Shri Dulal Bhattacherjee, S/0- Manindra Bhattacherjee, Bidyanagar Coloney, Tripura.
432. Md. Muslim Mia, S/0- Sayed Mia, Vill + P.O.- Charipara, Amtali, Tripura West
433. Smt Swapna Sutradhar, D/O- Lt Dinesh Sutradhar, Vill,- Hapania, Amtalai,

P.O-Amtali.
434, Shri Joy Chandra Das, S/0- Mahesh Ch. Das, Vill.- Kalibazar, Bagafa, Belonia.
435. Shri Surya Moni Debbarma, S/0- Lt. Sumurai Debbarma, Vill.- Jurry Cherra, P.O.- Rata Cherra, Kailashahar, North Tripura.
436. Smt Jhuma Debbarma, D/O- Bhajendra Debbarma, Vill- Pagla Cherra, P.O- C.S. 8. Camp, Purba Kanchanbari, P.S.-Kumarghat, West Tripura.
437. Shri Krishna Pada Datta, S/0- Ranjit Dutta (Kali Pani), Vill.- Ratacherra, P.O- Paul Bazar, Kumarghat
438. Shri Ameresh Sabdakar, Vill.- Lamar Rajnagar, P.O- Fatikroy, Kumarghat
439. Shri Sandhi Ghosh, S/0- Nibaran Ghosh, Indra Coloney, Fatikroy, Kumarghat.
440. Shri Anil Ch. Biswas, S/0- Lt. Kamini Biswas, Santipur, South Unakuti Goan Panchayat, Kailashahar.
441. Shri Guasindhu Debbarma, Vill/^Radhyanagar, Kailashahar.
442, Shri Sunil Sabdakar, S/0- Paresh Sabdakar, Vill. + P.O-Amrapara, Kumarghat
443. Smt. Biporun Reang, W/O- Sunil Saontal, Vill.- Purba Kanchanbari, P.O.- Ratacherra, North Tripura.
444. Shri Satya Rn, Debnath, S/0- Tarani Debnath, Vill. + P.O- Ratacherra, Kumarghat
445. Smt. Sandhya Sabdakar, W/O- Lt, Naresh Sabdakar, Vill. + P.O-Amrapara, Kumarghat, North Tripura.
446. Shri Bima! Roy, Vill.- Purba Kanchanbari, P.O- Kumarghat, North Tripura.
447. Shri Bajandra Debbarma, Vil!.- Pagla Cherra, P.O.- S.S.B. Camp, P.S.- Kumarghat, North Tripura.
448. Smt, Rupati Debbarma, Pagla Cherra, P.O- S.S.B. Camp, P.S.- Kumarghat, North Tripura.
449. Smt. Babi Sabdakar, Vill.- West Ratacherra, P.O.-Amrapara Bazar, Kumarghat, North Tripura.
450. Shri Subash Malakar (Sujan Malakar), Purba Kanchanbari, P.O.- Kumarghat, North Tripura.
451. Shri Narayan Ch. Bhattacheri.ee, Vill.- Purba Kanchanbari, P.O.- Kumarghat, North Tripura.
452. Smt. Samina Bibi, W/0- Lt. Kala Mia, Uttar Kumarghat, AmbedkarGoan

Panchayat, Kumarghat, North Tripura.

453. Shri Haradhan Malakar, S/0- Lt. Surendra Malakar, Vill. + P.O.- Saidar Nagar, North Tripura.

454. Shri Dulai Gope, S/0- Bidhu Bhusan Gope, Vill.- Laxmi Narayan Pur, P.O.- Gouranga Tilla, Kalyanpur, Khowai, West Tripura.

455. Shri Khokan Das, S/0- Mantu Das, Vill.- Laxmi Narayan Pur, P.O.- Gouranga Tilla, Kalyanpur, Khowai, West Tripura.

456. Smt. Pratima Saha, W/0- Lt. Sachindra Ch. Saha, Vill.- Office Tilla, Khowai, Tripura West,

457. Shri Kanulal Panka, S/0- Lt. Benodelal Painka, Laxmi Narayanpur, Gouranga Tilla, Khowai.

458. Smt. Jyotsna Rishidas, W/0- Bishnu Rishidas, Vill.- Dukli West, P.O.- Madhu Ban, Tripura West.

459. Shri Sadhan Ch. Dey, S/0- Santi Rn. Dey, Vill.- South Taranagar, P.S.- Sidhi Mohanpur.

460. Shri Rabindra Sarkar, S/0- Lt, Debendra Sarkar, Vill.- South Taranagar, P.O.- Mohanpur, Sidhi.

461. Shri Laxman Paul, S/0- Binod Paul, Vill.- Sonatala, Bamutia, West Tripura.

462. Shri Suklal Saha, S/0- Lt. Braja Basi Saha, Vill.- Nayanmoni Mura, Niabadi Est P.S., West Tripura.

463. Shri Partha Bhowmik, S/0- Nilmoni Bhowmik, Vill.- Charipara, South Badharghat, West Tripura.

464. Smt. Prabha Rani Deb, W/0- Lt. Niranjan Deb, Vill. + P.O.- Durgapur, Khowai, West Tripura.

465. Shri Subal Das, S/0- Lalmohan Das, Vill.- Badharghat, C/0- Narayan Majumder (Dealer Ration Shop).

466. Shri Kanchan Dutta, S/0- U. Gour Ch. Dutta, Vill.- MLA Hostel No. 2, Agartala.

467. Shri Haralal debnath, S/0- Lt Shib Kr. Debnath, Vill.- Gouripur, P.O.- Phulbari, Dharmanagar, North Tripura.

468. Smt Nilima Nag, W/0- Ramesh Ch. Nag, Vill.- Satdubia, Fatik Cherra Tea Gar den, West Tripura.

469. Shri Kumud Das, S/0- Gopal Das, Vill,- Phul Kumari, P.O- R.K. Pur, Udaipur, South Tripura.

470. Smt Gouri Rani Das, D/0- Lt. Jatindra Ch. Das, Vill. - Murabari, Bishalgarh, West Tripura.

471. Shri Jitendra Ch. Paul, S/0- Lt. Joy Chandra Paul, Totabari, Purba Kalyanpur

Goan Sabha, Khowai.

472. Smt. Lanibala Roy, W/0- Lt [illegible] Roy, Vill + P.O.- Barikura, Belonia.

473. Shri Rabindra Sarkar, S/0- Lt [illegible] Sarkar, Joynagar, Dashamighat, Agartala.

474. Smt Supria Began, W/0- Md. Abdul Oyahid, Vill.- Kadamtalia, P.O- Premtalia, North Tripura

475 Shri Swaranjoy Debbarma S/0- Lt Surendra Debbarma, Vill.- Bhagan Thakur Para, Bodjungnagar, P.S- Sidhi Mohanpur.

476 Shri Hirendra Malakar, S/0- Shastiram Malakar, Vill.- Ramnagar, Jamata College, Dharmanagar, North Tripura.

477. Shri Rabindra Ch, Shil, S/0- Rajani Kanta Shil, Vill.- Assam Para, Ranir Bazar West Tripura

478 Shri [illegible] Mohan Malakar, S/0- [illegible] Malakar, Vill. + P.O- Deo Cherra, Dharmanagar North Tripura

479 Smt Dali Rani deb W/0- S[illegible] Deb, Vill.- Purba Jogendra Nagar, A. Coloney Agartala

480. Shri Dulal Miah, S/0- Lt Mattz Mia. Vill, & P.O- Ramnagar (South), West Tripura.

481. Smt Bina Nath W/0- Shribas Debnath, Vill - Pekni Cherra, P.O- Chebri, Khowai.

482. Shri Subash Debnath, S/0- Raj Kumar Debnath, Vill. + P.O.- Chebri, Khowai, Tripura West.

483. Jamir Mia, S/0- Kabir Hosian, Vill - Indranagar, Melaghar, Sonamura, West Tripura.

484 Shri Bikash Roy, S/0- Lt Bibak Roy, Ashrampara, Mission Coloney, Tripura West.

485. Shri Pradip Kumar Bhattacherjee, S/0- Lt Dilip Kr. Bhattacherjee, Vill.- Bishalgarh, Office Tilla

486. Shri Sudhanshu Paul, S/0- Lt Bhupendra Ch Paul, Shibnagar, Maisjid Rd., Agartala.

487. Shri Partha Choudhury, S/0- Lt Nikhil Choudhury, Vill.- Joynagar, Maste Bagan, C/0- Ranjit Mitra, Agartala,

488. Smt Swapna Datta Chowdhury, C/0- Harilal Datta, (Mouchok Mistanna Bhander), Shiddi Ashram. Amtali, Tripura West,

489. Shri Rati Ranjan Das, S/0- Lt. Debendu Ch. Das, Vill. + P.O- Nalchar, Sonamura.

490. Smt, Dipali Dhar, D/0- Lt.Amal Ch. Dhar, Vill.- Sukanta Coloney, P.O. Jogendra Nagar, Tripura West.
491. Smt Gouri Dey, W/0- Tushi Dey, Rajarbagh Model No.1, P.O- R.K. Pur, Udaipur, South Tripura- 799120.
492. Shri Kalidas Acharjee, S/0- Lt, Sitanath Acherjee, Vill.- South Badharghat, Charipara, Amtaii.
493. Shri Sital Chokraborty, S/0- Parimoi Chakraborty, Vill.- South Badharghat, Amtaii, Charipara.
494. Shri Bhajan Kar, S/0- Ramendra Kar, Hrishyamukh, Belonia, South Tripra
495. Shri Samarandra Namasudra, S/0- Lt Suresh Namasudra, Kamal, Kamalghat, Santipara, C/0- Nityalal Das.
496. Shri Siba Prasad Rudrapaul, S/0- Dwaiendra Rudrapaul, Vill.- Paul Coloney, Joykatpur, Matai, Belonia.
497. Nur Mia, S/0- Lt, Nazir Ali, Vill.- Ramnbagar, Agartala.
498. Shri Bir Mohan Debbarma, S/0- Lt. Mangal Debbarma, Vill.- Kubookkhamar, Durganagar, Tripura.
499. Smt Rina Debbarma, W/0- Lt. Raj Kumar Debbarma, Vill.- Gangapara (Sarbong), P.O.- Birgang.
500. Shri Sadhan Chandra Paul, S/0- Lt Krishna Ch. Paul, Vill.- Rangkang, Amarpur, South Tripura.
501. Smt. Aratai Poddor, W/0- Lt. Nimai Poddar, Vill.- Sarkar Palli, Birgang, Amarpur, South Tripua.
502. Shri Hari Mohan Das, S/0- Lt. Aswaani Das, Vill.- Bampur Gram Panchayat, Amarpur, South Tripura.
503, Sfhri Swapan Sutradhar, S/0- Lt. Ramani Sutradhar, Vill.- Sankar Palli, P,0._ Amarpur, South Tripura.
504. Sri Hari Das Das, S/0- Mahendra Kr. Das, Vili.- Vivekananda Palli, Amarpur, South Tripura,
505. Smt Kalpana das, W/0- Lt. Sadhan Das, Vill.- Purb a Rangamura, Amarpur South Tripura.
506. Smt. Milon Bala Das, W/0- Lakhan Das, Vill.- Khadpara, Amarpur , South Tripura,
507. Amina Bibi, W/0- Syed Mia, Vill.- Haripur, Taidubari, Amarpur, South Tripura.
508. Smt Sarajbala Saha, W/0- Lt. Prashana Kr. Saha, Vill.- Talbagang (Rankank), Birgang, South Tripura.
509. Shri Dulal Acherjee, S/0- Prakash Acherjee, Vill.- Town Sankarkami,

Amarpur, South Tripura.

510. Samsur Mia, S/0- Lt, ismat Ali, Vill.- Jhak Cherra, P.O.- Mahuya Mission, Amarpur, South Tripura.
5111. Shri Jitendra Sutradhar, S/0- Lt. Ramchandra Sutradhar, Vil!.- Mailak, P.O.- Gamaku, Amarpur, South Tripura.
512. Afjal Khan, S/0- Lt. Siraj Khan, Vili+P.O.- West Malbasa, Birgang, Amarpur, South Tripura.
513. Shri Rajendra Das, S/0- Lt. Adhar Ch. Das, Vil!.- Mailak, P.O.- Gamakuk, Amarpur, South Tripura.
514. Shri Kanta Rai Reang, S/0- Lt. Budhurai Reang, Vili.- Tabiangha Para, P.O.- Akajan Cherra, Amarpur, South Tripura.
515. Shri Laldingnghti, Vili. + P.O.- Sabual, Jumpari, North Tripura.
516. Shri Birendra Debbarma, S/0- Lt. Negandra Debbarma, Vil!.- Shibram T akhur Para, P.O.- Ranir BazarfDurganagar), (T) West.
517. Smt. Kamana Sarkar, W/0- Uttam Sarkar, Vili.- Bhata Pukur, P.O- Balur Chand, Akhura, Tripura West.
518. Shri Rabi Charan Debbarma, S/0- Lt. Sukram Debbarma, Vili.- Tamakali, Moni Ram Thakur Para, P.O.- Tamakali Sidhai.
519. Shri Krishna Debnath, S/0- Lt. Nabin Debnath, MIL- Jogeendra Nagar, Agartala. Tripura West.
520. Smt. Sefali Das, W/0- Bidhu Bhusan Das, C/0- Nandala! Sana, Vili.- Madhya Peep, Vhati Abhoynagar.
521. Shri Ranjit Das, S/0- Dhirendra Ch. Das, Vili.- South Pulin Pur, Teliamura.
522. Shri Noruttam Debnath, S/0- Nitai Debnath, Vili. Karailong, Teliamura.
523. Smt. Krishna Chakraborty, W/0- Kajal Chakraborty, Vili. + P.O- Old Agartala, Tripura West.
524. Shri Niranjan Saha, S/0- Lt. Indra Ch. Saha, Vili.- Debinagar, Ranir Bazar, Tripura West.
525. Shri Benu Debnath, S/0- Lt. Nagendra Debnath, Vili.- Santi Coloney, Belonia, Kanchan Nagar, south Tripura.
526. Smt. Laxmi Saha, W/0- Rakhal Saha, Vili.- Noaniyamura, Tripura West.
527. Smt, Usha Rani Deb, S/0- Lt. Satya Gopal Deb, Vili.- Tuichindri, Teliamura.
528. Shri Schindra Tripura, S/0- Lt. Madhab Tripura, Vili.- Purba Ratacherra, P.S.- Raishabari.
529. Smt. Nilini Tripura, W/0- Lt. Moni Kr. Tripura, Vili,- Chand Das Roaja Para, P.S.- Raishyabari Raima.

530. Shri Sunil Kumar Tripura, S/o Lt. Ganga Charan Tripura, Vili. & Po. Ram Rai Ban, Belonia, South Tripura
531. Shri Ritesh Saha, S/o Kaj'al Saha, Vili. & Po, Old Agartala, Ps. East Agartala, Tripura West.
532. Miss Ananya Deb, D/o Shri Khirod Chandra Deb, North Budharghat, po. A. D, Nagar, Agartala
533. SmL Mamata Begam, W/o Md. Taher Hossain, C/o Malu Miah, Malbasa Ghat (Near Madrasa), Rang Kang, Amarpur, South (T)
534. Shri Manuranjan Das, S/o Lt. Rai Mohan Das, Vili. Town Shankar pally, Amarpur, South Tripura
535. Shri Biswa Kumar Debbarma, Vili. Kanchanmala, Po. Kanchanmala, Takarjala
536. Gangaram Tripura, S/o Lt. Surjya Kr. Tripura, Damacherra, Manughat, Dhalai
537. Smt. Mariyam Begam, W/o Kudir Miah, Vili. Hurunnya Mura, Purba Noabadi Goan Sabha (Laxmipur), Ranir Bazar, Tripura West
538. Smt. Arya Khaton, W/o Md. Humayon Khaton, Vili. Matinagar (Fultali)Po. Raimura, Amtali.
539. Shri Ajit Biswas, Vili. Bhalumiya Lunga, Kunjaban, Tripura West
540. Shri Makhan Chandra deb, Vili. Noagoan Panchayet, Kamalpur, Dhalai
541. Smt. Kanjatti Tripura, W/o Maurai Tripura, Vil!. Nachani Para, Po, Kathalia, Jatrapur
542. Shri Miting Kr. Tripura, S/oLt. Madhu Kr. Tripura, Vili. Kalikhala, Kathalia, Jatrapur, Sonamura
543. Smt. Rasa Kanya Tripura, W/o Punirai Tripura, Vili. Kalikhala, Khathalia, Sonamura
544. Shri Binod Baidya, S/o Lt. Aswini Baidya, Po. Nirbay Pur, Jatrapur, Sonamura
545. Shri Pratap Baidya, S/o Abani Baidya, Vili. & Po. Nirboypur, Jatrapur, Sonamura
546. Smt. Minati Shil, W/o Sukumar Shil, Vili, & Po. Nirboypur, Jatrapur, Sonamura
547. Shri Paritosh Dey, S/o Lt. Barada Dey, Vili, & Po. Nirboypur, Jatrapur, Sonamura
548. Shri Ranjit Dey, S/o Lt. Rajmoham Dey, Vili. Gurarban, Gurmai, Sonamura
549. Shri Bishnu Kr. Tripura, S/o Lt. Agrai Tripura, Vili. Kalacherra, Kathalia,

Sonamura
550. Smt. Nitya Kanya Tripura, D/o Bidyahari Tripura, Vili. Kalacherra, Po. Kathalia, Sonamura
551. Shri Gandarai Tripura, S/o Lt. Sachi Chandra Tripura, Vili. Thali Ban', Kathalia, Sonamura
552. Shri Muslem Miah, S/o Ashad Ali, Vili. Bajpukur, Jatrapur, Sonamura
553. Shri Uttam Dey, S/o Lt. Basan Dey, Vili. & Ps. Kalyanpur, Khowai
554. Shri Indra Banik, S/o Lt. Ramesh Ch. Banik, Kalyanpur, Khowai
555. Shri Anil Nath, S/o Lt. Nabin Nath, Wl. Rampur, Kanchanpur, North Tripura
556. Smt. Sabita Achari.ee, W/o Nirmal Acharjee, Vili. & Po. Barjala, West Tripura
557. Shri Bishu Kumar Debbarma, S/o Lt. Sukuram Debbarma, Vili. Uttla Para, Madhuchoudhury Para, Sidhai, Tripura West
558. SmL Sita Das, W/o Arun Das, Vili. Khass Kalyanpur, Po. Ramdayal Ban, Kalyanpur, Tripura West (Pr. Add. G. B, Hospita, Agt.
559. Shri Dipendra Lal Das, C/o Nirendra Nath Das, Vili. Sabitri Cortege, Melarmath, Gangail Road, Agartala
560. Shri Kanai Das, S/o Lt. Kinkar Das, Vili. & Po. Chhechuria, Triura West
561. Shri Narayan Chandra Dey, S/o Rajbihari Dey, Vili. Chandmari, Po. Bankumari, Agartala
562. Smt. Jasuda Deb, W/o Sudhir Deb, Po. Poratan Agartala, Agartala, Tripura West
563. Shri Jawharlal Noatia, S/o Chandra Kanta Noatia, Vili. North Twiowandal, Sonamura, Tripura West
564. Smt. Suniti Chakraborty, W/o Lt. .Santosh Chakraborty, Vili. & Po. Purba Harua, Dharmanagar
565. Smt. Sumitra Munda, W/o Satrughna Monda, Vili. & Po. Noabadi, Purba Barjala, Jirania
566. Smt. Madhavi Sinha, W/o Sachi Sinha, Vili. Kirtantalı, Kailashahar
567. Smt, Mathusi Sinha, W/o Lt. Takeswar Sinha, Vili. Mohanpur, Kamalpur, Dhalai
568. bmt oayanti smna, New Government Quarter Coloney, Agartala
569. Shri Manmohan Das, S/o Ramdayal Das, Vill. Purtoa Dukli, (Housing Com plex)
570. Smt. Laxmi Rani Das, W/o Dhulal Das, Vill. Vidyasagar Coloney, Agartala
571. Shri Pushrai Debbarma, S/o Lt Manichandra Debbarma, Vill. Champaknagar, (Pr. Add. C/o Bishnu Kr. Debbarma, Abhaynagar)

572. Shri Sadhan Paul, S/o Lt. Surendra Paul, Vill. Mahesh Kahala, Daspara, Po. Ranirkhamar, Bishalgarh
573 Shri Mayarum Begam, W/o Lt Lal Miah, Viil. East Durgapur, Po. Kirtantali, Kailashahar
574. Shri Srivan Chanting Haiem, S/o Lt Charpuing Halam, Vill. Bulakcherra, Po. Rahim Cherra, North Tripura
575. Shri Ruhini Kr. Das, S/o Lt Nagarbashi Das, Vill. South Anandanagar, Po. Srinagar, Kacharipara
576. Smt Putol Rani Das, W/o Lt. Upendra Ch. Das, Vill. Bhuban Cherra, Po. Manikbhandar, Kamalpur, Dhalai
577. Md. Charu Miah, S/o Lt. Tuku Miah, Vill. Melagarh, Po. Chandigar, Dhanpur, Triura West
578. Shri Chitta Ranjan Das, S/o Lt Haricharan Das, Vill. Mullah Para, Ramnagar, Agartala
579. Smt Sabita Majumdar, W/o Madan Majumdar, Vill. North Bharat Chandra Nagar, Belonia, South Tripura
580. Shri Dayamay Dey, S/o Dhijamani Dey, Vill. Jalai, Kailashahar, North Tripura
581 Shri Arun Debbarma, S/o Bharat Debbarma, Vill. Pagla Bari, Ramchandra Ghat, Khowai
582. Shri Surendra Debbarma, S/o Nanda Kr. Debbarma, Vill. Nalung Bari, Twihaching Goan Sabha, Paglabazar, Khowai
583. Smt Nilurani Dey, W/o Dijendra Dey, Vill. Khilpara, Udaipur, South Tripura
584 Smt Anjana Urang, W/o Rajani Urang, Vill. Purba Gakulnagar, Harish Nagar, Tripura West
585 Smt Shipra Saha, W/o Chandmohan Saha, Vill. Jagahari Mura, College Tilla, Agartala
586 Shri Sukumar Sutradar, S/o Lt Gouranga Sutradar, Vill. Basanti Tilia, Chebri, Khowai
587. Shri Hari Tripura, S/o Lt. Pratap Joy Tripura, Vill. Jatanbari ITI, South Tripura
588. Shri Sahadev Roy, S/o Akhay Roy, Vill. Sachindra Nagar, Po. Chebri, Khowai
589. Smt Sima Roy, W/o Ranuranjan Roy, Vill, Chebri, Khowai
590. Smt Sephali Majumdar, W/o Lt Nimai Majumdar, Vill. Surendra Nagar, Mohanpur, Sidhai
591. Smt Bhudini Debbarma, W/o Satyaram Debbarma, Vill, Narayan Bari, Po. S. N. Coloney, Jirania

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

592. Shri Shivaprasad Nama, C/o Jagadish Debnath, Po. Bishalgarh, Office Tilla, Tripura West
593. Smt Bilaiti Reang, W/o Binanda Reang, Vill. Tainani, Udaipur, C/o Kumari Madhuti Ruparsi Rest House, Agartala
594. Smt Priyabala Nama, W/o Nitai Nama, C/o Nagendra Biswas, Bttala Smashan Ghat, Near Agartala
595. Smt Pumima Sinha, Po. Kalkatia Via Bishalgarh, Vill. Gopinagar
596. Smt Alokeshi Choudhury, W/o Mokunda Choudhury, Po. Chakmaghat, Teliamura
597. Shri Kamal Debbarma, S/o Lt Chitra Debbarma, Viil. Bhagaban Thakur Para, Budhjung Nagar, Sidhai Mohanpur
598. Shri Bahadur Namasudra, S/o Lt. Ramesh Narnasudra, Vili. Bamancherra, Kamalpur, Dhaiai
599. Smt Renubala Majumdar W/o Lt. Jogeshwar majumaar, Town Pratapgarti, Agartala
600. ShriNripendra Barma, S/o Lt. Jugal Barma, Viil. Amar Coloney, Kalyanpur
601. Shri Hiralal Barman, S/o -_t. Dinesh Barman, Viil. AmarCoioney, Kalyanpur
602. Shri Haricharan Gope, S/o Lt Abhoycharan Gope, Kaiyanpur Bazar
603. Shri Shankar Deb, C/o Manindra Ch. Deb, Vill. Batama, Khowai
606. Smt Ujala Datta, W/o Rsnjit Oatta, Vill. Mohanpur, 1 No. Tilla, Baikhura, Belonia
607. Shri Padmiram Debbarma, S/o Harinath Debbarma, Vill. South Takma, Shantirbazar, Belonia,
608. Shri Bimal Chakraborty, W/o Satya Ranjan Chakraborty,Vill. Chandra Pur, Reshambagan, Ag_artala
609. Shri Santosh Munda, S/c Lt. Chaitra Munda, Vill. Noabadi, Ps. Jirania
610. Shri Pintu Rov. S/o Fanibhushan Rov, Vill. Charipara. A. D. Nagar, Amtali
611. Shri Manindra Debnath, Q/o Rajendra Debnath, Vill. Haripur, Ujan Masmara, Kanchanpur
612. Shri Debasish Bhattachan'ee, S/o Sailendra Bhattacharjee, Vill. Ramnagar Road No. 8, Agartala
613. Smt Pratima Nand. W/o Pradip Nandi. Chanioura No. 12, A. D. Naqar, Agartala
614. Shri Haradhan Deb. S/o Lt. Basanta Kr Deb. Vill. Nutan Bazar, (Gumati Project), South Tripura
615. Smt Agunti Debbarma, W/o Lt. Jaybangla Debbarma, Vill. Tarapada Bari,

Bishramganj Bazar, Tripura West
616. Smt Mangalaxmi Debbarma, W/o Lt. Manindra Debbarma, Vill. Bishramganj, Tarapada Bari, Tripura West
617. Shri Lalit Mishra (Subhash Mishra), S/o Krishna Kanta Mishra, C/o T. K. Chakma, No. 1 Petoria Street, Tripura Bhavan, Kolkala ,
618 Shri Ramchandra Debbarma, S/o Chandra Kumar Debbarma, Vill. Balaram Thakur Para, Champaknagar, Tripura West
619. Shri Biswamani Debbarrna, S/o Sikrai Debbarma, Vill. Bhudarai Choudhury Para, Chachu Bazar, Sidhai, Tripura West

Admitted Unstarred Question No. 31
Name of Members :- i) Sri. Samir Deb Sarkar,
ii) Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state:-

১নং প্রশ্ন ঃ — হুকলাইন বিরোধী অভিযানে ২০০৩ - ২০০৪ ইং অর্থ বর্ষে সারা রাজ্যে কোন মাসে কতটি কানেকশান কাটা হয়েছে, এবং কত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে; (বিদ্যুৎ দপ্তরের মহকুমার ভিত্তিক হিসাবে)

১নং উত্তর ঃ— ২০০৩ - ২০০৪ অর্থ বর্ষের নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃক মোট ২২.৭২৯টি হুকলাইন (বে-আইনী) কাটা হয়েছে এবং মোট ৩৮.৬১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

হুকলাইন (বে-আইনী) কাটার হিসাব ঃ

বিদ্যুৎ মহকুমার নাম	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
বনমালীপুর ১	৪০	১৯	৩	১০	-	৩	৫	৫	৮৫
বনমালীপুর ১-	৬	৬	-	-	-	৭	১০	১৩	৪২
[illegible]	[illegible]	৩৭	৪২	৪৫	২৭	২৭	১০	৩৩	৩০২
[illegible]	[illegible]	৫৮	২৫	৬১	৩৩	২৭	৩৪	২৬	৩১৫
[illegible]	[illegible]	৩৮	২৫	৮৫	১৩০	৩০	৫০	৪৬	৫৩৬
[illegible]	১৩	২০	২৫	৬৮	১৫	১০	১২	৩৪	১৯৭
[illegible]	৮৮	১১২	৮৪	১৩৩	১০৭	১৭৪	৩২	৬৫	৭৯৫
খয়েরপুর	৪৪	৪৫	৪০	৮৭	১১২	৬১	৪২	৫১	৪৮২
যোগেন্দ্রনগর	২০২	১৮৪	২৮০	৪৯৩	৯৮	১৪৬	১৪০	২৫	১৫৬৮

মোহনপুর	১৪৭	১৫০	২০৫	১১৪	১২০	১৯৪	১০৭	২৬	১০৬৩
দুর্জয়নগর	১৪৬	১০২	১২০	১২৮	৪২	৬২	১০৯	১০৪	৮৫৩
বিশালগড়	৪২	১৭৯	২১৪	১৪৩	৭০	৮৫	১০৬	৬৭	৯০৬
বড়দোয়ালী	১০০	১৪০	১৮৭	১৪৭	৭৩	৫৫	৬৫	৮২	৮৪৯
সেকেরকোট	৪০	১১০	৩৪	২৬৪	৯৮	১২১	৫৮	২৪৯	৯৭৪
সোনামোড়া	১১২	৮৫	১২৫	৮৫	১৬৪	৫৭	৩৫	৬	৬৬৯
মেলাঘর	৬০	৯২	৫৫	১৮	৭৮	৭৫	৫৮	৫০	৪৮২
বক্সনগড়	১২০	-	৭৬	১২৫	১৮৫	৬০	৯৬	১১৮	৭৮০
বিশ্রামগঞ্জ	২০	১৬৭	২০৭	৩৮	৯৮	১৪৬	৯৪	৪২	৮১২
জম্পুইজলা	৮	২৫	-	১১৫	৮	-	-	৪৭	১৫৪
খোয়াই	৩৮	২২	৬০	৮৫	৭৩	৬২	২৫	১৯৭	৫৬২
কল্যানপুর	৪২	২৫	১৯	৫১	৩৯	৪৮	১৭	৫৫	২৯৬
তেলিয়ামুড়া	-	-	৮৬	৪৫	৬৫	১৪	২২	১৯১	৪২৩
ধর্মনগর	১২২	১৬৯	২৩৭	১৫৫	১২২	১১৪	৭৫	৮৬	১০৮০
কদমতলা	১৮	৯	৫২	২৮	৪৩	৪০	২১	১০	২২১
দামছড়া	১২	১৮	৫৮	৬৯	৭১	৪০	১৯	২৭	৩১৪
পানিসাগর	৪৬	১১৭	১০৯	৮৭	৭০	৭৩	৩২	৩৬	৫৭০
কুমারঘাট	৭৭	৮৬	৮৭	৪৫	৪৫	২৫	২০	২২	৩৯৭
কৈলাশহর	১৯	৩৪	১২৪	৬৫	৬১	৭৬	৮৯	৮৬	৫৫৪
কাঞ্চনপুর	১০	৩৭	৪৩	৭৯	৫৮	২৭	৬	৫৩	৩১৩
কাঞ্চনবাড়ি	৩০	২০	৬৩	২৭	৩২	৭	৪১	৪	২২৪
আমবাসা	-	৫৬	১১১	৬৬	৫	৪০	৫০	৩২	৩৬০
কমলপুর	১১	৪৭	১০১	১১১	২৮	১০৮	২২	৯১	৫২৯
সালেমা	১০	২০	৩৬	৩৬	৯	২০	১৭	৩২	১৮০
গন্ডাছড়া	-	-	২৭	১৭	-	২৭	৭	৩	৮১
মনু	১৫	৩৪	১২২	৩৮	৬৬	২২	৪২	১২	৩৫১
উদয়পুর	৯	-	২৯৮	৩৩	১৬২	১১২	৪১	৭২	৭২৭
ধ্বজনগর	৪	৩৫	১২০	১৪৫	৭১	৪০	৫২	৬০	৫২৭
কাকড়াবন	-	৩	৪৩	৩০	২৩	১৪	২৬	৪	১৫৬
অমরপুর	-	১৫	৮৫	১০০	৫৫	৬৫	৪০	৩৫	৩৯৫
মহারানী	৬	-	৩৯	১৬	২৮	৩৩	৫৩	২৭	২০২

অম্পি	১০	৫০	৬২	২২	৩৫	৩৭	২৬	২৪	২৬৬
বগাফা	২০	৭২	১২১	৮২	৬৬	৭১	১০	৫৭	৪৯৯
বিলোনীয়া	৩৮	২২	৫১	৬৩	৬	৩৮	২২	১০	২৫৫
রাজনগর	-	১৯	৩১	৭৭	৫	২০	২১	১৯	১৯২
ঋষিমুখ	২১	-	১০	৫	-	-	১	-	৩৭
সাব্রুম	৩৮	৩১	৮৫	১২২	১২	৫৭	৩৯	২০	৪০৪
সাঁতচান্দ	৪৬	৪৬	১০৯	৩২	২৪	৫১	১১	৪৩	৩৬২
জুলাইবাড়ী	১৫	১২	৪০	৬৩	৮৩	২৫	৫	১৮	২৬১
যতনবাড়ী	২০	৩০	৩০	২০	২২	১৫	১৭	১৭	১৭১
মোট	২০৯২	২৬৩৪	৪২০৬	৩৮৭৯	২৮৭৪	২৬৬৯	১৯২৮	২৪৪১	২২৭২৯

জরিমানা আদায়ের হিসাব

বিদ্যুৎ মহকুমার নাম	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
বনমালী পুর ১নং	১৭৭০০	৩৩০০০	৭০০	১৩৭৫	৪৩৯৬	১৩১১০	৫১০০	৪১০০	৭৯৯৮১
বনমালীপুর ২নং	৩০০০	১৬১১৫	-	৫১৭৬			৩২০০	৩০০০	৩০৪৯১
দুর্গাচৌমুহনী	৪৪১৬	২০৫০	১০৩৯৬	৭৬৯২	৭৭০০	২১০৯৫	৪৬৬০	১৫৩০০	৬৪৩০৯
আই. জি. এম	৪৫৭২	৫৯৩০	২০৬৪	৫৩৯৪	২১৩০	৫২২০	৬২২২	২৪৫০	৩৩৯৮২
জি. বি.	৭৬০০	-	১৩৭২০	৪৫২৫০	২০১৫৪	১৬৮৩০	৫৫৫৯০	১৬১৫৪৪	-
বড়দোয়ালা	১৮০০	৬৩০০	৩৬৯০	৩৪০০	৬৯০০	৮২৩৩	২০০০	৫৯০০	৩৮২২৩
জিরানীয়া			-	৪৪০	৪৯৪৯২	৮৭৪৫৮	৩৩১২৯	৫১৫০০	২২২০১৯
খয়েরপুর	১৮৪০	২৯৮৯৮	৪৪১০০	৩১০২৩	২৩০৩৫	৫৫০০	১৮৯৫০	১৪০০	১৫৫৭৩৬
যোগেন্দ্রনগর			৬৩০০	৬৪৫০	৬৪৫৫	৭৯৯২	৪১৩৫	১৫৩০০	৪৬৬২২
মোহনপুর		২৩০০	১৪৬০০	১২৩৪০	২২৩০০	৩৩৬৬০	৯৯৫০	১৮০০	৯৭৮১০
দুর্জয়নগর	৪৬০০	৬০৪০	২০৫০	৪৫০০	৫৭৯০	৭৩৫০	১৫৪৬৫	৬৩০০	৫২০৯৫
বিশালগড়		-	৬০৫০০	১৫৮৫০	৭৪৫০	১৫৯২০	১০৩৫০	১১৭৫০	১২১৮২০
বড়দোয়ালী		৩০০০০	২৬৫০০	১৭০০০	১২৫০০	১০৯০০	১৭৬০০	৩৫২০০	১৪৯৭০০
সেকেরকোট	৩২০০	২০০	৬০২০	৩৭৪০০	৬১৫০	-	৬৪৫০	১০১১০	৬৯৫৩০
সোনামুড়া	১১০০	-	১২০০	৬১০০	৫১৫০	১০৩৫০	৬২৯০	২০০০	৩২১৯০
মেলাঘর	২০৫০	৭৭০০			৬১০০	৮৬০০	১২৭০০	৫০০০	৪২১৫০
বক্সনগর	৫০০০		৯০০	৫১০০	১৫৫০০	-	১০০০০	১০০০০	৪৬৫০০
বিশ্রামগঞ্জ			১৩৩১০	৬৮২০	৩২০০	২৫৮০	৬৩৫৪	১২০০	৩৩৪৬৪

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

জম্পুইজলা	-	-	-	-	-	-	-	৩০০০	৩০০০
খোয়াই	-	২৪০৩০	৩১০০০	২০৬৫০	২৭৬২০	৭৯৬৪	১৫১৪	৯০২৯০	২০৩০৬৪
কল্যাণপুর	২৬০০	-	১৯০০	১৪৩২০	৬৬৫০	৩৮৫০	২৯৩২০	১৭৫০	৬০৩৯০
তেলিয়ামুড়া	-	-	৩৬৮০৬	৪১৬৭৪	৫২৭৯৮	১৪৫৭৬	৮০০	৫৬৯৭৮	২০৩৬৩৪
ধর্মনগর	৪২৫০	১২৭০০	১৯০৫০	৪৭৫২৬	৩৯২০৪	২৮৯২৬	৩৫২৪	-	১৫৫০৮০
কদমতলা	-	১৩৯২	১৬৩৫৬	৩৪৯৬	১০০০	২৫০	১৪৩২	-	২৩৯২৪
দামছড়া	-	-	১৯৯০	৪৮১০	২২৩৮	৩৬০	-	৫০০	৯৯০৪
পাণিসাগর	-	২০৮৫৮	৩২২২৮	৪০৬৯৩	১৮১১৯	১৭০০৯	৩৬২৫৬	২৫৬৪	১৬৮৫৫৭
কুমারঘাট	১২০০	১৩০০	২০১০০	২৩০০	৮০০০	১৪০০০	৪০০০	৫০০০	৫৫৯০০
কৈলাসহর	-	৮৫০০	১৩১০০	৮৯০০	১৩৫৫০	১২৯৫০	৭৮৫০	৩৩৪০	৬৮১৯০
কাঞ্চনপুর	-	-	-	৪৪৮৮	১৭৬২	৫০০	-	৩৫০০	১০২৫০০
কাঞ্চনবাড়ী		-	৯২৫৬	৪০০০	৪৫০০	১২০০	৯০০	-	১৯৮৫৬
আমবাসা	-	২০০০	৩২০০০	২০০০০	-	৭০০০	১৩০০০	৫০০০	৭৯০০০
কমলপুর	·	-	১০০০০	১৪০০০	৫০০০	১৮০০০	১৫০০০	৭১০০০	১৩৩০০০
সালেমা	-	-	৩০০০	৭০০০	২০০০	৬০০০	১০০০	৬০০০	২৫০০০
গণ্ডাছড়া	-	-	-	৫০০০	-	১৩০০	-	-	৬৩০০
মনু	-	৩০০০	২২০০০	৫০০০	১৯০০০	৪০০০	৫০০০	-	৩১৩০০
উদয়পুর	৩০২৪	-	৪৮১১৩	১৬৭৫৬	১৫৭০০	১৭৫০০	১৮৫৫৫	২০০০০	১৩৯৬৪৮
ধ্বজয়নগর	-	৩০৪৭০	৪১২৬০	৪২৮৭০	২২৪৪৫	১৮৬২৫	১৯৫০৫	৩৮৩৭৫	২১৩৫৫০
কাকড়াবন	৪৩০০	১৫০০	২২২০০	২৮৫৫০	১৯৪৩০	১৮৮০০	২২৬৫০	৭৯০০	১২৫৩৩০
অমরপুর	-	-	১২৪০০	৪১৩৯	৬৬১০	৩৩০০	৫০০০	২০৭৫	৩৩৫২৪
মহারাণী	-	-	১১৭৫০	৮৮২	২০০	৪৮০০	৪৯০০	৩৪০০	২৫৯৩২
অম্পি	-	-	৩৬০০	৭৫০	১৯০০	-	-	৭২২১	১৩৪৭১
বগাফা	২৫৯০০	৩৩৬২৫	১৩৫৩০	৬২৮৫০	১৫৯০০	৪৯১৭৫	১৯০০	১৯৬৫০	২২২৫৩০
বিলোনিয়া	২২৭৫০	৩০০	১৭৫০	১০১০০	৭২০০	১০০৫০	১৫০০	৮৪০০	৬২০৫০
বাজনগর	৯৭০০	৭৩০০	১৯০০	১০৭০০	১৩০০	৩৪৪০	২০০০	৫০০০	৪১৩৪০
ঋষ্যমুখ	১৪৫৮০	-	-	৮২০০	-	-	-	৫০০০	২৭৭৮০
সাব্রুম	·	৩৪০০	৪০০০	১১৯০০	৮০০০	২০৬০০	২৯৩০০	১৫৫০০	৯২৭০০
সাঁতচাঁদ	১২০০	৪৭৫০	-	১৮৭৫০	১৯৫৫০	২৬৮৭৫	৩৪০০	২২৫০	৭৬৭৭৫
জুলাইবাড়ি	৩৬৭৫	৪১০০	-	৮৭৫০	৩০০	২২২৫	৭৫০	১০০	১৯৯০০
যতনবাড়ি	-	-	১৩৫০০	৫০০	-	৮০০	৭৬০০	১০৬৫০	৩৩০৫০
মোট									৩৮৬১৪৯৫

২নং প্রশ্ন ঃ এ সময়ে কতটি মামলা দায়ের করা হয়েছে : (বিদ্যুৎ মহকুমা ভিত্তিক)

২নং উত্তর ঃ মোট ২৩৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিদ্যুৎ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ মহকুমার নাম		মামলার সংখ্যা	বিদ্যুৎ মহকুমার নাম		মামলার সংখ্যা
বনমালীপুর ১ নং	ঃ	৪টি	কুমারঘাট	ঃ	৬টি
দুর্গাচৌমুহনী	ঃ	৪টি	কাঞ্চনপুর	ঃ	১টি
জি. বি	ঃ	-	আমবাসা	ঃ	১টি
জিরানীয়া	ঃ	৫৫টি	সালেমা	ঃ	-
যোগেন্দ্রনগর	ঃ	১৩টি	মনু	ঃ	৯টি
দুর্জয়নগর	ঃ	২টি	ধ্বজনগর	ঃ	-
বড়দোয়ালী	ঃ	১৫টি	অমরপুর	ঃ	-
সোনামুড়া	ঃ	১৯টি	অম্পি	ঃ	-
বক্সনগর	ঃ	১টি	বিলোনিয়া	ঃ	-
জম্পুইজলা	ঃ	-	ঋর্ষমুখ	ঃ	-
কল্যানপুর	ঃ	৬টি	সাঁতচাঁন্দ	ঃ	-
বনমালীপুর ২নং	ঃ	১টি	যতনবাড়ি	ঃ	-
আই.জি.এম	ঃ	-	কদমতলা	ঃ	-
বড়দোয়ালী	ঃ	১৭টি	পানিসাগর	ঃ	-
খয়েরপুর	ঃ	২টি	কৈলাসহর	ঃ	৭টি
মোহনপুর	ঃ	-	কাঞ্চনবাড়ি	ঃ	-
বিশালগড়	ঃ	৫টি	কমলপুর	ঃ	৪৮টি
সেকেরকোট	ঃ	-	গণ্ডাছড়া	ঃ	-
মেলাঘর	ঃ	২টি	উদয়পুর	ঃ	-
বিশ্রামগঞ্জ	ঃ	১৬টি	কাকড়াবন	ঃ	-
খোয়াই	ঃ	১৬টি	মহারানি	ঃ	-
তেলিয়ামুড়া	ঃ	১টি	বগাফা	ঃ	-
ধর্মনগর	ঃ	২টি	রাজনগর	ঃ	-
দামছড়া	ঃ	-	সাব্রুম	ঃ	-
			জুলাইবাড়ি	ঃ	-

৩নং প্রশ্ন ঃ— এই সময়কালে কতটি ক্ষেত্রে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে? (বিদ্যুৎ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩নং উত্তর ঃ— এই সময়ে মোট ২৪৭৬৭টি বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

বিদ্যুৎ মহকুমার নাম		মামলার সংখ্যা	বিদ্যুৎ মহকুমার নাম		মামলার সংখ্যা
বনমালীপুর ১ নং	ঃ	৪১৫টি	কুমারঘাট	ঃ	৪২৩
দুর্গাচৌমুহনী	ঃ	৫৮৩টি	কাঞ্চনপুর	ঃ	২২১
জি. বি	ঃ	৭২০টি	আমবাসা	ঃ	৩৮২
জিরানীয়া	ঃ	১৩৬৩	সালেমা	ঃ	১৩৯
যোগেন্দ্রনগর	ঃ	৭০০	মনু	ঃ	৮৬৯
দুর্জয়নগর	ঃ	৭২৭	ধ্বজনগর	ঃ	৯৭৪
বড়দোয়ালী	ঃ	৭৬৯	অমরপুর	ঃ	৪০৯
সোনামুড়া	ঃ	২৯৮	অম্পি	ঃ	৪২৫
বক্সনগর	ঃ	৩৪৪	বিলোনিয়া	ঃ	৮৭৮
জম্পুইজলা	ঃ	১৮২	ঋর্ষমুখ	ঃ	৩৪৩
কল্যানপুর	ঃ	৩৩০	সাঁতচাঁন্দ	ঃ	৩৯৪
ধর্মনগর	ঃ	৭২৫	যতনবাড়ি	ঃ	২৮৩
বনমালীপুর ২নং	ঃ	১৫৪	পানিসাগর	ঃ	৩০৭
আই.জি.এম	ঃ	৪৪৩	কৈলাসহর	ঃ	৭৭৯
বড়দোয়ালী	ঃ	৩১২টি	কাঞ্চনবাড়ি	ঃ	১১৫
খয়েরপুর	ঃ	৯১৮	কমলপুর	ঃ	৪৭৭
মোহনপুর	ঃ	১০৮৩	গণ্ডাছড়া	ঃ	৩২৬
বিশালগড়	ঃ	৯৩৫	উদয়পুর	ঃ	১০৬৮
সেকেরকোট	ঃ	৩০৭	কাকড়াবন	ঃ	৫৯৭
মেলাঘর	ঃ	৩০৮	মহারানি	ঃ	১৩৪
বিশ্রামগঞ্জ	ঃ	১৮৬	বগাফা	ঃ	৭৫৭
খোয়াই	ঃ	৬৭২	রাজনগর	ঃ	৫২৮
তেলিয়ামুড়া	ঃ	৫২৪	সাব্রুম	ঃ	৪৫০
কদমতলা	ঃ	৯৮	জুলাইবাড়ি	ঃ	২৬০
দামছড়া	ঃ	৮৩	মোট	ঃ	২৪৭৬৭

Admitted Unstarred Question No. 41
Name of MLA :- Sri. Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil, Supplies & Consumer Affairs Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং -এই সময়ে গ্রুপ 'বি' শ্রেণিভুক্ত কর্মচারী -৫ গ্রুপ 'সি' শ্রেণিভুক্ত কর্মচারী -৩২ এবং গ্রুপ 'ডি' শ্রেণিভুক্ত -১২জন কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে মোট ৪৩,৬৭৮ টাকা টি. এ. বিল মেটাতে দপ্তরের ব্যয় হয়েছে।

২। ১৩ জন।

Admitted Unstarred Question No. 42

Name of Member : Sri. Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত Law দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। উল্লেখিত সময়কালে Law দপ্তরের কোন অফিসাররা কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 43

Name of Member :- Sri. Ratan Lal Nath, MLA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত হোম দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত হোম (পুলিশ) দপ্তরের অধীন মোট ১৫২৮ জন অফিসার/ কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে। শ্রেণী ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ

গ্রুপ - 'এ'	—	২৪ জন
গ্রুপ - 'বি'	—	১৫ জন
গ্রুপ - 'সি'	—	১৪৫২ জন এবং
গ্রুপ - 'ডি'	—	৩৭ জন।
মোট	—	**১৫২৮ জন**

টি.এ. বিল বাবদ মোট ১৩,০৮,৮৭২ (তের লক্ষ আটহাজার আটশত বাহাত্তর) টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। সর্বমোট ৫৯ জনকে (গ্রুপ 'সি' - ৫৩ এবং গ্রুপ 'ডি' - ৬ জন) স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদনের ভিত্তিতে বদলী করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 57
Name of Member :- Sri. Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Election Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত Election দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্যন্ত নির্বাচন দপ্তরের মোট ৫ (পাঁচ) জন তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত কর্মচারী বদলী হয়েছেন। এদের মধ্যে ২ (দুই) জন উচ্চপদে প্রমোশন পেয়ে এবং বাকী ৩(তিন) জন জনস্বার্থে বদলী হয়েছেন। যারা বদলী হয়েছেন তারা এখনও T.A.Bill বাবদ খরচের হিসাব দেওয়া সম্ভব হলো না।

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের কোনও কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফার এর আবেদন করে বদলী হন নি।

Admitted Unstarred Question No. 64
Name of Member :- Sri. Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তর থেকে যাদেরকে হাউস গার্ড দেওয়া হচ্ছে, তাদের নাম ও ঠিকানা; এবং

২। হাউস গার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা রয়েছে কিনা এবং থাকলে তাতে কি উল্লেখ রয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তর থেকে যাদের হাউস গার্ড দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম ও ঠিকানা সঙ্গীর তালিকায় দেওয়া হল।

[illegible] নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে সিকিউরিটি রিভিউ কমিটির সুপারিশ [illegible] গার্ড নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও জেলা পুলিশ সুপার সময় সময় নিরাপত্তা জনিত কারণে [illegible] সাময়িক ব্যবস্থা করে থাকেন।

NAME OF THE PROTECTEES WITH ADDRESS AND THEIR HOUSE GUARD RANK WISE

Sl. No.	Name of the protectees	Address	House Guards	Remarks
	.	3	4	5
	[illegible] the Governor of Tripura.	Rajbhawan, Agartala.	Sr - 01 H/C - 05 Const. 20 (CRPF)	
02.	Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister Tripura	Govt. Quarter, Agartala	H/C - 02 NK - 01 Const. 10	
03	Shri Anil Sarkar Minister.	Dhaleswer, Agartala.	H/C - 01 Const. -04	
04	Shri Badal Choudhury, Minister	Govt. Quarter, Agartala.	H/C - 01 Const. 04	
05	Shri Manik Dey ,Minister.	- do -	H/C - 01 Const . 04 JRN	
06.	Shri Narayan Rupini , Hon'ble Minister .	- do -	H/C - 01 Const. 04	
07	Shri Sukumar Barman, Minister	- do -	AST -1 Const - 3	

08.	Shri Sukumar Barman, Minister.	- do -	H/C - 01 Const. 04
09.	Shri Manindra Reang, Minister .	- do -	H/C - 01 Const. 04
10.	Shri. Bijoy Lakshmi Sinha . Minister .	- do -	H/C - 01 Const. 04 AGT H/C - 01 Const. 04 KMP
11.	Shri Tapan Chakraborty, Minister .	- do	H/C - 01 Const. 04 KLS
12.	Shri Khagendra Jamatia, Minister .	- do -	
13.	Shri Pranab Debbarma, Minister .	- do -	H/C - 01 Const. 04
14.	Shri Gopal Das, Minister .	-do -	
15.	Shri Sudhir das. Minister .	- do -	H/C - 01 Const . 04 KMP H/C - 01 Const. 04 AGY
16.	Shri Pabitra Kar, Minister	Ramnagar, Agartala .	H/C - 01 Const. 04
17.	Shri Jitendra Choudhury, Minister .	Govt. Quarter, Agartala .	H/C - 01 Const. 04
18.	Shri Keshab Majumdar, Minister	- do -	H/C - 01 Const. 04AGT H/C - 01 Const. 04UDP
19.	Shri Subodh Das, Minister	Govt . Quarter, Agartala .	H/C - 01 Const . 04AGT H/C 01PNS

			Const. 04
20.	Shri Fayzur Rahaman Minister.	- do -	H/C - 01 Const. 04AGT
20.	Shri Ramandra Ch. Nath, SpeakeTLA.TLA.	- do -	H/C - 01 Const. 04
21.	Shri Subal Rudra, Dy. Speaker, TLA.	- do -	H/C - 01 Const .- 04
22.	Shri Prasanta Dabbarma, MLA.	Salema,DLI	H/C - 01 Const - 07 SLM
23.	Shri Aghore Debbarma, Vice chairman planing Commission.	Govt. Quarter. Agartala.	H/C Const. - 04
24.	Shri Samir Rn. Barman, MLA.	Agartala	H/C - 02 Const - o7(CRPF)
24.	Shri Ratan Lal Nath, MLA. Leader or the Opposition. TLA.	Agartala	H/C - 01 Const. - 03
26.	Shri Depak Kr. Roy, MLA.	Indranagar.	H/C - 01 Const. - 03
27.	Shri Birajit Sinha. MLA. President TPCC.	Agartala.	H/C - 01 Const. 04
28.	Shri B.K. Hamgkhwal, MLA.	Agartala.	H/C -01 Const. 04AGT H/C - 02 Const. 04ABS
29.	Shri Hirendra Kr. Tripura, CEM,TTAADC.	Agartala.	H/C - 01 Const. 04
30.	Shri Baidhynath Majumder, Chairman, L/F	Agartala.	H/C -01 Const. 04AGT H/C -01 Const. 0404kLS
31.	Chief Secretary, Tripura.	Agartala.	H/C - 01 Const. 04

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

32.	DGP, Tripura.	Agartala.	H/C - 01 Const. 08
33.	ADGP, Tripura	Agartala.	H/C Const. 04
34.	Shri Sudhir Rn. Majumdar, Ex-C.M, Tripura.	Agartala.	H/C - 01 Const. 03
35.	Shri Dipak Nag, Ex-MLA.	Jirania.	H/C - 01 Const.04
36.	Shri Motilal Saha, Ex-MLA.	Agartala	H/C - 01 Const .4
37.	Shri Dhananjoy Reang , President, TRA.	Agartala	H/C - 01 Const .04
38.	Shri Ranjit Das, Ex-MDC.	Chailengta,	H/C - 01
	Const .04		
39.==	Shri Bikram Bahadur Jamatia,Teliamra Ex-Jamatia, Hoda Akra.		H/C - 02 Const. 11
40.	D.M & Collector, West Tripura.	Agartala	H/C - 01
	Const. 04		
41.	Shri Asothama Jamatia, Hoda Akta.	Killa.	H/C Const. 03
42.	Shri Lalit Tripura,IDC.	Gandachara Dhalia	H/C - 1 Const.-4
43.	Shri Jitandra Sarkar, Ex-speaker, TLA.	Teliamura	NCO - 01 Const. -04
44.	Shri P.K Sarkar, Hon'ble Justice .	Ramnagar Road No.6 Agartala	NCO - 01 Const.- 03
45.	Shri B.B. Malakar, MLA.	Kumarghat	NK - 01 Const -04
46	Shri Shanti Reang, MDC		LNK - 01 Const - 04

Admitted Unstarred Question No. 65
Name of Member : Sri. Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে যাদেরকে পি.এস.ও অথবা পি.জি. দেওয়া হচ্ছে পেশা সহ তাদের নাম ও ঠিকানা; এবং

২। নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তরের কাছে এসকর্ট চেয়ে যারা আবেদন করেন তাদেরকে এসকর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্টভাবে কোন নীতিমালা রয়েছে কিনা;

৩। থাকলে সেট কি?

উত্তর

১। আরক্ষা দপ্তর থেকে যাদের পি.এস.ও দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকে সংগৃহীত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এবং পদের অবস্থান অনুযায়ী নিরাপদের আশঙ্কা বিবেচনা করে সিকিউরিটি রিভিউ কমিটি পদাধিকারী/ব্যাক্তির নিরাপত্তা Category নির্ধারণ করে এবং Category অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করে। সেই সুপারিশ অনুযায়ী যারা এস্কর্ট পাওয়ার জন্য যোগ্য তাদের প্রয়োজনীয় আরক্ষা কর্মী থাকা সাপেক্ষে এসকর্টের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তাছাড়া জেলা পুলিশ সুপাররাও সময়ে সময়ে নিরাপত্তা জনিত কারণে সাময়িকভাবে এস্কর্টের ব্যবস্থা করে থাকেন।

NAME OF THE PROTECTEES WITH ADDRESS AND THEIR PSOs rANK WISE

Sl No.	Name of the protectees	Address	PSOs	Rank	Remarks
1		3	4	5	6
01.	Shri D.N. Sahaya, H/E the Governor of Tripura.	Rajbhawan, Agartala.	PSO = 02 Ring Round=08	Inspr.-2 SI - 2 ASI- 2 Const- 4	
02.	Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister Tripura.	Govt. Quarter, Agartala	PSO - 6 Rink Round - 8	Inspr. -1 st-4 AST - 2	

				H/C - 1 Const.- 6
03.	Shri Anil Sarkar . Hon'ble Minister	Dhaleswer Agartala.	PSO - 4	NK - 1 Const. - 3
04.	Shri Badal Choudhury, Hon'ble Mnister	Govt. Quarter, Agartala.	PSO - 4	AST - 1 Const. - 3
05.	Shri Manik Dey , Hon'ble Minister	- do -	PSO - 4	Const - -4
06.	Shri Narayan Rupini , Hon'ble Minister .	- do -	PSO - 4	ASI - 1 Const - 3
07.	Shri Sukumar Barman, Hon'ble Minister .	- do -	PSO - 4	AST -1 Const - 3
08.	Shri Manindra Reang, Hon'ble Minister .	- do -	PSO - 4	ST -1 Const - 3
09.	Shri. Bijoy Lakshmi Sinha Minister .	- do -	PSO - 4	H/C - 1 Const - 3
10.	Shri Tapan Chakraborty, Hon'ble Minister .	- do -	PSO - 4	Const -4
11.	Shri Khagendra Jamatia, Minister .	- do -	PSO - 4	Const - 4
12.	Shri Pranab Debbarma, Hon'ble Minister .	- do -	PSO -4	Const - 4
13.	Shri Gpal Das,Hon'ble Minister .	-do -		AST - 1 Const - 3
14.	Shri Sudhir das, Hon'ble Minister .	- do -	PSO - 4	Const - 4
15.	Shri Pabitra Kar, Hon'ble Minister .	Ramnagar, Agartala .	PSO - 4	AST - 1 Const - 3
16.	Shri Jitendra Choudhury, Hon'ble Minister .	Govt. Quarter, Agartala .	PSO - 4	Const - 3
17.	Shri Keshab Majumdar, Hon'ble minister	- do -	PSO - 4	NK - 1 Const - 4

18.	Shri Subodh Das, Hon'ble Minister .	Govt . Quarter, Agartala .	PSO - 4	Const . - 4
19.	Shri Fayzur Das,Hon'ble Minister .	- do -	PSO - 4	NK - 1 Const. - 3
20.	Shri Ramandra Ch. Nath, SpeakeTLA.	- do -	PSO - 4	NK - 1 Const. - 3
21.	Shri Subal Rudra, Dy Speaker, TLA.	- do -	PSO - 4	Const .- 4
22.	Shri Aghore Debbarma, Vice chairman planing Commission, Tripura .	- do -	PSO - 4	AST - 1 Const. - 3
23.	Shri Khagen Das, M.P.	Ramnagar, Agartala	PSO - 2	AST - 1 Const - 1
24.	Shri Bajuban Reang, M.P.	Govt. Quarter, Agartala.	PSO - 2	H/S - 1 NK - 1
25	Shri Matilal Sarkar,M.P.	Milan Sanga Agartala.	PSO - 2	Const. - 2
26.	Shri Manuranjan Debbarma MLA.	Mandai	PSO - 2	Const - 2
27.	Shri Narayan Choudhury, MLA.	Madhupur.	PSO - 2	Const. - 2
28.	Shri Padma KR. Debbarma , MLA.	Ramchandra Ghat .	PSO - 2	L/NK - 1 Const. -1
29.	Sri Bidhu Bushan Malakar, MLA	Kumarghat.	PSO - 2	Const - 2
30.	Shri Joygobidra Debroy, MLA.	Udaipur.	PSO - 2	Const. - 2
31	Shri Sudhan Das, MLA.	Rajnagar.	PSO - 2	Const. - 2
32	Shri Bashudeb Majumdar, MLA.	Beliona.	PSO - 2	Const. - 2
33.	Shri Gour Kanti Goshami MLA .	Sabrom.	PSO - 2	Const. - 2

34. Shri Prayanta Debbarma, MLA.	Ambassa.	PSO - 2	Const. -2
35. Amitaba Dutta, MLA.	DHarmanagar	PSO - 2	Const. - 2
36. Jashbir Tripura, MLA.	Julaibari	PSO -2	Const. - 2
37. Gunapada Jamatia, MLA.	Santirbazar	PSO - 2	Const. - 2
38. Sachindra Debbarma, MLA.	Asharambari.	PSO - 2	Const. - 2
39. Animesh Debbarma, MLA.	Promodennagar	PSO - 2	Const. - 2
40. Ashok Debbarma, MLA.	Teliamura.	PSO - 2	Const. - 2
41. Bijoy Roy , MLA.	Fatikroy.	PSO - 2	Const. - 2
42. Rejeswer Debbarma,	Takerjala.	PSO - 2	Const. - 2
43. Shri Arun kr Chakma,MLA.	....	PSO - 2	Const - 2
44. Shri Subrata Chakraborty,	.Bishalgarh.	PSO - 2	Const - 2
45. Shri Samir an. Bharman, MLA.	Agartala.	PSO - 2	ST - 1 ASI - 1 H/C - 1 Const. -3
46. Shri Ratan LAl Nath,MLA. Leader of Opposition, TLA.	Agartala.	PSO - 2	Const - 4
47. Shri Prakash Das,MLA.	Gandigram	PSO - 2	AST - 1 Const -1
48. Shri Dpak kr. Roy, MLA.	Indranagar.	PSO - 2	Const - 2
49. Shri Sudip Roy Barman, MLA.	Agartala.	PSO - 2	Const -2
50. Shri Surijit Dutta, MLA.	RAmnagar.	PSO - 2	H/C -1 Const. -1
51. Shri Ashok Bhattachajee, MLA.	Agartala.	PSO - 2	ASI -1 Const. - 1
52. Shri Birajit singha, MLA.	Agartala.	PSO - 4	Const. - 4
53. Shri Shyama Charan Tnpura. MLA.	Agartala.	PSO - 2	Const. -2
54. Shri Rabindra Debbarma, MLA.	Agartala.	PSO - 2	H/C - 1 Const. - 1
55. Shri Nagendra Jamatia, MLA.	Agartala.	PSO - 2	Const. - 2

56.	Shri Kajal Das, MLA.	Kallyanpur	PSO - 2	Const - 2
52.	Shri Birajit Singha, MLA.	Agartala.	PSO - 4	Const. - 4
53.	Shri Shyma Charan Tnpura,	Agartala .	PSO - 2	Const.-2
54.	Shri Rabindra Debbarma,MLA.	Agartala .	PSO - 2	H/C - 1 Const.-1
55.	Shri Nagendra Jamatia, MLA.	Agatala.	PSO - 2	Const -2
56.	Shri Kajal Das, MLA.	Kallyanpur.	PSO - 2	Const -2
57.	Shri B.K.Hrangkhwal,MLA.	Agartala.	PSO - 4	AST - 1 Const -3
58	Shri Ranjit Debnath, MLA.	Amarpur.	PSO - 2	Const -2
59.	Shri Sahiad Chpowdhury, MLA.	Boxsanagar.	PSO - 2	Const -2
60.	Shri Madhab Saha ,MLA.	Udaipure,	PSO - 2	Const -2
61	Shri Gopal ch.. Roy ,MLA.	Agartala	PSO - 2	Const.-1 AST-1
62.	Shri Ashok Debbarma,MLA.	Golaghati	PSO - 2	Const-2
63.	Shri Jyotirmoy Nath, MLA.	Dharmanagar	PSO - 2	Const-2
64	Shri Ragendra Reang,MLA.	KCP	PSO - 2	Const-2
65.	Shri Samirdeb Sarkar,MLA.	Khowai	PSO - 2	Const-2
66	Shri Hirendra kr,Tripura, CEM,TTAADC,Khumulwng	Agartala Govt. Quarter.	PSO - 4	H/C - 1 Const - 3
67.	Shri Santi Rn.Reang, Chaiman, TTAADC.	- do -	PSO - 4	AST - 1 Const-3
68.	Shri Muluk chand Debbarma, EM,TTAADC.	- do -	PSO - 2	Const-2
69.	Shri Charanjoy Reang	- do -	PSO - 2	Const-2
70	Shri Budhu Debbarma,EM.	- do -	PSO - 2	Const-2
71	Shri Rabijoy Jamatia,EM.	- do -	PSO - 2	Const-2
72	Shri Upendra Reang,EM - TTAADC	Govt.quarter Agartala.	PSO - 02	Const-2
73	Shri Mohan Debbarma, MDC.	Bishalghar	PSO - 02	Const-2
74.	Shri Krishno Kanta Jamatia Killa MDC		PSO - 02	Const.-2
76.	Shri L.V. Darlong, MDC	Kumarghat, Darchai	PSO - 02	Const.-2

77.	Shri Sridam Debbarma, MDC	Takarjala	PSO - 02	Const.-2
78.	Shri Debabrata Kalai, MDC	Govt.quarter Agartala	PSO - 02	Const.-2
79.	Shri Ramani Debbarma, MDC	Takarjala	PSO - 02	Const.-2
80.	Shri Bidhyot Debbarma, MDC.	Salema, KMP	PSO - 02	Const.-2
81.	Chief Secretary, Tripura,	Govt.quarter Agartala	PSO - 04	Const.-2
82.	Shri S.R. Sinha, Registered High Court.	- do -	PSO - 02	Const.-2
83.	Shri Kripamohan Reang, MDC.	Dasda, KCP	PSO - 02	Const.-2
84.	Raju jamatia, MDC.	Hadrai, TLM	PSO - 02	Const.-2
85.	Shri Krishna mohan jamatia MDC.	Malbassa, AMP	PSO - 02	Const.-2
86.	Shrir Mongsasai Mong, MDC.	Rupaichari, Sabroom	PSO - 02	Const.-2
87.	Shri Radha charan Debbarma, MDC.	Govt. Quarter Agartala	PSO - 02	Const.-2
88.	Shri Gopinda Debbarma, MDC.	Agartala	PSO - 02	H/C - 1 Const.-1
89.	Shri Chandi charan Tripura MDC.	Sabroom	PSO - 02	Const.-2
90.	Lalit mohan Tripura, MDC	Gandacherra	PSO - 02	Const.-2
91.	Shri Dhananjoy Debbarma MDC.	Taliamura	PSO - 02	Const.-2
92.	Shri Rajkumar Debbarma , MDC.	Sidhai	PSO - 02	Const.-2
93.	Shri Parikshit Murashing, MDC.	Paticherri South	PSO - 02	Const.-2
94.	Shri Mohanlal Kapali, MDC	Pecharthal	PSO - 02	Const.-2
95.	Shri Malendhan Chakma MDC.	Pecharthal	PSO - 02	Naik-1 Const.-1
96.	Smti. Sumitra Debbarma	Takarjala	PSO - 02	Const.-2

	MDC.			
97	Smti. Anjali Debbarma, MDC. Zilla Sabhadhipati, DHI.	Ambassa	PSO - 02	Const.-2
98.	Shri Bhanulal Saha, Zilla Sabhadhipati, West	Agartala	PSO - 02	Const.-2
99.	Shri Ratan Bhowmik, Zilla Sabhadhipati, South	Udaipur	PSO - 02	ASI - 01 Const.-01
100	Smti. Hashirani Bhattacharjee Zilla Sabhadhipati, North	Kailashahar	PSO - 02	Const.-02
101.	Shri Bidhoyanath Majumder Chairman Left front	Agartala	PSO - 04	SI - 1 ASI - 01 Const.-02
102	Shri Ranajoy Deb President, BJP,	Agartala	PSO - 02	Const.-02
103	Chief Executive Officer	Agartala	PSO - 02	Naik - 01 Const.-01
104	Shri Niranjan Debbarma Minister	Agartala	PSO - 04	H/C - 02 Const.-02
105	Shri. Balaram Reang, Ex-Minister	Baikhora	PSO - 02	H/C - 01 Const.-02
106	Shri. Gita mohan Tripura, Ex-MLA	Julaibari	PSO - 01	Const.-01
107	Shri Anil Chakma, Ex-MLA	Pecharthal	PSO - 01	Const.-01
108	Shri. Brajagopal Roy, Ex - MLA	Kanchanpur	PSO - 02	Const.-02
109	Shri Jitendra Sarkar, Ex - Speaker	Agartala	PSO - 02	Const.-02
110	Shri. Brajagopal Roy, Leader of Forward Bolck	Agartala	PSO - 02	Const.-02 L/NK - 01
111	Shri Ratan Chakraborty. Ex-President, TMC	Agartala	PSO - 02	Const.-02
112.	Shri. Brajesh Chakraborty, Ex-President, BJP.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
113.	Shri Dilip Sarkar, Ex-MLA	Agartala	PSO - 01	Const.-01
114	Shri. Kashiram Reang,	Udaipur	PSO - 01	Const.-01

	Ex - MLA.			
115.	Shri. Billal Miah, Ex-MLA	Sonamura	PSO - 01	Const.-01
116.	Shri. Jawar Saha, Ex-MLA	Agartala	PSO - 02	Const.-02
117.	Shri Rati mohan Jamatia, Ex - MLA	Agartala	PSO - 01	Const.-01
118.	Shri Prasanta Kapali, Ex - MLA	Agartala	PSO - 01	Const.-01
119.	Shri. Nripen Chakraborty Ex - CM	Agartala	PSO - 06	ASI - 01 Const.-01
120.	Shri. Haricharan Sarkar, Ex - MLA.	Bamutia,	PSO - 01	Const.-01
121.	Shri Bidhan Debbarma, Ex - MDC.	Teliamura	PSO - 01	Const.-01
122.	Shri.Makhanlal Chakraborty Ex - MLA	Kalyanpur	PSO - 02	Const.-02
123.	Shri. Bidhya Debbarma, Ex - MLA.	Khowai	PSO - 01	Const.-01
124.	Shri. Hashmai Reang, Ex-MLA.	Ambassa	PSO - 01	Const.-01
125.	Shri. Narayan Kar, Ex-MP	Belonia	PSO - 01	Const.-01
126.	Shri. Dinesh Debbarma, Ex - Minister.	Agartala	PSO - 02	Const.-02
127.	Shri. Tarani Debbarma, Ex - MLA.	Takarjala	PSO - 01	Const.-01
128.	Shri Samir Chakraborty, Secretary CPI (M) Sadar Div. Committy.	Agartala	PSO - 02	Const.-02
129.	Shri Ajoy Biswas, Ex-MP	Agartala	PSO - 01	Const.-01
130.	Shri. Radharaman Debnath Ex - MLA.	Sidhai	PSO - 01	Const.-01
131.	Shri Upaharan Jamatia, D/Candidate, CPI (M).	AMP	PSO - 02	Const.-02
132.	Shri. Sudhir Rn. Majumder, Ex - CM	Agartala	PSO - 02	Const.-01
133.	Shri. Amal Mallik, Ex-MLA	Belonia	PSO - 01	Const.-01
134.	Shri. Dipak Nag, Ex-MLA	Jirania	PSO - 02	Const.-02

135.	Shri. Matilal Saha, Ex-MLA	Agartala	PSO - 01	H/C - 01 Const.-01
136.	Shri. Dilip Choudhury, Ex - MLA.	Belonia	PSO - 02	Const.-02
137.	Shri. Jagadish Debbarma, Ex - Chairman, TTAADC.	Agartala	PSO - 02	Const.-02
138.	Shri. Rabindra Debbarma, Ex - MLA.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
139.	Shri. Rakhal Chakraborty, Leader of BJP.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
140.	Shri Kartic Kalai, TNV Returnee.	Agartala	PSO - 02	Const.-02
141.	Shri. Ananta Debbarma, TNV Returnee.	Agartala	PSO - 02	D/NK - 01 Const.-01
142.	Shri. Lalit Debbarma, Charilam, Horticulture.	Agartala	PSO - 02	Const.-02
143.	Shri Dhananjoy Reang, President. TRA.	Agartala	PSO - 02	Const.-02
144.	Shri, Ranjit Debbarma, Ex - CEM, ADC.	Agartala	PSO - 02	ASR - 01 Const.-01
145.	Shri. Gajendra Tripura, Ex - EM, ADC.	Manu	PSO - 01	Const.-01
146.	Shri. Ranjit Das, Ex-MDC	Chailengta	PSO - 02	Const.-02
147.	Shri. Alindra Debbarma Ex - MDC.	Amarpur	PSO - 02	Const.-02
148.	Shri Lalit Debnath, MDC	Kanchanpur	PSO - 02	Const.-02
149.	Shri Haricharan Jamatia, Ex - Jamatia Hoda.	Amarpur	PSO - 02	Const.-02
150.	Shri. Dilip Basu, Vice -Change ,11 or, T.U.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
151.	Shri Bikram Bahadur -Jamatia,Ex-Jamatia,Hada.	Taliamura	PSO - 02	Const.-02
152.	D.M. West	Agartala	PSO - 02	Const.-02
153.	Shri Sudhir Sarkar,Vice -Chairman Nagar -Panchayet , TLA.	TLM	PSO - 02	Const.-02

154.	Shri Napal Sinha,Comm -ussioner Social Welfarid -of Social Education Dept.	AGT.	PSO - 01	Const.-01
155.	Shri Sudip Roy, Secy. C/A Deptt .	AGT	PSO - 01	Const.-01
156.	Shri Gopal Debnath, Mamber Panchayet Samity, MLG Block.	Melaghar	PSO - 01	Const.-01
157.	Shri Prabir Chakraborty , Mamber , Chairman-in -Council AMC.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
158.	Shri Dhirendra Debnath, Ex-MLA.	Mohanpur	PSO - 01	Const.-01
159.	Smt Laxmi Nag, Ex -Minister .	Agartala	PSO - 01	Const.-01
160	Shri Gourisankar Reang , Ex-Dy . Speaker.	STB	PSO - 01	Const.-01
161.	Shri Nakul Das , Ex-MLA	Agartala	PSO - 01	Const.-01
162.	Shri Suhrata Mahalanabish D/Candidate IND.	Bishalgarh.	PSO - 01	Const.-01
163.	Shri Dwigendra Debbarma. TNV Returnee.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
164.	Shri Kripasadhan Jamatia , TNV Returnee.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
165.	Shri Rabindra Reang, ATTF Returnee.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
166.	Shri Ramendra Reang, ATTF Returnee .	Agartala	PSO - 01	Const.-01
167.	Shri Binoy Debbarma , ATTF Returnee.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
168.	Shri Annaram Aslong . ATTF Returnee.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
169.	SPL Secy. To the H/L Governor Tripura.	Agartala	PSO - 01	Const.-01
170.	Shri S.L. Lodh. Secy. -TYTAADC.	Agartala	PSO - 01	Const.-01

171.	Shri Sanjit Debnath, Advocate.	MOhanpur	PSO - 02	Const.-02
172.	Shri Chitta. Rn. Debbarma, Prkest of Santi Kali Ashram.	Jirania	PSO - 03	Const - 03
173.	Shri Asothathamo Jamatia, Hoda Akra.	Killa	PSO - 02	Const.-02
174.	Shri Chinta Mn. Jamatia,	Teliamura	PSO - 01	Const.-01
175.	Shri A.B. Paul, Law Secy.	Agartala	PSO - 01	Const.-01

List of dignotories Provided With PSO by the Dsstt . SsP considering threat perception is as under :-

Sl.No.	Name of Dignaroties	Number of PSO provided
1.	Shri Laxma Kar, Vice-Chairman, UTZP.	Const.- 2
2.	Pankaj Chakraborty, Vice-Chairman, Jallaparisad, Dhalai.	Const.-2
3.	Nagadi Reang, Ex-MDC, Ambassa.	Const.-1
4.	Ranjit Ghosh, Secy. Kamalpur Div. CPI (M)	Const.- 2
5.	Purna mohan Tripura Ex-Minister, Manughat	Const.- 1
6.	Biman Dhawan Ex-MDC. Mainama, LTV	Const.- 1
7.	Jadu Mohan Tripura, Ex-MDC, Manughat, Manu.	Const.- 1
8.	Ramani Mohan Sarkar, Ex-MDC, Manughat.	Const.- 1
9.	Bijoy Debbarma CPI (M) leader, Ambassa.	Const.- 1
10.	M. Jamatia, Hada Akra	Const.- 2
11.	Ratan Bhowmaik Jalladhipati, Udaipur.	Const.- 1
12.	Chair person, Women Commission	Const.- 2
13	Mangal Debbarma, Defeated candidtate, MDC.	Const.- 2

14.	Rajandra Reang, Ex-Em, ADC.	Const.- 2
15.	Fani Das, CPI (M) Leader Jagatpur	Const.- 2
16.	Sanjit Debnath, Defeated candidate of CPI(M).	Const.- 2
17.	Rudraswar Das, Kalachari, Ex-MLA.	Const.- 2

List of Govt. Official

Sl.No.	Name of Dignaroties	Number of PSO provided
1.	D.M.North	Const.- 2
2.	A.D.M. North	Const.- 2
3.	Distt. and Sessionr Judge (North)	NK-1
4.	C.J.M. North	Const.- 1
5.	S.D.M. DMN	Const.- 2
6.	S.D.M, Kanchanpur	Const.- 2
7.	S.D.M, North	Const.- 2
8.	Conservator of Forest, Kumarghat	Const.- 2
9.	D.F.O, Kanchanpur	Const.- 1
10.	Uttam Chakma, S.D.M, Longtharai Velly	Const.- 2
11.	S.D.M, Ambassa	Const.- 1
12.	Pramod Debbarma, S.D.M, Ganganagar	Const.- 1
13.	Debapriya Debbarma, S.D.M, Kamalpur	Const.- 1
14.	Abhinoy Halam, ADM, Ambassa	Const.- 1
15.	S.D.M, Udaipur	Const.- 1
16.	A.D.M, South	Const.- 1
17.	S.D.J.M. Belonia	Const.- 2
18.	S.D.J.M. Subroom	Const.- 2
19.	S.D.J.M. Amarpur	Const.- 1
20.	S.D.J.M, Udaipur	Const.- 1
21.	S.D.O, Sadar	Const - 2
22.	S.C. Das, A.D.S.J, West	Const.- 1

23.	Secy to CM. Tripura	Const.- 1
24.	S.D O. Khowai.	Const.- 2
25.	ADD1. Distt and session Judge, Khowai.	Const.- 1
26.	C.M. Debbarma. D.F.O. Teliamura.	Const.- 1
27.	S.D.O. Sonamura	Const.- 2
28.	S.D.O. Bishalgarh.	Const.- 2
29.	K.D. Chowdhury. ADM (West)	Const.- 1
30.	A.D.M. West	Const.- 1

Admitted Unstarred Question No. 66

Name of Member :- Sri. Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। রাইয়াবাড়ী গন ধর্ষনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত রায় কমিশন কর্তৃক রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছে।

১। রাইয়াবাড়ী গণ ধর্ষনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত রায় কমিশন কর্তৃক রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা রিপোর্টে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে গত ৭ই অক্টোবর, ২০০৩ ইং তারিখে মন্ত্রীসভার বৈঠকে সে সমস্ত সুপারিশ গৃহীত হয়েছে এবং সুপারিশ গুলো বাস্তবায়িত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 75.

Name of the member : Shri Ratan Lal Nath, MLA

Will the Hon'ble Chief Minister in-charge of the Statistics Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত Statistics দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে বিভিন্ন স্থানে বদলী করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ.বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। উক্ত সময়ের মধ্যে Planning (Statistics) দপ্তরের মোট ১১ (এগার) জন গ্রুপ-সি অর্ন্তভুক্ত কর্মচারীকে

ট্রান্সফার করা হয়েছে।

এর ফলে টি.এ.বিল বাবদ দপ্তরের মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ- ১০,০৫৭ টাকা (দশ হাজার সতান্ন টাকা)।

২ উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের কোন কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হন নি।

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত পাওয়ার দপ্তরে মোট কতজন এবং কোন্ কোন দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ.বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

২। উল্লেখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। উক্ত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে মোট ২৭২ জনকে বদলী করা হয়েছে।

নিম্নে বর্ণিত হইল।

A Catagory - ৮ জন

B Catagory - ১০১ জন

C Catagory - ১৫৭ জন

D Catagory - ৬ জন

এরমধ্যে ১৯৩ জনকে টি.এ. বিল দিতে ডিপার্টমেন্ট এর মোট আনুমানিক ব্যয় হয়েছে ৪,৬৮,৩০০ টাকা।

২। এর মধ্যে মোট ৭৯ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় বদলীর আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 77.

Name of the member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Chief Minister in-charge of the Jail Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ইং নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত Jail দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ.বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। উল্লিখিত সময় কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং হইতে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত Jail দপ্তরের মোট ২৫জন অফিসার ও

কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে, এর মধ্যে Group -A ১ জন, Group 'C' গেজেটেড ২ জন, Group 'C' নন গেজেটেড ২২জন। এর ফলে ২১,৮৭৩ টাকা টি.এ. বিল বাবদ মেটানো হয়েছে এবং আরও ২৭,৪২৯ টাকার টি.এ বিল মেটানো হবে।

২। উল্লিখিত সময় কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে ১জন গ্রুপ 'C' গেজেটেড অফিসার ও ৬জন নন গেজেটেড গ্রুপ 'C' কর্মচারী স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 138.
Name of the member : Shri Jyotirmoy Nath
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। কদমতলা ইলেকট্রিক সাব-ডিভিশানের অর্ন্তগত মোট কতটি কুটির জ্যোতি লাইন রয়েছে।
২। গত আর্থিক বছরে এবং বর্তমান আর্থিক বছরে মোট কতজনকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে? (গাঁওসভা ভিত্তিক নামের তালিকা) এবং

উত্তর

১। কদমতলা ইলেকট্রিক সাব-ডিভিশনের অর্ন্তগত মোট ৫৭৩ (পাঁচশত তিয়াত্তর) কুটির জ্যোতি লাইন রয়েছে।
২। গত আর্থিক বছরে (২০০২-২০০৩ ইং) মোট ৫৩ জনকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। গাঁওসভা ভিত্তিক নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হয়েছে।
৩। এখন পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পে যাদের কে সংযোগ দেওয়া হয়নি তাদেরকে কবে নাগাদ সংযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়?

গাওসভা ঃ- সরযপুর : ২০০২ - ২০০৩ ইং

১। সরবিনী দেব স্বা: সুনীল দেব
২। হীরেন্দ্র নাথ, পি: হরেন্দ্র নাথ
৩। প্রিয়লাল নম:, পি: রজনী নম:
৪। রাসেন্দ্র দেব, পি: শ্যামা দেব
৫। পরেশ মল্লিক, পি: চিন্তা মল্লিক
৬। মনীন্দ্র দেম, পি: যতীন্দ্র দেব
৭। মোহিত পাল, পি: মুকুল পাল
৮। স্মৃতিবসন পাল, স্বা: ভূপেন্দ্র পাল
৯। প্রমোদ মালাকার, পি: কানাই মালাকার
১০। অমূল্য মালাকার, পি: কুমুদ মালাকার
১১। মালতী মালাকার, স্বা: যোগেন্দ্র মালাকার

গাওসভা ঃ কালাগাঙ্গের পাড়

১। ম: কুরমান আলি, পি: চান্দ মিঞা
২। রোনের খানান, স্বা. ইসারী
৩। জগুস্ব নোয়াসা, স্বা: তাজামূল

গাওসভা ঃ বালীবাড়ি

১। অঙ্গদ নায়েক, পি: চুনু নায়েক
২। সুরবি কুণ্ডা, স্বা: অভি কুণ্ডা
৩। আবদুল আজিজ, পি: জাহিদ
৪। * বাউড়ি, পি: রাজেন্দ্র বাউডি

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

গাওসভা ঃ উত্তর ফুলবাড়ি

১। উস্তর আলি, পি. অর্জুন আলি

২। প্রদীপ মালাকার

৩। আবদুল জালিল পি: সোনা মিঞা

গাওসভা ঃ ফুলবাড়ি

১। ম: তুনুহারআলি, আচকর আলি

২। হেনা দে, স্বা: শ্যামল দে

৩। গুরুদাস দেবনাথ, পি: [illegible] দেবনাথ

৪। হরিবল দেবনাথ, দুর্গাচরন দেবনাথ

৫। অনিল চন্দর নাথ, পি: নীলমণি নাথ

৬। ম: আলকুম আলী, পি: যোনাকর আলি

গাওসভা ঃ চড়ুইবাড়ি

১। রমেন্দ্র ব্যানার্জি, পি. শশধর ব্যানার্জি

২। আথুর দেব, পি: অশিম্বিনী মোহন দেব

গাওসভা ঃ রাথান

১। আবদুল মমিন, পি: তরাব আলি

২। উপানন্দ নাথ, পি: কুমুদ নাথ

৩। মহ: আবদুল আমুম, পি: ইলাম আলি

৪। নৃপেন্দ্র দাস, পি. পুলিন দাস

গাওসভা ঃ কুর্তি

১। ম: আবদুল করিম,পি: আবদুল চলম

২। ম: মুস্তালাইন আলি, পি: তরাব আলি

৩। ম: মুনা কালাম, পি: নূরজালাল

৪। ম: আবদুল বারি, পি: মুকবল

৫। ম: আবদুল সাহিত, পি. মিরামিত আলি

গাওসভা ঃ কদমতলা

১। প্রদুম্ন নাথ, পিতা: সুরেন্দ্র নাথ

২। পুলিন মালাকার, পি: সুরেন্দ্র মালাকার

গাওসভা ঃ সৎসঙ্গম

১। নগেন্দ্র মালাকার, পি: বরেন্দ্র মালাকার

২। বিজয় গোয়ালা, পি: পরতিলি গোয়ালা

৩। জামিনী নম

৪। গুলিয়া ভক্ত, পি: বনমালী ভক্ত

৫। ধরিনী নম.

গাওসভা ঃ তারকপুর

১। শিপ্রা পাল, স্বা: প্রনম পাল

২। ম: কালা মিঞা, আনচেব আলি

৩। আবদুল সাতার, পি: আফতার আলি

৪। উপেন্দ্র দাস, পি: হীরেন্দ্র দাস

৫। মহেশ নম:, পি: সোনামনি নম:

৬। লাবন্য মালাকার, স্বা: নিত্যান্দ্র মালাকার

৭। সুধনা দে, পি: সুরেন্দ্র দে

৮। ধীরেন্দ্র নম:, পি: বৃন্দাবন নম:

২। উত্তর ঃ *** আর্থিক বছরে (২০০৩ - ২০০৪ ইং) এখন পর্যন্ত ১৩২ জনের নামের তালিকা পাওয়া গেছে। গাঁওসভা ভিত্তিক নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেছে।

গাওসভা ঃ ফুলবাড়ি ২০০৩ - ২০০৪ ইং

১। আবদুল হান্নান, পি: আকবর আলি

২। নুড়উদ্দিন চৌধুরী, পি. আব্দুল হাকিম

৩। নিশি চন্দ, পি: সুয়াগরাম

৪। গৌরি রানী দে, স্বা: সমীরন দে

৫। ইয়াজিন আলি চৌধুরী, পি: স্বর্গীয় আবদুল

মালিক চৌধুরী

৬। আবদুল সুকন, পি: জবারক আলি

৭। খলিল উদ্দিন, পি: হৈ মিঞা

৮। আজাজ আলি, পি: ফুরমজ আলি

৯। ছায়াদ আলি, পি: সিন্দিক আলি

১০। আবদুল কালাম, পি: আপান্দার আলি

১১। আবদুল রকিব, পি: হামান আলি

১২। উপেন্দ্র নাথ

গাওসভা ঃ ফুলবাড়ি

১। মদন মালাকার, পি: নরশ মালাকার

২। আবদুল হাজিজ, পি: আবদুল সামাদ

৩। প্রহ্লাদ নাথ, পি: দয়াল নাথ

৪। স্বপন নাথ, পি: সদা নাথ

৫। আবদুল হালম, পি: আফতার আলি

৬। আবু সহিদ চৌধুরি, পি: আবদুল চৌধুরী

গাওসভা ঃ কালাগাঙ্গের পার

১। আবদুল মজিদ, পি: নিময় আলি

২। তমাকুল আলি, মসাইড আলি

৩। আবদুল রকিব, পি: মনুহার আলি

৪। আবদুল সালাম, পি: সনু হার আলি

৫। সুলতানউদ্দিন আহমেদ, পি: সফিকুর রহমান

৬। আসিরুল ইসলাম, পি: রাইচ আলি

৭। তমাচির আলি, পি: মাদোরিচ আলি

গাওসভা ঃ কুর্তি

১। মহমদ আমির উদ্দিন, পি: তফাজুল আলি

২। মহ: মুকতার আলি, পি: আহমেদ আলি

৩। মহ: কামাল উদ্দিন, পি: হিফবুর রহমান

৪। ম: আবদুল ফাইমুম, পি: মতাহির আলি

৫। ম: মাসসুদিন, পি: আবদুল স্বহন

৬। ম: আবদল সাফতাগ, পি: আব দুল সুক্কর

৭। বিলাস দেব, পি: গোপেশ দেব

৮। সমরেশ দেব, পি: সুকান্ত দেব

৯। ম: আবদুল গফর, পি: আবদুল ওনাহাব

১০। ম: সফির উদ্দিন, পি: আফতাব গনি

১১। ম: আফতাব উদ্দিন, পি: আবদুল গনি

১২। ম: মাতাব উদ্দিন, মি: আবদুল ১তিন

১৩। ম: আবদুল হক, পি: আফতার আলী

১৪। ম: সফিক উদ্দিন, পি: আবদুল মুজাবির আলি

গাওসভা ঃ চুড়াই বাড়ী

১। উমর সভকর চন্দ, পি: উমেশ

২। হারাধন দে, পি: প্রনেন্দ্র

৩। গোপি ভিম, পি: রাবিনা

৪। সুবল ভীম, পি: যোগিন্দ্র

৫। রবীন্দ্র ভীম, পি: যোগিন্দ্র

৬। রবিলাল ভীম, পি: যোগিন্দ্র

৭। কুমকুম নাথ, পি: কুঞ্জনাথ

৮। মোহন রবিদাস, পি: রাম যতন

৯। আবদুল ওমাহিদ, পি: আয়ুব

১০। আবদুল রাজাক, পি: ইসদি

১১। আজাদ আহমেদ, পি: আমুব

১২। আবদুল আজাদ, পি: আয়ুব আজাদ

১৩। আলাউদ্দিন, পি: তাহির

গাওসভা ঃ কদমতলা

১। প্রনতি নাথ, পি: মনোরঞ্জন

২। মহমদ আবদুল আলি, পি: জাহির আলি

৩। অমূল্য নাথ, পি: উদয় নাথ

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

৪। কল্যান দাস, পি: করুনা
৫। সুবীর আচার্য্য, পি: সুরেন্দ্র
৬। ক্ষিতিশ দাস, পি: মহেন্দ্র
৭। মোহিত দাস, পি: দয়াময়
৮। অধীর দাস, পি: কমল চরন
৯। রঞ্জিত সরকার, পি: রাকেশ
১০। সুরেন্দ্র গিরি, পি: উপেন্দ্র

গাওসভা ঃ উত্তর ফুলবাড়ি

১। মহ: আবদুল রব, পি: আবদুল ওমাহাব
২। মহ: আবদুল মালিক, পি: আবিদ আলি
৩। মহ: বসির আলি, পি: আমির
৪। ম: আবদুল হালিম, পি: আবদুল নুর
৫। ম: মতাছিন আলি, পি: ওমান আলি
৬। ম: সোনাহার আলি, পি: কুটিচ্ছাদ মিঞা
৭। ম: আবদুল জবার, পি: সোনা মিঞা

গাওসভা ঃ রাজেন্দ্র নগর

১। সন্তোষ দাস, পি: কারিকা
২। সুনীল মালাকার, পি: দিলেন্দ্র
৩। নলীনি নাথ, পি: নবীন
৪। আশারাম গৌড়, পি:
৫। জীতেন্দ্র চন্দ্র, পি: রাজেন্দ্র
৬। দিলীপ মালাকার, পি: দীজেন্দ্র
৭। অজিত দাস, পি: অতুল
৮। নিকুঞ্জ সুত্রধর, পি: দয়াল হরি
৯। বেচন মালাকার, পি: রাসমন্দ
১০। দুর্গাগৌড়, পি: বলদেব
১১। হরেন্দ্র মালাকার, পি: বিপীন
১২। গোপেন্দ্র দাস, পি: কেশব
১৩। শ্রীকৃষ্ণ যাদব, পি: সোমেসর
১৪। নান্টু দাস, পি: অনিল

গাওসভা ঃ তারকপুর

১। বিমল দাস, পি: নৃপেন্দ্র
২। গোপাল দাস, পি: রাজেন্দ্র
৩। অরুন দাস, পি: তরুনী
৪। বিধুভূষন দে, পি: সুরেন্দ্র
৫। ম: চান আলি, পি: রাকুব
৬। ম: নিসাব আলি, পি: কালামিঞা
৭। রবিন্দ্র মুণ্ডা, পি: গঙ্গাপ্রসাদ
৮। তুলসী মুণ্ডা, পি: গঙ্গাপ্রসাদ
৯। মন্টু তাতী, পি: চুনু
১০। বেনু মুণ্ডা, পি: বিরচা

গাওসভা ঃ কদমতলা

১। নামানউদ্দিন, পি: আবদুল কাদির
২। মইন উদ্দিন, পি: কুতুব আলী
৩। চিত্রাবালা সবদকর, স্বা: কামিনী
৪। কুমুদ নাথ, পি: কুঞ্জমনি
৫। তাজমুল আলী, পি: সৈয়দ
৬। জয়গুন বিবি, স্বা: হজাদ আলী
৭। নীলকান্ত নাথ, পি: জগমনি
৮। মীরা পাল, স্বা: রবীন্দ্র
৯। কানাই নাথ, পি: কুটি চন্দ
১০। সসাভক গিরি,পি: সুরেন্দ্র

গাওসভা ঃ সৎসঙ্গ

১। দিলীপ ভুমিজ, পি: বলরাম
২। স্বাধীন কর্মকার, পি: লক্ষ্মীন্দর
৩। সুশীল দাস, পি: অম্বিকা

৪। অমর দাস, পি. কামিনি

৫। বাবচান্দ গৌড, পি: বির্জু

৬। ভূপেন্দ্র দাস, পি: বারীন্দ্র দাস

৭। শ্রীকান্ত দাস, পি: গৌরচান্দ দাস

৮। স্বদেশ কর্মকার, পি: মানকুন্ড

৯। কানু দাস, পি: জতীন্দ্র

১০।মনি শর্মা, পি: নন্দ

গাওসভা ঃ সরযপুর

১। মহেন্দ্র গোস্বামী, পি: মহানন্দ

২ যোগেশ চন্দ্র নাথ

৩ মায়া শর্মা, পি বিধুভূষন

৪। মুকুল মল্লিক, পি মনোরঞ্জন

৫। চূড়ামনি শর্মা, পি: প্রসন্ন

৬। হরেন্দ্র মালাকার, পি: বীরেন্দ্র

৭। দীজেন্দ্র নাথ, পি: রাজেন্দ্র

৮। রামেন্দ্র নাথ, পি: বরেন্দ্র

৯। সুবোধ নাথ, পি: সুমন্ত

১০।হরকুমার নম:, পি: সুরেন্দ্র

১১।জয়কুমার নম:, পি: সুরেন্দ্র

১২।কারু মালাকার, পি: রাজেন্দ্র

১৩। মনোরঞ্জন নাথ, পি: কামিনী

১৪।করুনা নাথ, পি. মহেন্দ্র

১৫।সুধীর নাথ, পি: কামিনী

১৬।প্রমোদ নাথ, পি: নয়ন নাথ

১৭।ইন্দুভূষন আচার্য্য, পি: বিপিন

১৮।নৃপেন্দ্র নাথ, পি: প্রসন্ন

উত্তঃ

৩। এই প্রকল্পে নির্দিষ্ট সংখ্যক লাইন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন ক্রমে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No. 139.

Name of the Member :- Shri Jyotirmoy Nath

Will the Hon'ble Chief Minister in-charge of the Power Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। কদমতলা ইলেকট্রিক সাব-ডিভিশন কতটি গাঁও সভা নিয়ে গঠিত এবং ঐ গাঁওসভাগুলির নাম কি?

২। উক্ত সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত সবগুলি গাঁও সভাতে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়েছে কি না

৩। না দেওয়া হলে এর কারণ কি? এবং যে সব গাঁও সভায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি ঐগুলির নাম কি?

৪। কবে নাগাদ উক্ত গাঁওসভাগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। কদমতলা ইলেকট্রিক সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত মোট ১৩ (তের) টি গাঁওসভা রয়েছে। ঐ গাঁও সভাগুলির

নাম যথাক্রমে : ১। কুর্তি ২। বাগান ৩। উত্তর ফুলবাড়ী ৪। চোরাই বাড়ী ৫। কদমতালা ৬।সরস পুর ৭। তারক পুর ৮। ফুলবাড়ী ৯। সৎসঙ্গম ১০। রানিবাড়ি ১১। ব্রজেন্দ্র নগর ১২। কালাগাঙের পাড় ১৩। শনিছড়া।

২। উক্ত সাবডিভিশানের অন্তর্গত উল্লেখিত গাঁওসভাগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৪। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 155

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath, MLA

Will the Hon'ble Minister - in-charge of the Home (File Service) Deptt. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। ০১-০১-২০০৩ইং থেকে ৩০-১১-২০০৩ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অগ্নি সংযোগে কতগুলো ঘটনা ঘটেছে এবং এতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কত?

উত্তর

১। ০১-০১-২০০৩ইং থেকে ৩০-১১-২০০৩ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৯৯৪ টি অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে এবং এই ঘটনাগুলিতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান মোট ৫,৫৪,৩২,৬২৩ (পাঁচ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ্য বত্রিশ হাজার ছয়শ তেইশ টাকা)।

Admitted Un-Starred Question No. 159

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath, MLA

Will the Hon'ble Minister - in-charge of the Home (Police) Deptt. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন থানার গত ০১.০১.২০০১ ইং হইতে ৩০.১১.২০০৩ইং তারিখ পর্যন্ত "ডাউরি প্রহিবিশান এ্যাক্ট" অনুযায়ী কতগুলি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে?

উত্তর

২। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন থানার গত ০১.০১.২০০১ ইং হইতে ৩০.১১.২০০৩ইং তারিখ পর্যন্ত "ডাউরি প্রহিবিশান এ্যাক্ট" অনুযায়ী কোন মামলা নথিভুক্ত হয়নি।

Admitted Un-Starred Question No. 163

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath, MLA

Will the Hon'ble Minister - in-charge of the Law Deptt. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যান্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে কয়টি খুনের মামলা নিস্পত্তি হয়েছে?

২। এরমধ্যে কয়টি মামলার আসামীরা দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা হয়েছে এবং কয়টি মামলার আসামীরা বে-কসুর খালাস হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৯৮ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যান্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে ১৮১৯টি খুনের মামলা নিস্পত্তি হয়েছে?

২। এরমধ্যে ১৭৬টি মামলার আসামীরা দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা হয়েছে এবং ৬৪৪টি মামলার আসামীরা বে কসুর খালাস হয়েছে?

Admitted Un-Starred Question No. 164

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister - in-charge of the Law Deptt. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত রাজ্যের আদালত গুলিতে কয়টি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে?

২। উক্ত সময়ে কতজন গৃহবধূ (স্ত্রী) তার স্বামীর বিরুদ্ধে ভরন পোষন পাওয়ার জন্য ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১২৫ ধারা মতে রাজ্যের আদালত গুলিতে মামলা দায়ের করেছেন?

উত্তর

১ ১৯৯৯ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত রাজ্যের আদালত গুলিতে মোট ৮১৩টি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে?

২। উক্ত সময়ে ১৭৮৮জন গৃহবধূ (স্ত্রী) তার স্বামীর বিরুদ্ধে ভরন পোষন পাওয়ার জন্য ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১২৫ ধারা মতে রাজ্যের আদালত গুলিতে মামলা দায়ের করেছেন?

Admitted Un-Starred Question No. 180

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister - in-charge of the Home (Police) Deptt. be pleased to state:-

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions and Answers)

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ইং সনের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০০৩ইং সন পর্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন?

২। উক্ত সময়ে কয়জন উগ্রপন্থী আরক্ষা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন ও কতজন উগ্রপন্থীকে আরক্ষা বাহিনী গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে এবং

৩। উক্ত সময়ে কতজন বৈরী সহযোগীকে আরক্ষা বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে এবং

৪। বর্তমান মোট বৈরী সংখ্যা কত?

উত্তর

১। ১৯৯৯ইং সনের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০০৩ইং সন পর্যন্ত সর্বমোট ৮১৮ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন।

২। উক্ত সময়ে ১৫৯ জন উগ্রপন্থী আরক্ষা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন ও ৮২৬ জন উগ্রপন্থীকে আরক্ষা বাহিনী গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

৩। উক্ত সময়ে ১৮৩১ জন বৈরী সহযোগীকে আরক্ষা বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে।

৪। বৈরীদের সংখ্যা বিভিন্ন কারণে যেমন আত্মসমর্পন বা পুলিশের হাতে নিহত বা ধৃত হওয়ার কারণে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। গোয়েন্দা সূত্রের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে বিভিন্ন বৈরী সংগঠনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ১১২৩।

Admitted Un-Starred Question No. 183
Name of the Member :- Shri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister - in-charge of the Home (Police) Deptt. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের ব্যস্ততম সড়কগুলিতে ক্রমবর্ধমান যান দুর্ঘটনা এড়াতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রনের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং নেওয়া না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। আগরতলা শহরের ব্যস্ততম সড়কগুলিতে যান দূর্ঘটনা এড়াতে এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হচ্ছে ঃ—

আগরতলা শহরে বিভিন্ন এলাকায় সুষ্ঠুভাবে যান চলাচলের জন্য সর্বমোট ৪৬টি ট্রাফিক পোষ্ট আছে। প্রায় ১০০ জন পুলিশকর্মী এবং সমসংখ্যক হোমগার্ড এবং কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক যান নিয়ন্ত্রণের

কাজে মোতায়েন আছে। সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত এই পোষ্টগুলিতে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়ন থাকে। সুচারু রূপে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৪টি রাস্তায় 'নো এন্ট্রি' লাগিয়ে ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে।

যান দূর্ঘটনা এড়াতে এবং যানচলাচল নিয়ন্ত্রনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগ্‌নেল সিস্টেম এবং দূর্ঘটনা প্রবণ রাস্তাগুলিতে 'রোড ডিভাইডার' বসানোর পরিকল্পনা আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 190
Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister - in-charge of the Power Deptt. be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন গঠন করা হচ্ছে?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান পদের কি কি যোগ্যতা থাকা আবশ্যক এবং নিয়োগ নীতি কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান পদের জন্য আবশ্যিক যোগ্যতা 'বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩' এর ১৮৪ নং ধারা এবং উপধারায় বর্ণিত আছে চেয়ারম্যান পদের প্রার্থীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি থাকিতে হইবে।

প্রার্থীকে অবশ্যই উক্তপদে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা, নিষ্ঠা, আনুগত্যতা এবং দৃঢ়তা থাকিতে হইবে।

এছাড়া, প্রার্থীকে কারিগরী, আর্থিক, বাণিজ্যিক, অর্থনীতি, আইন অথবা ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেন্ট) ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানকল্পে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সম্যক জ্ঞান ও কার্যক্ষমতা থাকা আবশ্যক। সর্বোচ্চ একনাগারে পাঁচ বৎসর অথবা ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর বয়স পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে থাকতে পারবেন।

বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩ এর ১৮০ (২) (ঘ) এবং ৮৯ (২) নং ধারার রাজ্য সরকারের নিকটে নিয়োগনীতি নির্ধারন করার ক্ষমতা প্রদান করা আছে। রাজ্য সরকার নিয়োগনীতি অনুযায়ী রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশান কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি চেয়ারম্যান নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে নাম সুপারিশ করিবেন।

Admitted Un- starred Questions No -196
Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath .

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উগ্রপন্থীদের কোন ঘাঁটি রয়েছে কিনা ,

২। যদি থাকে তাহলে সেইগুলি কোথায় কোথায়, এবং

৩। সেই ঘাটিগুলি ভাঙ্গার জন্য সরকারের তরফ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যের ভিতর উগ্রপন্থীদের কোন ঘাঁটি আছে বলে রাজ্য সরকারের নিকট কোন তথ্য নেই।

২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসে না ।

Admitted Un- starred Questions No -201
Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath .

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ৩০-১১-২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন থানায় নথীভুক্ত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সংখ্যা কত ঃ-

ক) আত্মহত্যার ঘটনা , খ) যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু

গ) অস্বাভাবিক মৃত্যু (থানা ভিত্তিক হিসাব) ।

২। উক্ত সময়কালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যান দুর্ঘটনার সংখ্যা কত এবং দুর্ঘটনায় কতজন আহত হয়েছেন ?

উত্তর

১। ০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ৩০-১১-২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের থানায় নথীভুক্ত আত্মহত্যার ঘটনা, যান দুর্ঘটনায় মৃত্যুএবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল ।

২। উক্ত সময়কালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যান দুর্ঘটনার সংখ্যা ৫৯৩ টি এবং উক্ত দুর্ঘটনাগুলিতে ১১২৪ জন আহত হয়েছেন ।

থানা ভিত্তিক হিসাবের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	থানার নাম	আত্মহত্যার ঘটনা	যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু	অস্বাভাবিক মৃত্যু
১.	রাধাকিশোর পুর থানা	৪৩	১১	২৩
২.	কিল্লা থানা	০২	০১	৩২
৩.	বিলোনীয়া থানা	২৮	০৫	১১
৪.	পি.আর. বাড়ী থানা	১৯	০০	০২
৫.	শান্তিরবাজার থানা	০৭	০৩	০৫
৬.	বাইখোরা থানা	১৩	০৩	০৬
৭.	সাব্রুম থানা	১৫	০২	০৯
৮.	মনু বাজার থানা	১০	০৪	০৫
৯.	বীরগঞ্জ থানা	১৬	০২	০৫

১০.	নতুন বাজার থানা	০৭	০১	০৬
১১.	অম্পি থানা	০০	০০	০১
১২.	তৈদু থানা	০১	০১	০৩
১৩.	কৈলাশহর থানা	৫১	০২	১২
১৪.	কুমারঘাট থানা	২৩	০৩	০৪
১৫.	ধর্মনগর থানা	১৮	১৬	০৭
১৬.	চুড়াইবাড়ী থানা	১২	০২	০৪
১৭.	পানিসাগর থানা	১৬	০২	০২
১৮.	কাঞ্চনপুর থানা.	১১	০২	০০
১৯.	পেঁচারথল থানা	০৩	০১	০০
২০.	দামছড়া থানা	০৩	০১	০০
২১.	খেদাছড়া থানা	০০	০১	০০
২২.	ভাঙমুন থানা	০০	০০	০০
২৩.	কমলপুর থানা	২১	০১	০৭
২৪.	সালেমা থানা	০৭	০১	০৪
২৫.	আমবাসা থানা	১২	০১	০৭
২৬.	সন্থানা	০৮	০৭	০৪
২৭.	ছামনু থানা	০৩	০১	০৩
২৮.	গঙ্গনগর থানা	০১	০০	০১
২৯.	রইস্যাবাড়ী থানা	০০	০০	০১
৩০.	গন্ডাছড়া থানা	০০	০০	০০
৩১.	কচুছড়া থানা	০৯	০২	০০
৩২.	লংতরাইভ্যালী থানা	০৩	০০	০৩
৩৩.	আগরতলা পশ্চিম থানা	৩৩	০৫	৩০
৩৪.	আগরতলা পূর্ব থানা	৩১	১২	৪৩
৩৫.	এয়ারপোর্ট থানা	০৭	০০	০৫
৩৬.	সিধাই থানা	০৯	০১	১৩
৩৭.	জিরানীয়া থানা	০৫	১০	০৬
৩৮.	রাণার বাজার থানা	১৫	০৭	০২
৩৯.	শ্রীনগর থানা	০৮	০০	০০
৪০.	বিশালগড় থানা	৩০	১৫	১০
৪১.	টাকারজলা থানা	০১	০০	০০
৪২.	আমতলী থানা	১৭	১২	১০
৪৩.	সোনামুড়া থানা	০৮	০১	০৬

৪৪.	মেলাঘর থানা	১০	০৪	১১
৪৫.	যাত্রপুর থানা	০৬	০১	০২
৪৬.	কলমচৌড়া থানা	০৪	০২	০৩
৪৭.	খোয়াই থানা	১৫	০১	০৯
৪৮.	কল্যাণপুর থানা	১৬	০০	১০
৪৯.	চাম্পাহাওড় থানা	০৫	০০	০৩
৫০.	তেলিয়ামুড়া থানা	১৯	০৭	১২
৫১.	মহিলা থানা	৩৮	০০	১৪
	মোট	৬৩৯	১৬০	৩২৭

Admitted Un- starred Questions No -202
Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ২০০১ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩০ শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কয়টি বৈরী হামলা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় থানা ভিত্তিক হিসাব ?

২। উক্ত সময়ে বৈরী হামলায় কতজন নিহত এবং কতজন আহত হয়েছে, (থানা ভিত্তিক হিসাব)

৩। উক্ত সময়ে বৈরী কর্তৃক কতজন অপহৃত হয়েছে? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ২০০১ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০০৩ ইং সনের ৩০ শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৬৩৪ টি বৈরী হামলা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় হয়েছে তার থানাভিত্তিক বিবরণ সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল

২। উক্ত সময়ে বৈরী হামলায় ৫৯২ জন নিহত হয়েছেন এবং ২৫৪ জন আহত হয়েছেন। থানাভিত্তিক বিবরণ সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল ।

৩। উক্ত সময়ে বৈরী কর্তৃক ৪৪৮ জন অপহৃত হয়েছেন । থানাভিত্তিক বিবরণ সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

<u>STATEMENT OF EXTREMISTS RELATED CASES</u>
<u>FROM 01.01.2001 TO 30.11.2003</u>

Sl.No	NAME OF POLICE STATIONS	PLACE OF OCCURANCE	NO OF PERSONS KILLED	NO OF PERSONS INJURED	NO.OF PESONS KID -NAPPED
1.	Champahower PS	Santosh Kobra Para	02	00	00
2.	Do	Rabicharan Chowdhury Para	1	00	00
3.	Do	Danibasti, Banbazar	00	2	2
4.	Do	Promodenagar	1	00	00
5.	Do	Kulibari	1	0	0

6.	Do	Thanabasti, Asharambari	1	00	00
7.	Do	Bhandari Howar	00	3	3
8.	Do	Ratiram Chowdhury Para	1	00	00
9.	Jirania PS	Mandai Road at Baludam	1	3	00
10.	Do	Bidyamura Road, Ajandra	1	00	00
		Bazar			
11.	Do	Ptni 1	00	00	00
12.	Do	Kasamkobra	01	00	00
13.	Do	Baisak Chandra Para 1	01	00	00
14.	Do	Khangrai Dashapara	01	00	00
15.	Do	Bishrambari	1	00	00
16.	Do	Kantakobra	9	3	00
17.	Do	ADC Bazar	00	1	00
18.	Do	Mohankobra Bangapara	1	1	00
19.	Do	Bidyadhan para	1	00	1
20.	Do	Dasarabari	1	00	00
21.	Do	Ghamkur Hati Junga	1	00	00
22.	Do	Kashidas para	3	00	00
23.	Do	Brigudas bari	00	1	00
24.	Do	Kalinagar	00	00	1
25.	Do	Bardhaman Thakur para	00	00	1
26.	Do	Daragamura	3	00	00
27.	Do	Barkathal bazar	1	00	00
28.	Do	Ramsadhan para	00	00	00
29.	Do	Bairagimura	00	00	00
30.	Do	Ramsadhan para	00	00	00
31.	Do	Bairagimura	00	00	00
32.	Do	Sanitala and Barkathal	1	1	00
33.	Sidhai PS	Sonai Bus Stand	00	00	3
34.	Do	Tairajbari	1	00	00
35.	Do	Gayangfung	3	00	00
36.	Do	Katacharra	00	00	00
37.	Do	Katachara	00	00	00
38.	Do	Urabaru DAR Camp	00	4	00
39.	Teliamura PS	Gobinda Sardar para	0	00	1
40.	Do	Do	00	00	00

41	Do	Malakutai	3	1	00
42.	Do	Maikar Haduk	1	1	00
43.	Kalyanpur PS	Wrong Darlong	2	00	00
44.	Do	Birchamdra Thakur para	2	00	00
45	Do	Khunghak para	00	01.	00
46.	Do	Tingharia	00	00	00
47.	Do	Tingharia	00	0	0
48	Do	Ishwarchandra para	4	00	00
		Tingharia			
49	Do	Barmaidan Bazar	1	00	00
50	Do	Rajan Sadar para	00	00	01
51	Do	Gauranga Tilla	00	00	6
52	Do	Sambhuram Chowdhury	1	00	0
		para			
53	Do	Maglambari	1	00	00
54.	Bishalagarh PS	Shikaria Bazar	1	5	00
55.	Do	Kalkalia	1	00	1
56	Do	Kanak Chowmohani	2	5	00
		Takaspara			
57.	Do	Barjala	00	00	3
58	Do	No Pathaliaghat	00	00	00
		S.B. School			
59	Do	Karaimura	00	00	1
60	Do	Budhirai para	00	00	1
61.	Khowai PS	Nakhatrabari	00	00	00
62.	Do	Judapha	01	00	00
63.	Do	Gobinda Chowdhury para	2	00	00
		Bagabill			
64	Do	Hatkata	00	01	00
65	Do	PrasannaChowdhury para	01	00	00
66	Do	Sonarabari	00	01	05
67.	Takarjala PS	Takarjala	01	01	00
68	Do	Takarjala Old Brick field	00	00	04
69.	Do	Sankatramopara	00	01	00
70	Do	Harikanta para	00	00	01
71.	Do	Chaklakpara	02	00	00

72.	Do	Gurudavapara	03	00	00
73.	Do	Nimaibari	01	00	00
74.	Do	Bishwaram Sardar para	01	01	00
75.	Do	Kandraichara	01	02	00
76.	Do	Sombara bazar	01	00	00
77.	Do	Shymnagar	00	00	00
78.	Do	Jammani para	04	00	00
79.	Do	Sambhucharan para	02	00	00
80.	Do	Drubakumar para	01	00	00
81.	Do	Jwalabari	02	00	00
82.	Shlhal PS	[illegible]	01	[illegible]	00
83.	Do	Belmara	01	00	00
84.	Do	Hatangloba	01	00	00
85.	Do	Behmgabazar	00	00	01
86.	Do	Nagarpara	00	00	01
87.	Do	Nabin Chowdhury para	01	00	00
88.	Do	Surendra nagar	02	[illegible]	00
89.	Do	Guchamara	00	00	01
90.	Do	Bhakharak Kitting	01	00	00
91.	Melagarh PS	Taijiling	01	00	0
92.	Kalyanpur PS	Dewan sardar para	01	00	00
93.	Do	Yakari barzar	00	00	00
94.	Do	Raidasi para	01	00	00
95	Do	Barragi hower	01	00	00
96	Do	Nulangbari	04	00	00
97.	Do	Rambabu para	0	01	00
98.	Do	Yakraibari	00	00	00
99.	Do	Gajendra para	01	00	00
100.	**Khowai PS**	Singhicherra No.2 Chowmuhani	16	09	00
101.	Do	Ratanpur	00	01	00
102.	Do	Bachaibari	01	00	00
103.	Do	Nakshratabari	00	00	00
104.	Do	Juradepha bari	04	00	00
105.	Do	Medibari	01	00	00
106.	Do	Murabari	00	00	02
107.	Do	Bhaktapara	01	00	00

108	Do	Hatimara	00	00	00
109	Do	Uddabbas Baishnab para	01	01	00
[illegible]	Jirania PS	Tuiphathar	00	00	00
111	Do	Jivan Sardarpara	00	00	00
112	Do	Bahuchandra para	02	01	00
113	Do	Champabari	01	00	00
114.	Do	Bhadramisi para	01	00	0
115	Do	Harinath Sardar para	01	00	00
116	Do	Lalit Bazar	00	00	02
117	Do	Chakbasta	00	00	01
118	Do	Bajurdham	01	00	00
119	Do	Rammanth thakur para	00	00	02
120	Do	Durlab Das para	01	00	00
121	Do	Waktuku	00	00	00
122.	Do	Chandhan para	00	00	01
123	Do	Chargharia	00	00	02
124	Do	Kashi Das para	00	00	01
125	Teliamura PS	Mungiabari	00	00	09
126	Do	Jumbari	00	00	02
127	Do	Mungiabari	00	00	02
128	Do	Mungiabari	01	00	00
129.	Do	Ramkrishna Pur	01	00	00
130	Do	Ashirambari	00	00	01
131	Do	Rangamura	01	00	00
132.	Do	Tingharia	00	00	00
133.	Champahowar PS	Mairangkarai para	01	00	0
134.	Do	Bishwakumar para	04	01	00
135.	Do	Majlajoy Chowdhury para	00	00	00
136.	Do	Bahadur Tilla	00	00	01
137	Do	Chamubasti	00	00	02
138.	Do	Simul Tuibaklai	00	00	00
139.	Do	Behalbari,Kairangicherra	02	03	00
140	Do	Hadrai	01	00	00
141.	Do	Krishtamabasti	00	00	01
142.	Do	Champahowar	00	00	01
143.	Do	Baratilla	08	09	01

144.	Do	Behalabari	00	00	01
145.	Do	Parsurambari	00	00	00
146.	Do	Promodnagar	01	00	00
147.	Bishalagarh.PS	Herma	00	00	00
148.	Do	Rangamatia	00	00	00
149.	Do	Adibashi Koloni	01	00	00
150.	Do	Muchrai para	01	00	00
151.	Do	Guliraibari	00	00	01
152.	Do	Rangamatia	01	00	00
153.	Do	Adibashi Koloni	00	00	01
154.	Do	Padmanagar	00	00	02
155.	Takarjala PS	Amarendra Nagar	03	00	01
156	Do	Gurudayalpara	00	00	01
157.	Do	Harijamadar para	01	00	00
158.	Do	Debendrapara	08	03	00
159.	Do	Hirapur	21	05	00
160.	Do	Arjunthakur para	00	00	00
161	Do	Baganbari	00	01	00
162	Do	Hariakubra	02	00	00
163.	Do	Gangacharan para	00	00	00
164.	Do	Sambaria Bazar	00	00	00
165.	SrinagarPs	Gabardi	00	00	01
166.	Do	Kirtigulam para	00	00	01
167.	Sidhai Ps	Kahamparhari	00	00	01
168	Do	Subalsing Bazar	01	00	01
169.	Do	Jogeshwar kali bari	21	04	00
		Simna koloni			
170.	Do	Sarbajoy para	01	00	00
171.	Do	Noagoan	07	02	00
172.	Do	Tamakari	00	00	05
173	Do	Matiabari	00	00	00
174.	Do	Purba Fatikchcara	00	00	01
175.	Do	Natrai	00	00	00
176.	KalyanpurPS	Kunjamohan para	00	01	00
177.	Do	Dukiapara	01	00	00
178.	Do	Tuipathai	00	00	00

179.	Do	Laxmibadan para	01	01	00
180.	Do	Maichanglax Narayanpur	01	00	00
181.	Do	Mukambridge	00	00	04
182.	Do	Rahukatha	00	05	00
183.	Do	Holongmulare	01	00	00
184.	Do	Munadhana	00	00	01
185.	Do	Gayangfung	01	00	00
186.	KalyanpurPS	Kamalnagar Nathpara	14	05	00
187.	Do	Joycam para	02	00	00
188.	Do	North Maharani	00	03	01
		Chowdhury Market			
189.	Do	Yakrai Bazar	01	00	01
190.	Do	Ashram Tilla	01	00	00
191.	Do	Debtabari	02	00	00
192.	Khowai PS	Sambari	02	00	00
193.	Do	Subhash park	00	00	01
194.	Do	Chhankhola	01	00	00
195.	Do	Radhanagar	01	00	00
196.	Do	Bagabali	02	00	00
197	Do	Ampura	00	00	00
198.	Do	Baijalbari	02	00	00
199.	Do	Sankaribari	04	00	03
200.	Do	Ratanpur Market	01	01	00
201.	Do	Nilchandra para	01	00	02
202	Do	Ramthakur para	03	00	00
203.	Do	Barkathal	01	00	
204.	Do	Paharmura	02	00	00
205.	Jirania PS	Dushmanta Narayan	11	00	01
		para, Mandai			
206.	Do	Harekrishna para	01	00	00
207.	Do	Narayanbari	01	00	01
208.	Do	Mandai. Madhab para	06	00	00
209.	Do	Kumatia market	01	01	00
210.	Do	Sadhupara	01	00	00
211.	Do	Khusagarh	00	00	00
212.	Do	Mandai bazar	01	00	00

213.	Do	Jangalia	01	00	00
214.	Do	Joynagar	00	00	02
215.	Do	Balaramthakurpara	01	00	01
216.	Do	Sunamani para	00	00	00
217	Do	Champaknagar	01	00	00
218	Do	Dowra Chandra para	01	00	00
219.	Do	Biswamani para	00	00	04
220	Do	Gachia para	01	00	01
221	Do	Patnipara	01	00	00
222	Do	Kunjabechari para	03	00	00
223.	Teliamura PS	Champlai	02	00	04
224	Do	Tuikarma	00	00	01
225	Do	Dusk	[illegible]	00	01
226	Do	Falguna para	01	00	00
227.	Do	Tarachand rupini para	00	00	00
228	Do	Karkari	00	00	01
229	Do	Tuikarma	00	00	01
230	Do	Debthang Harngkhal para	00	00	00
231	Do	Moharcherra Bazar	09	03	01
232	Do	Tuibangcherra	01	00	00
233	Do	35 Mile	01	03	00
234	Do	Baralunga,	15	07	00
		Krishnapur			
235	Do	Chakra	01	00	01
		Ratanpara			
236	Do	Sanchayapara	01	00	00
237	Do	45 Mile	04	00	00
238.	Do	Durgadhan para	01	00	00
239	Do	Kunjamura	00	00	00
240	Do	Prazabahadur	01	00	01
		maslum para			
241.	Do	Kakracherra	01	00	00
242	East Agartala	Jubatara Chowmohani	03	03	00
	PS				
243	Bishalgarh PS	Rangmala	01	01	00
244.	Do	Kalkalia	00	00	01

245.	Do	Jangalia	02	00	00
246.	Raniebazar PS	Jaganda Baishnabpara	01	00	00
247.	Do	Koprampara	00	00	03
248.	Do	Gurucharan para	01	00	00
249.	Do	Dudpatil	01	00	00
250	Amtali PS	Kanchanmala	00	02	00
251.	MelagharPS	Manirm Chowdhury para	00	00	01
252.	Srinagar PS	Madhuraj para	00	00	01
253	Do	Jarulbachai	01	00	01
254	Do	Muchripara	00	00	00
255	Do	Laxmitilla	01	00	01
256	Takarjala PS	Sukartrampara	00	00	00
257	Do	Ratanpur S B School	00	00	00
258	Do	Shyamnagar	01	00	00
259	Do	Madhyaganimura	01	01	00
260.	Do	Falguna para	00	00	00
261	Do	Takarjala	00	00	01
262	Do	22Card	01	02	08
263	Do	Jampuijala	02	00	01
264	Do	Shibthakurpara	01	00	00
265	Do	Gangraicherra	02	00	03
266	Do	Budhuchandarapara	01	00	00
267	Do	Hrangkhal sardar para	00	00	00
268	Do	Bishwachandra para	01	00	00
269	Do	Amtali	01	01	00
270	Do	Nabachandra para	01	01	00
271	Do	Ganghraipara	03	00	00
272.	Do	Sankatram and Chaklak	01	00	00
273.	Do	Sankatrampara	01	00	00
274.	Do	Bahuchandrapara	01	00	00
		Ujanghaniamara			
275.	Do	Gamanbazar	01	00	00
276	Champahowar PS	Sukraibari	00	00	00
277.	Do	East Takchaiya	00	01	00
278.	Do	Bishrath para	00	00	00
279.	Do	Laxmi Iron Bridge	00	03	00

280.	Do	Anath chowdhury para	01	00	00
281.	Do	Beguncherra	01	00	00
282.	Do	Simulcherra	01	00	00
283.	Do	West Falka	00	00	03
284	Do	Ichacherra	00	01	00
285	Do	Aidunkar	00	00	00
286.	Do	Sukrai bari	00	00	00
287	Do	Biswmani Akra	01	00	01
288	Do	Banbazar Mahanta basti	00	00	01
289	Do	Laltilla	00	00	00
290	Do	Kalicharan para Takcharya	04	00	00
291	Do	Tulasikar	00	00	01
292	Do	Subalkubra	[illegible]	02	00
293.	Do	Ashrambari	[illegible]	01	00
294	Do	Gumsingbari	[illegible]	00	00
295	Do	Fultali, Latabari	01	00	00
296	Do	Karangicherra	00	00	01
297.	Do	Jumiakolom	01	00	[illegible]
298	Do	[illegible]	01	00	[illegible]
299.	Do	Kamalabagan	03	00	00
300	Do	[illegible]	01	00	00
		TOTAL	377	159	135

STATEMENT OF EXTREMISTS RELATED CASES FROM 01.01.2001 TO 30.11.2003

Sl No	Name of Police Stations	PLACE OF OCCURANCE	NO OF Persons Killed	NO OF Persons injured	NO.OF Persons Kidnapped
1	Ambassa PS	Dhanichera	00	00	00
2	Do	Kekmachera	01	00	00
3	Do	Nailahar bari	00	00	02
4	Do	Ramratan para	00	00	01
5	Do	Kamalchera	00	00	00
6	Do	Paijabari	00	00	11

7	Do	Dhancherra	01	00	00
8	Do	Nasuda Reang para	01	00	00
9	Salema PS	East Mendi	01	00	00
10	Do	In between Malirai &	00	00	00
		Tuisa Katang			
11.	Do	Kalatilla	08	00	00
12.	Do	Maharani	01	00	00
13	Do	Avanga	01	00	00
14	Do	Panbua	00	00	00
15	Kamalpur PS	Bishnupur	01	00	01
16	Manu PS	S K Bari	00	00	06
17	Do	Karamcherra	00	00	00
18	Do	Manu-CLT road	00	00	04
19	Do	In between Maracherra	05	00	00
		and S K Para			
20	Do	Kanchancherra	01	00	00
21	Do	Brigamani k para	00	00	00
22	Do	Damcherra	01	00	00
23	Do	Bhubardas Para	01	00	00
24	Do	Baidhyajoy para	02	00	00
25	Do	Kanchancherra	00	00	00
26	Do	East Mashi	01	00	00
27	Do	Krishnajoy para	00	00	00
28	Do	Gandhi TPT &Astaram	02	00	00
		para			
29	Do	Karamcherra	00	00	00
30	Do	Apanbally	00	00	00
31	Do	Krishnajoyapara	02	00	00
32	Do	57- Card	00	00	02
33	Do	Kalachandpara	00	00	00
34	Do	Brikshyram para	00	00	01
35	Chawmanu PS	Ksheticherra	00	00	02
36	Do	Rabi Kr para	00	00	00
37.	Do	Debendra K para	00	00	01
38.	Do	Kalacherra	00	00	00
39.	Gandacherra PS	Sambajoypara	00	00	00

40.	Do	Pakhi TAP	01	00	01
41	Do	I-Km ahead of Bazil para	01	00	00
42	Do	Halud Jhari	00	00	02
43.	Do	Daisayaram Chow-para	01	00	00
44	GandacherraPS	Bhanuram Bari	02	00	00
45	Do	Debaram para	03	00	00
46	Do	Jarashiri in between Bowalkhali on IBB road	00	00	01
47	Do	Kamala ashram	00	00	00
48	Do	Ratannagar	00	00	02
49	Do	Bhayacherra	00	00	01
50	Do	Bowalkhali S K para road	[illegible]	00	07
51	Kachucherra PS	Debicherra	00	00	01
52	Do	North Meeharai (Bidhya Banik D/para)	02	00	[illegible]
53	Do	Singhar colony	01	00	02
54	Ambassa	Handukalak	00	00	01
55	Do	Kathalbari	[illegible]	00	07
56.	Do	Shibbari	00	00	00
57	Do	West Nalicherra	07	00	00
58	Do	Lakharaipara	00	00	00
59	Do	1 1/2 miles	00	00	00
60	Do	Rajkumarpara	00	00	01
61	Do	Jaganathpur	00	00	01
62	Do	Kamala cherra	00	00	00
63	Do	Monmogpra para	01	00	00
64	Do	Karjabhakta para	00	00	00
65	Do	Kathalbari	00	00	06
66	Salema PS	Santirbazar	00	00	05
67	Do	Panbua	00	00	00
68	Do	Maharani	00	00	01
69	Do	Bharat Chowmuni	00	01	00
70	Do	Katalutma	01	00	00
71	Do	Rakhaltali	00	00	01

72.	Do	Mendi	00	00	09
73.	Do	Dupicherra	00	00	00
74.	Do	Tuisakatar	00	00	00
75.	KamalpurPS	Manik Bhandar	00	00	01
76.	Do	Apareshkar	00	00	00
77.	Do	Badurkha Chowmuni	00	00	01
78.	Do	KMP Sub Div	00	00	00
79.	Do	Bamancherra	00	00	03
80.	Manu PS	East Indranagar	00	00	00
81	Do	Bazarpara CLT	00	00	01
82	Do	Ramkurtacherra	01	00	05
83	Do	Labymohan para	01	00	01
84	Do	Khargada Reang para	01	00	00
85	Do	Ramannath para	00	00	02
86	Do	Nalkata Darlang Basti	00	00	02
87	Do	Kartik para	01	00	00
88	Do	Jarul cherra	02	00	08
89	Do	Tarani Reang para	02	00	00
90	Do	Tarani Reang para	02	00	00
91	Do	Ghagracherra	03	00	00
92.	Do	Jamircherra	00	00	05
93	Do	Mainama	00	00	01
94	Do	Company para	01	00	00
95	Do	Manu DMC Road	00	00	06
96.	Do	Kanchan Cherra S.B School	00	00	01
97	Do	Company Para	00	01	00
98.	Do	Nalkatha Rly.const.site	00	00	03
99	Do	Debatamura	01	00	01
100.	Do	Ratharoaja para	16	09	01
101	Do	Natunbazar	00	01	00
102.	Do	Krishnajoy R. Para	01	00	00
103.	Do	East Masti	00	00	03
104.	Chawmanu PS	Gonasai Sindhu Kr. Para	00	00	00
105.	Do	Thaya Ch. Para	00	00	01
106.	Do	Madhu Kr. Para	01	00	00

107.	Do	Jogendra R. Para	00	00	00
108.	Do	Thalcherra	00	00	00
109.	Do	Thalcherra road	01	00	00
110.	Do	Rabi Kr. Roaja Para	00	00	00
111.	Gandacherra PS	Haludjhari Tamarai Para	00	00	01
112.	Do	Tamarai Para	00	00	00
113	Do	30-Card	00	00	01
114	Do	36-Card	00	00	02
115	Kachucherra PS	Jamthung Halbari	02	00	00
116.	Do	Bong bari	02	00	00
117.	Do	Tuisanti	00	00	00
118.	Raishyabari PS	M K.Para	00	00	00
119.	Do	S.K. Para	[illegible]	00	00
120.	Ambassa PS	Rajdhan Para	01	00	00
121	Do	Sambhu Hari Para	00	00	00
122.	Do	Old Brindajoy Para	00	00	00
123.	Do	Dhansing Para	00	00	00
124	Do	Kaminiroaja Para	00	00	00
125	Do	Neitengal para	00	09	00
126	Do	Haridaypara	01	02	00
127	Do	Jaharnagar	00	00	02
128.	Do	Hiranjoy para	01	00	00
129.	Do	Thanabul halampara	02	00	00
130.	Do	Hadukalak	00	00	01
131	Do	Kulai GNC	00	00	01
132	Do	Kulai GNC	00	00	00
133	Do	Dhansing R. Para	00	00	00
134	Salema PS	Dhupi Cherra	00	01	00
135	Do	North Mendi	01	00	00
136.	Do	Ramguna Para	00	00	00
137	Do	Maichang R.P.C School	00	00	02
138	Kamalpur PS	Madhya Lembu Cherra	00	00	01
139	Do	Malaya	00	00	00
140	Do	Durai Cherra	06	03	00
141	Do	Bacha Mura	00	00	00
142.	Do	In between Jushi Tilla &	02	04	00

		Bagai chari			
143	Do	Noagaon	00	00	02
144	KachucharraPS	Sidungcherra	00	00	01
145	Do	Simbukchak	00	02	00
146.	Do	Rathajoy II. Para	02	01	00
147	Do	Babu Kr. Para	00	00	00
148.	Manu PS	Jamicherra	01	00	00
149.	Do	Sundar K. para	01	01	00
150	Do	Ghagracherra	00	00	05
151	Do	Dhanichand para	00	00	01
152	Do	Pritimani para	00	00	00
153.	Do	S K Para	00	00	04
154.	Do	Dhumacherra near market	00	00	01
155	Do	S.K.Para	07	00	00
156.	Do	90-kani Esat Masti	00	00	00
157	Do	Maracherra	00	00	03
158.	Do	West Masli	01	00	01
159	Do	Jamir Cherra	00	00	00
160	Do	Banganbari	00	00	05
161	Do	Dhumacherra	00	00	01
162	Do	Nakuljoypara	02	00	01
163.	Do	Eajai Para	00	00	00
164	Do	Nalkata	00	00	01
165	Do	Kanchan cherra	00	00	01
166	Do	90-kani East Masti	00	00	00
167.	Do	Chieching Cherra	00	00	00
168.	Do	S.K.Para	00	00	06
169.	Chawmanu PS	Arjun Manik Para	01	00	00
170.	Do	Bijoy K.Para	01	00	00
171	Do	Kirja Kr Para	00	00	00
172.	Do	Bir Kr.R. Para	01	00	00
173.	Do	Baxamani K. Para	00	00	01
174.	Do	Binoy R. Para	00	00	01
175.	Do	Binoy R Para	00	00	01
176	Do	5-Km point at	01	00	00
		Chawmanu			

177	Do	TLC	00	02	00
178.	Do	Madhu Kr R Para	00	00	00
179.	Do	Mazzia Cherra	00	02	04
180.	Do	Juri K R Para	00	00	04
181	LTV PS	Bipin K Para	00	00	00
		Karjafa grouping			
182.	Do	basti	00	00	01
183.	Do	Ghagracherra	00	00	00
184	Do	Tuchandra Para	00	00	02
185	Do	Near Durga Cherra	00	00	01
186	Do	Durga Cherra	00	00	00
187	Do	Compact Colony	00	00	00
188	Gandacherra	Durjoy R Para	00	00	00
	PS	Mukti Ram Para			
189	Do		00	00	00
190	Do	Padma K Para	01	00	00
191.	Do	Taraban Colony	00	00	00
192	Do	Taraban Colony	01	04	00
193	Do	New Dalpatipara	00	00	00
194	Do	Maskumbir para	01	00	00
195	Do	New Dalapati Para	05	08	00
196	Do	J B Para	00	00	01
		Ram Kr			
197	Ganganagar	Chow.Para	00	03	00
	PS	Jatindra R Para			
198	Raishyabari		00	00	02
	PS	32-Km point			
199	Do		02	00	02
200	Do	Karnashing Para	00	00	02
201	Do	32-Km point	02	03	00
202	Do	K M Para	00	00	03
203	Do	Thakurcherra	01	00	00
204	Do	Kinamohan para	00	00	00
		Kyku No 4			
		TOTAL	121	43	185

STATEMENT OF EXTREMISTS RELATED CASES
FROM 01.01.2001 TO 30.11.2003

Sl.No	Name of Police Stations	Place of occurence	No of Persons Killed	No of Persons injured	No of Persons Kidnapped
1	2	3	4	5	6
1.	Radhakishor Pur Police Station	Hachupara	0	0	1
2	Radhakishor Pur Police Station	Along Bari	0	0	6
3	Radhakishor Pur Police Station	Mayapuri	0	0	3
4	Radhakishor Pur Police Station	Samukh Chera	0	0	2
5	Radhakishor Pur Police Station	Takirai Tilla	2	0	0
6	Radhakishor Pur Police Station	Hirapur	0	0	0
7	Killa Police Station	Noabari	3	0	0
8	Killa Police Station	Hari bari	3	0	0
9	Killa Police Station	West Kalam kai	1	0	0
10	Killa Police Station	Jeinbri	0	0	2
11	Santir Bazar Police Station	Larcha Para	0	0	1
12	Santir Bazar Police Station	Manasingh Bari	0	0	0
13	Santir Bazar Police Station	At Ujan Lowgang	0	0	0
14	Baikhra Police Station	South Hicha Cherra	0	0	0
15	Baikhra Police Station	Ranga Cherra	1	0	1
16	Nutan Bazar Police Station	Joyleya	0	0	0

17.	Nutan Bazar Police Station	Amaresh Para	0	0	0
18	Nutan Bazar Police Station	Poang Mog Para	0	0	0
19.	Nutan Bazar Police Station	Aqua Para	0	0	0
20	Nutan Bazar Police Station	Biranjoy Para	0	0	0
21	Birganj Police Station	Rangk Hang	0	0	0
22	Birganj Police Station	[illegible]	1	0	1
23	Birganj Police Station	Bampur	1	3	0
24	Birganj Police Station	Kaphru Bari	0	0	0
25	Birganj Police Station	Kurma	0	0	0
26	Birganj Police Station	Amarpur Motor Stand	0	0	0
27	Ompai Police Station	Chechuya	1	0	0
28	Ompai Police Station	Gamako	1	0	0
29	Ompai Police Station	TSN Ekjal Bari	0	0	0
30	Taidu Police Station	West Taj Cga Long	0	0 0	0
31	Taidu Police Station	Khoklni	0	0	
32	Taidu Police Station	Nephangru	0	0	0
33	Radhakishor Pur Police Station	Nephangru	0	2	0 0
34	Killa Police Station	Saimarua	0	0	0
35	Killa Police Station	Arjunbari	2	0	0
36	Ompi Police Station	Tatai Bari	0	0	
37	Ompi Police Station	Nagai	0	1	0

38.	Ompi Police Station	Konaram Para	0	1	0
39.	Ompi Police Station	Salkanta Para	1	1	0
40.	Ompi Police Station	Taibaklai	1	0	0
41.	Ompi Police Station	- do -	1	0	0
42.	Santir Bazar Police Station	Kathalia Cherra	1	4	0
43.	Birganj Police Station	Burburia	0	0	0
44.	Birganj Police Station	Christan Bari	0	0	0
45.	Birganj Police Station	Babushai Cherra	1	0	0
46.	Birganj Police Station	Dalak	0	0	0
47.	Taidu Police Station	Khaklai	0	0	0
48.	Taidu Police Station	Singlong Bari	1	0	0
49.	Taidu Police Station	- do-	1	0	0
50.	Nutan Bazar Police Station	Mukta Dayal Para	0	1	0
51.	Killa Police Station	Athara Bhola	0	3	0
52.	Killa Police Station	Tairpur Bari	1	0	1
53.	Killa Police Station	Maithalong	0	0	3
54	Killa Police Station	Lailak Bari	0	0	0
55.	Killa Police Station	Darjiling Bari	1	0	0
56.	Killa Police Station	Tairupa Khamar Bari	1	0	0
57	Birganj Police Station	Santanu para	5	1	0
58.	Birganj Police Station	Burburia	0	0	0
59	Nutan Bazar Police Station	Sijaumong Para	0	0	0
60.	Nutan Bazar Police Station	Karbook	1	1	2
61.	Nutan Bazar Police Station	Debandra Para	0	1	0
62.	Nutan Bazar Police Station	Gyandra Para	2	0	0
63.	Nutan Bazar Police Station	Alutola	2	0	0
64.	Sabroom Police Station	Kunadhan Para	1	0	0
65.	Sabroom Police Station	Kuaptali	0	0	1

66.	Taidu Police Station	Palku	0	0	0
67.	Taidu Police Station	South Taidu	0	0	4
		TOTAL	49	13	50

TATEMENT OF EXTREMISTS RELATED CASES
FROM 01,01.2001 TO 30.11,2003

Sl.No	Name of Police Stations	Place of occurence	No of Persons Killed	No of Persons injured	No of Persons Kidnapped
1	2	3	4	5	6
1.	Kailashahar Police Station	Golakpur T E	2	1	2
2.	Kailashahar Police Station	Rangrung T.E	-	-	10
3.	Kailashahar Police Station	Chagaldema & Samrucherra	1	-	2
4.	Kailashahar Police Station	Chagaldema	0	-	-
5	Kailashahar Police Station	- do-	01	-	-
6.	Kumarghat Police Station	Narendra Reang para	01	-	-
7.	Kumarghat Police Station	Santirbazar.	1	-	01
8.	Kumarghat Police Station	Kathal Tilla	08	-	-
9.	Kumarghat Police Station	Mosauli	-	22	01
10.	Kanchanpur Police Station	Patichari	-	-	03
11.	Kanchanpur Police Station	Banglatuisa	-	-	-
12.	Kanchanpur Police Station	Birmanipara	-	-	-
13	Kanchanpur Police Station	Sailaram Para	-	01	-

14	Kanchanpur Police Station	Gachiram Para	14	22	01
15	Kanchanpur Police Station	Old	01	-	-
16	Pacherthal Police Station	Urihampara	01	-	-
17.	Pacherthal Police Station	Ramdula Para	-	02	-
18	Khedacherra Police Station	Dangarai Para	-	03	-
19	Pacherthal Police Station	Simlung	2	-	02
20	Vangmun Police Station	Rampara	-	-	02
21	Dharmanagar Police Station	Tlakshi	2	-	11
22	Dharmanagar Police Station	Netaji Para	01	-	-
23	Kumarghat Police Station	Ragna	01	04	02
24	Kumarghat Police Station	Radhanagar	01	01	01
25	Kumarghat Police Station	Ganganagar	-	-	-
26	Kanchanpur Police Station	Kalatilla	-	-	-
27	Kanchanpur Police Station	Pravaram Para Jaliram Para	01	01	-
28	Kanchanpur Police Station	Birshai Para	03	01	-
29	Kanchanpur Police Station	Budhurai Para	02	-	-
30	Kanchanpur Police Station	Kanchancherra	-	-	01
31	Patcherthal Police Station	Krishna Tilla	-	-	-

32	Patcherthal Police Station	Ramguna Para	01	01	-
33	Damacherra Police Station	Gangajoy Para	-	-	-
34.	Damacherra Police Station	In between Kasko &	-	-	-
35.	Damacherra Police Station	Tabjiraj Para	-	-	02
36.	Kailashahar Police Station	Dhatucherra	-	-	02
37.	Kailashahar Police Station	Gopinath Pur	01	-	-
38	Kailashahar Police Station	Samrur Par		-	02
39.	Kailashahar Police Station	- do-	-	-	02
40.	Kailashahar Police Station	Halair Par	-	-	02
41	Kailashahar Police Station	Maguli	01	-	-
42.	Kumarghat Police Station	Assam Basti	03	-	01
43	Kumarghat Police Station	Emra Passa	-	-	12
44	Kumarghat Police Station	Kathalcherra	-	-	01
45.	Kumarghat Police Station	Radhanagar	02	-	03
46	Dharmanagar Police Station	Ragna	-	01	-3
47	Dharmanagar Police Station	Ichairpar	01	02	-
48	Dharmanagar Police Station	Bahdhum	-	03	01
49	Churaibari Police Station	Birajanagar		-	01

50	Churaibari Police Station	West Brajndra Nagar	-	-	01
51.	Kanchanpur Police Station	Jamaraj Para	.	-	-
52	Kanchanpur Police Station	Shil Para	01	-	-
53	Kanchanpur Police Station	Satiram Para	-	01	04
54.	Kanchanpur Police Station	Tilla Bazar	-	-	01
55	Kanchanpur Police Station	Nutan Bari	-	-	-
56	Kanchanpur Police Station	Kanchan Cherra	-	-	-
57	Kanchanpur Police Station	Juriham Para	02	01	-
58	Kanchanpur Police Station	Rubber garden of Durgaram Para	-	-	-
59	Petcherthal Police Station	Sermun Tilla Microwave TSR Post	-	-	-
60	Damcherra Police Station	Kakchang and Kaskc	03	03	-
61	Vangmun Police Station	Simlung	0	04	-
62.	Vangmun Police Station	Khantlang to Bhandarima Road.	-	-	-
63.	Vangmun Police Station	Kanpui -II	-	05	01
		Total	45	59	78

Admitted Un- starred Questions No -208

Name of Members :- Sri Kajal Ch. Das & Shri Ratan lal Nath,MLA

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ৩০-১১-২০০৩ ইং পর্যন্ত রাজ্যের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কতগুলি কবে অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে ?

১) ডাকাতি, ২) খুন (সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক ব্যতীত) ৩) খুন (সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক)

৪) অগ্নি সংযোগ, ৫) অপহরণ ৬) নারী ধর্ষন ও নারী নির্যাতন (থানা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ৩০ ১১-২০০৩ ইং পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন থানায় লিপিবদ্ধ ডাকাতি , খুন (সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক ব্যতীত) খুন (সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক) অগ্নি সংযোগ,অপহরণ, নারী ধর্ষন ও নারী নির্যাতনের অভিযোগের থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল ।

STATEMENT SHOWING PS WISE BREAK-UP

Sl.no	Name of Police Stations	Dacoity	Persons killed by otherthan extremist	Persons killed by extremist	Arson	Kidnapped	Rape	Women Torture
1.	Radha Kishore Pur PS	4	5	7	13	5	17	45
2.	Killa PS		2		1	4		01
3	Belonia PS		5		6	3	4	25
4	P R Bari PS		4				1	09
5	Shantirbazar PS		1		1		1	07
6	Baikhora PS						4	14
7.	Sabroom PS	1	3		2		2	06
8	Manubazar PS			1			3	07
9	Birganj PS		1	3	1	4	2	11
10	Nutan Bazar PS	1	5			2	1	06
11	Ompi PS	1	1	2	1			04
12	Taidu PS	1		5	1	2	1	00
13	Kailashahar PS		7	1	14	14	12	33
14.	Kumarghat PS	4	1		2	12	3	09
15	Dharmanagar PS							

16	Churaibari PS		5	4	11	9		30
17.	Panisagar PS		5	3			5	21
18.	Kanchanpur PS		2	2	1	4	4	13
19.	Patcherthal PS		5		1		2	06
20.	Damchara PS		3		2	13	5	09
21	Khedachara PS	1		8	1	4	3	05
22.	Vangnoon PS	2		1			1	00
23.	Kanchanpur PS		1	4		6		01
24	Salema PS		5	13		10		08
25.	Ambassa PS	1	3	4	4	12	3	03
26.	Manu PS		3		1	17	1	04
27	Chamanu PS		4	3	1	13	1	00
28.	Ganganagar PS		1	8		9		01
29	Raishybari PS		2	2	1	8		00
30.	Gandachara PS							00
31	Kachuchara PS		2	3	4	2		02
32	Longttari Velly PS				3			00
33.	West Agartala PS			30	4			00
34	West Agartala PS		4	38	5	3		00
35.	Airport PS	1	6	3		2	2	00
36	Sidhai PS	3	2	1	1	1	4	07
37.	Jirania PS		5	3	7	9		10
38	Ranirbazar PS		12	17	1	5	2	00
39	Srinagar PS	4	3			4		04
40	Bishalgarh PS	1	2		9	4	2	02
41.	Takarjala PS		7		2	4		14
42.	Amtali PS	1	3		2	13	2	00
43.	Sonamura PS	1	5			1	3	14
44.	Melaghar PS		5		1	1	1	10
45.	Jatrapur PS	1	4	18		3	1	04
46.	Kalamchara PS	2	4	25				06
47.	Khowai PS			19			1	01
48.	Kalyanpur PS	3	14	37	7	9	1	06
49	Champahawar PS		1	266	2	9	1	06

50.	Teliamura PS		1		6	9	3	09
51	Women PS		4		6	10	12	45
	TOTAL	33	15		125	240	111	418

Admitted Un- starred Questions No -209

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath .

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ৩০-১১-২০০৩ ইং পর্যন্ত রাজ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কতগুলি অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ক) বধূহত্যা, খ), বধূনির্যাতন, গ) যুবতী অপহরণ,

ঘ) মহিলাদের শ্লীলতাহানীর প্রচেষ্টা ।

২। উক্ত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কতজন আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে?

উত্তর

১। ০১-০১-২০০৩ ইং থেকে ৩০-১১-২০০৩ ইং পর্য্যন্ত প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাগুলির অভিযোগ যা থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ ঃ-

ক) বধূহত্যা — ২০

খ) বধূনির্যাতন — ২৩০

গ) যুবতী অপহরণ — ৪৯

(অপহৃত যুবতীরা সবাই ফিরে এসেছে)

ঘ) মহিলাদের শ্লীলতাহানীর প্রচেষ্টা — ১১৭

২। উপরিউক্ত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৫১৮ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার শ্রেণীভিত্তিক আসামী গ্রেপ্তারের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

ক) বধূহত্যা র জন্য — ৩০ জন

খ) বধূনির্যাতনের — ২৯৫ ”

গ) যুবতী অপহরণের জন্য — ৫৯ ”

ঘ) মহিলাদের শ্লীলতাহানীর প্রচেষ্টার জন্য — ১৩৪ ”

Admitted Un- starred Questions No -215

Name of M.L.A. :- Sri Ratan Lal Nath .

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food, Civil Suppliers & Commerce Affairs Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে প্রতি মাসে চাউল এবং চিনির চাহিদার পরিমাণ কত , এবং

২। বহিঃরাজ্য থেকে কি পরিমান চাউল এবং চিনি রাজ্যে প্রতিমাসে আমদানী করা হয় ?

উত্তর

১। বর্তমানে ২০০২-০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে খাদ্যশস্য হিসাবে চাউলের মাসিক চাহিদার পরিমাণ = ৫২.২২৬ মেট্রিকটন এবং চিনির মাসিক চাহিদার পরিমান ৭.০০০ মেট্রিকটন।

২। বহিঃরাজ্য থেকে গড়ে প্রতিমাসে আমদানীর পরিমাণ ঃ-

ক) চাউল ঃ-

খোলাবাজারে	—৮.৪০০০ মেট্রিকটন।
গণবন্টন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জাতীয় প্রকল্পে	— ২২.০০০ মেট্রিকটন।
মোট	৩০.৪০০০ মেট্রিকটন।

খ) চিনি ঃ

খোলাবাজারে	—৪.৩৭০ মেট্রিকটন।
গণবন্টন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জাতীয় প্রকল্পে	— ২.৬৯০ মেট্রিকটন।
মোট	৭.০৬০ মেট্রিকটন।

Admitted Un- starred Questions No -239

Name of Member :- Sri Ashok Debbarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ ইং সাল হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন থানাগুলিতে লাইসেন্সকৃত বন্দুক জমা দেওয়া মোট বন্দুকের সংখ্যা কত ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সমস্ত বন্দুকের লাইসেন্সগুলি ইতিমধ্যে বাতিল করে দেওযা হয়েছি কিনা ?

৩। যদি বাতিল না হইয়া থাকে লাইসেন্সগুলি পুর্ণনবীকরনের সুযোগ আছে কিনা ।

উত্তর

১। ১৯৯৯ ইং সাল হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন থানাগুলিতে লাইসেন্সকৃত বন্দুক জমা দেওয়া মোট বন্দুকের সংখ্যা ২৭৭ টি। থানা ভিত্তিক হিসাব বঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

২। ঐ সমস্ত বন্দুকের লাইসেন্সগুলি ইতিমধ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়নি ।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না ।

Admitted Un- starred Questions No -241

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সর্বশেষ বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং কত শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে ইহাতে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমান কত ?

২। সর্বশেষ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি হওয়ার পর সারা রাজ্যে মোট কতজন ভোক্তা ৩০ শে নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত বিদ্যুৎ মাশুল দপ্তরে জমা দেয়নি ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে সর্বশেষ ১.৭ ২০০৩ ইং থেকে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে (কৃষি ও সেচ বাদে) ইহাতে বকেয়া আদায় সহ রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৬.৩২ শতাংশ ।

২। সর্বশেষ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি হওয়ার পর সারা রাজ্যে মোট ৩৩ ৭৯০ জন ভোক্তা ৩০ শে নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত বিদ্যুৎ মাশুল দপ্তরে জমা দেয় নি । মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

মহকুমার নাম	ভোক্তার নাম *
১। সদর	১০,২৮৫ জন
২। বিশালগড়	৪,৪৪৯ জন
৩। সোনামুড়া	৩,৩৩[illegible] জন
৪। খোয়াই	১,[illegible] জন
৫। উদয়পুর	১,[illegible] জন
৬। অমরপুর	১ ৬০১ জন
৭। বিলোনীয়া	[illegible] জন
৮। সাব্রুম	[illegible] জন
৯। কমলপুর	৫৪৮ জন
১০। আমবাসা	১,৮৩৬ জন
১১। গন্ডাছড়া	৯৫১ জন
১২। লংতরাই	৩৩৭ জন
১৩। কৈলাশহর	১,১৮০ জন
১৪। কাঞ্চনপুর	৭৯০ জন
১৫। ধর্মনগর	১,৯৩৫ জন
মোট	৩৩,৭৯০ জন

Admitted Un- starred Questions No -242

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food, Civil Suppliers & Commerce Affairs Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীগুলির বাজার দর কত , এবং

২। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীগুলির বর্তমান বাজার দর নিয়ন্ত্রণে দপ্তর কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

উত্তর

১। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীগুলির বর্তমান বাজার দর নিম্নে দেওয়া হল -

ক্রমিক নং	সামগ্রীর নাম	পাইকারী মূল্য (২৪/১২/২০০৩)	খুচরা মূল্য (২৪/১২/২০০৩)
১	২	৩	৪
১.	চাউল	১০৫০-১১০০ টা.	১১.০০টা - ১১.৫০ টা.
২.	মশুরী ডাল	২৭[illegible] টা.	৩০.০০ টা - ৩১.০০ টা
৩.	মুগ ডাল	২৪৬০-২৫০০ টা.	২ ৫.০০টা - ২৯.০০টা.
৪.	থ্রাম ডাল	২৩.০০ -২৪.০০ টা	২৪.০০টা -২৫.০০টা.
৫.	অরহর ডাল	২৮০০-২৯০০টা.	২৯.০০ টা.-৩১.০০ টা.
৬.	চিনি	১৫০০-১৫৩০ টা.	১৬.০০ টা.- ১৭.০০ টা.
৭	সর্ষিয়ার তৈল (ইঞ্জিন)	৬৭০০ টা.	৬৯.০০টা-৭১.০০ টা.
৮.	সর্ষিয়ার তৈল (অন্যান্য)	৫৯৫০-৬০০০ টা.	৬১.০০ টা.- ৬২.০০ টা.
৯.	বনস্পতি	৫১৩০ -৫২৬০ টা.	৫২.০০ টা. -৫৪.০০ টা.
১০	চা	৪৫৫০ -১৫০০০ টা.	৫০০০টা -১৬০.০০ টা.
১১.	আলু	৬৫০ - ৮৫০ টা	৮.০০ টা. - ১০.০০ টা.
১২.	পেঁয়াজ	১২৭৫ -১৩০০ টা.	১৪.০০ টা -১৫.০০ টা.
১৩.	লবণ পেকেট	৪৪০ -৫৪০টা.	৫.০০ টা. -৭ .০০ টা.
১৪.	লবণ খোলা	২৫০ - ৩০০ টা.	৩.০০ টা - ৩ .৫০টা.
১৫.	গুড়	১২৫০- ১৩৫০ টা.	১৫.০০ টা ১৬.০০ টা.
১৬.	আটা	৯৫০ -১০৫০ টা.	১০.০০ টা. -১১.০০ টা.
১৭.	গুড়া দুধ	৭৫৫০ -১২৬০০টা.	৮০.০০ টা- ১৪০.০০ টা.
১৮.	ময়দা	১০০০-১১০০ টা.	১১.০০টা.-১২.০০ টা.
১৯.	মটরডাল	১৬৫০ -১৭৫০ টা.	১৭.০০ টা. - ১৮.০০ টা.

২। নিত্য প্রায়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীর [illegible] নিয়ন্ত্রণে দপ্তর সম্ভাব্য রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রতি মাসে দপ্তরের অধিকর্তা মহকুমাস্তরের অধিকারীগণের [illegible] বৈঠকে মিলিত হয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যস্তরের পর্যালোচনা করছেন। তা ছাড়া দপ্তরের একটি Price Monitoring Cell গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত Cell এর মাধ্যমে প্রতিদিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যস্তরের উপর নজরদারী রাখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকে যে দ্রব্যাদির [illegible] মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

TUESDAY THE 30TH DECEMBER, 2003.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Tuesday, the 30th December, 2003

PRESENT

Shri Ramendra Ch. Deb Nath, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, The Chief Minister _____17__________ Ministers & Members _____37_____ _____

QUESTIONS & ANSWERS

প্রশ্ন

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। প্রথমে একটা সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান্ আছে, প্রশ্নটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সহিদ চৌধুরী মহোদয়। মাননীয় সদস্য শ্রী সহিদ চৌধুরী।

শ্রী সহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান্ নাম্বার - ১

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান্ নাম্বার - ১

১) সারা রাজ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কি পরিমান জমি এবং মোট কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে,

২) বেড়া দেওয়ার ফলে যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণ এবং পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

উত্তর

১) স্যার, কালকে এটা সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা হয়েছে। তবু বাকী অংশটুকু আমি বলে দিচ্ছি। প্রথম পর্য্যায়ের যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ২৪৩ কিলোমিটারের কাজ সেখানে জরিপের কাজ শেষ হয়েছে। তাতে মোট ২৬৪৬টি পরিবারের জমি এখন পর্যান্ত অধিগৃহীত হয়েছে এবং জমির পরিমান হচ্ছে ৩৬২.১৬৩ একর।

২) স্যার, এ সম্পর্কেও কালকে উত্তর হয়েছে, ডিটেলস আলোচনা হয়েছে, বলার কিছু নাই। এই বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপিত হয়েছে, যারা যারা বেড়ার ওপাশে আছে তাদের কিভাবে পূনর্বাসন দেওয়া যায় এটা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেইভাবে পাওয়া গেলেই এই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

শ্রী সহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) ঃ স্যার, আমার জানার বিষয় যেটা সেটা হল, জিরো লাইনে বেড়া না দেওয়ার কারণগুলি কি কি, কোন অসুবিধার জন্য জিরো লাইনে বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ স্যার, এই বিষয়টা সতন্ত্র বিষয়, অন্য প্রসঙ্গ। জিরো পয়েন্টে কেন বেড়া দেওয়া হবে না এটাও কালকে বলা হয়েছে। আমাদের পূর্ত মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, জিরো পয়েন্ট এটা কেন্দ্রীয় সরকারও রাজী হয়নি এবং কি কারণে রাজী হয়নি সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের তারাই ভাল জানেন। আমাদের এখানে আগে যেখানে ১৫৩ গজ সীমানার বাহিরে বেড়া দেওয়া হত, পরবর্তী সময়ে তারা রাজী হয়েছেন আমাদের রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে জিরো পয়েন্টে কখনও বেড়া দেওয়া যাবে না এটা পরিস্কার বলা হয়েছে। কিন্তু ১৫০ গজের মধ্যে পরিস্থিতি বিবেচনা

[illegible] কাজ করা যাবে এটা বলেছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) ঃ- স্যার, ১৫০ গজের মধ্যে এটা নো ম্যানস ল্যাণ্ড থাকার কথা, কাজেই এখানে [illegible] সেটেলমেন্ট হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কি করে? যেভাবে ঘর তোলা হয় ঘরের সঙ্গে [illegible] তো সরকার রেস্পন্‌সিবল্ আমার মনে হয় না। যারা আইন বিঘ্নকারী তারাই রেস্পন্‌সিবল।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা বিষয় না। আমাদের এখানে যখন বর্ডার হয়েছে তখন বর্ডার এলাকায় আপনি জানেন এরকমও হয়েছে যে, একটা বাড়ীর মাঝখান দিয়ে বর্ডারটা গেছে। ফলে থাকার ঘর এক জায়গায় আর রান্নাঘর আর এক জায়গায় আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এগুলি আমাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যে পড়েছে। যদিও ১৫০ গজের মধ্যে নো মানস ল্যাণ্ড হওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৫০ গজের মধ্যে অনেক বাড়ী আছে, বিভিন্ন অংশের প্রচুর বাড়ী আছে। এ বাড়ীগুলিতো কথা না, এগুলিকে উঠে আসতে হবে। সুতরাং যেহেতু উঠে [illegible] সেই জন্য এদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে বা সেই প্রশ্ন এনেছেন বলে আমার মনে হয়। সেই জনাই [illegible] এদের পূনর্বাসন দেওয়ার প্রশ্নটা এসেছে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, এটা নিয়ে তো কালকে ডিটেলস আলোচনা হয়েছে, হঠাৎ করে [illegible] অন্য দিকে টার্ন করছে। কালকে কিন্তু একটা জিনিস ক্লীয়ার হয়ে গেল। আজকে কিন্তু [illegible] হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার সাপ্লিমেন্টরীটা হচ্ছে, আগে ১৫০ গজের বাহিরে বেড়া দেওয়া যাবে না। [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শিথিল করা হয়েছে যে, দেওয়া যাবে। আবার এখন প্রশ্ন উঠল ১৫০ গজের [illegible] একথাটা ঠিক না কিন্তু, মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। আমার বাড়ী ১৫০ গজের ভিতরে, তাহলে [illegible] যে, আপনি এখানে বাড়ী করবেন না। কাজেই আমাদের পয়েন্টটা হল [illegible] এরকম অনেকের বাড়ী আছে আর যেটা ক্ষতিগ্রস্থের কথা বলেছেন [illegible] দিয়ে বেড়া যাবে সেই জায়গাটার কথাই তো বলেছেন না কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ [illegible]

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ আর আমাদের বক্তব্য হল, বেড়ার বাইরেও যাদের বাড়ি ঘর পড়েছে তাদেরও [illegible] ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই বিষয়টি যেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে টেক আপ করা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ [illegible] মন্ত্রী বলেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় [illegible] ঃ- এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার - ১৩

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ স্যার এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার - ১৩

প্রশ্ন

১ আর. কে. পুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন রাজারবাগ মটরস্টেণ্ডটিকে আধুনিকীকরণের জন্য কোন প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে কিনা

২ [illegible] অনুমোদন এসেছে কি না,

৩ [illegible]

উত্তর

১ শ্রী আর. কে. পুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন রাজারবাগ মটরস্টেণ্ডটিকে আধুনিকীকরনের জন্য প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে।

২ [illegible] স্কীমের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রাজারবাগ মটরস্টেণ্ডের আধুনিকীকরনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অর্গানাইজেশান আগরতলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন

এখনও আসে নাই।

৩. ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে প্রকল্পটি পাঠানো হয়েছে এটি কবে নাগাদ পাঠানো হয়েছে এবং কত দিনের মধ্যে এই প্রকল্পের অনুমোদন আসবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, নির্দিষ্ট তারিখ আমার হাতে নেই তবে বেশ কিছুদিন আগেই আমরা প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রকল্পের এস্টিমেট কষ্ট কত ছিল এবং প্রকল্পে কি কি উল্লেখ ছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এই প্রকল্পের জন্য এক কোটি সাত লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেখানকার মাটি পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে ধরা হয়েছে টার্মিনাল বিল্ডিং, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নাইট সেল্টার, পার্কিং স্পেইস্ ও শৌচাগার নির্মান।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে রাজারবাগ মোটর স্টেণ্ড ছাড়াও অনেক স্থানেই মোটর স্টেণ্ড রয়েছে। যেমন বড়তলা, রাধানগর এবং হাওড়া নদীর ওপারে যে স্টেণ্ড এগুলির আধুনিকীকরনের জন্য কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে কিনা ? যেহেতু আমাদের রাজ্যে খাস ভূমির পরিমানও কম - সরকারকে জায়গা কিনে সেখানে স্টেণ্ড করতে হচ্ছে। এগুলিতে আধুনিক ব্যবস্থা না হলে সমস্যা থেকে যাবে। বিশেষ করে শৌচাগার। এগুলির জন্য কোন প্রস্তাব বা প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে উদয়পুরে যে টি.আর.টি.সি স্টেণ্ডটি আছে সেখানে রেল ও বিমানের টিকিট বুকিং করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটি রেখেছেন, বড়তলা স্টেণ্ডটিকে হাওড়া নদীর ওপারে নাগেরজলায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে সেটার কাজ চলছে। দ্বিতীয় হচ্ছে রাধানগর স্টেণ্ডের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এটা প্রথমে আমাদের পরিবহন দপ্তর থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল মাটি ফেলার জন্য। পরবর্তী সময়ে সাংসদ তহবিলের অর্থে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজ চলছে।
তৃতীয়ত, টি.আর.টি.সি. র কাউন্টার, উদয়পুর থেকে সরাসরি রেল এবং এয়ার এর টিকেট কেনার জন্য যেটা বলেছেন এই জাতীয় কোন চিন্তাভাবনা এখনো করা হয়নি। এটা পরবর্তী সময়ে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে রাজারবাগ নিয়ে সফলতা, বিফলতা, সবটাই উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কেশব মজুমদারের। একবার তো উনার চাকুরী যায় যায় অবস্থা হয়েছিল এক সময়। তো এই জায়গাতে এখনো একটু অসুবিধা রয়েছে - শহরে ঢোর বা বের হওয়া নিয়ে অনেক কথা উঠেছে হাউসে। এখানে আধুনিকীকরন বলতে কি হবে ফ্লাই ওভার হবে, না বাই পাস করা হবে, কিভাবে আধুনিকীকরন করা হবে তার একটা সঠিক ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আধুনিকীকরনের জন্য আমরা কি কি করতে পারি সে সম্পর্কে আমি বলেছি যে একটি বাস টার্মিনাল বিল্ডিং, একটি কমার্শিয়েল কমপ্লেক্স, একটি পার্কিং পার্ক এইগুলি করার জন্য প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া টাউনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যেটা চালু রয়েছে সেটা হচ্ছে অটো রিক্সা যাতায়াত করছে নিয়মিতভাবে। তাছাড়া লাইট ভেহিকল জীপ, টেক্সী, সেখানে ঢুকতে পারে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এই ব্যবস্থাগুলি আপাতত চালু আছে।

শ্রী সহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে আগরতলা মোটরস্ট্যাণ্ড অত্যন্ত জনবহুল এতে আগরতলাবাসীর পক্ষে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সেটাকে সরিয়ে চন্দ্রপুরে নেবার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই মোটরস্ট্যাণ্ডকে

চন্দ্রপুরে শিফ্‌ট করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ- মি. স্পীকার স্যার, আগরতলার বর্তমান মোটরস্ট্যাণ্ডকে চন্দ্রপুরে শিফট করার জন্য এবং বাস টার্মিনাল করার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এর জন্য সার্ভের কাজও শেষ হয়েছে। এখন ল্যাণ্ড একুইজিশনের প্রশ্ন। এই ল্যাণ্ড একুইজিশন এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এখন টাকা দিয়ে এই ল্যাণ্ড একুইজিশানটা শেষ করা হবে - এর জন্য প্রসেস্ সেখানে চলছে। তাছাড়া মাধবনগরে ট্রাক টার্মিনাস করার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে - এখন সেখানে সার্ভের কাজ চলছে।

মি. স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মি. স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১২৫

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মি. স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১২৫

প্রশ্ন

১) নিয়মানুযায়ী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য কত বছর পর বেতন কমিশন গঠিত হয় ?

২) বর্তমানে রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বেতন কমিশন কবে গঠিত হবে ?

উত্তর

১) এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় ধার্য্য করা নেই। মন্ত্রী পরিষদ তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকেন।

২) এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কোন চিন্তা ভাবনা নেই।

মি. স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ- মি. স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ৯৯

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মি. স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৯৯

প্রশ্ন

১) খোয়াই চাম্পাহাওর সড়কটি উন্নয়নের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি মালিকদের কবে কতদিন নোটিশ দেওয়া হয়েছে ?

২) ইহা কি সত্য যে শুধুমাত্র জমির মূল্য নির্ধারনের কাজ যথা সময়ে না করায় অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না ?

উত্তর

১) খোয়াই চাম্পাহাওর সড়কের জমি অধিগ্রহনের জন্য মোট ২৭৯ জন ভূমির মালিককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। মৌজার নাম ও তারিখ সহ বিস্তারিত বিবরন নিম্নে দেওয়া হলো -

(১) খোয়াই টাউন মৌজা - মোট নোটিশ-১৯ টি, তারিখ ১২.০৭.২০০২

(২) গণকি মৌজা. মোট নোটিশ-১৭৭টি, তারিখ ০৩.১৮.২০০০

(৩) পূর্ব সিঙ্গিছড়া - মোট নোটিশ-৮৩টি, তারিখ - ০৫.১২.২০০৩

২) না, ইহা সত্য নয়।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি চাম্পাহাওর ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যুক্ত। সড়কটি আজকে যে অবস্থায় আছে প্রশস্ত করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন বটে কিন্তু আমার যেটা জানা গত প্রায় তিন বছর যাবৎ এই অ্যাকুইজিশনের যে পর্বটা খুব ধীর গতিতে চলছে। এই বিষয়ে দপ্তর রেভিনিউ দপ্তর, ডি.এম সহ

চীফ ইঞ্জিনীয়ার, এম.ই সহ বার বার এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্তমন্ত্রী গত এক বছর আগে এই রাস্তাটা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই অ্যাকুইজিশন পর্বটার জন্য দেরী হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং অ্যাকুইজিশনের যদি এই গতি হয় তাহলে উন্নয়নমূলক কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব দুষ্কর হবে। এটা আমাদের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা দূর করার জন্য এই রাস্তাটি কত দিনের মধ্যে অ্যাকুইজিশনের পর্বটা শেষ হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ-স্যার, আমি বলছি নোটিশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে অধিগ্রহনের জন্য। বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি নোটিশ ইত্যাদি দিতে হয়, ৪নং ধারা, ৬নং ধারা ১৭তে গিয়ে অ্যাওয়াড-এর পজিশন-এ এসে যায়। এতে একটা সুনির্দিষ্ট সময় দিতে হয়। যার যার অভিযোগ ইত্যাদি জানানোর জন্য এবং শুনানিও হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী অ্যাকুইজিশন প্রসেস-এ যতটা সময় দরকার হয় এর বাইরে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। জ র অ্যাকুইজিশন তখনই হয় যখন দাম ইত্যাদি ঠিক হয়ে যায়। এটা ঠিক প্রথম অবস্থাতে বিভিন্নভাবে দেখা হয়েছে। ওখানে যাওয়া হয়েছে, দেখা হয়েছে দেখে জমির দাম নির্দ্ধারণ হয়েছে। নির্দ্ধারণ করে যখন রেভিনিউকে বলা হয়েছে তাতেই আমরা নোটিশ ইত্যাদি জারী করেছি। আর এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেগুলি আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই যে ২৭৯ জন যাদের জমি সেখানে পড়েছে, এই জমির মূল্য বাবদ সেখানে যত টাকা প্রদান করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এর মূল্য কবে নাগাদ প্রদান করে জমি অধিগ্রহণ করা হবে?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমাদের এখন যা আছে নাল জমি পড়েছে কিছু, দোকান ভিট পড়েছে, বাস্তু পড়েছে, আছে পতিত জমি, বাগান আছে, চারা আছে এই ধরনের জমি এরমধ্যে পড়েছে। তাতে দাম যেটা ঠিক হয়েছে নাল জমি এবং দোকানের দাম কানি প্রতি ৬৫ হাজার টাকা করে নির্দ্ধারণ হয়েছে, বাস্তু এবং পতিত জমি যেটা আছে তার জন্য কানি প্রতি ৬৬ হাজার টাকা, পুকুর এবং পুকুর পার এই ধরনের জমির কানি প্রতি ৪০ হাজার টাকা করে ধার্য্য হয়েছে। আর এগুলি ইচ্ছা করলেই যে খুব তাড়াতাড়ি করা যায় ঘটনা তা নয়। অ্যাকুইজিশন হয়ে গেলে অ্যাওয়ার্ড হয়ে গেলেও জমির মালিকের যদি দাম পছন্দ না হয় তাহলে টাকাটা নিয়ে একটা নালিশ করে দেয়, কোর্টে গিয়ে একটা নালিশ করে দেয় যে আমার জমির দাম ঠিক হয়নি। সুতরাং এই বাবদ আরও কিছু দেওয়া হউক। এইসব কারণে একটু দেরী হয়। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলেছেন তার মধ্যে মোট মূল্যটা আসে নি। ১, ২নং হচ্ছে ঘরবাড়ী যেগুলি পড়েছে তার অ্যাসেনমেন্ট এক সঙ্গে হয়েছে কিনা, না হলে তার জন্য আবার বিলম্ব হবে এবং এরজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- এই ধরনের তথ্য এখন নেই, আমি এখন দিতে পারছি না। পরবর্তী সময় দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয়কুমার রাংখল।

শ্রী বিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১০০

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১০০

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ২০০০ইং সনের আগষ্ট মাসে যখন সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয় তখন দেখলাম কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই যাওয়ার পথে রাস্তাতে দেখা গেছে যে রাস্তার মাঝখানে ড্রেনের মত বিরাট ফাকা জায়গা, ছোট গাড়ী যাওয়ার পথে খুবই কষ্টকর। এবং ক্লাংসাং থেকে ফুলডংসাই, এখানে তো রাস্তার কোন চিহ্ন নেই। কাজেই ঐ সময়টার অবস্থা দেখে প্রশ্ন এখানে আমি উপস্থিত হয়েছি, এখন যদি সেটি রিনোভেদ হয়ে থাকে তাহলে

খুবই আনন্দের ব্যাপার। এবং সেখান থেকে আগে দামছড়া যাওয়ার সুবিধা ছিল কিন্তু বিগত কিছু বছর যাবৎ রোড লিঙ্ক ছিল না। এই রোড লিঙ্ক এখন আছে কিনা, এবং আনুমানিক বর্তমানে কত কিমি. রিনোভেদ করা হয়েছে এই তথ্য আছে কি না?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, কাঞ্চনপুর থেকে কম্পুই পর্যান্ত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৬০ কি.মি. বর্তমানে এই রাস্তার কাঞ্চনপুর থেকে ভাঙমুন এটা ন্যাশনেল হাই-ওয়ে ৪৪ অন্তর্ভূক্ত। এম বি আরও ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ করেছেন এবং তাদের কাজ শুরু করেছেন। ভাঙমুন থেকে কাম্পুই এই ৩০-৫০ কি.মি. এটা পূর্ত দপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। পূর্ত দপ্তরের যে ৩০-৫০ কি.মি. রাস্তা আছে তার মধ্যে ইতিমধ্যে ১০ কি.মি. রাস্তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এবং বাকী অংশের কাজ ধাপে ধাপে নেওয়া হবে। আর কাঞ্চনপুর থেকে হাম্পুই হয়ে দামছড়ার রাস্তাটি ৫৫ কি.মি.। কাঞ্চনপুর থেকে কম্পুই এটা ২২ কি.মি.। বাকী ৩৩ কি.মি. অংশের মধ্যে পূর্ত দপ্তর দেখেন। কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে, আর ৫ কি.মি. রাস্তার কাজ পূর্ত দপ্তর শেষ করবে। বাকী যে কাজগুলি থাকবে দামছড়া থেকে সেগুলি পর্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হবে। যেগুলির কিছু কিছু কাজ আছে সেগুলি মাইনর রিপেয়ারিং করা হয়ে গেছে।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রোড সাইডগুলির তো ড্রেন বন্ধ আছে, একটু বৃষ্টি হলে আবার রাস্তার উপর দিয়ে জল অনবরত যাওয়াতে রাস্তা আবার খারাপ হবে। এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?
দ্বিতীয় ঃ- অনেক সময় দেখা যায় যে পি ডব্লু ডি এবং রেভিনিউ দপ্তর সময় সময় যে তাদের দরকার বশত জায়গাগুলির নাম লেখে সেখানে প্রায় সময় ভুল দেখা যায় এবং প্রনান্সেশনগুলি ঠিক হয় নাই। মুনপুইকে মানপুই কমপুইকে কানপুই এইভাবে এটা বিকৃত করা হয়। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমার একটা অনুরোধ যাহাতে করে স্থানীয় ইন্ডিজিনিয়াজ নামগুলি প্রিজার্ভ হয়, এই ব্যাপারে যাহাতে সব দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এখানে রাস্তায় শুধু টিলা আছে সামান্য বৃষ্টি হলে পরে বন্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে এই বিস্তীর্ণ লম্বা রাস্তায় সব জায়গাতে ড্রেন করে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাঁচা ড্রেন একবার করলে পরে একবার বৃষ্টি হলে পরে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী বছর আবার পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। জঙ্গল রাস্তা এই সমস্ত দপ্তর প্রায় সময় দপ্তর পরিষ্কার করে থাকে। কোন জায়গায় হয়ত বিলম্বিত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় যে কথাটা বলেছেন আসলে বাংলায় যখন লেখা হয় তখন খুব একটা অসুবিধা হয় না, স্থানীয় লোকরা যেভাবে উচ্চারণ করেন তার সঙ্গে মিলিয়ে করেন কিন্তু ইংরেজী ক্ষেত্রে ধরুন মম্পুই আর যখন আমরা বানান করা এইচ্ এম ইউ এন এ ওয়াই আমরা যারা উচ্চারণ করি তাদের উচ্চারণে গোলমাল হয়ে যায়। অনেকে অনেক রকম উচ্চারন করেন, কেউ হাম্পুই বলবেন কেউ হুম্পুই বলবেন এটা উচ্চারনে আমরা যারা করি সেই উচ্চারনের মধ্যে একটু গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু বাংলায় বা ইন্ডিজিনিয়াস যে নামটা এটা ধরেই তারা উচ্চারন করেন। এখন ইংরাজী যে সমস্ত তার বানান সেইগুলি তারা সেখানে ঠিক করেছেন সেখানে একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিকই আছে আপনি যেটা বলেছেন। তো এখন ইংরাজীর প্রতি শব্দ কি হবে যেমন মনপুই Manpui বা Munpui তা হলে হতো। সেই বিষয়গুলি হয়তো দেখা যেতে পারে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই নামের ব্যাপারে যেটা বলেছেন এটা তো এ টি টি এফ চুক্তি অনুসারে পুরানো নাম পুনরুদ্ধার এবং সেটা পুন স্থাপনের একটা ব্যবস্থা করা এই ব্যাপারে কমিটি কাজ করছে এবং এটা কমপ্লিশানের পথে। ইট ইজ দেয়ার ডিউটি। এখন তুলাশিক্ষককে তুলাশিখর বলা হয়, খুম্পুইলং কে কুপিলং বলা হয় এই গুলি সবটাই ভুল নাম। এবং ঠিক সেই ভাবে ভাঙমুন, মনপুই থেকে মংচুয়াং, বাইছাম, দামছড়া এই রাস্তাটার অবস্থা এখনো খারাপ, গাড়ী চলে নামে মাত্র অতি কষ্টে প্রধানত এই রাস্তা দিয়েই আসামে কমলা ট্রেন্সপোর্টেশান হয়। এই রাস্তাটা কবে নাগাদ ঠিক করা হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি তো বলেছি যে ৬ কি.মি. রাস্তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে আর ৫

কি.মি. এর কাজ ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে আর বাকীটাও আমরা পর্য্যায়ক্রমে নিচ্ছি। আর জঙ্গল ইত্যাদি তো আমরা যখন করার দরকার আমরা করি সাধারনত মেন্টিনেন্স ওয়ার্কের মধ্যে। সেই কাজটা এখানে করা হচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন সরকার তো কমিটি গঠন করে দিয়েছে, প্রাথমিকভাবে তারা একটা রিপোর্টও প্লেইস করেছে এবং মন্ত্রীসভা সেটা অনুমোদনও করে দিয়েছে এই নামগুলি ইঞ্জিনীয়ার্স যে নামগুলি আছে সেইগুলি ইতিমধ্যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেইগুলি সম্পর্কে।

শ্রী রাজেন্দ্র রিয়াং (কাঞ্চনপুর) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর থেকে ভাংমুন এটা নেশানেল হাই ওয়ের কাজ শুরু হচ্ছে আমরা শুনেছি ফরেষ্ট দপ্তর থেকে গাছ কাটার জন্য অবজেকশান দিচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ? যদি এই ধরনের অবজেকশান হয়ে থাকে তা হলে সেটা কিভাবে দূর করা যায় সেটা জানাবেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা প্রথম বি আর ও আমাদের দৃষ্টিতে এনেছিল এবং খু সম্ভবত এখন এই বিরোধ আর নাই। কারন গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার একটা স্ট্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশান আছে যে ৩০ মিটার পর্যন্ত এই সমস্ত রাস্তা যেগুলি ন্যাশানেল হাইওয়ে আছে বা ডিস্ট্রিক মেজর রোড বলে যে সমস্তগুলি আছে সেইগুলির জন্য দরকার হবে না সেখানে শুধু যেটা হচ্ছে তাদের ফ্রম একটা আছে যে সমস্ত গাছ গাছরাগুলি পরে তারা তার একটা অ্যাসেসমেন্ট করে টাকা পয়সা যা আসে সেইগুলি তাদেরকে দিয়ে দিতে হয়। এটার ভিত্তিতে এখন কাজ হচ্ছে। সুতরাং এটার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আমাকে সর্বশেষ যেটা বলেছেন এবং বি আরও যেটা বলেছেন যে তাদের মধ্যে আর বিরোধ নেই, তারা এখন কাজ করছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেশ দেববর্মা।

শ্রী অনিমেশ দেববর্মা (প্রমোদনগর) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১০১

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১০১

Question No. 1. Is there any plan to repari the road from Gongraichara to Gouranga tilla via Khas Kalyanpur under pramode Nagar constituency?

2. If yes, when ? and

3. If no, why?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- ১. উত্তর ঃ- হ্যাঁ।

২. উত্তর ঃ- রাস্তাটির একটি অংশের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা গেলে বাকী অংশের কাজ খুব শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে।

৩. উত্তর ঃ- ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Sri Animesh Deb Barma :- Hon'ble Chief Minister has reolyed to one of my question in this Assembly and he assured for a S.P.T. bridage over Sambrucharra at Brindabanghat, Knowai. But let me sure in the House the work had yet dot started and I believe winter season is a best period to start such kind of work. Now I would like to asked Hon'ble Minister he take this pending works as a challenge like our Hon'ble Chief Minister has taken Takarjala constituency as the most challengeing of constituency for alround development work.

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, রাস্তাটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৬০ কিলোমিটার কিন্তু রাস্তাটা পাকা রাস্তাই এবং এই রাস্তাটা জিরো থেকে দুই কিলোমিটার অংশের পিচ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বাকী অংশের কিছু কিছু পিচ সেটাও ক্ষতি

হয়েছে। জিরো থেকে দুই কিলোমিটার অংশের কার্পেটিং এর কাজ সেটা শেষ হয়ে গেছে এবং বাকী অংশের পিচ রিপেয়ারিং এবং রি-কার্পেটিং এর জন্য এসটিমেট তৈরী করা হয়েছে, এটা অনুমোদনের জন্য অপেক্ষায় আছি। এই রাস্তাটা জিরো থেকে এক কিলোমিটার যে এস.পি.টি. ব্রীজ এটা আমাদের দিক থেকে ছিল হয় বেইলী ব্রীজ না হলে আর.সি.সি. ব্রীজ, আমরা পর্যায়ক্রমে এই গুলির কাজ করছি। এবং এই রকম আরও ২-৩টি ব্রীজ আছে এবং এই সবগুলি আর.সি.সি. শ্লেভ কালভার্টে রুপান্তরিত করার জন্য নাবাট থেকে টাকা এনে সেই প্রজেক্টে আমরা এইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করছি এবং আমরা আশা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই প্রজেক্টটা অনুমোদন হয়ে গেলে পরে আমরা এইগুলির কাজ শুরু করতে পারব। আর এস.পি.টি. ব্রীজ যেটা নষ্ট হয়ে আছে সেটা দ্রুত মেরামতির জন্য সেখানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, টেন্ডার করা হয়েছে। আমরা আশা করছি এর মধ্যে টেন্ডার ফাইনাল হয়ে যাবে। তাহলে এস.পি.টি. ব্রীজ এখন যেটা খারাপ আছে সেটা আমরা রিপেয়ার করে ফেলব।

শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ- স্যার, ঠিক আছে, দি ওয়ার্ক উইল বি ডান, এখন দেখা যায় কি দেয়ার আর এন নাম্বার রোডস এই পর্যায়ে আছে, সেখানে দেখা যায় উত্তর মহারাণী পুর থেকে প্রমোদনগর বাজার এই রোডটা সংস্কারের জন্য আমি আমাদের পি.ডব্লিউ.ডি. মিনিষ্টারকে এর আগেও একটা চিঠি লিখেছি এবং হি এসিউরড এটা সংস্কার করা হবে। ঐ জায়গাতে উয়ী হেভ এ ডাউট দ্যাট এক্সট্রিমিষ্টরা আছে এ্যাণ্ড কম্বিং অপারেশন এর জন্য উত্তর মহারাণীপুর এবং প্রমোদনগরের মধ্যে যাতায়াতের অনেক অসুবিধা আছে এবং সেটা করলে পরে ইট ইজ নট অনলি ফর দ্যা কমন পিপুল বাট ফর দ্যা সিকিউরিটি ফোর্সেস অলসো ইট উয়ীল বি হেল্পফুল। হোয়াট আই ওয়ান্ট টু আসক হিম লেট আউর মিনিষ্টার ইনষ্ট্রাক্ট অল দ্যা কনসার্ণ অফিসার্স এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারস টু স্পিড আপ দ্যা ওয়ার্ক। তাহলে সেটা সিকিউরিটি ফোর্সেসের জন্য ভাল হবে। তাই মাষ্ট হেভ টু শেয়ার দ্যাট হেলথ মিনিষ্টার, আমি হেলথ মিনিষ্টারকে একটা চিঠি লিখেছি তুলাশিখর প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে একটা এ্যাম্বুলেন্স এর দরকার আছে। আই হেভ সিন ইন ওয়ান নিউস পেপার দ্যাট ইট হ্যাজ বিন অলরেডি পারচেইজড এট দ্যা কষ্ট অব ৩ লাখ ৪৪ থাউজেণ্ড রুপিস। এবং সেখানে দরকার আছে এই সমস্ত জিনিস। আই শোড বি গিভেন এন অপরচিউনিটি টু এপ্রিশিয়েট অনারেবল পি.ডব্লিউ.ডি. মিনিষ্টার ইন দ্যা নেকষ্ট অ্যাসেম্বলী সেশান আফটার কমপ্লিয়েশন অব দ্যা জবস।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ঠিকই আছে যে এই অঞ্চলটা উগ্রপন্থী কবলিত এলাকা, কাজ করতে গিয়ে টেণ্ডার ফিক্স আপ করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ সময়। কিন্তু রাস্তাটা যত শীঘ্র সম্ভব চালু করা যাইতে পারে খোয়াইয়ের বিকল্প রাস্তা হিসাবে। খোয়াই, তেলিয়ামুড়া যে রাস্তা আছে, খোয়াই মহারাণী, প্রমোদনগর হয়ে আপটু তুলাশিখর ব্লক হেড কোয়ার্টার যেখানে আছে। সেই রাস্তার সঙ্গে দ্রুত এই রাস্তাটা খোলা যায় তার জন্য আমাদের দিক থেকে সমস্ত রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা প্রায় অধিকাংশ ব্রীজ এর মধ্যে করে ফেলতে পেরেছি এবং সবগুলি ভেলী ব্রীজ। একটা ব্রীজ আছে যেটা বালুছড়া নদীর নামটা ঠিক নেই। এটা জন্য আমাদের আগে যেই এস্টিমেট করা ছিল দেখা গেছে তরিপাছড়াটা বড় করে ওয়ার্কিং হয়ে গেছে। যে ভেলী ব্রীজটা সংগ্রহ করা হয়েছিল দেখা গেছে এখন এই ব্রীজ দিয়ে সেই কাজটা চলবে না। ঐ ব্রীজটা যদি আমরা করে ফেলতে পারি এমনিতে শীতের দিনে এটার উপর দিয়ে ছোট গাড়ী চলতে পারে কারন নদীটা প্রায় শুকিয়ে যায় কিন্তু বর্ষাকালে পাহাড়ের জল নামে বৃষ্টি হলে পরে, তখন এটার চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যায়। আমরা সমস্ত দিক থেকে এটা চেষ্টা করেছি যাতে এই মার্চ মাসের মধ্যে এই ব্রীজটা করে এই রাস্তাটা চালু করতে পারি। সিকিউরিটি ফোর্স এবং অন্যান্য যেটা বলেছেন, রাস্তাটা হলে পরে অন্ততঃ এদের জন্য দারুন ভাবে সাহায্য করবে এবং সেই গুরুত্বের কথাটাকে চিন্তার মধ্যে রেখে প্রায়রিটি ফিক্স-আপ করে এই রাস্তাটা যাতে দ্রুত চালু করা যায় সেই জন্য সমস্ত রকমের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ কুমার চাকমা মহোদয়।

শ্রী অরুণ কুমার চাকমা (পেঁচারথল) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ট কোয়েশ্চেন নং - ১১০

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ স্টার্ট কোয়েশ্চেন নং - ১১০

প্রশ্ন

১) মাছমারা হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত পুরানো K.N. Road-টি সংস্কার করার (মেটেলিং ও কার্পেটিং সহ) কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) থাকিলে তা কবে নাগাদ কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ইতিমধ্যেই রাস্তাটির এক মাইল (কুমারঘাট হইতে দারচৈ) পর্য্যন্ত অংশের (১.২ কি.মি.) সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বাকি অংশের সংস্কারের কাজ ক্রমান্বয়ে হাতে নেওয়া হবে।

৩) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রী অরুণ কুমার চাকমা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কে.এন. রোড টা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সংস্কারের কাজ বাকি আছে। এটা মাছমাড়া থেকে পেচারথল রাস্তা হওয়ার আগেই এই রাস্তা দিয়ে কুমারঘাট থেকে কাঞ্চনপুর-এ যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা ছিল এটা। তখন কাজটা মেটেলিং পর্যন্ত হয়েছিল। তৎপরিবর্তে কোন সংস্কার না হওয়ার দরুণ এটা এখন মনতাক টিলা বা শেরমন টিলা এই সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলে রাস্তাগুলি ভাঙচুর হয়ে গেছে। যার কারণে এই রাস্তাটা দিয়ে এখন গাড়ী চলাচল এর অনুপযুক্ত হয়ে আছে। আর বিশেষত এই এলাকাতে শেরমন টিলাতে একটা টি.এস.আর. ক্যাম্প আছে যে ক্যাম্পটা পেচারথল এবং মাছমারার বিস্তীর্ণ এলাকা সিকিউট করছে আবার শেরমন টিলাতে একটা টেলিকম টাওয়ার আছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাছমারা থেকে যদি এই রাস্তাটি সংস্কার করা না হয় তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারেই আমি জানতে চাই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, রাস্তাটির দের্ঘ্য হচ্ছে ২৮ কি.মি. এবং মাননীয় সদস্য যা বলেছেন এই রাস্তা দিয়েই যোগাযোগ করতে হয় কুমারঘাট থেকে মাছমারা পর্যন্ত। পরবর্তী সময় মানুষ পেচারথল-মাছমারা এই রাস্তাটাই ব্যবহার করে এবং এটা আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে পরে। তবু আমরা এই কাজটা হাতে নিয়েছি প্রথম পর্যায়ে টারসিপ পর্যন্ত প্রায় ৪ থেকে ৪.৮০ কি.মি. এটার কাজ আমরা শেষ করব। কারণ এখানে যারা আছেন তাদের মূল যোগাযোগের জায়গা হচ্ছে কুমারঘাট হয়ে তাদের আসতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই কাজটা আমরা হাতে নেব। আর শেরমন টিলা যেটা বলেছেন এটা ঠিক শেরমন টিলার সঙ্গে যেগাযোগটা যাতে দ্রুত করা যায় এখন তারা কৃষ্ণা টিলা হয়ে আসে এখানে গাড়ীর ব্যবস্থা আছে অথচ সেটা অনেক ঘোরা পথ। উজান মাছমারা থেকে শেরমন টিলার দূরত্ব সাড়ে তিন কি.মি. প্রায় ৪ কি.মি. এর মত। এই কাজটা প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। এবং শেরমন টিলার এই টেলিকম সেন্টার এটাকে লক্ষ্যো রেখেই কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছে। টেলিকম দপ্তর আর্থিক দিক থেকে তারা সাহায্য করেছেন যাতে আমরা এই রাস্তাটা দ্রুত শেষ করে দিতে পারি। আমি যতটুকু জানি এটা শেষ পর্যায়ের মধ্যে আছে। এন.পি.সি.সি. এই কাজটা করেছেন এবং আমরা আশা করছি এই বছরের মধ্যে শেষ করতে পারব।

শ্রী অরুণ কুমার চাকমা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে টেলিকম থেকে টাকা দিয়েছে কিন্তু আমি যে রাস্তাটার কথা বলেছি সেটা না। সেই রাস্তা হলো শান্তিপুর থেকে একটি নতুন রাস্তা করানো হয়েছে যে রাস্তা দিয়ে গাড়ী আজও চলতে পারবে কিনা একটা সন্দেহ রয়েছে। কারন অত্যন্ত খারাপ অবস্থা থাকায় যেটা পরবর্তী সময়ে টেলিকম থেকে

আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা হয়েছিল, কাজেই এটা মাছমারা থেকে যদি পুরনো রাস্তাটা কাজ করানো হতো তাহলে আমার জানা মত টিলিকম থেকে যে টাকা পেয়েছিল সেটা দিয়ে এই কাজটা সম্পূর্ণ করা যেত। সেই ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে রাস্তাটা করানো হয়েছে সেটা দিয়ে কিন্তু গাড়ী চলাচলের মত অবস্থা নেই। এখন মাছমারা থেকে শেরমন টিলা পর্য্যন্ত রাস্তাটা কবে নাগাদ করা হবে?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- প্রশ্ন যেটা হচ্ছে এখানে শেরমন টিলার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য যে রাস্তা আছে এটা মাছমারা হয়ে কৃষ্ণটিলা অনেক দূর প্রায় ১৬-১৭ কিলোমিটার। এখন যে রাস্তাটা আমরা করছি এই টেলিকমের সাহায্যে এটা সর্বোচ্চ দূরত্ব হবে চার থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার। সেটা ঠিক রাস্তা হয়েছে ল্যাণ্ড একুইজিশান করতে হয়েছে তাতে একটু সময় বেশী লেগেছে, মাটি ফেলছে বৃষ্টি হয়েছে এই সিজনটাই মূলত ধরা হয়েছে এটা যাতে সলিং কাজটা শেষ করা যায়। আর টেলিকম সেন্টার সেখানে পাহাড়ের উপরে এলার্মমেন্ট মিলাতে গিয়ে কিছু সময় বেশী লেগে গেছে, তারা আমাদেরকে যেটা জানালেন এলার্মমেন্ট ফাইন্যাল হয়ে গেছে সেই অনুসারে তারা কাজ করছেন। যদি এই সিজনে এই রাস্তাটা টেলিকম লোকেরা যাতে ব্যাবহার করতে পারেন, তার জন্য সমস্ত রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ মহোদয়।

শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৩

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৩

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত পি.ডাব্লিউ.ডি.-র ডাকবাংলোটি বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে এবং ডাকবাংলোটি বর্তমানে কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে,

২) উক্ত ডাকবাংলোর নিজস্ব জমির পরিমান কত ছিল এবং বর্তমানে কি পরিমান জমি রয়েছে এবং কি পরিমাণ জমি দেখলে আছে,

৩) বে-দখল জমি উদ্ধারে দপ্তর প্রয়োজনীয় কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং

৪) উদ্যোগ না নেওয়া হলে এর কারণ?

উত্তর

১) ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত পি.ডাব্লিউ.ডি.-র ডাকবাংলোটি বাস উপযোগী এবং এই বাংলোটি সরকারী কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী সরকারী নিয়মা অনুসারে ভাড়া দেওয়া হয়।

২) উক্ত বাংলোর নিজস্ব জমির পরিমান হল ৪৫৫.৬২ ব:মি: এবং এই বাংলোর কোন জমি বেদখল হয় নাই।

৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৬

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৬

প্রশ্ন

১) রাজ্যের চা বাগানগুলির উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা?

২) নেওয়া না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, রাজ্যের চা বাগানগুলির উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২) প্রযোজ্য নহে।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা সকলেই জানি ত্রিপুরা রাজ্যের চা-শিল্প নিদারুন ভাবে মার খাচ্ছে। এক দিকে চা-এর দাম কমে গেছে অন্য দিকে উগ্রপন্থী হামলা চলছে বাগানগুলোতে। এবং মালিক, কর্মচারী অপহরন চলছে। শ্রমিকদের যে মজুরী বৃদ্ধি করার কথা, সেটাও তারা পাচ্ছে না, অন্যদিকে অকশন বাজারেও মালিকরা চা বিক্রি করতে পারছে না, এই সমস্যাগুলি নিরসনের উদ্যোগ না নিলে রাজ্যে প্রায় অর্ধ লক্ষ শ্রমিক পথে বসে যাবে। এছাড়া আমরা লক্ষ করছি কিছু চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে আর কিছু বন্ধের মুখে, আর যে বোনাস দেওয়ার কথা ছিল এর আগে ২৩ শতাংশের উপর বোনাস দেওয়ার কথা কিন্তু এইবারে ৯ থেকে ১০ শতাংশের বেশী বোনাস দেওয়া যায় নি। অন্যদিকে শ্রমিকদের যে বাসগৃহ রান্নার ঘর পাওয়ার কথা মেডিকেল ফেসিলিটি এইগুলিও তারা পাচ্ছে না, কাজেই এই চা শিল্পটা আজকে ধ্বংসের মুখে, এটাকে আবার পুনরায় রক্ষা করার জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে মান য় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, প্রথমত যে সমস্যা, বন্ধ যে চা বাগানগুলি রয়েছে সেগুলির ব্যাপারে কি করা, আমরা বন্ধ চা বাগানগুলি আর্থিক দিক থেকে পুনরায় চালু করার জন্য রাজ্যসরকারের টি বোর্ডের একটা স্কিম আছে, আমরা টি বোর্ডের কাছে লিখেছি যে তিনটা বাগান বন্ধ আছে আরও ৭ থেকে ৮টা বাগান বন্ধ হওয়ার পথে, মালিকরা সেই রকম দেখাশোনা করছেন না, এটা স্পেসিফিকেলী আমরা দিয়েছি, তারা একটা টিম পাঠিয়েছিলেন সার্ভে করার জন্য এবং তারা এসেছেন এবং যোগাযোগ রাখছি যাতে এইগুলিকে ব্যবস্থা করা যায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখানে টি এসোসিয়েশনের একটা দাবী ছিল যে চা বাগানগুলির উপর একটা কৃষি আয়কর আছে সেটা হ্রাস করার জন্য, আমরা আমাদের কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেখানে প্রতি টাকা ৬০ পয়সা ছিল এটা কমিয়ে ৫০ পয়সা করেছি, আর যেটা ৭০ পয়সা ছিল এটা ৬০ পয়সা করেছি। আর যারা ক্ষুদ্র চা চাষী তাদের চা বিক্রি করা সমস্যা হয়ে পড়েছে, দাম কমে গেছে বাজারের এই কারনে আমরা সরকার থেকে উদোগ নিয়ে আমরা তিনটা চা কারখানা করার জন্য সেখানে কো-অপারেটিভ কে দিয়ে সেই উদ্যোগ নিয়েছি একটা কারখানা ইতিমধ্যে জিলা গড়ে চালু হয়েছে যার ফলে দক্ষিন ত্রিপুরার যারা চা চাষী, ক্ষুদ্র চা চাষী অন্য যারা অপারেটিভ, তারা এখানে এই বছর দেখেছি গড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ টাকা রেট পেয়েছে এবং দুর্গাবাড়িতে আরেকটা কারখানা হয়েছে আগামী সেশন থেকে আমরা শুরু করব। কমলপুরে ধলাই জেলার জন্য আরেকটা বড় সমস্যা এখানে ক্ষুদ্র চা চাষীও বেশী, এখানেও আমরা একটা কারখানার কাজ হাতে নিয়েছি। সেখানে আমরা নর্থ ইষ্ট রিজিয়ন ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা পেয়েছি বাকি টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করছি। এবং আমরা আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কুমারঘাটে আরেকটা করার জন্য সেখানেও যারা ক্ষুদ্র শিল্পি তাদের জন্য আরেকটা কিভাবে বাড়ানো যায় তার উদ্যোগ নিয়েছি। এবং কাঁচা ফসল যেটার দাম কমে গেছে আমরা টি বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম প্রাইজ স্টেবিলাইজেশান নামে একটা স্কীম এটা দক্ষিন ভারতে ছিল সেটা এখন ত্রিপুরাতে একাউন্টেন্ট করেছে, এটা আমরা নোটিফিকেশান করেছি, মার্কেটে যে রেট পরে তার পরে বাকিটার উপর সাপোর্ট একটা দেবে, এই বিষয়গুলি আমরা টেক-আপ করেছি। এবং টি রিসার্চ এসোসিয়েশান চলে গিয়েছিল আমরা তাদের কে এনে নিজেদের সরকার থেকে তাদের অফিস রুম দিয়েছি। আমরা লোক দিয়েছি দপ্তর থেকে যাতে করে কারিগরী সহায়তা চা উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয় সেই উদ্যোগ গুলি আমরা নিয়েছি। আর নবনির্বাচিত যে টি ফেকটরী গুলি যারা নতুন ফেকটরী করেছে আমাদের স্কীম যেটা আছে তারা সেলস্ টেক্সের উপর ৫ বছরের রি-এম্বারসমেন্ট পাবে, এই স্কীমগুলি আমাদের চালু আছে। আমরা আমাদের সরকার থেকে সেগুলি করার জন্য এবং সাপোর্ট দেওয়ার এই গুলি চেষ্টা করছি, আর অন্য যে বিষয়গুলি এনেছেন শ্রমিকদের অন্য ব্যাপারগুলি এটা প্রেকটিকেলী লেবার ডিপার্টমেন্টের রিলেটেড বোনাস কিংবা ঘর বাড়ির যে ব্যাপারগুলি এটা তারা দেখাশোনা করেন তবে সমস্যা তো আছেই। এখানে যাতে একটা টি সেকশন মার্কেট করা হয় আগরতলা না হয় ধর্মনগরে আমরা এই রকম একটা প্রস্তাব টি

বোর্ডে পাঠিয়েছি তারাও প্রেকটিকেলী এই উদ্যোগটা নেন। আমরা আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেইগুলিকে নিয়ে টি বোর্ড এবং ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি যাতে করে এই শিল্পের এই অবস্থাটাকে কাটিয়ে তোলার জন্য সাহায্য করা যায়।

আর অন্য যে বিষয়গুলি এনেছেন এটা প্রেকটিক্যালি লেবার ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড বোনাস বা ঘর ভাড়ার ব্যাপারগুলি তবে সমস্যা তো আছেই। টি সেকশন মার্কেট করার জন্য ধর্মনগর এবং আগরতলায়। এই দুটি জায়গার জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি টি বোর্ডের কাছে। টি বোর্ড প্রেকটিক্যালি উদ্যোগটা নেন তাহলে আমরা রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বিষয়গুলি নিয়ে টি বোর্ড এবং গভর্নমেন্ট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়। যাতে করে এই অবস্থা কাটিয়ে তোলার জন্য সাহায্য করা যায়।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- চায়ের অকশনের জন্য আঁগরতলায় কোন কেন্দ্র খুলার কোন চিন্তাভাবনা বা সিদ্ধান্ত আছে কিনা।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- আমি আগে বলেছি। আমরা আগরতলা অথবা ধর্মনগর স্থানের জন্য টি বোর্ডকে আমরা দুটি প্রস্তাব দিয়েছি। এটা টি বোর্ড ফাইনালে করবে কোথায় কোথায় এটার প্রেপার করা যায়। সেখানে সরকার ইচ্ছা করলেও অকশন মার্কেট করা যায় না। আমরা অলরেডি প্রস্তাব পাঠিয়েছি গভর্নমেন্ট ইণ্ডিয়ার কাছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই যে তিনটি চা-বাগান আছে তার সঙ্গে আর ৪টি বন্ধ হওয়ার মুখ। এই বিপর্যয়ের কারন কি কি? দ্বিতীয়ত আমাদের চা বাজার ঠিক মত পাচ্ছে না। তার কারন এই প্রোডাকশনগুলি সেই রকম স্ট্যাণ্ডার্ড নয়। কাজেই কি কি কারনে চা বাজার বন্ধ হচ্ছে? তৃতীয়ত চায়ের মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড করার প্রতি কি কি ব্যবস্থা সরকারের আছে?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- চায়ের বাজার পাচ্ছে না সেটা ঠিকই বলেছেন মাননীয় সদস্য। স্ট্যাণ্ডার্ড খারাপ হলে বাজার পায় না। এটা ঠিকই আছে। দার্জিলিঙ -এ চায়ের মার্কেট খুব ভাল আছে। সাধারণ চাও বাজারে দাম কমে না। অকশনে প্রেকটিক্যালি মিটেই রেইট। তারাই সমস্যা তৈরী করে কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের চা এর গুণগত মান বাড়াবার জন্য আমরা যে নতুন ফ্যাক্টরিগুলি করেছি তাতে সমস্ত রকম প্রিকোয়েশান সেখানে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা ট্রেন বা ম্যানেজার বাইরে থেকে আনার চেষ্টা করছি ফ্যাক্টরিগুলিতে। মেলাঘর নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার আনার চেষ্টা করেছি। গত সপ্তাহে আমাদের ফ্যাক্টরি অকশন হয়েছে তাতে এন্টার নর্থ ইষ্টার্ন রিজনের মধ্যে আমার .... আমাদের মেলাঘর চা বাগান সেকেণ্ড পজিশানে আছে অকশনের দিক থেকে। আমরা তাতে চেষ্টা করেছি আমাদের চা বাজার এর গুণগত বাড়াবার জন্য। কারন আমাদের চা তো তেমন কমন নয়। ফ্লেভার নয় কিন্তু আমাদের চা খুব ভাল লিকার হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত।

শ্রী অমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) ঃ- বিশ্বায়নের ফলে শ্রীলংকা সহ বিভিন্ন দেশ থেকে চা আমাদের দেশে বাজার দখল করে নেওয়ার ফলেই আমাদের রাজ্যে চা উৎপাদিত চায়ের দাম সঠিকভাবে পাচ্ছে না। এটা কি সত্য?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- এটা ঘটনা আমাদের রাজ্যে যে চা উৎপাদিত হয় সেটা হল কমন টি। বাংলাদেশেও তা তৈরী করে। শ্রীলংকা ও কেনিয়া তাদের দেশে যে চা তৈরী হয় সেটা গুণগত দিক থেকে আমাদের দেশের মত। কিন্তু দার্জিলিং চায়ের মত হয় না তবে এই কমন টি বাজারে ঢুকছে। এটা ঠিক আছে। যে কারনে চায়ের দামটা কমছে এটা ঠিক আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ- এডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ১৫৪

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- এডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ১৫৪

প্রশ্ন

(১) বর্তমান আর্থিক বছরে কল্যানপুরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চালু করার পরিকল্পনা আছে কিনা।

(২) না হলে তার কারন,

(৩) কবে নাগাদ এই প্রকল্পটি চালু করা হবে?

উত্তর

(১) না।

(২) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সেকটর রিফর্মস এর আওতায় পড়ে তাই নতুন কোন কাজ এ.আর.ডব্লিও.এস পি. এর আওতায় নেওয়া যাচ্ছে না।

(৩) এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কল্যানপুরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন চালু করার প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের সময় এই সরকার ভোটে দিচ্ছে। পঞ্চায়েত এলাকায় পরিকল্পনাভাবে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট চালু করার জন্য জায়গা নির্বাচিত হয়েছে কল্যানপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর কাছে। এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা নির্বাচিত হয়েছি। স্যার, কল্যানপুরের এই পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে আমি বার বার এই বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মিনিষ্টারের কাছে চিঠি দিয়েছি। এবং এই ডিপার্টমেন্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে সবার সঙ্গে কথা বলেছি। যদি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট চালু না হয়, কল্যানপুরে এই রকম ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চালু নেই। সেখানে এমন কোন জলাশয়ও নেই। এমন কোন জলের উৎসও নেই। সেখানে একমাত্র ডিপ টিউবওয়েল আছে। সেখানে যদি কোন সময়ে বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হবে। এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট থেকে তদন্ত শুরু হয়েছিল। এখন আমার কথা হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন পরবর্তী সময় এই প্রস্তাবগুলি ভেবে চিন্তাভাবনা করে দেখা হবে। এই সাপেক্ষে এই ডিপ টিউবওয়েল থেকে বাড়ি বাড়ি জলের কানেকশনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা। এবং সাথে সাথে কিছু কিছু জায়গায় পাইপ লাইন এক্সটেনশন করে পয়েন্ট চালু হবে কিনা। এই অবস্থার মধ্যে এই ডিপার্টমেন্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। এখানে কিছু সংখ্যক বাড়ীতে ওয়াটার কানেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে এবং দুটি বাড়ীতে কানেকশান দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির এইগুলি আটকে রেখে তাদের পছন্দ মত একটা নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে অগ্রাহ্য করে কিছু কানেকশনের ব্যবস্থা নিয়েছেন এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- প্রথমতঃ হচ্ছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আমরা করতে পারছি না যেহেতু ওয়েষ্ট ডিসট্রিক্ট সেক্টর রিফর্মসের মধ্যে পড়ে গেছে। এখানে যে প্রজেক্টগুলি আমরা করতে যাই না কেন তার টেন (১০) পারসেন্ট পারটিসিপেশনের প্রশ্ন আছে যারা বেনিফিসিয়ারী হবেন তাদের টেন (১০) পারসেন্ট টাকা ওয়েষ্ট হয় যেহেতু এ.আর.ডব্লিও.এস.পি. ওয়েষ্ট ত্রিপুরার জন্য কার্য্যকরী নয় সেই কারনে চিন্তা ভাবনার মধ্যে থাকলেও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যেটা করব আমরা ঠিক করেছিলাম আমাদের স্কীমের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল কিন্তু সেটা একটা অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। তেলিয়ামুড়ার ক্ষেত্রে আমরা করেছি নন্ ল্যাপসেব্যাল পুল থেকে টাকা এনে তারা টাকা স্যাংশন করেছেন সেই অনুসারে আমরা কাজ করেছি। আমাদের চিন্তা আছে তেলিয়ামুড়ার কাজ শেষ হলে কারন তারা তো একটা টাকা দিয়েছেন আমরা এই রকম কয়েকটা মিনি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের প্রজেক্ট তৈরী করে নন্ ল্যাপসেব্যাল পুলের কাছে একটা প্রজেক্ট সাবমিট করতে

যাচ্ছি তার মধ্যে কল্যানপুর ধরা আছে। তাতে যদি স্যাংশান পাওয়া যায় তাহলে টাকার যে সমস্যা আছে এটা মিটে যাবে তাই আমরা হয়তো এই কাজটা শুরু করতে পারব। আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে আছে প্ল্যানিং কমিশন এডিশনাল সেন্টার অ্যাসিস্টেন্স যেটা দেয় তার মধ্যে এই রকম যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি আছে সেখানে মিনি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার জন্য আমরা সেখানে কিছু প্রজেক্ট দিতে পারি কিনা। যদি সেখানে বরাদ্দ পাওয়া যায় হয়তো পাওয়া যাবে। সারফেইজ ওয়াটারের এখানে কোন অভাব নেই। কারন পাশেই খোয়াই নদী আছে এবং এই নদীতেও এখনও সারপ্লাস জল আছে সুতরাং এখানে জলের কোন অসুবিধা হবে না। দ্বিতীয় মাননীয় সদস্য যে ব্যাপারটা বলেছেন যে ডিপ টিউবওয়েল থেকে পাইপ লাইন এ্যাকসটেনশান করা এখানে আমাদের জল কি পরিমান আছে এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দপ্তর সিদ্ধান্ত নেন যদি বাড়তি জল থাকে এ্যাকসটেনশান করার জন্য কোন রকম অসুবিধা থাকবে না। তৃতীয়তঃ যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করেছেন যে পঞ্চায়েত প্রস্তাব দিয়েছে এবং পঞ্চায়েত সমিতি আটকে দিয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি খোঁজ খবর করে দেখব যদি বাড়তি জল দেওয়ার মত অবস্থা থাকে আমি বিশেষ করে বলছি পাবলিকের জন্য যে পয়েন্টগুলি আছে সেগুলি আগে প্রায়রিটি দিতে হবে যাতে সব অংশের মানুষ জল পেতে পারে। তারপর উদ্‌বৃত্ত জল যদি থাকে সেখানে হিসাব করে বাড়ী বাড়ী কানেকশান কতটা দেওয়া যাবে সেটা দপ্তর হিসাব করার পর সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এতটা ডমোষ্টিক কানেকশান দেওয়া যাবে এবং তার উপর বেসিস করেই সেখানে সিদ্ধান্ত হয়। মাননীয় বিধায়ক যেটা বলেছেন সেটা আমরা খোঁজ খবর করে দেখব যদি এই রকম সুযোগ থাকে নিশ্চয়ই যাতে অসুবিধা যেটা বলছেন পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নেবেন কারা পাবেন, কারা পাবেন না কিন্তু সংখ্যায় কি হবে সেটা দপ্তর জানিয়ে দেবে তার ভিত্তিতে হবে।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মন্ত্রী দেন নি। উনি বলেছেন ডিপার্টমেন্ট ঠিক করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন কারন আর মাত্র আধা মিনিট সময় আছে।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ- এখানে দুটি কানেকশান দেওয়া হয়েছে এটা সত্য কিনা, কি কারনে দেওয়া হয়েছে অন্য পঞ্চায়েতগুলি চিন্তাভাবনা না করে এই দুটি কানেকশান কেন দেওয়া হল। এই দুটি কানেকশান পেয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির যিনি প্রার্থী ছিলেন উনি এবং আর একজন হচ্ছেন মাখন বাবুর নিকট আত্মীয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ-** আমার কাছে এখন এই তথ্য নেই। আমি তো বলেছি খোঁজ খবর করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ- কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সকল তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURES - 'A & B' -

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, আপনার দৃষ্টিতে নিচ্ছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আছেন এখানে, সম্প্রতি এখানে নয়া মুখ্য সচিব হয়েছেন, নয়া স্বরাষ্ট্র সচিব হয়েছেন। এ্যাকচুয়েলি ১৯৮০তে মিঃ কে রাজেশ্বর রাও, আই, এ,এস অফিসার, উনি হোম সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। সিনিয়র ডি.জি. ভি.এম শ্রীবাস্তব, আই.পি.এস. উনি ১৯৭২ ব্যাচের, এদিকে চীফ সেক্রেটারী ১৯৭৭ এর ব্যাচের। এটা নিয়ে বিশেষ করে আই.পি.এস এবং আই.এ.এস লেবেলে ইগোর লড়াই। এখানে বলেছে পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ, বিশেষ করে হোম সেক্রেটারী, ডি.জি-র কাজকর্ম নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। পুলিশ স্তরে যদি ক্ষোভ থাকে তাহলে এটা আইনশৃঙ্খলার মধ্যে কোন প্রভাব পড়বে কিনা। বিশেষ করে আই.এ.এস এবং আই.পি.এসের মধ্যে ইগোর লড়াইটা আছে। এই ব্যাপারে কোনরকম আশংকার সম্ভাবনা হবে কিনা কিংবা কোনরকম অসুবিধার সম্মুখীন হবে কিনা এই ব্যাপারে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ-** মাননীয় মহোদয়, এটা-ত প্রশাসনিক কতগুলি পদ্ধতি আছে। এতে যাকে

আমরা হোম সেক্রেটারী করেছি তিনি এখন কমিশনার ব্যাংকে এবং ডি.জি. ডি.জি-র কাজ করছেন, হোম সেক্রেটারী হোম সেক্রেটারীর কাজ করছেন। কাজেই এতে কোন অসুবিধা হওয়ার কারন নেই। ডি.জি-র সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, উনি তো কোন জায়গায় অসুবিধার কথা এখন পর্য্যন্ত ব্যক্ত করেন নি। আসলে এটা সিনিয়ার, জুনিয়ারের প্রশ্ন না। প্রশ্নটা হচ্ছে কো অর্ডিনেটেড ওয়ার্ক এবং হোমের কাজটা কি? ডি.জি. তার একটা নিজস্ব সেট-আপ আছে, তিনি অপারেশন থেকে আরম্ভ করে পুলিশের সব কাজ দেখেন। হোম, এটা প্রশাসনিক দিক থেকে এটাকে লিংক- আপ করার চেষ্টা করে। প্রব্লেম হওয়ার তো কোন কথা না। এটা তো গভর্নমেন্টের প্রেরোগেটিভ এবং ডি.জি-তো এই জায়গায় কোন প্রশ্ন তুলেন নি। আমার মনে হয় না এটা নিয়ে কোন সমস্যা হওয়ার কারন আছে। তবে পত্র পত্রিকায় কিছু লেখালেখি করেছে. আসলে কোন পুলিশ অফিসার আদৌ কিছু বলেছে কিনা, না পত্রিকাগুলি তাদের নিজেদের মনগড়া তাদের হয়ত বা পছন্দ নাও হতে পারে কাউকে। এগুলি এভাবে করলে মানুষের মধ্যে বিভ্রাতি সৃষ্টি হবে, এটা না হওয়া উচিত। ভালই করেছেন তুলে।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- না, এস.এন.সি. সি.-র চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ডি.জি-র নাকি!

শ্রী মানিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) ঃ- নো, নো।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- উনার কথায় কিছু কিছু কাজও নাকি আপনি করেও নিয়েছেন, সেজন্য উনি ধরে নিয়েছেন। উনাকে আবার চেয়ারম্যান না করাতে প্রব্লেম দেখা দিয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) ঃ এস.এন.সি, সিটা ফরম করেছে ইউনিয়ন হোম ডিপার্টমেন্ট। এটা আমরা ষ্টেট করিনি। যখন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত হোম মিনিষ্টার ছিলেন, সেই সময়ে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্রি এস.এন.সি.সি. তৈরী করে দিয়েছেন এবং তারাই এস.এন.সি. কিভাবে তৈরী হবে হো উইল চেয়ার দিস? চীফ সেক্রেটারী এটা চেয়ার করবেন। তুলসীদাস যখন চলে গেলেন, নতুন করে যখন আমরা দায়িত্ব দিলাম, হোম সেক্রেটারী আমরা আলাদা করেছি, কিন্তু হোম সেক্রেটারী এস.এন.সি.সি-র চেয়ারম্যান না। তুলসীদাস চীফ সেক্রেটারী ছিলেন, হোম সেক্রেটারী ছিলেন এবং এক্স চীফ সেক্রেটারী তিনি চেয়ার করতেন। একরডিংগলি এখন মাথুর আছেন, মাথুর চেয়ার করবেন। অপরেস তিনি একটা মিটিংও করেছেন।

শ্রী রতন লাল নাত (বিরোধী দলনেতা) ঃ- এই মিটিং-এ ডি.জি. এসেছেন?

শ্রী মানিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) ঃ- হ্যাঁ, ডি.জি. আসবেন না কেন? এগুলি পত্র-পত্রিকায়, সব পত্রিকায় না, আমি সব পত্রিকার কথা বলব না, একটি পত্রিকায় আমি দেখেছি।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- একটি পত্রিকা না, দুই-তিনটি পত্রিকায় উঠেছে।

শ্রী মানিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) ঃ- না, এটা তো হওয়ার কথা না।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ- স্যার, এখানে উনি যেটা বললেন, এটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আছে। ২৬শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতিকে যখন সম্বর্ধনা করা হয়, তখন আমরা দেখেছি প্রেসিডেন্ট সম্বর্ধনা জানাবার জন্য প্রসেশানে এক নম্বরে থাকে হোম সেক্রেটারী, ২ নম্বরে ডিফেন্স মিনিষ্টার, ৩ নম্বরে প্রধানমন্ত্রী, এভাবে রিসিপশান করা হয়। কাজেই পোষ্টটা খুব হাই। ইট ইজ অ্যাজ ইক্যুয়েল অ্যাজ কেবিনেট মিনিষ্টার। কাজেই ডি.জি-র থেকে অনেক উপরে। এর জন্যই উনি আশঙ্কা করছিলেন এটার মধ্যে কনফ্লিক্ট হবে কিনা? কারন উনি সিনিয়র আই.পি.এস অফিসার, উনিও সিনিয়র আই এ.এস অফিসার। তাহলেও সিনিয়ারিটির মধ্যে একটু গ্যাপ থেকে গেছে এবং এটা যে প্রচলিত প্রথা, এটার বাইরে কিনা, এটার মধ্যে আমাদের সন্দেহ রয়ে গেছে।

শ্রী মানিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) ঃ- নট্ এট্ অল, এটা ঠিক না। যেটা তিনি প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে বলেছেন আমাদের এখানে তো এ ধরনের কিছু প্রসেশন হয় না। তবে ২৬শে জানুয়ারীতে গভর্ণর ফ্ল্যাগ্ হয়ই করতে যান, তাঁকে বরাবরই ডি.জি. রিসিভ করেন। ডি.জি. চীফ মিনিষ্টারকেও রিসিভ করেন। কাজেই প্রশ্নটা তা না, আর আমাদের ত্রিপুরায় এটা ঘটনা তা না। এর আগেও সুভ্রমনিয়ম বলে একজন অফিসার ছিলেন পুলিশের হী ওয়াজ সিনিয়র দেন তুলসী দাস, দ্যাট্ অলসো

বিন ক্রিয়েট এনি প্রবলেম। এখানে এটা কোন প্রশ্ন না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার সাহেবের কাছে আমার একটা বক্তব্য আছে। স্যার, আমাদের এই যে নোট বুকটা, এটা আগে ছিল দশ পাতার, তারপরে এটা হয়েছে পাঁচ পাতার, শেষ পর্য্যন্ত সেটা এসে দাঁড়িয়েছে তিন পাতায়। এটার কারণটা কি, এতই কি আর্থিক সংকট চলছে না কি?

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন, এটাতে কিছু লেখা যায় না, আমাদের আলাদা খাতা নিয়ে আসতে হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, এটা দেখা যাবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- স্যার, তারপরে আর একটা হচ্ছে, পরশু দিন থেকে নতুন বৎসর শুরু হচ্ছে। অথচ আমরা এখনও ক্যালেণ্ডার, ডায়েরী কিছুই পেলাম না। নিয়ম অনুসারে আজকে বা কালকের মধ্যে ক্যালেণ্ডার পাওয়ার কথা। প্রিন্টিং মিনিষ্টার আমাদের বলতে পারেন কি যে, আগামী কাল এগুলি পাওয়া যাবে কি না?

মিঃ স্পীকার ঃ- ডায়েরীটা আজকে দেওয়ার কথা। আমরা আগেই যোগাযোগ করেছি। এটা আজকে আসার কথা এবং আসলে আজকে বিকালেই ডিস্ট্রিবিউট করে দেব।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, আমার একটা বিষয় বলার আছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও আছেন। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট অক্টোবর ২০০৩ইং ইন্টিরিম পেনশন ফাণ্ড রেগুলেটারী অ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি গঠিত করেছে পাঁচ সদস্যের কমিটি নিয়ে। এটার কাজ হবে, নুতন পেনশন পলিসি কি হবে সেটার ড্রাফট্ তৈরী করার জন্য। এবং তার চেয়ারম্যান হলেন অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী, মিনিষ্ট্রি অভ্ ফিনান্সের মিঃ বিনোদ রায়। ১লা জানুয়ারি ২০০৪ইং থেকে নুতন পেনশন স্কীম চালু হওয়ার কথা। এটা চালু হলে আমাদের রাজ্যের কর্মচারীদের উপর তার কোন প্রভাব পড়বে কি না এবং পড়লে কি প্রভাব পড়বে এটা সম্পর্কে যদি একটু অবহিত করান। কারণ এটা ১লা জানুয়ারী থেকে চালু হওয়ার কথা রয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে অবহিত করবেন কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের তারা একটা নতুন স্কীম করেছেন যারা নতুন করে সার্ভিসে এন্ট্রি নেবেন তাদের জন্য এবং ১লা জানুয়ারি থেকে সেটা চালু করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়েছেন। আমাদের রাজ্য সরকার এখন পর্য্যন্ত সেই স্কীমটা কি সেটা পায়নি এবং গভর্ণমেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়ার এমন কোন ডিরেক্শন নেই যে, রাজ্যগুলি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এটা যখন আমাদের কাছে আসবে তখন আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করব এবং কর্মচারীদের স্বার্থ বিরোধী হলে নিশ্চয়ই এটাকে গ্রহন করার কোন চিন্তা ভাবনা এখন পর্য্যন্ত আমাদেব নেই। আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর দেখা যাবে কি করা যায়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আমি একটা ইমপোর্টেন্ট বিষয় নিয়ে বলছি। ব্যাপারটা হচ্ছে, এম.এল. এ.দের পেনশন ও ভাতা বাড়ানোর একটা প্রস্তাব ছিল এবং এটার ব্যাপারে শাসক দলের ওনারাও ভিতরে ভিতরে রাজী আছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা রাজনবল্ এবং মিঃ স্পীকার স্যার, এতে আপনার নিজেরও সমর্থন আছে। কাজেই মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যদি বলেন যে, এই ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করেছেন অথবা এই ব্যাপারে কোন প্রিপারেশন আছে কিনা, এটা যদি জানানো হয় তাহলে ভাল হয়।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজয়ণ্ডার ছিল ৫ম বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমার অনেক আশা ছিল এবং এর মধ্যে আমরা চেয়েছিলাম এই গরীব এম.এল.এ. দের তাদেরকে দুই বেলা ভাত খাওয়ার মত না হলেও অন্তত এক বেলা যাতে তারা খেতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন। এখন মনু থেকে একটা গাড়ী রিজার্ভ করলে, কম পক্ষে ১২৩০ টাকা লাগে। ধর্মনগর থেকে একটা গাড়ী রিজার্ভ করলে ২০০০ টাকা লাগে। কিন্তু আমরা পাই কত

৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। এটা দিয়ে আমাদের পোষায় না। এজন্য আমাদের মিথ্যে কথা লিখতে হয় ফুল কার হ্যাজ বীন হায়ার্ড বলে। কিন্তু ফুল কার যদি হায়ার করতে হয় তাহলে আমার সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে না হলে এই দিকে আমি টি.এ. বিল পাব না। এরজন্য অন্তত টি.এ. কিছুটা ১০-২০ টাকা বাড়ানোর জন্য অ্যাপিল করেছিলাম। উনি (মুখ্যমন্ত্রী) বললেন আপনি এবং রতনবাবু সই করে একটা চিঠি দিয়ে দিন। আমরা দস্তগত করে দরখাস্ত দিলাম। তারপর আমাদের নাম বলে উনি বললেন যে - 'দেখো, তারা কি চাইছে'। আমরা এটাও মেনে নিলাম ঠিক আছে আমাদের উপর অপবাদ হোক।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মি. স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সেটা ঠিক না। মাননীয় সদস্য, আপনাদের চিঠি পাওয়ার পর আমি এটা কোথাও পাবলিকলি প্লেস করিনি। কাজেই প্লীজ, এই কথা বলবেন না। আমি শুধু বলেছি ঠিক আছে শ্যামাবাবু, আপনারা এটাতে সাইন করে দেন - অসুবিধার কি আছে। কিন্তু আমি পাব্লি কলি এটা বলিনি আই নেভার ডিড্ দিস।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- স্যার, আমরা দায়িত্ব নিয়েছি ঠিক আছে, আমাদের অপবাদ হোক, আমাদের বিশেষ করে ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের তারা যেহেতু ডাইরেক্ট বেতন তুলতে পারেন না তাদের বেতনের একটা বিরাট অংশ পার্টির ফাণ্ডে দিতে হয় - কাজেই তারা আরো বেশী অভাবী। কাজেই তাদের এই অভাবটা কিছুটা মিটুক এই মনে করে আমরা এই দায়িত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি। আশা করেছিলাম অন্তত কিছুটা হবে। কিন্তু হলো না। এখনো আমার আশা আছে যে পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে হয়তো এটা কনসিডারেশনে আসবে। এবং এই আশার যাতে অপমৃত না হয় এটা দেখবেন।

REFERENCE CASES

মিঃ স্পীকার ঃ- উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২৪.১২.০৩ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার এবং শ্রী অমিতাভ দত্ত মহোদয়গণ কর্তৃক যুগ্মভাবে উত্থাপিত হয়েছিল - বিষয়টি ছিল - 'রাজ্যে মোবাইল টেলিফোন পরিষেবা দ্রুত চালু করা সম্পর্কে'।
আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার এবং শ্রী অমিতাভ দত্ত দ্বারা জনস্বার্থ বিবরণ প্রস্তাব যেটি উত্থাপন করেছেন আমি তার উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

সুরক্ষার কারনে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য সমূহ সহ জম্মু ও কাশ্মীরে ২০০২ ইং সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ওয়ারলেস কমিউনিকেশান ব্যবস্থা স্থগিত ছিল। ২০০২ ইং সালের আগষ্ট মাসে ডব্লু, এল,এল, এবং মোবাইল সার্ভিস এই সব অঞ্চল সমূহে চালু করার একটি সিদ্ধান্ত ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত হয়। বিগত বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যেও সীমিত সংখ্যক উয়িল সার্ভিস চালু করা হয়।

গ্রাহকের জন্য ডব্লু.এল.এল. সার্ভিস সীমিত গতিময় যোগান এবং মোবাইল সার্ভিস পরিক্রমন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অন্তর্ভূক্ত হবে। আবার এটাও ঠিক যে মোবাইল সার্ভিসের অপেক্ষা ডব্লু.এল,এল, সার্ভিসের খরচ কম। রাজ্য সরকার মোবাইল সার্ভিস চালু করার জন্য অনবরত মিনিষ্ট্রি অব্ কমিউনিকেশান অ্যাণ্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজির সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছে। কমিউনিকেশান অ্যাণ্ড ইন্ফর্মেশন টেকনোলোজির মিনিষ্টার পূর্বে যিনি ছিলেন - শ্রী প্রমোদ মহাজন এর সাথে লিখিতভাবে বার বার যোগাযোগ করার পর শ্রী মহাজন ২০০২ইং সালের শেষের দিকে ঘোষণা করলেন যে ২০০৩ সালের ১৫ই আগষ্ট, ২০০৩ মোবাইল সার্ভিস চালু হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এই দপ্তর থেকে চলে যান। তারপর আসেন অরুণ সৌরি এই দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে। পরবর্তী সময়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে ১৭.৪.২০০৩ সালে মিনিষ্টারের সঙ্গে এক মিটিং হয়। সে মিটিং-এ এই মোবাইল সার্ভিস চালুর ব্যাপারে আলোচনা হয়। সে সময় মিনিষ্টার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে যে মোবাইল সার্ভিস ত্রিপুরাতে ১৫.৮.২০০৩ইং চালু করা

হবে। কিন্তু আমরা দেখি এখন পর্যন্ত সেটা হয়নি। ভারত সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করে চলছেন। সর্বশেষ তারা আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে জানুয়ারী, ২০০৪ইং থেকে মার্চ ২০০৪ এর মধ্যে তারা তিনটি পর্য্যায়ে মোবাইল সার্ভিস ত্রিপুরাতে চালু করার জন্য উদ্যোগ নেবেন এই ধরনের প্রস্তুতি চলছে।

(১) রাজধানী আগরতলা এবং তিনটি জেলা সদরে। (আর উদয়পুর, আমবাসা ও কৈলাসহর)

(২) এল,এই, ৪৪ রাজধানী আগরতলা হইতে চুরাইবাড়ী (ধর্মনগর)

(৩) ছয়টি সদর মহকুমা শহরে যেমন খোয়াই, বিলোনীয়া, সাব্রুম, কমলপুর এবং ধর্মনগর।

তদনুসারে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড মোবাইল সার্ভিস ত্রিপুরাতে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইয়াছে।

মেসার্স ইরিকশান এই মোবাইল নেট ওয়ার্কের দায়িত্ব পেয়েছে। তারা নকশা ও জরীপ ইত্যাদি ইতিমধ্যেই কমপ্লিট করেছেন। কিছু যন্ত্রপাতি তারা ইতিমধ্যেই ক্রয় করেছেন এবং আগরতলার পথে রাস্তায় এগুলি আসছে বলে জানিয়েছেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তথ্য দিয়েছেন যে আগামী ২০০৪ ইং-এর জানুয়ারী মাস থেকে তিনটি পর্য্যায়ে রাজধানী আগরতলা সহ অন্যান্য কয়েকটি মহকুমায় মোবাইল পরিষেবা শুরু হতে চলছে। তিনটি পর্য্যায়ে বলতে এখানে সময়সীমা নির্দিষ্ট করা আছে কিনা? এছাড়া কেন্দ্রে দেখতে পাচ্ছি পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তথ্য দিচ্ছেন যে এই সময়ের মধ্যে চালু করা হবে। আবার বি.এস.এন.এল. বলছেন আর এক রকম। কোনটাই মিলছে না। কেউ বলছেন জানুয়ারীতে আবার কেউ বলছেন মার্চের আগে কাজ শেষ হবে না। কাজেই এই বিভ্রান্তির দূরীকরনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সঠিক কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) **ঃ**- স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা সঠিক। তারাই বিভিন্ন সময়ে প্রেস স্টেটমেন্ট করেন। পরে আবার উল্টে ফেলেন। এই রিপ্লাই হাউসে দেওয়ার জন্য তাদের কাছে তথ্য জানতে চাইলে তারা এমনিতেই একটি নোট আমার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি বলেছি, না, লিখিতভাবে বিস্তারিত জানান। তারপর গতকাল তারা লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে উনারা এখানে তিনটি পর্যায়ে কাজ শুরু করবেন মোবাইল পরিষেবার। এখানকার এস.ডি.এম. আমাদের জয়েন্ট ডিরেকটরকে লিখেছেন। এটা পড়তে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা আপনি লে করে দিন।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) **ঃ**- এটা তারা কালকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। ডি.এমের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, এই মাসের শেষ অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি করতে। হয়ত আগরতলা সহ চারটা হবে। একবার চালু হয়ে গেলে তারপর আর বেশী সময় লাগার কথা না। কারন আগে আগরতলা-চূড়াইবাড়ি পর্য্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার লিংক ওরা লে করে ফেলেছে। ওদের সিকিউরিটি যে প্রবলেম ছিল সেটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। বলছে এটা চালু করতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হবে না - যেহেতু অপটিক্যাল ফাইবার লিংকটা চালু আছে। উদয়পুর-খোয়াই পর্য্যন্ত ওরা অপটিক্যাল ফাইবার লিংক নিয়ে গেছে। নাগালেণ্ডে চালু হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা করলে ওরা এক সপ্তাহের মধ্যে চালু করতে পারে। অরুণাচলেও চালু হয়ে গিয়েছে। পর্টোবল এন্টেনা। এটা জাস্ট লিংক করাই কাজ। এখন ডিজিটাল ব্যাপার অনেক ডেভেল্যাপ করেছে। আমার ধারনা, ইচ্ছা করলে আগরতলাতে আরো তিন মাস আগে চালু করা যেত। যাতে দ্রুত চালু করা হয় সেটা আমি আবার মিনিষ্টারকে লিখে জানাতে পারি।

শ্রী অমিতাভ দত্ত ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা থাকবে কিনা বা আমাদের রাজ্যের যারা মন্ত্রী বা বিধায়ক রয়েছেন তাদের অগ্রাধিকার থাকবে কিনা?

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে উইল সার্ভিস মোবাইল পরিষেবার সাথে থাকবে কিনা?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমাকে যদি বলেন তাহলে আমি বলব মোবাইলের চেয়ে উইল আমাদের ত্রিপুরার জন্য এফেকটিভ। উইলে পয়সা কম লাগবে এবং মোবাইলের মত ব্যবহার করা যায়। উইল হলে আমরা অনেক বেশী সার্ভিস ভাল পাব এবং এটা ভাল ব্যবস্থা। মোবাইল হলে এটা আমি বাইরে নিয়ে যেতে পারব আর উইলটা আমাদের রাজ্যের মধ্যে কাজ করবে। কিন্তু আমাদের কয়জন বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়? ফলে সেই দিক থেকে উইলে আমাদের প্রেসার আছে, উইল রাখার জন্য। মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রে ওদের কথা ছিল প্রথমে ৬ হাজার ৫শত সার্ভিস দেবে। আমরা বলেছিলাম প্রথম ধাপে ১০ হাজার দেওয়ার জন্য ক্যাটাগরীক্যালি আমরা বলেছিলাম কোথায় কোথায় কিভাবে দিতে হবে। কারণ, এখানে একটা মার্কেট রয়েছে এবং ডেভলাপ করছে। ফলে সেই দিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে করা যায়। আর রেফারেন্স প্রেকটিক্যালি যেটা আছে এটা তাদের বিজনেস। এখনতো তারা প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেছে। তারা হয়তো কিছু রেফারেন্স দিতে পারে কিন্তু জেনারেলি তারা অ্যাপ্লাই আহ্বান করেছে। যারা অ্যাপ্লাই করেছে তাদের মধ্যে থেকে প্রথমে দেবে। আমরা বলব যাতে মন্ত্রী এম.এল.এ. দের তাড়াতাড়ি দেয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- [illegible] শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা [illegible] ক্লারিফিকেশান স্যার, সাধারণ টেলিফোনের পরে উইল চালু হয়েছে উইলেও স্যার আমরা বঞ্চিত [illegible] অমরপুর, টাকারজলায় আছে কিনা জানি না কিন্তু শিলাছড়ি, করবুক, ছৈলেংটায় আমরা বঞ্চিত [illegible] উইল নিয়েছিলাম। প্রথমে আমি যখন এটা যতনবাড়ী নিয়ে যাই সেখানে কিন্তু এই উইল [illegible] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম এটাতো সেই জায়গায় কোন কাজ করে না [illegible] স্যার এটা আপনাকে কে দিল এটাতো ভুল করে দিয়েছে। এটা ঐ সমস্ত [illegible] বাদ। এখন [illegible] নাম করে এখানে এটা কিন্তু গণ্ডাছড়া অমরপুর করবুকে নেই। [illegible] এই সব এলাকায় সাধারণ টেলিফোনও ছিল না। তাছাড়া [illegible] ব্যবস্থা না থাকে সেখানে প্রশাসনও আছে স্যার, সেখানে [illegible] ব্লক আছে সেই সমস্ত জায়গায় যদি কাভারেজ না হয় তাহলে এটা [illegible] লাভ হবে। স্যার, [illegible] এই সমস্ত এলাকায় টেলিফোনের আওতায় আনা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

শ্রী পবিত্র কর [illegible] প্রেকটিক্যালি [illegible] মন্ত্রী আলাদাভাবে করতে পারবে না। এটা তারা কমার্শিয়ালি দেখে। যেখানে তাদের সার্ভিস [illegible] বিজনেস হবে তারা সেখানে এই বিষয়টা দেখে। তবে বিভিন্ন জায়গার ব্যাপারে আমাদের পারসিয়্যুশেন আছে। [illegible] হেড কোয়ার্টারের সব জায়গায় গেছে, গেলেও যে যন্ত্রপাতি এটা আমাদের এখানে ভাল দেয় নাই এই ব্যাপারে সব জায়গায় অভিযোগ আছে। তাছাড়া এগুলি মেরামত করার কোন লোকই নেই। যখন গত পনের বছর আগে আমাদের এখানে ৫ হাজার টেলিফোন সংযোগ ছিল তখন এখানে যে কর্মী সংখ্যা ছিল আজকে ত্রিপুরায় প্রায় [illegible] হাজার টেলিফোন সংযোগ আছে অথচ কর্মী সংখ্যা একই আছে। কিন্তু যারা অবসর নিচ্ছেন সেখানেও তারা কোনও লোক নিচ্ছে না। ফলে এই জায়গায় তারা নিজেরা এসে এইসব কথা বলছে। এখানে আমাদের মুখ্যসচিবের চেয়ারম্যানশীপে [illegible] কমিটি আছে এইসমস্ত ব্যাপারগুলি দেখার জন্য।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা [illegible] ক্লারিফিকেশান স্যার, কমার্শিয়ালতো সবগুলি, সাব ডিভিশন কি কমার্শিয়াল হবে না?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এইগুলি হউক আগে, এগুলি যাতে হয় তার পরে আমাদের দাবী আছে। সমস্ত রাজ্যে যাতে মোবাইল কাভার করে আমাদের দাবী তাই আছে।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন আছে, স্যার, এখানে

বলেছেন যে, মোবাইলের সাথে সাথে আমরা চাপ সৃষ্টি করছি যাতে উইলও থাকে। আসলে উইল থাকলেও কোন লাভ নেই। এখানে আসল জিনিস যেটা এখানে পরিকাঠামোই নেই, ইভেন উইলের ফেসিলিটিও নেই যেটা বলছে। টাওয়ার না থাকলে এটা কি কাজে লাগবে? আমার পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশন হচ্ছে, তারা বলছে যে মোবাইল যাহাতে ডব্লু, এল, থাকে। এখানে আসল জিনিসটা পরিকাঠামো নেই। এবং ডব্লু, এল.এল, ও সুযোগ নেই। টাওয়ার না থাকলে এটা কি কাজে লাগবে। এই যে রইস্যাবাড়ী হুইল নিয়ে যাবে ডব্লু, এল, এল, এর জন্য কি পরিকাঠামো রয়েছে এবং যে পরিকাঠামো রয়েছে সেটা কি সারা ত্রিপুরা রাজ্য কাভার্ড কি না, এটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কি তথ্য আছে?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, ডব্লু, এল, এল এর পরিকাঠামো, এখন আগরতলা বেস করে একটা পরিকাঠামো আছে, উদয়পুরে একটা বেস স্টেসন আছে আমবাসায় আছে কৈলাসহরে আছে তেলিয়ামুড়াতে আছে। যে বেস স্টেশনটা আছে সারাউণ্ড চার পাঁচ কি.মি. বেশী কাজ করে না। সেই একই কারণে আগরতলা শহরে রামনগর চলে না। দক্ষিণ দিকে চলে না। আগরতলা শহরে যদি ভাল সার্ভিস পাইতে হয় তাহলে অন্ততঃ পাঁচটা জায়গাতে বেস স্টেশন করতে হবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- মি. স্পীকার স্যার, যেহেতু এখানে বলা হয়েছে, সরকারের ইচ্ছা থাকলে এখানে মোবাইল চালু করা যায়, সুতরাং রাজ্যে অতি সত্ত্বর মোবাইল পরিষেবা চালু করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করুক। এই সভা এই ব্যাপারে সর্বদলীয় ভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, খোয়াই পরিষেবা পরিচালনার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তুলা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে এটা যেহেতু এক মত এটা যেতে পারে। আজকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় রাঙ্খল এবং শ্রী রশিরাম ত্রিপুরা মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হলো বেকার যুবকদের স্বার্থে স্বনির্ভর প্রকল্পে অগ্রগতি সম্পর্কে।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, বেকার যুবকদের স্বনির্ভর প্রকল্প সময়ের অগ্রগতি সম্পর্কে। বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর কর্মস্থানের লক্ষ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর নিম্ন লিখিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। ১। প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা, ২। মার্জিন মানি প্রকল্প খাদি স্কীমের, ৩। স্বাবলম্বন।

প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ইং সাল থেকে। এই প্রকল্পের শুরু থেকে ২০০২-২০০৩ইং অর্থবছরে এর নভেম্বর ২০০৩ইং অব্দি ১৩৮৮ জন যুবক-যুবতীদের মোট ৫৮-৩১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২১৫৬৯ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০০০-০১ সন অব্দি এই প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩০০ জন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় এই লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ১০০০ থেকে ৩০০০ করার জন্য। ২০০১-০২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের দাবী মেনে নিয়ে লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ৩০০০ করেছেন।

২০০২-০৩ইং অর্থবছরে সর্বমোট ১৯৮৯ জন উদ্যোগীকে প্রায় ১৩.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ ইং অর্থবছরে নভেম্বর ২০০৩ ইং অব্দি সর্বমোট ৩৭৪৮ টি ঋণের প্রস্তাব ব্যাংক গুলোর কাছে মঞ্জুর করার জন্য পাঠানো হয়েছে। সুপারিশকৃত ঋণের পরিমান প্রায় ২৮.৫৭ কোটি টাকা।

খাদি গ্রামোদ্যোগ আয়োগের মার্জিন মানি প্রকল্পটি শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীন জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে রূপায়িত করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীন এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা। প্রকল্পটি ১৯৯৮-৯৯ইং সাল থেকে শুরু করা হয়েছে। মার্জিন মানি প্রকল্পে ১৯৯৮-৯৯ইং সাল থেকে ২০০২-০৩ ইং সালের নভেম্বর মাস অব্দি ৩৭৯ উদ্যোগীকে প্রায় ৯.১৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২০০৩-০৪ সালে এই প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে এক হাজার। ২০০৩ইং নভেম্বর মাস অব্দি নির্বাচক কমিটি ৫৬৩টি প্রকল্প ব্যাঙ্কের নিটক সুপারিশ করেছেন। সুপারিশকৃত ঋণের পরিমান প্রায় ২৮ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকারদের স্বাবলম্বী করে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বেশী করে বেকারদের কাছে পৌঁছে দিতে "স্বাবলম্বন কর্মসূচী" নেওয়া হয়েছে ২০০১-০২ইং সাল থেকে।

এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেকারদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে সহায়তা করা এবং নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্ত আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ নিয়ে উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই কর্মসূচীর আওতায় বয়স উত্তীর্ন বেকারদে: গ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়স উত্তীর্ন বেকাররা তাদের মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৫ পারসেন্ট বা সর্বোচ্চ পনের হাজার টাকা ভর্তুকী হিসাবে পাবেন। এর জন্য বছরে এক কোটি টাকা রাজ্য সরকার সংস্থান রেখেছেন। ২০০৩ সালের নভেম্বর মাস অব্দি ৭৭২ জন বেকারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৬৯ জন ঋণের জন্য আবেদন করেছেন এবং ৫৭ জন ঋণ পেয়েছেন।

২৯ জনকে রাবার কাঠের আসবাব পত্র তৈরীর জন্য কেরালার কোট্রায়ামে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৭ জনকে আধুনিক প্যাকেজিং এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কোলকাতার ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব প্যাকেজিং-এ।

অতি সম্প্রতি ২২ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে বানিজ্যিক ভাবে পোল্ট্রি পরিচালনার উপর ৬ মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য মহারাষ্ট্রের পুনেতে পাঠানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের প্রকল্পের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

লক্ষ্য করা গেছে ঋণ প্রদানের সাথে সাথে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাও বিগত বছর গুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ আদায়ের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, আদায়ের পরিমান ৬-৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০-৩০ শতাংশে পৌঁছে যেতে পেরেছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যাংক অনীহা প্রকাশ করে থাকে। এর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে আমাদের অসুবিধা হয়। আমি আশা করব রাজ্যের বেকারদের স্বার্থের কথা ভেবে ব্যাংকগুলি সদর্থক ভূমিকা নেবেন এবং আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পুরণে সাহায্য করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে বিস্তারিত ভাবে এসেছে।

শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ- স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান এখানে যেহেতু বেকার যুবকদের ব্যাপার এসে যাচ্ছে ইট ইজ অল ফাইন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে প্রকল্পের কথা বললেন এবসোলোটলি ফাইন কেন্দ্রীয় সরকারেরও উদ্যোগ আছে, রাজ্য সরকারেরও উদ্যোগ আছে। এখানে একটা ব্যাপারে পরিষ্কার হওয়া উচিত যে সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে এস টি, এস সি বা ও বি সি বেকারদের জন্য কোন রিজারভেশন রেখেছেন কিনা, এছাড়া এই প্রকল্পের বাইরেও এই হাউসে আমি শেয়ার করতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে উই হেভ অলমোস্ট ৭০ লাখস অব কুকুনাট প্রোডাকশান এভ্রি ইয়ার। কোকোনাটকে কেন্দ্র করে যদি এখানে শিল্প স্থাপন করা যায় আই এম সিউর বেকারদের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং এছাড়া এই শুধু স্বনির্ভর প্রকল্প ঘোষনা করেই ট্রেনিং এবং ঋন দিয়ে কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে, সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে যে বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শহর থেকে অর্ধশিক্ষিত বেকাররাও বিদেশে চাকুরী করতে যায়, মোটর ড্রাইভিং, ইলেকট্রিশিয়ান জব বিভিন্ন আই টি আই বেইসড কতগুলি কাজ কর্ম থাকে বৃকেশ্যানাল ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিতদের এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে জব রিক্রুট এজেন্সিসরা আছে, যারা ২০ হাজার বা ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে আমাদের বেকার যুবকদের ইউরোপ বা ওয়েষ্টার্ন দেশগুলিতে এই সমস্ত চাকুরীর সুযোগ করে দেয়। এখন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে ইনডাস্ট্রি অ্যাণ্ড কমার্স মিনিষ্ট্রি থেকে এই ধরনের কোন পরিকল্পনা

আছে কি যাতে করে আমাদের এই রাজ্যের ঐ সমস্ত বেকারদের ট্রেনিং করিয়ে বিদেশের বাজারে শপিং করানোর ব্যবস্থা হবে কিনা ?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- স্যার আছে, ইতিমধ্যে আমরা আমাদের আই টি আইতে এই সব বুকেশ্যানাল ট্রেনিং করাচ্ছি বেং মোটর ড্রাইভিং টি এন ভি রেকর্ডারও ছিল আমরা তাদের সবাইকে আমাদের আই টি আই থেকে মোটর ড্রাইভিং এর শর্ট কোর্স করাচ্ছি আর আপনারা জানেন আরও ৪টা আই টি আই আমরা করব নতুন করে। সেখানে আমরা নতুন ট্রেইড মডান এখন যে প্রয়োজন তার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা করার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করছি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তিনটি আই টি আই অন্তত চালু করতে পারব তার কনষ্ট্রাকশানও রেডি হয়ে গেছে তার বাইরেও আমরা এন্টারপেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউশন করাচ্ছি যাতে আমরা এন্টারপেনারশীপের জন্য ট্রেনিং দিতে পারি। আশা করছি এই মার্চ এর মধ্যে শুরু করতে পারব। সেকেণ্ড আমাদের যে স্বাবলম্বন কর্মসূচী এই কর্মসূচীর আণ্ডারেও আমাদের স্টেটের মধ্যে যাতে আমরা একটা বড় অংশ বেকার যুবক যুবতীদের এই বুকেশান্যাল ট্রেনিং দিতে পারি সেই জন্য আমরা একটা প্রোজেক্ট ইনষ্টিটিউশান আমরা আমাদের শিপার্ডের পাশে কনষ্ট্রাকশান করছি। সেখানে ওয়ার্কশপ হবে, সেখানে থাকার জায়গা ইত্যাদি হবে যাতে আমরা বাইরে থেকে ফেকালটি এনেও বিভিন্ন ট্রেনিং আমরা করতে পারি সেই উদ্যোগ আমরা অলরেডি নিয়েছি। কোয়াবের ব্যাপারে যেটা আপনি বল্লেছেন অলরেডি কোয়ার বোর্ডের সঙ্গে সংযোগ করে আমরা আমাদের আই টি আইতে এখানে আমরা একটা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশন সেখানে করেছি, শুধু কয়ারের মেটট্রেস রুম ইত্যাদি করার জন্য। এবং ইতিমধ্যে আমরা তিনটা বেইস মেয়েদের আমরা সেখানে ট্রেনিং দিয়েছি এবং আমাদের একটু জায়গার প্রয়োজন ছিল, যাতে সেখানে বড় বড় মেট করা যায় ম্যাশিন আমাদের এসে গেছে। আমরা সেই জায়গাটাও শুরু করছি, আমরা এইটাও আশা করছি, আগামী দুই মাসের মধ্যে সেই মেশিনগুলি সেটআপ হয়ে যাবে যাতে আমরা ফুল প্রেজেন্টরা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটরা আমরা এখানে করতে পারব যাতে আমরা কথা তার জন্য, আমাদের রাজ্যের কয়ারকে ব্যবহার করে যাতে আমরা করতে পারি সেই জন্য সব উদ্যোগ গুলি আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি। এস সি, এস.টি, ও.বি.সি. রতন নাথ এম. আর. ওয়াইতে ট্রারগেট আছে সেখানে কোটা আছে। কিন্তু আমরা ফলো আপ করার চেষ্টা করি কিন্তু দুর্ভাগ্য হল এটা ব্যাংক। এখন আমি বলব মান্দাই সদরের মধ্যে আছে ভাল জায়গা দিতে পারে সেখানে ব্যাংক যেতে চায় না এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা রয়েছে। আমরা পাবসো করছি এখন আমাদের প্রত্যেকটা ডি আই সিকে বলেছি প্রথম আমাদের সমস্যা ছিল যে ট্রাইবেল ইয়োথ যারা তারা আসত কম, এখন আসছে, কিন্তু সেখানে ব্যাংক যেতে চাচ্ছে না এটা সমস্যার। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে ব্যাংকের সাথে আলাদা ভাবে টেইক আপ করেছি যাতে করা যায়।

এখন তো অনেকেই ব্যবসা কিংবা বিভিন্ন চাষ নিয়ে অনেকেই এগিয়ে আসছেন একটা ভাল সাইড। ব্যাংক ডিফলটার না ভেতরে যাবে না ঋণ আদায় হবে না আমরা এখানে গিয়ে দিতে পারব না আমরা বলেছি আমাদের লোক নিয়ে যাব দরকার হলে সিকিউরিটি সহ নিয়ে যাব তারপরেও ওরা যেতে চাইছে না এই সমস্যাটা। কিন্তু এখন আসছে। আমার রোল আছে আমি তিনটা ডি.আই.সি তে গিয়ে মিট করেছি পারসোন্যালি আমাদের অফিসার সহ ডি.এম, বি.ডি.ও এদের সঙ্গে যাতে এইগুলি করা যায়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২৬.১২.২০০৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার এবং শ্রী সুধন দাস মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে এনেছিলেন। শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি ছিল "শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে" আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী ফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে এই প্রকল্প ২০০২ইং সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছিল। ১৯টি শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক এবং ১৭টি স্বনিযুক্ত পেশায়

শ্রমিক এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।

ত্রিপুরা সরকার শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আসছেন। অসংগঠিত শ্রমিকরা যাতে সহজ উপায়ে নিজ নিজ এলাকাতে পঞ্চায়েত সচিব, নগর পঞ্চায়েতে নিযুক্ত কর্মচারী ও পৌর সংস্থায় নিযুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের টাকা জমা দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পকে ২০০৩ইং সালে পুনঃসংস্করন করা হয়েছে।

বর্তমানে শ্রম দপ্তরের এই প্রকল্প রূপায়নে ব্লক আধিকারিক, নগর পঞ্চায়েতের কার্যকরী আধিকারিকরা নোডাল অফিসার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন।

এই প্রকল্প সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটি, জেলাস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটি, আগরতলার পৌর পরিষদ এলাকার উপদেষ্টা কমিটি, নগর পঞ্চায়েত উপদেষ্টা কমিটি ও ব্লকস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কাজের সুবিধার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আগরতলা পৌর সংস্থায় এবং প্রতিটি ব্লকে মাসিক ১,৫০০ টাকা চুক্তিমতে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে এবং নগর পঞ্চায়েতে সেই কর্মী এই প্রকল্প সহায়তায় নিয়োজিত থাকবেন। তিনি মাসিক ৫০০ টাকা সম্মানিত ভাতা পাবেন।

প্রতিটি ব্লকের উপকৃত শ্রমিকের সংখ্যা বৎসর ভিত্তিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গত বৎসর অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ ইং সালে টারগেট ছিল ১,৫০০০। তার মধ্যে ১,৫৮৭ জনকে নথীভূক্ত করা হয়েছিল। এই বৎসর অর্থাৎ ২০০৩-২০০৪ ইং সালের জন্য টারগেট স্থির করা হয়েছে ২১,০০০। এখন পর্যন্ত ১০,২৭৮ জন শ্রমিক নথীভুক্ত করা হয়েছে। এই ১৯, ৮৬৫ জন নিয়মিতভাবে মাসিক ২৫ টাকা হারে সঞ্চয় করে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এই অর্থ বৎসরে আরও ১০,৭০০ জন শ্রমিককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হবে। বগাফা, করবুক, বক্সনগর, মনু, সালেমা ও কদমতলা ব্লকে ২০০৩-০৪ সালের টারগেট পরিপূর্ণ করে ফেলেছেন এবং খোয়াই নগর পঞ্চায়েত, করবুক ও কদমতলা ব্লক আরও নতুন টারগেটের দাবীদার।

২০০২-০৩ইং সালে এ.সি.এ (অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দ) তহবিলের টাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছিল। বর্তমানে শ্রম দপ্তর ২০০৩-০৪ইং সালে এ.সি.এ (এডিশনাল সেন্ট্রাল এ্যাসিসটেন্ট) তহবিল থেকে টাকা সংস্থানের অপেক্ষায় আছে। ২০০৪-০৫ সালে নতুন ২৫,০০০ জন শ্রমিককে এই প্রকল্পে আনার পরিকল্পনা আছে। সুতরাং ২০০৪-০৫ ইং অর্থ বৎসরে এই শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পে মোট ৫৫,৫৮৭ জন অসংগঠিত শ্রমিককে আওতাভুক্ত করা যাবে।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- স্যার, এই শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পে যারা অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় আসার পর সেটাকে ইনসোরেন্সের আওতার মধ্যে আনা হয়েছে কিনা এবং এইগুলি করা হলে এখন পর্যন্ত এই থেকে সুযোগ পেয়েছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা জানা আছে কিনা ?

শ্রী ফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) **ঃ**- এটা ইনসোরেন্সে কাবার করছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- উল্লেখ্য বিষয়ের ৪র্থটি গত ২৯-১২-২০০৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল। বিষয়টির উপর শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি ছিল "শিল্প দপ্তরের কেলোর কীর্তি নেতাপুত্রের ১৩টি মেশিন গায়েব টি.এস.আই.সি.র চৌথা গত ৮ই ডিসেম্বর ২০০৩ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে" মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) **ঃ**- মিঃ স্পীকার স্যার, "শিল্প দপ্তরে কেলোর কীর্তি, নেতাপুত্রের ১৩টি মেশিন গায়েব টি.এস.আই.সি.র চৌথা, গত ৮ই ডিসেম্বর ২০০৩ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

অরুন্ধতিনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এস্টেটের ৬নং শেডে সরকারী যন্ত্রপাতি সহ ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের হাতে হস্তান্তরিত

করা হয় সরকারী সিদ্ধান্ত মূলে। উক্ত শেডে সরকারী "শীট মেটেল ইউনিট" বহুদিন যাবৎ ছিল এবং যাহার যন্ত্রপাতি অচল অবস্থায় পরেছিল। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম উক্ত ইউনিটটি বুঝিয়া পাইয়া কোন ধরনের উৎপাদন মূলক কাজ করিতে পারে নাই. কাজেই যখন বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগীরা শেড পাওয়ার জন্য আবেদন করেন তখন সেই আবেদন মূলে উক্ত শেডটি শ্রী প্রদীপ দেবের স্টীল ফেব্রীশেশন শিল্পের নামে এলটমেন্ট করা হয়। (No.F.DI/IE/8 (145)/2000/P-1/6398-400 dated 27-10-2001)

এলটমেন্টের সময় শেডে থাকা মেশিনপত্রগুলির মেরামত করে ব্যবহার করার জন্য শ্রী দেব আবেদন করেন। সেই আবেদন মূলে মেশিনপত্রগুলি শ্রীদেবকে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় এবং শ্রী দেব পুরানো মেশিনগুলি মেরামত করিয়া কাজ আরম্ভ করেন। কিছুদিন কাজ চলার পর শ্রীদেব উক্ত শেডটি সরকারের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। শ্রীদেবের এই সিদ্ধান্ত মূলে Director of Industries ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমকে চিঠি লেখেন পুরোনো মেশিনগুলিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য (No.F.1-1 (6)/PI/IE/2001/16651/52 dated 29.11.2003). Director of Industries নির্দেশ মতে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম পুরোনো মেশিনগুলি শ্রীদেবের নিকট হইতে ফেরত নেয় এবং শিল্প দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়। (TSIC/DPU/ADN/GC/2001/3356/dated 17-12-2003)

উক্ত শেডটি শ্রীদেবের এলটমেন্ট করার ফল স্বরূপ সরকার রাজস্ব হিসাবে মোট ১,৫৮,৪০০.০০ টাকা (এক কালিন জমা এবং শেড ব্যবহারের জন্য ভাড়া) ২১.০৮.২০০১ ইং হইতে ২০.১২.২০০৩ইং পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংবাদ সম্বন্ধে যেটা আমি উত্তর চেয়েছিলাম সেটা না রেখে উনি দেব ইণ্ডাষ্ট্রিস কে দিয়েছে দেব ইণ্ডাষ্ট্রির মাল ফেরৎ চেয়েছে কিন্তু আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ০২.০৭.২০০১ ইং সালে এখন ঐ দিন উনি অর্ডার করেন ডাইরেক্টর অব আই অ্যাণ্ড সি (ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড কমার্স) যে প্লিস সী অব দ্যা ওল্ড অ্যাণ্ড অফসোলিড মেশিন এজ মেনশান উড বী গীভেন টু দ্যা এন্টারপ্রেনারস। এই এপ্লিকেশানে তিনখানা মেশিন দেওয়ার জন্য আপনি অর্ডার করেছেন। এগুলো পুরান বেং অকেজো এই কথা বলে। প্রথমত হলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে পুরোনো মেশিন বলেছেন এটা কি কোন এক্সপোর্ট দ্বারা বা কোন ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা কোন সার্টিফাই দেওয়া হয়েছে কি? দ্বিতীয়ত হলো এখানে এপ্লাই করেছে তিনখানা মেশিনের জন্য আপনি অর্ডার দিয়ে দিলেন। আমি বিতর্কে আসতে চাই না। তারপরে আপনি ডাইরেক্টরেট থেকে বলা হলো ০২.১২.২০০৩ ইং তারিখে মিঃ আর.কে.দত্ত মেনিজিং ডাইরেক্টর উনি বললেন যে কাইন্ডলি রেফার টু দ্যা এপয়েন্ট লেটার কপি অব হুয়িচ ইজ এনক্লোজ হেয়ার উইথ ইউ আর হেয়ার বাই ইনষ্ট্রাকডেট টু হেড অভার দ্যা মেশিনারিজ এজ মেনশান। এখানে বলল ছয়টা মেশিন ফেরত দেওয়ার জন্য আপনার দপ্তরের লোকই দিয়েছে। আপনি বললেন তিন খানা মেশিন দেওয়ার জন্য এবং আপনি এটা সরকারী সম্পদ আপনি এটার জন্য কোন সিকিউরিটি রেখে দিলেন কিনা? এটা হলো আমার বক্তব্য। একজন মন্ত্রী কি লিখে দিতে পারে সরকারী সম্পত্তি হ্যাণ্ডওভার করার জন্য। তাহলে আপনি দিলেন তিনখানা চাইলেন ছয়খানা তারপরে আপনি বললেন ইণ্ডাষ্ট্রি চেয়েছে। কপি দিলেন কাকে কপি টু মুকুন্দ রায় চৌধুরী, ইনচার্জ মডেল ব্ল্যেসমিটি এ্যাণ্ড স্টীল মডেল ফর নেচেসারি এ্যাকশান। মুকুন্দবাবু আপনি অর্ডার দিলেন আপনার দপ্তর থেকে ২.১২.২০০৩ ইং এ দেয়ার ফর মুকুন্দ বাবু ১১.১২.২০০৩ ইং এ একটা চিঠি দিলেন। কি চিঠি দিলেন এটা সদসাদের জানা উচিৎ।

মিঃ স্পীকার ঃ- এত বিস্তারিত বলতে হবে না, শুধু ক্ল্যারিফিকেশানটা বলুন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- গ্যাস স্টীল ইণ্ডাষ্ট্রিজ মালিকের কাছে বলছে মেশিন দেওয়ার জন্য, চিঠিতে বলেছে উনি মেনেজিং ডিরেক্টর টি.এস.আই.সি. লিঃ কে দিয়েছে, আমি যখন যাই এখানে ছয় নং ঘরে না দিয়ে ৫ নম্বরে কিছু ভাঙ্গাচোরা যন্ত্রপাতি এনে রেখেছে, উনি অভিযোগ করেছে, যে প্রদীপ দেব যাকে উনি মেশিন লিখে দিয়েছেন, উনার (প্রদীপ দেব) বাবা বিমল দেব উনি ইণ্ডাষ্ট্রি দপ্তরেই চাকরী করেন, বড় ধরনের নেতা (কর্মচারী হগব নেতা) উনি বিমল দেব আমাকে

দেখে নেবে বলে হুমকি দেয় অফিসিয়াল চিঠি দিয়ে। এখন আমার বক্তব্য হলো ছয় নং যে শেডটা এটার মধ্যে একরডিং টু গভর্নমেন্ট, এখানে ১৩টি মেশিন ছিল সরকারী তথ্য অনুযায়ী। উনি ৩টার জন্য অর্ডার দিয়েছে আর ৬টার জন্য ফেরত দেওয়ার জন্য বলল, আবার ১৩টি মেশিন এখানে ছিল, এখানে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মেশিন ছিল, এটার ক্ল্যারিফিকেশান আমি চাই।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, বিষয়টার মধ্যে গোপনীয়তার কিছুই নেই, এটা অনেক পুরানো আমাদের একটা শেড ছিল ৬৪ থেকে বোধ হয় এখানে কাজকর্ম হতো, এখানে প্রায় সাত আট বছর যাবৎ বন্ধ আছে কোন কাজ চলে না, এইগুলি আমরা টি.এস.আই.সি. কে দিয়েছিলাম ওয়ার্কারদের নিয়ে কাজ করানো যায় কি না, ওরাও কাজ করতে পারে নি কারন মেশিন গুলি এত পুরানো অফসেডেড হয়ে গেছে সুতরাং সরকারী ভাবে কাজ করানো সম্ভব না। যখন বিভিন্ন লোক সেটগুলি নিতে আসছে আমরা তখন দেখলাম এমনিতে ফেলে রেখে লাভ কি আমরা যদি সরকারের রেভনিউ কিছু পাই, যেমন আমরা দু বছরের মধ্যে দু লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা রেভেনিউ পেয়েছি সরকার থেকে, সেইখানে যখন শেডটা নেয় অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই নেই, বলছে যে এইরকম ছয়টা মেশিন এখানে আছে এইগুলি আবার উঠিয়ে আনা নিয়ে যাওয়া কারন এইগুলি ভারী মেশিন। তিনটা মেশিন আমি ব্যবহার করতে চাই, যদি পারি ব্যবহার করতে পারি আবার যখন প্রয়োজন হবে তখন ফেরত দিয়ে দেব, আমি ডাইরেক্টরকে বলেছি ও যদি এই রকম এপ্লাই করে থাকে আপনারা এক্সামিন করে দেখুন। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটা হয়েছে গোপনীয়তার কিছু নেই, সে এখানে শেড ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দেওয়ার পরে যখন চিঠি দিয়েছে, তখন ডাইরেক্ট সে চিঠি দিয়েছে তার কাছে এই মেশিন গুলি ছিল, এইগুলি ফেরৎ নিয়ে ব্যাপারটা করতে হয়েছে, সে ফেরৎ দিয়েছে, এখন আমরা ক্লিয়ার করে দিয়েছি, এখানে ১৩টা না ৬টা ছিল, তিনটা তাকে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তার বাবা কাকে কি বলেছে সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলী দেখা হবে, আমাদের লক্ষ্য এটাই যে পুরোনো ব্যাপার গুলো যেগুলি কিছু কাজ করতে পারে না সেইগুলি দিয়ে কিছু সরকারের রেভেনিউ আদায় করা যায় কি না সেটা।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- মন্ত্রী মহোদয় আমি এখানে লে করতে পারি, আমার কাছে মন্ত্রী মহোদয়ের লেখা কাগজ আছে, উনি যে বলছেন এখানে ছয়টা মেশিন ছিল তিনটার জন্য আবেদন করেছে এটা সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- স্যার, এখানে সরকারী সিল কার ছিল এবং যার মূল্য অর্ধ কোটি টাকা, এটা যখন সরকার ছেড়ে দেয় ১৩টি মেশিন ছিল, যার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। আর আমার যে ক্ল্যারিফিকেশান এইগুলি যে অকেজো হয়ে গেছে এই সার্টিফিকেট উনি নিজে দিয়েছেন কি না।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে এটা একটা ক্ল্যারিফিকেশান চাইছেন বলবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- গভর্ণমেন্টের কোন মেশিন যদি পুরোনো হয় এগুলি ডিসপোস হয় থ্রু অকশন। অথবা অকশন অফিসিয়াল প্রসিডিউর করে এটার মেনুফেকচার হয়েছে এগুলি দেখে এখানে একটা রেইট করে দেয়। এগুলি একটা ব্যাপার আছে। ডাইরেক্ট মিনিস্টার যে কেউকে এটা দিতে পারে না। এইরকম একটা প্রসিডিউর হতে পারে না ইট ইজ নট ফেয়ার। আই থিংক ইজ আনফেয়ার। এটা কি করে হয় এটা অকশনে দেওয়া যায় কিনা?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- আপনি তো নিশ্চয় ভাষাগুলি দেখেছেন। আমি বলেছি সেখানে একজামিন করে দেখার জন্য। যে এখানে তপশিলী মেশিনগুলি তাকে দেওয়া যায় কিনা আমি তপশিলী মেশিনগুলি দেয়নি। পুরোনো মেশিনগুলি জেনারেলি অকশনে করা যায় না। সেই রকম ইণ্ডাস্ট্রিয়েলে প্রচুর স্কেপ আছে। আমার কাছে কোন গোপনীয়তা নেই সবাইকে আমি দেখাতে পারি। লোহাও প্রেকটিক্যালি এই রকম কিনে না। আমরা সেখানে অকশনই করছি।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন যে ৬ নম্বরে শেডটা দিয়ে দেওয়া

হয়েছে। এটাতে ১৩টি মেসিন ছিল। দ্বিতীয়ত এটার মধ্যে ছয়টা মেসিনের মধ্যে তিনটি আপনি সই করে দিয়েছেন পারমিশন দিয়েছেন। যদি সত্য হয়ে থাকে তিনটি মেসিন দেওয়ার কথা তাহলে অফিসার ছয়টা মেসিন ফেরৎ চাই কিভাবে? তার মানে এটা কোথায় বরাদ্দ হয়েছে বলুন।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- এখানে ছয়টা মেসিন সেট করা ছিল। এটা বড় বড় মেসিন। একটা সাইডে ছয়টা মেসিন সেট করা ছিল তাতে এই তিনটি মেসিন তার কাজ এ লাগবেনা। ওই তিনটি মেসিন কাজে সে এটাই চেয়েছে। বাকী তিন মেনিস ঐখানেই রয়েছে। আমরা যখন চাইব ওই ছয়টা মেসিনই চাইব। তার কাছে এগুলি হ্যাণ্ডওভার করা আছে। সেই জায়গায় আপনারা বা উনারা যদি যেতে চান তাহলে আমি নিয়ে যেতে পারি।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- সেখানে স্পট ভেরিফিকেশনের জন্য মাননীয় সদস্য এবং মাননীয় মন্ত্রীরা যাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনি তো বলেছেন। কাজেই সেখানে আর যাওয়ার দরকার নেই। এটা উনার ব্যাপার। উনি যাবেন কি যাবেন না এটাই উনি বলবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায়।

শ্রী দীপক রায় ঃ- কোন জিনিসকে যদি কনডেম করতে হয় আপনার ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিউ অনুযায়ী আপনি একটি কমিটি ফরম করতে পারেন। ইঞ্জিনীয়ার এবং অফিসারসদের নিয়ে। পরে কনডেম করে অকশন প্রসেসে নিতে পারেন। আপনি সেখানে ডাইরেক্ট নির্দেশ দিতে পারেন না কোন মেসিন কে হ্যাণ্ড ওভার করার জন্য। দ্বিতীয়ত, মাননীয় মন্ত্রী সেখানে ব্যাপারগুলি নিয়ে কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা সেটা জানান।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- আমি তো পরিষ্কার করে বলেছি এই মেসিনগুলি অনেকদিন ধরে পুরোনো অবস্থায় ছিল এবং মেসিনগুলি কোন কাজে আসছে না। সেই জায়গায় মেসিনগুলি অকশনে আগেই ডিক্লিয়ার করেছি। ডিক্লিয়ার করার পরে সেগুলিকে হেণ্ড ওভার করে দিয়েছি ডিপার্টমেন্টকে। সেটাকে ডিপার্টমেন্ট আবার টি.এ.সি. কে হ্যাণ্ড ওভার করেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনাদের আরও বেশী পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্যই এখন বলেছেন। ঠিক আছে, এই বিষয়ের উপর আলোচনা শেষ হচ্ছে এই সভা বিকাল দুটো পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2.00PM

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ২৯-১২-২০০৩ তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা এবং শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে উত্থাপিত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি হলো ঃ-

"মাংস, দুগ্ধ এবং ডিম উৎপাদনে চাহিদা পূরনের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন সম্পর্কে"

এখন আমি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সভায় উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনারায়ন রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ- রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের দশ (১০) বর্ষীয় পরিকল্পনা অনুসারে মাংস, দুগ্ধ এবং ডিম উৎপাদনে চাহিদা পূরণের লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদন

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে রাজ্যে মোট মাংস উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ৮,৩৫২ মেট্রিক টন।

এই লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে উন্নত প্রজাতির শূকর, হাঁস, মোরগ ও ছাগল প্রতিপালনে জোর দেওয়া হয়েছে সরকারী শূকর প্রজনন খামারগুলি থেকে উন্নত প্রজাতির শূকর শাবক বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে বিতরণ

করা হচ্ছে। এর মধ্যে লার্জ হোয়াইট ইয়র্ক-শায়ার লেন্ডড্রেস প্রজাতির শূকর উল্লেখ যোগ্য। পরিনত বয়সে এই সব শূকরের ওজন প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ কেজি পর্য্যন্ত হতে পারে।

উন্নত প্রজাতির এই সব শূকর শাবকের বর্দ্ধিত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বর্ত্তমান সরকারী শূকর প্রজনন খামারগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া গত বছরে কাঞ্চনপুরে একটি নতুন শূকর প্রজনন খামার চালু করা হয়েছে। এ বছরে সাব্রুমের জলেফায় একটি ও আমবাসার নালীছড়ায় আরেকটি নতুন শূকর প্রজনন খামার স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে খামার দুটি চালু হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে সরকারী শূকর প্রজনন খামারগুলি থেকে প্রায় চার (৪) হাজারটি উন্নত প্রজাতির শূকর শাবক সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে বছরে প্রায় ১০ হাজার বাচ্চা উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে যার থেকে প্রায় ২৫০০ মেট্রিক টন মাংস উৎপাদনের সুযোগ হবে।

উন্নত প্রজাতির শূকর শাবকের চাহিদা রাজ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই ব্যাপক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকারি বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর কর্ম সংস্থান ভিত্তিক শূকর প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্যও উৎসাহিত করছে। এর জন্য বিশেষ স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার মাধ্যমে চল্লিশটি ব্লকের ১,৫০০ বেকার যুবক যুবতীকে এর আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৫০টি স্ব-নির্ভর দল গঠনের মাধ্যমে উন্নত প্রজাতির শূকর শাবক উৎপাদনের এই কর্মসূচী রূপায়িত হবে। ইতিমধ্যে ১৭২ জন বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তাদেরকে এখন শূকরের ঘর, বাচ্চা, খাদ্য ইত্যাদি দেওয়া হবে। ক্রমান্বয়ে আগামী দুই বছরের মধ্যে প্রকল্প রূপায়নের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের (বি.এ.ডি.পি.-র) মাধ্যমেও বেকার যুবক যুবতীদের উন্নত প্রজাতির শূকর শাবক উৎপাদনের কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। বছরে ৪০ জন করে পাঁচ বছরে ২০০ জন বেকার যুবতীকে এর আওতায় আনা হবে। এর মাধ্যমে বছরে প্রায় ১০,০০০ শূকর শাবক উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

এছাড়া বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে বিগত বছরে শূকর প্রতিপালন প্রকল্পে ১,৬৭৫টি ইউনিট স্থাপনে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সুবিধা প্রাপককে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে শূকরের বাচ্চা সরবরাহ করা হয়েছে।

শূকর পালনের খাদ্য খরচ কমানোর জন্য ব্যাপক ভাবে শিমুল আলু চাষের জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য শূকর পালকদের প্রশিক্ষণ সহ উন্নত মানের শিমুল আলুর কাটিং সরবরাহ করা হচ্ছে। এই সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি শূকরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে ও প্রতিকারের জন্য প্রাণী স্বাস্থ্য পরিসেবাকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে গত দেড় বছরে প্রত্যন্ত এলাকায় ৪৮টি প্রাথমিক প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। চারটি ডিসপেন্সারীকে হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। পাঁচটি সাব-সেন্টারকে ডিসপেন্সারীতে উন্নীত করা হয়েছে। এই সকল প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থ্যা নেওয়া হয়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য দক্ষিণ ও উত্তর জেলায় দুটি আধুনিক ল্যাবরেটরী গড়ে তোলা হচ্ছে। ধলাই জেলাতেও একটি নতুন রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

উন্নত প্রজাতির শূকর পালনের পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকায় উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত দেশীয় শূকর পালনকে সুরক্ষিত ও আরও সুসংহত করার জন্য রাজ্যে দুইটি দেশীয় শূকর প্রজনন খামার স্থাপন করা হচ্ছে। এর একটি আমবাসার নালীছড়ায় এবং আরেকটি কাঞ্চনপুর মহকুমায়। এর ফলে উন্নত মানের দেশীয় শূকর শাবক সরবরাহ করা সম্ভব হবে এবং কম খরচে দেশীয় শূকর পালন ব্যবস্থাও সুরক্ষিত হবে।

মাংস উৎপাদনে হাঁস এবং মুরগী পালনের ভূমিকাকও উল্লেখযোগ্য। রাজ্যে ইতিমধ্যে ব্রয়লার মুরগী উৎপাদনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। রাজ্যে উৎপাদিত মোট মাংসের প্রায় ২৫ শতাংশ এই ব্রয়লার মুরগী জোগান হয়। ব্রয়লার মুরগী বাচ্চার চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্যাক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারীভাবে গান্ধীগ্রামের রাজ্যিক মুরগী প্রজনন

খামারে ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০০০টি ব্রয়লার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধিক মাংস উৎপাদনশীল হাঁস প্রতিপালনকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে বাজো ভিয়েতনাম থেকে আমদানীকৃত ভিগোভা সুপার-এম প্রজাতির হাঁস প্রজননের ও অধিক বাচ্চা উৎপাদনের জন্য রাধাকিশোর নগরস্থিত খামারটিকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এবং দেবীপুরে একটি নতুন স্বয়ং সম্পূর্ণ হাঁস প্রজনন খামার গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে হেচারী ও হাঁসের ঘর নির্মান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাকী কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পাঁঠার মাংস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যাপক ছাগল পালনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। প্রজননের জন্য উন্নত মানের পাঁঠার অভাবের কথা মাথায় রেখে দেবীপুরস্থিত ছাগ প্রজনন খামারটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রজননের জন্য উন্নত মানের পাঁঠা সরবরাহ করা হবে।

বিশেষ স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় ৫০০ জন বেকার যুবক যুবতীকে ৫০টি স্বনির্ভর দল গঠনের মাধ্যমে ছোট ছোট ছাগল খামার গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চার জেলায় ইতিমধ্যে ১০২ জন বেকার যুবক যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বাকীদের আগামী বছরের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

মাংসের মান উন্নত হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এই বিষয় চিন্তায় রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার "বোয়ার গোট" জাতীয় অধিক মাংস উৎপাদনশীল ছাগলের একটি পেরেন্টস্টক কেরালা থেকে আনা হয়েছে যা ভারতীয় আবহাওয়ায় ভাল ফল দেয়। পরিনত বয়সে এই প্রজাতির পাঁঠার ওজন ১১০ কিলোগ্রাম ও স্ত্রী ছাগলের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে দেবীপুরে "বোয়ার" ছাগলের একটি ছোট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পরীক্ষা সফল হলে শূকর ইত্যাদির মত উন্নত প্রজাতির ছাগল পালনেও রাজ্য এগিয়ে যাবে।

মাংসের চাহিদা যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে সেকথা চিন্তা করে রাজ্যে অপ্রচলিত কিছু পশু পাখী পালনেও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। যেমন মাংসের জন্য খরগোশ পালন ও জাপানী কোয়েল পাখী পালন। উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের সহায়তায় রাধাকিশোর নগরে ইতিমধ্যে ১২৫০টি পেরেন্টস্টক ক্ষমতা সম্পন্ন একটি খরগোশ প্রজনন খামার গড়ে তোলা হয়েছে। তা থেকে বছরে প্রায় ২০,০০০ টি ব্রয়লার জাতীয় খরগোশের বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় অনুদান প্রকল্পে গান্ধীগ্রামে কোয়েল পাখী প্রজনন খামারটিকে সম্প্রসারিত করে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ খামার হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অধিক মাংসের জন্য টার্কী জাতীয় পোলট্রি প্রজননের জন্য একটি খামার গড়ে তোলার চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

এইসব কর্মসূচী গ্রহনের ফলে রাজ্যে মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ সফল হবে বলে আশা করা যায়।

ডিম উৎপাদন

একথা সত্য ডিম উৎপাদনে রাজ্যে বিরাট ঘাটতি রয়েছে তাই প্রতিবছর রাজ্যের বাইরে থেকে প্রায় ৩০০ লক্ষ ডিম আসে। বিগত বছরে রাজ্যে ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১৯৯ লক্ষ। এর মধ্যে ৯৭০ লক্ষটি ডিম উৎপাদন করা গেছে। এই ঘাটতির মূল কারন মুরগীর খাদ্যের অত্যধিক দাম। মুরগীর খাদ্যের প্রতিটি উপাদান রাজ্যের বাইরে থেকে আসে। রাজ্যে এইসব উপাদানের উৎপাদনের সুযোগও কম। তবুও ডিমের উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এক বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে।

এর মধ্যে কম খরচে ঘরে ঘরে মুরগী পালন কর্মসূচী অন্যতম। এর জন্য "ল ইনপুট টেকনোলজি বার্ড" জাতীয় উন্নত প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের মুরগীর পেরেন্টস্টক আমদানী করা হয়েছে। এর মধ্যে কলিঙ্গ লেয়ার, কেরী দেবেন্দ্র, গিরিরাজা, গিরিরানী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সকল মুরগী গ্রামীন পরিবেশে দেশী মুরগীর মত ছাড়া পদ্ধতিতে পালন করা যায়। খাওয়া খরচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচও কম অথচ দেশী মুরগীর থেকে দ্বিগুন তিনগুন বেশী ডিম দেয়।

দপ্তরের খামারগুলি থেকে ইতিমধ্যে এ ধরনের প্রায় দুই লক্ষ মুরগীর বাচ্চা বিতরন করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মাধ্যমে এল আই টি মুরগী পালনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীন মুরগী পালকদের যাতে একমাস বয়সের বাচ্চা দেওয়া যায় তাই বিভিন্ন ব্লক এলাকায় রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এল, আই, টি, মুরগীর বাচ্চা সারা বছর ধরে যথেষ্ট সংখ্যায় যাতে সরবরাহ করা যায় সেইজন্য গান্ধীগ্রাম স্থিত রাজিক মুরগী প্রজনন খামারটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পানিসাগরে ও উদয়পুর জেলা মুরগী খামারগুলিও সম্প্রসারিত করার কাজ চলছে। এইসব কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ মুরগী বাচ্চা যোগান দেওয়া সম্ভব হবে।

গ্রামে গ্রামে ক্লাস্টার ভিত্তিতে এল.আই.টি. মুরগী গ্রাম গড়ে তোলে ডিম উৎপাদন ও তার বিপনন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করে ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১২৮৩ লক্ষ।

এল.আই.টি. মুরগীর পাশাপাশি বানিজ্যিক ভিত্তিতে কমার্শিয়াল লেয়ার মুরগী খামারও যাতে গড়ে উঠে তার জন্য অধিক ডিম উৎপাদনশীল বিভিন্ন ৩০০ প্রজাতির মুরগীর পেরেন্টষ্টক আমদানী করা হয়েছে। এ জাতীয় মুরগী বছরে অন্তত ৩০০টি ডিম দেয়। বেকার যুবক যুবতীদের যথাযথ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ছোট ও মাঝারী বানিজ্যিক মুরগী খামার গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে যা লাভজনক হবে।

মুরগী ছাড়া ডিম উৎপাদনে হাঁসের ভূমিকা ও ত্রিপুরাতে উল্লেখযোগ্য। হাঁসের ডিমের প্রচলন ও চাহিদাও রাজ্যে বেশী। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর অধিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন খাঁকী ক্যাম্বেল হাঁস পালনের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টা নিয়েছে। কারন দেশী হাঁসের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা কম (বছরে ৬০-৭০টি), খাঁকী ক্যাম্বেল ২৫০-৩০০টি।

যথেষ্ট পরিমান খাঁকী ক্যাম্পবেল হাঁসের বাচ্চা যাতে উৎপাদন ও সরবরাহ করা যায় তার জন্য রাধাকিশোর নগরস্থিত হাঁস প্রজনন খামারটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং দেবীপুরে একটি নতুন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হাঁস প্রজনন খামার স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে হেচারী ও হাঁসের ঘর নির্মানের কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাকী কাজ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আর,কে,নগরেও দেবীপুরে দুইটি খামারে পুরোদমে কাজ শুরু করলে রাজ্যের হাঁসের বাচ্চার চাহিদা পুরন সম্ভব হবে।

এক মাস বয়সের হাঁসের বাচ্চা সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি ব্লক এলাকায় রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন করার চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। এইসব সেন্টার সুনির্ভর কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে বেকার যুবক যুবতীরা পঞ্চায়েতের তদারকীকে চালাতে পারবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন, কারিগরী সহায়তা ও বাচ্চা সরবরাহের কাজ দপ্তর করবে। ইতিমধ্যে সোনামুড়া, মোহনপুর, কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকায় এ ধরনের রিয়ারিং সেন্টার গড়ে উঠেছে।

দুগ্ধ উৎপাদন

বিগত আর্থিক বছরে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০,৬১৭ মেট্রিক টন। বর্তমান আর্থিক বছরে দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮৭,৮৬৩ মেঃ টন।

এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে দেশীয় গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ৮৫ হাজার গাভীকে সংকরায়ন পদ্ধতির আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা ১৫০ থেকে বাড়িয়ে গত দেড় বছরে ১৯৮ করা হয়েছে।

সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারী স্তরে ২০০ জন বেকার যুবক যুবতীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বনির্ভর কর্ম সংস্থান ভিত্তিক গোপ্রজনন কার্যে বহাল করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩২ জনকে ৩২টি ব্লক থেকে নির্বাচিত করে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। তাদের সকলকে কৃত্রিম প্রজননের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে নির্দিষ্ট ব্লক এলাকায় শীঘ্রই পাঠানো

হবে।

তরল গোবীজের পরিবর্তে রাজ্যের সমস্ত গো প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে হিমায়িত গো বীজ (ফ্রোজেন সেমেন) পদ্ধতি চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফ্রোজেন সেমেন সংরক্ষনের জন্য একটি অতিরিক্ত তরল নাইট্রোজেন প্লেন্ট চালু করা হয়েছে।

ফ্রোজেন সেমেন সংরক্ষন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সাবলীল করার জন্য তরল নাইট্রোজেন ক্যান আরও অধিক সংখ্যায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দুধ উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য গো-পালকদের নিজ নিজ জমিতে সবুজ গো-খাদ্য চাষের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তা বিগত দেড় বছরে ৪ হাজার ৯শত ৮০ জন গো পালককে উন্নত জাতের সবুজ ঘাসের বীজ, চারা ও সার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে সকলকে প্রশিক্ষনও দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ২৪২ হেক্টর জায়গা ঘাস চাষের আওতায় এসেছে।

এছাড়া সরকারী খামারেও উন্নত প্রজাতির ঘাসের বীজ ও চারা উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২১৫ হেক্টর জমি ঘাস বীজ চাষের আওতায় এসেছে।

বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে উন্নত ঘাস চাষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৬০টি প্রশিক্ষন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ঘাস চাষ উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

ত্রিপুরা বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে ঘাস চাষ (আই.এফ.এম.) এর কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৪৩১ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা যাবে।

কৃত্রিম প্রজননের পাশাপাশি জম্পুই হিলের মত প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে কৃত্রিম প্রজননের সুযোগ নেই সেখানে ৮টি জার্সি ষাড় সরবরাহ করা হয়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপনন ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য দুগ্ধ সমবায় গঠনে জোর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৩০টি সমবায় তৈরী করা হয়েছে। তাদেরকে আরও ৪৯৫ টি গাভী দেওয়া হবে।

আর, কে নগরস্থিত বুল মাদার ফার্মটিকে সম্প্রসারনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, দুগ্ধ, মাংস এবং ডিম এখানে যে চাওয়া হয়েছে, রাজ্যে বর্তমানে মাংসের চাহিদা কত, ডিমের চাহিদা কত এবং দুধের চাহিদা কত? এখানে যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে যেটা বললেন, ত্রিপুরা রাজ্যের কত শতাংশ মানুষ মাংস, ডিম এবং দুধ খায়?

মি. ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য এটা তো দিতে পারবেন না, এটাও একটা বিরাট হিসাব হয়ে যাবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :- উনি কি করে নির্নয় করলেন যে এত লক্ষ্যমাত্রা মাংসের চাহিদা আছে?

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) **:-** এক বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা হল ৮,০৫২ মেট্রিক টন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :- কত শতাংশ মানুষ মাংস খায়? এটা বের করলে আপনি চাহিদা কিভাবে বের করবেন।

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) **:-** অনেকে সব মাংস খায়, আবার সবাই সব মাংস খায় না। এরকম ভ্যারাইটি আছে, এটা বলা যাবে না।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা :- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, একটা লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ধলাই জেলার কথাই বলছি। প্রতি বছর শুকর ছানার প্রয়োজন ১৫ হাজার বিভিন্ন

ডিপার্টমেন্টে আর এখানে উৎপাদন হয়েছে কয়েকশত শুকর ছানা। তাহলে আমাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে গেলে মানে শুকর ছানার যে চাহিদাটা পুরণ করার লক্ষে দপ্তর যে ব্যবস্থা নিয়েছেন এটা যথেষ্ট না। কাজেই, এই উৎপাদনটাকে বৃদ্ধি করার জন্য দপ্তরের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ- আমাদের শুকর ছানা প্রজনন খামার এখন নয়টা আছে। আর আর্থিক সংকুলান হলে আরও বাড়ানো যাবে।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাংসের ব্যাপারে যখন আলোচনা হচ্ছে তাহলে মাছ নয় কিন্তু ব্যাঙ, এটাওতো মাংস। কাজেই এটা কি এই আওতায় পরবে কিনা এবং এটার চাষের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ- আমাদের কাছে এরকম কোন প্রকল্প নেই।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, বিদেশে এই চাষ করে ওরা কোটি কোটি টাকা অর্জন করছে তাহলে এখানে কেন এটা করা হবে না। কাজেই এই চাষ করার উদ্যোগটা নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ- সরকারের এই সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা নেই।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মাংস উৎপাদনের যে লক্ষ্য মাত্রার কথা বলেছেন তাতে আমি যেটা জানতে চাই সেটা হল, গত অর্থবর্ষে পত্র পত্রিকায় যেটা দেখেছি যে, টারগেট যেটা ছিল উৎপাদন তার চেয়ে অতিরিক্ত হয়েছে, তো এটা সত্য কি না এবং হলে কত শতাংশ উৎপাদন করা হয়েছে। ১ নম্বর প্রশ্ন। ২ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারীভাবে এবং বে-সরকারীভাবে ইনডিভিজোয়্যালী উদ্যোগে নানান জায়গায় শুকর বা মোরগের মাংস উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু বাজার পাওয়া যাচ্ছে না। বে-সরকারী উদ্যোগে বেকার যুবকরা শুকরছানা যেভাবে উৎপাদন করছেন তাতে শুকর ছানা সেখানে ১২০০ কি ১৫০০ বিক্রি হওয়ার কথা সেখানে কখনও কখনও এমন হয় যখন উৎপাদন বেশী হয় তখন সেই শুকর ৫০০ কি ৬০০ টাকায় বিক্রি হয় এবং এই সময় কোন কোন সময় পঞ্চায়েত সমিতির বা বি এ সি -র মাধ্যমে সেটা কিনতে হয়। কাজেই এই মীটকে প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা না করলে মাংস উৎপাদন করার জন্য যে উৎসাহিত করা হচ্ছে সেটা করা যাবে না। কাজেই এই বিষয়টি দপ্তরের নজরে আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ- গত অর্থবর্ষে আমাদের মাংস উৎপাদনের টারগেট ছিল ৭৩৯৪ মেট্রিক টন। সেখানে উৎপাদন হয়েছে ৭৭৫৩ মেট্রিক টন। মাংস অ্যাভেল্যাবল হওয়ার পরে মাংসের দাম কমে যাচ্ছে এটা ঠিক। এটাকে প্রিজার্ভ করার স্বার্থে আমরা শিল্প দপ্তরকে অনুরোধ করেছিলাম উদ্যোগ নেওয়ার জন্য, কিন্তু এখনও সেইরকম কেউ এগিয়ে আসে নি।

কক্‌বরক

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-মানগীনাং স্পীকার স্যার, মানগীনাং মন্ত্রি, চীঙ কাইলাবাড়ীঅ সীবা উয়াকবাহানচানাই, সীবা তক্‌তীই চানাই, সীবা আকারান চানাই আচতীইখে হিসাব সীলাইঅ। চীঙ যখন পার্টী সম্মেলন সীলাইঅ, অরঅ বীসুক তক্‌বাহান নাংনাই, বীসুক উয়াকবাহান নাংনাই, হিসাবখে সাইমানীঙ্গ সীবা তকবাহান চানাই, সীবা উয়াকবাহান চানাই যতন সীংবাইঅ। কাজেই, অসতীই উয়াকবাহানি চাহিদা বীসুক, তকবাহানি চাহিদা বীসুক, তক্‌তীইনি চাহিদা বীসুক ? এক্কেবারে চাইআ বীসুকজনা চানাইবিসিংঅ, ব উয়াকবাহানি চাহিদা বীসুক তং ? ব বম বীসুক চাঅ ? আবন নীঙ সালইয়ানিবাতা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঃ আমরা সাধারণত বিয়েবাড়ীতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যেকে শুকরের মাংস খায় কে ডিম খায়, কে শুকনো মাছ খায় এভাবে একটা হিসাব করি। আবার আমরা যখন পার্টি

সম্মেলন করি সেখানেও কতটুকু মুরগীর মাংসের প্রয়োজন, কতটুকু শুকরের মাংসের প্রয়োজন হিসাব করে বলা যায় কে মুরগীর মাংস খাবেন, কে শুকরের মাংস খাবেন সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়। কাজেই, এই ভাবে শুকরের মাংসের চাহিদা কত, মুরগীর চাহিদা কত, ডিমের চাহিদা কত? একেবারে খায় না এমন কতজন। আবার যারা মাংস খান তারমধ্যেও শুকরের মাংসের চাহিদা কত, অন্যান্য মাংসের চাহিদা কত? ইহা আপনার বলা প্রয়োজন।

কক্‌বরক

শ্রী নারায়ন রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ- মানগীনাং স্পীকার স্যার, চাঁও অমতাই হিসাব কারিমানগীলাক। শতকরা হিসাবে সে হিসাবে অমন সাইমানী। উয়কবাহান ৪৬ শতাংশ বরক চাঅ। তার চাহিদা অনুযায়ী পাঠার মাংস মাইয়ানি বাগাই ২৫ শতাংশ পাঠার মাংস বাই কভার মাঁলাইঅ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী নারায়ন রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এভাবে হিসাব করা সম্ভব নয় শতাংশ হিসাবে যে হিসাব সেটা বলতে পারি। ৪৬ শতাংশ লোক শুকরের মাংস খায়। এখানে চাহিদা অনুযায়ী পাঠার মাংস না পাওয়ার জন্য ২৫ শতাংশ পাঠার মাংস দিয়ে কাভার করা হচ্ছে।

কক্‌বরক

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আনি প্রশ্ন আঁংমা আলাদা আলাদা হিসাব। উয়াকবাহানি চাহিদা কাঁসুক, পুনবাহানি চাহিদা বাঁসুক তকবাহানি চাহিদা বাঁসুক?

বঙ্গানুবাদ

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আলাদা আলাদা হিসাব, শুকরের মাংসের চাহিদা কত? পাঠার মাংসের চাহিদা কত? মুরগীর মাংসের চাহিদা কত?

কক্‌বরক

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আবনি আলাদা আলাদা হিসাব কাঁরাই। অর তংঅ মাংস হিসাবে চাহিদা। মাংস হিসাবে চাহিদা বছর অ ৭৩৯৪ মে. টন। অব আস্তে আস্তে বাড়িআঁই ১২ বছরনি হিসাবঅ প্রায় ১৮ হাজার কিলো মে. টন। তক্‌তাই হাঁনখে বছরঅ ২ হাজার ৬ শত ১০ লাখ। অ টারগেটঅ পৌছগনানি তাবুক চাঁও টারগ্যাট নাই তংআঁ। বছরঅ ১২ হাজার ১ শত ৯৯ লক্ষ মে. টন। অরঅ চাঁও টারগেট পূরণ মাঁলাই মানখা ১ হাজার ১ শত ৭ লক্ষ মে. টন পর্যন্ত। অর কিসা ঘাটতি তংঅ। দুধনি চাহিদা পূরণ খাঁলাইনানি হাঁনাই চিনি লক্ষ্য তংঅ ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫ শত মে. টন। অ চাহিদান পূরণ খাঁলাইনানি বাগাঁই চাঁও বছরঅ উৎপাদন সাঁলাই তংঅ ৮০ হাজার ৬ শত ১৭ মে. টন। অরঅ সেমান পর্যন্ত নিনি উৎপাদন ক্ষমতা আঁংসা ৭৯ হাজার ৩ শত ১০ মে. টন।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এরকম ভাবে আলাদা আলাদা হিসাব নেই। এখানে মাংস চাহিদা অনুযায়ী হিসাবে আছে। মাংসের চাহিদা হিসাবে বছরে চাহিদা হচ্ছে ৭৩৯ মে. টন। সেটা ধীরে ধীরে বেড়ে আগামী ১২ বছরেব হিসাব গিয়ে দাড়াবে প্রায় ১৮ হাজার কিলো মে. টন। ডিমের চাহিদা বছরে হচ্ছে ২ হাজার ৬ শত ১০ লক্ষ সেই লক্ষ্যে পৌছানো আমাদের উদ্দেশ্য। বছরে ১২ হাজার ১ শত ৯৯ লক্ষ্য মে. টন। সেখানে আমরা লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি ১ হাজার ১ শত ৭ লক্ষ মে. টন পর্যন্ত। এখানে কিছু ঘটতি আছে। দুধের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের লক্ষ্য হল ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫ শত মে. টন। এই চাহিদা পূরণের জন্য আমরা বছরে উৎপাদন করছি ৮০ হাজার ৬ শত ১৭ মে. টন। গত বছরের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৭৯ হাজার ৩ শত ১০ মে. টন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- প্লীজ আর নয়, এমনিতেই এটা নিয়ে অনেকক্ষন হয়েছে। তা না হলে নয়টা বাজবে

শেষ হতে। প্লীজ বসুন।

শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য ঃ- স্যার, আমার জানার বিষয় ছিল বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কি পরিমান ডিমের চাহিদা আছে? রাজ্যে কি পরিমান ডিম উৎপাদন হচ্ছে এবং বাইরে থেকে কি পরিমান ডিম আমদানী হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী নারায়ন রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ- বাইরে থেকে তিন লক্ষের মত ডিম আসছে। এটা প্রতিদিন আসছে। আর আমাদের রাজ্যের প্রয়োজন হল প্রতিদিন চার লক্ষ ডিম। চাহিদা আছে দশ লক্ষ ডিমের।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে বাচ্চা ফুটানোর জন্য মাসে কি পরিমান ডিমের প্রয়োজন হয় আমাদের রাজ্যে?

শ্রী নারায়ন রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ- এই ডিম প্রয়োজন অনুসারে রাখা হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী বসুন। উল্লেখ্য বিষয়ের ষষ্ঠটি গত ২৯.১২.২০০৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর বন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষয়বস্তুটি হলো, গোমতী অভয়ারণ্য এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের এলাকা থেকে উচ্ছেদের চাপ সৃষ্টি করা সম্পর্কে। এখন আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গোমতী অভয়ারণ্য এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের এলাকা থেকে উচ্ছেদের চাপ সৃষ্টি করা সম্পর্কে আনীত নোটিশটির উপর আমি একটি বিবৃতি প্রদান করছি।

স্যার, ১৯৭২ সালের বণ্যপ্রাণী সংরক্ষন আইনের অধীনে ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৮ সনে মোট ৩৮৯.৪৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গোমতী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। হাতি, সমম্বর হরিণ, বন্য ছাগল এবং অন্যান্য বন্যপ্রানী সংরক্ষন করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। তথাপি উক্ত এলাকাতে গোমতী অভয়ারণ্য হিসাবে সার্বিক রূপ দেওয়ার কোন কর্ম প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয় নাই। তাই গোমতী অভয়ারন্য এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের উচ্ছেদের প্রশ্ন উঠে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুপ্রিম কোর্টের ২৩.১১.২০০১ তারিখের আদেশমূলে সারা দেশের বনভূমিতে বেদখল নিয়মিত করনের কাজ সমূহ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরত রাখেন। দখলদার উচ্ছেদ করার জন্যও সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ জারী করেন। ২০০৩ইং সনের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানিয়ে ২০০২ইং সনে ৩রা মে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক চিঠি লেখেন। কেন্দ্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি কমিটি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। এবং তাদের সুপারিশগুলি ২৫.৭.২০০২ইং তারিখে জমা দেন। সুপ্রিম কোর্ট উক্ত বিষয়ের উপর ১২.৮.২০০২ইং তারিখের এক আদেশমূলে রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের প্রতিক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করতে বলেন। সেই অনুযায়ী ২০০২ইং সনের অক্টোবর মাসে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টে একটি এফিডেফিট ফাইল করা হয়। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই মর্মে স্ট্যাণ্ড নিলেন, যে ত্রিপুরার আধিবাসীরা যাহারা প্রধানত জুমিয়া তাহারা ১৯৪৯ইং সনে ত্রিপুরার ভারত অন্তর্ভুক্তির পর থেকেই প্রথাগতভাবে বনভূমিতে বসবাস করে আসছেন। বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য রক্ষক হিসাবে ঐ সমস্ত উপজাতি আধিবাসীগন তদানিন্তন সময়কাল থেকে শুরু করে জীবন ধারনের অঙ্গ হিসাবে প্রথাগতভাবে জুম চাষ করে আসছেন। উপজাতি আধিবাসীরা এখন পর্যন্ত তাদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে বনের একটা অঙ্গ হিসাবে নিজেদের বাস্তু ব্যবস্থাপনার জন্য বনাঞ্চলে বাস করে আসছেন। যেহেতু তারা বহিরাগত নয় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ বনভূমিতে বাস করে আসছেন তাই তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা সঠিক নয়। বনভূমিতে তাদের বসবাস করনের অধিকার স্বীকৃতি বলিয়া পরিগন্য।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে জানতে চাই যে, মন্ত্রী

মহোদয় বলেছেন যে, এখান থেকে কোন উচ্ছেদের জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে স্বাগত জানাই। কিন্তু বাস্তবটা অন্য রকম। প্রতিদিন সেই এস.পি.ও-র নেতৃত্বে গণ্ডাছড়া, সেই শুকলাই পাড়া, খ্রীষ্টান পাড়া, ধলাঝড়ি, কালাঝড়ি এই সমস্ত এলাকার লোকজনদের এই এলাকা থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমি নিজেও গিয়েছিলাম কিন্তু ফরেস্ট দপ্তর বলছে যে না আমরা এমনভাবে তাদের উচ্ছেদের জন্য চাপ সৃষ্টি করি নাই। কিন্তু পুলিশ কেন তাহলে বলছে এগুলি অভয়ারণ্য এলাকা তোমরা এখানে থাকতে পারবে না, এটা আইন বিরুদ্ধ এই চাপ কেন সৃষ্টি করবে? অনুরূপভাবে আমি পত্রিকায়ও দেখেছি মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে এইরকম কোন পরিকল্পনা নেই এবং রাজ্য সরকার থেকে একটা গুচ্ছ আধিবাসী পুনর্বাসন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার জন্য হয়ত করা হয়ে থাকতে পারে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে পরে আপনারা সেই ভগীরথ, দলপতি, রতননগর, শুকরাই, তোতরাই, গণ্ডাছড়া থেকে ৪০-৫০ কিমিঃ দুরবর্তী জায়গায় যারা বসবাস করছে, রাস্তার পাশে তাদের উন্নতির জন্য নিয়ে আসার যদি প্রকল্প থেকে থাকে তাহলে তাদের আগে নিয়ে আসা উচিৎ। স্যার, এই সভার সবাই অবগত আছেন আমার মনে হয় যে গণ্ডাছড়া এলাকার ডুম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে সেখানে হাজার হাজার উপজাতি উচ্ছেদ হয়েছিল। এখন যদি অনুরূপভাবে এই অভয়ারণ্যের কারণে আবার উচ্ছেদ হতে হয় তাহলে পরে এখানকার মানুষ কোথায় যাবে? এমনিতেই তারা অত্যন্ত গরীব জুমিয়া জায়গা জমি সমস্ত জলের তলে চলে গেছে। একবার জলের কারণে উঠে যেতে হয়েছে আর একবার এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কারণে সেখান থেকে উঠে যেতে হবে মানুষগুলোকে এই নির্দয় একটা আদেশ এটা হতে পারে না। তার জন্য আমি সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, অনুরূপভাবে এটা অভয়ারণ্য এলাকা নয় ঠিক, করবুক এলাকার পশ্চিমে সেখান থেকে ৮৪ পরিবার এখনও সেই করবুক স্কুলে শরণার্থী হয়ে আছে। তাদেরকেও পাহাড় অঞ্চল থেকে এইভাবে কে বা কারা জোর করে তাদেরকে ঠেলে বের করে দিয়েছে যে তোমরা এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাও। এই যে প্রকল্প এটা অলিখিত প্রকল্প একটা জোর জবরদস্তি চলছে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই রাজ্যসরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না, তার একটা ভূমিকা থাকা দরকার। এখন করবুক পাঞ্জিহাম গার্লস স্কুলে আছে ৮৪ পরিবার। সেখানে মোহন রিয়াং পঞ্চায়েত সেক্রেটারী তার নেতৃত্বে সেখানে চলছে আমি জানি না অমরপুর ব্লকের মোহন রিয়াং সে সেখানে চাকুরী করে। কিন্তু করবুক ব্লক দেখাশুনা করার জন্য সেখানকার পঞ্চায়েত সেক্রেটারী দিতে পারে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে যে, মোহন রিয়াং সে টি.আর.এ সারেণ্ডারপ্রাপ্ত এবং সে সেইভাবে তার নেতৃত্বে রাত্রীবেলায় গিয়ে কালো পোষাক পরে এইভাবে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এক দিকে পুলিশ আর এক দিকে অলিখিত কে বা কারা এইভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। এই কারণে আজকে জুমিয়ারা বিভ্রান্ত, জুম কাটবার সময় এসে যাচ্ছে, তারা এখন জুম কাটবে কিনা একটা দোদুল্যমান অবস্থায় আছে। এটা সম্পর্কে পরিষ্কার করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী প্রণব দেববর্মা (মন্ত্রী) :- স্যার, আমি আগেই বলেছি গোমতী অভয়ারণ্য ১৯৮৮ইং সালে ঘোষনা হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা ঐ অভয়ারণ্যের কাজ এখনও আমরা শুরু করি নি। কাজেই, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন কিছু পরিবারকে জোর জবরদস্তি করে উচ্ছেদের কথা যেটা বলেছেন আমাদের নলেজে এইরকম কোন খবর আসে নি। আমরা এই কাজটা শুরু করলেই তো উচ্ছেদের প্রশ্ন আসে। যেহেতু আমরা এখন পর্য্যন্ত কাজ শুরুই করি নি কাজেই উচ্ছেদের প্রশ্ন উঠে না, আমি আগেই বলেছি। কাজেই এইরকম যদি কোন ঘটনা থাকে আমরা বনদপ্তর থেকে পুলিশকে নির্দেশ দিলেই তো পুলিশ ঠিক সেইভাবে কাজ করবে। কাজেই, আমরা কাজ শুরুই করি নি তাই উচ্ছেদের প্রশ্নই উঠে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, আমি গত ২৭ তারিখ পূর্ব সরবং এবং পূর্ব মালবাসা এলাকায় গিয়েছিলাম। ঐখানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, ওরা বলছে যে গোমতী অভয়ারণ্যের জন্য তাদেরকে উঠে যেতে বলছে। যেমন যশমনি পাড়ার ২২ পরিবার, জয়চন্দ্র পাড়ার ২৭ পরিবার, খিয়ারায় পাড়ার ১১ পরিবার এবং গুঙ্গিয়াতে ১৪২

পরিবার মোট ২৫০ পরিবার এখান থেকে উঠে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করাতে এরা খুব বিপন্নতা বোধ করছে।

এই যে সি পি এম পার্টির লোক যে ধরণের কাজ করছে এদের কে বন্ধ করবে। এবং বন্ধ করা যাবে কিনা বলে নি। এখন আমরা কি বলব সেখানকার লোকদের, আমরা কি তাদের থাকতে বলব না চলে আসতে বলব। এখন আমরা তাদেরকে থাকতে বলি তাহলে সেখানে বামফ্রন্টের লোকরা গিয়ে মারধোর করতে পারে অপহরণ করতে পারে গুলি করতে পারে, কাজেই আপনি তাদেরকে কি আশ্বাস দেবেন।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি স্পষ্ট করে বলেছি যে আমাদের দপ্তর থেকে এই ধরণের কোন নোটিশও দেয় নি উচ্ছেদের জন্য। অন্য কোন কারণ থেকে থাকে এখন পরিস্থিতি বিভিন্ন ধরণের অবস্থায় তৈরী হয়। যদি এই ধরণের কোন ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের ফরেস্ট দপ্তরের আওতাভুক্ত না। নিশ্চয়ই এটা আইনশৃঙ্খল বিষয়। এটা আরক্ষা দপ্তর দেখে থাকেন।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে বলছিলেন যে পানজিহাম গার্লস স্কুলে ৮৪ পরিবার এটা কি অদৃশ্য মিত্র দ্বারা বিতারিত না অন্য কোন কারণ এই ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী তো এখানে বলেছেন যে দপ্তর থেকে এই ধরণের কোন উদ্যোগ দেওয়া হয় নি, এখানে এর পরে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পষ্টই বলেছেন এটা আরক্ষা দপ্তরের ব্যাপার। সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখামন্ত্রীর কাছে জানতে পারি কিনা, যেহেতু এটা বনদপ্তরের কর্মীরা করছে না, পুলিশ যেহেতু আরক্ষা দপ্তরের এই কাজ করছে এটা আমরাও জানি, সুতরাং, মাননীয় মুখামন্ত্রী এই ব্যাপারে হাউসকে অবহিত করবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এমন ধরণের কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি। প্রশ্নই আসে না। আর আমাদের বন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেস্ট প্রটেকশন অ্যাক্ট ১৯৮০ইং সনে চালু করেছেন। চালু করে তারা এটা বলেছেন যারা বিনা অনুমতিতে ঢুকেছেন আমরা প্রথম থেকে বলে এসেছি যে আমাদের এখানে ট্রাইবেলরা ট্রেসপেসার হিসাবে ট্রিট করা হবে না। এই রকম পরিস্থিতিতে পুলিশ গিয়ে তাদেরকে সরে আসতে বলবে, কারণটা কি, এটা হতেই পারে না। সুতরাং এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, এখানে কোন অফিসারের কথা বলছেন, কাজেই আমি অনুরোধ করব সন্ধ্যার পরে তো বিধানসভা শেষ হয়ে যাবে, আপনি দয়া করে অফিসারের নাম, কোন থানা, কোন সার্কেল কোন গ্রামে গিয়েছেন এই সমস্ত তথ্যগুলি আমার কাছে দিন আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এখনও আরও পাঁচটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আছে। এটা অনেক সময় লাগবে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব লে করে দেওয়ার জন্য।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। সবগুলি ৫ মিনিট ৫ মিনিট করে সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি এমনিতে ৯টা বেজে যাবে।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- প্রশ্ন যেন আমরা ২টার বেশী না করি। আমরাও ঠিক থাকতে পারি না। আমরাও কন্টিনিউ করি। স্যার প্রত্যেকটা বিষয়ে ২টি করে এলাউ করবেন স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। আমি বলেছি ৯টা পর্য্যন্ত আপনারা থাকতে পারলে আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে

স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী শহিদ চৌধুরী এবং শ্রী সুধন দাস কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ০৪.১২.২০০৩ ইং তারিখে সোনামুড়া কৃষি দপ্তরের অফিসগৃহে দুই জন ডি.আর.ডব্লিও. কে নৃশংসভাবে খুন করা ও সরকারী নথিপত্র গায়েব হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সোনামুড়া কৃষি তত্বাবধায়কের দপ্তর থেকে গত ৫ই ডিসেম্বর সকাল প্রায় নয়টায় টেলিফোনের মাধ্যমে সোনামুড়া থানায় এই ঘটনার খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনা স্থলে অর্থাৎ কৃষি তত্বাবধায়কের অফিসে যায়। সেখানে দুজন মৃত ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং ডাকাতির চিহ্ন, স্বাক্ষ পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্তের কাজ শুরু করে। মৃত ব্যক্তিদের ফটো তোলার ব্যবস্থা করা হয়, রিপোর্ট তৈরী করা হয় এবং মৃত দেহগুলিকে পোষ্ট মর্টেমের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ফরেনসিক সায়েন্স লেবরেটরী (এফ.এস.এল) থেকেও বিশেষজ্ঞরা আসেন। তদন্তকারী অফিসার রাত্রে অভিযুক্ত শ্রী মতিলাল ভৌমিককে আটক করে কোর্টের মাধ্যমে পুলিশ হাজতে পাঠান। তারপর তদন্তকারী অফিসার তিন জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য পুলিশ হাজতে পাঠান।

ঘটনার তদন্তে জানা যায় যে আগের দিন অর্থাৎ ৪ঠা ডিসেম্বর ২০০৩ইং তারিখে প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ অন্যান্য দিনের মত অফিসের কাজকর্ম শেষ হওয়ার পর সোনামুড়ি কৃষি তত্বাবধায়ক অফিসের কর্মীরা অফিস ত্যাগ করেন। আবদুল মালেক এবং সুভাষ শীল নামে ঐ অফিসের দুইজন নৈশ প্রহরী নৈশ প্রহরা দেওয়ার জন্য হাজির হয় কিন্তু মতিলাল ভৌমিক নামে আরেকজন নৈশ প্রহরী অনুপস্থিত থাকে। অফিসের কোষাধ্যক্ষ শ্রী অরুনকুমার সিন্‌হা ৯০, ৯৮০ (নব্বই হাজার নয়শ আশি) টাকা তার ঘরের আলমারিতে রেখেছিলেন। উক্ত তারিখে রাত্রি বেলা কিছু দুস্কৃতিকারী অফিসের, দপ্তরের গ্রীল ভেঙ্গে দপ্তরে ঢুকে পড়ে। তারা দপ্তরের ছ'টি কোঠার দরজা ভেঙ্গে টাকার জন্য তল্লাশী চালায় এবং আলমারির ফাইলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র তছনছ করে। শেষে তারা উপরোক্ত দু'জন নৈশ প্রহরী যারা কর্তব্যরত অবস্থায় ছিল তাদের হত্যা করে লেপ, তোষক দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে। তারপর তারা কোষাগারের আলমারী থেকে নগদ ৯০,৯৮০ (নব্বই হাজার নয়শ আশি) টাকা, স্টোর কীপার শ্রী সুনির্মল ভট্টাচার্যের আলমারী থেকে নগদ ১,০০,০০০ (এক লাখ) টাকা প্রধান করনীক (হেড ক্লার্ক) আশুতোষ দেবনাথের আলমারী থেকে নগদ ১৩,০০০ (তের হাজার) টাকা এবং স্টোরের আলমারীতে রাখা পিওন দুলাল দেবনাথের নগদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। তারা সর্বমোট ২,০৮,৯৮০ (দুই লাখ আট হাজার নয়শত আশি) টাকা নিয়ে যায়। এই ঘটনার ভিত্তিতে একটি মামলা নথীভুক্ত করা হয়।

স্থানীয় সুত্রে খবরের ভিত্তিতে জানা যায় যে পেশাদারী অপরাধীরা স্থানীয় অপরাধীদের সাহায্য নিয়ে এই ঘটনাটি সংগঠিত করে। এই ঘটনার পেছনে টাকা পয়সা লুঠপাট করার উদ্দেশ্য ছিল এবং নৈশ প্রহরীদের হত্যা করা হয় সম্ভবত স্বাক্ষী এবং প্রমান লোপাট করার উদ্দেশ্যে।

কৃষি দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কৃষি তত্বাবধায়কের কার্য্যালয় থেকে কোন সরকারী নথীপত্র গায়েব হয়নি। যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের নাম - (১) শ্রী মতিলাল ভৌমিক (৩৫) পিতা ঃ মৃত অমর কৃষ্ণ, সাং রবীন্দ্রনগর, থানা - সোনামুড়া, (নৈশ প্রহরী - এস.এ.অফিস, সোনামুড়া) (২) শ্রী সেলিম মিঞা (৩০), পিতা ঃ মহম্মদ খালেক মৈশান, সাং - বেজিমারা, শ্রীমন্তপুর, থানা সোনামুড়া। (৩) মহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (২৮), পিতা ঃ আবদুল মোনাফ, সাং - তেলকাজলা, থানা সোনামুড়া। (৪) মহম্মদ খোকন মিঞা (২৩) পিতা ঃ শ্রী খালেক মৈশান, সাং- বেজিমারা, থানা সোনামুড়া।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে প্রায় কোটি কোটি টাকার উপরে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে ডিপার্টমেন্ট অডিট করা শুরু করে। এবং ঐ দিনও অডিট করেছিল এবং যারা অডিটর খুব সম্ভবত ডেপুটি ডাইরেক্টর শংকর দাস

ডিপার্টমেন্টের সে অডিট করার পর নাইট হল করে এবং অডিট যখন সঠিক পথে এগোচ্ছিল তখনই ঐ দিন রাত্রে এই অফিস আক্রান্ত হয় এবং নাইটগার্ডদের খুন করে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দরজার তালা ভেঙ্গে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এটা দরজার তালা না আমি বলেছি গ্রীল।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমি কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ জায়গায় গিয়েছি কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরেরই দরজা কিন্তু খোলা ছিল। ভেতরে ঢোকার পর তারা আলমারীর নয়টা তালা ভেঙ্গেছে। কিন্তু মেইন রুমগুলির দরজাগুলি খোলাই ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য রয়েছে কি এটা কোটি টাকার তদন্তের দূর্নীতি যখন তথ্য উদ্ঘাটিত শুরু হয়েছিল এবং এর পেছনে এই দপ্তরের লোক জড়িত রয়েছে এবং ঐখানকার কিছু শাসকদলীয় লোক জড়িত আছে, এই ধরনের তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রয়েছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমার কাছে তো এই ধরনের তথ্য নেই, তবে এ: :ন একটা জিনিস বলা হয়েছে যে অফিসের কাগজপত্র লোপাট হয়েছে বা গায়েব হয়েছে এই রকম কোন তথ্য নেই। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন অডিট তো সব অফিসেই হয়, হয়তো এখানেও হচ্ছে এটা আমার জানা নেই। তাহলে তো কাগজপত্র নষ্ট করার কথা। কাগজপত্র সম্পর্কে এখানে যে তথ্য এসেছে তাতে কিন্তু কাগজপত্র নষ্ট হয়েছে এই রকম কথা তারা বলেনি, টাকাটার কথাই বলেছেন। তবু যেহেতু প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে, তথ্যটা হয়তো এখনি আমার হাতে নেই। কিন্তু এইগুলো তদন্তের কাজে সাহায্য করবে এই আলোচনার বিষয়বস্তু রেফারেন্স হিসাবে আমরা নিশ্চয়ই সেখানে জানাব যে এই প্রশ্নগুলি বিধানসভায় উঠেছে।

সুধন দাস ঃ স্যার, আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি ৬ মাস, ১ বৎসর পর্য্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাকাত দলের গ্রুপের সঙ্গে সোনামুড়ার বিশেষ করে প্রাক্তন বিধায়ক বিল্লাল মিঞা সাহেবের ভাই বৌদির সঙ্গে এই সমস্ত বাংলাদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি আছে। এই ধরনের গ্রুপ দিয়েই তাদের মাধ্যমেই এই কাজ করানো হয়েছে কিনা এটা তদন্তের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে এটা দেখা হবে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে তো আমার পক্ষে বলা খুব কঠিন। পুলিশ তদন্ত হাতে নিয়েছে কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তদন্তের কাজ চলছে, আমার মনে হয় এই সমস্ত বিষয়গুলি তো তদন্তের কাজে সাহায্য লাগতে পারে কিন্তু কোন কোন বিষয়গুলি তদন্তের জন্য নেবেন, নেবেন না এটা মিনিষ্টার কিভাবে বলবে। এটা তো মিনিষ্টারের পক্ষে বলা সম্ভব না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, ক্লিয়ার বলতে যারা সুপারিনটেণ্ডেন্ট এ্যাগ্রিকালচার ছিল, আমি নিজে বলে নিজেই আটকে গেলাম এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলার। এখানে সুপারিনটেণ্ডেন্ট এ্যাগ্রিকালচার বাদল রায় ছিলেন, পরবর্তী সময় উনি যতক্ষন অডিটের ব্যাপারে সাহায্য করছিল এবং দুর্নীতির ব্যাপারটা চেষ্টা করেছিল খোলা হোক। পরবর্তী সময় উনাকে সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখ বদলি করে দেয় ধর্মনগর। এই বছরে এবং আশিস সাহাকে এখানে আনা হয় এবং আশিস সাহা যখন চার্জ নিতে যায় তখন উনি চার্জ দিতে রাজি হননি। কারন উনি বলছেন সমস্ত হিসাব না পেলে আজি চার্জ নেব না। পরবর্তী সময় বাধ্য হয়ে অপূর্ব কান্তি বর্মণ হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের ডি ডিও হিসাবে উনাকে চার্জ দেওয়া হয়। এবং এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শুধু টাকার জন্য আসলে শুধু কেশ রুমে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল বিভিন্ন জায়গায় কোথাও ১ লক্ষ, কোথাও ৯০ হাজার, কোথাও ৫ হাজার, কোথাও ১৩ হাজার এই বিভিন্ন জায়গায় টাকা থাকার অর্থ কি, এটা কি কারন। দুলাল দেবনাথের কথা বলেছে মোষ্ট প্রভাবলি একটা নাম উনার রুমেও টাকা ছিল আসলে তথ্য লোপাটের জন্য গিয়েছিল এবং ফাইলপত্রও গায়েব করে দেওয়া হয়েছে এই আমার কাছে খবর আছে এবং ঐদিনও বলেছিল আমি যখন ঐ জায়গায় গিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে দেখা গেল দপ্তরের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর

কাছে রিপ্লাই আসছে যে ফাইল গায়েব হয় নি। মাননীয় সদস্য সুধন বাবু বলেছিলেন পলিটিক্যাল খেলা আমি সেই দিকে যেতে চাই নি। কিন্তু সামসুলহক ভাইস চেয়ারপার্সন অব বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবং শ্যামল চক্রবর্তী নগর পঞ্চায়েত সদস্য সোনামুড়া তাদের ইনবলমেন্টের কথাও এখানে বলছিল, এই ধরনের তথ্য আছে কিনা। অবশ্য এই রকম তথ্য না থাকলে তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতেও পারবেন না। এই ব্যাপারটা আছে কিনা কাইন্ড লি যদি বলেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি যেটা বলতে পারব না এটা তো মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলে দিলেন। এই সমস্ত তথ্য তো আমার কাছে নেই, থাকলে তো আমি আগেই বলতাম। প্রাথমিক আমার যে প্রতিক্রিয়া সেটা আমি বলছি যে এইভাবে কি করে সম্ভব এটা। যে টাকা নিয়ে গেল আর কিছু নিল না সেটা তো আমাদেরও সন্দেহ হয়েছে পুলিশকে বলা হয়েছে সিরিয়াসলি ব্যাপারটা টেইক-আপ কর এবং পুলিশেরও কিছু সন্দেহ আছে সেইগুলি আমি এখানে নাই বা বললাম। যেহেতু এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার ভাল কথা আমাদের এগ্রিকালচার মিনিষ্টার এখানে নেই ওনার দৃষ্টিতে আনব। আমি বিরোধী দলনেতাকে বলব দেখা যাচ্ছে উনার কাছে অনেক তথ্য আছে। ফলে তদন্ত সঠিক খাতে যাতে প্রবাহিত হয় প্রকৃত অপরাধী যাতে ধরা পড়ে তাতে সাহায্য করার জন্য। আমাদের এগ্রিকালচার মিনিষ্টারকে একটু সাহায্য করুন তথ্যগুলি দিয়ে তাতে সুবিধা হবে।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আপনার মাধ্যমে বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই কেইসটা বোধ হয় লোক্যাল যারা ইনভেসটিগেশন করছে কিছু কিছু তথ্য লোপাটে যাচ্ছে তাদের অবহেলার কারনে। এই কেইসটা অন্তত এই রাজ্যেরই একসপার্ট যারা আছে আমার মনে হয় পার্টি চালাব এই কেইসটা সি.আই.ডি তদন্ত করা উচিৎ। এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- সি আই.ডি. তদন্তের কথা এক্ষন বলছি না। কিন্তু সত্য উৎঘাটনের জন্য প্রয়োজন হলে সি.আই.ডি. তদন্তে যেতে হবে। লেট আজ ওয়েট ফর সামটাইম দি মেটো য়েলস এভয়এবল উইথ উই প্লিজ হেলপ মাই প্রোভাইডিং অল দিস ইফ ইট নাসেসারী উই সেল গো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর সমাজ কল্যান এবং সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি সমাজ কল্যান এবং সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত ও শ্রী বাসুদেব মজুমদার কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ " প্রবাহমান **শিক্ষা সহ ৯ দফা কর্মসূচীর** অগ্রগতির সম্পর্কে।"

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, প্রবাহমান **শিক্ষা সহ ৯ দফা কর্মসূচীর** অগ্রগতি সম্পর্কে ঃ-

মানব সম্পদ অমূল্য সম্পদ। অমূল্য মানব **সম্পদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সরকার গত ১লা আগষ্ট, ২০০৩ইং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ-পরিচ্ছন্নতা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি উন্নয়নে সুনির্দ্দিষ্ট সময় ভিত্তিক ৯ দফা কর্মসূচী রূপায়নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহন** করে।

২০০৫ইং সালের ৭ই আগষ্টের মধ্যে নিম্নলিখিত ৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১) **পূর্ণ স্বাক্ষরতা অর্জন ঃ**

সকলের জন্য শিক্ষা, ১০০ পার্সেন্ট নিরক্ষর মানুষকে কোন না কোন শিক্ষা কার্যাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা। এর জন্য ঃ-

ক) প্রতিটি ৩-৬ বৎসর বয়সের শিশুকে বালোয়ারী অথবা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে বা অন্য কোন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা।

খ) প্রতিটি ৬-১৪ বৎসর বয়সের বিদ্যালয় ছোট কিশোর কিশোরীদের সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

গ) প্রতিটি ১৫-৪৫ এবং তদূর্দ্ধ প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রবাহমান শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

প্রবাহমান শিক্ষা কার্য্যক্রমে মোট ১২০২ টি প্রবাহমান শিক্ষা কেন্দ্র ও ১২০টি নোডাল শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১ জন প্রেরক ও সহকারী প্রেরক সর্বমোট ১৩২২ জন প্রেরক ও ১৩২২ জন সহকারী প্রেরক এই কাজে নিযুক্ত আছেন।

বয়স্ক শিক্ষা ১০০ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যে গ্রামীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান করা হয়েছে তৎ-সঙ্গে উপকেন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবক যারা স্বোচ্ছায় এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহন করবে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৪ ইং জানুয়ারী মাস থেকে এই উপকেন্দ্রগুলোতে বয়স্ক শিক্ষার কাজ শুরু হচ্ছে।

২) **সার্বিক স্বাস্থ্য বিধি পালন ঃ-**

সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান হলো যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধিসমূহ কারণগুলি নিবারণ করা হয় এ জন্য প্রত্যেকটি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বালোয়ারী এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা এবং জল নিকাশি ব্যবস্থা করার উদ্যোগ।

৩) **সার্বিক টীকাকরণ ঃ-**

জন্মের পর থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশুকে মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টীকা প্রদান করা।

৪) **সর্বত্র বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ঃ-**

শিশুদের মানসিক বিকাশ শারীরিক গঠনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

৫) **পরিবেশ রক্ষায় বনায়ন ঃ-**

গাছ কেন দরকার এবং এই গাছ কিভাবে পরিবেশকে রক্ষা করছে তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৃক্ষ রোপন, পরিচর্যা এবং এর মধ্য দিয়ে সকল অংশের জনগন বিশেষতঃ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করানো এবং গাছের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৬) **বিদ্যালয়ের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ-**

বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রবনতা ও অভ্যাস গঠন করা।

৭) **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ঃ-**

পুঁথিগত শিক্ষার বাহিরে শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮) **স্ব-সহায়ক দল গঠন করা ঃ-**

সাক্ষরতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ব-নির্ভর দল গঠন করা।

৯) **নবজাত ও প্রসূতি মায়েদের মৃত্যু হার কমানো ঃ-**

নবজাত শিশুর অকাল মৃত্যুর হার এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার সমাজ ইন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচী। পুষ্টি, টিকা স্বাস্থ্য সচেতনতার মাধ্যমে এই হার কমানো।

এই নয় পয়েন্ট প্রোগ্রামের উপর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী সরকারের পক্ষ থেকে একটা সেনসাস আমরা করি এবং তার ভিত্তিতে কিছু অগ্রগতি আছে এটা আমি পড়ে দিচ্ছি।

উপরোক্ত কর্মসূচীর অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ-

১) ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আগরতলা রাজধানী ও ৪০টি ব্লক কেন্দ্রে প্রচার অভিযান করা হয়।

এবং জেলা এবং ব্লক স্তরে কমিটি গঠনের মাধ্যমে কর্মসূচী রূপায়নের কাজ শুরু করা হয়।

২) পঞ্চায়েতের / এডিসি ভিলেজের নির্বাচিত / মনোনিত সদস্য / সদস্যা সহ গ্রামে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের বিদ্যালয় শিক্ষক / শিক্ষিকা, সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সমাজ শিক্ষা কর্মী অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মী, স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য কর্মী / সি.এইচ.জি. কর্মী, প্রবাহমান শিক্ষার প্রেরক / সহপ্রেকর, শিক্ষা অনুরাগী যুবক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক / কর্মচারী এবং গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে গ্রামবাসীকে নিয়ে সভা সংগঠিত করে ৯ দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করা।

৩) ওয়ার্ড / পাড়া ভিত্তিক দল গঠন করে বাড়ী বাড়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত তথ্যের পঞ্চায়েত ও ভিলেজ ভিত্তিক নথীভূক্ত করা হয়। এ কাজটি সম্পন্ন হয় অক্টোবর মাসে। ১০০ শতাংশ শিক্ষিতের লক্ষ্য মাত্রার জন্য সমীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায় ৩-৬ বছরের ৪৫,২৭৫ জন শিশুকে, ৬-১৪ বছরের ৬৩,১১৯ জন, ১৫-৪৫ বছরের ১,৬৪,৭১৬ জন, সর্বমোট ২,৭২,০০০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। এখন পর্যন্ত উক্ত সংখ্যার মধ্যে ৮৩,০৭৬ জন ১৫-৪৫ বছরের লোকদের প্রবাহমান শিক্ষা কেন্দ্রে নাম নথীভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৩-৬ বছরের আওতাধীন ৪,৩১১ জন শিশুকে অঙ্গনওয়ারী বা বালোয়ারী কেন্দ্রে নাম নথীভূক্ত করা হয়েছে।

সার্বিক স্বাস্থ্য বিধি ঃ-

এই কর্মসূচীর অন্তর্গত রাজ্যে মোট ৫,৭১,১৮৩ পরিবারের মধ্যে ২,৩৫,৭৬০ টি পরিবারকে সার্বিক স্বাস্থ্য বিধির আওতায় আনা হয়েছে।

আগামী দিনে ২,৩৫,৪২৩ টি পরিবার এবং ২,০৬২ টি বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচীর আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সার্বিক টীকা করণ ঃ-

সমীক্ষায় জানা যায় জন্ম থেকে ১ বছর পর্যন্ত ১,০৯,০২০ জন শিশুর মধ্যে ৬৯,৯০৫ জন সম্পূর্ণ টীকাকরণ হয়েছে এবং ২৫,৮২৭ জন আংশিক টীকাকরণ হয়েছে এবং আরো ২৩,৯৮৯ জন শিশুদের টীকাকরণ করতে হবে।

২-৬ বছরের মোট ২,১৬,৩৮২ জন শিশুর মধ্যে ১,৩৮,৪০২ জনের সম্পূর্ণ টীকাকরণ হয়েছে। ৫৩,১৪৪ জনের আংশিক টীকাকরণ হয়েছে এবং ৩৪,৮৩৬ জনকে টীকা প্রকল্পে আনতে হবে। এর মধ্যে আরো ১,৮৩৬ জন শিশুকে টীকা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থা ঃ-

৩,১৩৩ টি স্কুলের মধ্যে ২,২৫৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় বনায়ন ঃ-

বর্তমান অর্থবর্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ৪০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুমানিক ৯,৫৮২ টি বৃক্ষ রোপন হয়েছে। আগামী বছর বন দপ্তর প্রয়োজনীয় গাছের চারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহ করবে এবং জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী কিছু কিছু পঞ্চায়েত সমিতি চারা তৈরীর লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বিদ্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ-

শিক্ষা দপ্তর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাফাই কাজ সম্বলিত নির্দেশিকা দিয়েছে। বিদ্যালয় প্রধানগণ ব্যক্তিগত পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গঠনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ঃ-

প্রতিমাসে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নুনতম পক্ষে দুই শনিবারে সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম চালু করার জন্য শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়গুলোকে নির্দ্দশ জারি করেছেন।

আবৃত্তি, বিতর্ক, ক্যুইজ প্রতিযোগীতা নিয়মিত করার রজন্য বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের বাস্তবায়ন, রাজ্য স্তরে, জেলা স্তরে ও ব্লক স্তরে নিয়মিত পর্য্যালোচনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

স্ব-সহায়ক দল গঠন ঃ-

আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে স্বনির্ভর দল গঠন করা ও ৯ দফা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত এ পর্যন্ত মোট ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৮,১৭২ টি, খ) উত্তর জেলায় ৮২৯ টি, গ) দক্ষিণ জেলায় ২,৯৭৫ টি, ঘ) ধলাই জেলায় ৯২০ টি স্বনির্ভর দল গঠন করা হয়েছে।

এই স্বনির্ভর দলগুলির তালিকা এবং কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিরুপনের জন্য জে া শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার ঃ-

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নেওয়া হয়েছে। যদিও রাজ্য গড় সূচক জাতীয় গড় সূচকের চেয়ে কম তথাপি শিশু মৃত্যুর হার এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার কমিয়ে এই সূচক আরো কমানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রী সুদন দাস ঃ- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এখানে প্রবাহমান শিক্ষার সঙ্গে যারা প্রেরক বা সহ-প্রেরক তদের একটি ভাতা দেওয়ার কথা ছিল এটা দেওয়া হবে কিনা?

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) **ঃ**- স্যার, ১,২০২ টি প্রবাহমান শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১২০ টি নোডাল শিক্ষা কেন্দ্র আছে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে একজন প্রেরক এবং সহকারী প্রেরক সর্বমোট ১,৩২২ জন ও ১,৩২২ জন সহকারী প্রেরক এই কাজে নিযুক্ত আছে। এ্যাকচ্যুয়েলি, এটা ভাতা না এমনিতে তাদেরকে একটী অনারিয়াম হিসাবে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যেমন যেমন আসে তেমন তেমন আমরা দিই। যখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই বরাদ্দটা দেয় না, তখন আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। এখন আমরা যেটা সিদ্ধান্ত করছি লোনটারি বিভিন্ন সংগঠনকে যুক্ত করে আগে যেমন সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাবে নীরক্ষরতা মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাব-সেন্টার ইত্যাদি খুলে আমরা তাদের স্বেচ্ছায় সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমরা অনুপ্রানীত করছি। ইতিমধ্যেই কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। আর এমনিতে অধিকাংশ জায়গায় দেওয়া আর কিছু জায়গায় প্রেরক এবং সহকারী প্রেরকরা তারা যে অনারিয়াম পান এবার কিছু পাননি, তারা পাননি এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে সমস্ত জেলাগুলোতে টাকা এসে পৌঁছায়নি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই ৯ দফা কর্মসূচী যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্যগুলো দিলেন এটা কি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় যে অংশগুলো পড়ে এটা কি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে দেওয়া হয় নাকি রাজ্য সরকার সরাসরি পরিবেশন করছে?

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) **ঃ**- আমরা আমাদের শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সমাজশিক্ষা অঙনওয়ারী এবং পঞ্চায়েত গুলোকে যুক্ত করেই আমরা এগুলো করছি। জেলা পরিষদের সাহায্য আমরা চেয়েছি এবং সবাই মিলে এই কাজগুলো করছি। তো জেলা পরিষদ আমাদের অফিসিয়েলির সঙ্গে যুক্ত না হলেও তাদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে এবং আমরা এগুলো সংগ্রহ করছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- না স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে অটোনমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল, স্ব-শাসিত তাদের নিজস্ব আছে এবং তাদের এলাকাতে এই রকম বহু সমাজশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) **ঃ**- এই তথ্য যেটা আছে তাদের সহ। এবং সারা রাজ্যের তথ্য আমরা এটা সংগ্রহ করেছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- এটা কি তাদের মাধ্যমে করানো হয়েছে কিনা?

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- না এটা আমরাই করেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন জয়েন্টলী করছে, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আছে রাজ্য সরকারও আছে।

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- নাইন ভয়েজ্ প্রোগ্রামটা আমরা হাতে নেওয়ার পর আমরা আমাদের দিক থেকে, যে সমস্ত সংগঠন সবগুলিকে যুক্ত করে যারা সাহায্যে গেছে তাদেরকে নেই, আমরা তথ্যটা সংগ্রহ করেছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- ইমপ্লিমেন্টিংটা তো অন্ততঃ তাদের দেওয়া দরকার।

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- হ্যাঁ, যুক্ত করা হয়েছে. যেমন ধরুন এ.ডি.সি. সেন্টারগুলো এই গুলো তো স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ দেখে, তাদের সাহায্য আমরা নিয়েছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- কিন্তু তাদের উপর অর্পন করিয়েই কাজটা করা দরকার।

শ্রী মানিক দে (মন্ত্রী) ঃ- আমি তো আগেই বলেছি যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের যারা তাদের যুক্ত করেই আমরা এই সেনসাসের কাজটা করছি এবং তাদের সি.ই.ও. ছিলেন, উনার সাজেশানও আমরা নিয়েছি এবং ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রেও যেই দপ্তরটা যেখানে যুক্ত করা দরকার যেমন যেমন দরকার সেভাবে যুক্ত করে নিচ্ছি এটা একটা দপ্তরের কথা না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর স্ব-রাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো - গত ২৪শে ডিসেম্বর ২০০৩ ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি - নিরীহ উপজাতি যুবককে ঠান্ডা মাথায় খুন করে সংঘর্ষের গল্প. শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- গত ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং তারিখে একজন মহীলা কাস্কু টি.এস.আর. ক্যাম্পের ইনচার্য নায়েব সুবেদার দিলীপ দেববর্মকে খবর দেয় যে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের একটি দল তাদের এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। এই খবর পাওয়ার পর নায়েব সুবের্দার দিলীপ দেববর্মার নেতৃত্বে কাস্কো টি.এস.আর. ক্যাম্পের এক প্ল্যাটুন টি.এস.আর. রাত ৯টার সময় অভিযানে বের হয়। সরবং টি.এস.আর. ক্যাম্পে খবর দেওয়া হলে সেখান থেকেও নায়েব সুবেদার এল.রিয়াং এর নেতৃত্বে টি.এস.আরের একটি দল অভিযানে বের হয় রাত্রি প্রায় নয়টার সময় টি.এস.আরের দলটি যখন তাদের ক্যাম্পে ফিরছিল তখন তারা কিছু লোককে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। অভিযানকারী টি.এস.আরের দলটি তাদের চ্যালেঞ্জ জানালে দলটি টি.এস.আরের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তে থাকে বলে প্রকাশ। তখন টি.এস.আরের জওয়ানরা আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায়। গুলি বর্ষণ প্রায় ৫ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে। তারপর সশস্ত্র দলটি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে টি.এস.আরের জওয়ানরা এলাকা তল্লাসী শুরু করে। তল্লাশীর সময় গুলিবিদ্ধ এক অজ্ঞাতনামা ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সেই সঙ্গে একটি গ্রেনেড, দুটি ডেটোনেটর, নয়টি ৭.৬২ এম.এম. তাজা কার্তুজ, সাতটি এ.কে.৪৭ রাইফেলে ব্যবহৃত কার্তুজের খোল, একটি জলপাই রঙের টুপি এবং নগদ ৩৩০ টাকা সহ একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। পালিয়ে যাওয়া দলটিকে উগ্রবাদী বলে মনে করা হচ্ছে।

এই ঘটনার উপর একটি লিখিত অভিযোগ বীরগঞ্জ থানায় করা হয় এবং সেই অভিযোগ মূলে বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩৫৩, ৩০৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫, ২৭ ধারায় একটি কেইস (কেইস নং ৪৪-০৩) দায়ের করা হয়।

তদন্তে মৃতদেহটি জনৈক বিশু সিং মলসম, পিং - মৃত জল বাহাদুর মলসম, সাং আথাম ভাগ্য পাড়া, থানা বীরগঞ্জের বলে

প্রকাশ পায়। উক্ত মলসম কোন উগ্রপন্থী দলের সদস্য সমর্থক না হলেও উগ্রবাদীদের ভয়ভীতিতে - চাপে তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করার সময় পুলিশ ও উগ্রপন্থী দলের মধ্যে গুলি বিনিময়ের মাঝখানে পড়ে মারা যায় বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান্ স্যার, আমি আশা করেছিলাম কিছুটা হলেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে সত্যতা, অনেষ্টি থাকবে। এটা শুধু আমার বক্তব্য না দেশের কথা পত্রিকার খবর বলছি সেখানেই প্রথম খবর উঠে যে বিশু সিং মলসম তার বাড়ি গিয়ে যখন টি.এস.আররা পৌছে তখন তারা ধুপকাঠির শলা তৈরী করছিল। তারপর তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং গিয়ে রুতুক রায় পাড়া সেখান থেকে প্রায় ছয় সাত কি.মি. হবে তাকে নেওয়া হয় সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে আর গুলি করা হয় একটার পরে। কাজেই এটা উগ্রপন্থীর সঙ্গে সংঘর্ষে গিয়ে মারা গিয়েছে। এটা কি করে বিশ্বাস করা যায় ? তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়েগিয়েছিল। তার পরে বলছে ' । উগ্রপন্থীর সঙ্গে জড়িত ছিল। এটা ভাওতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সব চিঠিতে লিখে দিয়েছি। আমি যখন ঘটনার খবর পেয়ে জানতে গেলাম তখন সেখানে আপনার দলের লোকরাও ছিলেন। আমাদের দলের লোকরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। উভয় দলের লোকরাই বলছে সে একজন নিরীহ মানুষ। এবং পরে গ্রামের সমস্ত লোকরা থানায় গিয়ে ঘেরাও করেছে। পুলিশের বক্তব্যও বলেছে যে এটা উগ্রপন্থীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা নয়। এই জন্য আমি বলেছি যে এটার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। অন্তত একটা সুষ্ঠ বিচার হউক। আমি আরও চিঠিতে লিখেছি দে হ্যাভ অলসো রাইট টু গেট জসেটিজ। এখন বলুন আমি যখন গেলাম মরদেহের টুকরো টুকরো অংশ সেখানে পড়েছিল। আমার সঙ্গে ছিল টি.এস.আরের এসকর্ট। আমি তাদের বলেছি মরদেহের মধ্যে গুলি রয়েছে কিনা তারা বলেছে হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি মনে হয় যে সংঘর্ষের মধ্যে গুলি লেগেছে ? না না কাছে থেকে গুলি করা হয়েছে। ৭.৬২ গুলি ছিল। তারা বলল যে এটাতো উগ্রপন্থীর গুলি নয়। গুলি মৃত দেহের পাশে পড়ে আছে এটা সেখানেই পাওয়া গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলুন একজন নিরিহ ব্যাক্তির বিচার পাবে না সে। বিচার সে পাবেন এই হাউস বলুক। যে নিরিহ ব্যাক্তির মাথার গুলি ভেদ করে গিয়েছে। টি.এস.আব. রাই আমাকে বলেছে এটা সব আমাদের। এটাতো আমার লোক নয়। আমি যে দলটাকে নিয়ে গিয়েছি তারা বলেছে একেবারে তাকে কাছে থেকে গুলি করা হয়েছে। এখন আপনার বিবৃতি কি আভাষ দিতে পেরেছেন ? যারা এই অন্যায় করেছে এবং যে অন্যায়ের একটুকু বিচার হতে পারে তার আভাষ কি দিতে পেরেছেন ? এখন আপনার কাছে আমার অনুরোধ এই যে বিশ্বজিৎ মলসম কোন দলের আমি সেটা বলতে যাবনা কিন্তু তার মা গতবছর মারা গিয়েছে। তার পরিবারের আর কেউ নেই। এই বছরই সে তীর্থমুখে যাওয়ার কথা ছিল তার জন্য সে টি.এস.আরের কাছে পাল্লা বিক্রি করে। তিনগড়িয়া বাজার, কান্তু বাজার এসে সে ধুপকাঠি শলা বিক্রি করে। আপনি চিন্তা করতে পারেন সে একজন উগ্রপন্থী হয়ে গেল ? এখন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে আপনি যেতে পারেন। এই টি.এস.আর. ক্যাম্পে সে বলে দিবে যে তার দেওয়া পাল্লা আছে। আপনি তিন গড়িয়া বাজারে গিয়ে দেখবেন জিজ্ঞেস করবেন সেখানে সবাই বলবে তার কাছ থেকে আমরা ধুপকাঠি শলা নিই। আপনার দলের লোকেরাও ওখানে থানা ঘেরাও করেছে। ওখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তাকে মারা হল আমি ও তো বুঝতে পারলাম না এবং আমিও তাকে বলেছি যে আমি খুঁজে দেখেছি একজনই গ্রামবাসী তার সঙ্গে ছিল তার নাম কৃষিরাই রিয়াং। আমি উনাকে বলেছিলাম কৃষিরাই রিয়াংকে খুব কায়দা করে জিজ্ঞাসা করুন যে কি কারনে তাকে খুন করা হল, তখন সব কিছুই বেড়িয়ে আসবে। আমার কথা আমি ১০০ পারসেন্ট ঠিক বলেছি কারন আমি গিয়েছি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে একজন বিধান সভার মেম্বার হিসাবে তার বিচার পাওয়ার অধিকার আমি কি করে দেব ? এ ব্যাপারে আপনি সাহায্য করুন। তার বিচার পাওয়ার অধিকার আমি আপনাদের সবার কাছ থেকে দাবী করছি। আপনার বিবৃতি যদি মেনে নিই তাহলে তার বিচার হবে না। টি.এস.আর. ভাল কাজ করছে না তাও আমি বলছি না কারন টি.এস.আর বহু

জায়গায় ক্যাম্প করেছে এবং অনেক উগ্রপন্থী ধরেছে তাই আমি টি.এস.আররের বিরোধিতা করছি না। একজন নিরীহ মানুষ তার বিচার পাওয়ার অধিকার থাকবে না, তাকে বুলেট খেয়ে মরতে হবে এই ব্যাপারে বিধানসভায় মাননীয় সদস্যরা একমত কিনা যে, না এই অন্যায়ের কোন বিচার হবে না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি এই হাউসের লিডার আপনিই বলুন বিচার হবে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিবৃতিতে যে ভদ্রলোক মারা গেছেন যার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তাকে সন্ত্রাসবাদী বলা হয় নি কিন্তু আমিও চাই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হোক। মাননীয় সদস্য আপনি চিঠি দিয়েছেন, আপনার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপ সেখানে নেওয়ার চেষ্টা হয় সত্য উদ্ঘাটনের জন্য। আমি এটাই অনুরোধ করব আপনিও আমাদের সাহায্য করুন। আমি এখানে বলছি বিচার বিভাগীয় তদন্ত নয় আমরা প্রথমে মেজিষ্ট্র্যাট এনকোয়ারী করব তাতে যদি যে সমস্ত অভিযোগগুলি বলছেন যদি দেখা যায় এইগুলি বেড়িয়ে আসছে না তাহলে প্রয়োজন বোধে সেখান থেকে আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তে যাব। ফাষ্ট প্লিজ এলাউ আস আমরা মেজিষ্ট্রেট তদন্ত করব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে এই বুলেটগুলি দিচ্ছি আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে দেবেন এবং উনি যাকে দরকার তাকে দিয়ে দেবেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা তো আমি নেব না, এটা তো আমার নেওয়ার কথা নয়। মাননীয় সদস্য এনেছেন কুড়িয়ে, উনি যেখান থেকে এনেছেন কাদের হাতে দিলে ভাল হবে তাকে দেবেন। আর আপনি যদি নিতে চান কাষ্টডি হিসাবে এটা আপনার দায়িত্ব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এর কাছে বুলেটগুলি জমা দিয়ে দিচ্ছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার - ঠিক আছে দিয়ে দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত এবং শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত নিম্নোক্ত আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-

"দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক গোমতী দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে"।

শ্রী নারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) ঃ- ত্রিপুরা মিল্ক ইউনিয়ন পরিচালিত আগরতলা ডেয়ারী থেকে ২০০২-২০০৩ ইং সালে টোণ্ড মিল্ক ও ডাবল টোণ্ড মিল্ক মিলিত ভাবে উৎপাদন ও বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২৬,৪৬,২৫০ লিটার, এই সময়ে এই ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিক্রি হয় ২১,২২,৫৫৫ লিটার। ২০০৩-২০০৪ সালে টোণ্ড মিল্ক ও ডাবল টোণ্ড বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩২,৮৫,০০০ লিটার।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, সারা দেশে ২০০৩ইং এর প্রথম থেকেই দুধ উৎপাদন কম হওয়ায় গুঁড়ো দুধের সর্বভারতীয় বাজারে আচমকা ঘাটতি দেখা দেয় এবং অস্বাভাবিক ও অভূতপূর্ব মুল্য বৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে দেশের সমস্ত ডেয়ারী এক আকস্মিক সমস্যার মুখে পরে। সব রাজ্যের ডেয়ারীগুলো চটজলদি দুধ সরবরাহের পরিমান সংকুচিত করে এবং তাদের উৎপাদিত দুধের দাম বাড়িয়ে অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসে। সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম এবং অক্টোবর, ২০০৩ থেকে পশ্চিমবঙ্গেও একই কারনে দুধের দাম বাড়ানো হয়। পাশাপাশি ত্রিপুরা মিল্ক ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুধের দাম না বাড়িয়েও ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী দুধ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব বহন করেছে। নিরুপায় হয়ে ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ থেকে ত্রিপুরা মিল্ক ইউনিয়ন দুধের দাম লিটার প্রতি ১ টাকা বাড়ালেও পার্শ্ববর্তী

রাজ্য অসমে টোণ্ড এবং ডাবল টোণ্ড দুধের দামের চেয়ে এই বৃদ্ধি এখনো ১ টাকা কম।

২০০২-২০০৩ ইং সালে গোমতী পনীর উৎপাদন ও বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৭,৩০০ কেজি, এই সময়ে এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় ১০,৫৭৫ কেজি। ২০০৩-২০০৪ সালে গোমতী পনীর বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২,০০০ কেজি।

২০০২-২০০৩ ইং সালে গোমতী ঘি উৎপাদন ও বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১,৩৯৫ কেজি, এই সময়ে এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় ৯৫৯ কেজি। ২০০৩-২০০৪ সালে গোমতী ঘি বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১,১০০ কেজি।

২০০২-২০০৩ ইং সালে গোমতী আইসক্রীম উৎপাদন ও বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫০ মিলি লিটারের ৩৬,০০০ কাপ এই সময়ে এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় ৯৬,৪৮০ কাপ এবং ১০০ মিলি লিটারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২.০০০ কাপ, অগ্রগতি হয়েছে ২৪,০০০ কাপ। ২০০৩-২০০৪ সালে গোমতী আইসক্রীম বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধ হয়েছে ৫০ মিলি লিটারের ১,০২,০০০ কাপ এবং ১০০ মিলি লিটারের ২৫,৫০০ কাপ।

পনীর ও আইসক্রীম বিপননের জন্য আগরতলা শহর, উদয়পুর, অমরপুর, তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই শহরে এজেন্টদের মধ্যে ডীপ্ ফ্রীজ সরবরাহ করে একটি কোল্ড চেইন তৈরী করা হয়েছে। গোমতী পনীর আরও বেশী সময় সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে উন্নত ধরনের প্যাকেট এবং প্যাকেজিং মেশিনের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে ত্রিপুরা মিল্ক ইউনিয়ন অতি সম্প্রতি গোমতী মিষ্টি দই উৎপাদন ও বিক্রি শুরু করেছে। ক্রেতাদের মধ্যে গোমতী মিষ্টি দই এর যথেষ্ট চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মোট ১,৩৫০ কেজি মিষ্টি দই বাজারজাত করা হয়েছে।

আগরতলা ডেয়ারীতে দুধ প্রক্রিয়াকরন এবং বিপননের সাথে সাথে গ্রামস্তরে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রকল্প মিল্ক ইউনিয়ন চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দুগ্ধবতী গাভীর সুস্বাস্থ্য ও বেশী দুধ উৎপাদনের জন্য মিল্ক ইউনিয়ন সহায়ক মূল্যে নিজস্ব ফীড্ প্ল্যান্ট থেকে সুষম গো-খাদ্য তৈরী এবং গ্রামীন সমিতিগুলোতে সরবরাহ করে চলেছে। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির রাজ্য সরকারের ১০ম বর্ষীয় পরিকল্পনার পরিপূরক হিসেবে মিল্ক ইউনিয়ন উন্নত প্রজাতির বাছুর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে নির্ধারিত ৫০০ টি বাছুরের মধ্যে ২৫০টি বাছুর প্রকল্পভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৫ লক্ষ টাকা, যা মিল্ক ইউনিয়নের ব্যবসায়িক লাভ থেকে দুগ্ধ উৎপাদনের স্বার্থে গ্রামীন কৃষকদের জন্য খরচ করা হবে।

ত্রিপুরা মিল্ক ইউনিয়ন তাদের গোমতী ফীড্ প্ল্যান্ট থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রানী খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যেমন, শুকরের খাদ্য ২০০২-২০০৩ ইং সালে উৎপাদন ও বিক্রির পরিমান ২,৭৪,৫০০ কেজি, হাঁসের সুষম খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রির পরিমান ৭৯,৮০৫ কেজি, ব্রয়লার মুরগীর সুষম খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রির পরিমান ৯৭,৭৮০ কেজি এবং অন্যান্য মুরগীর সুষম খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রির পরিমান ২০০ কেজি।

মিঃ স্পীকার ঃ- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো - "সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের স্বার্থে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের রেইট অবিলম্বে সংশোধনক্রমে বৃদ্ধি করা সম্পর্কে।"

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) **ঃ**- স্যার, সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের স্বার্থে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের রেইট অবিলম্বে সংশোধনক্রমে বৃদ্ধি করা সম্পর্কে মাননীয়

বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ সম্পর্কে।"

স্যার, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের প্রতি বামফ্রন্ট সরকার সব সময়ই সহানুভূতিশীল। সংবাদপত্র যাতে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হতে পারে সাংবাদিকদের পেশার যাতে মানোন্নয়ন ঘটে তার জন্য আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রাজ্য সরকার যতটুকু সম্ভব তা করে যাচ্ছেন।

পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে আগে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম রাজ্যে বিজ্ঞাপন নীতি চালু করে। এই বিজ্ঞাপন নীতি যথাযথভাবে মেনেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। বিজ্ঞাপনের হারও ধাপে ধাপে বৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানের এই বিজ্ঞাপনের হার বিগত ২০০০ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে চালু হয়েছে। এই হার হলো ঃ-

এ - ওয়ান ক্যাটাগরী - ৩০ টাকা প্রতি কলম সেন্টিমিটার।

এ - ক্যাটাগরী - ২৫ টাকা প্রতি কলম সেন্টিমিটার।

বি - ক্যাটাগরী (অফসেট) - ১৯ টাকা প্রতি কলম সেন্টিমিটার।

বি - ক্যাটাগরী (লেটার) - ১৭ টাকা প্রতি কলম সেন্টিমিটার।

সমস্ত সি - ক্যাটাগরী - ১৫ টাকা প্রতি কলম সেন্টিমিটার।

কর্মরত সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষায়ও সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। প্রেস ক্লাবের স্থান দেয়া সহ ভবন তৈরী করা, সাংবাদিকদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান করা, কনডাকটেড ট্যুর, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আবাসে থাকার ক্ষেত্রে ছাড়, ট্যুরিস্ট লজে ছাড়, টি,আর,টি, সিতে ভ্রমনের সুযোগ, সাংবাদিক কল্যান তহবিল চালু করা ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। তাদের নিয়োগপত্র প্রদান, বেতনক্রম ইত্যাদি চালু করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের।

রাজ্য সরকারও মনে করেন বর্তমান বিজ্ঞাপনের হার বাড়ানো দরকার। তাই রাজ্য সরকারের আর্থিক অসঙ্গতি সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের হার বৃদ্ধির বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার সংবাদপত্রের মালিক পক্ষের কাছেও প্রত্যাশা করেন যে তারাও সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা প্রদানের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্র বামফ্রন্টের কঠোর নীতিতে আজকে অস্থি, চর্মসার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এখানে সংবাদপত্রের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন দৈনিক ট্র্যান্স বেঙ্গল বন্ধ হয়ে গেছে, ভাবী ভারত বন্ধ হয়ে গেছে, প্রকৃতি সংবাদ ৭ কলম থেকে ৫ কলমে এসে দাঁড়িয়েছে। কাল প্রকাশিকা ৮ কলম থেকে ৫ কলমে এসে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন যে আর্থিক সংকট আছে। ত্রিপুরার বিজ্ঞাপন নীতি প্রথম চালু হয়েছে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৮ইং। তারপর মাননীয় তথ্য মন্ত্রী আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ২০০২ইং সনের ২৫ নভেম্বর প্রতি সেন্টিমিটার ভিক্ষুকের মত ৫ টাকা বাড়িয়েছে।

যেখানে ভারতবর্ষের সব চাইতে কম ত্রিপুরায় নয়, নর্থ ইষ্টার্ন রিজনে এখানে দশ হাজারের উপর ফ্যামিলি সংবাদপত্র, সাংবাদিক এবং সংবাদ কর্মীর সঙ্গে জড়িত। যেমন, কাছারের যুব সংঘ মানে একটা ডিস্ট্রিক্ট পেপার, এটার পার কলাম সেন্টিমিটার ৬০ টাকা। আসাম ট্রিবুট পার কলাম সেন্টিমিটার ১২০ টাকা। সের্জিনাল হল ১০৫ টাকা। এমন কি, মেঘালয়-এ ও পার কলাম সেন্টিমিটার প্রায় ৯৫ কি ১০০ টাকা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি কি এটা জানতে পারি যে, ত্রিপুরায় যারা সংবাদপত্রের মালিক এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে যারা যুক্ত শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকগণ বা আমাদের কর্মচারীগণ তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করে সংবাদপত্রের উপর, তার স্ট্যাবিলিটির উপর। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা সংবাদপত্রের মালিক তাদের কি অপরাধ। কেন গত অর্থবর্ষে মানে ২০০২-২০০৩ ইং সালে মিনিষ্টারের স্টেটমেন্ট অনুসারে ত্রিপুরার

সংবাদপত্রগুলি মাত্র ৮৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৪৭ টাকা, আর বাহিরের সংবাদপত্র মানে ত্রিপুরার বহির্রাজ্যের সংবাদপত্র পেয়েছে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৯১৯ টাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন টাকার অভাব, তাই এখানকার সব পেপার মিলে পাচ্ছেন ৮৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। আর বাহিরের পেপার যেমন স্টেটসম্যান পেয়েছে ২১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। তারপরে আমাদের এখানে বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয় ৩০ টাকা, মানে আপনাদের পলিসি অনুসারে ত্রিপুরার সংবাদপত্র পাবে ৩০ টাকা বিজ্ঞাপনে, আর বাহিরের সংবাদপত্রকে দেওয়া হবে তাদের বিজ্ঞাপন রেইট অনুযায়ী মানে এই ৩০ টাকাটা নয়। এভাবে বাহিরের পত্রিকার রেইট অনুযায়ী টাকা দেওয়ার জন্য যে, ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৯১৯ টাকা দেওয়া হয়েছে এটার কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার কাগজগুলি পাচ্ছে ৮৭ লক্ষ টাকা, আর বাহিরের কাগজগুলি পাচ্ছে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। প্রথমত যেটা মাননীয় বিধায়ক বলেছেন যে, ত্রি রার কাগজকে পার কলাম সেন্টিমিটার বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া হচ্ছে ৩০ টাকা, আর বাহিরের কাগজের পার কলাম সেন্টিমিটারের জন্য বেশী টাকা কেন দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু তাদের কাগজের বিজ্ঞাপন রেইট বেশী তাই কম বিজ্ঞাপন দিলেও তাদের টাকাটা বেশী হবে। আর আমরা প্রয়োজনে কোন কোন বিজ্ঞাপন ন্যাশনাল, ইন্টার ন্যাশন্যালী আমাদের ফোকাস-এ নিতে হয় এবং ওদের বিজ্ঞাপন রেইটটা আমরা মানতে বাধ্য এজন্য যে, তারা আমাদের রেইট মানতে বাধ্য না। আমাদের স্টেট-এর বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট রেইট সকলকেই আমরা দিয়ে থাকি। এই হল ১ নম্বর। ২ নম্বর হল, এখানকার আমাদের আর্থিক ব্যয় সংকোচ যেটা এটা হোল কান্ট্রির ব্যাপার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপার। এজন্য আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা যখন তখন যেমন তেমন করতে পারি না। তবে আমরা আশা করছি আগামী বছরের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিতে আমাদের বিজ্ঞাপন রেইট টা আমরা কিছুটা বাড়াতে পারব। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও আমাদের পক্ষে সব সময় সব কিছু করা সম্ভব হয় না।

তিনি বলেছেন যে চতুর্থ স্তম্ভ একেবারে ভিখারির মত অবস্থা। তবে আমাদের পক্ষে যা তাদেরকে সাহায্য করার আমরা তাই করছি। চতুর্থ স্তম্ভ একমাত্র হলো জনগণের নিজস্ব একটা স্তম্ভ। আর তিনটা স্তম্ভ কিন্তু রুলিং পার্টির সেক্টরে থাকে। তাদের কন্ট্রোল করতে পারে এই বিধানসভা, আইন সভা, প্রশাসন। মানে হাইলি কন্ট্রোলিং বাই দ্যা রুলিং পার্টি। অন্‌লি স্তম্ভ যেটা এই দেশের জনগণ সেদিক থেকে যে ভূমিকা পালন করেন তারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রনম্য। কিন্তু আমরা দুঃখিত এবং একেবারে যে খারাপ দিচ্ছি তা না, আমাদের সাধ্যানুসারে আমরা দিচ্ছি। রেশিওতে আমরা বলছি - গণসংবাদ-গোপালবাবুর পত্রিকার কথাই বলছি আমি। গণসংবাদের যে সার্কুলার দেখেছি সেটা হচ্ছে ১৭,২০০ ডেইলী সার্কুলেশন। এবং গত বছর গোপাল বাবুর পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেয়েছে - ৪,০৪,৯৮২ টাকা। আর এই বিষয়ে ইতিমধ্যে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিজ্ঞাপন বাবদ পেয়েছে- ৩ লক্ষ ৪, ৯৮২ টাকা। অস্টারিটির জন্য কিছুটা কমেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি পত্রিকাকে তাদের ক্যাটাগরী অনুযায়ী যা পাওয়ার তা আমরা দিয়ে যাচ্ছি। কাজেই এখানে যে অভিযোগটা আনলেন যে একেবারে চতুর্থ স্তম্ভ জীর্ণ দীর্ণ, ক্ষীণকায়, তাদের মরে যাবার মত অবস্থা, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে - আসলে চতুর্থ স্তম্ভ বাচিয়ে রাখবে তাদের যাদের কোন স্তম্ভ নেই - অর্থাৎ রীডররা। সেদিক থেকে আমার মনে হয় রীডাররা যদি আশীর্বাদ করেন সে আশীর্বাদ ভগবানের চাইতেও বেশী। এখানে গোপালবাবুর পত্রিকার ১৭ হাজারের উপর পাঠক আছে - কাজেই তার পত্রিকা চার বা সাড়ে চার লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন পাচ্ছে - কাজেই আমরা চক্রান্ত করলেও এই পত্রিকার মৃত্যু হবে না। কাজেই অপরাজেয় শক্তি তিনি অর্জন করেছেন জনগণের কাছ থেকে।

গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আসলে পয়েন্টটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য এসব বলছেন। আমি আমার জন্য বলছি না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী কুম্ভীরাশ্রু করছেন। তিনি এখানে বলেছেন সাংবাদিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল করা হয়েছে। উনি আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন (মূল প্রশ্নটা

এনেছিলেন মাননীয় শ্রী জয় গোবিন্দ দেবরায়) এই কল্যাণ তহবিলের কাজের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটা বলেছিলেন ১৯.৯.২০০৩ তারিখে। এখন আমার বক্তব্য হলো - আমি উনার কাছে জানতে চাই এখানে সাংবাদিক যারা আছেন বা সংবাদপত্রের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে অন্য রাজ্যের তুলনায় যে সুযোগ সুবিধা যেমন সাংবাদিকদের কোয়াটার্স দেওয়া, তাদের মেডিক্যাল ফেসিলিটি বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কতটুকু দেওয়া হয়েছে, কতজন সাংবাদিকদের এই ব্যাপারে সাহায্য করা হয়েছে তা জানাবেন কি?

দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে একটা কথা বলতে হয় যেহেতু আমার একটা ছোট্ট পত্রিকা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করে বলেছেন - এখানে নিয়ম হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করে কিছু বলা যাবে না বা করা যাবে না - কিন্তু উনি সেটা ভায়লেট করেছেন। যদিও আমি উনাকে আক্রমন করব না কারন সেভাবে আক্রমন করা ঠিক না। কারন কোন কোন পত্রিকা আক্রান্তও হয়েছে। অ্যানী হাও উনি আমাকে সাক্ষী মেনেছিলেন আমি আজকে বলছি। আসলে সংবাদপত্রের গলা টিপে মারা হচ্ছে। আমি কেন বলছি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি কারন একটা ত্রিপুরা প্রিন্টার্স পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব কিছুই একমাত্র সরকারী প্রেসেই ছাপা হচ্ছে। এতগুলি প্রেস রয়েছে এখানে অথচ তাদের ভাগ্যে কিছুই জোটবে না। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি আক্রমন করতে যাচ্ছি না - ১৬ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে একটি পত্রিকা - আমি নাম বলব না - মন্ত্রী মহোদয় সেটা ভালভাবেই জানেন। আমি এখানে দুইটি ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছি এইগুলির জবাব চাই এর পরে আরো বলব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- এইগুলির কি উত্তর দেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **:-** আমার একটা ক্ল্যারিফিকেশান আছে স্যার। স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল করা হয়েছে। এখানে ২০০০-০১ ইং সনে এই বাজেট বইতে বলা হয়েছে রাজ্যে কর্মরত সাংবাদিকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে ব্যাপারে সরকার অবহিত আছেন এবং তাদের কল্যাণে বিশেষ একটা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। গত সেশনে ১৯.৯.০৩ ইং তারিখে একটি প্রশ্ন ছিল - 'ইহা কি সত্য যে ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের কল্যাণে রাজ্যে একটি কল্যান তহবিল গঠন করা হয়েছে কি না? উত্তরে বলেছিলেন - হ্যাঁ।' প্রশ্ন (২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার দ্বারা কতজন দুঃস্থ সাংবাদিক বা অসাংবাদিক কর্মী সাহায্য পেয়েছেন? উত্তরে বলেছেন - এই ব্যাপারে কোন দুঃস্থ সাংবাদিক বা অসাংবাদিক কর্মী সাহায্য পাননি। প্রকল্প চালু করলাম অথচ কাউকে সাহায্য করলাম না। কবে থেকে? ২০০২ থেকে। কাজেই আমার পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার এখানে অসত্য কথা বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। আমার প্রশ্ন হলো - দিল্লি, কোলকাতা, গুয়াহাটি, শিলং - এই সব জায়গায় পত্রিকা বের করতে যে খরচ লাগে আমাদের রাজ্যে এর চাইতে অনেক বেশী খরচ লাগে। অথচ আমাদের রাজ্যে রেট্ অত্যন্ত কম। এখানে ওয়ান ক্যাটাগরীর পত্রিকা যেমন ডেইলী দেশের কথা, দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পন, স্যন্দন এরা স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা সন্দেহ নেই। কিন্তু রেট ৩০ টাকা অন্লি।

স্যার, এখানে ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকার সাংবাদিকরা গত চার মাস ধরে একটি পয়সাও পাচ্ছেন না। (এখানে আছেন উনারা)। মালিক বলছে - আই, সি, এ, টি, দপ্তর থেকে আমি একটি পয়সাও পাচ্ছি না - আমি কোথা থেকে তোমাদের বেতন দেব, আমার বক্তব্য এটা ঠিক শ্রেনী চরিত্র মালিকরা কিছু করবেনা - কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের কোয়াটারস্, তাদের পেনশন বা অন্যান্য ব্যবস্থা যেটা করবে সেটা করছে না কেন? তার একা রিভিউ কমিটি করা হয়েছিল মাননীয় জীতেনবাবু থাকতে - শ্রী অমিতাভ সিনহাকে চেয়ারম্যান করে সেই কমিটি করা হয়। সেই কমিটি তার রিপোর্টে যেমন বিজ্ঞাপন রেট বর্দ্ধিত করার কথা বলেছেন সাথে সাথে সাংবাদিকদের পে-স্ট্রাকচার কি হবে তাও উল্লেখ করেছেন। সেটা অনেকদিন হয়েছে - তারপর দপ্তর অদল বদল হলো - এরপর এই রিপোর্ট হীমঘরে চলে গেল কেন জানি না। তারপর কিছু কিছু পত্রিকা যেমন ত্রিপুরা অবজারভার, ত্রিপুরা টাইমস এবং ত্রিপুরা সুন্দরী পত্রিকাগুলিকে আপ গ্রেড করার কথা রয়েছে সেই

রিপোর্টে। সবাইকে নিয়ে কমিটি করা হলো। পত্রিকাগুলিকে আপ গ্রেড করার কথা রয়েছে সেই রিপোর্টে। সবাইকে নিয়ে কমিটি করা হলো। কমিটি রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছেন আপগ্রেডেশনের জন্য। আপনারাই এই কমিটি গঠন করেছিলেন।

স্যার, আপনারা রিভিউ কমিটি করেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাংবাদিকদের যে প্রতিনিধি উনারা পর্য্যন্ত জানেন না, এটা কি রকম, কি ধরনের কথা। আমি বিজ্ঞাপনের কথা বললাম, সাংবাদিকদের কথা বললাম এই ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখে এগুলি কি পর্য্যায়ে রয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন। এখানে রেইট আপনি যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু এটা ঠিক ওরা করবে না কিন্তু এটা সত্য বিজ্ঞাপন দেওয়াটা মানে ভিক্ষা নয়। ইউ আর ডিউটি বাউণ্ড। দপ্তর চালাতে গেলে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। আপনি যদি বলেন না দেব না কাউকে এটাও পারবেন না। আপনি কাজ করবেন ওয়ার্ক অর্ডার দেবেন বিজ্ঞাপন দেবনই। ইট ইজ ডিউটি বাউণ্ড। সুতরাং আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে যে তিনটা প্রশ্ন বললাম এগুলির ব্যাপারে আশা করি মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং তার ফরমেশন বিভিন্ন নিয়মনীতি করতে একটু সময় নিয়েছে। ইতিমধ্যে সাহায্য করার কাজটাও শুরু হয়েছে। সেই অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন সুনীল ভৌমিক তাকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, মৃনালকান্তি কর, হার্ট এটাক উনার বাইপাস হয়েছে তাকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। যখন দরখাস্ত আসে তখনই বসে তারা বিবেচনা করেন। এখন মাননীয় সদস্য বললেন যে ঠিক আছে শ্রেণীগত কারণে সংবাদপত্রের মালিকরা সাংবাদিকদের জন্য কাজ করছে না, সরকার কেন এগিয়ে এসে এই কাজগুলো করছে না ? আমরা আমাদের সাধ্যমত যতটুকু করার করছি। এখন এইভাবে ওদেরকে তো ছাড়া দেওয়া ঠিক না। আমি বিরোধী দলনেতাকে বলছি যে শ্রেণীগত কারণে ওদেরকে আপনারা টোটালি ইনডাইরেক্ট ডিফেন্স দিয়ে গেলেন কিন্তু এরমধ্যে কি নিয়োগ পত্রটা দিতে পারে না ? এখন আপনারা শুধু বাকি রাখলেন সরকার যখন জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রের সেই কাজ করছে, অতএব, তারা পত্রিকা বের করবেন তাদের কর্মচারীদের বেতন যাতে সরকার দেয়, ইনডাইরেক্টলি কিন্তু আপনি এই কথাই বললেন। ইনডাইরেক্টলি বললেন ওরা যে দিচ্ছে না সঠিক কারণ এটা শ্রেণীগত ব্যাপার। আর কল্যাণগত কারণ আপনারা বললেন যে আপনি বেতনটাও পারলে দিয়ে দেন আপনাদেরখে আমরা জয়ধ্বনী দেব ! এর বাইরে আমার আর কিছু বলার নেই যতটুকু সাধ্য আমরা করছি।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- অমিতাভ সিনহার রিপোর্ট কোথায় ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- সেটা রিভিউ হতে পারে। সরকার দায়িত্ব নেবে এটা গ্রহণ করবে কি করবে না যাই হউক ফাইনাল দায়িত্ব সরকারের। যেকোন সুপারিশ করতে পারে এমন কি বিচার বিভাগীয় কমিশনও হয় এটা সরকারী। আমি বলছি জানুয়ারী ১৫ তারিখের মধ্যে আমরা এগুলি দেখব কি অবস্থায় আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আমি এইটুকু বলতে চাই মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। জানুয়ারীর দিকে হয়ত রেইটটা রিভাইজ করা যাবে। এটা কি কোন গ্যারান্টী দিতে পারে হাউস যে রেইট রিভাইজ হলে পরে সাংবাদিকদের বেতন বৃদ্ধি হবে অথবা স্কেলটা বাড়বে, কেউ দিতে পারে ?

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পে-স্ট্রাকচার মাননীয় মন্ত্রী জীতেনবাবু ছিলেন -।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এটাতো আপনিও বলেছেন যে রেইটটা কম, এটা বাড়িয়ে দিলে পরে ....।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- আমি শুধু এটার কথা বলি নি। আরও আছে, সবগুলো মিলিয়ে তো।

শ্রী অমিতাভ দত্ত ঃ-পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, রাজ্য থেকে প্রকাশিত যে সমস্ত পত্রিকাগুলো আছে সেগুলির অডিট হয় কিনা বা হয়ে থাকলে কোন কোন পত্রিকার অডিট হয়েছে ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার,এই তথ্য আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে পরবর্তী সময় দেওয়া যাবে।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Dy. Speaker :- Now the Business before the House, Laying a copy each of

(i) The Appropriation Accounts of the Government of Tripura for the year 2002-2003, and

(ii) "The Finance Accounts of the Govrnment of Tripura for the year 2002-2003" on the Table of the House.

Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department to lay the copy each of the Appropriation Accounts and Finance Accounts on the Table of the House.

Shri Badal Choudhury (Minister) :- Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy of the Appropreation Account of the Government of Tripura for the year 2002-2003. And copy of the Finance Accounts of the Government of Tripura for the year 2002-2003 on the Table of the House.

Mr. Deputy Speaker :- Laying of the copy of the Report on M-C. Roy commission of the enquiry along with the action taken Report on the Table of the House.

Now, I would request the Hon'ble chief Minister to lay the copy of the report on the Table of the House.

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :- Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy of the report of one M-C Roy commission of enquiry along with the action taken report on the Table

Mr. Deputy Speaker :- Laying of the copy of the Notification F No. 3 (25 General PR 2003) 12727 Dated the 13th oct. 2003, in regar the Tripura Panchayet 2nd Amendment Act. 1998 on the Table of the House.

Shri Subudh Das (Minister) :- Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy to the Notification vide No.F. 3 (25 General/PR/003) 12727 Dated 13th oct. 2003 in regard to the Tripura Panchyet Second Amendmend Act. 1998 on the Table of the House.

Mr. Deputy Sepaker :- Laying of the copy of 18th Annual Report an account on the Tripura Rehabilitation Plantation corporation lmt for the year 2000-2001 on the Table of the House. I would request to the Hon'ble Minister in-charge of the Trible Welfare Deptt. lay the copy each of the Notification on the Table of the House.

Shri Jitendra Choudhury (Minister) :- Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay a copy of the 18th Annual Report an account on of the Tripura Rehabilitation Plantation corporation lmt. for the year 2000-2001 on the Table of the House. I would request to the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Welfare Deptt. lay the copy each of the Notification on the Table of the House.

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত বিধানসভাতে একটা প্রশ্ন এসেছিল, তখন আংশিক

উত্তর দেওয়া হয়েছিল, কথা ছিল এই অধিবেশনে উত্তরটা দেওয়া হবে। কিন্তু এখনো এইগুলি কার্য্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয় নাই। উত্তরটা আমার কাছে আছে আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি লে করে দিতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি যে উক্ত এনুয়েল রিপোর্টটি বিধানসভার অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আমরা অনেক সময় রেফারেন্স কলিং এর উত্তর পেয়ে যাই, কিন্তু রেফারেন্স এবং কলিং এর উত্তর লে করা হয় সেটি আমরা পাই না। সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। না আমরা পাই না সাংবাদিকরা কেউ পায় না। সেগুলি অনেক অনুরোধ করে সংগ্রহ করতে হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- ঠিক আছে, যেটা লে হবে সেটা নোটিশ অফিস থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER, OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো - শর্ট নোটিশ ডিসকার্সন অন দ্য মেটার অব আর্জেন্ট পাব্লিক ইন্টারেস্ট। আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি শর্ট নোটিশ ডিসকার্সন আছে। দুইটির মধ্যে প্রথমটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো - আমার মনে হয় এটা তো হয়ে গেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মি. ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা পার্টিকোলার ঘটনা নিয়ে উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সমস্ত ঘটনা নিয়ে তো উনি স্টেটমেন্ট দেন নি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার সর্ট নোটিশ ডিসকাশন এটা এনেছি উগ্রপন্থীদের সহায়ক কোন ভূমিকা বা কথা বলার জন্য না, সেই রকম কোন উদ্দেশ্যও নেই। কারন আমরা মনে করি যে উপজাতি সমাজে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারনে নানান পরিপ্রেক্ষিতে তারা পিছিয়ে আছে। কিছু ডিসক্রিমিনেশান হয়েছে কিছু নির্যাতন এবং নীপিড়নের ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়, আমি নিজেও একজন উপজাতি ছেলে হিসাবে এমন একটা সন্ধিক্ষনে আমিও স্কুলে পড়েছি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও আমার ক্লাশমিট। আমি একটা ঘটনরা কথা বলছি - আবদুল কাদের তার সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক, বন্ধু হিসাবে আমরা রাজারবাগে যাই এবং ঘোরাঘুরি করি বিভিন্ন সময়ে কিন্তু সে একদিন হঠাৎ করে শিক্ষকের সামনে আমাকে বলল যে এই ত্রিপুরা। তখন ননীগোপাল মজুমদার তিনি ছিলেন হিস্টোরীর টিচার, উনি হঠাৎ করে এমন রেগে গেলেন যে আমাকে কিছুই বলতে হলো না, আমি তখন চুপচাপ রইলাম কারন সে আমার বন্ধু কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে আমাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং আমার মনেও লেগেছিল কিন্তু আমার মাষ্টার মশাই এমনভাবে রাগলেন তাকে টেবিলের উপর দাড় করানো হলো এবং মারধর করা হলো এবং তাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিল। তখন আমি হিস্টোরিতে ক্লাশে ফাস্ট হতাম সেই দিক থেকে আমি খুব আদরেরই ছিলাম এবং কাদেরও আমার প্রিয় বন্ধু। কাজেই এই ধরনের ঘটনা আমরা পেয়ে এসেছি। হয়তো এইগুলিতে উপজাতি সমাজের একটা অংশের মনে ক্ষোভ থাকতে পারে। এটা আমার বিভিন্ন দিক থেকে জানা হয়ে গেছে। এই রকম একটা পরিবেশ হয়ে থাকলেও এটার জন্য অস্ত্র ধরতে হবে কারোর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আচরন করতে হবে এটা আমি অন্তত মেনে নিতে পারিনা এবং এটাকে সমর্থনও করা যায়না। কিন্তু একটা শ্রেণী হয়তো এইরকম হয়ে যায়। কাজেই সমবেত ভাবেই এটা রুখতে হবে। এমন নয় যে জাতি অন্ধ হয়ে গেছে প্রতিহিংসায় সেইরকম না। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আছি, সবাই আমরা জানি যে উপজাতি সমাজেও সেইরকম ভাবাবেগ নেই এবং হিংসা প্রতিহিংসার ব্যাপারও না। এটা বিভ্রান্ত। এর জন্যই আমরা বলছি যে ওরা বিভ্রান্ত। ঠিক আছে ক্ষোভ থাকতে পারে এটার জন্য আমরা যদি সিন্সিয়ারলি চেষ্টা করি একেবারেই যে ক্ষোভ সামলানো যাবে না তা নয়। কিন্তু সামলানো দরকার আছে। এই কারনে আমরা চাই যে, এমনভাবে ঘটনাগুলিকে আমরা সমাধানের দিকে নিয়ে যাই, এমনভাবেই আমরা সামাল দিই এমনভাবে আমরা মোকাবেলা করি যাতে সকলের একটা ইনভলমেন্ট থাকে শেয়ারিং থাকে। এই জায়গায় আমরা দেখছি যে পুলিশ এবং টি এস আর বা আসাম রাইফেলস এই রিসেন্টলি বেশ কয়েকটি জায়গায় নিরীহ উপজাতি যুবকদের উগ্রপন্থী আখ্যা দিয়ে এরেস্ট করেছে এমনকি গুলি করে মেরে

ফেলছে। আবার এমনসব জায়গায় এমনিতে মানুষ শিক্ষা দীক্ষায় বঞ্চিত। এর পরে আরেকটা দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে ঐ সমস্ত এলাকার উপজাতিরা এই যে উগ্রপন্থী তারা বলছে যে আমরা স্বাধীন ত্রিপুরা চাই অথবা উপজাতিদের ক্ষোভকে তারা পুজি করে এই সমস্ত করছে তাদের হাতে সবচেয়ে বেশী তারাই নিপীড়িত। কখন যে কার ঘরে এসে ঢুকবে, কার ঘরে খেতে চাইবে কার শুকর কার হাঁস যে চেয়ে বসবে কার ঘরে এসে হঠাৎ করে ঘুমানোর জায়গা চাইবে এটার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। সরকারও তাদের কোন নিরাপত্তা দিতে পারছেনা। এমন সব জায়গা আছে তারা বাধ্য হয়। একদিন ঐ নগরাইতে আমি ঘুরছিলাম হঠাৎ করে আমার দলের এক সমর্থক সে এসে বলে যে আপনাকে এই ঘরে ডাক দিচ্ছে একজন যান। কিন্তু আইম তার কথার মধ্যে বুঝতে পারছি যে সামথিং ইজ রং। আমি বললাম যে কে? সে বলল যে আপনি গেলেই দেখবেন। গিয়ে দেখি বিনন্দ জমাতিয়া, উনি উগ্রপন্থী নেতা। সে আমাকে পিস্তল সামনে ধরে বলল যে বস। সে এমনিতে আমার দিদির জামাই হয়। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম না কিন্তু সে যেভাবে পিস্তলটা ধরে আমার সঙ্গে কথা বলছিল যদি হঠাৎ পিস্তলটা ফসকে যেত তা হলে গুলি আমার বুকে লাগত। এখন এই অবস্থায় আমি কি বলতে পারব যে না আমি তোমার কথা শুনবনা। আমি বসবনা। এই রকম করা যায়। পারা যায়না। কাজেই আমার নিজেরও এই রকম অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই এই ধরনের ভাবে যারা ভুগছে তাদেরকে যদি বলা হয় তোমার কাছে কেন আসল, কেন তুমি চাঁদা দিলে, তোমার ঘরে কেন এসে ঘুমাল। এই রকম একটা অবস্থা। এবং যারা এই ভাবে গায়ের জোরে, ভয়ে ভীতিতে প্রশ্রয় দিচ্ছে তারাই এখন উগ্রপন্থী। আসল উগ্রপন্থীরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে, আর ওরা হচ্ছে উগ্রপন্থী এবং পুলিশের খপ্পরে তারাই পড়ছে। কিন্তু বিচারে যদি দেখা যায় সে নির্দোষ কিন্তু ইন দ্যা মিনটাইম তারা উকিল কে তার টাকা দিতে হবে, অফিসে যেতে হবে গণ্ডাছড়া আর এসে হাজিরা দিতে হবে অমরপুরে ঘুরে এসে তারপরে একজন গরীব জুমিয়ার তারপক্ষে কি কষ্ট সে জীবনে কখনও অমরপুরে আসেনি অথচ তাকে আসতে বাধ্য করা হল। আমরা যদি তাদের এই অত্যাচার থেকে রেহাই দিতে পারতাম তাহলে বোধ হয় ভালই হত খারাপ হত না। কিছু দিন আগে নোনা ছড়ায় খবর এল যে মতাবাহাদুর মলসুমকে মেরে ফেলা হয়েছে। সেই মিনিষ্টার থাকার সময় আমি নোনাছড়ায় দুইবার তিনবার গেছি এবং এম এল থাকার সময়ও দুইবার গেছি এত দুর্গ। সত্যি সত্যি আর এদের কোন জমিও নেই কিছুই নেই, শুধুমাত্র জুম করে খায় জুম থেকে তিন মাসের বেশী ফসলু হয় না, বাকী সময় এরা লাকড়ী বিক্রি করে ছন বিক্রি কবে এই টুকু। আর জুমের কিছু ফসল বিক্রি করে কি যে তাদের অবস্থা। একবার আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আমার এত খিদে পেয়েছিল বললাম যে আমি একটু খেতে পারলে ভাল হত, তখন বলল যে এই ঘরে তো খাবার নেই। তখন আমি ভাবলাম যে চেয়েই খেতে হবে যদি এই গ্রামে কেউ থাকে তাহলে আমি একটু খেয়ে নেব সত্যিই সত্যিই আমার ভীষন খিদে লাগল। এরপরে আমার সঙ্গিরা ঘুরে একজনের বাড়িতেও ভাত পেল না, আমি ভাবলাম এই যে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে আমার সামনে এরাও তো অনাহারে আছে। জানলাম যে এরা অনাহারেই থাকে, এই ছেলেরা খেলাধুলা করে এই নোনাছড়া থেকে একটা ডেড বডি নিয়ে আসল মতবাহাদুর মলসম এর বাড়ীটাও আমি চিনি তারপর আমি সত্য ঘটনা জানার জন্য চাকমাঘাটে গেছি এবং তার মা, বাবা খবর পাওয়ার পর আসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তুমি সত্য কথা বল তো তোমার ছেলের কি হয়েছে বলল যে একজন উগ্রপন্থী ছিল এবং আমি তো চায়নি এই উগ্রপন্থী আমার বাড়ীতে ঘুমানো। কিন্তু আমি তো তাকে বাধা দিতে পারব না, কাজেই ঘুমিয়েছে এবং যাই হোক খবর পেয়ে পুলিশ আসল তারপরে গোলাগুলি দেখা গেল যে আমার ছেলে হাত তুলে ফিরে আসল এবং তাকেও মেরে আহত করে নিয়ে আসল। এরপরে নোনাছড়া থেকে কাকড়াছড়া আসার পথে গুলির আওয়াজ শোনা গেল তখন বলল ডেড বডি আছে এই রকম লোক আছে বলল যে হ্যাঁ, তাহলে ডেকে আন এবং চাকমা ঘাট বাজারে গিয়ে ঐ মহিলাকে আনা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি গুলির আওয়াজ শোনেছেন বলল যে হ্যাঁ গিয়ে দেখি মরা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওকে কে মেরেছে পুলিশ বলল ওকে তো উগ্রপন্থী মেরেছে। আমি তো জানি উগ্রপন্থী এই এলাকায় নেই। সকালেও তো অনেক পুলিশ, সি.আর.পি. থানা থেকে ঘুরে গেছে,

এবং বললা যে তুমরাই মেরেছ আর কি তখন চুপ করে রইল। কাজেই এই যে ঘটনাগুলি হচ্ছে, আমরা যদি এই ব্যাপারে সোচ্চার না হই এবং চীফ মিনিষ্টার যদি এটা সাবধান না করে দেন এবং যারা উগ্রপন্থীদের নামে এইভাবে খুন করবে, এই রকম একজন নিরীহ নাগরিককে তাদের বিরুদ্ধে বিচার হবে এবং তাদের বিচারে শাস্তি পেতে হবে। এই রকম যদি একটা মনোভাব গড়ে না তুলতে পারি তাদের কাছে খবর না দিতে পারি, অন্তত এই হাউস থেকে যদি এই রকম মেসিজ না দেয়া হয় তাহলে তো ঘটনা ঘটতে থাকবেই। আমাদের জোটের পরে যখন তিনজন মহিলা রেফ হয়ে গেল তখন নৃপেন বাবু ছিলেন চীফ মিনিষ্টার আমি উনাকে অনুরোধ করেছি যে এই ধরনের ঘটনা আমি পেয়ে আসছি তখন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সি.আর.পি. এফ. তাদের সাসপেণ্ড হয়েছিল। এতে দেখা গেল যে সি.আর.পি.এফ. -রা মহিলাদের সঙ্গে আর অশালীন ব্যবহার করার সাহস পায় নি। কাজেই উগ্রপন্থীদের বিরোদ্ধে অভিযান এই সব কিছু মেনে নিয়েও আমরা নিরীহ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এখন উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার নামে যদি নিরীহ মানুষ যদি দুর্ভোগের স্বীক হয়, নিরীহ মানুষই অপরাধী হিসাবে যদি টার্গেট হয়ে যায়, তাহলে তো এই পলিসি আমাদের সংশোধন করা দরকার। আমি আর বিশেষ বলব না, শুধু এইটুক আপিল করব যে, আমরা আরক্ষা দপ্তরকে যেন অত্যন্ত নিরীহ উপজাতি যুবক অথবা ছাত্র তাদের বিরোদ্ধে লেলিয়ে না দেয়, তাদেরকে এই হত্যায় উৎসাহ না দেয়, গ্রেপ্তারে উৎসাহ না দেয় বরঞ্চ আমরা পারলে তাদের যতটুকু সম্ভব রক্ষা করার নীতিটা গ্রহন করে নিরীহ মানুষকে যেন টারগেট না করে। সি.আর.পি., পুলিশ আরক্ষা দপ্তর যদি করেও অন্তত এই প্রশাসন যারা চালান তারা যেন নিরীহ মানুষের পক্ষে তাদের শক্তি প্রয়োগ করেন, তাদের মতামত দেন তাদের রক্ষা করার দায় দায়িত্ব আমরা সকলে নিই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় বলুন।

শ্রী অনিমেষ দেববর্মা ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে আলোচনা গ্রেপ্তার এবং খুন। বিশেষ করে যে গ্রেপ্তারের ব্যাপার দি গ্রেপ্তার অব এক্সটিমিস্ট তার ম্যালিটারিজ। আজকে আমি যা দেখছি উপজাতি সমাজের অর্থনীতির সাথে জড়িত হয়ে গেছে। কারন একটা ছেলোকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় দেখা যায় যে তাকে জেল থেকে বের করার জন্য নট লেন দেন ফিফটিন থাউজেণ্ড রুপিস খরচ করতে হয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে গ্রেপ্তার হচ্ছে এইভাবে যদি আরো দুই বছর ধরে গ্রেপ্তার করা হয় আমার মনে হয় আমাদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষের আর্থিক অবস্থা একেবারেই দুর্বল হয়ে যাবে। গত বিধানসভা অধিবেশনেও আইম বলেছি মোস্ট অব দেম আদালতে গিয়ে বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে। এই থেকে প্রমান হয় গ্রেপ্তারের মধ্যে কিছু না কিছু ক্রটি আছেই। এটা লক্ষনীয় যে উগ্রপন্থীকে মারা যাবে না গ্রেপ্তার করা যাবে না উই আর নট সেইম দ্যাট করা দরকার। কিন্তু দেখতে হবে হোয়াট দি রেকর্ড সিজ. দি রেকর্ড সিজ মোষ্ট অব দি পিপল এরেস্টেড। তারা ইনোসেন্ট বেল পেয়ে যাচ্ছে। সেখানে কি কোন রিভিওর প্রশ্ন নেই। ইয়েস দি নীড টু হেড সাম রিভিউ ইন দি পলিসি। শুধু তা না কিছু দিন আগে ২-৩ মাস আগে বাইজাল বাড়িতে ল্যাণ্ড মাইন বিস্ফোরনের পর ঐখানে কিছু টি.এস.আর জওয়ান মারা যান সেই ঘটনায় যখন পুলিশ কিছু এক্সপার্ট কুকুর নিয়ে সেখানে গেলেন একটা বাড়ী আছে সেই বাড়ীতে কুকুর গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ বাড়ীর যুবক রাকেশ দেববর্মাকে সন্দেহ করা হয় এটা আমরা সবাই জানি। তারপরেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কতদিন আর বাড়ীর বাইরে বাইরে থাকবে ছেলেটো সে বলছে আমি কি করতে পারি, যখন আর চেষ্টা করেও পুলিশকে বুঝানো গেল না তখন সে আত্মসমর্পণ করে খোয়াই জেলে আছে। দিস কাইণ্ড অব ইনসিডেন্ট যদি চলতে থাকে যেহেতু উগ্রপন্থী একটা সম্প্রদায়ভুক্ত অংশের মানুষের ক্ষেত্রেই হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু সে যদি উগ্রপন্থী সংক্রান্ত কোন ঘটনা হয় সেটা কিন্তু একটা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ দেয়ার অলয়েজ অবজার্ভিং ভেরী কেয়ায়ফুল্লি। এই সমস্ত জিনিস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যেন শান্তি সম্পৃত্তি নষ্ট না হয় তার জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ। এখানে আমরা যারা ৭ জন যারা প্রতিনিধি আছি উই আর নট রিপ্রেজেনটিং অনলি ট্রাইবেল অর নন ট্রাইবেল সেপারেটলি। আমরা প্রত্যেকেই উপজাতি এবং অনুপজাতি দুইটি অংশের মানুষকেই প্রতিনিধিত্ব করছি। সো উই হেভ

মাষ্ট মোরাল রেসপনস্‌বিলিটি টু সেণ্ড দিস মেসেইজ দেন - এই সমস্ত গ্রেপ্তার বা খুন সন্ত্রাস বিভিন্ন কিছু এখানে আইন এবং আইনের ধারা মেনে করা উচিৎ। টু-ডে মাই রিকোয়েষ্ট টু দি হোম মিনিষ্ট্রি এণ্ড দি হোস মিনিষ্টার উইল বি এখান থেকে একটা মেসেইজ যাওয়া উচিৎ। ইফ এনিবডি ইজ ফাউন্ড গিলটি হিজ সোড বি গিভেন সাচ্‌ এ পানিসমেন্ট এটা যেন ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা স্মরনীয় ঘটনা হয় না হলে এটা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে শর্ট ডিওরেশান ডিসকাশান করছি, আমাদের সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া জিনিসটা বলেছেন, এটা নিয়ে আমি বিস্তৃতভাবে বলতে চাইছি না। সমস্যাটার উৎপত্তি কিন্তু সন্ত্রাসবাদ থেকে সন্ত্রাসবাদী সমস্যা না থাকলে এই সমস্যাটা হতো না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মূল জায়গায় যেতে হবে যেহেতু খুন হচ্ছে, অপহরণ হচ্ছে, বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে, জীবন হানী হচ্ছে উন্নয়নের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে পুলিশ তো নীরবে বসে থাকতে পারে না। তাকে তো ভূমিকা নিতে হবে। এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যে প্রসঙ্গটা এখানে এসেছে, যে, আমাদের রাজ্যে এই জাতীয় নিরপরাধের বিরোদ্ধে পুলিশের হুজ্জুতি এটা একটা বিরাট সংখ্যার ঘটনা কিন্তু তা না। এখানে যে আলোচনা এসেছে গত অধিবেশনের সময় ই রকম একটা দুটো জায়গার ঘটনা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। আজকে যেমন একটু আগে কথা বললাম যে অমরপুরের ঘটনা, তাতে আমরা গভর্ণমেন্ট থেকে ষ্ট্যাণ্ড নিয়েছি কাউকে সেইফ গার্ড দেওয়ার জন্য প্রশ্ন না, এটা মেজিষ্ট্রিয়েল ইনকুয়্যারি হবে, যদি আমরা দেখি যে তার থেকে সঠিক জিনিস বেরিয়ে আসছে না তাহলে আমরা বিচারবিভাগীয় তদন্তে যাব। বিচার বিভাগীয় তদন্তে গেলে সব সময় যে সব জিনিস বের করা যায় না এটাও কিন্তু ঘটনা। অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে। আমরা সি.বি.আই. বলি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দুটো মামলার এখনও কোন নিস্পত্তিই হয়নি, এই যে শ্যামহরি শর্ম, তারপরে এই বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক মধুসুদন সাহা কিছুই তো হলো না। এখন প্রশ্নটা যেটা দাঁড়িয়েছে এই আলোচনাগুলো অ মি করতে চাইছি না। মূল যে জায়গাটা আজকে ধরুন ট্রাইবেল পিউপিল যেটা বলেছেন সেটা কারেক্ট, আই ডু এগ্রি এই যে হেরাসম্যান আপনাদের অভিযোগটা যদি সত্য ধরে নিই, হেরাসম্যান সবচেয়ে বেশী হচ্ছে ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে। দুই দিক থেকে হয়ে যাচ্ছে। এক্সট্রিমিষ্টদের এই যে কার্যকলাপ তার জন্য তারাই সাফার করছেন। আর পুলিশ তাদের হাতে নীরিহ মানুষ মরছে নেচারেলী পুলিশ রেড করতে হবে যেমন ধরুন সীমানার কাছে যে ঘটনা ঘটল পুলিশকে তো অ্যাক্ট করতে হবে। এই যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক এলাকার যে ঘটনা ঘটল, খুন হলো এতোগুলো পুলিশ বসে থাকবে না, পুলিশ বসে থাকলে আবার আপনারাই বলবেন যে পুলিশ কি করছে। ফলে এই জায়গাটার মধ্যে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো যারা এই ঘটনার সঙ্গে আদৌ কোন যোগাযোগ না করতে হয়তো তিনিও এর মধ্যে পড়ে গেছেন। এই যে পরিস্থিতি হচ্ছে সবটার মূলটা হচ্ছে উগ্রবাদী। আমার যেটা বক্তব্য থাকবে আমার সরকারের পক্ষ থেকে কোন সময় নিরপরাধ মানুষ যারা সে ট্রাইবেল হউক আর বাঙালিই হউক যদি হেরাস করে নিরাপত্তাকর্মীদের পরিষ্কার বলা আছে তাকে যদি তুমি হেরাস কর তাহলে তুমি চিহ্নিত হয়ে যাবে। তুমি কারুর সাপোর্ট পাবে না। তুমি তুমার যতই অস্ত্রবল থাকুক তুমি সব রাস্তাঘাট চিন না, সব ঘাট তুমি জান না, সব বাড়ি তুমি চিন না, সবার ভাষা তুমার জানা নেই, সব লোককে তুমি চিন না। তুমি প্রকৃত অপরাধীর হদিশ তুমি কোন সময় চিহ্নিত করতে পারবে না। এই যে পৃথিবীতে বড় বড় যুদ্ধ হচ্ছে, বা হয়েছে অতীতের ইতিহাসটা কি সৈন্যদল যত দক্ষই হউক সেই দেশের মানুষের যদি সমর্থন না থাকে সৈন্যদল একা যুদ্ধ করে দেশ জয় করতে পারে না। বাংলাদেশে আমাদের চোখের সামনে অভিজ্ঞতা। অনেকেই দাবী করে যে ভারতবর্ষের সৈন্যরা গিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। ভারতবর্ষের সৈন্যরা কিন্তু এই রকম দাবী করেন নি। বাংলাদেশের মানুষ তার প্রথম বিদ্রোহ ঘোষনা করে তারা এগিয়ে পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের সরকার মনে করছে এটা নৈতিক দায়িত্ব সেখানে আছে সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যান। যদি সেখানকার মানুষের যদি কোন ভূমিকা না থাকত শ্রীমতি

ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নিতেও পারতেন না। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এটাই এগজাম্প্যাল আমি আপনাদের বলছি এই যে পাসিং-আউট প্যারেডগুলো হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমি যাই। সব সময়ই যে যাই ঘটনা কিন্তু তা না। বা পুলিশে যে কোন অনুষ্ঠানে অলওয়েজ আসামা রাইফেল নিয়ে ঘুরল তাদের এলাকায়। এরপর আমি এখানে চারটা পাঁচটা জায়গায় মিটিং করেছি সমস্ত জায়গায় একটি পয়েন্ট বলার চেষ্টা করেছি। এলাকার মানুষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখ। এই এলাকার যে খারাপ লোকটি আছে তাকে আইসোলেট কর, ফাষ্ট অব অল চেষ্টা কর তাকে ওরিন-ওভার করতে, সেল রেইজ করার জন্য ইস্যু ফেইল দেন আইসোলেটেড। এই যদি না কর তুমি একটি লোককে মোকাবেলা করতে গিয়ে ১০টা লোককে হোস্টেল করে দাও, তাহলে ঐ একটা লোক ১০টা লোকের সাপোর্ট ফর দ্যা টাইম বিং পেয়ে যাবে তাতে তুমি অসুবিধাতে পড়ে যাবে। এটা ঘটনা এটা হতে বাধ্য। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা তো ঘটনা এক সময় দেখা গেছে আমাদের টি.এস.আর. সম্পর্কে একটি ভুল ধারনা ভুল মেসেইজ উপজাতি অংশের মানুষের কা[illegible] চলে গিয়েছিল। টি.এস.আর. এবং ট্রাইবেলদের মধ্যে। এবং তার জন্য টি.এস.আর.-এর কিছু কিছু জওয়ান দায়ী।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে এটা ঠিক আপনি যেভাবে বলেছেন আপনার দলের লোকরা কিন্তু এই মতে বিশ্বাসী না, এই মত অনুসরণ করে না। এরাই গিয়ে গিয়ে এই নিরীহ লোকদের ধরিয়ে দেয়। এই হচ্ছে আপনার দলের ভূমিকা।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- না মাননীয় সদস্য আলোচনা যদি খোলামেলা হয় তাহলে আমার মনে হয় পলিটেকিং করা ঠিক না। আমি কিন্তু খোলামেলা আলোচনা করছি, পলিটেকিং যদি করতে চান তাহলে কিন্তু আমিও করতে পারি। আমি যেটা বলতে চাইছি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে আমি অনুরোধ করব পুলিশ স্পেসিফ্যাকেলি ক্যাটাগরিক্যালী যেমন ভুল করছে নির্দিষ্ট ভাবে আসলে নিশ্চয় আমরা ব্যবস্থা নেব। আমরা কেন নেব না। ব্যবস্থা নেয়নি ঘটনা তা না। আমরা তো টি.এস.আর. ব্যাটেলিয়ানের কমানডেন্টকে সরিয়ে দিয়েছি, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সরিয়ে দিয়েছি। আমরা কোম্পানীকে ভেঙ্গে দিয়েছি, একটা ব্যাটেলিয়ানকে ভেঙ্গে আমরা ছত্রভঙ্গ করে আমরা বাকি পাঁচটার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছি এই রকম ঘটনাও আছে। ফলে শাস্তি হয়েছে, কেউ বলেছে এটা কি এক টাকার শাস্তি নাকি, কারন এটা একটা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এক টাকা বা হাজার টাকার ব্যাপার নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আপনার দলের কোন কোন জায়গায় সংগঠনও এই রকম কাজ করছে। ওখানেও ভাঙ্গা ভাঙ্গির দরকার আছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি যে কথা বলছেন তাহলে আমি কিন্তু এখন মূল জায়গায় থেকে সরিয়ে অন্য কথা বলতে হবে। বলতে চাইছি না একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে এটা হউক ভাল। আচ্ছা আপনদেরকে বলতে পারি আপনারা কয়টা মিটিং সংগঠিত করেছেন উগ্রবাদীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য, কয়টা বিবৃতি দিয়েছেন, কয়টা এ্যাপিল করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- ইন্টারফেইস করার কোন দরকার নেই প্লিজ, প্লিজ।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার প্রেস বিলিজেই তো বলবে আমরা বলেছি কিনা, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আমরা আহ্বান রেখেছি কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমার প্রশ্ন যেটা নগেন বাবু কিন্তু বাধ্য করেছেন এই কথা বলতে, আমি কিন্তু এই লাইনে কথা বলতে চাইছিলাম না, আমি এই জায়গায় যেটা বলছি,

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ নগেন বাবু, প্লিজ ....

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি সেই অনুরোধ করব অহেতুক বিতর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাইবনা। আসুন সবাই মিলে পিসমিনিং অরগানাইজ করা যায় কিনা। সেখানে আপনারা অরগানাই করুন। আপনারা ডাকলে আমরা

যাব। আমরাও অরগানাইজ করি। এই রকম অরগানাইজ আপনাদের আমরা ডেকেছি, অনুরোধ করেছি আপনারা তো আসেন নি। ঠিক আছে তাহলে আপনারা অরগানাইজ করুন মিটিং এ কথা জানান আমরা মিটিং এ যাব। আমি বলছি তো রাজ্যের মানুষ গত নির্বাচনে যে ভোটের রায় দিয়েছেন সেটা পারটিকোলার কোন দলের পক্ষে নয়। সেটা হচ্ছে কর্মসূচী, দৃষ্টিভঙ্গী ঐক্যতা এবং টেংকোলিটি ডেভেলাপমেন্ট। এখানে এই বিষয়গুলিকে হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। পেছনে কিন্তু দেখা যাবে বিচ্ছিন্নতা আর নদী। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা বলতে চাইছি স্পেসিফিক যেমন যেমন আসবে আমরা তেমন তেমন ব্যবস্থা নেব। পুলিশ বলুন, নিরাপত্তা কর্মী বলু, কারোর নিরপরাধ মানুষকে সে হ্যারেজ করার কোন কারোর অধিকার নেই। সুযোগ নেই। সেই জায়গায় ব্যবস্থা আমরা নেব। কিন্তু মূলত সন্ত্রাসবাদীদের বিরোদ্ধে সবাই মিলে আমাদের কথা বলার দরকার। এবং তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার দরকার। যারা ফিরে আসতে চায়না তাদের বিরোদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। মাঝখানে কোন পদ খোলা নেই। কাজেই এই জায়গাটায় আমরা যদি সমাধান করতে পারি তাহলে প্যারেজমেন্টের কোন প্রশ্ন উঠে না। তাদের জন্য উন্নয়নের কাজও করতে পারছি না। একজেক্টলি সেখানে উপজাতিদের কথা বলছে অস্ত্র নিচ্ছে এবং উপজাতিদের উন্নয়নের কাজে বিঘ্নিত করছে। সমস্যা যেটা হচ্ছে ৪০টি স্কুলে একটা ছেলেমেয়ে পাশ করতে পারল না। এর জন্য কে অপরাধী বলুন তো আমি এত বোকা লোক নই। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগন বোকালোক নয় সেরকম আসনে কেউ বসাবে না। কাজেই এত বোকা ভাবার কোন কারন নেই। প্রশ্ন যেটা আপনি যেটা বলেছেন আপনার সঙ্গে আমি দ্বিমত মোটেই পোষন করি না। নিরঅপরাধকে যদি হ্যারেজ করা হয় তাহলে প্রশ্ন সেখানে ট্রাইবেল - বাঙ্গালী নয়। নিরাপত্তাকর্মীগণ যাদের বিরোদ্ধে লড়াইটা করছেন এই লড়াইটা দুর্বল হবে। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এই জায়গায় ঐকমত হয়ে যেটা করছি যে সন্ত্রাসবাদীদের বিরোদ্ধে আমাদের এক ধারায় কথা বলতে হবে 'স্ট্রংলি' এটা শুধু আনুষ্ঠানিক আলোচনা নয় শ্বাসরোধ লেভেলে গিয়ে কথা বলার দরকার অন দি আদার হ্যাণ্ড এই রকম কাজ যারা করছেন এবং যারা নাকি দোষী নয় তাদেরকে এইরকম হয়রানী করছেন যারাই এর সঙ্গে যুক্ত হবেন সেখানে কোন স্পেসিফিক্যালি আসলে তাদের বিরোদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দুটো যদি আমরা একসাথে করতে পারি তাহলে ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রিপ্লাইটা দিয়েছেন সেটা স্পষ্ট করা হয়নি। এখানে নিরীহ মানুষগুলি গ্রেপ্তার এবং খুন যাতে না হয় সেইদিক থেকেই উনি বন্ধ করবেন কিনা এবং এর কোন নির্দেশ দেবেন কিনা এটাই জানতে চেয়েছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ**- মুখ্যমন্ত্রী শুধু রিপ্লাই দেওয়ার ব্যাপার নয়। ডিসকাশনে পারটিসিপেইট করার ব্যাপার। কাজেই একটা মত একজন সদস্য ফ্লোর করেছেন সেই মতের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ঐক্যমত পোষন করছেন। সেখানে রিপ্লাইয়ের প্রশ্ন আসে কি করে। রিপ্লাইতো আসে আপনার প্রশ্ন উত্তর পর্বে। কাজেই এটা রিপ্লাইয়ের ব্যাপার নয় কাজেই আমি যা বলেছি ক্যাটাগরিক্যালি বলেছি। এটাকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু মূল জায়গায় যেতে হবে। এটা না বুঝার কি আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন দ্বিতীয় নোটিশটির বিষয়বস্তু হল সম্প্রতি রাজ্যে নারী নির্যাতন অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি সম্পর্কে। এখন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মহোদয়কে বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা আরম্ভ করতে আমি অনুরোধ করছি।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ**- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিষয়টি হল সম্প্রতি রাজ্যে নারী নির্যাতনের অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে এটা সর্ট ডিউরেশন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরে বলবেন আমি এটার উত্তর

চাইছি না কিন্তু পজেটিভ স্টেপস কি নেওয়া যায় সেই ব্যাপারটা বললে আমরা খুশি হবো স্যার, রাজ্যে গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট থানা গুলোতে গৃহবধূ নির্যাতন বা হত্যার ঘটনায় মামলার তদন্ত পুলিশ ঠিকমত করছে না বলেই অপরাধীরা পরবর্তী সময়ে আদালতে গিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে গৃহবধূ নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে নর্থ ইষ্টে ত্রিপুরা প্রথম একর্ডিং টু পপুলেশান নারী নির্যাতনের জন্য। এই কথা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বর্ক্তৃতার মধ্য দিয়ে অনেক সময় বলেছেন, এই কথা বিভিন্ন ধরনের মহিলা সংগঠন বলছেন নারী মুক্তি, নারী সচেতনতা, নারী স্বাধীনতা এইগুলি বলে যাচ্ছে কিন্তু ঝাণ্ডা উঠিয়ে যাই বলি না কেন নারী নির্যাতন ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে পরিসংখ্যান তাই বলছে - পরিসংখ্যান কি বলছে? প্রতি মাসে এই রাজ্যে গড়ে ৭৮টি করে নারী নির্যাতন হচ্ছে, প্রতি মাসে এই রাজ্যে ধর্ষন হচ্ছে গড়ে ১০টা, গৃহবধূ প্রতিমাসে হত্যা হচ্ছে ৪টা, মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা ২ হ্ প্রতি মাসে গড়ে ১০টা, বধূ নির্যাতন প্রতি মাসে দশের উপরে, আত্মহত্যা বিশেষ করে মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারে মহিলাদের অত্যাচারের ব্যাপারে প্রতি মাসে গড়ে ৭৫টির উপর। এইগুলি প্রচণ্ড ভাবে এই রাজ্যে উদ্বেগের বিষয়। আমরা আত্মহত্যাটাকে মনে করি কেউ বুঝি সুইসাইড করেছে, থানাগুলি কি করছে? আত্মহত্যাকে জি.ডি. এন্ট্রি করে দিয়ে আর কোন দিনই তদন্ত করছে না এর ফলে বিরাট একটা সংখ্যা এই উদ্বেগের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বিভিন্ন সময় বলেছেন। আত্মহত্যা এটা মারাত্মক কারন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী নির্যাতনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মহত্যা করেছে অথচ এটা কেন সিম্পলি জি.ডি. এন্ট্রি করে, কোন রকম মামলা মোকদ্দমা রেজেষ্ট্রি না করে তদন্ত না করেই এখানেই শেষ করে দিচ্ছি যাতে ক্রাইম এর ঘটনা বৃদ্ধি না পায় এটাই হচ্ছে। স্যার, আমাদের রাজ্যে এত যে ঘটনা হচ্ছে তার জন্য আমাদের রাজ্যে একটা আইন বলবৎ আছে "ডাউরী প্রভিশান অ্যাকট"। এই অ্যাক্টটা অল ইণ্ডিয়াতে ১৯৬১ সালে প্রনয়ন করা হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে এই রুলস প্রথম ১৯৯১ইং সালে প্রনয়ন করা হয়। ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২ এবং ২০০৩ ইং সাল পর্যন্ত এই ৬ বছরে এত গৃহবধূ হত্যা হয়েছে এবং নারী নির্যাতন হয়েছে কিন্তু সেখানে মাত্র ৫টা কেইস রেজিষ্ট্রি হয়েছে তাহলে কেন আমরা আইনটাকে প্রনয়ন করলাম? একটি মামলাও কেন রেজিষ্ট্রি করলাম না? যে ৫টি মামলা রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে তাও ১৯৯৮ সালে কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি আর কোন মামলা এই ধারাতে রেজিষ্ট্রি হয়নি অথচ এই ধারাটা কেন করা হয়েছিল? যখন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচণ্ড ভাবে পণ প্রথা সামাজিক ব্যাধি এটা যখন সামাজিক ব্যাধি আকারে ছড়াতে শুরু করল তখন পরবর্ত্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে বিভিন্ন আলোচনা করে বুদ্ধিজীবিরা যারা পার্লামেন্টের সদস্য তাঁরা একটা আইন প্রনয়ন করলেন যে, আমাদের রাজ্যে পণ প্রথা বিরোধীর জন্য এই আইনটা প্রচলন করা দরকার এবং সেখানে আইনটা ১৯৬১ইং সালে চালু হয়েছে কিন্তু আমাদের রাজো ১৯৯১ সালে এই রুলস হয়েছে। মমলা আমরা করছি না তাহলে আইনটা প্রয়োগ না হলে আইনের সুফল পাব কি ভাবে? এই ব্যাপারটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন ভাল ভাবে বলেন স্যার, আমার বক্তব্য শুধু এটা নয় স্যার, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১ এবং ২০০২ সালে এই রাজ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ৪৫১৮, এটা কি চিন্তা করা যায় এতগুলি লোক আত্মহত্যা করেছে? আর মাননীয় মন্ত্রী বলছেন একটা প্রশ্নের উত্তরে আত্মহত্যার কারন খুঁজে পাওয়া যায় না স্যার, তাহলে ইনভেষ্টিগেশান করা হচ্ছে না প্রত্যেকটি আত্মহত্যার পিছনে কিছু না কিছু কারন থাকবেই। এমনও হতে পারে বাবা ছেলেকে মারল তারপর যদি ছেলে মারা গেল সেটাও আত্মহত্যা, স্বামী স্ত্রীকে ধমক দিল, অত্যাচার করল পণের জন্য তখন স্ত্রী যদি মারা যায় সেটাও আত্মহত্যা এতগুলি কেইস হওয়ার পরও পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল আমরা একটি কেইসেরও রেজিষ্ট্রি করলাম না এবং তদন্ত করলাম না যার ফলে এই কেইসগুলি অটোমেটিক্যালি শেষ হয়ে গেল, যারা মরল তারা তো মরলই তাদের জন্য আমাদের রাজ্যে আইন প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা আমরা করি নি। স্যার, এখানে দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত সেশানে একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন আমাদের রাজ্যে তদন্তে পুলিশের ভূমিকা ভাল। একটা সংখ্যা বলছি স্যার,

৮১৯টা কেইস আদালতে নিষ্পত্তি হল, ৮১৯টা কেইসের মধ্যে গতকালের উত্তর মাত্র ১৭৬টা কেইসে কনভিক্শান হল, আর ৬৪৪টা কেইস খালাস হয়ে গেল। কিসের জন্য খালাস হয়? যদি তদন্ত যথারীতি হয়, যদি সরকারী উকিলবাবুরা যথারীতি মামলা তদারকী না করে তাহলে এইরকমই হবে এবং সবগুলি খুনের মামলা। তাহলে তদন্ত প্রপারলি হচ্ছে, ফিফটি পারসেন্ট বলা হয়েছে, কিসের ফিফটি পারসেন্ট? ৮১৯এর মধ্যে ১৭৫ টা পারসেন্ট কি দাঁড়ায়? অনলি ২০ পারসেন্ট। তাহলে মামলা তদন্ত হচ্ছে না গতকালের পরিসংখ্যানে আমি পরিষ্কার বলছি মামলা গুলো প্রপারলি তদন্ত হচ্ছে না। নতুবা এতগুলি কেইস কিভাবে বেকসুর খালাস হয়ে গেল। স্যার, আমাদের রাজ্যে উইম্যান কমিশন আছে, এই উইম্যান কমিশনের বাইরে কি আছে দেখুন, তার ভূমিকা কি এখানে লেখা আছে। এই আইন পাশ করে দিয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভা ১৯৯৩-এ। তাতে আছে The commission shall present to the State Government the very six months and at such other times as the Commission may door fit reports of its activities together with its recommendations and the State Govt. shall cause them to be laid before the State Legislature as possible along with a meorandum explaining the action taken on proposed to be taken on the reccmmendations and the .... for non reason aceptance, if any, of any of such recommendations. এই বিল পাশ হওয়ার পর মহিলা কমিশন রাজ্যে কি করেছে। অদ্যাবধি কোন রিপোর্ট এই হাউসে সদস্যদের জানানোর জন্য দেওয়া হয়েছে কি? আইনে বলা আছে যে ৬ মাস অন্তর অন্তর রিপোর্ট পেশ করবে। সেই রিপোর্ট গভর্ণমেন্টের কাছে দেবে, গভর্ণমেন্ট কি কি প্রস্তাব দিল তারা সেগুলি কিভাবে গ্রহণ করল, কোন্টা গ্রহন করলনা, এগুলির জন্য রেকমেণ্ডেশান্ অ্যালংগ উইথ দেয়ার রিপোর্ট অ্যাণ্ড অ্যাক্টিভিটিস হাউসে দেবে। দিয়েছে কি? হায়েস্ট অথরিটি হল ত্রিপুরা বিধানসভা। বিধানসভার কাছে লুকানোর কি আছে? কি অ্যাকটিভিটিস? স্যার, এই ব্যাপারটা আমি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এবার দেখুন এই আইনে একটা কথা লেখা আছে, "Call for special studies or investigations into specific problems on situations arising out od discrimination and atrocities against women and identify the constraincs so as to recommend Strategies for their removal." মহিলাদের উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক অত্যাচার বা পুলিশ কর্ত্তৃক অত্যাচার বা সি,আর,পি আরমি কর্ত্তৃক অত্যাচার বিভিন্নভাবে যেটা আমাদের রাজ্যে হচ্চে এর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা তো দেখতে পেলাম না। কারন হাউসে বই না দিলে, রিপোর্ট না দিলে আজকে ৮-৯ বৎসর হয়ে গেছে, একদিনের জন্যও তো রিপোর্ট দেয়নি। না দিলে আমরা কি দেখব। হোয়াট ইজ দি অ্যাকটিভিটিস অফ দি উইম্যান কমিশন ভালও করতে পারে। অ্যাকটিভিটিসটা কি? আমরা তো সেখানে আলোচনা করে আমাদের ওপিনিয়নও দিতে পারি। স্যার, এখানে বলা হয়েছে উগ্রপন্থীদের দ্বারা বা ফোর্সের কোন লোকের দ্বারা যদি অত্যাচারিত হয় সেখানে উইম্যান কমিশন কল ফর স্পেশ্যাল স্ট্যাডিস্, ইনভেষ্টিগেশান করে একটা রিপোর্ট দিতে পারে। রাইয়াবাড়ীর রিপোর্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লে করেছেন। রাইয়াবাড়ীতে ১৯৯৯ এ ৬জন সংখ্যালঘু মহিলাকে গণ ধর্ষন করা হয়েছিল। এমন কি ১৩ বছরের নাবালিকা মেয়ে সোনালী বিবিকেও তারা বাদ দেয়নি তার দাদু সমীর মিয়ার সামনে রেফ করেছে। বর্তমানে সোনালীকে কিন্তু কেউ বিয়ে করছে না, তার মানে তার দাদুর কাছেই সে থাকছে। এই ঘটনার পরে এই সংখ্যা লঘু মুসলীম পরিবার গুলির উপর বিভিন্নভাবে উগ্রবাদী অত্যাচার চলতো এবং এভাবে লুটপাট করে তাদের সমস্ত কিছু উগ্রবাদীরা নিয়ে যেত। পরবর্তী সময় তারা ওখান থেকে চলে আসে এবং এসে তারা উদয়পুর ও সোনামুড়াতে বসবাস করছে এবং এরকম প্রায় ১২৪টা পরিবার আছে। ওরা কিন্তু কেউ আর ফিরে সেখানে যেতে চায় না, যদিও পরে ১৬টা পরিবার সেখানে গেছে এবং সরকার থেকে বলা হয়েছিল এই ১৬টা পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক না। কারণ ওখানে নূরমিয়া নামে একজন লোক আছে তাকে কিন্তু ঘর দেওয়া হয়নি, আমি স্পেসিফিক্ বলছি। অথচ সে ওখানে থাকছে। কাজেই তাদেরকে

সামাজিকভাবে পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। স্যার, জম্মু কাশ্মীরে উগ্রবাদীদের হাতে যারা নিগৃহীত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে এবং বিশেষ করে মহিলা যারা ধর্ষিত বা অন্যভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তাদের জন্য রীহ্যাবিলিটেশন্-এর একটা ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। স্যার, দিল্লীতে ডিরেক্টরেট অফ সোশল ডাস্টিস্ একটা দপ্তর রয়েছে তার ডিরেক্টর হল মি. কোচার। তিনি এই মাসের ১২ তারিখ গৌহাটিতে এসেছিলেন এবং একটা সেমিনরে তিনি বর্ক্তৃতা রেখেছিলেন। আমাদের রাজ্যের কয়েকজন সাংবাদিক এবং অন্যান্য লোকরাও সেখানে গিয়েছিলেন। আমি পরবর্তী সময় দিল্লীতে ওনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং বলেছি যে, আমাদের নর্থ ইষ্টের উগ্রবাদীরা বা ফোর্সের ওরা মানে আর্মি, বি এস এফ, টি এস আর, পুলিশ এদের দ্বারা বিভিন্ন রকমভাবে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে রাজ্যের মহিলারা, কাজেই তাদের জন্য আপাতত কিছু করুন। উনি তখন বলেছেন যে, এই দিক থেকে তো শুধু ত্রিপুরা নয় নর্থ ইষ্টের কোন গভর্ণমেন্ট আমাদের কিছু অ্যাপ্রোচ্ করেনি। সুতরাং এই ব্যবস্থা আছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলব এই ব্যাপারটা দেখ... জন্য। কারণ উনি বলেছেন যে, "আমাদের কাছে অ্যাপীল্ করলে আমরা সাহায্য করব"। আমি বলব এটা ইম্‌পর্ট্যান্ট পয়েন্ট স্যার। স্যার, আমি মহিলা কমিশনের ব্যাপারে বিষোৎগার করছি না, এরা কিছু কিছু কাজ ভাল করছে। যেমন, তেওয়ারী কেইসে তারা যা করেছে সেটা সতিাই ক্রেডিট। তারপরে পশ্চিমবঙ্গের দেবজানী হত্যা মামলা, সৌরভ বাবু হত্যা মামলা, তারপরে আসামের বর্নালী রেফ এবং পরবর্তী সময়ের যে ঘটনা এখানে মহিলা কমিশনের ভূমিকা উল্লেখ করার মত। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে, এখানে দামছড়ার পারুল মালাকারকে মানে ১২ইং জুন যখন একটা নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করা হল, রাধাবিনোদ বাজারের রাধাবিনোদ জুয়েলারীর মালিক দীলিপ সাহা রেফ করল এবং রেফ করার পরে সে চিৎকার চেঁচামেচি করল। পরদিন এলাকাবাশী গিয়ে থানায় অভিযোগ করল, মেয়েটা স্টেটমেন্ট দিল, তাকে থানাতে পাঠাল এবং থানা থেকে হাসপাতালে পাঠাল, কেইস হল এবং কেইস নং হচ্ছে ৭। যখন কেইস দিল তখন তার মেডিক্যাল রিপোর্টে রেফের অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্যার. মেডিক্যাল রিপোর্টটির কপি আমার কাছে আছে। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল সি পি এম-এর স্থানীয় নেতা অজয় রায় ইন্টারফেয়ার করল এবং থানাতে বিচারসভা বসাল এবং মাত্র ৪০ হাজার টাকা দিয়ে আলোচনা করে মামলা ফিনিস, পরদিন থেকে আর কেইস নম্বর নেই। স্যার, এটা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার রিপোর্টে আছে। তার মা ময়না মহিলা কমিশনে বিচার দিয়েছে, অভিযোগ করেছে, কিন্তু বিচার পায়নি। পরবর্তী সময় তারা চলে গেছে হিউম্যান কমিশনের কাছে। স্যার, আর একটা ঘটনা আমি বলছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন। ধলেশ্বরের ঘটনা, নুপুর ভৌমিক তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মামলা, ঠিক আছে তারা মামলা মোকদ্দমা করুক। নুপুরকে একটা কেইসের ব্যাপারে এরেস্ট করল এবং এরেষ্ট করার পরে পূর্ব থানায় তাকে প্রচণ্ডভাবে টর্চার করা হল, তারপরে সে মহিলা কমিশনে বিচার দিল। মহিলা কমিশনে অভিযোগ দেওয়ার পরে মহিলা কমিশনের ওরা তাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিয়ে আসল। ওনাকে দেখানো হল সমস্ত বডিতে টর্চারিং-এর চিহ্ন। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর ডি জি-র কাছেও গেল উনিও দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপরে মহিলা কমিশন স্বউদ্যোগে তদন্ত শুরু করল। কিন্তু দেখা গেল কোন এক জায়গায় গিয়ে এই রাজ্যের এডিশন্যাল ডি,জি, যখন তদন্ত করলেন মহিলা কমিশন পূর্ব থানায় গেলেন, তাদের ডায়েরী সীজ্ করলেন, এবং প্রভিশন আছে আইন দপ্তরের পরামর্শ নেবার। কিন্তু দেখা গেল এডিশন্যাল ডি, জি, মিঃ প্রনয় সহায় এই মহিলা কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারীকে থ্রেট করলেন। তদন্ত বন্ধ হয়ে গেল। যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শোক প্রকাশ করলেন, এমনভাবে টর্চারিং এর জন্য সেই মহিলা এস.আই. এর বিচার কিন্তু হলো না। হলো শুধু বদলী। কিন্তু বদলি বিচার নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শোক প্রকাশ করার পরও বিচার পায় নি সেই নির্যাতিতা মহিলা। মামলার কি হবে সেটা পরবর্তী সময়ে সেটা স্বামী-স্ত্রীর মামলা সেটা তারাই বুঝবে।

স্যার, আমবাসাতে শাসকদের প্রধান লক্ষাধিক টাকা পণের জন্য নিজের পুত্রবধূকে নির্যাতিত করার অপরাধে স্বামী সহ শ্রীঘরে ছিলেন। প্রধান এর নাম তুলসী মালাকার। ছেলের নাম পিযুষ মালাকার। বিশালগড়ের সুকুমার দায়ের

মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিয়েতে কালার টি,ভি সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার দাবী ছিল। বিয়ের পর দাবীগুলি পূরণ না করায় প্রধান তুলসী মালাকার এবং স্বামী পিযুষ মালাকার গৃহবধূর উপর নির্যাতন শুরু করে। বধূটি প্রথমে আত্মহত্যার চেষ্টা করে পরে সে তার বাপের বাড়ী চলে যায়। পরবর্তী সময়ে তারা মামলা দায়ের করে। থানার ও, সি, অমরচাঁদ ঘোষ তদন্তে গাফিলতি শুরু করে।

স্যার, এখানে আরেকটা ইম্পোর্টেন্ট মামলা এই রাজ্যে হয়েছে। নগদ টাকার দাবীতে শাশুড়ী গৃহবধূর উপর নির্যাতন করে। শিশু সন্তানকে নিয়ে অসহায় গৃহবধূ বাপের বাড়ীতে চলে যায়। নির্যাতিতা গৃহবধূর নাম অরুন্ধুতী দত্ত মজুমদার। স্বামীর নাম গৌরব দত্ত। টি,আই,জি,সি,-র বর্তমান ম্যানেজার। ডেপুটেশনে আনা হয়েছে বোম্বে থেকে। বাড়ী কৃষ্ণনগরের অফিসার্স কোয়ার্টাস্ লেইনে। ১৯৯৭ ইং সনে সামাজিক পদ্ধতিতে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তখন গৌরব দত্ত চাকুরী করতেন মুম্বাই মহানগরে গ্যাস লিমিটেড এ। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয় শাশুড়ী জ্যোতিকা দত্তের অত্যাচার। প্রথমে দাবী টাবী বলে কিছু বলেন নি - মহিলা নেত্রী বলে কথা শাসকদলের। দাবী করলে মানুষ জানবে। কিন্তু রূপ প্রকাশ হয়ে যায় যখন কিছুদিন গেলে অত্যাচার শুরু হল। দাবী নগদ টাকা সহ সব কিছুই। অরুন্ধুতী ছিল উচ্চ শিক্ষিতা এম,এস,সি, পাশ। শাশুড়ীর এই কীর্তি কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। তারপরও স্বামীর সাথে থাকতে হবে। পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে তার বাপের বাড়ীতে সব কিছু জানায়। বাবা ছোটে যান বোম্বাইতে। এবং শাশুড়ীর দাবী মত সব কিছু দিয়ে আসেন। এরপরও থামে নি। পরবর্তী সময়ে এক লক্ষ টাকা আবার চায়। এইবার প্রতিবাদ করে অরুন্ধুতী দত্ত। এরপর মহিলা কমিশনে বিচার দিয়েছে। মহিলা নেতৃ বলে কথা। মহিলা কমিশন এর তদন্ত আর এগোয় নি। এই হল চিত্র।

স্যার, এই রকম শত শত ঘটনা। কয়েকটি বলছি - আমার কাছে কম করেও ১২৫টির মত ঘটনা আছে। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে - নির্যাতিতা মহিলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন, আমার কাছেও দিয়েছেন। শিলাছড়ি আউট পোষ্টের ইন্চার্জ অরুপ গোস্বামী আমাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে এবং আমার স্বামীকে অপহরন করবার চেষ্টা করে। এই সমস্ত অভিযোগ করেছেন।

কাজেই, এটা যদি কনটিনিউ চলতে থাকে - স্যার, আমার বক্তব্য অনেক কারনে মহিলারা অত্যাচারিতা হন। এইগুলি আমাদের ভেবে দেখতে হবে। গরীবির জন্য, যদি স্বামী পরিত্যাক্তা হন, তাহলে তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করেছি। আমরা কিছুই করিনি। এবং বৈষম্য এই শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখছি। চাকুরীর ক্ষেত্রে দেখছি। এই রাজ্যে মেয়েদের টোট্যাল লিটারেসী কত। স্যার, এই যে মহাকরন সেখানে মাত্র তিন জন মহিলা অফিসারস্ রয়েছেন তারা হলেন - সোমা দেব, কুন্তল দাস, এবং বীনাপানী দেববর্মা।

প্রশাসনের উঁচু স্তরে মহিলা অফিসারের সংখ্যা খুবই নগন্য। বিদ্যালয়গুলিতে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র দেড়-দুই হাজার। অথচ আমরা বলছি যে নারী-পুরুষ সমান অধিকার। উভয়কেই সমান সুযোগ দিতে হবে। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। এই মন্ত্রীসভায় একজন মহিলা মন্ত্রী আছেন। একজন আছেন বলেই করা হয়েছে। জয়শ্রী গুপ্তা নামে এক লেখিকা বলেছেন, মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা এবং অসুবিধার কথা। তিনি উনার বইতে লিখেছেন, সাবলম্বী হওয়ার জন্য কতজন মহিলাকে পি.এম.আর. ওয়াই লোন দেওয়া হয়? এই ক্ষেত্রেও মহিলাদের উপেক্ষা কেন? বেকার সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় তাহলে মহিলারা কি বেকার হতে পারেন না? এই ক্ষেত্রে উপেক্ষা। সর্বত্র মহিলাদের উপেক্ষা। একটু চোখ ফিরিয়ে দেখুন - এই যে গণমাধ্যম সেখানে সব পুরুষ। মহিলারা কি এই কাজের অযোগ্য? ভারতের কোথায়ও কি মহিলারা এই কাজ করছেন না? তবে এখানে নেই কেন? মিডিয়াতেও মহিলাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে।

সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে সকলকে সমানভাবে বন্টনের যে অধিকার সেটাও সমাজ ব্যবস্থায় আমরা উপেক্ষা করে চলছি। বোনকে সম্পত্তি না দিয়ে স্ত্রী সন্তানের নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া হচ্ছে।

এবার পণপ্রথা নিয়ে রাজ্যে আইন প্রণয়ন হল। আগেও হয়েছিল। কিন্তু সেটাতে ভুল থাকাতে কাজে আসেনি।

আমি দেখেছি এখন যেটা করা হয়েছে - যেই সেটা করে থাকুন - এটাতেও কিন্তু ভুলে ভরা। এই আহনে বলা আছে বিচারপতি যদি নিজে কিছু জেনে থাকেন সে পণ দেওয়া - নেওয়া হয়েছে। অথবা পুলিশ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে। অথবা আত্মীয়দের অভিযোগমূলে। অথবা কোন সংস্থা থেকে পাওয়া অভিযোগ, অথবা কোন প্রতিষ্ঠান। তাহলে কি হল? এটা হচ্ছে অ্যাক্ট। রুলস্ কি করেছেন? যে রুল তৈরী করা হয়েছে তাতে একটি মামলাও টিকবে না। এটার পেছনে কোন কারন আছে কিনা আমি জানি না। অধিকার দিয়েছেন কাকে প্রসিডিউর ফর প্রসিকিউশান অফিসারকে। ডাউরি প্রভিশান অফিসারকে। স্যার, সেন্ট্রাল অ্যাক্টে অভিযোগ কারা করতে পারবেন সেটা বলে দেওয়া হয়েছে। ডাউরি প্রভিশান অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যে তুমি মামলা কর। এই কথা আদালতের বইতে নেই। যখন মামলা হবে তখন বিচার হবে না। শুধুমাত্র এই একটি কারনে এটা হবে না। মেজর ডিফেকটিভ। কিছুই বিচার হবে না। মর্ডান কেইস তদন্ত রতনলাল নাথ করতে পারবে? না। সরকার ক্ষমতা দিলে পারবে কিনা? না। এখানে আপনারা পাঁচজনকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন - এই যে হাজার হাজার মানুষ মরছে .....।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনাকে আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছিল এখন আপনার আর দুই মিনিট সময় আছে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ৩ মিনিট স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- স্যার, আমার বক্তব্য হলো এখানে এই যে ডিফেক্টটা, তারপরে পাওয়ার কাকে দিয়েছে? প্রোভিশন অফিসার, প্রোভিশন অফেনডার অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রোভিশন অফিসার, এই লোকটি কে? যদি মাসের কম জেল হয়, নাবালিকাকে জেল দিয়েছে। হাকিম বলল জেল দিয়েছি তোমাকে তবে তুমি সংশোধন হও কিনা দেখি। এই জন্য প্রোভিশন অফিসারের কাছে দায়িত্ব দিয়ে দেয়। তোমার কনডাক্ট যদি ঠিক করে চলতে পার তুমি চলবে এবং টাইম টু টাইম রিপোর্ট করবে কোর্টে এই প্রোভিশন অফিসারকে দিয়েছেন দায়িত্ব। এই ব্যাপারে মাননীয় সেক্রেটারী এখানে আছেন এই ব্যাপারে কোন প্রোভিশন অফিসার একটি মাত্র কেইসের রিপোর্ট দিয়েছেন কিনা? যে লোক এই কাজের দায়িত্ব পেতে পারে না তাকে দেওয়া হয়েছে পণ প্রথার মত সামাজিক ব্যাধি দূর করবেন এমন লোককে দিয়েছেন দায়িত্ব। আমি বলছি দায়িত্ব নিয়ে চলছে যদি এক বছরের খবর দিয়ে দেখুক এই প্রোভিশন অফিসার কোন রিপোর্ট পেয়েছেন কিনা অথচ তাকে বলছে প্রত্যেক মাসে রিপোর্ট দিতে হবে, কি রকম চলছে, কি রকম চলছে। যে এই কাজটা পারে না সে সামাজিক ব্যাধির মত একটা রোগ কি ভাবে নির্মূল করবে আমি বুঝি না। আমার মনে হয় এক নং হচ্ছে ডিফেকটিভ এ এখানে অধিকারই নেই সেন্ট্রাল অ্যাক্টের কনট্রাডিক্ট করার এখানে ভুল ব্যাখ্যা যাবে। পাঁচজন লোক কে দিয়েছে রাজ্যের সমস্ত পণ প্রথা দূর করে দেবে। হ্যাঁ অন্যরা পারবে কিন্তু তাকে দেওয়াটা, সে যদি কোন ইনসিস্ট করে রিপোর্ট করে মেজিস্ট্রেটের কাছে তার কেইসটি টিকবে না। আমি করতে পারি আপনি করতে পারেন যেকোন লোক করতে পারবে। কিন্তু তাকে অধিকার দিয়ে তদন্তের দায়িত্ব দিলে তাহলে কিন্তু সেই কেইসটা ডিফেকটিভ হবে। যে ক্ষতিগ্রস্থ হল পণের জন্য মৃত্যু হল বা নির্যাতিত হল সে কিন্তু বিচার পাবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই সমস্যাগুলো এগুলো অনেক বড় সমস্যা অসংখ্য ঘটনা দামছড়া থেকে আরম্ভ করে বিলোনীয়া, বিলোনীয়া থেকে সীমনা আমার কাছে শত শত ঘটনার রিপোর্ট রয়েছে। আমি অনুরোধ করব পলিটিক্যাল ইনটারফিয়েন্স, ওম্যান কমিশন এই যে মহিলা কমিশন করেছে শুধু একতরফা একটি রাজনৈতিক দলের লোক দিয়ে স্যার, দেখুন এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য দেখুন ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটি বিল অন্য একটা ব্যাপার। প্রভাইড দ্যাট ইফ নো মেম্বার ইন অপজিশন ইজ ইলেকটেড ইন এ স্থায়ী সমিতি অব এ জিলা পরিষদ ওয়ান মেম্বার অব্ অপজিশন শেল বি সিলেকটেড টু বি এ মেম্বার দ্যাট স্থায়ী সমিতি। যদি

কোন অপজিশন মেম্বার না জিততে পারে গণতন্ত্রের স্বার্থে সেখানে একটা সেকেণ্ড থ্রট করতে পারে। আমাদের প্রয়োজন আমাদের একজনকে নিয়ে বসিয়ে দাও। এখানে এক তরফা। অর্থাৎ সেকেণ্ড থ্রট অর্থাৎ ও যাতে প্রটেস্ট করতে পারে। স্যার, একটা উদাহরণ দিলাম এটা গভর্ণমেন্ট বিল অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল। সুতরাং আমি অনুরোধ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আধ ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে প্লিজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ঠিক আছে আমি যে প্রশ্নগুলো বললাম মহিলা কমিশন বা অন্যান্য বিষয়ে এই ব্যাপারগুলো এখানে উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন না আমাদের কনসার্নটা বললাম, রাজ্যের কনসার্ন এই জিনিসটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু খোলসা করে বললে খুশী হব। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি যদিও রাজ্যের পরিসরে কিন্তু নারী নির্যাতন বা মহিলাদের উপর নির্যাতনের বিষয়টি যেভাবে বাড়ছে এটা বিচ্ছিন্নভাবে কোন একটি রাজ্যের সমস্যা না। এটা আমাদের দেশীয় সমস্যা এটা সামাজিক ব্যাধি। আমি বিস্তৃত আকারে যাব না। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ পরিসরে যা করবার চেষ্টা করছি এই প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয়েছে আমার মনে হয়। এই বিষয়ে বললে হয়তো অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। এটা ঘটনা আমরা রাজ্যে যখন ক্রাইম স্টেটিস্টিক নিয়ে আলোচনা করি, এটা নিয়মিতই আমরা করি। তাতে নারীদের বিরোদ্ধে অপরাধের ঘটনা এইগুলি বাড়ছে এই সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং উদ্বিগ্ন। যে কারণে এক দিকে আমাদের পুলিশ প্রশাসন অপর দিকে আইন দপ্তর একেই সাথে বিশেষ করে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা যে দপ্তর এই সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজীনয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে আমরা অনুরোধ করি। এর ভিত্তিতে কিছু কিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে এবং এটাই শেষ নয় হয়তো আরও অনেক কিছু আমাদের করতে হবে। আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে যেটা বলব, প্রথমতঃ এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য মূলে যদি বিষয়টা গভীরভাবে গিয়ে দেখি তাহলে মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতা যদি দূর করা না যায় এবং তাদের যে এম্পাওয়ানম্যান মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিশেষ করে উপার্জনশীল করা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার মত অবস্থা এই রকম জায়গায় যদি নিয়ে যাওয়া না যায় তাহলে তাদের বিরোদ্ধে যে অপরাধগুলি হচ্ছে কিছু সমাজ বিরোধী দ্বারা সংগঠিত অপরাধ এটাকে বাধা দিলে পর পারিবারিক দিক থেকে যে তারা নির্যাতনের শিকার এইগুলি বন্ধ করা খুব কঠিন হয়ে যাবে। সেইদিক থেকে যেটা আমরা চেষ্টা করছি, সকালেও আলোচনা হয়েছে আমাদের রাজ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরনের জন্যেই আমরা একটা বিশেষ কর্মসূচী কর্ম পরিকল্পনা হাতে নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমাদের সাফল্য আছে, সাড়া ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষার হারের দিক থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এখন আমরা দ্বিতীয় স্থানে আছি। কিন্তু এটাতে আত্ম সন্তুষ্টির কোন সুযোগ নেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০০৫ ইং সালের মধ্যে যাতে আমরা আমাদের রাজ্যে ১০০ শতাংশ মানুষকে স্বাক্ষর করতে পারি। এই জায়গায় বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য নিবন্ধ করবার চেষ্টা করছি মহিলাদের ক্ষেত্রে। কারণ আমাদের এক অভিজ্ঞতা - ঘরের মা যদি শিক্ষিত হন স্বাক্ষর হন তাহলে তার ঘরের ছেলে- মেয়ে নিরক্ষর থাকতে পারে না। তারা স্কুলে যাবে। তারা নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে যাবে না। আমাদের রাজ্যে এই ক্ষেত্রে যে অভিযান চলছে মহিলাদেরকে টেনে আনার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আমরা লক্ষ্য করেছি সারা দেশের সঙ্গে তুলনা করলে পর আমাদের সামঞ্জস্যটা কিন্তু খারাপ নয়। যদিও এতে আমরা আত্ম সন্তুষ্ট না। বিশেষ করে উপজাতি মহিলা এবং তপশিলী জাতি মহিলা এই উভয় ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে একটা উৎসাহ আছে। আনুপাতিক হারে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা দেশের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে তুলনা করলে পরে দেখা যায় এই অংশে আমাদের মায়েরা বোনেরা এগিয়ে আসছেন। সেই দিক থেকে এই কাজটাই আমরা খুব বেশী জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি যে নিরক্ষরতা দূরীকরনের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়তঃ যেটা আমরা জুরে দিচ্ছি এম্পাওয়ারম্যান, খেন যেটা পার্লামেন্টে আলোচনা চলছে সব দলকে এক জায়গায় আনা যাচ্ছে না, আমরাও বুঝতে পারছি না, সব দলকে এক জায়গায় আনতে না পারলে মহিলাদের সংরক্ষণের

বিল আনতে পারবো না এটা তো হতে পারে না। বর্তমান যে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীতে চলছেন তারা তো উদারীকরণ বেসরকারীকরণ বিশ্বায়ন নূতন অর্থনৈতিক নীতি এইগুলি নিচ্ছেন এইগুলো তো সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে নিচ্ছেন না। তারা যখন মনে করছেন এইগুলি করতে হবে তারা আনছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরিয়ে যাচ্ছেন। এই জায়গাতেই সন্দেহ তৈরী হচ্ছে আসলে সব দল এক মত হচ্ছেনা বলে তারা আনছেন না এটার পেছনে তাদের যে দুর্বলতা ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন যে তারা নিজেরাও মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যাপারটা ততটা আন্তরিক না। এটা তো পার্লামেন্টের ব্যাপার, তারা যদি না করে আমাদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে সংবিধানের ৭০ নম্বরে যে সংশোধণ হয়েছে তাতে এখানে সদস্যাদের ক্ষেত্রে এস.সি. এস.টি.-র পাশাপাড়ি মহিলাদের সংরক্ষেণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই আইনটাতে অফিস বেয়ারারস্ এর কোন সংরক্ষণ ছিল না। আমরা রাজ্য সরকার যে আইনটা করেছি সেখানে অফিস বেয়ারারস্ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখানে ধরুণ যেটা বলছি, জমির পাট্টার প্রশ্নে সরকার '''মরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাট্টা এখন শুধু পুরুষের নামে হবেনা স্বামী স্ত্রী দুজনের নামেই পাট্টা হবে। সেটা কিন্তু আমাদের রাজ্যে অনেক আগেই চালু করে দিয়েছি। সর্ব ভারতীয় মহিলা কমিশনগুলি জয়েন্ট পাট্টার জন্য এখনো কিন্তু আন্দোলন করছে। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া কিন্তু এই সম্পর্কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা বলছেন না। অনেক রাজ্যেই কিনুত সেইগুলি কার্য্যকরী হয়নি। আমরা এখানে এটা চালু করেছি। এছাডা যেটা বলা দরকার হ্যাঁ দেরীতে কিন্তু আমরা শুরু করেছি আগরতলার পশ্চিম এবং পূর্ব থানার যে এলাকা সেই এলাকাটা মিলিয়ে একটা মেয়েদের থানা করেছি। এটা মনে করার কোন কারন নেই যে মেয়েদের থানা হলে পরে মেয়েদের ব্যাপারে সুবিচার হবে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে মেয়েটির কথা সেই মেয়েটিতো তা প্রধান অভিযোগ হচ্ছে স্বামীর বাড়ীতে যেমন তার উপর নির্যাতন হয়েছে, থানায় আসার পর মহিলা পুলিশ অফিসার দ্বারা নির্যাযিত হয়েছে। এটা অদ্ভুদ ঘটনা। আমাদের এডিশানাল ডি.জি. সম্পর্কে যা বলেছেন এত বিষয় আমার জানা নেই কিন্তু ডি.জি.-র আপত্তি একটা ছিল, মহিলা কমিশনেব তরফ থেকে হয়তো থানায় গিয়েছিলেন তারা কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন তাদের যে এফ.আই.আর. ইত্যাদিগুলি সেইগুলি দেখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু কাগজপত্র হয়তো তারা আনতে চেয়েছিলেন। এই নিয়ে হয়তো পুলিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কিছু প্রশ্ন ছিল এটা তারা করতে পারেন কিনা, পরবর্ত্তী সময়ে আইন দপ্তরের মতামত নেওয়ার পরে দেখা গেছে যে মহিলা কমিনের সেই এক্তিয়ার আছে। সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং পুলিশ অফিসারকে বলে দেওয় হয়েছে যে আপনার ধারনা ভুল। কাজেই সরকারের তরফ থেকে আমাদের কিন্তু অবস্থান খুব স্বচ্ছ, পরিস্কার ব্যাপার। ইনি ডি.জি. না এডিশনাল ডি.জি. না ইনস্পেক্টর অব পুলিশ সেটা বিষয় না। তিনিও কোন একটা ব্যাপারে অজ্ঞ থাকতেই পারেন কাজেই তাকেও আমাদের সবাই মিলে সাহায্য করতে হবে। এছাড়া যে বিষয়টা এখানে বলার সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ফেমিলি কোর্ট আমরা এখানে করেছি। ফেমিলি কোর্টের মধ্যে মূলত এই জাতীয় মামলাগুলি প্রাধান্য পাবে কিন্তু এখানে বিচারকের সংখ্যা কম, আমরা পাচ্ছিনা, এখানে আমাদের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহেব এসেছিলেন তাকে আমি অনুরোধ করি এবং আমি শুনলাম, তার সঙ্গে যখন আমি কথা বলতে যাই এখানকার কয়েকটি মহিলা সংগঠন সম্মিলিতভাবে তার সঙ্গে কথা হলেন তারাও অনুরোধ করেন যে খুব দ্রুত ফেমিলি কোর্টটা চালু করা দরকার বিচারক যাতে দেওয়া হয়। আমাদের মাননীয় বিচারপতি তিনি বলেছেন যে এই ব্যাপারটা তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। ইতিমধ্যে তো আমাদের রাজ্যেও বেশ কয়েকজন বিচারক তারা গ্রেড-ওয়ানে প্রমোশনও পেয়েছেন তাতে আমাদের কোর্টগুলির যে সমস্যা আছে সেটা খানিকটা দুর হচ্ছে। এবং এন্টি পয়েন্টেও কিছু পরীক্ষা হয়েছে, তাদের ফলাফল বেরিয়েছে তাদেরও আমরা এ্যাপয়েটমেন্টের ব্যবস্থা করছি। কাজেই আমরা বসে আছি ব্যাপারটা কিন্তু এইরকম না, চেষ্টা আমাদের তরফ থেকে আছে। এছাড়া যেটা এখানে বলার সেটা হচ্ছে, ডাউরি প্রভিশান অফির সার কথা এখানে বলা হলো আসলে যে আইনটার কথা মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন এই আইনটাই তো ডিফেকটিভ। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৬১ ইং সনে যে আইনটা এসছে সেই আইনটাই কিন্তু ডিফেকটিভ। আইনটাই যেখানে

ডিফেক্‌টিভ সেখানে তার রুলসগুলি তো ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। কাজেই আইনটাই সংশোধন করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তারা করবেন। আমাদের বিভিন্ন আইন ইত্যাদি নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন ঘাটাঘাটি করেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই আইনে একজায়গায় ধরার কথা যেমন আছে আরেক জায়গায় বেরিয়ে আসারও সুযোগ আছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ আইনই এইরকম। ফলে এটা একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এখন তিনি যেটা বলেছেন আমি আইনের লোকনা দপ্তরের হয়তো মন্ত্রী এবং এই রুলস ইত্যাদি আমাদের আইন দপ্তরই করেন, এখন সেই আইন সচীব তো এখানে বসে বসে সব শুনলেনই। তিনি এখন কার্য্য কারনে আমাদের বিধানসভারও সচীব, অফকোর্স এটা তার টেম্পুরারী এসাইনমেন্ট। তো ভালই হলো, এইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে সমস্ত বিষয়গুলি মাননীয় বিধায়ক তোলবার চেষ্টা করেছেন, আইনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে ফলে হয়তো তিনি এই বিষয়গুলি আমাদের কারোর কারোর চাইতে ভালই বুঝতেই পারেন এবং যেটা ভাল বুঝেন সেটা স্বীকার করতে তো আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু আমি যেহেতু বুঝি না উনি যেহেতু বলতে পারলেন তাতে মনে হচ্ছে উনি হয়তো আমার চাইতে বেটারই জানেন। তো আইন সচীবের দায়িত্ব হবে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা যদি সংশোধন করার কিছু বিষয় থেকে রুলস গভর্ণমেন্ট যে কোন সময়ই সংশোধন করতে পারে, ফাঁক ফোকর যে কোন জায়গায়ই পুরণ করতে পারে। এটা সেই দিন মাত্র আমরা নিয়েছি, কারন তার উপরে একটা ওয়ার্কসপও হয়েছে। সেই ওয়ার্কসপে কিন্তু আমাদের আইনের এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে কারোর দিক থেকে এই রকম প্রসঙ্গ উঠেনি। আমি পুরোটা ছিলাম না সেই ওয়ার্কসপে। আমাদের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, সোস্যাল এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট, এবং আমাদের আইন দপ্তর মিলেই সারা দিন এই ওয়ার্কসপর্ট করেন , তাতে এস.ডি.এম., এস.ডি.পি.ও., আমাদের ডি.জি., আমাদের তৎকালীন তিনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী দুদিন পরেই মুখ্যসচিবের দায়িত্ব নেন এবং আমাদের আইন সচীব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে কাজ করেন তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রুলস নিয়ে তাদের দিক থেকে কোনা রকম সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এই রকম রিপোর্ট আমার কাছে নেই, কেন না পরবর্তী সময় যখন মিটিং শেষ হয় আমি আমার সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টারের কাছ থেকে মিটিং এর সমস্ত আলোচনা সম্পর্কে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি বরং ওখানে আলোচনাতে একটাই এসেছে দেশের আইনটা যে আছে সেই আইনটা ডিফেকটিভ হওয়ার কারনে এটার উপর আমাদের বেশী মাত্রা নির্ভর হলে চলবে না, মূলত যে জায়গাটায় প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে সোসিয়েল এওয়ারলেস, সোসাল এওয়ারলেস ব্যাপারটায় যেতে হবে কিন্তু পাশাপাশি আইনের যে সুযোগটা নেওয়া যায় লিগেল এওয়ারলেস যেটা সেটা কিন্তু কম এবং আমাদের এই আইন দপ্তরে এই আইন সচিবের উদ্যোগেই বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তারা এইগুলি ব্যাখ্যা করছেন। সাধারন মানুষও তাদের উপর বিভিন্ন নির্যাতনের বিরোদ্ধে তারা কি ধরনের আইনের সুযোগ সুবিধা নিতে পারে না সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের সমস্ত ধারনা না থাকাতে তারা অনেক সময় আইনের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই বিষয়ের পাশাপাশি মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত যে প্রশ্ন বা ডাউরি বিরোদ্ধে যে সমস্ত সুযোগ তারা নিতে পারেন, এইগুলি যখন তারা গ্রামে গিয়ে আলোচনা করতে সুরু করেন বিভিন্ন মহিলাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের সাহায্য চাইছেন তারা উৎসাহ দেখাচ্ছেন এবং আমাদের যে বন্ধুরা দপ্তরের উদ্যোগে এই কাজটা করছেন, তারাও উৎসাহ অনুভব করছেন। এই যে এওয়ারলেসের কাজটা এই কাজটা কিন্তু এখন তুলনামূলক ভাবে আমরা বলতে পারি আজ থেকে ধরুন দুই বছর আগে যে জায়গায় ছিল তার চেয়ে বাড়ছে, বিশেষ করে গত কয়েক মাস তো আমরা লক্ষ্য করলাম রাজ্যের মধ্যেই এই বিষয়ে ব্যাপক সারা পড়েছে। আমরা কিছু দিন আগে ন্যাশানাল ওমেনস কমিশন ২৬শে নভেম্বর তারিখটাকে তারা ওমেনস ওমপাওয়ার ম্যান ডে হিসাবে অবজার্ব করার জন্য তারা বলেছিলেন। তাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সংবিধানের প্রিয়াম্বনের মধ্যে নারী পুরুষে সমানাধিকার এর কথা বলা হয়েছে এবং এই ১৯৪৯ এর ২৬ নভেম্বর তারিখে আমাদের সংবিধানটা গৃহীত হয়, ফলে তারা এই তারিখটাকে তারা বাছাই করেছিলেন। সেই দিন ইদজোহা ছিল কিন্তু সব কিছু সত্যেও আমরা আগরতলা একটা এই ধরনের কনভেনশন বা সেমিনার-কাম-কনভেনশন

আমরা করি এবং গোয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয়কে আমরা অনুরোধ করি আপনি উপস্থিত থাকুন, তিনি এখানে অংশ গ্রহন করেছেন তার জন্য তাকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়েছি। তার যে বক্তব্য ইংরাজীতে তিনি ভাষন দিয়েছেন সেই ভাষন শোনার পর আমারও মনে হয়েছে যে এটা সকলের পক্ষে খুব সহায়ক হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি আইন সচিবকে বলেছি এটাকে বাংলায় তরজমা করে ছাপিয়ে দিন এবং আমি দেখলাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে সেটা বাংলা তরজমা করে সেই বক্তব্যটি ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে কোন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য না কিন্তু ছাপানো হয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যে বক্তব্য তিনি কিন্তু আইনটার উপর খুব বেশী গুরুত্বারোপ করেননি। তিনিও বার বার বলার চেষ্টা করেছেন সোসাল এওয়ারনেসের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়তে হবে, মেয়েদের এমপাওয়ারমেন্টের যে প্রশ্নটা আসছে সেই জায়গায় আমাদের যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রশ্নে আমদের এপ্রোচটা তার সঙ্গে আমাদের কোন ডিফারেন্স হয় নি। ফলে এই দিক থেকে এই ব্যবস্থাগুলি আমরা গ্রহন করার চেষ্টা করছি। ও... কমিশন সম্পর্কে যে বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে, সেটা আমার জানা ছিল না। আর প্রতি ৬ মাস পর পর তাদেরকে এই রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে, এই বিধানসভাতেও কিন্তু এর আগে আমরা কেউ উত্থাপন করেনি ভালই হয়েছে দেরীতে হলেও আজকে এটা উত্থাপিত হয়েছে। তাই যদি প্রভিশন হয় তাহলে তো ওমেন কমিশনের দৃষ্টিতে আমাদের জানতে হবে যদি এটা নির্দেশিকা হয় কেন আপনারা রিপোর্ট সাবমিট করবেন না। আর তারা তো ভাল কাজ করছেন সবাই বলছেন, রাজনৈতিকগত ভাবে যারা হয়তো পছন্দ করেন না, তারা হয় তো এদের সম্পর্কে এখানে সেখানে কটু মন্তব্য করেন কিন্তু ওমেন কমিশন হওয়ার পর তারা প্রচুর এই ধরনের সমস্যা নিষ্পত্তি করেছেন এবং যাদের সমস্যা হয়েছে তারা নিজেরাই দুই হাত তুলে উইম্যান কমিশনকে যেমন সাধুবাদ জানিয়েছেন আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে উইম্যান কমিশনে এর সম্পর্কে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে এরা ভাল কাজ করছেন এবং উইম্যান কমিশন মূলত যেটা করার চেষ্টা করেন তারা কাউন্সিলিং করে তারা সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করেন, যখন সেটা পারেন না তখনই তারা এগুলো রেফার করেন প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য। সেই দিক থেকে উইম্যান কমিশনের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আমি অনুরোধ করব আমাদের আইন সচিবকে তাদের দৃষ্টিতে এই বিষয়টা আনার জন্য যে এই রকম রিপোর্ট আপনাদের তো সাবমিট করতে হয়, আপনারা রিপোর্ট তৈরী করুন যদি আমাদের দিক থেকে সাহায্য করতে হয় আমরা করব। এবং এটা বিধানসভাতে নিশ্চয়ই আসবে আপত্তির কিছু নেই, তাতে রিপোর্ট সাবমিটেড হলে পর যদি বিধানসভার তরফ থেকে কোন রকম পরামর্শ দেওয়ার থাকে সেই রিপোর্টটা পেলে পরেই পরামর্শ দেওয়ার প্রশ্ন আসবে। এই নিয়ে তো আমাদের দিক থেকে কোন রকম বিরোধিতার প্রশ্ন নেই। এখানে যে বিষয়টা মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলবার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে সুইসাইড, এই বিষয়টা ইনকোয়ারী হচ্ছে না এই জায়গায় আপনার সঙ্গে আমি একমত। সুইসাইড হল, মারা গেল হিসাব নিলাম কিন্তু কজ অফ আর কজ ইজ বিহাইন্ড সুইসাইড এটা আমরা এসার্টেইন করার চেষ্টা করছি না, যদি এটা এসার্টেইন করার চেষ্টা না করি এটা হবে এক ধরনের অপরাধ, যদিও একটা মানুষ হতাশা থেকে করছেন কিন্তু এটা এক ধরনের অপরাধ। কাজেই কেউ যদি সুইসাইড করতে গিয়ে সুইসাইড করতে না পারেন তার বিরোদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা হয়। ফলে আমাদের দুই দিক থেকে ব্যাপারটা দেখতে হবে। প্রথমতঃ শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নটা তো পরের প্রশ্ন সুইসাইড করার প্রবনতা মূল কারনটা কি, কি কি সাধারন কারনে এইগুলি হচ্ছে এটা খোঁজে বের করা দরকার।

আসলে কি জানেন পুলিশের উপরে এত বহুমুখী কাজের চাপ দুর্গা পূজোর শান্তি রক্ষার থেকে আরম্ভ করে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলা থেকে আরম্ভ করে পরীক্ষার হল পাহারা দেওয়া সমস্ত দায়িত্বটা পুলিশের হাতে চলে আসছে। কিছু না হলে পুলিশ কি করছে আমরা বলি। আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে কিন্তু বলছি না। এদের তো খাওয়া দাওয়া, ঘুম বলে কিছু নেই। সারা দিন কাজ করার পর রাত্রি ১২ টার পর যখন বাড়ীতে গিয়ে পোশাক খুলতে যাবেন তখন হয়তো দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী তাকে ফোন করে বলছে অমুক জায়গায় কি হয়েছে আমাকে এক ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট জানাও। তিনি হয়তো দেখা গেল

আবার সেই বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। স্ত্রী হয়তো খাবার নিয়েই বসে আছেন। দিস ইজ এ স্কোভ্ রিয়ালিটি এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই এবং এরা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় যন্ত্রের মত হয়ে যাচ্ছে তাদের পারিবারিক যে শান্তি এটা বিঘ্নিত হওয়ার মত। এই কথাগুলো বলে কিন্তু আমি পুলিশের দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করছি না। কিন্তু আমরা জনপ্রতিনিধি আমরা সমাজেরই অংশ, পুলিশও সমাজেরই অংশ তাদের পোশাকটা খাকি হতে পারে কিন্তু তারা মানুষ। কাজেই সমস্ত কাজের দায়িত্ব যদি পুলিশের কাঁধে চাপিয়ে দিই তাহলে তো সেখানে কতগুলো বাস্তব অসুবিধা আছে এবং এটা ঘটনা সুইসাইড যেভাবে বাড়ছে এটার কারন তো আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। আমি অনুরোধ করব পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করবে আমাদের রাজ্যে তো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কমনয় আমাদের বিরোধী দলনেতাও এক দুইটা স্বেচ্ছাসেবীর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তারা এই ধরনে একটা সার্ভের দায়িত্ব হাতে নিন না। এই রকম যদি চারটা পাঁচটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই ধরনের সার্ভে করেন যদি তারা একটা ফাইনডিংসে আমাদের সোসাল ওয়েলফেয়ার, সোসাল এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের কাছে সাবমিট করেন যে উই হেভ একচুয়েলি একজামিন ক্যাম অর ফিউ কেইসেস এবং এর থেকে ফাইডিংসটা হচ্ছে এই রেভিরিয়ালস মেজারন্ এইগুলি হতে পারে এটা কিন্তু হেলপ্ করতে পারে পুলিশ । পুলিশের দায়িত্বটা পালন করার চেষ্টা করবো আমরা এই ধরনের সাপোর্ট যদি পাই এটা হেলপ করতে পারে এবং তাতে হয়তো কারনগুলো চিহ্নিত করে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারে। আর মহিলাদের বিরোদ্ধে, যাদের বিরোদ্ধে অভিযোগ আসবে তারা কেনা দল মতো প্রশ্ন না এদের বিরোদ্ধে কঠোর শাস্তি নিতেই হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যারা ছাড়া পেয়ে যায় এইগুলি পুলিশ বলেন মামলাটা ঠিকমত কোর্টে প্লিচ্ করা হল না আবার কোর্টের লোকরা বলেন পুলিশ ঠিকমত মামলাটা সাজায় নি। এটা ইটারনেল ডেক্রোকেট বোরোক্রেটের মধ্যে যেমন লড়াই আছে কাজেই পুলিশ এবং কোর্টে যারা এড্ভোকেসি করেন তাদের মধ্যে একটা ইটারনেল লড়াই আছি। এটা বোধ হয় আমরা সবাই লড়াই করলেও খুব বেশী একটা দূর করতে পারব না কিন্তু এটাও ইম্প্রোভ করার চেষ্টা করছি আমরা। আমরা আমাদের আইন দপ্তরের তরফ থেকে পুলিশের লোক, এডভোকেট এবং বিচারকদের মধ্যে একটা অংশ তাদেরকে নিয়ে ....

মিঃ স্পীকার ঃ- ৫ট বেজে গেছে। যতক্ষন সময় লাগে ততক্ষন পর্যন্ত চলবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি আর একটা জিনিস বলব উনি অনেকগুলি কথা বলেছেন আমি কোন ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না রেইস কোয়েশ্চেনের শুধু আমি এক দুই লাইন করে আন্সার করে যাচ্ছি। এই জায়গটায় যেটা বলছি আমাদের আইন দপ্তরের উদ্যোগে এই ধরনের একাধিক ওয়ার্ক সো সংগঠিত হয়েছে এবং এটা আমার বলতে দ্বিধা নেই আমরা লক্ষ্য করলাম আইন দপ্তর যখন এই গঠনমূলক উদ্যোগটা নিল এটা আইন দপ্তর না নিলেও পারত। এই উদোগটা যখন নিলেন তাতে আবার কিছু কিছু জায়গাতে থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল আইন দপ্তরকে কে অধিকার দিল কি করে মামলা সাজাতে হয় মামলা লিখতে হয় কি গাইড প্লিট করতে হয় এইগুলি বুঝাবার দায়িত্ব তাদেরকে কে দিল। এইগুলি তো আমরা জানি সবাই সমস্যা হয়ে গেল। কিন্তু আলোচনা করার পর আমাদের আইন দপ্তর হতোদম হয় নি। ঠিক আছে যারা জানবেন না তো আসবেন না, যারা মনে করেন আসলে পরে উপকৃত হবেন তারা এসছেন এবং অনেকেই বলে থাকেন আমাদের সেই সময়ের এড্ভোকেট জেনারেল হচ্ছেন হি হিজ এভরী গুড ইনিসিভে ট্রেড এইগুলি হেলপ্ করছে। ফলে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের উইমেন্স কমিশন যেমন কাজ করছে আইন দপ্তরের উদ্যোগেও এই ধরনের কিছু সংসার তৈরী হয়েছে তাতে মহিলারা যারা সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করে এই ধরনের ক্ষেত্রে লিটালেইট মেয়েদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু উদ্যোগ সেখানে গ্রহন করা হয়েছে। মোটামোটিভাবে আসল কথাটা যেটা শেষ কথা হচ্ছে সোসাল এওয়ারনেসটা হচ্ছে বড় জিনিস দলমতের উর্দ্ধে উঠে নারীদের বিরোদ্ধে যে অপরাধ প্রবনতা এটা সামাজিক বিধি এটা সমাজের পক্ষে লজ্জার। একটা সভ্য সমাজে এটা লজ্জার। এবং এর বিরোদ্ধে আমাদের সবাই মিলে সোচ্চার হওয়া দরকার আমরা দলমতের উর্দ্ধে উঠে সবাই যত বেশী সোচ্চার হতে পারব এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন,

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এই কাজে যতবেশী আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারব যদি পুলিশ প্রশাসন বা বিচার ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও এটি থাকে, দুর্বলতা থাকে এইগুলি দূর করতে সাহায্য করবে। আমাদের যে ডেলিভারী সিসটেম ইট ইজ অলসো ডিফেক্টিভ একটা মামলা বছরের পর বছর চলছে তাহলে জাসটিস ডিলে, জাসটিস ডিনাই। কাজেই মানুষতো বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে, ফলে ঐ সিস্টেমটাকে ইম্প্রুভ করা দরকার, সবগুলি সম্ভব, যদি জনসচেতনতা বাড়ানো যায় এবং আমরা যদি চাপ সৃষ্টি করতে পারি। এই জায়গাটা প্রশাসনিক উদ্যোগে যে যে কাজগুলি করা দরকার আমরা করছি পিপল্ এয়েরনেস্ টা বাড়ানোর চেষ্টা আমরা করছি, আসুন আমরা বিধানসভা থেকে যে যা দল করি সেই দলকে যুক্ত করে আমরা কাজটা বাড়াবার চেষ্টা করি।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- দিল্লীতে ডাইরেক্টরেট অব স্যোসাল জাষ্টিস্ যেটা আছে এটা যদি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, আমাদের সরকার থেকে যাতে এই ব্যাপারে দিল্লিতে যোগা ''গ করে যেমন জম্মু কাশ্মীরে পাচ্ছে, তাহলে উই কেন গেট্ হেড্।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- তাহলে আমি বলব আপনি তথ্যগুলি আমাদের স্যোসাল ওয়েলফেয়ার বা স্যোসাল এডুকেশান মিনিষ্টারদের দিয়ে দিন, নিশ্চই সুযোগ যদি পাই আমরা নেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ডাইরির কথা বলেছিলেন, ৪২ টি ডাইরি আমরা পেয়েছি, মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি লবি থেকে এইগুলি সংগ্রহ করার জন্য।

PRESENTATION OF PETITIONS.

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি নয়টি পিটিশান পেয়েছি। এইগুলির বিষয়ে উল্লেখ করছি। প্রথম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী বিষ্ণুপদ দে এবং ...... ২৪০ জন। পিটিশান কাউন্টার সাইন ও ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিরজিৎ সিন্হা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো - "prayer for taking master plan to save village Ujan Jalai and Balahar under kailasahar Sub-Division from erosion caused by Manu River."

২) দ্বিতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী দুলভ রাম নমঃ এবং গং ৩০০ জন। পিটিশান কাউন্টার সাইন ও ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বীরজিৎ সিনহা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো -
''বিদ্যুতের খুঁটি পাওয়ার প্রার্থনা''।

৩) তৃতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী সিরাজুল ইসলাম্ চৌধুরী এবং গং ২৬৭ জন। পিটিশানটি কাউন্টার সাইন ও ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিরজিৎ সিনহা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো - ''নুরপুর গাওসভা এলাকা ও সংলগ্ন বনগাও ও হালগড়া গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন''।

৪) চতুর্থ পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী চন্দ্রসিং রাজকুমার এবং গং ১৮৩ জন। পিটিশানটি কাউন্টার সাইন ও ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিরজিৎ সিনহা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো - ''কৈলাশহর ৫২ চণ্ডীপুর বিধানসভা অন্তর্গত ধন্যবলায় গাঁও পঞ্চায়েতে ও.বি.বি. সম্প্রদায়ভুক্ত সৈতে ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের ধর্মীয় রীতিনীতি বজায় রাখার জন্য একটি কমিউনিটি হল বা মনিপুরী মণ্ডপ নির্মানের আবেদন''।

৫) পঞ্চম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী ইন্দ্রজিৎ দাস এবং গং ২৪২ জন। পিটিশানটি কাউন্টার সাইন ও ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো - "Prayer for taking mesure to save village pulinpur underWest Teliamura Gaon Sabha from erosion caused by sadhuchhara."

৬) ষষ্ঠ পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী জরজয় জমাতিয়া এবং গং ১১৯ জন। পিটিশানটি কাউন্টার ও সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়, বিষয়বস্তু হলো - "Praper for extension of electric line to the

village of Hadupa Jamatias para, South pulinpur, Teliamura under Khowai Sub-Division including installation a sub-station which is situated at a distance of 1.5 K.M. from the existing electric line."

৭) সপ্তম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী বিপুল দেববর্মা এবং ২৮৫ জন। পিটিশানটি কাউন্টার সাইন এবং ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেশ দেববর্মা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো ঃ- "রাধাচরন গ্রাম পঞ্চায়েতে এর অফিস গৃহ নতুন তালাবাড়ির কক্‌বরক বাজারে নির্মানের জন্য প্রার্থনা"।

৮) অষ্টম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী বারেন্দ্র দেববর্মা এবং ....। পিটিশানটি কাউন্টার সাইন ও ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেশ দেববর্মা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো ঃ- "রাধাচরন চৌকিদার হাওয়ারের দক্ষিন দিকে অবস্থিত পূর্ব পশ্চিম (চওরা) লম্বা সমরুছড়া পার ভেঙ্গে যাওয়ার প্রতিরোধ করার আবেদন।"

৯) নবম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী দিলীপ নাগ এবং ৬৬ জন। পিটিশানটি কাউন্টার সাইন ও ফরোয়ার্ড করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অনিমেশ দেববর্মা মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো ঃ- "জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী পুলিশ বা মিলিটারী ক্যাম্প পাওয়ার প্রার্থনা"।

এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে নির্দ্দেশ দিচ্ছি উপরোক্ত পিটিশানগুলি সম্পর্কে সভায় রিপোর্ট আবেদন করার জন্য।

সচিব মহোদয় (ত্রিপুরা বিধানসভা) **ঃ**- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উল্লিখিত পিটিশানগুলি সম্পর্কে ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যপরিচালন বিধির ২৫৫ নং ধারা মূলে সভায় রিপোর্ট করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যপরিচালন বিধির ২৫৭ নং ধারা মোতাবেক উক্ত পিটিশানগুলি পিটিশান কমিটিতে প্রেরন করা হলো।

GOVERNMENT BILL - Considered and passed.

মিঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল - "The Tripura panchayats (Third Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 11 of 2003)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী) **ঃ**- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura panchayats (Third Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 11 of 2003)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গনের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় আলোচ্য বিলটির উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য মহোদয়গন পেয়েছেন। আমি সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয়কে উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ**- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সংশোধনী ছিল তিন চারটা, আপনি বাদ দিয়ে মাত্র তিনটা রেখেছেন, আমার সংশোধনী হলো ইন্ সেকশান্ টুয়েন্টী টু আফটার ক্লজ এক্স এণ্ড বিফোর সেকশান্ ফরটিনাইন্। এই নিউ সব সেকশান্ জি বি ইনসারটেড্ ইন দ্যা ত্রিপুরা পঞ্চায়েত থারড্ এমেণ্ডমেন্ট বিল ২০০৩ ইং, দি ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ২০০৩ ইং এজ ফলোজ। আমার স্যার, প্রথমেই বক্তব্য হলো এমেণ্ডমেন্টের আগে এবারের বিলের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বিল এনেছেন, স্টেটমেন্টস এণ্ড অবজেকশানস এণ্ড রিজনে বলছেন আফটার কামিং ইনটু ফোর্স অব দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত এক্ট ১৯৯৩ ইং ইলেকশান্ ফর থ্রী টায়ার পঞ্চায়েতস্ ফর দি ফার্স্ট টাইম্ ইন দি স্টেট্

অয়ের হেন্ড ইন ত্রিপুরা এট দি এন্ড অব দি ইয়ার ১৯৯৪। আবার গতবার যখন নির্বাচন করলেন তখন আবার বলছেন ৯৪ সনে থ্রী টায়ারের প্রথম নির্বাচন হলো এখানে আবার বলছেন নোটিফিকেশান দিয়ে টুয়েন্টীফার্স্ট জুলাই ১৯৯৯ ইং এ যে না, প্রথম ইলেকশান্ ১৯৯৯ আবার বললেন এখন যে ১৯৯৪ ইং সনে, আমরা এটাই তো বুঝলাম না কোনটা প্রথম ইলেকশান্। যেদিন যেসময় যেটা সুবিধা হবে এই সময়েই নির্বাচন বলে ফেলেন, এই কথাটা তো ভুল। আর ১৫ বছরের জন্য আপনারা সব কিছু রিজার্ভ করলেন। ইন্ পারসোয়েন্স টু সেকশান্ ওয়ান ৩১ অব দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত এক্ট ১৯৯৩, এইড্ উইথ্ রুল ১৯ অব দি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত ইলেকশান্ অব অফিস বিয়ারার রুলস্ ১৯৯৪ দি স্টেট্ গভর্ণমেন্ট হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার্স দি ফলোয়িং সিটস্ অব সভাধিপতি এন্ড রিজার্ভ ফর দি সিডিউল কাস্টস্ সিডিউল ট্রাইব এন্ড উইমেন এন্ড দি সেইড সিটস্ আর হিয়ার বাই নং অব রোটেসানাল এলোটমেন্ট এজ সেইম ভেলো, ২০০৯ ইং পর্যন্ত আপনারা বলে দিলেন। রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল এই হাউসে আসতে শুরু করে দিয়েছেন। এই রাজ্যে কোন নির্বাচন প্রথম ``বে এ নিয়েও রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল এখানে এসে বক্তব্য রাখছেন। ৯৯ এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন আবার ৯৪ আসছে। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে স্যার এখন এই যে বিলটা আনা হয়েছে সেটা কিসের জন্য কেন? আমার ১নং প্রশ্নের সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। কারন আপনারা নোটিফিকেশানে বলছেন এস.ডি.ওরা এস.ডি.এম. ও পদ লাভ করবেন? এটা ঠিক আছে এখানে আমার কোন আপত্তি নেই। এর পরে কি এসছে প্রভাইডিং ইন দি ইভেন অব এক্সক্লোশন এনি এরিয়া কম্প্রাইজিং হোল অব কনসটিটিউয়েন্স অর গ্রাম সাচ কনসটিয়েনসি অর কনস্টিয়েন্সি শেল সিকস টু একজিস্টিং মেম্বারস। এটাও ঠিক যে এলাকার বাইরে কোথাও গেলে এদের মেম্বারশিপ, প্রধান পদ, উপপ্রধান পদ চলে যাবে। এটাও ঠিক আছে। এমেন্ডমেন্ড আনা হয়েছে সেকশন - ২০৭৯১৩৯। এখানে দি প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট আফটার সাব সেকশান ৩ অব ২০ সাব সেকশান ১ অব সেকশান ৭৯ অব সাব সেকশান ১ অব ১৩ দি ফলোমিং নোট শেল বি ইনসারটেড নেমলি ফর দি পারপাস অব দি সাব সেকশান স্টে শেল মিন্স দি এরিয়া অব দি স্ট্যাট হোয়ার প্রভিশান অব দি এ্যাক্ট এটাই হল এখানে প্রকৃত। এখানে আরও রয়েছে মেম্বারস এল্যাউসেন্স। হঠাৎ করে কি কারনে আপনাদের মনে তা হয়েছে যে স্টেটের ব্যাখ্যা পাল্টানো হবে। এই স্টেটের ব্যাখ্যা কি আজকে নতুন করে এমেন্ডমেন্ডের প্রশ্ন? সুতরাং এই জিনিসগুলি ৯৯ কেন করা হল না? এই ব্যাপারটা সেখানে কতবার ভুল হয়েছে। এটাতে কতবার আপনারা বলবেন ভুল হয়েছে। আপনাদের ভুলের জন্য দি ফাণ্ডামেন্টাল অব দি কনসটিউসেশান। এখানে যদি ধরা হয় তাহলে পপোলেশন উইদিন দি এফেকটেড এরিয়া এটাও সঠিক। তবে আইনটা ভাল কিন্তু আপনারা এটা ভুল করবেন। এখন আমার বক্তব্য হল এই জিনিসটি ৯৯ আনা হল না কেন সেখানে আপনারা বহু এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন। এই এমেণ্ডমেন্ট এর ব্যাপারে ফার্ষ্ট টাইম ইলেকশন বলেছেন তখন এই স্টেটের ব্যাখাটাকে দিলেন না কেন? আপনাদের এই ঘটনার পর্দার পিছনে কিছু আসে কিনা এটা আমরা জানি না। (চল্লি কা পিছে ক্যা হে) এখন সভাধিপতি পশ্চিম ত্রিপুরায় কার? ভানুলাল সাহা ২৮ বছর উনি জিতলেও চেয়ারম্যান পদের আসন পাবে কিনা। না উনি চেয়ারম্যান হতে পারবেনা। আমরা সবাই মিলে ভোটে জিতলেও উনি চেয়ারম্যান হতে পারবেন না। অর্থাৎ প্রত্যেক বছর ইলেকশন সময়ে আপনাদের প্রয়োজনমত কাকে বাদ দেবেন আর কাকে সেখানে রাখবেন ইমসিম খায়। তখন দেখা যায় পিটাপিটি, মারামারি শুরু হয়ে যায়। যখন নিউজ পেপারে এই খবর বের হয় তখন বলে না এইবার পশ্চিম ত্রিপুরাতে কোন পুরুষ মানুষ চেয়ারম্যান হতে পারবে না। এটা হবে এস টি উইম্যান। এখানে আপনারা বলে দিয়েছেন ৯৯ এ ভানুলাল বাবুর জায়গায় এমনিতে জায়গা নেই, পদ নেই, মন্ত্রীসভাও কমছে। এই লোকটাকে কোথায় জায়গা দেওয়া যেতে পারে। যখন এই বিলটা পাশ করা হবে তখন পপোলেশন ব্যাখ্যাটা পঞ্চায়েতে এফেকটেড হবে তখনও অটোমেটিক্যালি পঞ্চায়েতের পপোলেশনটাও কমে যাবে। তখনও কি এই চার্টটা সেখানে থাকবে। আপনার এই ব্যাপারটা পার্টি মিস গাইড করেছে আমার মনে হয় সবাইকে এটা নিয়ে বলেন নি। তবে মূল কথা এই চটি সেখানে থাকবেনা। তাহলে প্রত্যেক বছর নতুন ইলেকশান থেকে শুরু করে সব কথা বলে যাচ্ছে। তাহলে প্রত্যেক বছরের

জন্য নতুন নতুন আইনটাও করে যাবেন তাহলে আইনটা কিছু নয়। আপনারা বুঝতে পারছেন না। আইন দপ্তরের দোষ নেই। এই বিধানসভা সেখানে ভুল হলেও এইভাবে আইন করবেন না। আপনারা যেভাবে করে বলেন সেইভাবেই ওরা করেন। সুতরাং আমি আইন দপ্তরকে দিচ্ছি না। বাদলবাবু অর্থমন্ত্রীত্ব পদে থাকবেন কিভাবে আইন করবেন সেটা করেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী থাকবেন আইন করেন। এই কথাটায় আমরা আপত্তি যে কেন আগে আইন করলেন না। মূল ব্যাখ্যাটার মধ্যে আমার কোন আপত্তি থাকার কথা ছিল না। যদি ইন দি ইয়ার ৯৯ করতেন আমরা কিন্তু প্রথমেই ব্যাখ্যা করেছিলাম পুরোনো প্রসেডিংগুলি দেখেন। আপনারা সবটা পড়ে করবেন সেটা আপনাদের সুবিধা মত করে। এখন প্রশ্ন হল যে জিনিসটায় রিজার্ভেশনমত কোন কিছুই থাকবে না আবার একটা ভুল ব্যাখ্যা হবে। এখানে যারা যারা ফ্রন্টের বা বেঞ্চের মধ্যে রয়েছে তারা সঠিক বুঝেছেন। পরে তারা বলেছেন নতুনভাবে আবার চটি হবে। এটা হল সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে যা করা যায় তা করবেন। এই ব্যাপারে আমি কিন্তু প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। এখন আবার নূতন নির্বাচন শুরু হবে প্রতি বছরই বলবেন। যদি ধরুন রাম বাবু এসে বললেন আমি নূতন বিয়ে করেছি, তিনিই আবার কিছু দিন পর এসে বললেন যে আমি নূতন বিয়ে করেছি স্যার, একজনের কত বার বিয়ে হবে? স্যার, এখন প্রশ্ন হল স্যাংশান ২২ যেটা এটাতে বলা হয়েছে এটা ঠিকই করেছেন খারাপ ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে মহিলা মানুষের সামনে কোন মেম্বার যদি কোন রকম আপত্তিজনক কিছু করে সেখানে তাদের মেম্বারশীপ খারিজ হয়ে যাবে। কিন্তু সাথে সাথে আমি তার একটা এমেন্ডমেন্ট এনে বলেছি ইফ বিয়িং এনি প্রেসক্রাইব অথরিটি সবটা পড়লাম না কারন সবটা পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে স্যার, আমি বলেছি কোন অফিসার প্রেসক্রাইব অথরিটি বি.ডি.ও হোক, ডি.এম, থেকে, এস.ডি.এম হোক বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারী হোক তারা অফিসিয়াল কাজ চালানোর সময় কোন মহিলা প্রধান হোক, মহিলা মেম্বার হোক, মহিলা উপপ্রধান হোক, উনাদের সম্বন্ধে যদি ফিলদি ল্যাংগুয়েজ ইয়ুজ করে তাহলে উনাকেও জেলে যেতে হবে, এই কথাটার আপত্তি আছে কি? থাকার কথা না। এখানে কেন বলছি কথাটা তারও একটা কারন আছে তাই উদাহরণ স্বরূপ বলছি বিশালগড় ব্লকের পাথালিয়া গাঁও সভার প্রধান শ্রীমতি মমতা দাস বি.ডি.ও. ব্লকের বি.ডি.ওর কাছে গেছেন তখন উনাকে বি.ডি.ও বলেন আপনি বেরিয়ে যান, কি কথা বুঝাবেন আপনি, আপনি কি করে পঞ্চায়েত চালাচ্ছেন মহিলা মানুষ? ডেনজারাস থিং আমি বলছি কত বড় সাহস সে হল প্রধানের চাকর কিন্তু সে প্রধানকেই বলছেন বেরিয়ে যান এবং আপনি মহিলা বুঝাবেন না উপপ্রধান একজন রাখুন। কি বলছেন উনি এবং কি বলে ইনসালট্ করছেন? তিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারীই হোক এনি প্রেসক্রাইব অথরিটি সে ডি.এমই হোক, বি.ডি.ও. হোক যে কেউ হোক তার প্রেসটিজ থাকতে হবে আফটার অল সে জনপ্রতিনিধি সে যে দলেরই হোক আফটার অল সে প্রধান। সেই প্রধান মিটিং ডাকলে গাঁও সভার মিটিং-এ আমার মত বিরোধী দল নেতাকেও গিয়ে বসে থাকতে হয়, কারন তিনি চেয়ারম্যান। এটা তো উচিতই সম্মান জানাব না? আমি সে জন্যই বলছি এইগুলি থাকুক এবং সঙ্গে আমার গুলিও থাকুক। যে কোন প্রেসক্রাইব অথরিটি যদি কেউ এই রকম করে যে, কোন মহিলা প্রধান, মহিলা উপপ্রধান, মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ার পারসন এবং ভাইস চেয়ার পারসন যে-ই হোক এটা কেটাগরিতে বলেছি যে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রেও সে একই অবস্থা হবে, জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও সেখানে এই জায়গাগুলি এড করে দেওয়া হয় যাতে এইরকম করলে সেই ক্ষেত্রে তার punishable with imprisoment for a term whien extend to one month or with fine which may extend to one hundred Rupees or both and the offence is punishable under this provision shall be cognisible. এটা হতে হবে, এটা কিছু না, এটা আইনের অরিজিনাল বই-এর মধ্যে যে অ্যাক্ট এটার মধ্যে করা আছে এই রকম করলে ১০০ টাকা ফাইন এবং ইমপ্রিজনমেন্ট হতে হবে অন্যদের ব্যাপারে। কিন্তু হাউসে বর্তমানে যে বইটা দেওয়া হয়েছে এই বইতে এটা নেই, অন্যের ব্যাপার আছে সুতরাং এই ব্যাপারে এই প্রভিশানটা থাকা দরকার। সুতরাং এই ব্যাপারটা প্রভিশান থাকা দরকার। স্যার, আর একটা জিনিস আমি এনেছিলাম, আপনি আমারটা কেটে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত অ্যাক্ট অরিজিন্যাল আইনের ১১৪ ধারায়

২১৩ (১) এর পরে এবং আট এর আগে আমি বলেছি যে এই সেকশানটা বাদ দিয়ে দাও। ১১৪ টা কি? বলেছে, Provided that nothing contained in this clause shall prevent conveyance being hired by an elector or by several electors at their joint cost, for the purpose of conveying him or them to or from the place fixed for the poll. ভোটের সময় কেউ ইচ্ছে করলে একজনে গাড়ী নিয়ে ভোট দিতে পারবে। দল বেঁধে যদি গাড়ী নিয়ে আসে তাও পারবে। অর্থাৎ বুথ ক্যাপচার কর। পিওপিল্স অ্যাক্টে আছে, একা, আমার জিনিস আমি নিজে যেতে পারব। দল বেঁধে বলেছে, পড়ে দেখুন। মানুষ দল বেঁধে পয়সাকড়ি খরচ করে আসে ভোট দিতে পারবে, আমরা কিছু বলতে পারব না। আইন করে দিচ্ছেন, রিগিং কর। আমি বলেছি, এই প্রভিশানটা বাদ দেওয়ার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলেছেন আপনি ভুলতেই পারতেন না। কথা তো অনেক ব্যাপারে বলার সুযোগ দিয়েছে। মহিলাদের প্রতি অনেকের দুরবস্থা থাকে, উনিও মনে করেছেন স্কোপ যখন আছে, উন ** দিই চান্স। কিন্তু এটা আপনি তুলতে পারবেন না। অর্থাৎ রিগিং করলে করুক। স্যার, আর একটা ব্যাপার হচ্ছে বুথ ক্যাপচারিং, আমাদের এই বইতে বুথ ক্যাপচারিং নেই। বুথ ক্যাপচারিং যদি করে, কাউন্টিং হলে যদি গণ্ডগোল করে, সেইক্ষেত্রে আইনে বিধান থাকার কথা, যাতে সেখানে সেগুলি বাতিল করে দেয়, ভোট বাতিল হবে, নতুন দিন ধার্য্য হবে, ভোটের জন্য সেখানে অফিসারের ক্ষমতা আছে। আপনারা বলবেন, আপনি কোথা থেকে বলছেন এটা। পশ্চিমবাংলার বিধানসভার বিল, সেই বিলে বলছে, যখন দেখেছে তাদের বিভিন্ন জায়গায় যখন ব্যাপকভাবে রিগিং হয়েছে, বুথ ক্যাপচারিং হয়ে গেছে, কাউন্টিং হলে রিগিং হয়েছে, কাউন্টিং হলে ঢুকতে দিচ্ছে না এই ২০০৩-এ এই বৎসর এই বিল পাশ করেছে। বলল, নো বুথ ক্যাপচারিং, মানে ভোট বাতিল, কাউন্টিং হলে গণ্ডগোল মানে ভোট বাতিল। এজন্য আমি নতুন করে এই সেকশানটা ঢুকানোর জন্য আপনার মাধ্যমে অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে চেয়েছিলাম এবং আমি মনে করি এটা সময়োপযোগী অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল। স্যার, আপনি অ্যালাউ করেন নি। আমার অনুরোধ থাকবে, এখন আমারটা অ্যালাউ না করলেও আলোচনা করতে তো আপনি না করতে পারবেন না। এই জিনিসটা আমি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে স্পীকারের সাথে আলোচনা করে এনেছি। এটা উনাদের হেল্পফুল হবে। এই সেকশানটা কোন বইতে নেই। এই আইনে আছে, বুথ ক্যাপচারিং করা যাবে না। যখন ব্যাপক রিগিং হল তখন তারা এই আইনটা পাশ করল। সেখানে পরিষ্কার বলেছে যে বুথ ক্যাপচারিং যদি হয়, If at any election booth capturing has taken place at a polling station or at a place fixed for the poll in such a manner that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained; or declared that the poll at that polling station be void, appoint a day, and fix the hours, for taking fresh poll at the polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner it may deem fit. যখন ব্যাপক রিগিং হয়েছে পশ্চিমবাংলায়, তারা বলেছে এইসব করতে দেওয়া হবে না, বুথ ক্যাপচারিং নয়, আমরা নতুন করে আইন করে বুথ ক্যাপচারিং বন্ধ করে দেব। বুথ ক্যাপচারিং হলে, কাউন্টিং হলে গণ্ডগোল হলে ভোট সাথে সাথে বাতিল হয়ে যাবে। আমি যখন অ্যামেন্ডমেন্ট আনলাম, আপনারা তো নিতেই দিলেন না। অবজেকশান রিজন্‌সে বলছে যেহেতু এইরকম টেনডেন্সি অফ দি রিগিং সেক্ষেত্রে এটা বন্ধ করার জন্য এটা। সুতরাং এটা যখন আসে এই বইয়ে, এই আইনে এটা ঢুকাতে আপত্তি কোথায়? এখানে আমার বক্তব্য হল, সেই ক্ষেত্রে আমি সেই জন্য অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছিলাম। আমি আবার অনুরোধ করব আমার প্রথম ব্যাপারটা ছিল আসলে পপোলেশনের ব্যাখ্যা আগে রাখা উচিৎ ছিল। তার মানে আপনারা জানতেন যে, এখন যদি পপোলেশনের ব্যাখ্যা স্টেটের ব্যাখ্যা পঞ্চায়েত এরিয়া দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভানু বাবুকে চেয়ারপার্সন করা যাবে না। সেই জন্য ১৯৯৯ ইং সালের আগের কথা তুলবে না। ভানু বাবু যেহেতু ১৯৯৮ ইং সালের ভোটে জিতছে না তো ৯৯ ইং সালে ওনাকে চেয়ারপার্সন করতে হবে, সভাপতি করতে হবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদে। তাই আগে ৯৯ ইং সালের

নিবাচন হয়ে যাক এখানে স্টেটের ব্যাখ্যা দিও না, পপোলেশানের ব্যাখ্যা দিও না তাহলে চেয়ারপার্সন হতে পারবে না। স্যার, আমি অনুরোধ করব আমি যে প্রশ্নগুলি এখানে বলেছি যে, ফাস্ট ইলেকশান কোনটা এবং পপোলেশনের ব্যাখ্যার পেছনে কি আছে আমি জানি না স্যার। স্যার, এখানে সেকশন ৬৯-এ বলা হয়েছে এরিয়া পরে গেলে অ্যামেন্ডমেন্ট আমার তো বলতেই হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা, প্লিজ সংক্ষেপ করুন।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, টাইম তো ৫টা পর্যন্ত ছিল, এখন তো সাড়ে পাঁচটা, টাইম তো বাড়ানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ, সংক্ষেপ করুন।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** আইনটা দেখান আমাদেরকে, ডিসকাশনের সুযোগ আছে কি না।

মিঃ স্পীকার ঃ- ডিসকাশন তো করতে পারবেন, কিন্তু সংক্ষেপ করুন।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** স্যার, আমি তাই অনুরোধ করব, অ্যামেন্ডমেন্ট যেগুলি এনেছি আর যেটা অ্যালাউ করেন নি আপনি সেই ব্যাপারটাও যেন এখানে বলা হয়।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, উনি ব্যাখ্যা চাইতে পারেন, কিন্তু এই যে বক্তব্য ভানু বাবু সম্পর্কে এটাতো এই আইনের ভাষনের বিষয় না, ওনার এই বক্তব্যটাও কি আইনের ভাষণ।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** কালকে থেকে আপনার রাগ উঠে আছে, আমি বইয়ের বাহিরে একটুও যাচ্ছি না।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, এন্টার হাউস কি ওনার জন্য। আর কি কোন মেম্বার নেই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ-** মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি দরকার হলে টাইম ভাগ করে দিন, এভাবে চলে না কি ?

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** এখন শেষের দিন মনে হয়েছে না কি টাইম ভাগ করার কথা। আগে বললেন না কেন। আমি সেকশন বলেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ, শেষ করুন।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** মেজাজ খারাপ হয়েছে ভানু সাহার কথা বলায়। আমি স্টেটের ব্যাখ্যা চেয়েছি ভানু সাহার জন্য। উনি তো রেগে আছেন কালকে থেকেই, আমি বুঝেছি।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ-** অসত্য তথ্য দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছে আপনাকে সতর্ক হতে,আর কথা বলবেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লিজ, শেষ করুন।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) **ঃ-** আমি অনুরোধ করব, যে অ্যামেন্ডমেন্টটা এখানে এনেছি আর যে অ্যামেন্টমেন্টটা আসার স্কোপ পায়নি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, যাতে ফিউচারে এটা অ্যাড্ করা হয় এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, দশ মিনিট।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে বিল আনা হয়েছে তাতে আগে এস, সি, এবং এস, টি, র জন্য যে রিজার্ভেশন রেশিও ছিল এখন সেটা হোল স্টেটের পপোলেশন হবে না। অনলি যে এলাকায় পঞ্চায়েত অ্যাক্ট চালু হবে সেই এলাকার পপোলেশন রেশিও ধরেই হবে। ভাল কথা। কিন্তু একটা জিনিস তাহলে বিশেষ করে এ.ডি.সি এলাকায় এই পঞ্চায়েত অ্যাক্ট চালু নেই এ.ডি.সি. তে ডিফারেন্ট পঞ্চায়েত আছে। এখন এই অ্যাক্টের বাইরে যে এ.ডি.সি.

এলাকা আছে সেখানে পঞ্চায়েত কিভাবে চলবে? এখানে এটা হস্তক্ষেপ করা বা ইন্টারভেনশন করার সুযোগ নেই। কিন্তু পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই তাহলে পরে এ.ডি.সি. তে আপনারা কি করে পঞ্চায়েত কমিটি সেট আপ করেন। ডাবল পঞ্চায়েত সেখানে কি করে চালু হল? এই প্রশ্নের জবাবটা আপনি দেবেন। এই বইয়ের কোথায়ও আছে কিনা, বা কোথাও ছিল না এবং অ্যামেন্ডমেন্টেও দেখা গেছে এখানে বলা আছে যে এ.ডি.সি. এলাকায় এটা প্রযোজ্য হবে না। এটাই মীন করতে কি না?

দ্বিতীয় হচ্ছে যদি কোন পঞ্চায়েতের কোন কন্‌স্টিটিউএন্সী অন্য কোন ডিস্ট্রিক্ট এ চলে যায় বা কোন পার্ট চলে যায় তাহলে সেই কন্‌স্টিটিউএন্সীটা বিলুপ্ত হবে এবং তার মেম্বারশীপও ব্র্যাকেট বলে ধরে নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার তো মনে হয় একটা হোল কন্‌স্টিটিউএন্সী নিয়ে তো সে যাচ্ছে। তাহলে তার মেম্বারশীপ বাতিল হবার প্রশ্ন উঠে কেন। তার হোল কন্‌স্টিটিউএন্সীতো চলে যাচ্ছে। এটার নাম পাল্টাতে পারে, তার ডিস্ট্রিক্টও আলাদা হতে পারে। কিন্তু তার মেম্বারশীপ যাবে কেন? কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় এইগুলি ভেবে দেখা দরকার। কয়েকটা ভাল সংশোধনী এখানে আনা হয়েছে। যেমন কেজুয়েল ভেকেন্সি। মিটিং ডাকলেই দেখা যায় সেখানে সি.পি.এম. দল ওয়ান থার্ড আছে সেখানে তারা আর আসে না। এটা করে ফোরাম হতে দেয় না। কাজেই, এখানে যেহেতু বলা হয়েছে যে তিনবার না আসলে পর তার মেম্বারশীপ যাবে - এটা অনেকটা ওয়েল প্রটেকটেড্। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা কথা বলছি, এই পঞ্চায়েত নিয়ে যে দুর্নীতি চলছে এটা বন্ধ করার জন্য কোন বিষয় এখানে উল্লেখ নেই। আমরা বলেছি যেটা অডিট যে করা হয় এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল বডিকে দিয়ে। পলিটিক্যাল বডি দিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। কাজেই, এইরকম একটা প্রভিশন এখানে আনা হোক যাতে করে কোন পলিটিক্যাল বডি অডিট না করতে পারে। এটা আমার প্রস্তাব। যেভাবে দলবাজী আর দুর্নীতি চলছে, শুধু দলবাজী আর দুর্নীতি করাই যদি একমাত্র পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাধারন মানুষের জন্য যদি কিছু করার থাকে তাহলে এগুলি বন্ধ হওয়া উচিৎ। সরকারী টাকায় ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরা হচ্ছেন এক একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, কারন, পঞ্চায়েতের দুর্নীতির সুযোগকে তারা কাজে লাগাচ্ছে। পার্টিতে যারা আছেন মন্ত্রীরাও এতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছেন। কাজেই, এইভাবে যদি পঞ্চায়েতকে জনগনের অর্থ লুটপাট করার সুযোগ একটা হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করা হয় এবং এইভাবে যদি চ্যানেলটা চলে যায় তাহলে পরে এই রাজ্যের গ্রামবাসীদের ভাগ্য আর ফিরবে না। কাজেই, আমি আবার অনুরোধ করব, এমন একটা সংশোধনী আনুন যাতে করে দুর্নীতি বন্ধ করা যায়। এটা পঞ্চায়েত মন্ত্রী আনতে পারেন। এমনিতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী ভেরি অনেস্ট ম্যান। এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এখানে আপনি অনেস্টি রাখেন নি। এখানে মাথা থেকে পা পর্যান্ত দুর্নীতির সুযোগ রেখে দিয়েছেন। কাজেই, আমি এই প্রস্তাবটা রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয়।

শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে যে পঞ্চায়েতের উপর আনা সংশোধনী বিলটি এখানে উপস্থাপন করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং কেন আমি সমর্থন করছি এই নিয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সাল থেকেই চাইছেন তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েতি গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করে দেওয়ার জন্যে। এটা এখানে ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৯ ইত্যাদি সালের কথা বলা হয়েছে। আমরা শুনেছি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এই বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম গ্রামের সাধারন অংশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সূচনা করে। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ। গণতন্ত্রকে আর একটু তৃণমূল স্তরে সম্প্রসারিত করা এই সাধারণ অর্থটা আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন আমি বুঝছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমে কি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে? ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমে পঞ্চায়েত নির্বাচন হত না। আজকে যারা বিরোধী আসনে বসেছেন তারাই আগে ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েতের নামে পঞ্চায়েতের অর্থ হরির লুট করেছেন। এই রকম অনেক আমাদের বিরোধী দলের কংগ্রেস এবং আই.এন.পি.টি যা কিছু বলেন আপনাদের নেতা

কর্মীদের চিনি, পঞ্চায়েতের নাম শুনলে আপনাদের জিবে জল আসে। কারণ হচ্ছে একটা যে আগে হাতে পায়ে টিপ সই দিয়ে সব টাকা পয়সা লুটেপুটে খেতেন। ফরেনসিক টেস্ট করলে এখনও তাদের হাতে সেই কালির দাগ পাওয়া যাবে আমি নিশ্চিত। এটাই সংশোধন এইজন্য আসছে এগুলো। এই বামফ্রন্ট সরকার প্রথমে আমি এক এক করে বলছি স্যার, প্রথমেই পঞ্চায়েতে গোপন ভোটের অধিকার তখন প্রধান সরাসরি নির্বাচিত হত। তারপরে বামফ্রন্ট সরকার দেখলেন যে প্রধান অনেক সময় পঞ্চায়েত সদস্যদের কথা শুনেন না। দ্বিতীয়বার আনলেন যে না এখন মেম্বারদের থেকে প্রধান নির্বাচিত হবে অর্থাৎ পঞ্চায়েতে গণতন্ত্রকে আর একটু সুদৃঢ় করা হলো। তারপর নরসিমহা রাওয়ের সময় যদিও উনারা বলে থাকেন মহান রাজীব গান্ধী ৭৩ তম সংশোধন -।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি তো অনেক কিছু বলেছেন তাহলে টাকারজলা এলাকায় উনি ব্রাহ্মণ হয়ে ট্রাইবেলদের কিভাবে ঠকিয়েছেন এটা একটু বলুক।

শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ- এটা অপ্রাসঙ্গিক যদি বলতে হয় তাহলে অন্য সময় আমি বলব।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, আপনি আপনার বক্তব্য বলুন।

শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ- ঠিক আছে জানি আমার কথা বলছি। উনি এইসব কথা বলে আমাকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে পারবেন না। আমি আমার কথা বলবই এখানে। তারপরে যেটা নরসিমহা রাওয়ের সময় ১৯৯২ ইং সালে এই সংশোধনী গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ- সারা বছরে একবার বলতে উঠেছি কিন্তু আপনি বলছেন সংক্ষেপ করতে, কি করে বলব তাহলে। উনারা অনেক সময় বলে থাকেন মহান রাজীব গান্ধীর স্বপ্ন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এই বিষয়েও আমি একটু বলতে চাই। রাজীব গান্ধী তখন বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠ নিয়ে লোকসভায় বসে আছেন তিনি দেখলেন তারপর পশ্চিমবঙ্গে এসে তার বিজয় রথ হোচট খাচ্ছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আবার সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচিত হয়ে গেল এবং আরও বেশী আসন পেয়ে, তখন উনি বললেন যে এটা কেন হচ্ছে? পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য কারণ বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে তৃণমূল স্তরে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ- যদি রাজীব গান্ধী তখন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার জন্য ৭৩ তম সংশোধনী এনেছিলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য এই বিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ- বিলের মধ্যে আছে এগুলি, এগুলি আসছে আমি কি করব। আমি তো পঞ্চায়েতের বাইরে কথা বলছি না। পঞ্চায়েতের বাইরে উনারা কথা বলছেন আমি না। আমি একটিও পঞ্চায়েতের বাইরে কথা বলছি না। কি করে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে তার জন্য রাজীব গান্ধী বিল এনেছিলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনার আর ৫ মিনিট আছে।

শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী ঃ- ঠিক আছে আমি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করব। আর বাধা দিলে বাড়াব। তারপর বিরোধীরা এই সংশোধনী রাজ্যসভায় পাশ করতে দিল না। তখন এই বিল ফেরৎ গেল। কারণ, ডি.এম দের দ্বারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করতে চাওয়া হয়েছিল এটা হচ্ছে আসল ঘটনা। তারপর এলেন নরসিমহা রাও, নরসিমহা রাওয়ের কিন্তু সেই দাঁতও নেই নখও নেই কারণ সংখ্যালঘু সরকার। কাজেই, তখন এই বিরোধীদের সাহায্যে এই সংশোধনী এনে এই পঞ্চায়েত বিল পাশ হয়। এতে কংগ্রেসের কৃতিত্ব বা রাজীব গান্ধী মহান স্বপ্ন বলতে কিছুই নেই। তারপর এখন যে ব্যবস্থা আনা হয়েছে আমি আর বেশী বলছি না সংক্ষেপ করে আনছি এখানে যে বিলটা উপস্থিত করেছেন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী

মহোদয় এটা হচ্ছে আর একটু সম্প্রসারণ। তৃণমূল পর্য্যন্ত অধিকার বামফ্রন্ট কতটুকু দিয়েছে, এই যে গ্রাম সংসকেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। লিপিবদ্ধ করে, এই রকম আর কোথাও নেই এ সর্বশেষ এখন দেখা যাচ্ছে ফাক ফোকর বেরিয়ে আসছে সেগুলিকে বন্ধ করার জন্য এই বিল। এরমধ্যে মহিলাদের কথা বলা হয়েছে, কোন মহিলাকে যদি পুরুষ নির্বাচিত কোন প্রধান বা উপপ্রধান কোন মহিলাকে যদি অসম্মান করে তাহলে তার বিরোদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা হচ্ছে নারীদের প্রতি একটা প্রটেকশান। কারণ পঞ্চায়েতের সাথে গ্রামের নারীরা উতপ্রোতভাবে জড়িত তারা সেখানে যান কাজ কর্ম করেন এবং তাদের প্রতি এই ধরনের দুর্ব্যবহার অনেক সময় করা হয়। এই বিলের দ্বারা এটা অনেকটা নিয়ন্ত্রন হবে। আর মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে সংশোধনী এখানে এনেছেন এই সংশোধনটার উপর উনি আধা ঘন্টার উপর বর্ক্তৃতা দিয়েছেন। এইগুলি অন্তসারশূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি এখানে এই কথা বলেছেন যে প্রেসক্রাইব অথরিটি অব দা স্ট্যাট. স্যার আমি তো আইন কানুন জানি না। আমাকে যদি কোন নোটিশ দেয় আমি প্রথমে তনবাবুর কাছে যাব যে উকিলবাবু আমাকে বাচান। তবু আমার সাধারণ ধারনায় মনে হচ্ছে এটার সঙ্গে পঞ্চায়েত বিলের কোন সম্পর্ক নেই। সিভিল সার্ভিস অথবা এডমিনিস্ট্রেটিভ কোন বিষয়ে এটা আন যেতে পারে। সেখানে যখন এস.ডি.এম, তিনি একজন প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, তার সার্ভ কন্ট্রাক রোলস হয়তো এই রোলটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তখন এটাকে সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু পঞ্চায়েতের মধ্যে আমি সমর্থন করতে পারি না এই জন্যে যদি আমি প্রেসক্রাইভড করে দিলাম এমন এমন ঔষধ খেতে হবে তাহলে অন্যত্র যাবার সুযোগ কোথায়। কাজেই এটা একটা আনতে হয় এনেছেন এটা উনাদের স্বভাব। সর্বশেষে আমি এটাই বলব যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিল উপস্থিত করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা তিনি যে সংশোধন সংশোধনী এনেছেন তাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ-মাননীয় সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং।

ককবরক

শ্রী রাজেন্দ্র রিয়াং ঃ- আনারেবল স্পীকার স্যার, মানগীনাং পঞ্চায়েত মন্ত্রী অ-র যে এসেণ্ডমেন্ট তুব'মানি অব-ন তাং সমর্থন খীলাই অ। অবশ্য অপজিশন লিডার নি সিমি আরাম্ভ খীলাই আঁই তাই অন্যান্য মেম্বার রগ-ব' অব-ন খুব একটা হাময়া হিনমায়া, অব-ন' যত-ন' সমর্থন খীলাই অ। এক- দুইটা কক বিরোধী বন্ধুরগ অর' সানানি চেষ্টা খীলাই খা। বিশেষ খীলাই আঁই অপজিশন লিডার সানানি চেষ্টা খীলাই-খা যে, — কোন অফিসার অন্যায় খীলাইখাই বিনি বিরুদ্ধে শাস্তীমূলক ব্যবস্থা - নানানি বাগাঁই। অব' কিন্তু অজাগাঅ সুইজাগয়া কান অফিস যে কোন কর্মচারী বা অফিসার রগ কোন ক্রুই বা পাবলিক রগ নি প্রতি হাময়া সামুং বা হাময়া ব্যবহার খীলাইখাই নিশ্চয় বরগনি বিরুদ্ধে সরকার পায়সা শাস্তীমূলক ব্যবস্থা মানায়। যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখিত আকারে বরগনি বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খীলাইখা হিনখাই। অবনি বাগাঁই অর' যে এমেণ্ডমেন্ট তুবমানি অব বেলাইখে কাহাম এবং আ- এমেণ্ডমেন্ট বিল তুবমানি লগিঅ রাজ্য সরকার বিশেষ খীলাই আঁই পঞ্চায়েত দপ্তর বিনি একেবারে গ্রাস লেবেল রুল' ডেভেলাপমেন্ট নি সামুং তাং রীনানি অব বেলাইখে কাহাম আঁংনাই। সীকাঙ সীকাঙ সামুং তাংনানি থাংখা হিনখাই নিশ্চয় কিসায়া কিসা ভুলক্রুটি আঁংনাই। কাজেই সামুং তাংমানি। এক্সপিরিয়েন্ট বাই অং এমেণ্ডমেন্ট তুবমানি পর চিনি বিল পাশ আঁংনাই। যত-ন' অ-বিল-ন' সমর্থন খীলাই নাই। এবং অ-বিল পাশ আঁংখা হিনখাই চিনি পঞ্চায়েত দপ্তরনি কার্য সঠিক ভাবে আঁংনাই। নরক যতন অ-বিল-ন' সমর্থন খীলাই নাই হিনাই আং খ- খাই অ, অকক অ-কক্ সাআঁই তাই উয়সা যতন আনি খা কাহাম য়াফারাই আনি কক অর-ন' পাইরীখা, হামবাই।

শ্রী রাজেন্দ্র রিয়াং ঃ- বঙ্গানুবাদ - অনারেবল স্পীকার স্যার মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব —এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করি। বিরোধী দলীয় নেতা থেকে শুরু করে অন্যান্য সদস্য যারা এখানে আছেন তারা এই সংশোধনী প্রস্তাবটি তেমন কিছু খারাপ বলতে পারছে না, সকলেই এটাকে সমর্থন করে। এক দুটি কথা বিরোধী বন্ধুরা

এখানে বলার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে বিরোধী দলীয় নেতা এখানে বলেছেন যে, কোন অফিসার অন্যায় করলে তার বিরোদ্ধে শাস্তীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদিও বিষয়টি এখানে উল্লেখ নেই, কিন্তু তাসত্ত্বেও অফিসের মধ্যে কোন কর্মচারী বা অফিসার কোন মহিলা বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে খারাপ কাজ বা দূর-ব্যবহার করলে তার বিরোদ্ধে সরকার শাস্তীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে লিখিত আকারে ঐ ব্যক্তির বিরোদ্ধে অভিযোগ করা হলে এর জন্য এই সংশোধনী প্রস্তাবটি খুবই প্রয়োজন। এবং প্রস্তাবটি সংশোধনীত হলে পঞ্চায়েত দপ্তরের নীচু স্তরে উন্নয়ন মূলক কাজ করার জন্য সুবিধা হবে। তবে প্রথমাবস্থায় কাজ করতে গেলে নিশ্চয় কিছু ভুলত্রুটি থাকবে। কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে এই সংশোধনী প্রস্তাবটি এখানে আনা হয়েছে। কাজেই কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই সংশোধনী বিলটি, এখানে আনা হয়েছে। আমরা আশা রাখছি সকলের সমর্থন নিয়ে এই বিলটি পাশ হবে। এবং এই বিল পাশ হলে পঞ্চায়েত দপ্তরের কাজকর্ম সঠিক ভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। কাজেই, আপনারা সকলেই এই সংশোধনী প্রস্তাবটি সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আবারও সকলকে আমার আন্তরীক ভালবাসা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ, আপনার সময় ৭ মিনিট।

শ্রী জ্যোতির্ময় নাথ ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৭ মিনিট না আরো কম। আমার বলার বেশী নেই। এই পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থাটা ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত, এই পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে রাজীব গান্ধীর নামটাই বলতে হয়। এই ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত যখন রাজ্য সভাতে এবং লোকসভাতে উত্থাপন হয় সেই বামফ্রন্ট সেই সি.পি.এম-ই সেখানে ভোট দেয় নাই। চারটা ভোটের জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্য সহ ভারতবর্ষের মানুষ ৫ থেকে ১০ বছর পর্যান্ত বঞ্চিত ছিল। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য বঞ্চিত ছিল। এটা না বললে কিন্তু সম্পূর্ণ হয়না। আজকে মহিলাদের জন্য আপনারা এখানে যে এমেন্ডমেন্ট এনেছেন, ৩৩ পারসেন্ট রিজারভেশান যে দিয়েছে মহিলাদের জন্য তাকে স্মরন করুন। মহিলাদের জন্য সারা ভারতবর্ষে ৩৩ পারসেন্ট যিনি দিয়েছেন, যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেই রাজীব গান্ধীকে স্মরন করতে হবে। আইম এই ভূমিকাটা দিলাম এই জন্য প্রত্যেকটা বিল আনার জন্য একটা প্রস্তাবনা থাকে, প্রত্যেকটা বিলের পেছনে অবজেক্ট এণ্ড রিজন থাকে। তাই এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বা পঞ্চায়েত সম্পর্কে আলেচনা করতে গেলে গে রাজীব গান্ধীর বন্দনা করতে হয়। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বন্দনা করে শুরু করতে হবে। যেটা নিয়ে আজকে আপনারা বড়াই করছেন সেটা কিন্তু রাজীব গান্ধীর অবদান। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে এই যে এমেন্ডমেন্টগুলি আনা হয়েছে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিভাবে জয়লাভ করা যায় কি ভাবে কনস্ট্রিটিউন্সিকে আবার ভেঙ্গে কিভাবে এখানে একজন প্রধান যদি কংগ্রেসের থাকে তাকে কিভাবে রিমোভ করা যায় কোন এরিয়াটাকে কিভাবে বিন্যাস করে, সেই এরিয়া বিন্যাস করে আপনারা সেখানে যেতে চাইছেন। এখানে ১৫ বছরের জন্য যেটা রিজারভেশান দেওয়া হয়েছিল যে পরবর্তী স্তরে কি হয়েছিল, আমরা সেই রিজারভেশনটাকে ধরে একটা প্রস্তুতি নিলাম যে এখানে একজন মেয়েলোকের রিজারভেশান আছে তাকে দেওয়া যাবে। এখন আপনারা সেখানে কিভাবে পুরুষ লোক দেওয়া যায় কিভাবে কি কৌশল করা যায় সেই কৌশল অবলম্বন করলেন। এই সব কৌশলগুলি আপনারা অবলম্বন করছেন। এই এমেন্ডমেন্টের মাধ্যমে আপনারা ভেকেন্সি ক্লিয়ার করছেন। এখানে সেই দিন প্রাইভেট মেম্বার রিজোলেশান এসেছিল, সেটা এনেছিল আমাদের কাজল চন্দ্র দাস, সেখানে বলেছিলেন যে পঞ্চায়েতের অডিট যাতে সি.এণ্ড এ.জি-র মাধ্যমে করানো হয়। আপনারা সেটা মানতে পারতেন। আপনারা এডিটের ব্যবস্থা করতে পারতেন, আপনারা এই সব এমেন্ডমেন্ট যদি আনতেন ত্রিপুরাবীসী এপ্রিসিয়েত করত, সেখানে দুর্নীতি দমন হতো। আপনারা সেইসব দিকে যাবেন না। সুতরাং এই যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন এই যে কি সুফল হবে সেটা আমি বুঝাতে পারছিনা। তবে অনারিয়ামের ব্যাপার যেটা আপনারা বলেছেন সেটাকে আমরা সাপোর্ট করছি। অনারিয়াম দেওয়া সেটা এখন নয় অনেক আগে থেকেই দেওয়া

উচিৎ ছিল। ইট ইজ ডিপ্রাইভড সেটা আমাদের আগেই দাবী ছিল, একজন মেম্বার কিভাবে তার সংসার চালাবে তার জন্য কোন মিটিং এলাউন্স নেই। একজন প্রধান তাকে দেওয়া হয় মাত্র ৩০০ টাকা সুতরাং এটা বাড়ানো দরকার এবং এটা আরও আগে করা উচিত ছিল। সুতরাং মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন ঐ যে পানিসমেন্টের একটা ব্যবস্থা এবং এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আমি সমর্থন করছি এবং এই গোটা অ্যামেন্ডমেন্টটা আমি অস্বীকার করছি না। এটার মধ্যে আপনারা কিছু কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট আছে ভাল দিকটা ঐ ভাল দিকটাকে সমর্থন করা যায়, তার কিছু কিছু দিক আছে সেই দিকটার আরও অ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন আছে। সুতরাং এটা ভালভাবে উত্থাপন করুন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ত্রিপুরার মানুষের, ত্রিপুরার পঞ্চায়েতের যাতে কল্যান হয়, সেই চিন্তা ভাবনা করে এ্যামেন্ডমেন্ট আনুন এটা আপনদের আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিভাবে জয় লাভ করবেন সেই দৃষ্টিকোন থেকে আপনারা এনেছেন। সুতরাং আমি এটাকে কিছু কিছু সমর্থন করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয় ৭ মিনিট বলবেন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আজকে যে পঞ্চায়েতের থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে এবং এটাতে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি বক্তব্য রাখছি। এই অধিবেশনের শেষের দিকে আমাদের সভার যে ভারসাম্য থাকে সেটা আমরা নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের যেটা বলার নয় সেটা বেঞ্চের দিক থেকে বলছে ইনক্লুডিং রেসপেকটিভ মিনিষ্টার অলসো। এটা আশা করা যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছে তাতে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। আমরা আছি এখানে আপনাদের যে অ্যামেন্ডমেন্টগুলি আনবেন সেটা যদি ত্রুটি থাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে ও বাম সরকার তা এখান থেকে বেশী দিন আমাদের এখানে ২১.বছর চলতে ওখানে ২৬ বছর চলছে। সুতরাং আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে প্রশ্নটা এনেছেন কোন কংগ্রেস শাসিত রাজ্য থেকে পঞ্চায়েত বিল এনে আমরা করিনি। সুতরাং আমরা এখানে যেটা বলতে চাইছি, আপনারা সব সময় বলে থাকেন যে আমরা ফর দ্যা ডাউন ট্রডেন পুর পিপুলের জন্য আমরা কাজ করার জন্য এখানে এসেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে জনগনের জন্য বলছে ওটাকে আপনারা লঙ্ঘন করছেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর বিরোদ্ধে আপনারা কাজ করছেন। মাধব বাবু দেখছি বার বার উঁকি দিচ্ছে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলছি আপনি একটু শক্ত হোন, তা না হলে এদেরকে শক্ত করতে পারবেন না। এখানে আমরা রিগিং সম্পর্কে বলছি, আপনারা বলেন হয় না, আমরা বলি হয় এটা বাস্তবে আসতে হবে। কারন যে আইনটা করবেন এটা যদি ভালো আইন হয় তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের খেসারত দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে রিগিং সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন এনেছেন। রিগিং হয় না এটা কথা না, হয় রিগিং কোথায় হয় যেখানে যে দলের বেশী থাকে তারা কিছুটা রিগিং করে। এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আমাদের বিরোধী দলনেতা এই ২৪ তারিখ এই মাসে এই, অধিবেশনে প্রশ্ন করা হয়েছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের সন্ত্রাস, ভোট দখল সাম্প্রদায়িকতা বা জাতি বিদ্বেষ ছড়ানো ইত্যাদিকে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করার জন্য ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধি সংশোধন করা হবে কিনা। মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন এই রকম কোন প্রস্তাব আপাততঃ বিবেচনায় নেই ২৪ তারিখ বলেছেন। আজকে নেই পঞ্চায়েত বিলটা এমেন্ডমেন্টে এসেছে। আর একটা প্রশ্নের উত্তর, এটাও রতন লাল নাথ মহোদয় এনেছেন ১৯৯৯ ইং সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০০৩ ইং সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যে কোন কোন পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধানের বিরোদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এর মধ্যে কোন কোন গ্রাম প্রধানের বিরোদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন উত্তর দিয়েছে উনার কাছে তথ্য নেই। কিন্তু উনি দুই দিন আগে বললেন ২৫ জনের বিরোদ্ধে আমাদের এই আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনে করি এই যে এমেন্ডমেন্ট এসেছে সেগুলি ভাল সেগুলিকে আমরা স্বাগত জানাই তার সঙ্গে জনগনের স্বার্থে নির্বাচন যাতে প্রহশনে পরিনত না হয়, তার জন্য আমি ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুদের বলব

আপনাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক সুতরাং আপনারাও যেগুলি মানুষের জন্য সেগুলি এমেন্ডমেন্ট এ আমাদের রতন বাবু যেগুলি এনেছে প্লাস মাইনাস করে পাশ করুন-না আমরাও ধ্বনি ভোটে পাশ করে দেব। এই বলে এই যে ত্রুটিগুলি আছে সেগুলি সংশোধন করার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী) **ঃ-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, থার্ড এমেণ্ডমেন্ট বিলটা আনা হয়েছে বর্তমান যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার নিরিখে পঞ্চায়েত আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা এবং কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল তা সংশোধন করার জন্য এই সংশোধনীটা আনা হয়েছে। ১ নং - পঞ্চায়েত ১৯৯৩ ইং এর ২ নং ধারায় রাজ্য সরকারের নিয়োগ ও সেবা দপ্তরের ১-৮-২০০২ ইং তারিখে সারকুলার অনুসরণ করে সাবডিভিশ্যানাল অফিসারকে সাবডিভিশ্যানাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে অভিহিত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নাম্বার - ২ পঞ্চায়েত আঁইনে ৫, ৬৯, এবং ১২১ নং ধারায় যথাক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ থেকে যদি কোন কারনে বাদ পরে ঐ বাদ পরা এলাকা থেতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবস্থা তখন কি দাঁড়াবে সেই সম্পর্কে কোন বিধান এখনকার আইনে নেই। তাছাড়া ঐ বাদ পরা অংশের সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের এক বা একাধিক নির্বাচনী ক্ষেত্র অথবা নির্বাচনী ক্ষেত্রের কোন এলাকা যদি অন্তর্ভূক্ত থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ক্ষেত্র বা ক্ষেত্র সমূহের আইনগত অবস্থা কি দাঁড়াবে এই সম্পর্কে কোন বিধান বর্তমানে নেই। এর জন্য এই ধারাটি এখানে সংশোধনের জন্য আনা হয়েছে। এছাড়া এখানে যে বর্তমান আইনের ২০, ৭৯, ১৩১ ধারার বিধান অনুসারে পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বা চেয়ারপার্সন, জেলা পরিষদের সভাপতি আসন তপশীলিভুক্ত জাতি এবং তপশীলি উপজাতিভুক্তির জন্য রিজার্ভেশনের রয়েছে সেখানে রাজ্যের তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি জনসংখ্যার ভিত্তিতে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা ছিল এটাকে ত্রি স্তরীয় পঞ্চায়েত এলাকার পপুলেশান ভিত্তি করে এখন থেকে রিজার্ভেশান হবে, এর জন্য এই ধারাটি সংশোধনের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এবং এখানে যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ-প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের সভাধিপতি অথবা সহকারি সভাধিপতি পদে যদি শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন করতে হয় ক্ষমতাবান কর্তৃক আহুত সভায় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কোন সদস্য বা সদস্যাগণ যদি ক্রমাগত ভাবে সভায় না আসেন তবে সভার প্রয়োজনীয় ফোরাম যদি গঠিত না হয় সংশ্লিষ্ট শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হবে না এখনকার আইনে। সেই ক্ষেত্রে বর্তমান আইনের ২২, ৮১, ১৩৪ নং ধারায় এর কোন সমাধান নেই। তাই উপরোক্ত ধারাগুলোর বিধান সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে রাজ্য সরকারের কোন মন্ত্রী বা রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ মূলত বিধানসভার সদস্য হওয়ার ফলে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের পদাধিকার বলে সদস্য হতে পারেন তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পূর্ণমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী অথবা লোকসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ মূলত লোকসভার সদস্য সদস্য হওয়ার কারনে জিলা পরিষদের পদাধিকারি বলে সদস্য হয়ে থাকেন। আবার মনে করিএটার যুক্তি সংঙ্গতির কোন কারণ নেই গ্রামীন গণতন্ত্রের বিকাশে যারা এই পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদ স্তরে নির্বাচিত হয়েছে তারাই এখানে যথেষ্ট। তাই পঞ্চায়েত আইনের ৭০ নং ধারায় এবং ১২২ নং ধারার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন বিধান প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। পঞ্চায়েত আইনের ২১৭ নং ধারার পঞ্চায়েতের কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে বা জির্ত ধরে শপথ গ্রহন না করেন তবে নির্বাচিত হওয়ার কতদিন পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে তিনমাস - এর বেশি শপথ গ্রহন না করে থাকতে পারেন। যদি তিনি তিন মাসের ভিতরে শপথ গ্রহন না করেন তাহলে তার সভ্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। এছাড়া ৪৯, ১৩৫, ১৫৪ নং ধারার সামান্য শাসন ব্যবস্থা ও সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনের লক্ষ্য হচ্ছে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম গতিশীলতা আনয়ন করার জন্য কিছু বিষয় এখানে রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মিটিং-এর উপস্থিতির জন্য ভাতা বা ফি বর্তমানে নেই। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সদস্যদের সিটিং বা উপস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে সিটিং ফি পেয়ে থাকেন তাই গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধানের সাম্মানিক ভাতা, ভ্রমন ভাতা পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের রাজ্যসরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হারে গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাণ্ড থেকে সিটিং ফি পাবার জন্য পঞ্চায়েত আইনের এই ৪৯ নং ধারায় সংশোধনী আইনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- গত প্রিন্সিপাল এক্ট-এ আমাদের ঐ পঞ্চায়েত প্রধানদের ভাতা গুলি নির্দ্দিষ্ট করা ছিল কিন্তু আপনি এখানে যে টি.এ. দেওয়ার কথা বলছেন এখানে কোন রকম রেইট্ উল্লেখ করেননি।

শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ- এটা বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সেটা দেখেছি। কিন্তু যেহেতু প্রিন্সিপাল এক্ট-এ আপনারা প্রধান উপপ্রধান সভাধিপতি এইগুলির বেতন ভাতা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এখানেও তো দিতে হয়।

শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ- মূল লক্ষ্যতো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রেইটটা নির্ধারিত হয়নি। এছাড়া মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে যে সংশোধনী এনেছেন এই বিষয়টাও এখানে আমরা রেখেছি, কোন মহিলা প্রধান সমিতির চেয়ারপার্সন বা ভাইস চেয়ারপার্সন, জেলাপরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধীপতিকে যদি কোন ধরনের অসালীন চরণ কোন সদস্য করেথাকেন, তাহলে সদস্যের সদস্যপদ খারিজের বিধান রাখা হয়েছে।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পায়েন্ট অব্ অরডার স্যার, এখানে আইনটা এনেছেন আপনি কোন মেম্বার যদি মিটিংয়ে কোন মহিলার সাথে, আবার প্রধান আছেন, আমার এমেন্ডমেন্টটা হলো প্রেসক্রাইব্ অথরিটি যেমন বি.ডি.ও. বা অন্য যারা অফিসার আছে তারা যদি কোন মহিলা মেম্বার, প্রধান, উপপ্রধানকে যদি এমন কোন ইনসাল্ট লেঙ্গুয়েজ ইউজ করে সেই ক্ষেত্রেও যেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ- অইফসারদের বিষয়টি আমরা আমাদের সংশোধনীর মধ্যে আনিনি। আমি এখানে দু-একটি বিষয় বলব মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ তীব্রভাবে এই সংশোধনীর বিরোধীতা করেননি কিছু কিছু মতামত দিয়েছেন আবার তারা কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধনীর গুরুত্ব বিবেচনা করে তাদের একটা পরামর্শ তারা রেখেছেন এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। একানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু যেটা বলেছেন যে পঞ্চায়েত অডিটের ব্যাপার প্রথমদিনই এটা হাউজে আলোচনা হয়েছে, রাজ্য সরকার অডিট সেল গঠন করেন এবং উদ্যোগ গ্রহন করছেন অডিট সেলটাকে শক্তিশালী করে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ স্তরে অডিট করা হবে। আর এখন যে পলিটিক্যাল্ অডিট বলছেন এই ধরনের কোন ব্যাপার নয়। অডিট টা হচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তরে দীর্ঘ কাল ধরেই একটা অডিট সেল রয়েছে, এই অডিট সেল থেকেই এখন অডিট হয়ে থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজ্যের সর্বত্রই পঞ্চায়েতগুলিতে। আর এখানে যে বলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে বুথ্ দখল ইত্যাদির বিষয় নিয়ে এটা নিশ্চয় যে আমাদের রাজ্যের কোন ঘটনা কে সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলে কেউ কেউ অপপ্রচার করতে চান। কিন্তু আমাদের রাজ্যের ঘটনার মধ্যে উগ্রবাদী বা সংখ্যাগরিষ্ঠের যে মাধ্যমটি এতে যে দূর্ঘটনা ঘটে থাকে এটাকে সাম্প্রদায়িক নয়। এটা হচ্ছে অন্য ধরনের উগ্রবাদী অথবা সংখ্যা গরিষ্ঠের সুবিধা বাদী বিভিন্ন ধরনের আক্রমনের ঘটনা। এই ঘটনাকে আমরা সাম্প্রদায়িক বললে ভূল হবে। এ.ডি.সি. নির্বাচনের সময় মাননীয় সদস্য জ্যোতির্ময় নাথ দশদায় গিয়েছিলেন। এ.ডি.সি. নির্বাচনের সময় যারা গোলমাল করেছেন সেই দলে উনি ছিলেন। উনি ভালভাবে বলতে পারবেন সেখানে কি হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট দখল হয়না। এটা আমরা জানি। এছাড়া আর একটি বিষয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সহিদ হয়েছেন। উনার সম্পর্কে আমরা কটুক্তি করার কোন প্রশ্নই আসেনা কিন্তু আলোচনা করার ক্ষেত্রে ব্যাক্তি পূজার দিকেই চলে যাব আমরা। তখন আমাদের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কি মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে থাকবে। এখানে যখন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আইন পাশ হওয়ার পরে তাদের একটি একটি সেমিনার হয়েছিল বিজ্ঞান ভবনে। ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমরা ওই সেমিনারে গিয়েছিলাম সে দিন পি.ভি. নরসিমা রাও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চায়েত আইন হয়েছে তাদের সঙ্গে এখন আর ভোট করার দরকার নেই। কারণ আমরা যে

কাজ করেছি তার অনুরূপ কাজ তারা সেটা আগে থেকেই পঞ্চায়েতের শুরু করে দিয়েছে। সূর্যকান্ত মিশ্রকে মিঃ নরসিমা রাও আসন থেকেতুলে নিয়ে উনার কাছে বসিয়েছেন সভাপতিমণ্ডলীর কাছে। কাজেই এই বিধানসভায় অনেক আইনজ্ঞ বন্ধুরা আছেন আবার বিরোধী দলের অনেক আইনজ্ঞ আছেন। আমাদের মনে হয় আমরা পিছনের দিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়ে দেওয়া বা নেওয়া ঠিক নয়। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে রাজীব গান্ধীর ভূমিকা কেন থাকবেনা ? নিশ্চয় অগ্রনি ভূমিকা আছে তার। প্রয়াত দশরথ দেবের ভূমিকা নেই এটাও কি আমরা অস্বিকার করব। এখানে বিধান রায়ের মত লোকের ভূমিকা নেই ? মাননীয় জ্যোতি বসুর ভূমিকা কি নেই ? এইসব দেশপ্রেমিক লোকের ভূমিকা যে নেই আমরা অস্বিকার করতে পারব ? কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল যে পঞ্চায়েত আইন হয়েছে সেটা আরতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি ছিল। সমস্ত দেশপ্রেমিকদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে গ্রামীন স্বরাজ করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব অল্প দুই একটি কথা বলব। প্রথমতঃ এমেন্ডমেন্টটার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আইনটা যখন তৈরী হয় তখন হয়তো আমাদের সবারই মনে হয়েছে এটা সব দিক থেকেই ঠিক আছে কিন্তু যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে শুরু করেছি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মনে হয়েছে কোন্ কোন্ জায়গায় ফাঁক আছে এবং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মরা এই আইনটা তৈরী করেছি সেই লক্ষ্যে পৌঁছার প্রশ্নে চিহ্নিত যে ফাঁকগুলি এইগুলি দূর করার জন্য এই এমেন্ডমেন্টের প্রস্তাবনা। এটাই হতে পারে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা তাঁরা এই প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা হয়তো আরও কিছু বিষয় ভাবনা চিন্তা করছেন এবং তাদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের নজর দেওয়া দরকার এবং এইগুলি সংশোধিত হওয়া দরকার এই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা একটা জায়গায় আসতে পারছি না, ভবিষ্যতে হয়তো শাসক দলেরও মনে হবে বিরোধী দলের বন্ধুরা যেগুলি বলেছেন সেগুলি হয়তো সঠিক তাই শাসক দলের পক্ষ থেকে হয়তো এমেন্টমেন্ট ফর্মে আসলেও আসতে পাবে কিন্তু এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস কোন আইন চূড়ান্ত নয় সে দিক থেকে আমি আশা করব সব বিষয় হয়তো এক সঙ্গে নেওয়া যাবে না কিন্তু যেটা এসেছে সেটা কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছে সেই যায়গায় যাতে আমরা একটা জায়গায় আসতে পারি। এখানে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে এমেন্ডমেন্ট এনেছেন এবং যেটা সারকুলার করা হয়েছে তাতে যেটা তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন যে, জেল বা জরিমানার যে প্রশ্নটা এখানে এসেছে এটা ২২, ৮১ এবং ১৩৪ ধারা অর্থাৎ পঞ্চায়েতে যেটা আমরা বলেছি এটা পঞ্চায়েত সমিতি তারপর জেলা পরিষদ। আসলে একটা জিনিসই স্বাভাবিক এটা নীচের থেকে উপরে, উপর থেকে নীচে আসবে মূল এমেন্ডন্টে এটাই। এখানে যে এমেন্ডমেন্টটা সাজেষ্ট করা হয়েছে এটা হচ্ছে গভর্ণমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়ার এডভাজইড্ সে মতোই এখানে নেওয়া হয়েছে। একটা কথা বলছি রাস্তায় কাকে কি বলল এটা তো বুঝা বড় কঠিন। শুধু মিটিং-এ নয়, এমেন্ডমেন্ট লক্ষ্য করে দেখবেন সবাই বলছে ঘটনা তা না। ফিমেল মেম্বার সম্পর্কে বাইরেও যদি কোন ডেরগেটরি বা ফিলদি রিমার্ক করে তাহলেও কিন্তু তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার প্রশ্নটা আসছে। এই বিষয় সম্পর্কে আমরা যখন মন্ত্রী সভায় আলোচনা করি তখন প্রশ্নটা এসেছিল এটা কি করে দেখা যাবে ? কোথায় রাস্তায় কে কাকে কি বলল ? কিসের ভিত্তিতে কি প্রমান ? এটা কেন আমরা এই রকম রাখছি কারণ এটাতো অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী হয়ে যে পারে। এই জায়গায় তখন আমাদের বলা হল এটা তো গভর্ণমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া এই ভাবে সাজেষ্ট করেছেন, সেটা জাষ্ট নিয়ে আমরা ঢুকাচ্ছি। এখানে আমাদের মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন সাধারণ ভাবে কোন মহিলা সম্পর্কে এই ধরনের কোন ডেরগেটরি রিমার্ক অথবা ফিলদি যদি কেউ করেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তো আমাদের দেশের ভারতীয় দন্ডবিধির ৫০১ নং ধারার মধ্যে সেটা তো আছেই। কাজেই এই জায়গায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা করেছি তার মেম্বারশিপটাই সীজ করা হচ্ছে তিনি ইলেকটেড মেম্বার কাজেই এটা কম ব্যপার নয় এবং এই জায়গায় আমরা ষ্টিফ হতে চাইছি। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু যেটা বলেছেন এটা খুব রিলিভেন্ট পয়েন্ট যে, সিক্স (৬) সিডিউল্ড্ তাহলে কি হবে ? দ্যাট ইজ আওয়ার কনসার্ণ

অলসো। সিক্স (৬) সিডিউল্ড্ এরিয়াতে আমরা চাইছি সেভেনটি থার্ড (৭৩), সেভেনটি ফোর্থ (৭৪) এমেন্ডমেন্ট এটা সিক্স (৬) সিডিউল্ড্-এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে ঐ এলাকাতেও রাতে তারা এই সুযোগগুলি ভোগ করতে পারে দ্যাট উই ওয়ান্ট কিন্তু এটা তো আমাদের হাতে নেই। এটা করতে গেলে গভর্ণমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া তার যে আইনটা তাকে সংশোধন করতে হবে কনস্টিটিউশন্যাল এমেন্ডমেন্ট করতে হবে ফলে এর জন্যই বিধান সভায় এক সময় আমরা বলেছি, সরকার থেকেও বলেছি এবং আমাদের আর.ডি. ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকেও সেখানে বলা হয়েছে ফলে এই জায়কায় আপনার কনসার্ণের সঙ্গে এক মত এবং আমরা চাই সেটা এখানে থাক না হলে কাকজের অসুবিধা হচ্ছে। তারপর আর একটা প্রশ্ন এনেছেন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এই এলাকাটা যদি শিফট করে যায় তাহলে তার মেম্বারশীপ সীজ হবে কেন? এই এলাকাটা যখন যাচ্ছে, সেটা তো অন্য একটা জায়গায় গিয়ে যুক্ত হচ্ছে। তাহলে তার মেম্বারশীপটা সেইভাবে কেন নেওয়া যাওয়া যাবে না। ঘটনা কিন্তু জাস্ট একটা কনস্টিটিয়েন্সি থাকছে না। কখনও তার পার্ট যাচ্ছে, কখনও একটা কনস্টিটিয়েন্সী আর একটার সঙ্গে অ্যামালগেমেট করছে। ফলে অ্যাকজাক্টলি ওখানে তো একজন আছে, কাজেই ওখানে এই না, এটা যোগ করে একটা নতুন কনস্টিটিয়েন্সী হচ্ছে। কাজেই এই জায়গাতে চট করে মেম্বারশীপ নেওয়া যায় না। এটা সিমপ্লিফাই করার কোন স্কোপ নেই। আমরা বরং প্রভিশান রেখেছি যদি তার পার্ট চায়, পার্ট থাকে তাহলে তার মেম্বারশীপ এগ্‌জিস্ট করবে। এটা কিন্তু এখানে আছে। এটা জাস্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমি বললাম। আর এখানে আলোচনা করার সময় বিরোধী বন্ধুদের কাছ থেকে এসেছে যে দুর্নীতি রোধ করার জন্য কেন আপনারা কিছু রাখছেন না। এটা তো আলোচনা হয়েছে, এখানে পরিস্কারভাবে যেটা বলতে চাই, ওখানে সবাই বলছেন যে আমরা সি.এ. জিকে কেন দায়িত্ব দিচ্ছি না। অলরেডী আমরা চীফ সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিয়েছি, চীফ সেক্রেটারী, অন বিহাফ অফ দি স্টেট গভর্ণমেন্ট চিঠি লিখবেন যে আমরা চাই, আমাদের পঞ্চায়েতের হিসাব নিকাশের রক্ষনাবেক্ষনের ব্যাপারটা আপনারা দায়িত্ব নিন। এতদিন বিষয়টা যে জায়গায় ছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের এখানে যিনি এ.জি. ছিলেন, বর্তমানে যিনি আছেন, তার আগে যিনি ছিলেন, তার সঙ্গে আমি নিজে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন এটা তো আমরা করতে পারি, কিন্তু আমাদের তো লোক নেই। আমরা যখন তাদের কাছে চেয়েছিলাম আমাদের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে হেল্প করার জন্য, নট ফর পঞ্চায়েত এলোন, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের এমন অনেক দপ্তর আছে যার অডিট আমরা কমপ্লিট করতে পারছি না। অডিট ইজ মাস্ট। এটা না করলে অসুবিধা হয়ে যাবে। এরকম জায়গায় তারা আমাদের সঙ্গে সহমত পোষন করেও তার যে ম্যান পাওয়ারের শর্টেজ এবং গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার যে কতগুলি রেস্ট্রিকশান তাতে তারা অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে। এখানে আমরা তাদের কাছে এই সাহায্য চেয়েছি যে তোমরা আমাদের লোকদের ট্রেনিং দিয়ে দাও। তাতে আরও প্রব্লেম হচ্ছে, এই কাজগুলিতে আমরা দেখছি স্বেচ্ছায় কোন অফিসার করেন কিনা, আমরা দেখেছি তাতে খুব বেশী লোক আসতেও চান না। সমস্যা আছে এখানে। কারন এটা অর্থনীতির ব্যাপার, এগুলি জটিল ধরনের কাজ, অনেকেই মনে করেন এগুলির মধ্যে কোন আনন্দ নেই, ফলে কেউ আসতেও চান না। এই পরিস্থিতিতে ফ্র্যাংকলি আমি বলছি, আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি, জুনিয়ার টি,সি,এস অফিসারদের ডেকেছি, কেন তোমরা যেতে চাও না। তারা বলছে, স্যার, এটার মধ্যে কি আছে, যোগ, বিয়োগ, পূরন, ভাগ এগুলিতে কোন আনন্দ নেই, বরং ফিল্ডে দিন, আমি দিনের পর দিন কাজ করব, রাস্তা করাব, একটা স্কুল হবে তাতে আমার একটা সেটিসফেক্শান আছে। হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটা কেউ একটু বয়স্ক মানুষ করলে ভাল হয়। সুতরাং এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তারপরে যে আলোচনা হয়েছে, এই আলোচনাকে সম্মান দিয়েই বলছি, আমি আমার ফিনান্স মিনিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমরা তো অনেক আগেই তাদের বলেছি, লিখিতভাবে আমরা জানিয়েছি। উনি বলেছেন যে না, লিখিতভাবে আমরা দিই নি। উনাকে আমি অনুরোধ করি, চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলুন, যাতে চীফ সেক্রেটারী চিঠি দেন, তিনি আমাকে কনফার্ম করুন। আজকে চীফ সেক্রেটারীকে বলা হয়েছে, চিঠি আমরা দিচ্ছি, তারা যদি এড্‌যাষ্ট করে আমরা খুবই আনন্দিত হব আমরা চাই যে পয়সাটা পঞ্চায়েতে যায়, টু দি পাই যে

পারপাসের জন্য সেটা সার্ভ করার জন্য যাতে খরচা হয়। আমরাই তো প্রথম গ্রাম সংসদ চালু করলাম। গ্রাম সংসদ কিন্তু এই আইনের মধ্যে নেই, দেশের অন্য জায়গায় নেই। আমরা প্রথম চালু করেছি। এটা রাজ্য সরকার প্রথম আমরা চালু করি। কিন্তু এটা যখন আমরা প্রথম ইনট্রুডিউস করতে যাই, তখন অনেকের কাছ থেকে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব। আমাদের বিধানসভার শাসক দলের কোন কোন সদস্য আছেন, আমি তাদের নাম বলছি না, তারা বিভিন্নভাবে কোমেরীড্ করেছেন এটা কি করে ইমপ্লিমেন্ট করবেন ? আমরা প্রথম শুরু করলাম যে কলটা কোথায় বসবে, স্কুলটা কোন্ জায়াগায় তৈরী হবে, রাস্তাটা কোন্‌দিক দিয়ে যাবে। এটা পঞ্চায়েতের ৫ জন মেম্বার সিদ্ধান্ত না করে যে এলাকায় যাবে সেই এলাকার লোকদের ডাকুন। তারা যা বলবে তাই হবে। বলল যে, এটা-ত মীমাংসা করা যাবে না, অসুবিধা হবে, গোলমাল হবে। আমি বললাম, মোটেই না। আপনি ছেড়ে দিন মানুষের কাছে। তারাই আমাদের ইলেকট্রিকের পাঠিয়েছেন। জুডিশিয়াস্‌লি কারেক্ট ডিসিশান তারাই দেবে। এই এক্‌পেরিয়েন্স যখন আসল তখনই কিন্তু আমরা গ্রাম সংসদে গেলাম এবং আমরা তাতে খুব ভাল রেজাল্টও পেয়েছি। তারপরও এখানে, সেখানে দুর্বলতা নেই এটা তো চট করে বলা যাবে না, এটা বললে ঠিক হবে না। কাজেই এগুলি প্রিভেন্ট করার জন্য যে ব্যবস্থা আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারি, তার মধ্যে সি,এ জির কথা বলেছেন। উই ডু এগ্রি। ফলে আমরা অপেক্ষা করি, চিঠি যাবে, যদি সি,এ,জি অ্যাক্‌সেন্ট করে দ্যাট উইল বি নাইস। কাজেই আপনাদের আলোচনা থেকে আমার মনে হয় অস্পষ্টতা থাকতে পারে, তার জন্যই আমি এই বিষয়গুলি পরিস্কার বললাম। পঞ্চায়েত ইলেকশান হলে পরে কেউ জিতবেন, কেউ হারবেন, পঞ্চায়েত ইলেক্‌শানে জেতার জন্য অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে হবে কেন ? এর সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে ? এটার মধ্যে যেটা মেজর দিক সেটা হচ্ছে রিজার্ভেশানের প্রশ্নটা। অফিস বিয়ারার রিজার্ভেশানের ব্যাপারে আমরা কনফিড়শানে ছিলাম। পঞ্চায়েতের মধ্যে কিন্তু রিজার্ভেশান নিয়ে কোন সমস্যা নেই। অফিস বিয়ারারের প্রশ্নে আমরা কনফিউশানে পড়ে গেলাম। তখন গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার দৃষ্টি আমরা আকর্ষন করি। তারা অনেক দেরীতে, এই গত কয়েকমাস আগে আমাদের চিঠি দিয়ে জানান যে না, এটা যে এলাকাতে এই আইনটা প্রযোজ্য, যেখানে ইলেক্‌শান হবে, ওটাই হবে হিসাব। তখনই আমরা এই অ্যামেন্ডমেন্টে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কারণ তা না হলে কিন্তু আমি বলেছি যে, এই যে ভোটার তালিকার কাজ শুরু হল এই কাজ শুরু হওয়ার আগে আমরা ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছি যে, পঞ্চায়েত ইলেক্‌শানের প্রস্তুতি শুরু কর। তখনই এই কাগজ আমাদের কাছে আসল, তো আমাদের বিল আনার প্রশ্ন আসল এবং এভাবেই এটা চলে আসল। কাজেই আমাদের ধারার সঙ্গে অ্যামেন্ডমেন্টের কোন প্রশ্ন নেই। কাজেই, এটাকে এভাবে নিয়ে আমরাতো রাজনীতির লোক, যেকোন বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে যদি রাজনীতির লোকরা বিধানসভার মধ্যে এরকম মন্তব্য করি সাধারণ মানুষ কনফিউজড হবেন না। কাজেই আমরা এরকম বলব কেন, এটাতো বলা, ঠিক না। যারাই বলেছেন আমি অনুরোধ করব আমাদের সবার দিক থেকে যুক্তিগ্রাহ্য গঠনমূলক হওয়া উচিৎ। সব ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে আপনারা একমত হবেন না এটা ঠিক আছে।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- ব্যাপারটা হল, আমরা দেখেছি এখানে রিজার্ভেশন ৯৯-এ আমরা করেছি কি, ফর্ অফিস বেয়ারার অ্যাণ্ড আদারস আপ টু ২০০৯ মানে ১৫ বছরের জন্য। তারপরে ৯৯-এ আমরা বলেছি দিস ইজ দা ফাস্ট অ্যাকর্ডিং টু রিজার্ভেশন সব হয়ে গেছে ইন্ দা অফিস বেয়ারারস অলসো। আবার ১৯৯৩ তে বলেছি ৯৪ ইজ দা ফাস্ট ইলেক্‌শন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এটা যখন আমরা নিলাম তখন তো এটা নিয়ে এই বিধানসভায় ডিভেড় হয়েছে, কিন্তু।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- হ্যাঁ, ডিভাইড হয়েছে। সেই তো অ্যাডভোকেট জেনারেল আসল। তাহলে আবার কিণ্ড নূতন করে নূতন ইলেকশন হল। মানে অফিস বেয়ারার চেঞ্জ হলো সমস্ত রিজার্ভেশন চেঞ্চ হবে, সব চেঞ্জ হবে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- তখন কিন্তু প্রসঙ্গটা এরকম এসেছিল এই বিধানসভার ইফ নাই মেম্বারী ডাজ নট ফেইল সম্ভবত আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতাই তখন তুলেছিলেন। তখন তিনি পেছনের বেঞ্চে হয়তো বসতেন। তখন প্রসঙ্গটা এরকম এসেছিল যে, এটা নিয়ে যদি কেউ কোর্টে যায় তাহলে গভর্নমেন্ট হারবে। এখানে দাঁড়িয়ে বিকাশ ভট্টাচার্য্য বলে গেছেন যদি কেউ কোর্টে যান তাহলে তিনি হারবেন। তারপরে কিন্তু কেউ কোর্টে যায় নি। এখন প্রশ্নটা যেটা দাঁড়াচ্ছে ফাস্ট ইলেকশন অর সেকেণ্ড ইলেকশন অর থার্ড ইলেকশন, এই প্রশ্ন নিয়ে তখন বিতর্ক হয়েছিল। এখন যদি প্রশ্নটা এই হয় তাহলে ওটা ফাস্ট হবে না সেকেণ্ড হবে না থার্ড হবে, যেটা ঠিক হবে সেটাই আমরা করব, অসুবিধার কিছু নেই। এই যে চেঞ্জ যেটা করা হচ্ছে এটা প্রয়োজনে করছি আমরা এবং আমাদের ইচ্ছার উপর এই চেঞ্জটা নির্ভর করছে না। এখন ধরুন একটা বিষয়ে আমরা নিজেরা পরিস্কার না, এই ডিসিশানটা নিতে গিয়ে আমাদের তিন চারটা মিটিং করতে হয়েছে ল, সেক্রেটারী ওয়াজ অলসো ইন্‌ভলভ্। সেই সময় পঞ্চায়েতের ডিরেক্টর সচিব ইনভলভ, অ্যাডভোকেট জেনারেল ইন্‌ভলভ্ সবাই মিলে আমরা কথা বলেছি কিন্তু ভিন্ন মত ছিল। আমরাই প্রশ্ন করলাম, পঞ্চায়েতের ভেতরে আপনারা পঞ্চায়েত এলাকাটা নিচ্ছেন হোল স্টেট কি করে। আর যদি হোল স্টেট হয় তাহলে এই আইনটা কেন সিক্স্ সিডিউল এরিয়াতে ইম্‌প্লিমেন্টেড হবে না দ্যাট কোয়েশ্চান রেজড বাই আস। কিন্তু আমাদের বন্ধুরা বলেছেন স্টেট বলাতে আমরাতো একটু কনফিউস হয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে, আমরা তাহলে এটা ধরে প্রসিড করি। লেট অ্যাজ্ অ্যাপ্রোচ্ দা গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লেট দেম মেইক ইট ক্লীয়ার অ্যাণ্ড দো লেট আলটিমেটলি দে হ্যাভ মেইক ইট ক্লীয়ার। অ্যাকর্ডিংলি আমরা মনে করেছি এখন যদি অ্যামেন্ডমেন্ট না হয়, তাদের ক্ল্যারিফিকেশনের পরে যদি আমরা আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে এটা ভুল হবে। তখন আপনারাই বলবেন এরকম একটা আসার পরে কেন আপনারা করলেন না। কেন চাপিয়ে রাখলেন, দ্যাট্ ইজ দা রিজন। এই দিক থেকে এটা এসেছে। এখন যদি এটা ফাস্ট না হয়, আবার যদি এটাই ফাস্ট হয় কারণ এটা যদি করতে না হত তাহলে এভরিথিং ইজ রেডী, কোন প্রবলেম নেই। এখন আবার নূতন করে হোল এক্‌সার্‌সাইজটা করতে হবে ইট উইল বি লট অভ্ টাইম। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যে প্রসঙ্গটা বলতে চাইছি যে, আইন ইত্যাদি তৈরী করার ব্যাপারে রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে মানে এই যে বিতর্কটা করি এতে কিন্তু পাবলিক কন্‌ফিউজড হয়ে যেতে পারে। নিশ্চয়ই যার যার ভিউ পয়েন্ট থেকে কথা বলবেন, কথা তো সবাই বলবেনই। আমার কাছে যে প্রশ্ন মনে হয়েছিল কিছু অস্পষ্টতা আছে আমি যতটুকু বুঝি বা এটার যে অবজেক্টিভ্ সেটা মাথায় রেখে এটা বললাম। এখন যদি কারও মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকে তার থেকে যে যেভাবে বুঝবার সেটা বুঝে নেবেন। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- এক মিনিট স্যার, এই যে অ্যামেন্ডমেন্টটা অরিজিন্যাল অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা এনেছেন এটাতে কিন্তু যদি ফিলদি ল্যাঙ্গোয়েজ কোন মেইল মেম্বার কেন যেকো মানুষই করে সেই ক্ষেত্রে আই পি সি কিন্তু কাভার্ড। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার অ্যামেন্ড বিডিও কিন্তু এই অ্যামেন্ডমেন্টে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় বিধায়কের বক্তব্য শুনেছি; শব্দগত অস্পষ্টতা শুনিনি। যাই হোক, উনি যে অফিসার বন্ধুদের সম্পর্কে যেটা বলেছেন, আমরা এখানে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে বলছি। এই আইনটা কিন্তু অফিসার থেকে শুরু করে সবাই কাভার করছে। তারপরেও আমি বলছি উনি যে কথাটা বলেছেন হয়তো কোন কোন সময় এরকম হলেও হতে পারে। এটা আমরা প্রশাসনিকভাবে দেখব। আমি গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরকে বলব তারা কথা বলে যদি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ দিক থেকে যদি কোন ডাইরেকটিভ দিয়ে এই জিনিসটা কাভার করা যায় উই উইল লুক ইট।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেব। তারপর সংশোধনী প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারা ভোটে দেব। সর্বশেষে বিলের অন্তর্গত অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দেব।

এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয় কর্তৃক বিলের অন্তর্গত ৫নং, ৯নং, এবং ১২নং ধারার উপর উপনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবগুলি হলো ঃ-

1. In Sec. 22 aftr Clause 91) and before Sec. 49, a new Sub-Clauseng be inserted in THE TRIPURA PANCHAYATS (THIRD AMENDMENT) Bill, 2003 (The Tripura Bill No. 11 of 2003) as follows :-

"(g) If being any prescribed authority of the State being male member uses in any meeting or public place abusive of filthy languages at any woman Pradhan/Up-Pradhan/ Member or behavs in a manner derogatory to the dignity of women in discharge of his official duty while exercising any of the power, function under this Act shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to Rs. 100 - (Rupees one hundred or both and the ofrence punishable under this provision shall be cognisible."

2. In Section 81 after Clause (g) and before Section 121, a new Sub-Clause (h) be inserted in THETRIPURA PANCHAYATS (THIRD AMENDMENT) BILL, 2003 (The Tripura Bill No. 11 of 2003) as follows :-

"(h) If being any prescribed authority of the State being male member uses in any meeting or public place abusive or filthy language at any Woman Chairman/Vice Chariman/Member or behaves in a manner derogatory to the dignity of woman in discharge of his official duty while exercising any of the power function under this Act shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to Rs. 100/- (Rupees one hundred) or both and the offence punishable under this provision shall be cognisible."

(3) In Section 134 after Clause (f) and before Section 135, a new Sub-Clause (g) be inserted in THE TRIPURA PANCHAYATS (THIRD AMENDMENT) BILL 2003 (The Tripura Bill No. 11 of 2003) as follows :-

"(g) If being any prescribed authourity of the State being male member uses in any meeting or public place abusive or filthy language at any Woman Sabhadhipati/ Sahakari Sabhadipati/ Member or behaves in a menner denogatory to the dignity of woman in discharge of his official duty while exercising any of the power, function under this Act shall on conviction be punishable with imprisonment for a therm which may extend to one month or with fine which may extend to Rs. 100/- (Rupees one hundred), or both and the offence punishable under this provision shall be cognisible."

(বিলের ধারার উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সভা কর্তৃক বাতিল হলো।)

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো -

" The Tripura Panchayats (Third Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 11 of 2003)" বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবটি ধ্বণিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :- এখন আমি বিলের অন্তর্গত ৫নং, ৯নং এবং ১২ নং ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ৫নং এবং ১২ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক্।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :- এখন আমি বিলের অন্তর্গত অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং, ৬নং, ৭নং, ৮নং, ১০নং, ১১নং, ১৩নং, ১৪নং এবং ১৫নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :- বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহতী হলো।)

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :-

"The Tripura Panchayats (Third Amandment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 11 of 2003)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **:**- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে - "The Tripura Panchayats (Third Amendment) Bill, 2003 (Tripura Bill No. 11 of 2003)" পাশ করা হোক্।

মিঃ স্পীকার :- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল পঞ্চায়েত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, দ্য ত্রিপুরা পঞ্চায়েত থার্ড এমেন্ডমেন্ট বিল, ২০০৩ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ১১) অব ২০০৩ পাশ করা হোক।

(ধ্বনী ভোটে বিলটি সভা কর্তৃক পাশ হল)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, গতকাল কোশ্চেন আওয়ারের সময় আমি যখন তিনটা ডাইভারশান স্কীম্ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম, তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমি যে কাগজগুলি পড়ছি সেগুলি যদি উনার কাছে দিয়ে দেই তাহলে উনি দেখবেন। আমার একটা ভয় হচ্ছে, উনার কাছে দিলে পর উনি আবার বাদলবাবুর বিরাগভাজন হবেন কিনা। বাদলবাবুর কাছে অনুরোধ বিরাগ হলেও অন্তত যাতে চীপ্ মিনিষ্টারসীপটা যাতে খারিজ না করেন। এই অনুরোধ রেখে আমি এটা দিয়ে দিলাম।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**- ভুল করছেন, আমি বলছি, পি.ডব্লিউ.ডি. মিনিষ্টারের হাতে আপনি দিন। তিনি দেখবেন। কোন অসুবিধা নাই। ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই।

HALF AN HOUR DISCUSSION

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে, হাফ-এন-আওয়ার ডিসকাশন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হাফ-এন-আওয়ার ডিসকাশনের উপর নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, আগরতলার জি.বি. হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকটিতে রাজ্যবাসীর স্বার্থে উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও চালু না হওয়া সম্পর্কে।

তবে আমি এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য অশোক বাবুকে আমি বলছি, যেহেতু এই নিয়ে আপনি প্রশ্ন এনেছিলেন (তাড়কা চিহ্নিত প্রশ্নের নাম্বার ১৪৫) কিন্তু প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি - কিন্তু তথাপি অন্য আর একজন মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই জন্য এখন আমি মাননীয় সদস্য অশোক কুমার বৈদ্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি, হাফ-এন-আওয়ার হয়ে আর যদি কেউ বক্তব্য রাখেন, কারন আপনি ১৫ মিনিট সময় পাবেন। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় নন-লেপেবন ফাণ্ড থেকে ১০ কোটি টাকায় জি.বি. হাসপাতালের পাশে সুপার স্পেশালিটি ব্লকটি তৈরী করা হয়েছে। আমাদের ধারনা ছিল সেখানে অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক ব্যবস্থা থাকবে। এই জন্য এটা তৈরী করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিয়েছেন, সেটা দেওয়া আগে নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রকল্প পাঠানো হয়েছিল। সেটার মধ্যে কি পরিকল্পনা ছিল সেটা জানা নেই। এটা উদ্বোধন হওয়ার পর থেকে যেভাবে চলছে তাতে একটি ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে - কি হবে কেউ জানেন না। ২০০২ইং সালের ২৯শে আগষ্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিধানসভার যে অধিবেশন হয়েছিল তখন অধিবেশনে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এই সুপার স্পেশালিটি ব্লকটিতে ১৫৬ জন ডাক্তার ৩০০ জন নার্স এবং ৫৩০ জন স্টাফ নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু তখন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কথা বলেন নি যে এটা নিয়ে আমরা কেয়ার ফাউণ্ডেশানের সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছি। বা এটা বেসরকারীকরন করতে যাচ্ছি। এমন কোন বক্তব্য পেশ করেন নাই। এই অধিবেশনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী হায়দ্রাবাদের কেয়ার ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বা রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। উনার পরামর্শেই হউক বা উনার নিজের থেকে হউক আলোচন হয়েছে। যার প্রতিশ্রুতিতে ১৪ই সেপ্টেম্বর এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর ঐ হায়দ্রাবাদের কেয়ার ফাউণ্ডেশনের কর্মকর্তারা এসেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে। পরবর্তী সময় ২১শে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর এসেছেন সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তড়িঘড়ি করে ৪ঠা অক্টোবর এটা উদ্বোধন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু এখানে চিকিৎসার কোন পরিকাঠামো তৈরী করা হয় নি। ৪ঠা অক্টোবর মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে এটা উদ্বোধন করা হয়েছে। এখানে টেলি মেডিসিন চালু করেছেন ঐদিনই। তখন রাজ্যসরকারকে ফার্স্ট পার্টি করে হায়দ্রাবাদের কেয়ার ফাউণ্ডেশনকে সেকেণ্ড পার্টি করে একটা মেমোরানডাম অব্ আণ্ডারস্টেনডিং করেছেন। এতে উল্লেখ ছিল টেম্পোরারী ইনস্টেলশন অব্ ইকুপমেন্ট ফর এন ইনেশিয়াল পিরিয়ড অব্ থ্রি মানথ সাচ এজ হার্টলেন্ট মেশিন ভেন্টিলেটারস মনিটরস কালার টপলার ডিজিটল ই.সি.জি. মেশিন, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অন্তত তিন মাসের মধ্যে এগুলি চালু করার কথা ছিল। দেখা গেল ঐ সময় থেকে মানে এখন যেটা আছে শুধু ডিজিটল ই.সি.জি. মেশিন চালু আছে আর কোন কাজ হয়নি। ৪ঠা অক্টোবর উদ্বোধন হয়েছে এখানে বলা হয়েছিল ২৬শে জানুয়ারী তিন মাস পরে হলে ২৬শে জানুয়ারী থেকে এগুলি আরম্ভ করবে কিন্তু ২৬শে জানুয়ারীও আরম্ভ করতে পারে নি। সেটা আরম্ভ হয়েছে ১লা থেকে। যদি আমরা হিসাব ধরি, জানুয়ারী থেকে হিসাব ধরলে এখন প্রায় এক বছর হয়ে যাচ্ছে। আর ১লা মে থেকে ধরলে আরও কিছু কম হবে। যাই হউক, এগুলি এখনও চালু হয়নি। এখানে কেয়ার ফাউণ্ডেশন এবং রাজ্যসরকার মিলে এখানে একটা নিরপেক্ষ সোসাইটি গঠন করেছে। সোসাইটির কর্মকর্তারা মেইনলি চেয়ারম্যান, মেম্বার সেক্রেটারী কেয়ার ফাউণ্ডেশনের লোকই হয়েছেন আর বাকি তিনজন রাজ্য সরকারের লোক। এই ৫জন মিলে এখানে একটা সোসাইটি করেছেন। কিন্তু এই সোসাইটি রাজ্য সরকার বা আমাদের রাজ্যের জনগনের স্বার্থের কথা কতটুকু চিন্তা করবে? এখানে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে এই এগ্রিমেন্টে কি কি ধরনের চিকিৎসার সুবিধা থাকবে এই সবের ধার্য্য মূল্য কত হবে বা কত বছরের জন্য এটা কনট্রাক্ট থাকবে এর বিস্তারিত কিছু উল্লেখ নেই। এখানে আমরা দেখছি যে এই কমিটি রাজ্যের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে পারবে না। প্রাথমিকভাবে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারছি। কারণ, এখানে দেখা গেল ও.পি.ডি. চালু হয়েছে, ও.পি.ডি. ফিস ২৫টাক, ডাক্তারের

ভিজিট ১২৫ টাকা, এখানে ইকোকার্ডিওলজি যেটা করা হচ্ছে ৭শত টাকা নেওয়া হচ্ছে যেখানে জি.বি. হাসপাতালে রেইট হচ্ছে চারশত টাকা। তাহলে প্রাথমিকভাবে এখানে আমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে রেইটের দিক দিয়ে এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। পরবর্তী সময় এক বছরের মধ্যে আরও যেগুলি করার কথা এখানে মেডিক্যাল সাইডে করার কথা কার্ডিওলজি, গ্যাস্ট্রো এনটারওলজি, নিউকোলজি, নেপকোলজি। সার্জিক্যালে কার্ডিওথেরোসিস সার্জারী, গ্যাসট্রিক সার্জারী, ইউরোলজি, নিউরোসার্জারী আরও তকগুলি আছে কিন্তু দেখা গেল কিছুই চালু হচ্ছে না কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল

এই যে কেয়ার ফাউণ্ডেশন যে এখন চলছে এখানে সর্বসাকুল্যে ১৫ জন স্টাফ আছে। প্রজেক্ট ডাইরেক্ট হিসাবে নীলমনি দেববর্মা আছেন উনি ৩০ হাজার টাকা বেতন নিচ্ছেন। ডাঃ কেশব চক্রবর্ত্তী আছেন উনি ২৩ হাজার টাকা বেতন নিচ্ছেন। এখানে ডাইরেক্টরের পি.এ. আছেন চার হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন একাউন্টেন্ড আছে তিনি ও চার হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন। এছাড়া আর ছয়জন স্টাফ আছেন কেয়ার ফাউণ্ডেশনের। এখানে টেকনিশিয়ান একজন আছেন লেকটেকনিশিয়ান একজন আছেন ফার্মাসিস্ট একজন আছেন, এখানে মিনিমাম ডাক্তার ডি এম থাকার কথা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ডাক্তার এখন সর্বসাকুল্যে দুই একজন আছেন। সময় সময় আসে আবার থাকে না। এখানে এম ডি ডাক্তার দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের ১৫ জন ডাক্তারকে স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু তারা এখনো ইনবলব হন নি। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছিলেন বর্তমানের আয় হচ্ছে ১ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। আর এদিকে খরচ হচ্ছে দুই লক্ষ টাকার উপরে প্রতি মাসে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো উদ্বোধনের দিন যে ১৮ জন রোগীকে এখানে দেখানো হয়েছিল এই ১৮ জন লোকই এখান থেকে পরিষেবা পান নি। চার জনকে বাইরে রেফার করেছেন একজনকে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে রেখেছেন। আর বাকী রোগী যারা ছিল তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করে দিয়েছেন। এর মধ্যে কৈলাশহরের একজন রোগী ছিলেন। কৈলাশহরে টেলিমিডিসিন চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি হয় নি। সেই ছেলেটাকে পরে বাইরে চিকিৎসা করানো হয়েছে। বিরোধী দলনেতা সেখানে যাওয়ার পর ছেলের সঙ্গে কথা বলার পর পত্র পত্রিকায় উঠার পর সেগুলি হয়েছে। তাহলে এই যে তড়িঘড়ি করে কোন পরিকাঠামো ছাড়া হাসপাতালটা উদ্বোধন করা হলো সেটা কেন করা হলো। সেখানে কারও স্বার্থ জরিত ছিল, বা সামনে নির্বাচন সেই নির্বাচনের আগে লোক দেখানোর জন্য এটা করা হয়েছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রের বিরোদ্ধে বামফ্রন্ট আন্দোলন চালাচ্ছে ও বিরোধিতা করছে।

এখানে আর একটা জিনিস দেখা গেছে সরকারের টাার নির্মিত ঘর সেটাকেও লিস্ট দেওয়ার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিচ্ছেন। এখানে পেথোলজিকাল স্টার্ট করার জন্য দিল্লীর একটা পেথোলজিক্যাল লেব রে সঙ্গে আলোচনা চলছে। এটা পত্রপত্রিকায় উঠেছে। এক দিকে যেমন বেসরকারী করনের বিরোদ্ধে লড়ছেন অন্য দিকে বেসরকারী করনের জন্য ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেটা আমরা মনে এই যে সুপারস্পেশালিটি ব্লু নিয়ে কেয়ার ফাউণ্ডেশনের যে যে চুক্তি করেছেন। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিয়েছেন দশ কোটি টাকা তার চেয়ারম্যান কে.সি. পন্থ। উনার পিতা গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এই হাসপাতালের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেই কারণে একটা সহানুভুতি থাকবেই। সরকার ইচ্ছা করলে উনার সঙ্গে আলোচনা করে আরও প্রচুর টাকা আনার স্কোপ ছিল। সরকার নিজেই এটা করলে ভাল হত। মনে হয় না কেয়ার ফাউণ্ডেশান এখানে আসবে। এক বছর হয়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যটা সফল হচ্ছে ন। এই কেয়ার ফাউণ্ডেশান তারা আবার আসবে কি না আমার সন্দেহ। কাজে কাজেই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা দরকার। এখানে যেহেতু তারা মেমোরেণ্ডাম অব আণ্ডারস্টেন্ডিং চুক্তিটাকে ভঙ্গ করছে তাই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেওয়া দরকার। আর তা না হলে রাজ্যসরকারের নিজস্ব উদ্যোগে এটা পরিচালনা করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার হাল হকিকত আরো খারাপ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য প্লিজ কন্ট্রোল করুন। আধ ঘন্টার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে হবে।

শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য ঃ- স্যার, ৫ মিনিট। আমি শেষ করে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, তা অনেক হয়েছে। আপনি পাবেনই ১৫ মিনিট। আপনার ১৫ মিনিট হয়ে গেছে। আর আপনার এক মিনিট আছে। এই এক মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য ঃ- আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। এখানে রাজ্যসরকার বলছেন ৪৪২ জন মেডিকেল অফিসার, ৭৭ জন এম.ডি. এবং ৭২৮ জন স্টাফ নার্সের অভাব রয়েছে। এত সংখ্যক ডাক্তার বা নার্সের অভাব থাকলে রাজ্যে সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা কিভাবে হচ্ছে? এখানে ২২৭ জন ডাক্তারের শূন্য পদরয়েছে নার্সের শূন্য পদ আছে ৪০০ জন অথচ আমাদের রাজ্যে ডাক্তার বেকার আছেন সরকারী মতে ১২৭ জন এবং বেসরকারী মতে ১৭০ জনের মত।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য এইগুলি সব আলোচনা হয়েছে।

শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য ঃ- এই বেকারদের থেকে নিয়োগ করা যেতে পারে। এখানে ডাক্তার বাবুরা স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে যাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে মাননীয় সদস্য। প্লীজ শেষ করুন।

শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য ঃ- এই রাজ্যে ২২টি হেলথ সেন্টারে কোন এম্বোলেন্স নেই। দুটি মাত্র সাবডিভিশানে ব্লাড ব্যাংক আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় অশোক বাবু আপনাকে অনুরোধ করব আপনি শেষ করুন। আপনার সময় শেষ। আর আপনি যেগুলি বলছেন সেইগুলি নিয়ে তো বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আপনি সুপার স্পেশালিটি ব্লকের বাইরে আলোচনায় চলে যাচ্ছেন।

শ্রী অশোক কুমার বৈদ্য ঃ- এই স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহার অবস্থার জন্য আমি সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবী করছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এক মিনিট, স্যার কৈলাশহরের যে ছেলেটি সরকারী ব্যবসথাপনায় না কি ফাউমেডশানের ব্যবস্থাপনায় সে অপারেশান করে এসেছে এবং তাকে আবার চেক-আপ করার জন্য যেতে বলা হয়েছে কিন্তু সে এখন ঔষধ কিনে খেতে পারছেনা। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ রাখছি।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার, আমাকে বললে আমি ব্যবস্থা নেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) **ঃ-** স্যার ২৪ তারিখে যখন প্রশ্নটা উঠে তখন আমি মোটামোটি সংক্ষেপে সুপার স্পেশালিটি ব্লকের লেটেস্ট পজিশানটা বলবার চেষ্টা করেছি। হয়তো মাননীয় সদস্য তার অবগতির জন্যই আজকে এই বিশেষ আলোচনা চেয়েছেন। উনি যে সমস্ত তথ্যগুলি এখানে আলোচনায় এনেছেন আমি সেইগুলিতে কন্ট্রাডিকশানে যাচ্ছি না। কিন্তু বেকগ্রাউণ্ড যেটা মাননীয় সদস্যের হয়তো জানা ছিল না বা অনেক সদস্যের জানা নেই, এটা ঠিক যে রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনাটা নেয় এবং রাজ্যসরকার চালাবে প্রথম অবস্থায় এইরকমই পরিকল্পনাটা ছিল। নন্ লেপসেবল সেন্ট্রাল রিজার্ভ রিসোর্স পোলের যে টাকা সেই টাকা থেকেই নাইনথ ফিনান্স কমিশনে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং তার পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে যে টাকা খরচ হয়েছে আমি সেদিনও বলেছি যে প্রায় ১২ কোটি টাকার উপর আমরা খরচ করেছি লাস্ট সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। আমি সঠিক টাকার অংকটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সিভিল কনস্ট্রাকশানের জন্য ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা লাস্ট সেপ্টেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত। বর্তমানে সুপার স্পেশালিষ্ট ব্লক যখন তৈরী হয়েছে সেই বেকগ্রাউণ্ডে আমি যাচ্ছি। রাজ্য সরকারের প্ল্যান ছিল জি.বি. হাসপাতালটা সম্প্রসারন করার জন্য ব্লকটি ব্যবহার হবে এবং

সেই অনুযায়ী সুপার স্পেশালিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ এই নতুন ভাবে চালু করা হবে। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য যখন স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স এবং ও.টি অ্যাসিস্টেন্টদের সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য দিল্লীতে এইমসে দুই দফা প্রায় ৩ মাস করে প্রশিক্ষনের জন্য পাঠায় এবং মাননীয় সদস্য বলছেন কত জন ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সেই সময় টেণ্ডার প্রসেস করা হয়েছিল। পরবর্তী সময় যখন সমস্ত জিনিসটা পর্যালোচনা হয় তখন দেখা যায় যে এই রকম ৮,৯টা বিষয়ে সুপার স্পেশালিটি ট্রিটমেন্ট দিতে যাওয়া এবং কার্ডিউথোসিস সারজারি চালু করবার মত আনুসঙ্গিক পরিকাঠামোর টাকা এবং বিশেষ চিকিৎসকের দরকার সেটা আমাদের হাতে নেই। এবং এই দুইটা বিষয়ে আমাদের সামনে সেই মসয় নতুন ভাবে চিন্তা করার জন্য আমাদেরকে তারিত করে এবং সেই সময় রাজ্য সরকার আমাদের জনগনকে যে কথাটা দিয়েছিল এর থেকে পিছে না এসে যাতে যৌথ উদ্যোগে হলেও এই ধরনের পরিষেবা আমাদের রাজ্যে আমরা চালু করতে পারি তার চেষ্টা করি এবং তখনঃ না যায় যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে উনি তার সদিচ্ছাতেই হায়দ্রাবাদে কেয়ার ফাউণ্ডেশানের কথা তিনি বলেন এবং একটা পরিকল্পনা তখন তৈরী হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্ত্তী একটা সোসাইটি গঠি ত হয় এবং ৩রা অক্টোবর ২০০২ইং সনে এটা রেজিষ্ট্রি হয়। আমি এত ডিটেইলসে যাচ্ছি না, কত ডাক্তার, কত নার্স আমরা ট্রেনিং দিয়ে এনেছি এবং এটা ঠিক যে সমস্ত ডাক্তার নার্স আমাদের এখানে থাকে তাদেরকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য নিয়েছিল। গত ১ বছরে আমি বলতে পারি যে আমাদের জি.বি. হাসপাতালে যে ডিসিপ্লিনগুলো আছে, বিশেষত মেডিসিন লাইনের ডাক্তারবাবুরা গিয়েছিলেন সেখানে ট্রেনিং এর জন্য। জি.বি. হাসপাতালে তাদের সার্ভিসটা কিন্তু আমরা ইউটিলাইজ করছি। তার সোসাইটি যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে তো এখানে কারেরা কোন প্রশ্ন উঠেনি, সেখানে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী আছেন এবং হায়দ্রাবাদের কেয়ার ফাউণ্ডেশান - এর ভাইস চেয়ারম্যান াছেন ঐ কেয়ার ফাউণ্ডেশনেও ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ ভি.প্রসাদ রাও তিনিও আছেন এবং কেয়ার ফাউণ্ডেশানের আর একজন ডাক্তার বাবু আছেন উনি ডঃ বি.সোমা রাজু এই রকম ৭ জনকে নিয়ে সোসাইটি গঠিত হয়েছে। রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের কমিশনার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা রয়েছেন। মাননীয় সদস্য যে সমস্ত টারিফের কথা বলেছেন, এই টারিফটা ঠিক করার জন্য কিন্তু এখানে একটা কমিটি আছে। আরল্টিরিলি কেয়ার ফাউণ্ডেশন সেই টারিফটা করে নেয়, এখানে যৌথ ভাবেই এই সোসাইটি তারা নিজেদের মধ্যে একটা কমিটি তৈরী করে দিয়েছেন যে এখানে জনপ্রতিনিধিরাও আছেন এবং তারা টারিফটা ঠিক করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এটা ঠিক যে জি.বি তে বা আমাদের রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালের যে টারিফ তার থেকে একটু আলাদা সেই টারিফ এবং আমি এটা বলেছি সেইদিনও মে মাস থেকে আমরা ও.পি.ডি চালু করছি এবং ও.পি.ডি তে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫৯০ জন রোগী ট্রিটমেন্ট পেয়েছেন এবং তার থেকে এখন পর্য্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৯৪ টাকা রেভিনিউ হিসাবে আর্ন্ড হয়েছে। এটা ঠিক যে রেভিনিউ যা আ্যান্ড হচ্ছে তার মাসিক যে খরচ হচ্ছে তার মধ্যে কিছুটা ডিফারেন্স আছে ২ লক্ষ টাকার মত প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে কিছু বেশী। এবং সেইদিন প্রশ্নোত্তরের সময় জনৈক সদস্য বলেছিলেন যে কোন সুপার স্পেশালিটি ডাক্তার এখানে আসছেন না এটা ঠিক নয় কিছু দিন এসেছেন পরে আর আসেন নি এই কথাটা ঠিক নয় আমি সভাকে একদম পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে জানাচ্ছি যে যেদিন আমরা ও.পি.ডি. চালু করেছি দ্যাট মিনস্ ১লা মে, ২০০৩ ইং সেইদিন যিনি ডাক্তারবাবু ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ নির্মল কুমার উনি এম.ডি.ডি.এম ছিলেন সুপার স্পেশালিষ্ট এবং ইন্টারেটেড্লি এখন পর্যন্ত ১৮ জন ডাক্তার এই ও.পি.ডি. এটেণ্ড করছেন এবং আমি এটাও বলছি একদিন একজন ডাক্তার বাবু ট্রেনজিটে ছিলেন আমাদের যে বিমান আসার কথা ছিল সেদিন বিমান যাত্রা বাতিল হয় সেইজন্য আসতে পারেন নি। সেটা হচ্ছে ২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার সেদিন যে ডাক্তার আসার কথা ছিল সে আসতে পারে নি তার জন্য বহিঃবিভাগের রোগী দেখা বন্ধ ছিল এবং সেটাও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে দেওয়া যাবে না এবং এখন যিনি ডাক্তার সেই সুপার স্পেশালিটিতে কাজ করছেন ডাঃ রাজীব মেনন, এম.ডি., ডি.এম.বি। এবং আমি এটাও

উল্লেখ করছি যে এটা ঘটনা না যে এখান থেকে তাদেরকে তারা রেফার করার প্রয়োজন মনে করছে যেহেতু এটা ও.পি.ডি. এখানে ইনপেশেন্ট এডমিশানের কোন স্কোপ নেই বা সারজিকেল ইন্টার পেশেন্ট যদি কোন প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটাকে রেফার করতে হবে। সেই সব ক্ষেত্রে তারা রেফার করে দিয়েছেন। তারা প্রথমে জি.বি. তে ধরুন ইনটেনসিভ কেয়ারের দরকার হয় জি.বি.তে প্রথম দিচ্ছে তারপর সাজেষ্ট করছেন পেশেন্টকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বিভ্রান্তিটা আমার মনে হয় আমাদের সদস্যদের মধ্যে থাকা উচিৎ নয় এবং যারাই এখানে গেছেন ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন আমি খবর নিয়ে দেখেছি এবং জি.বি.তে যার ডাক্তার আছেন তাদের সাথেও কথা বলেছি যে যেটুকু ও.পি.ডি. সার্ভিস দিচ্ছে ভাল দিচ্ছে। এবং তাদের যে প্যাথলজি বা মাইক্রোভায়লজি যেগুলি আছে উন্নতমানের টেকনিশিয়ার, উন্নতমানের ইনসস্টোমেনস্ বা সব মিলিয়েই একটা সেটিসফেকশান পেশেন্টরা কিন্তু নিয়ে আসছে। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে সেই রকম কেউ কমপ্লিন নিয়ে আসে নি যে টারিফটা বেশী এটাকে কমানো দরকার আছে। এবং মার্কেটে এটা দেখবেন আমরা কমপেয়ার করছি জি.বি. সুপার স্পেশালিটিতে টারিফ, জি.বি.-হাসপাতাল বা অন্যান্য হাসপাতালে টারিফ এবং অপেন মার্কেটে যে টারিফ আছে তিনটা টারিফের মধ্যে ভেরিয়েশান আছে। এখন মানুষের সেটিসফেকশান হচ্ছে মানুষ কিন্তু মেনে নিয়েছে। যদি বুঝতাম যে কোন তরফ থেকে যে বি.পি.এল. লেবেলে নীচের লোক এর জন্য কি ব্যবস্থা আছে। সেটাও আমি বলছি যে এখন পর্যন্ত যত কেইস আমরা বাইরে রেফার করছি স্টেট ইনলেস ফাণ্ড থেকে আমরা সেখানে এসিসটেন্ট টু প্রভাইড করে দিয়েছি। কাজেই সেই দিক থেকেও আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয়েছে। যেটা মূল প্রশ্ন আমি সেইদিনও বলেছি যে আমাদের লক্ষ্য কিন্তু ও.পি.ডি. পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইমিডিয়েটলি তারা ইনপেশেন্ট এড্‌মিশানের কাজ শুরু করুক তার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে মিটিং ও হয়ে গেছে আর তার পরবর্তী সময়ে সারিজিক্যাল ইউনিট যেটা সেটা তৈরী করবার জন্য তাদের যে রিকিউজিট তারা জানিয়েছিল আমরা সেইভাবে সেটাকে তৈরী করে দিয়েছি। আমার মনে হয় না এখন আমাদের সাইড থেকে কিছু করবার বাকি আছে। এবং লেটেষ্ট পজিশন যেটা আমি গত পরশু দিন খবর নিয়েছি সেটা হচ্ছে কেয়ার ফাউণ্ডেশনের যিনি সেক্রেটারী হি ইজ ভেরী মাচ্ উইথ্ টাচ্ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া হাই অফিসিয়েলস এবং খুব শীঘ্রই হয়তো তাদের লোনের ব্যাপারটা সর্ট আউট হয়ে যাবে এবং সেটা হলে পরে তারা মেশিন পত্র এনে ইনস্টল করবেন এবং তারা বলছেন যে আমরা খুব বেশী সময় নেব না। আমরা ইনসিস্ট করেছি আপনারা একটা ডেট এনাউন্স করুন তারা বলছে যে অনেকবার তারিখ দিয়ে আমাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের কারনেই আমরা সেই তারিখ আর এনাউন্স করছি না কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা চালু করা যায়। সোসাইটি যখন তৈরী হয় সেই সময় কথা ছিল যে ৫ কোটি টাকা করে উভয়ে কেটা করপাস ফাণ্ড তৈরী হবে। এবং সেই করপাস ফাণ্ডে আমরা প্রথমত দেড় কোটি টাকা করে জমা করি বাকিটা হচ্ছে সুপার স্পেশালিটি যে বিল্ডিংটা সেটা ইয়ারলি যে লিজের টাকা আসবে সেটাকে আমরা বলেছি দ্যাট উইল বি কনভারটেড্ টু করপাস ফাণ্ড। আর বাকি হচ্ছে মেন পাওয়ার বেং ইনস্টোলমেন্টে ৫ কোটি টাকা তারা কনট্রিভিউট করবো।

শ্রী রতন লালা নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- যদি অন্য কোন অসুবিধা না থাকে লে করে দিলে আমরা পেয়ে যাব।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা কি করে লে করবে, এটা তো ডিসকাশান মেটায়।

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ- ঠিক আছে এখানে একটাই কপি আছে। এটাকে আইডেনটি ফিকেশান-এ এটা আমার মতে তৈরী করে আমি এটার কপি দিয়ে দিতে পারব। এখানে যা আছে তাই আমি দেব।

শ্রী রতন লাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- এটা দিয়ে দিলে আমরা কালেকট করে নেব। আচ্ছা আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি কোন পশু চিকিৎসার জন্য নয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় খোয়াই পাওয়ার মুড়াস্থিত একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র করে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে বিশেষ ভাবে অনুরোধ রইল।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল ঃ- স্যার একটা এ্যাপিল আছে অনারেবল লিডার অব দ্যা হাউস ইন ফিউচার যাতে এই পিরিয়ডে যাতে শেসন ঢাকা না হয় এটা অনুরোধ করছি যেহেতু খ্রীষ্টমাস এবং নিউ ইয়ার আছে। দ্বিতীয়ত ২৫ শে ডিসেম্বর এবং ১লা জানুয়ারী সিলিব্রেইট করে আগামী ব্রাইড ভেইজ এর জন্য এই দিন এবং রাত্র যাতে ইন্টারাপটেড পাওয়ার দেওয়া হয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- ১লা জানুয়ারী সারা পৃথিবীতে ১লা জানুয়ারী। কাজেই তার জন্য আলাদা করে আমরা পাওয়ার পাব না। পূজোর সময়ে আমরা মিজোরাম থেকে পাওয়ার আনি। কারন আমাদের যেটা পূজোর উৎসব তাদের সেই সময় সে রকম কোন উৎসব থাকে না। কাজেই ওটা আনতে আমাদের তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকার বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন। প্লিজ ওয়েট এ্যাণ্ড সী লিসেন উইথ পেশানস। থার্ড যেটা বলেছেন খ্রীষ্টমাস, খ্রীষ্টমাস - এর ব্যাপারে আলাদা করে পাওয়ার - এর কোন সুযোগ নেই। কারন খ্রীষ্টমাস যেখানে থেকে আন· াদের নিজেদেরই পাওয়ার লাগে, ঐ সময় তাদেরকে আমরা পাওয়ার দিই, পূজোর সময় যখন আমি কারন চুক্তিটাই হচ্ছে হৈ সময়ে আমরা দেব এবং মিজোরামের কাছে প্রায় আমরা ৪৫ কোটি টাকার মত পাই। ফলে আপনারা যেটা বলেছেন সেটা করার সুযোগ নেই। খ্রীষ্টমাস যাতে আনন্দে সবাই অংশ গ্রহন করতে পারে তার জন্য আমাদের লিমিটেশানের মধ্যেই আমরা চেষ্টা করছি যাতে পাওয়ার ইন্টারাপটেড না হয়। আমরা আশা করছি আগামী বছর দুইয়ের মধ্যে আমরা হয়তো আরোও ৫০ মেগাওয়াট আমরা নিজেরাই জেনারেইট করতে পারব তাতে সমস্যা হয়তো সুরাহা হবে। আর সেশন যেটা বলেছেন এই ধরনের এইভাবে বলার কোন সুযোগ নেই, সেখানে তো বন্ধের দিনে ডাকি নি। ঠিক আছে এটা তো উইন্টার সেশন এটা একটু আগে পিছে করা যেতেই পারে, বন্ধের দিনে ডাকি নি।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই প্রভিশানটা দেওয়া হয়, এই জন্য একটা ওকেশান-এ দেওয়া হয় এটার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ বি.কে.রাংখল আমি কিছু বুঝতে পারি নি।

শ্রী রতনলাল নাথ (বিরোধী দলনেতা) ঃ- পূজোর সময় যেটা দেওয়া হয় চেষ্টা যাতে থাকে যাতে ১লা জানুয়ারিতে দেওয়ার জন্য।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি এটা বললাম তো সারা পৃথিবীতে ১লা জানুয়ারী আমাদের এখানে বরং ১লা বৈশাখ করব। আমি দেখেছি গত কয়েকবছর যাবৎ দেখলাম ১লা বৈশাখ ফেলে এখন ফাস্ট জানুয়ারী করতে আরম্ভ করছে। সেটা অল রাইট, এটা কারুর আপত্তি নেই কিন্তু তার জন্য এক্সট্রা পাওয়ার দিতে পারব না। দেট প্রভিশান কেন নট বা মেইড। কারন আমাদের টাকাও নেই আর কোন জায়গাতে পাবও না।

VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, নবম বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশনের আজ সমাপ্তি দিন। ২৪.১২.২০০৩ ইং তারিখে শুরু হওয়া অধিবেশনে আজ পর্যন্ত মোট চার দিন সভা হয়েছে।

এই অধিবেশনে পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি সংসদীয় গণতন্ত্রের গাইডলাইন এবং নিয়মনীতি গুলো পুংখানুপুংখ মেনে চলার আপ্রান চেষ্টা করেছি। মাননীয় বিধায়কদের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে আপ্রান থাকে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছি। ত্রিপুরাবাসীর বিভিন্ন সমস্যা এবং আবেদন নিবেদনের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময় এর মাধ্যমে যেগুলোর সমাধানকল্পে এই সভায় আলোচনা ও নীতিনির্ধারনের ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি। এজন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যে সকল প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থেকে সভার কার্য্যবিবরণীর বিষয়বস্তু

তাদের সংবাদপত্রে পরিবেশন করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধানসভার সচিব, অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারী বৃন্দ. বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসার ও কর্মীবৃন্দ এবং আরক্ষা দপ্তরের কর্মীবৃন্দের সহযোগিতার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষনা করছি।

PAPER LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Questions & Answers)

Admitted Short Notice No.1 **ANNEXURE - A**

Name of Member :- Shri Sahid Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

(১) সারা রাজ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য Survey-এর কাজ শেষ হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কি পরিমান জমি এবং মোট কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে;

(২) বেড়া দেওয়ার ফলে যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

উত্তর

(১) সারা রাজ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য জরিপের কাজ এখনই শেষ হয়নি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩৬২.১৬৩ একর ভূমির মোট ২,৬৪৬ টি পরিবার এ যাবত জরীপে পাওয়া গিয়াছে।

(২) বেড়া দেওয়ার ফলে যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং হবে তাদের ভূমি অধিগ্রহন আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং পূনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। তবে বিষয়টি যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন, এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু এখনই বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 97

Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state -

প্রশ্ন

1. there any plan to formulate pay scale and other incentive for the working journalist / reporter / correspondent of Tripura?
2. If so, when?
3. If not, why?

উত্তর

১) ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট, রিপোর্টার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা আছে।

২) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

৩) প্রশ্নই উঠেনা

Admitted Starred Question No. 102.

(Questions & Answers)

Name of Member :- Shri Arun Kumar Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খেদাছড়া থেকে দুওগঙ্গা পর্য্যন্ত (বেইলী ব্রীজ সহ) রাস্তা নির্মানের জন্য সরকার এখন পর্য্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ রাস্তাটি নির্মানের কাজ সঠিক ভাবে সম্পন্ন করে চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 104

Name of Member :- Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকার T R.T.C -কে রুগ্ন হিসাবে চিহ্নিত করেছে?

২) সত্য হলে এর কারণ কি?

৩) T R T.C -কে লাভজনক সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য রাজ্য সরকার কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর

১) না।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) T.R T.C.-কে লাভজনক সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। যথা - (i) নূতন গাড়ী ক্রয় এবং পুরাতন গাড়ী মেরামত করে বিভিন্ন রুটে চালানোর ব্যবস্থা করা হইতেছে। (ii) কর্পোরেশনের উন্নতি সাধন কল্পে সমস্ত করম নিয়োগ বন্ধ রাখা হইয়াছে। (iii) অনুৎপাদক খরচ কমানের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No.105

Name of Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to State -

প্রশ্ন

(১) বর্তমানে আগরতলা - ঢাকা - কলকাঁতা যাত্রীবাহী বাস চলাচল শুরু করার বিষয়টি কি বর্য্যায়ে আছে?

উত্তর

(১) আগরতলা - ঢাকা যাত্রীবাহী বাস পরিষেবা গত ১৯-০৯-২০০৩ ইং তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে। তবে বানিজ্যিকভাবে উক্ত পরিষেবা উভয় দেশের মধ্যে চালু হয়েছে ২২-০৯-২০০৩ ইং তারিখে।

Admitted Starred Question No.106

Name of Member :- Shri Joy Govinda DebRoy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমায় নেতাজী সুভাষ ব্রীজ থেকে গোমতী নদীর দক্ষিন পাড় ধরে রাস্তা তৈরী করে সেন্ট্রাল রোড্ পর্য্যন্ত যুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। না থাকলে কার কারন?

উত্তর

১। না।

২।গোমতী নদীর পাড় বরাবর সুভাষ ব্রীজ থেকে ব্রহ্মাবাড়ী ভায়া সেন্ট্রাল রোড্টির উন্নতি বিধানের কাজ চল্ছে। তাই বর্তমানে নেতাজী সুভাষ ব্রীজ থেকে গোমতী নদীর দক্ষিন পাড় ধরে নতুন রাস্তা তৈরী করে সেন্ট্রাল রোড্ পর্যন্ত যুক্ত করার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 109

Name of Member :- Shri Arun Kumar Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পেচারথল ব্লক এলাকায় কৃষ্ণটীলাতে মাছমারা ছড়ায় একটি মাঝারি সেচ প্রকল্প করার জন্য Central Water Commission ১৯৮৭ সাল থেকে দু বছরাবৎ সার্ভে কাজ করেছিল?

২। সত্য হলে প্রকল্পটি রূপায়নের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৩। প্রকল্পটি রূপায়ন না করা হলে কি কারণে উক্ত সার্ভের কাজ করা হয়েছিল?

উত্তর

১। সত্য।

২। প্রয়োজনীয় জরীপ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রকল্পটির রূপায়ন বাস্তবসম্মত বিবেচিত না হওয়ায় এটির কাজ হাতে নেওয়া হয়নি।

৩। প্রকল্পটির রূপায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য CWC-কে অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রকল্পটি তৈরী হওয়ার পর আর্থিক দিক থেকে লাভজনক না হওয়ায় গ্রহণ করা হয়নি।

Admitted Starred Question No. 111

Name of Member :- Shri Animesh Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার মোঙ্গিয়াকামী থেকে উত্তর মহারানী পর্য্যন্ত কোন রাস্তা নির্মনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। যদি না থাকে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১।বিবেচনাধীন।

২। রাস্তাটি TTAADC-এর আওতাধীন। TTAADC থেকে এই রাস্তাটি নির্মানের জন্য পুর্ত্ত দপ্তরের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়েছে। পুর্ত্ত দপ্তর এখনও কোন আর্থিক সাহায্য দিতে পারেনি।

Admitted Starred Question No. 114

Name of Member :- Shri Animesh Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার বড়ময়দান থেকে আমপুরা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আছে তার সংস্কারের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ইষ্টিমেট তৈরীর কাজ চলছে। প্রশাসনিক অনুমোদন ও আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা গেলে তবেই রাস্তাটি সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে। তাই এখনই সঠিক কোন তারিখ বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 115.

Name of Member :- Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই মহকুমার মহাদেবটিলা থেকে রাজনগর ভায়া তবলাবাড়ী সড়কটিতে জায়গায় খানাখন্দ তৈরী হয়ে গাড়ী চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ?

২। ইহাও কি সত্য যে এ রাস্তায় তবলাবাড়ী গ্রামে দুটি কাঠের সেতু ভেঙ্গে গেছে ?

৩। সত্য হলে রাস্তাটিকে যান চলাচল উপযোগী করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না, সম্পূর্ণ সত্যি নয়। একটি সেতু খারাপ হয়েছে এবং বাকীটি ভাল অবস্থায় আছে।

৩। রাস্তাটির খানাখন্দ ইতিমধ্যেই মেরামত করা হয়েছে এবং খারাপ ব্রীজটির মেরামতির কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই রাস্তাটিকে যান চলাচলের উপযোগী করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.120

Name of the Member :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department of Industries & Commerce (Handloom, Handicrafts & Sericulture) be pleased to State -

প্রশ্ন

১) বিগত পাঁচ বছরে এ রাজ্যে রেশম উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং

২) বর্তমানে অধিক এবং উন্নত জাতের রেশম উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৩) থাকিলে কোথায় এবং কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) বিগত পাঁচ বছরে (১৯৯৮-৯৯ ইং থেকে ২০০২-০৩ ইং) রাজ্যে রেশম উৎপাদনের মোট পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ-

ক) উৎপাদিত রেশম গুটি (ককুন) ঃ- ৭৮,২৮০ কে.জি.

খ) উৎপাদিত রেশম সূতা ঃ- ৫,৯৩৭ কে.জি. তারমধ্যে মাল্টিএণ্ড সূতা - ৫,৬০২.১৪৬ কে.জি. এবং চরকা সূতা ৩৩৪.৮৫৪ কে.জি।

২) ১৯৯৫-৯৬ইং থেকে রাজ্যে উচ্চ ফলনশীল তুঁত গাছের চাষ ও সংকর জাতের (উন্নত জাতের) রেশম পলুর চাষ হচ্ছে এবং উৎপাদিত রেশম গুটি (ককুন) থেকে উন্নতমানের রেশম সূতা রাজ্যে তৈরী হচ্ছে।

৩) বর্তমানে রাজ্যে চালু ১০টি গুচ্ছ এলাকাতেই (ক্লাস্টার) উন্নত জাতের রেশম পলুর চাষ হচ্ছে এবং উৎপাদিত উক্ত গুটি (ককুন) থেকে উন্নতমানের রেশম সূতা রাজ্যে চালু দুইটি রিলিং ইউনিটের মাধ্যমে (বাঁধারঘাট এবং শান্তিরবাজার) উৎপন্ন হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 139
Name of Member - Sri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১।ইহা কি সত্য যে, মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত ভাটী ফটিকছড়া (Tribal Village) গ্রামে এখন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল বা ওয়াটার সাপ্লাই এর কোন ব্যবস্থা নেই,

২। সত্য হলে কবে নাগাদ ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৩। করা না হলে তার কারণ?

উত্তর

১।ভাটী ফটিকছড়া (Tribal Village) গ্রামের কিছু অংশে কামালঘাট পানীয় জল প্রকল্প হতে ৬টি হাইড্রেন্ট দ্বারা জল সরবরাহ করা হয়।

২।বর্তমানে গভীর নলকূপ স্থাপনে কোন পরিকল্পনা নেই। পাইপ লাইন সংস্কার এবং বাড়িয়ে জল সরবরাহ করা যায় কি না সত্বর পরীক্ষা করে দেখা হবে। যদি সম্ভব হয় পাইপ লাইন সংস্কার ও বর্দ্ধিত করে জল সরবরাহ করা হবে।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No .193
Name of Member:- Shri Padma Kumar Deb Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার কালাছড়া হয়ে আগরতলা যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

২। থাকিলে কবে থেকে সংস্কারের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে।

Admitted Starred Question No .195

Name of Member:- Shri Padma Kumar Deb Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনীয় স্থান জম্পুই হিল আর,ডি ব্লক অফিস থেকে সর্বোচ্চ উচ্চ বেতলেং-শিব পর্য্যান্ত রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে গাড়ী চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে;

২। যদি সত্য হয় তবে, উক্ত রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে কি না?

উত্তর

১। না। জম্পুই হিল আর, ডি ব্লক (ভাংমুনে অবস্থিত) হতে ফুলদংসাই পর্য্যন্ত ২৫ (পঁচিশ) কিঃমিঃ রাস্তা পূর্ত্ত দপ্তরের অধীন এবং এতে সারাবছর যাতে সব ধরনের যান চলাচল করতে পারে তার জন্য পূর্ত্ত দপ্তর সর্বদা সচেষ্ট। তবে অংশত দুর্গমতার কারনে, বিশেষ করে বর্ষাকালে অনেক সময় আশানুরূপ দ্রুততার সঙ্গে সংস্কার করা যায় না এবং এর ফলে কিছু কিছু অসুবিধার মধ্য দিয়েই যান চলাচল করতে হয়। ফুলদংসাই থেকে বেতলেংশিব পর্য্যন্ত ১.৫০ কিঃমিঃ রাস্তা জম্পুই হিল আর,ডি ব্লকের অধীন। রাস্তার এই অংশটুকু অত্যন্ত উঁচু / খাড়া ভাবে হওয়ায় গাড়ী চলাচল করতে পারে না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No .197

Name of Member :- Shri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। বর্তমানে বিশালগড় Block ও জম্পুইজলা Block এলাকায় নুতন কোন জল সেচের জন্য Diversion Scheme করার পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। যদি কোন পরিকল্পনা থাকে তবে কোথায় কোথায় করা হবে এবং কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। বিশালগড় ব্লক অধীন লালসিংমুড়ায় আনিকছড়ার উপর সেচের জন্য ডাইভারসান প্রকল্প নির্মানের অনুমোদন আছে। প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য সহসা দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

জম্পুইজলা ব্লক এলাকায় নিম্নলিখিত স্থানে ডাইভারসন প্রকল্প করার পরিকল্পনা আছে -

ক) চাকলাকছড়ার উপর

খ) উজান লারমা

গ) পাইলাভাঙ্গা-রা মদুর্গাছড়ার উপর।

ঘ) বালিয়াগাঙ্গ-রা মদুর্গাছড়ার উপর।

প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে (ক গ) প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর প্রকল্প রূপায়ন বাস্তবসম্মত বিবেচিত হওয়ায় বিস্তারিত জরীপ এবং অর্থ মঞ্জুরী পাওয়ার পর কাজগুলোতে হাত দেওয়া সম্ভব হবে।

চতুর্থ প্রকল্পটির (ঘ) সম্ভাব্যতা যাচাই'র জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ সহসাই করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No .205

Name of Member:- Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পূর্ব কল্যাণপুর গাঁও সভার অন্তর্গত বাতেখা L.I. Scheme -এর লাইন সম্প্রসারন ও মেরামত না করার কারণে কৃষকরা জল পাচ্ছে না,

২। সত্য হলে অনতিবিলম্বে লাইন সম্প্রসারন ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হবে কিনা;

৩। না হলে তার কারন?

উত্তর

১। আংশিক সত্য।

২। সত্বর লাইন সম্প্রসারন ও মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হবে।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ANNEXURE-'B'

Admitted Un-Starred Question No.1

Name of Member:- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার সুভাষপার্ক কালীবাড়ী থেকে এয়ার পোর্ট হয়ে তাঁত চৌমুহনী শেওড়াতলী রোড অব্দি সড়কটি কবে নাগাদ সংস্কার করে যান চলাচল যোগ্য করে তোলা হবে?

উত্তর

১। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করে রাস্তাটি যান চলাচলের যোগ্য করে তোলা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No .5

Name of Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ২০০৩-২০০৪ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কত কিঃমিঃ পাকা নালা নির্মান করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তন্মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতটুকু কাজ করানো হয়েছে; এবং

২। ২০০৩-২০০৪ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কত কিঃমিঃ রাস্তা মেটেলিং ও কার্পেটিং করার পরিকল্পনা ছিল, তন্মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে?

উত্তর

১। বছর ভিত্তিক নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়নি। তবে উপরোক্ত সময়ে ০.৯০০ কিঃমিঃ পাকা নালা নির্মান করা হয়েছে এবং ১.৬০০ কিঃমিঃ এর কাজ চলছে।

২। ২০০৩-২০০৪ইং অর্থবর্ষে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নেই। তবে ০.৫০ কিঃমিঃ রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ২.৪০০ কিঃমিঃ এর কাজ চলছে।

Admitted Un-Starred Question No 8.

Name of Member:- Shri Sami Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরের লালছড়া থেকে অফিসটিলা (ভৈরবটিলা) সড়কটিতে মাটি ফেলার কাজ করানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজটি শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। শীঘ্রই কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No 10.

Name of Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরের লালছড়া কলেজ রোড থেকে বি,পি, সি পাড়া সড়কটিতে জমি অধিগ্রহনের কাজ কবে সম্পন্ন হয়েছিল,

২। উপরোক্ত সড়কটিতে মাটি ফেলার (সড়ক নির্মান) কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। জুলাই ২০০২ইং বর্ষে উক্ত সড়কটির জন্য জমি অধিগ্রহনের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

২। জানুয়ারী ২০০৪-এ কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No. 14

Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleasent to state :-

Questions

1. How much of alionated Tribal lands have been restored during 1998-2002.

2 Is there any pending case including phyasical resteration till 30th October, 2003.?

Answers

1 84.06 acres of Tribal land nave been restered to 164 Nos. of tribal families during the period from 1998 to 2002.

2. 162 cases with an area of 166.07 acros are pending for physical restoration from inception to 30th - Octobor, 2003.

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 17

Name of Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে TSIC কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা কত এবং কোন কোন স্থানে অবস্থিত;

২) বর্তমানে মহকুমা শহর ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহে নতুন বিক্রয় কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১) রাজ্যে TSIC কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ১৩ (তের) টি। স্থানগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র, শিল্পনগরী, অরুন্ধুতীনগর, আগরতলা। (পাইকারী হারে ফলজাত দ্রব্য ও সামগ্রী বিক্রয় করা হয়।)

খ) TSIC -এর প্রধান কার্য্যালয়, অফিস লেন, আগরতলা। (খুচরো হারে ফলজাত দ্রব্য ও সামগ্রী এবং আর, কে., নগর ও জিরানিয়া ইটভাট্টার উৎপাদিত ইট বিক্রয় করা হয়)

গ) মোহরছড়া ইট বিক্রয় কেন্দ্র। ঘ) গণ্ডাছড়া ইট বিক্রয় কেন্দ্র।

ঙ) ময়নামা ইট বিক্রয় কেন্দ্র। চ) কুকিছড়া ইট বিক্রয় কেন্দ্র।

ছ) আমবাসা ইট বিক্রয় কেন্দ্র। জ) রুয়া বাজার ইট বিক্রয় কেন্দ্র।

ঝ) কাঞ্চনপুর ইট বিক্রয় কেন্দ্র। ঞ) ভেলুয়ারচড় ইট বিক্রয় কেন্দ্র।

ট) অমরপুর ইট বিক্রয় কেন্দ্র। ঠ) সোনাইছড়ি ইট বিক্রয় কেন্দ্র।

ড) চিত্তামারা ইট বিক্রয় কেন্দ্র।

২) বর্তমানে কোন পরিকল্পানা নেই।

Admitted Un-Starred Question No :- 26.

Name of Member:- Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরে উদনা রোড থেকে ঘোষ পাড়া (ওয়ার্ড নং - ৩) রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কাজ কবে নাগাদ

শুরু হবে বলে আশা করা যায়; এবং

২। খোয়াই উদনা রোড থেকে পূর্ণিমা হাইস্কুল (ভায়া সুধীর সরকার) রাস্তাটি উন্নয়ন করা হবে কিনা?

উত্তর

১। উপরোক্ত কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই কাজটি শুরু করা যাবে।

২। হ্যাঁ। ইতিমধ্যেই ০.৬০০ কিঃমিঃ অংশের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বাকী অংশের কাজ জমি অধিগ্রহন শেষ হলে নেওয়া হবে।

Admitted Un-starred Question No. 27

Name of Member :- Shri Ashoke Kr. Baidya,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ইং সালের আগষ্ট মাস হইতে ২০০৩ইং সালের সেপ্টেম্বর পযন্ত মোট কতটি গাড়ী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে?

২। দপ্তর ভিত্তিক টাকার পরিমাণ সহ গাড়ীর হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৯৯ ইং সালের আগষ্ট মাস হইতে ২০০৩ইং সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য মোট ২৯৪টি গাড়ী কেনার জন্য অর্থদপ্তর অনুমোদন দিয়েছিল।

২। দপ্তরভিত্তিক টাকার পরিমাণ সহ গাড়ীর হিসাব সঙ্গে বিবরণীতে দেওয়া হলো।

LIST OF VEHICLES CONCURRED BY THE FINANCL DEPARTMENT FOR PURCHASING DURING THE PERIOD FROM AUGUST 1995 TO SEPTEMBER. 2003.

Sl.No.	Department	No. of category vehicles	Category	Amount
1.	2.	3	4.	5
1.	Animal Husbandry Deptt.	1	Delivery Van	Rs. 4,00,000
		2	Diesel Jeep	Rs. 7,06,956
		1	Maruty Gypsy	Rs. 3,36,928
2.	Rural Development	1	Maruty Gypsy	Rs. 4,04,000
		1	-do-	Rs. 4,49,867
3.	Food, C.S. & C.A	2	Tata Truck	Rs. 44,30,000
		8	Mobile Van	-
4.	PWD (PHE)	4	Maruty	-
		2	Maruty Gypsy	-
5.	PWD	1	Maruty	-
6.	Forest	1	Jeep	Rs. 3,50,000

		1	-do-	....
		1	Light Vehicles	Rs. 19,27,593
		10	Medium Vehicles	Rs. 40,05,670
		2	Ambassador	Rs. 9,00,000
		3	Light Vehicles	Rs. 15,00,000
		5	Medium Vehicles	Rs. 25,00,000
		2	Speed Boat	Rs. 6,00,000
		1	School Bus	Rs. 7,00,000
		1	Mini Bus	Rs. 5,60,000
		2	Light Vehicles	Rs. 8,40,000
		2	Motor Bycle	Rs. 1,00,000
		1	Gypsy	Rs. 4,39,226
7	Raj Bhavan	1	Amabassador	Rs. 3,45,730
8	Planning & Co-Oridination	1	Amabassador	Rs. 3,33,000
9	Co-Operative	1	Maruty	Rs. 2,12,369
10	Health	1	Swaraj Mazda	Rs. 19,38,000
		1	Ambulance	Rs. 3,66,412
		1	-do-	Rs. 3.66,412
11	Education	1	Maruty Gypsy	Rs. 6,21,000
		1	Diesel Jeep	Rs. 3,28,000
		1	Marohal Jeep	Rs. 3,84,784
		5	Diesel Jeep	Rs -
12	Home	2	Maruty Estbem	-
		30	Maruty Gypsy	Total
		2	Commander Jeep	Rs. 1,99,29
		23	Motor Cycle	
		4	Gypsy King	Rs. 16,52,000
		2	Commander Jeep	Rs. 6,42,000
		19	Maruty Gypsy	.....
		10	Commander Jeep	Total Rs.
		12	Motor Cycle	Rs. 1,26,55
		19	Maruty Gypsy	Total
		12	Motor Cycle	Rs. 86,37,85
		1	Bullet Proof Car	Rs. 16,94,16
		2	-do-	Rs. 33,88,32

		7	Minister Ambassador	
		4	Maruty Gypsy	Total
		10	Motor Cycle	Rs 37,
		4	Ambassador	
		7	Commander Jeep	Total
		2	Recovery Van	
		2	Bus	Rs. 98,87
		14	Motor Cycle	
13.	Panchayat	1	Maruty Gypsy	Rs. 4,11,656
		1	Ambassador	Rs. 3,35,709
14	Industries & Commerce	1	Maruty Jinni	Rs. 3,00,000
15.	GA (SA) Deptt.	2	Ambassador	Rs. 71,27,00
		1	-do-	Rs 3,38,115
16	Fisheries	1	Maruty Gypsy	Rs. 3,00,000
		Total 294		Rs. 8,79,57,326

Admitted Un-starred Question No. 28

Name of the Member :- Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister of Fisheries Department be please to state :-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের Fishery Assistant, Fishery Sector এবং Circle এর সংখ্যা কত; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। প্রতিটি Sector এবং Circle এ Office ঘর আছে কিনা, না থাকিলে কোথায় কোথায় নেই ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যের মৎস্যদপ্তরে Fishery Asstt. এর সংখ্যা সর্বমোট ২২৭ (দুইশত সাতাশ) জন, Fishery Sector-এর কোন অফিস নেই এবং Circle এর সংখ্যা ৩৯৭ (তিনশত সাতান্নব্বই) টি। ব্লক ভিত্তিক Fishery Asstt. এবং Circle এর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং.	ব্লকের নাম	ফিসারী এসিস্ট্যান্টের সংখ্যা	ফিসারী সার্কেলের সংখ্যা
১।	জিরানীয়া	১০ জন	১৭টি
২।	মান্দাই	৪ জন	৭টি
৩।	মোহনপুর	৭ জন	১৪টি
৪।	হেজামারা	৩ জন	৭টি
৫।	মেলাঘর	৫ জন	১৭টি
৬।	কাঁঠালিয়া	৫ জন	৭টি
৭।	বক্সনগর	৩ জন	৭টি
৮।	বিশালগড়	১১ জন	১৮টি

৯।	ডুকলী	৭ জন	১২টি
১০।	জম্পুইজলা	৩ জন	৭টি
১১।	খোয়াই	৫ জন	১০টি
১২।	পদ্মবিল	২ জন	৬টি
১৩।	তুলাশিখর	৪ জন	৮টি
১৪।	তেলিয়ামুড়া	৪ জন	৯টি
১৫।	কল্যানপুর	৩ জন	৭টি
১৬।	মুঙ্গিয়াবাড়ী	২ জন	২টি
১৭।	মাতারবাড়ী	৮জন	১৬টি
১৮।	কাকড়াবন	৪ জন	১০টি
১৯।	কিল্লা	২ জন	৪টি
২০।	সাতচাঁন্দ	৫ জন	১৭টি
২১।	রূপাইছড়ী	৩ জন	৯টি
২২।	বগাফা	৭ জন	১৬টি
২৩।	রাজনগর	৪ জন	১১টি
২৪।	ঋষ্যমুখ	৫ জন	৮টি
২৫।	অম্পিনগর	২ জন	৮টি
২৬।	অমরপুর	৬ জন	১০টি
২৭।	করবুক	১ জন	৫টি
২৮।	ডুম্বুরনগর	১ জন	৮টি
২৯।	সালেমা	১২ জন	১৮টি
৩০।	আমবাসা	২ জন	৯টি
৩১।	কুমারঘাট	৫ জন	১১টি
৩২।	গৌরনগর	৪ জন	১৬টি
৩৩।	জম্পুই হিল	১ জন	৩টি
৩৪।	দশদা	২ জন	১২টি
৩৫।	পেঁচারথল	২ জন	৬টি
৩৬।	দামছড়া	২ জন	৩টি
৩৭।	কদমতলা	৮ জন	১২টি
৩৮।	পানীসাগর	১০ জন	১৫টি
৩৯।	মনুছেলেংটা	২ জন	১১টি
৪০।	ছাওমনু	২ জন	৪টি
		১৭৮ জন	**৩৯৭টি**

এছাড়া দপ্তরের বিভিন্ন অফিস, ফার্ম, হ্যাচারী, রয়্যালিটি, সেন্টার, পৌরসভা ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত Fishery Assistant রয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ ঃ-

বিভিন্ন অফিস - ১৩ জন

ফার্ম, হ্যাচারী - ২৩ জন

রয়্যালিটি সেন্টার - ৭ জন

পৌরসভা ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় - ৬ জন

মোট - ৪৯ জন

সর্ব্বমোট - ২২৭ জন।

২। মৎস্য দপ্তরের অধীনে কোন Sector Office নেই। প্রতিটি Circle Office -এ ঘর নেই এবং যে সমস্ত Circle office এ ঘর নেই তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

	মান্দাই ব্লক	মোহনপুর ব্লক	ডুকলী ব্লক
১.	মান্দাই নগর	১। লঙ্কামুড়া	১। আড়ালিয়া
২.	পঃ বড়জলা	২। কামালঘাট	২। গজারিয়া
৩.	ললিত বাজার	৩। লেম্বুছড়া	৩। চারিপাড়া
৪.	বুরাখা	৪। ছেছুরিয়া	৪। খাস মধুপুর
৫.	ভৃগুদাসবাড়ী	৫। গান্ধীগ্রাম	৫। প্রতাপগড়
৬.	দীনবন্ধু নগর	৬। নারায়ন পুর	৬। শ্রীনগর
		৭। তারানগর	
		৮। উঃ বোধজং নগর	
	জিরানীয়া ব্লক	বিশালগড় ব্লক	মেলাঘর ব্লক
১।	পূর্ব বড়জলা	১। পুরাথল রাজনগর	১। জুমের ডেপা
২।	রানীর বাজার	২। গকুল নগর	২। দঃ নলছড়
৩।	দেবেন্দ্র নগর	৩। মধুপুর	৩। রাধামাধবপুর
৪।	ধূপছড়া	৪। কমলাসাগর	৪। মেলাঘর
৫।	পূর্ব বেলবাড়ী	৫। গোলাঘাটি	৫। চণ্ডিগড়
৬।	রাধাপুর	৬। গোপীনগর	৬। উর্মায়
৭।	রাধামোহনপুর	৭। রামছড়া	৭। কুমারীকুচা
৮।	জন্মোজয় নগর	৮। রঘুনাথপুর	৮। খেদাবাড়ী
৯।	দেবেন্দ্র নগর	৯। পরিমল চৌমুহনী	৯। দূর্গাপুর
১০।	জিরানীয়া খলা	১০। পাথালিয়াঘাট	১০। চন্দনমুড়া
	হেজামারা ব্লক	জম্পুইজলা ব্লক	বক্সনগর ব্লক
১।	বড় কাঁঠাল	১। টাকার জলা	১। কমল নগর
২।	তমাকাড়ী	২। সাংকুমা বাড়ী	২। আশাবাড়ী
৩।	ছেঁচুয়া	৩। অমরেন্দ্র নগর	৩। কলমচৌড়া
৪।	বালুরবন	৪। ঘনিয়ামারা	৪। মাণিক্য নগর
৫।	পূর্ব সিমনা	৫। গাবর্দী	৫। মতিনগর
৬।	মেঘলিবন		৬। বিজয়নগর

	কাঁঠালিয়া ব্লক		খোয়াই ব্লক		কুমারঘাট ব্লক
১।	বাঁশ পুকুর	১।	জাম্বুরা	১।	দুধপুর
২।	মহেশপুর	২।	সোনাতলা	২।	কাঞ্চনবাড়ী
৩।	ধনপুর	৩।	শান্তিনগর	৩।	রাতাছড়া
৪।	থলিবাড়ী	৪।	পূঃ সিংগিছড়া	৪।	কৃষ্ণনগর
		৫।	খোয়াই নগর পঞ্চায়েত	৫।	দেওভেলী
				৬।	রাজকান্দী
	তেলিয়ামুড়া ব্লক		**কদমতলা ব্লক**		**পেঁচারথল ব্লক**
১।	জগন্নাথ বাড়ী	১।	কুর্তি	১।	পেঁচারথল
২।	ব্রহ্মাছড়া	২।	রাঘ্না	২।	উন্দাছড়া
৩।	লক্ষীপুর	৩।	চন্দ্রপুর	৩।	নালকাটা
৪।	তেলিয়ামুড়া	৪।	ব্রজেন্দ্রনগর	৪।	রামগুনা
৫।	গোকুলনগর	৫।	লক্ষ্মীনগর	৫।	ধনিয়াছড়া
৬।	দঃ পুলিনপুর	৬।	চুড়াইবাড়ী		
৭।	দঃ মহারানী	৭।	শনিছড়া		**দামছড়া ব্লক**
৮।	কাক্‌ড়াছড়া	৮।	ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	১।	খেদাছড়া
				২।	রাহুমছড়া
	তুলাশিখর ব্লক		**পানীসাগর ব্লক**		**দশদা ব্লক**
১।	আশারামবাড়ী	১।	অগ্নিপাশা	১।	চণ্ডীপুর
২।	লক্ষ্মীছড়া	২।	দঃ পদ্মবিল	২।	শিবনগর
৩।	বাচাইবাড়ী	৩।	রামনগর	৩।	লালঝুড়ি
৪।	চম্পাছড়া	৪।	দেওয়ান পাশা	৪।	দনিয়াছড়া
৫।	তক্‌ছায়া	৫।	যুবরাজনগর	৫।	তুইছামা
৬।	তুইচিংগ্রাম	৬।	হাফলং	৬।	ভাণ্ডারিমা
৭।	শ্রীরামখারা	৭।	জলাবাসা	৭।	আনন্দবাজার
		৮।	কামেশ্বর	৮।	মনুছৈলেংটা
		৯।	বালাধূম		
	পদ্মবিল ব্লক		**গৌড়নগর ব্লক**		**জম্পুইহিল ব্লক**
১।	পদ্মবিল	১।	রাঙাগুটি	১।	সাবুয়াল
২।	বেলছড়া	২।	সামরুরপার	২।	মংপুই
৩।	আখরাইবাড়ী	৩।	লক্ষ্মীপুর		
৪।	তুইছাচিনবাড়ী	৪।	গোলকপুর		
৫।	দঃ রামচন্দ্রঘাট	৫।	দেওরাছড়া		
		৬।	ফুলতলি		
		৭।	গোলকপুর		

কল্যানপুর ব্লক		
১। মোহরছড়া		
২। কল্যানপুর		
৩। মহারানীপুর		
৪। দুর্গাপুর		
৫। রামদয়ালবাড়ী		
সালেমা ব্লক	**আমবাসা ব্লক**	**ডম্বুরনগর ব্লক**
১। মায়াছড়ী	১। নালিছড়া	১। গণ্ডাছড়া
২। চানকাপ	২। শিকারীবাড়ী	২। পঞ্চরতন
৩। কুচাইনালা	৩। হরিমঙ্গল	৩। রতননগর
৪। ডলুছড়া	৪। জিওলছড়া	৪। কালাঝাড়ি
৫। দেবীছড়া	৫। কুলাই আর.এফ.	৫। রাইমা
৬। হারের খলা	৬। চম্পারাই	
৭। বালিগাও	৭। গঙ্গানগর	**অমরপুর ব্লক**
৮। কচুছড়া	৮। রাধারামবাড়ী	১। বামপুর
৯। শ্রীরামপুর	**ছাওমনু ব্লক**	২। রাঙ্গামাটি
১০। সাতরাই	১। গোবিন্দবাড়ী	৩। বীরগঞ্জ
১১। মেন্দি	২। মানিকপুর	৪। অমরপুর নগর পঞ্চায়েত
১২। অপরেশকর	৩। দুর্গাছড়া	৫। রাজকাং
		৬। ডলুমা
		৭। মালবাসা (পঃ)
সাতচান্দ ব্লক	**মনু ব্লক**	৮। সোনাছড়া
১। দঃ ভুড়াতলি	১। কাঞ্চনছড়া	৯। ধনলেখা
২। দমদমা	২। করমছড়া	১০। তৈদু
৩। শাকবাড়ী	৩। সিন্ধুকুমার পাড়া	১১। পূঃ তৈচুলং
৪। গারডাং	৪। ধূমাছড়া	১২। পলকু
৫। চালিতাছড়ি	৫। বটতলা	১৩। নতুনবাজার
৬। হারবাতলি	৬। কাঁঠালছড়া	১৪। চেলাগাং
৭। টাকাতুলসি	৭। ময়নামা	১৫। গামাইছড়া
	৮। ডলুছড়া	
রূপাইছড়ি ব্লক	**বগাফা ব্লক**	**কিল্লা ব্লক**
১। গরিফা	১। বেতাগা	১। দঃব্রজেন্দ্রনগর
২। মহামণি	২। জোলাইবাড়ী	
৩। রূপাইছড়ি	৩। দেবদারু	**মাতারবাড়ী ব্লক**
৪। বৈষ্ণবপুর	৪। পূঃ বগাফা	১। বারভাইয়া

৫। লুধুয়া	৫। বাইখোড়া	২। ধ্বজনগর (পুঃ)
৬। গোড়াকাপ্পা	৬। কাঞ্চন নগর	৩। ফুলকুমারী
	৭। ঠাকুরছড়া	৪। তৈনানী
	৮। মুহুরীপুর	৫। উঃ মহারানী
ঋষ্যমুখ ব্লক	৯। বীরচন্দ্র নগর	৬। গর্জীছড়া
১। সারাসীমা	১০। কাঁঠালিয়াছড়া	৭। রাজারবাগ
২। রামরাইবাড়ী	১১। রামরাইবাড়ী	
৩। রতনপুর	১২। লক্ষ্মীছড়া	**করবুক ব্লক**
৪। মোহনীনগর	১৩। কলসীমুখ	১। ইচাছড়া
	১৪। বাইখোড়া	২। করবুক
রাজনগর ব্লক	**কাকড়াবন ব্লক**	৩। পুঃ মানিক্যদেওয়ান
১। বড়পাথারী	১। কাকড়াবন	৪। একছড়ি (উঃ)
২। চিলতামাড়া	২। মুড়াপাড়া	৫। চেলাগাং
৩। রাধানগর	৩। শালগড়া	
৪। রাজনগর	৪। হুরীজলা	
৫। ইন্দিরানগর	৫। পালাটানা	
৬। কলাবাড়ীয়া	৬। ধূপতলি	
৭। পিপারিয়া খলা		
৮। ঈশানচন্দ্র নগর		
৯। বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েত		
১০। কাসারী আর.এফ.।		

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 30

Name of Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be plased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে ও বে-সরকারী উদ্যোগে কয়টি ইট ভাটটা চালু আছে; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সমস্ত ইট ভাট্টায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত;

৩। ২০০২-২০০৩ ইং সালে সরকারী ইট ভাট্টাগুলিতে কত ইট উৎপাদিত হয়েছিল এবং তার বিক্রয় মূল্য কত;

৪। বর্তমানে আর্থিক বৎসরে সরকারী উদ্যোগের আর কোন ইট ভাট্টা খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে ও বে-সরকারী উদ্যোগে ইট ভাট্টার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল। (বিভাগ ভিত্তিক)

	বিভাগ	সরকারী	বে-সরকারী	মোট
১.	পশ্চিম ত্রিপুরা	৪	৭৯	৮৩
২.	দক্ষিণ ত্রিপুরা	৩	৫৮	৬১
৩.	উত্তর ত্রিপুরা	৩	৩০	৩৩
৪.	ধলাই ত্রিপুরা	৩	১২	১৫
	মোট	১৩	১৭৯	১৯২

। ঐ সমস্ত ইট ভাট্টায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ১৭,৬৩৯ জন।

৩। গত ২০০২-২০০৩ ইং সালে টি.এস.আই.সি (সরকার পরিচালিত সংস্থা) মোট ইট উৎপাদিত হয়েছিল ৩,১১,১৫,৪৫৪ টি এবং তার বিক্রয় মূল্য ৬,২২,৩০,৯০৮,০০ টাকা।

৪। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সরকারী উদ্যোগে আর কোন ইট ভাট্টা খোলার পরিকল্পনা নাই।

Admitted Un-starred Question No .32

Name of Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্প রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও নগর এলাকায় চালু হয়েছে কিনা?

২। হয়ে থাকলে, এ প্রকল্পের আওতায় চালু কতজন শ্রমিককে আনা হয়েছে (মিউনিসিপালিটি, নগর পঞ্চায়েত ও ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?

উত্তর

১। ১লা মে, ২০০২ ইং সাল থেকে অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্প রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় চালু করা হয়েছে।

২। গত ২০০২-২০০৩ আর্থিক বৎসরে মোট ৯,৫৮৭ জন শ্রমিককে অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল এবং চলতি আর্থিক বৎসরে অর্থাৎ ২০০৩-০৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ১০,২৭৮ জন শ্রমিককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

জেলার নাম	ব্লক / নগর পঞ্চায়েতের নাম	উপকৃত শ্রমিক সংখ্যা	
		২০০২-০৩	২০০৩-০৪
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	১। খোয়াই ব্লক	২৪৫	১০০
	২। কল্যানপুর ব্লক	২২৩	৫০
	৩। তেলিয়ামুড়া ব্লক	২৩৬	২৩৬
	৪। তুলাশিখর ব্লক	৫৩	৬৮
	৫। পদ্মবিল ব্লক	৯৩	৭৫
	৬। মোহনপুর ব্লক	২৫৯	৪৪০
	৭। হেজামাবা ব্লক	৩০	৫৪
	৮। জিরানিয়া ব্লক	৩৯৭	২০৬
	৯। মান্দাই ব্লক	৭৫	১৮
	১০। ডুকলি ব্লক	১০৭০	১৩০০

	১১। বিশালগড় ব্লক	১০৬০	১৩০০
	১২। জম্পুইজলা ব্লক	-	-
	১৩। মেলাঘর ব্লক	১৯০	২২০
	১৪। বক্সনগর ব্লক	২১৬	৪০০
	১৫। কাঁঠালিয়া ব্লক	২৪০	৪০০
	১৬। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত	২৮	৪৫
	১৭। তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত	৯১	১৯১
	১৮। রানীর বাজার নগর পঞ্চায়েত	৩০	৭০
	১৯। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত	১০০	-
	২০। আগরতলা মিউনিসিপল কাউন্সিল	২৮৫	৫১২
		মোট = ৪৯২১ =	৫৬৮৫
উত্তর ত্রিপুরা জেলা	১। কদমতলা ব্লক	১০০	৬৩৩
	২। পানিসাগর ব্লক	১৮৯	১২১
	৩। গৌরনগর ব্লক	৩২৬	১৫৩
	৪। কুমারঘাট ব্লক	৪৩৯	৯৩
	৫। পেঁচারথল ব্লক	০৭	৫০
	৬। দশদা ব্লক	৯৪	১১১
	৭। দামছড়া ব্লক	৫৪	-
	৮। জম্পুইহিলস্ ব্লক	২২	-
	৯। ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	৩৩	-
	১০। কুমার ঘাট নগর পঞ্চায়েত	৩০	১১
	১১। কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েত	২৩	০১
		মোট = ১৩১৭ =	১১৭৩
ধলাই জেলা	১। সালেমা ব্লক	২৮৫	৪৩২
	২। আমবাসা ব্লক	২৮৩	৪৫০
	৩। ছামনু ব্লক	৪১	৪১
	৪। মনু ব্লক	১২৫	২২৪
	৫। ডুম্বুর নগর ব্লক	৯৪	১১৯
	৬। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	২৫	২৫
		মোট = ৮৫৩ =	১২৯১
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	১। মাতাবাড়ী ব্লক	৫১৬	২০
	২। কাকড়াবন ব্লক	১৯০	৮২
	৩। কিল্লা ব্লক	৫৪	০৫
	৪। অমরপুর ব্লক	১০	২০০
	৫। করবুক ব্লক	-	১২৭

	৬। বগাফা ব্লক	৫৩০	৭১৬
	৭। রাজনগর ব্লক	২৯১	২৩৩
	৮। হৃষ্যামুখ ব্লক	২৬২	১০৫
	৯। সাতচাঁন্দ ব্লক	২২৬	-
	১০। রূপাইছড়ি ব্লক	১০৮	২৫
	১১। উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত	১৪০	৯২
	১২। অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	১১৮	৮৮
	১৩। বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েত	৩৫	২০৬
	১৪। সাক্রম	১৬	২০০
সর্বমোট = ৯,৫৮৭,	১০, ২৭৮	মোট = ২,৪৯৬ =	২,১২৯

Admitted Un-starred Question No - 33

Name of member :- Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :-

Questions

1. Out of 13 Nos. Brick-Kilns run by the T.S.I.C. How many Brick-Kilns have been proved to be viable, their names.
2. What is the profit or lost of all those 13 Brick Kiln during the last 3 years (Project wise)?

Answers

1. Out of 13 Brick fields 4 (four) Nos. of Brick Kiln proved viable and their names given below :-
   i) Mainama Brick Field
   ii) Sonaichari Brick Field
   iii) Kanchanpur Brick Field
   iv) Kukichara Brick Field
2. Project wise profit / loss of last three years has been given at Annexure - I,II, III.

ANNEXURE-I

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF
BRICK KILN FOR THE YEAR 2000-2001

SL. NO.	NAME OF BRICK FIELD	TOTAL PRODUCTION	SALE VALUE	TOTAL EXPENDITURE	PROFIT	LOSS
			(Rs)	(Rs)	(Rs)	(Rs)
1.	Mainama	21, 34,000 nos.	36,47,000/-	30,50,000/-	5,97,000/-	-----

	Brick Field					
2.	Kukichara Birck Field	16,83 175 nos	28,82,000/-	25,62,000/-	3,20,000/-	-----
3.	Kanchanpur Brick Field	18,71,945 nos	33,71,000/-	29,92,000/-	3,79,000/-	-----
4.	Sonaichari Brick Field	18,50,000 nos.	31,87,000/-	28,54,000/-	3,33, 000/-	-----
5.	Chittamara Brick Field	15,58,510 nos.	26,33,000/-	28,59,000/-	-----	2,26,000/-

ANNEXURE-II

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF BRICK KILN FOR THE YEAR 2001-2002

SL. NO.	NAME OF	TOTAL BRICK FIELD	SALE VALUE PRODUCTION	TOTAL EXPENDITURE	PROFIT	LOSS
			(Rs)	(Rs)	(Rs)	(Rs)
1.	Mainama Brick Field	30,61,052 nos.	56,55,114/-	41,41,356/-	15,13,758/-	-----
2.	Kukichara Birck Field	20,60,340 nos.	35,21,737/-	34,60,545/-	61,192/-	-----
3.	Kanchanpur Brick Field	25,71,573 nos.	51,03,215/-	38,85,961/-	12,17,254/-	-----
4.	Sonaichari Brick Field	29,52,526 nos.	54,14,833/-	46,43,634/-	7,71,199/-	-----
5.	Chittamara Brick Field	19,50,471 nos.	35,12,752/-	36,03,267/-	-----	90,515/-
6.	Gandachara Brick Field	22,52,556 nos.	43,75,866/-	40,24,253/-	3,51,613/-	-----
7.	Jirania Brick Field	19,40,898 nos.	35,26,734/-	41,02,884/-	-----	5,76,150/-
8.	Valuerchar Brick Field	11,25,492 nos.	19,77,157/-	26,55,969/-	-----	6,78,812/-

ANNEXURE-III

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF BRICK KILN FOR THE YEAR 2002-2003

SL. NAME OF	TOTAL	SALE VALUE	TOTAL	PROFIT	LOSS

NO.	BRICKFIELD	PRODUCTION		EXPENDITURE		
			(Rs)	(Rs)	(Rs)	(Rs)
1.	Mainama Brick Field	33,40,240 nos.	70,46,278/-	47,52,657/-	22,93,621/-	-----
2.	Kukichara Birck Field	24,51,300 nos.	49,10,751/-	40,41,628/-	8,69,123/-	-----
3.	Kanchanpur Brick Field	24,64,880 nos.	50,68,484/-	40,27,660/-	10,40,824/-	-----
4.	Sonaichari Brick Field	33,55,136 nos.	68,38,436/-	54,21,948/-	14,16,4[illegible]8/-	-----
5.	Chittamara Brick Field	20,74,020 nos.	42,12,641/-	41,79,204/-	33,437/-	-----
6.	Gandachara Brick Field	19,60,000 nos.	40,84,544/-	39,02,544/-	1,82,000/-	-----
7.	Jirania Brick Field	21,75,723 nos.	45,00,641/-	42,17,288/-	2,83,353	-----
8.	Valuerchar Brick Field	24,34,095 nos.	42,07,793/-	49,73,056/-	-----	7,65,263/-
9.	Ambassa Brick Field	14,31,110 nos.	27,69,830/-	28,39,939/-	-----	70,109/-
10.	Maharchara Brick Field	15,78,550 nos.	29,46,682/-	31,35,229/-	-----	1,88,547/-
11.	R.K. Nagar Brick Field	16,70,000 nos.	33,24,479/-	39,26,170/-	-----	6,01,691/-
12.	Amarpur Brick Field	12,98,360 nos.	26,26,141/-	32,39,169/-	-----	6,13,028/-
13.	Rewa Bazar Brick Field	10,32,624 nos.	20,03,921/-	25,43,254/-	-----	5,39,333/-

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 34

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura,

Will be Hon'ble Minister-In-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা জুটমিল লিমিটেড, TRTC এবং TSIC প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বমোট কর্মচারীর সংখ্যা কত;

২। ইহাতে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির সংখ্যা কত;

৩। ঐ সব প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির রিজার্ভেসন চালু আছে কি না;
৪। থাকিলে কবে নাগাদ ST/SC শূন্যপদ পূরণ করা হবে; এবং
৫। না থাকিলে তার কারণ?

১। কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমেঃ

ত্রিপুরা জুটমিল	১৪১২ জন
TRTC	৮৩৬ জন
TSIC	৩০০ জন

২। ইহাতে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতির সংখ্যা নিম্নরূপঃ

তপশীল জাতি	তপশীল উপজাতি	
ত্রিপুরা জুটমিল	২২২ জন	৯৬ জন
TRTC	১৪০ জন	৯৬ জন
TSIC	৪৬ জন	১৫ জন

৩। হ্যাঁ, আছে।

৪। ক) ত্রিপুরা জুটমিলে Board of Director দ্বারা সুপারিশকৃত কর্মী সংখ্যা অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেলে ST/SC সহ সমস্ত খালি পদ পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
খ) আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য TRTC তে সর্বপ্রকার নিয়োগ বন্ধ আছে। আর্থিক সচ্ছলতা আসিলে সরকারের অনুমোদনক্রমে ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মেনে নিয়োগ করা যাইতে পারে।
গ) TSIC তে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলেই শূন্য পদ ST/SC সহ পূরণ করা হবে।

৫। প্রশ্নই ওঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 44

Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister -in-Change of Fisheries Department be please to state :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ইং পর্যন্ত Fisheries দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ.বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে;
২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত Fisheries দপ্তরে মোট ২১ জন কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

গ্রুপভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ-

(১)	গ্রুপ 'এ' (গেজেটেড) -	১ জন
(২)	গ্রুপ 'বি' (নন্ গেজেটেড) -	১ জন
(৩)	গ্রুপ 'সি' (নন্ গেজেটেড) -	১৬ জন
(৪)	গ্রুপ 'ডি' (নন্ গেজেটেড) -	৩ জন
	মোট -	২১ জন

এদের টি.এ.বিল এখনও প্রদান করা হয়নি। তবে এদের টি.এ.বিল প্রদানের জন্য দপ্তরের আনুমানিক ২৬,৫০০.০০ টাকা ব্যয় হবে।

২। উল্লিখিত সময়কালে মৎস্য দপ্তরের মোট ২১ জন বদলীকৃত অফিসার ও কমচারীদের মধ্যে ৭ জন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন ?

Admitted Un-Standard Question No. 45

Name of Member :- Sri Ratanlal Nath

Will Hon'le Minister-in-Change of G.A Department be Please to State :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Relief & Rehabilitation ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে Transfer করা হয়েছে এবং এরফলে T.A.Bill মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কত জন স্বেচ্ছায় Transfer এর আবেদন করে বদলি হয়েছেন ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ের মধ্যে Director এবং একজন ড্রাইভার বদলি হয়েছিল যথাক্রমে P.G..P. Deptt ও Health Deptt. এ।

২। উল্লিখিত সময়কালে একজন ও স্বেচ্ছায় Transfer এর আবেদন করেন নি।

Admitted Un-Starred Question No. 46

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Public Works Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত পাবলিক ওয়ার্কস দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

২। উল্লেখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন ?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত পাবলিক ওয়ার্কস দপ্তরে মোট ৩৫৭ জনকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তার মধ্যে গ্রুপ - 'এ' (গেজেটেড) ৭৮ জন, গ্রুপ - 'বি' (নন গেজেটেড) ৮০ জন, গ্রুপ - 'সি' ১৫৯ জন ও গ্রুপ - 'ডি' তে ৪০ জন কর্মী আছেন। এর ফলে টি.এ. বিল বাবদ মোট ৪,২৪,৫২৬ টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। উল্লেখিত সময়কালে দপ্তরের ২ জন অফিসার ও ৫০ জন সাধারন কর্মচারী স্বেচ্ছায় আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 51

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ইং পর্যন্ত রেভিনিউ দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্

স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে;
২।উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কত জন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছে?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ইং পর্যন্ত রাজস্ব দপ্তরে বদলি হয় নাই। মহাকরণে বদলি হয়না। তবে রাজস্ব দপ্তরের অধীন জেলা প্রশাসনগুলিতে বদলি হয়েছে। এতে মোট ৬০ জন কর্মচারী বদলী হয়েছেন। তন্মধ্যে বি-গ্রুপ ৩৬ জন, সি-গ্রুপ ১৯ জন এবং ডি-গ্রুপ ৫ জন। এদের টি.এ. বিল মেটাতে মোট ৮৮,৯৪৯ টাকা ব্যয় হয়েছে।
২। এ যাবৎ মোট ১২ জন স্বেচ্ছায় আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 71

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। সাব্রুম মহকুমার ঘোরাকাপা - সাব্রুম সড়কটিকে যান চলাচলের সুবিধার্থে অবিলম্বে সড়কটির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে কিনা;
২। না হলে এর কান কি এবং কবে নাগাদ উক্ত সড়কটির সংস্কার করা হবে বলে আশা করা যায়?
১। হ্যাঁ।
২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 78

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Transport দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন্ কোন্ স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে;
২। এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে;
৩। উল্লেখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত Transport দপ্তরের মোট ৫ জন কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ জন U.D. clerk এবং ৪ জন Group- 'D' কর্মচারী। উল্লেখিত সময়ে ১ জন টি.সি.এস. অফিসার পরিবহন দপ্তরে বদলী হয়ে এসেছেন।
২। উক্ত সময়ে ট্রান্সফার বাবাদ মোট ৮,৩৪১.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।
৩। উল্লেখিত সময়কালে স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন কেউই করেন নি।

Admitted Un-Starred Question No. 79

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ, ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্যন্ত Industries & Commerce দপ্তরের মোট কত জন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে কোন অফিসার ও কর্মচারীকে বদলী করা হয় নাই। সুতরাং টি.এ. বিল বাবদ কোন ব্যয় হয় নাই।

২। উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে দুইজন কর্মচারী স্বেচ্ছায় বদলীর আবেদন করে বদলী হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 80

Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত Labour দপ্তরের মোট কতজন এবং কোন কোন স্তরের অফিসার ও কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং এর ফলে টি.এ. বিল মেটাতে দপ্তরের কত টাকা ব্যয় হয়েছে;

২। উল্লিখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলী হয়েছেন?

উত্তর

১। গত ৭ই মার্চ ২০০৩ইং থেকে ১০ই নভেম্বর ২০০৩ইং পর্যন্ত মোট ১১ জনকে বদলী করা হয়েছে। এর ফলে টি.এ. বিল বাবদ এখন পর্যন্ত মোট ২০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

স্তর ভিত্তিক অফিসার ও কর্মচারীদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল -

(১)	লেবার অফিসার -	৩ জন
(২)	লেবার ইন্সপেক্টর -	৩ জন
(৩)	একাউন্টমেন্ট -	১ জন
(৪)	৪র্থ শ্রেনী কর্মচারী -	৪ জন
	মোট -	১১ জন

উত্তর ঃ- ২। উল্লেখিত সময়কালে দপ্তরের অফিসারও কর্মচারীদের মধ্যে এক স্বেচ্ছায় ট্রান্সফারের আবেদন করে বদলি হয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 85

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য পানীয় জলের উৎসগুলি কোথায় কোথায়, এবং

২। নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশে কি কি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সে বিষয়ে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা এবং থাকলে তাহা কি কি?

৩। আগরতলা শহরে সরবরাহকৃত পানীয় জল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত পানীয় জলে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট

গুনমান রয়েছে কি না,
৯ না থাকলে এর কারন ?

উত্তর

আগরতলা পৌর এলাকা প্রধান পানীয় জলের উৎস হল - i) 3 MGD Water Treatment Plant কলেজ টিলা, ii) 4 MGD Water Treatment Plant বড় দোয়ালী। তাছাড়া আরও ২২টি ডিপ টিউব ওয়েল থেকে পৌর এলাকায় জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সংযোজনী 'এ' তে ডিপ টিউব ওয়েল-র নাম দেওয়া হল।

২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুপারিশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরগুলিতে সাধারণত অনুসরণ করা হয় না। তবে Control Public Health Environmental Engineering Organisation, New Delhi (CPHEEO) এর সুপারিশগুলির মধ্যে ভৌত, রাসায়নিক এবং জীবানুগত যে সব সুপারিশ বা বিধান রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন।

৩. ভারত সরকারের CPHEEO এর গাইড লাইন অনুযায়ী সুপারিশকৃত গুনমান আগরতলা পৌর এলাকা Water Treatment Plant এর দ্বারা সরবরাহকৃত জলে রয়েছে। তবে যে সমস্ত ডিপ টিউব ওয়েল এ IRP নেই সে সমস্ত ক্ষেত্রে শুধু আইরনের মাত্রা নির্ধারিত মাপকাঠি থেকে বেশী আছে।

৪. আগরতলার সম্পূর্ণ পৌর এলাকা এখনো Water Treatment Plant এর আওতায় আনা সম্ভব হয় নি। ঐ সব স্থানে ২২টি ডিপ টিউব ওয়েল দ্বারা জল সরবরাহ করা হয়। সবগুলি ডিপ টিউব ওয়েল এর সঙ্গে এখন পর্যন্ত IRP করা যায়নি। উক্ত কারনে জল সরবরাহ কৃত জলের গুনমান শুধু আয়রনের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশী আছে।

LIST OF DEEP TUBE WELL

Control Zone

1 Horijan Coloney
2 Jagahari Mura
3. Town Pratapgarh
4 Rampur
5 Joynagar Golchakkar
6. Bhagatsingh Coloney
7. Joypur.

North Zone

8. G.B. Bus Stand
9 Behind Kunjaban Township
10. G.B. Outdoor (Infront of G.B.)
11 Office Complex. DTW No. 12
12 Office Complex DTW No. 12 A
13. 79 Tilla near Cancer Hospital
14. Bhalluke Tilla.
15. Indranagar - II.
16. Jagatpur

17. Near A.G. Office
18. Near Housing Board, West of Governor House
19. Bhati Abhoynagar near Cantonment Road, Assam Riffels main road
20. Bitarban
21. Ujan Abhoynagar
22. Pragoti

Admitted Un-Starred Question No :- 103

Name of Member :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিন গঙ্গানগর গাওসভার অন্তর্গত হাতীদোয়াল ছড়ার উপর সেতু নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে কিনা;

২। থাকিলে কবে নাগাদ সেতু নির্মানের কাজটি শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে এর কারন ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৩। উপরোক্ত রাস্তাটি পূর্ত্ত দপ্তরের অন্তর্গত নয়। তথাপি অর্থের সংস্থান করা গেলে এবং গুরুত্ব অনুসারে সেতু নির্মানের কাজটি হাতে নেওয়া যেতে পারে

Admitted Un-Starred Question No :- 110

Name of Member :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department to pleased to State :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার চুড়াইবাড়ী হইতে রাবনীবাড়ী পযন্ত পি.ডাব্লিউ.ডি-র রাস্তাটি খুবই খারাপ অবস্থায় আছে,

২। সত্য হলে এই রাস্তা কবে নাগাদ সংস্কার করা হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৩। না করা হলে এর কারন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। রাস্তাটির ২০ কিলোমিটারের মধ্যে ৫.০০ কিঃমিঃ থেকে ৯.০০ কিঃমিঃ অংশের সংস্কারের কাজ চলছে। বাকী অংশের সংস্কারের কাজ পর্য্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হবে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 113

Name of Member :- Sri Kajal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১।রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে অর্থদপ্তরের অনুমোদন প্রাপ্ত কর্মচারীদের শূন্যপদের সংখ্যা কত?

২।উক্ত পদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

উত্তর

১ ও ২ নংঃ তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question . 114

Name of Member :- Shri Kajal Ch. Das & Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১।ত্রিপুরা সরকার সরকারী কর্মচারীদের ৩০-১১-২০০৩ইং পর্যন্ত কি হারে মহার্ঘ্যভাতা প্রদান করেছে;

২। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা কত শতাংশ কম ডি.এ (মহার্ঘ্যভাতা) পাচ্ছেন?

৩।রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা প্রদানের জন্য কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন?

৪।বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা প্রদানের জন্য আগামী অর্থ বছরের বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হবে কিনা?

৫।না রাখা হলে এর কারন?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকার সরকারী কর্মচারীদের ৩০-১১-২০০৩ ইং পর্যন্ত ৩৮ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা নিম্নলিখিত হারে প্রদান করেছে।

০১-১০-১৯৯৮	-	০৮ শতাংশ
০১-০১-১৯৯৯	-	০৫ শতাংশ
০১-০১-২০০০	-	০৯ শতাংশ
০১-০৪-২০০১	-	১০ শতাংশ
০১-০১-২০০৩	-	০৬ শতাংশ
	মোট -	৩৮ শতাংশ

২।রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি সাপেক্ষে রাজ সরকারী কর্মচারীগণকে ও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হবে। সেই হিসাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় ২১ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা কম পাচ্ছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগন মূল বেতনের ৩৮ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা পাচ্ছেন / কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগন ৫৯ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা পাচ্ছেন।

৩।এক কিস্তি মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের জন্য মোট ৭.৪২ কোটি টাকা প্রতিবছরে প্রয়োজন।

৪ এবং ৫নং

ইহা এখনই সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। আগামী বছরে সম্ভাব্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ এবং সম্পদ প্রাপ্তির পরিমানের উপর নির্ভর করে বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা প্রদানের বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করা যায়। আর্থিক সঙ্গতি সন্তোষজনক হলে মহার্ঘ্যভাতার বকেয়া কিস্তি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় আসবে বলে অর্থ দপ্তর মনে করে। উল্লেখযোগ্য যে চলতি অর্থ বছরের বাজেটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ্যভাতা প্রদানের জন্য আলাদাভাবে কোন ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়নি। উল্লেখযোগ্য যে চলতি অর্থবছরে বাজেটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদানের খাতে মোট ১১৪৬.০১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, এর মধ্যে ৩৮ শতাংশ মঞ্জুরীকৃত মহার্ঘ্যভাতাও ধরা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 117

Name of Member :- Sri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। কল্যানপুর পঞ্চায়েতে পানীয় জলের সমস্যা সুরাহা করার জন্যে বাড়ী বাড়ী পানীয় জলের connection দেওয়া হবে কি না? (ডোমেস্টিক লাইন)

২।ইহা কি সত্য যে, কল্যানপুর পঞ্চায়েতে এই রকম কিছু কানেকশন দেওয়া হয়েছে;

৩।সত্য হয়ে থাকলে কারা পেয়েছে? (নাম স্বহ হিসাব)

উত্তর

১।বাড়ী বাড়ী পানীয় জলের কানেকশন, সম্ভব - যোগ্যতা অনুযায়ী পঞ্চায়েতের তরফ থেকে অনুমোদন পাওয়া গেলে দেওয়া হবে।

২। হ্যাঁ।

৩।এখন পর্যন্ত ৩ (তিন) টি Domestic connection দেওয়া হয়েছে। নামগুলি হলো -

১। শ্রী কন্দর্প নারায়ন ভট্টাচার্য্য (১৯৯৩-৯৪ সালে)

২। শ্রী সুশান্ত কুমার বিশ্বাস (১৯৯৩০৯৪ সালে)

৩। শ্রীমতি উত্তরা ভট্টাচার্য্য (পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন ক্রমে)

Admitted Un-Starred Question No :- 118

Name of Member :- Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১।গত ২০০০-২০০১ ইং হইতে ২০০৩ ইং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কত জন তপশীলি জাতি বেকারকে ফর্ম ১১-এ কাজ দেওয়া হয়েছে; (উক্ত বেকারদের নাম ও ঠিকানাসহ) এবং

২।তাতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল?

১।উপরোক্ত সময়ে মোট ২৯২১ জন তপশীলি জাতি বেকারকে ফর্ম ১১-এ কাজ দেয়া হয়েছে। বেকারদের নাম ও ঠিকানা সংযোজনী ক দেওয়া হল।

২।তাতে মোট ৩,২৭,৪০,৫৩০ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

SUPPLYMENTARY FOR ASSEMBLYS QUESTION NO. 354 ASKED BY SRI PRAKASH CHANDRA DAS, MLA

AGARTALA DIVISION-IV

S.C. DEED 2000-2001

FOR QUESTION NO.-1

Sl.	Name of Deed	Unemployed Youith benifited	Address	Amount Involved
1.	M/S. Das Enterprise	(1) Sri Satya Rn. Das P/A (2) Smt. Shafali Debnath (Majumder) (3) Smt. Namita Dey (Dutta)	West Laxmibill, Bishalgarh - Do-	Rs. 29,666/-
2.	M/S. Sukla Das Enterprise	(1) Sri Biswajit Sukla Das P/A (2) Sri Indrajit Sarkar (3) Miss. Acharna Sukladas	P.O + Vill - South Charilam Bishalgarh	Rs. 29,949/-
3.	M/S Tribal Enterprise	(1) Sri Rupchand Das P/A (2) Sri Kanai Ch. Das. (3) Sri Monoranjan Das.	(1) K.K. Nagar, Bishalgarh, West Tripura. (2) Gajaria, Bishal garh. (3) - Do-	Rs. 29,924/-
4.	M/S. Das Enterprise	(1) Sri Joy Kishore Das. P/A. (2) Sri Rashik Ch. Das (3) Sri Bhajan Das.	(1) Vill - Goutam Nagar, Bishalgarh. (2) Vill - Naruza Bishalgarh. (3) Vill - Murabari - Block Chowmu-hani Bishalgarh.	Rs. 29,764/-
5.	M/S. Sima Enterprise	(1) Sri Santanu Kr. Das P/A. (2) Sri Sankar Deb. (3) Sri Atul Adhikari	(1) Vill - Krishna Kishore Nagar. P.S. - Bishalgarh West Tripura. (2) Vill - Murabari P.S.- Bishalgarh. (3) - Do -	Rs. 29,951/-
6.	M/S. K.M.A. Enter-	(1) Sri Kajal Roy, Sarkar P/A.	Vill + P.O-Sekar-	Rs. 29,861/-

	prise.		kote. P.S.- Amtali.	
		(2) Sri Malin Deb.	- Do -	
		(3) Sri Asish Sarkar.	- Do -	
7.	M/S. N.R.S. Construction.	(1) Sri Nityahari Sukla das. P/A.	(1) Vill + P.O. South Charilam.	
		(2) Smt. Rekha Sukladas.	(2) - Do -	Rs. 29,412/-
		(3) Sri Sukumar Nama.	(3) Vill + P.O. Chhechrimal, Bishalgarh.	
8.	M/S. Hapania - Enterprise.	(1) Sri Dipak Kr. Das P/A.	(1) South Badharghat (Hapania) P.O.-O.N.G.C. P.S.-Amtali West Tripura.	Rs. 28,981/-
		(2) Sri Swapan Sarkar.	(2) -Do-	
		(3) Sri Dipak Paul.	(3) -Do-	
9.	M/S. Das & Datta Enterprise.	(1) Sri Rabindra Das. P/A.	(1) Golaghati Takarjala.	Rs. 30,000/-
		(2) Sri Parimal Datta.	(2) -Do-	
		(3) Sri Sudhanshu Das.	(3) - Do-	
10.	M/S. Rupa Enterprise.	(1) Sri Ranjit Das P/A.	(1) Golaghati, Takarjala.	Rs. 29,755/-
		(2) Sri Mukul Rn. Das.	(2) Vill + P.O- Daya Rampara, Takarjala.	
		(3) Sri Hara Krishna Das.	(3) Vill + P.O. Golaghati. P.S. Takarjala.	
11.	M/S. Rupa Enterprise	(1) - Do-	(1) - Do -	
		(2) - Do -	(2) - Do -	Rs. 29,774/-
		(3) - Do -	(3) - Do -	

<u>S.C. DEED 2001-2002</u>

Sl.	Name of Deed	Unemployed Youth benifited	Address	Amount Involved.
1.	M/S. D.E. Enterprise.	(1) Sri Ranjit Kr. Das. P/A.	(1) Sekerkote, Bishalgarh.	Rs. 30,000/-

		(2) Sri Biplab Das.	(2) - Do -	
		(3) Sri Sunil Majumdar.	(3) - Do -	
2.	M/S. Loknath Enterprise.	(1) Sri Ajit Sarkar, P/A.	(1) Town Bordowali. West, Agt.	Rs. 29,059/-
		(2) Smt. Rani Sarkar.	(2) - Do-	
		(3) Sri Dilip Kr. Sarkar.	(3) -Do-	
3.	M/S. Sarkar Enterprise.	(1) Sri Prasanta Kr. Sarkar. P/A.	(1) Golaghati, Takarjala.	Rs. 29,551/-
		(2) Smt. Mana Laskar.	(2) -Do-	
		(3) Kumari Nabanita Sarkar.	(3) -Do-	
4.	M/S. Triratna Enterprise.	(1) Sri Jiban Sarkar. P/A.	(1) K.K.Nagar, Bishalgarh.	Rs. 29,636/-
		(2) Sri Rupak Bhowmik.	(2) -Do-	
		(3) Sri Sunil Das.	(3) -Do-	
5.	M/S. Rupashri Enterprise	(1) Smt. Gita Rani Das. P/A.	(1) Vill + P.O.- Kalkalia, Bishalgarh.	Rs. 29,526/-
		(2) Sri Hair Prasad Das.	(2) Vill + P.O.- East Labmibill. Bishalgarh.	
		(3) Sri Tutan Das.	(3) -Do-	
6.	M/S. Janapriya - Enterprise.	(1) Sri Ranjit Das. P/A.	(1) Madhabpu, Amtali, Tripura (West).	Rs. 29,542/-
		(2) Sri Uttam Kr. Das.	(2) East Laxmibill. Bishalgarh.	
		(3) Sri Dinesh Ch. Das.	(3) Kalkalia, Bishalgarh.	
7.	M/S. T.K. Enterprise.	(1) Sri Rupchand Sarkar. P/A.	(1) Durganagar.K.K. Nagar. Bishalgarh.	Rs. 29,854/-
		(2) Sri Amrit Das.	(2) -Do-	
		(3) Sri Samir Das.	(3) -Do-	
8.	M/S. Hemlata Enter-	(1) Sri Minu Sarkar. P/A.	(1) Badharghat	Rs. 27,356/-

	prise.		Charipara, Amtali.	
		(2) Sri Tapan Biswas.	(2) -Do-	
		(3) Sri Swapan Das.	(3) -Do-	
9.	M/S. Triratna Enterprise.	(1) Sri Dilip Das. P/A.	(1) K.K.Nagar. Bishalgarh.	Rs. 29,409/-
		(2) Sri Biswajit Sarkar.	(2) Gajaria, Bishalgarh.	
		(3) Smt. Bela Rani Das.	(3) -Do-	
10.	M/S. K.K.Nagar Enterprise.	(1) Sri Prabodh Das. P/A.	(1) K.K.Nagar Bishalgarh.	Rs. 28,810/-
		(2) Sri Rabindra Ch. Das.	(2) -Do-	
		(3) Sri Anup Kr. Banik.	(3) -Do-	
11.	M/S. Joy Ram Enterprise.	(1) Sri Suresh Das. P/A.	(1) Charilam Bishalgarh.	Rs. 29,090/-
		(2) Sri Maran Das.	(2) -Do-	
		(3) Smt. Namita Sarkar.	(3) -Do-	
12.	M/S. Jankar Enterprise.	(1) Srit Raj Kr. Das. P/A	(1) Madhabput, Amtali.	Rs. 29,079/-
		(2) Smt. Saraswati Das (Sarkar)	(2) Gajaria, West, Agt.	
		(3) Sri Kishore Kr. Das.	(3) Purba Laxmibill, Tripura (W).	
13.	M/S. Das Enterprise.	(1) Sri Tapan Das. P/A.	(1) V - Charipara, Amtali.	Rs. 30,000/-
		(2) Sri Ananta Das.	(2) -Do-	
		(3) Sri Chandan Das.	(3) -Do-	
14.	M/S. Das & Dutta Enterprise.	(1) Sri Rabindra Das. P/A.	(1) Golaghati, Takarjala.	Rs. 26,388/-
		(2) Smt. Swapana Sarkar.	(2) -Do-	
		(3) Smr Sudhangshu Das.	(3) -Do-	
15.	M/S. Bholanath Enterprise.	(1) Sri Swapan Kr. Das. P/A.	(1) Town Bordowali, West Tripura.	Rs. 29,460/-
		(2) Smt. Swapana Sarkar.	(2) -Do-	

	(3) Smt. Arati Sarkar.	(3) -Do-	
16. M/S. Tribal Enterprise.	(1) Sri Rupchand Das. P/A.	(1) K.K.Nagar P.S.-Bishalgarh. West Tripura.	Rs. 29,296/-
	(2) Sri Kanai Ch. Das.	(2) Gajaria, Bishalgarh.	
	(3) Sri Monoranjan Das.	(3) -Do-	
17. M/S. Seema Enterprise.	(1) Sri Santanu Kr. Das. P/A.	(1) Krishna, kishorenagar. Bishalgarh.	Rs. 29,920/-
	(2) Sri Sankar Deb.	(2) Murabari, Bishalgarh.	
	(3) Sri Atul Adhikari.	(3) -Do-	
18. M/S. B.P.S. Enterprise.	(1) Sri Benu Das. P/A.	(1) Kanchanmala. Tripura (W).	Rs. 29,851/-
	(2) Sri Subrata Debnath	(2) -Do-	
	(3) Sri Priyalal Das.	(3) -Do-	
19. M/S. Sankar & Company.	(1) Sri Sakumar Sarkar. P/A.	(1) Kanchanmala.	Rs. 29,728/-
	(2) Sri Nibash Sarkar.	(2) -Do-	
	(3) Sri Sanjit Bhowmik.	(3) -Do-	
20. M/S. Maa Manasa Enterprise.	(1) Sri Ratan Das. P/A.	(1) Madhupur, Bishalgarh.	Rs. 29,788/-
	(2) Sri Sadhan Das.	(2) -Do-	
	(3) Sri Nitai Das.	(3) -Do-	
21. M/S. Hemlata Enterprise.	(1) Sri Sanju Das. P/A.	(1)	Rs. 29,989/-
	(2)		
	(3)		
22. M/S. Loknath Enterprise.	(1) Sri Anil Das. P/A.	(1) Town Bordowali, Agt.	Rs. 29,940/-
	(2) Sri Mihir Das.	(2) -Do-	
	(3) Smt. Nisha Sarkar.	(3) -Do-	
23. M/S. Puja Enterprise	(1) Sri Prafulla Ch. Dar. P/A.	(1) Town Bordowali, Agt.	Rs. 29,961/-

	(2) Sri Rajyaswar Das.	(2) -Do-	
	(3) Smt. Mithu Sarkar.	(3) - Do-	
24. M/S. Puja Enterprise.	(1) Sri Sumen Sarkar. P/A.	(1) Town Bordowli, Agt.	Rs. 29,894/-
	(2) Sri Dhinesh Sarkar.	(2) -Do-	
	(3) Smt. Mitra Das.	(3) -Do-	
25. M/S. Loknath Enterprise.	(1) Sri Ranjit Das. P/A.	(1) Town Bordowali, Agt.	Rs.29,940/-
	(2) Smt. Rina Das.	(2) -Do-	
	(3) Sri Sudhan Das.	(3) -Do-	
26. M/S. Joy Ram Enterprise.	(1) Sri Babul Das. P/A.	(1) Charilam Bishalgarh.	Rs. 29,925/-
	(2) Sri Ashis Das.	(2) -Do-	
	(3) Sri Sajal Das.	(3) -Do-	
27. M/S. Taman Enterprise.	(1) Sri Goutam Kr. Das.	(1) Bishramganj, West Tripura.	Rs. 27,570/-
	(2) Smt. Soma Paul.	(2) Hairmara A.D.Nagar.	
	(3) Sri Ujjala Chakraborty	(3) Bishramganj West Tripura.	

EX. Eng. Sabroom. Division

Expanditurs related with From -11 on sc individual, During the Year 2000-2001

1.	Sri Narayan Das	Rs. 14,621/-
2.	Sri Pradip Das (Gr. No-I)	Rs. 16,902/-
3.	Sri Pradip Das (Gr. No - II)	Rs. 22,730/-
4.	Sri Haradhan Das	Rs. 7,022/-
5.	Sri Bishwajit Das	Rs. 13,771/-
6.	Sri Sunil Das	Rs. 9,522/-
7.	Sri Sukumar Das (Diploma)	Rs. 29,932/-
8.	Sri Nikhil Das	Rs. 14,956/-
9.	Sri Sunil Das	Rs. 8,382/-
10.	Sri Nirmal Das	Rs. 14,902/-
11.	Sri Thakur Chand Das	Rs. 9,493/-
12.	Sri Tapan Das	Rs. 14,981/-

13.	Sri Abhijit Das gupta.	Rs. 25,680/-
14.	Sridam Das	Rs. 13,411/-
15.	Sri Susmita Das	Rs. 28,382/-
16.	Sri Kanak Das	Rs. 901/-
17.	Sri Tapash Das	Rs. 18,799/-
18.	Sri Amit Ch. Das	Rs. 14,721/-
		Rs. 2,98,294/-

2001-2002 (S.C.) individual

1.	Sri Satyaban Das	Rs. 13,000/-
2.	Sri Manik Sukla Das	Rs. 9,364/-
3.	Sri Gopal Das	Rs. 10,000/-
4.	Sri Susil Ch. Das	Rs. 25,029/-
		Rs. 53,993/-

E.F. Agartala Division No. - II, PWD

2000-01

	Power of Atorney	2nd Party	3rd Party
1.	M/S - Itarma Enterprise P/A - Subal Das S/O - Purna Ch. Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania	Dhananjoy Das S/O - Dhirendra Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania	Detendra Das S/O - Man Mohon Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania
2.	M/S - B.J.S. Enterprise P/A - Chandan Das S/O - Lt. Gopal Ch. Das Vill - Kalikapur P.S.- West Agt.	Nandan Das S/O - Sukumal Das Vill - Kalikapur P.S.- West Agt.	Raj Kumar Das S/O - Jagadish Das Vill - Kalikapur P.S.- West Agt.
3.	M/S.- B.J.S. Enterprise P/A- Ratish Ch. Das S/O - Rabindra Ch. Das Vill - Kalikapur P.S. - West Agt.	Sanjoy Biswas S/O - Subhas Biswas Vill - Kalikapur P.S. - West Agt.	Sankar Das S/O - Lt. Nibaran Das Vill - Kalikapur P.S. - West Agt.
4.	M/S. - Joy Ram Enterprise P/A. - Sankar Chandra Das S/O - Ashu Ch. Das Vill - Bhadra Misip Para	Jayanta Sarkar S/O - Anil Sarkar Vill - B.M. Para P.O.- T.E. Collage	Goutam Sarkar S/O - Anil Sarkar Vill -Bhadra Misip Para

	P.O. - T.E. Collage	P.S. - Jirania	P.S. - Jirania
	P.S.- Jirania		
5.	M/S. - Das Enterprise	Monoranjan Das	Pradip Das
	P/A - Kanu Lal Das	S/O - Lt. Surendra Ch. Das	S/O - Sudhir Das
	S/O - Birendra Ch. Das	Vill - Nalgaria	Vill - Nalgaria
	Vill - Krishna talli	P.S.- Jirania	P.S. - Jirania
	P.O.- Ranirbazar		
	P.S.- Jirania		
6.	M/S. - Itarma Enterprise	Dhananjoy Das	Debendra Das
	P/A - Subal Das	S/o - Dhirendra Das	S/O - Man Mohan Das
	S/O - Purna Ch. Das	Vill - Bridhynagar	Vill - Bridhynagar
	Vill - Bridhyanagar	P.S. - Jirania	P.S.- Jirania
	P.S.- Jirania		
7.	M/S - R.P.P. Enterprise	Umakanta Das	Tanu Das
	P/A - Dilip Das	S/O - Abani Mohan Das	S/O-Lt.Dhirendra Das
	S/O - Sunil Das	Vill - Bridhyanagar	Vill - Bridhyanagar
	Vill - Bridhyanagar	P.S.- Jirania	P.S. - Jirania
	P.S. - Jirania		
8.	M/S. - A.S. Enterprise	Smti. Archana Sarkar	Saroj Kr. Das
	P/A. - Nitai podder	D/o - Haripada Sarkar	S/o - Kulamani Das
	S/o - Ashutosh Podder	Vill - Ramnagar. Gan.Ro.	Vill - Kalikapur
	Vill - Ramnagar	P.S. - West Agt.	P.S. - West Agt.
	P.S. - West Agt.		
9.	M/S. - Galaxy Enterprise	Bidhan Das	Chandan Das
	P/A - Surjya Das	S/o - Nikunja Das	S/o - Sudhir Das
	S/o - Behari Das	Vill - Brighyanagar	Vill - Bridhayanagar
	C/o - Haridhan D/nath	P.S. - Jirania	P.S. - Jirania
	Vill - Bridhyanagar		
	P. S. - Jirania		
2001-02			
1.	M/S. - K.D.B. Enterprise	Sri Debasish Das	Bishwajit Das
	P/A. - Smti. Kakan Das	S/o - Sunil Das	S/o - Mohan Lal Das
	S/o - Sudhir Ch. Das	Vill - Town Pratapgarh	Vill - Gandhigram
	Vill - ...... Gandhigram	P.S. - East Agt.	P.S. - Airport.
	P.S. - Airport		

2.	M/S. - Galaxy Enterprise P/A. - Nirmal Mallik S/o - Jahar Lal Mallik Vill - Nripendranagar P.S. - Sidhai	Bikash Mallik S/o - Subal Ch. Mallik Vill - Nripendranagar Colony P.S. - Sidhai	Bidhan Mallik S/o - Subudh Mallik Vill - N. Colony P.S. - Sidhai
3.	M/S. - Akhanda Ent. P/A. - Gopal Das S/o - Lt. Jogesh Ch. Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania	Kajal Ch. Das S/o - Debendra Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania	Litan Das S/o - Mati Lal Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania
4.	M/S. - Maamani Ent. P/A. - Parimal Das S/o - Lt. Birendra Das Vill - Banikya Chow. P.S. - East Agt.	Debabrata Das S/o - Jahar Lal Das Vill - Radhakishor nagar P.S. - East Agt.	Samir Das S/o - Lt. Nitai Das Vill - R K. Nagar P.S. - East Agt.
5.	M/S. - Maamani Ent. P/A - Gautam Das S/o - Gopal Das Vill - Banikya Chow. P.S.- East Agt.	Chitta Ranjan Das S/o - Tarini Mohan Das Vill - R.K. Nagar P.S. - East Agt.	Jiban Das S/o - Lt. Dinesh Das Vill - R K. Nagar P.S. - East Agt.
6.	M/S - Das Enterprise P/A. - Kanu Lal Das S/o - Birendra Das Vill - Krishna Talli P.S. - Ranirbazar	Monoranjan Das S/o - Lt. Surendra Das Vill - Nalgaira P.S. - Jirania	Pradip Das S/o - Sudhir Das Vill - Nalgaria P.S. - Jirania
7.	M/S. - Paul Constn. P/A - Sankar Das S/o - Mati Lal Das Vill - Rampur P.S. - West Agt.	Debabrata Roy Sarkar S/o - Subhas Ch. Roy Sarkar Vill - Rampur P.S. - West Agt.	Shyamal Sarkar S/o - Prafulla Sarkar Vill - Rampur P.S. - West Agt.
8.	M/S. - Loknath Ent. P/A. - Subrata Kr. Das S/o - Jahar Lal Das Vill - Satdubis	Shyamal Ch. Das S/o - Nepal Ch.Das Vill - Chhechuria P.S. - Sidhai	Bidhu Bhusan Das S/o - Manik Das Vill - Satdubis P.S. - Sidhai

	P.S. - Sidhai		
9.	M/S. - R.R.P. Enterprise	Narahan Biswas	Goutam Biswas
	P/A - Rajib Kr. Das	S/o - Monuhar Biswas	S/o - Lt. G.C. Biswas
	S/o - Upendra Ch. Das	Vill - Bridhyanagar	Vill - Bridhyanagar
	Vill - Bridhyanagar	P.O. - Ranirbazar	P.S. - Jirania
	P.S. - Ranirbazar	P.S.- Jirania	
10.	M/S - Loknath Ent.	Ratan Ch. Dar	Tapan Kr. Das
	P/A. - Swapan Kr. Das	S/o - Gopal Ch. Das	S/o - Gobindh Lal Das
	S/o - Haralal Das	Vill - Bridhyanagar	Vill - Bridhyanagar
	Vill - Bridhyanagar	P.O. - Ranirbazar	P.O. - Ranirbazar
	P.O.- Ranirbazar		
11.	M/s A.S Enterprise	Archana Sarkar.	Saroj Kr. Kar
	P/A - Nitai Poddar	D/O Haripada Sarkar.	S/O kalamaind
	S/O Ashutosh Poddar	Vill - Ramnagar G. Road	Vill - Kalikapur
	Vill - Ramnagar G. Road	P.S- West Agt.	P.S - West Agt.
	P.S - West Agt.		

<u>2002-03</u>

1.	M/S. - B.N.K. Ent.	Uttam Kr. Majumder	Dilip Kr. Das
	P/A - Rajeswar Das	S/o - Lt. Rai Ranjan Das	S/o - Jagat Das
	S/o - Lt. Rai Ranjan Dar	Vill - Ramnagar. G. Ro.	Vill - Kalikapur
	Vill - Ramnagar	P.S. - West Agt.	P.S. - West Agt.
	P.S. - West Agt.		
2.	M/S - Sushen Ent.	Rupak Choudhory	Biswajit Das
	P/A - Keshab Das	S/o - Rati Rn. Choudhory	S/o - Bridhyanagar
	S/o - Kashinath Das	Vill - Rampur	Vill - Rampur
	Vill - Rampur	P.S. West Agt.	P.S.- West Agt.
3.	M/S. - Joy Ram Enterprise	Anjan Das	Manik Lal Das
	P/A - Sajal Ch. Das	S/o - Bikram Das	S/o - Hirendra Das
	S/o - Lt. Banamali Das	Vill - Brajanagar	Vill- Bhadranissip Para
	Vill - Bhadranissip Para	P.S. - Jirania	P.S. - Jirania
	P.S. - Jirania		
4.	M/S. - Joy Ram Ent.	Shibu Das	Nikhil Das
	P/A. - Saujan Das	S/o - Ashu Das	S/o - Binode Das
	S/o - Bikram Das	Vill - Brajanagar	Vill - Kobrakhamar

	Vill - Brajanagar P.S. - Jirania	P.S. - Jirania	P.S. - Jirania
5.	M/S. - Das Enterprise P/A. - Kamal Ch. Das S/o - Umesh Ch. Das Vill - Chakkasta P.O. - Durganagar	Smt. Chhaya Das D/o - Ananta Kr. Das Vill - Chakbasti P.O. - Durgapur	Goutam Das S/o - Ramesh Das Vill - Paschimbanja P.O. - T.E. College
6.	M/S. - Joy Ram Ent. P/A - Sankar Ch. Das S/o - Ashu Ch. Das Vill - Bhadra Missip Para P.S. - T.E. College	Joyanta Sarkar S/o - Anil Sarkar Vill - Bhadra Missip P.S. - T.E. Collage	Goutam Sarkar S/o - A. Sarkar Vill-Bhadra Missip Para P.S. - T.E. Collage
7.	M/S. - R.P.P. Ent. P/A - Manik Lal Das S/o - Mati Lal Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania	Biplab Das S/o - Nikunja Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania	Nagendra Das S/o - Dhirendra Das Vill - Bridhyanagar P.S. - Jirania
8.	M/S. - G.C. Constn. P/A - Prjush Das S/o - Lt. Paresh Ch. Das Vill - Bridhyanagar P.O. - Ranirbazar	Supriya Das S/o - Sunirmal Das Vill - Bridhyanagar P.O. - Ranirbazar	Jayanta Kr. Das S/o - Nripendra Das Vill - Bridhyanagar P.O. - Ranirbazar
9.	M/S. - Tirupati Ent. P/A - Subimal Das S/o - Lt. Satish Das Vill - Old Agt. P.S. - East Agt.	Krishna Bhowmik S/o - Surendra Bhowmik Vill - Old Agt. P.S. - East Agt.	Samir Rabi Das S/o - S. Rabi Das Vill - Moth Chow. P.S. - West Agt.
10.	M/S - Joy Ram Ent. P/A - Rup Chand Mitra S/o - Haridas Mitra Vill - Kashipur P.O.- Reshambagan	Swapan Das S/o Nani Gopal Das Vill - Reshambagan P.S. - East Agt.	Rajesh Das S/o - Hari Das Vill - Kashipur P.S. - East Agt.

(Up to December)

2003-04

1. M/S. - Joy Ram Ent. P/A - Sudhir Ch. Sarkar S/o - Harendra Ch. Sarkar Vill - West Noabadi P.S. - East Agt.	Nantu Ch. Das S/o - Amrit Ch. Das Vill - West Noabadi P.S. - East Agt.	Apan Das S/o - Amulya Das Vill - West Noabadi P.S. - East Agt.
2. M/S - Das Ent. P/A.- Kanulal Das S/o - Birendra Ch.Das Vill - Nalgaria P.S. - Jirania	Monoranjan Das So/ - Lt. Surendra Das Vill - Nalgaria P.S. - Jirania	Pradip Das S/o - Sudhir Das Vill - Nalgaria P.S. - Jirania
3. M/S - Joy Ram Ent. P/A - Sankar Ch. Das S/o - Ashu Ch. Das Vill - Bhadra Missip Para P.O. - T.E. College	Jayanta Sarkar S/o - Anil Sarkar Vill - B. M. Para P.S. - Jirania	Goutam Sarkar S/o Anil Sarkar Vill - B.M. Para P.S. - Jirania
4. M/S - Joy Ram Ent. P/A - Sudhir Ch. Sarkar S/o - H. Ch. Sarkar Vill - West Noabadi P. S. - East Agt.	Nantu Ch. Das S/o - Amrit Das Vill - West Noabadi P.S. - East Agt.	Apan Das S/o - Amulya Das Vill - West Noabadi P.S. - East Agt.
5. M/S - W.S.S. Ent. P/A - Smti Uma Das S/o - Lt. Mani Bhusan Das Vill - Kunjaban P.O. - Abhoynagar	Siddhartha Dasgupta S/o - Makhan Lal D/G. Vill + P.O. - Abhoynagar	Sudharsan Das S/o - S. Kr. Das Vill+P.O. - Abohynagar
6. M/S - Joy Ram Enterprise P/A - Pradip Das S/o - Praffulla Das Vill - West Joy nagar P.O. - Agt.	Amal Das S/o - B.B. Das Vill - Rajnagar P.O. - Agt.	Sajal Das S/o - Praffulla Das Vill - Joy pur P.O. - Agt.

Q.No. 2.

i) 2000-01
9 Nos. Rs. 2,51,589/-

ii) 2001-02
11 Nos. Rs. 3,22,318/-

iii) 2002-03
10 Nos. Rs. 2,90,746/-

iv) 2003-04 (Up to December)
6 Nos. Rs. 1,75,313/-
Rs. 10,40,166/-

WORK AWARDED TO THE S/C. UNEMPLOYED BY FORM - 11 UNDER KANCHANPUR DIVISION : KANCHANPUR.

S.L.	Name / Address	Total Amount	Remarks
1.	2	3	4
YEAR 2000-2001			
1.	M/S. Popular Enterprise. P/A. Shri Mohan Lal Nama. Vill.- Makumcherra. Laljuri, Kanchanpur.	Rs. 30,000,00.	
2.	M/S. S.S.B. Enterprise. P/A. Shri Sanjit Nama. Vill - Santipur. Kanchanpur.	Rs. 29,924,00	
3.	M/S. AMS Enterpries P/A. Hiranjan Deb Barman. Vill. - Kanchanpur.	Rs. 30,000,00	
4.	M/S. R.M.T. Enterpries. P/A. Shri Resendra Biswas. P.O. - Satnala.	Rs. 29,867,00	
5.	M/S. S.C. Enterpries. P/A. Smti Sujali Das. Dasda. North Tripura.	Rs. 30,000,00	
6.	M/S. Dasda Enterpries. P/A. Shri Sanjit Kr. Das. Dasda. North Tripura.	Rs. 30,000,00	
7.	M/S. Dasda Enterpries. P/A. Shri Sanjit Kr. Das.		

	Dasda. North Tripura.	Rs. 29,902,00
8.	M/S. S.U.A. Enterpries. P/A. Shri Sukumar Ch. Das. S/O. - Chitta Ranjan Das. Barcherra.	Rs. 30,000,00
9.	M/S. S.S.B. Enterpries. P/A. Sanjit Nama. Vill - Santipur. Kanchanpur.	Rs. 29,675.00

YEAR 2001-2002

1.	M/S. Appolo Enterpries. P/A. Sri Bipad Biswas. P.O. - Satnala.	Rs. 28,827,00
2.	M/S. - R.M.T. Enterpries. P/A. Rosendra Biswas. Satnala.	Rs. 30,000,00
3.	M/S. Biswas Enterpries. P/A. Prabhanjan Biswas. Satnala.	Rs. 30,000,00
4.	M/S. Biswas Enterpries. P/A. Shri Prabhanjan Biswas.	Rs. 30,000,00
5.	M/S. S.V.A. Enterpries. P/A. Shri Sukumar Das.	Rs. 29,902,00
6.	M/S. S.B. Construction. P/A. Smti Sanka Bala Nama. Satnala.	Rs. 21,107,00
7.	M/S. A.N.S. Enterpries. P/A. Niranjan Deb Barman. Kanchanpur.	Rs. 30,000,00
8.	M/S. A.N.S. Enterpries. P/A. Niranjan Deb Barman. Kanchanpur.	Rs. 30,000,00
9.	M/S. S.S.B. Enterpries. P/A. Sanjit Nama. Vill. - Santipur.	Rs. 30,000,00

YEAR 2002-2003

1.	M/S. R.M.T. Enterpries. P/A. Shri Rajendra Biswas. Satnala.	Rs. 28,157,00
2.	M/S. R.M.T. Enterpries. P/A. Rosendra Biswas. Satnala.	Rs. 28,157,00
3.	M/S. Pragati Enterpries. P/A. Baby Malakar. Vill - Ahalyapur.	Rs. 29,953,00
4.	M/S. Pragati Enterpries. P/A. Smti Baby Malakar. Vill. - Ahalyapur.	Rs. 29,894,00
5.	M/S. R.M.T. Enterpries. P/A. Smti Pranati Nama. Vill - Satnala.	Rs. 27,069,00
6.	M/S. R.M.T. Enterpries. P/A. Smti Pranati Nama. Vill - Makurcherra.	Rs. 16,526,00
7.	M/S. S.S.B. Enterpries. P/A. Sanjit Nama. Vill. - Santipur.	Rs. 30,000,00
8.	M/S. A.N.S. Enterpries. P/A. Niranjan Deb Barman. Vill. - Kanchanpur.	Rs. 30,000,00
9.	M/S. S.S.B. Enterpries. P/A. Sanjit Nama. Vill. - Santipur.	Rs. 29,920,00
10.	M/S. Appolo Enterpries. P/A. Bipul Biswas. Satnala.	Rs. 30,000,00
11.	M/S. S.K.B. Enterpries. P/A. Smti Sita Namasudra. Dasda.	Rs. 30,000,00
12.	M/S. S.K.B. Enterpries.	

	P/A. Smti Sita Namasudra.	
	Dasda.	Rs. 30,000,00
13.	M/S. S.U.A. Enterpries.	
	P/A. Sukumar Das.	
	Baracherra.	Rs. 30,000,00
14.	M/S. S.B. Enterpries.	
	P/A. Sanka Bala Nama.	
	Satnala.	Rs. 29,747,00
15.	M/S. A.B.M. Enterpries.	
	P/A. Shri Syamal Kanti Das.	
	Barahaldicherra.	Rs. 29,822,00
16.	M/S. A.B.M. Enterpries.	
	P/A. Syamal Kanti Das.	
	Barahaldi.	Rs. 30,000,00
17.	M/S. Ujjwal Enterpries.	
	P/A. Ujjwal Kanti Malakar.	
	Dasda.	Rs. 30,000,00
18.	M/S. S.C. Enterpries.	
	P/A. Smti Sujali Das.	
	Vill. - Dasda. North Tripura.	Rs. 29,711,00
YEAR 2003-2004		
1.	M/S. A.B.M. Enterpries.	
	P/A. Syamal Kanti Das.	
	Barahaldi.	Rs. 29,945,00
2.	S.B. Enterpries.	
	P/A. Sanka Bala Nama.	
	Satnala.	Rs. 29,945,00
3.	M/S. S.V.A. Enterpries.	
	P/A. Shri Sukumar Das.	
	Baracherra.	Rs. 30,000,00
4.	M/S. Appolo Enterpries.	
	P/A. Shri Bipul Biswas.	
	Satnala.	Rs. 30,000,00
5.	M/S. R.M.T. Enterpries.	
	P/A. Shri Sasendra Biswas.	

	Satnala.	Rs. 30,000,00
6	M/S. Ajanta Enterpries	
	P/A. Shri Sukesh Malakar.	
	Vill - Laljuri.	Rs. 27,655,00
7.	M/S. Ajanta Enterpries.	
	P/A. Shri Sukesh Malakar.	
	Vill - Laljuri.	Rs 20,145,00
8.	M/S. Biswas Enterpries.	
	P/A. Prakash Rn. Biswas.	
	Satnala.	Rs. 29,968,00
9.	M/S. Appolo Enterpries.	
	P/A. Bipul Biswas.	Rs. 28,891,00
	Satnala.	13,34,470.00

E.E. Kumarghat Division

DEED FORM UNDER KUMARGHAT SUB-DIVISION () DURING THE YEAR. 2000-01

1.	M/S. B.P.L. Enterpries.	Rs. 20,000/-
2.	M/S. Saktima Enterpries.	Rs. 21,500/-
3.	M/S. P.B.B. Enterpries.	Rs. 19,989/-
4.	M/S. Priya Enterpries.	Rs. 19,586/-
5.	M/S. M.B.J. Enterpries.	Rs. 19,923/-
6.	M/S. Maa Enterpries.	Rs. 20,023/-
7.	M/S. B.P.L. Enterpries.	Rs. 19,318/-
		Rs. 140,139/-

DEED FORM UNDER GANGANAGAR SUB-DIVISION (S. C.) DURING THE YEAR.2000-01

1.	M/S. Gyosna Enterpries.	Rs. 19,710/-
2.	M/S. Three S.C. Enterpries.	Rs. 20.000/-
3.	M/S. S.C. Enterpries.	Rs. 20.000/-
4.	M/S. Mahalaxmi Enterpries.	Rs. 18,840/-
5.	M/S. Life star Enterpries.	Rs. 19,834/-
6.	M/S. Aukal Enterpriese.	Rs. 20,000/-
7.	M/S. Bailoy Enterpries.	Rs. 20,000/-
8.	M/S. B.P.N. Enterpries.	Rs. 19,800/-
9.	M/S. Mousumi Enterpries.	Rs. 20,000/-
		Rs. 118,184/-

DEED FORM UNDER GANGANAGAR (PWD) SUB-DIVISION () DURING THE YEAR. 2001-02

1.	M/S. S.C. Enterpries.	Rs. 29,930,00
2.	M/S. Three S.C. Enterpries.	Rs. 19,993,00
3.	M/S. P.S.R. Enterpries.	Rs. 19,198,00
4.	M/S. Das Enterpries.	Rs. 19,987,00
5.	M/S. Jyosna Enterpries.	Rs. 19,987,00
		Rs. 109,095,00

DEED FORM UNDER MANU SUB-DIVISION (SC) DURING THE YEAR. 2001-02

1.	M/S. Dipa Enterpries.	Rs. 20,042/-

DEED FORM UNDER KUMARGHAT SUB-DIVISION (SC) DURING THE YEAR. 01-02

1.	M/S. R.B.J. Enterpries.	Rs. 29,886/-
2.	M/S. S.C. Constn.	Rs. 19,765/-
3.	M/S. M.N.W Enterpries.	Rs. 29,803/-
4.	M/S. P.S.B. Enterpries.	Rs. 29,562/-
		Rs. 10,90,16/-

DEED FORM UNDER GANGANAGAR SUB-DIVISION (S.C.) DURING THE YEAR. 2002-03

1.	M/S. Binapani Enterpries.	Rs. 20,349,00
2.	M/S. S. Cosmic Enterpries.	Rs. 20,905,00
3.	M/S. Sandip Enterpries.	Rs. 23,305,00
4.	M/S. Kripa Sindu Enterpries.	Rs. 29,765,00
5.	M/S. P.S.M. Enterpries.	Rs. 26,012,00
6.	M/S. Das Construction.	Rs. 28,475,00
7.	M/S. Dharna Enterpries.	Rs. 26,366,00
8.	M/S. K.M.D. Enterpries.	Rs. 29,990,00
9.	M/S. Nama Enterpries.	Rs. 28,698,00
		Rs. 2,33,865,00

DEED FORM UNDER KUMARGHAT (PWD) SUB-DIVISION (S.C.) DURING THE YEAR. 2002-03

1.	M/S. Manika Enterpries.	Rs. 29,799,00
2.	M/S. B.P.L. Enterpries.	Rs. 29,799,00
3.	Sri Kishor Kumar Das.	Rs. 30,000,00
4.	M/S. P.S.B. Enterpries.	Rs. 30,000,00
5.	M/S. MAA Enterpries.	Rs. 30,000,00

6.	M/S. Debdut Enterpries.	Rs. 28,930,00
7.	M/S. B.P.D. Enterpries.	Rs. 28,817,00
		Rs. 2,07,345,00

DEED FORM UNDER MANU SUB-DIVISION (S.C.) DURING THE YEAR. 2002-03

1.	M/S. Manu Enterpries.	Rs. 19,972,00
2.	M/S. Das and Sarkar Enterpries.	Rs. 19,967,00
3.	M/S. Dipa Enterpries.	Rs. 19,949,00
4.	M/S. Das & Sarkar Enterpries P/A. Sri Abani Kanta Das.	Rs. 21,142,00
5.	M/S. Dipa Enterpries. P/A. Lipika Sarkar.	Rs. 20,683,00
		Rs. 1,01,713,00

DEED FORM/FORM XI FOR S.C. DURING THE YEAR 2003-04

GANGANAGAR SUB-DIVISION

SL. NO.	NAME OF AGENCY	ADDRESS	AMOUNT
1.	M/S Majumder Construction P/A. Sri Kripa sindu Majumder.	Vill.- West Kanchanbari North Tripura, Fatikroy	Rs. 29724,00
2.	M/S. Life star Enterpries. P/A. Jogesh Sarkar.	Vill.- Dudhpur P.S. Fatikroy. North Tripura.	Rs. 29,511,00
3.	M/S. R.S. Enterpries. P/A. Sri Ranjit Das.	Vill. PO.- Fatikroy North Tripura.	Rs. 29,591,00
4.	M/S. R.S. Enterpries. P.A. Sri Milan Malakar.	Vill. Dudhpur P.S. Fatikroy. North Tripura.	Rs. 27,083,00
5.	M/S. Das Enterpries P.A. Sri Dilip Kr. Das.	Vill. Laldhar. Fatikroy. North Tripura.	Rs. 22,167,00
6.	M/S. Binapani Enterpries. P.A. Sri Rasaraj Malakar.	Vill.- Saidarpar Fatikroy, North Tripura.	Rs. 28,005,00
7.	M/S. Kripasindu Enterpries. P.A. Sri Kripesh Ch. Malakar.	Vill. P.O. Saidarpar. North Tripura.	Rs. 30,000,00
8.	M/S. Dharna Enterpries.	Vill. North Kanchanbari	

	P/A. Nagendra Malakar.	P.O. Kanchanbari.	
		North Tripura.	Rs. 25,582,00
			Rs. 221,713/-

DEED FORM/ FORM XI FOR S.C. DURING THE YEAR. 2003-04

SL. NO.	NAME OF AGENCY	ADDRESS	AMOUNT
1.	M/S. Maa Enterpries.	Vill. Pabiacherra.	
	P/A. Smti Sushita Malakar.	P.O. Kumarghat.	Rs. 29,909,00
2.	M/S. Manika Enterpries.	Vill. P.O. Kumarghat.	Rs. 29,771,00
	P.A.		
3.	M/S. Das Enterpries.	P.O. Vill.- Kumarghat.	Rs. 28,055,00
	P/A. Sri Dipak Das.		
4.	M/S. P.S.B.S. Enterpries.	Vill.- Pabiacherra.	
	P/A. Sri Pranoy Das.	P.O. Kumarghat.	Rs. 29,745,00
5.	M/S. B.P.L. Enterpries.	Vill. Saidarpar	
	P.A. Bishnu Malakar.	Fatikroy.	Rs. 30,000,00
			Rs. 1,41,480/-

DEED FORM/FORM XI FOR S.C. DURING THE YEAR 2003-04

(MANU SUB-DIVISION)

SL. NO.	NAME OF AGENCY	ADDRESS	AMOUNT
1.	M/S. Manu Enterpries.	Vill. P.O. Manughat.	
	P.A. Sri Sambu Das.	Dhalai. Tripura.	Rs. 21,680,00
2.	M/S. Dipa Enterpries.	P.O. Vill. Chailengta,	
	P/A. Smti. Lipika Sarkar.	Dist. Dhalai.	Rs. 19,984,00
3.	M/S. Das & Sarkar Enterpries.	Vill. P.O. Chailengta.	
	P.A. Sri Abani Kanta Das	Dhalai, Tripura.	Rs. 19,970,00
			Rs. 61,640/-

AMBASSA DIVISION

(2000-2001)

SL. NO.	NAME OF S.C.'S DEED FIRM.	NAME OF POWER OF ATTORNEY & ADDRESS.	VALUE OF WORKS
1.	Saraswati Enterprise.	P/A. Sri Phani Ch.Dar. Vill. Kuchainala, P.S. Kamalpur.	Rs. 20,000/-

2.	Saraswati Enterprise.	P/A. Sri Phani Ch.Das. Vill. Kuchainala. P.S.- Kamalpur.	Rs. 7,881/-
3	M/S. Dhalai Enterprise	P/A. Sri Amiya Ch. Das. Vill. + P.S.- Salema.	Rs. 28,718/-
4.	S C. Enterprise.	P/A. Sri Dulal Biswas. Vill + P.S.- Ambassa.	Rs. 9,802/-
5.	M/S. N.A.D. Enterprise.	P/A. Sri Nishit Kr. Das. Vill + P.O.- Gandacherra.	Rs. 29,998/-
6.	M/S. Sarkar & Das Enterprise.	P/A. Sri Arun Kr. Sarkar. Vill.+ P.O.-Gandacherra.	Rs. 26,975/-
7.	M/S. Joy Guru Enterprise.	P/A. Sri Amrit Lal Das. Vill.- Dabbari. P.S.- Salema.	Rs. 30,000/-
8	S.N.R. Enterprise.	P/A. Sri Krishna Das. Vill.+ P.S.-Salema.	Rs. 20,000/-
9	N.E.R. Enterprise.	P/A. Sri Nirmal Biswas. Vill.+ P.S.- Gandacherra.	Rs. 20,000/-
10.	M/S. Shyamal Enterprise.	P/A. Sri Shyamal Biswas. Vill.+ P.S.- Gandacherra.	Rs. 20,000/-
11.	M/S. Shyamal Enterprise.	P/A. sri Shyamal Biswas. Vill.+ P.S.-Gandacherra.	Rs. 20,000/-
12.	S.S.B. Enterprise.	P/A. Sri Bikash Ch. Das. Vill. - Kuchainala. P.S. - Kamalpur.	Rs. 30,000/-
13.	S.S.B. Enterprise.	P/A. Sri Bikash Ch. Das. Vill.- Kuchainala. P.S.- Kamalpur.	Rs. 29,609/-
14.	S.N.R. Enterprise.	P/A. Sri Krishna Das. Vill.+ P.S.- Gandacherra.	Rs. 26,838/-
15.	H.B.D. Enterprise.	P/A. Sri Hare Krishna Das. Vill + P.S.- Gandacherra.	Rs. 25,646/-
16.	H.B.D. Enterprise.	P/A. sri Hare Krishna Das. Vill. + P.S.- Gandacherra.	Rs. 20,959/-
			Rs. 3,66,426/-

2001-2002

1.	Rajdoot Enterprise	P/A. Sri Sanjib Das. Vill.- Darang. P.S.- Kamalpur.	Rs 29 196/
2.	N.R A. Enterprise	P/A. Sri Nil Mohan Malakar. Vill.- Jugendranagar. P.S.- Ambassa.	Rs. 8 652/-
3.	S S.S. Enterprise.	P/A. Sri Sanaswar Das. Vill.- Singinala. P.S. - Salema.	Rs. 20,974/-
4	G H P Enterprise	P/A.Sri Goutam Das Vill.- Chulubari P.S.- Kamalpur.	Rs. 27,627/-
5.	M/S. Das Enterprise.	P/A. Sri Dipesh Kapali. Vill.- Haripur. P.S- Gandacherra.	Rs. 29,986/-
6.	M/S. Das Enterprise.	P/A. Sri Dipesh Kapali. Vill.- Haripur. P.S. Gandacherra.	Rs. 20,485/-
7.	Sarkar & Das Enterprise.	P/A. Sri Rakhal Sarkar. Vill.- 60 Card. P.S.- Gandacherra.	Rs. 29,198/-
8.	M/S. A.B.B. Enterprise.	P/A. Sri Arun Sarkar. Vill.- Haripur. P.S.- Gandacherra.	Rs. 29,629/-
9.	M/S. A.B.B. Enterprise	P/A.- Sri Arun Sarkar. Vill.- Haripur. P.S.- Gandacherra	Rs. 29,648/-
10.	M/S. N.A.D. Enterprise	P/A.- Sri Nishit Kr. Das. Vill.- Durgapur. P.S.- Gandacherra.	Rs. 26,063/-
11	M/S. N.A.D. Enterprise	P/A. Sri Nishit Kr. Das. Vill.- Durgapur. P.S.- Gandacherra.	Rs. 29,983/-
12.	N.R.A. Enterprise	P/A. Sri Nil Mohan Malakar.	Rs. 29,332/-

		Vill.- Jawharnagar. P.S.- Ambassa.	
13.	M/S. Shyamal Enterprise	P/A. Sri Shyamal Biswas. Vill.- Gandacherra. P.S.- Gandacherra.	Rs. 20,175/-
14.	Pragati Enterprise	P/A.- Sri Sajal Kumer Das. Vill.- Mothirmia. P.S.- Kamalpur.	Rs. 29,747/-
15.	Three Slater Enterprise	P/A.- Smt. Manju Rani Das. Vill.- North Nechuria P.S.- Kamalpur.	Rs. 30,000/-
			Rs. 4,15,695/-
16.	S.S.B. Enterprise	P/A. Sri Bikash Chandra Das. Vill.- Kuchainala. P.S.- Kamalpur.	Rs 28,870/-
17.	M/S. B.N.A. Enterprise	P/A. Sri Bishu Das. Vill.- Ambassa. P.S.- Ambassa.	Rs. 29,188/-
18.	S.C. Enterprise	P/A. Sri Dulal Biswas. Vill. & P.S.- Ambassa.	Rs. 29,554/-
19.	M/S. Suravi Enterprise	P/A. Sri Biswajit Das. Vill. & P.S.- Gandacherra.	Rs. 29,468/-
20.	M/S. Shyamal Enterprise	P/A. Sri Shyamal Biswas. Vill. & P.S.- Gandacherra.	Rs. 22,494/-
			Rs. 5,55,269/-

2002-2003

SL. NO.	NAME OF S.C.'S DEED FIRM.	NAME OF POWER OF ATTORNEY & ADDRESS.	VALUE OF WORKS
1.	M/S. Suravi Enterprise.	P/A. Sri Biswajit Das. Vill.- Durgapur. P.S.- Gandacherra.	Rs. 29,977/-
2.	M/S. Bazaz Enterprise.	P/A.- sri Dulnath Kairi. Vill.- Maracherra. P.S.- Kamalpur.	Rs. 30,000/-

3.	A.P.A. Enterprise.	P/A. Sri Arup Ratan Das. Vill. & P.S.- Ambassa.	Rs. 30,000/-
4.	M/S. Sarkar & Das Enterprise.	P/A. Sri Rakhal Sarkar. P.S.- Gandacherra.	Rs. 27,881/-
5.	M/S. Loknath Enterprise.	P/A. Sri Biswanath Kairi. P.S.- Kamalpur.	Rs. 20,862/-
6.	P.A.B. Enterprise.	P/A. Sri Pradip Das. P.S.- Kamalpur.	Rs. 29,920/-
7.	M/S. J.S.T. Enterprise.	P/A. Sri Joy Prakash Nara-yan Das Barman. Vill. + P.S.- Ambassa.	Rs. 29 58/-
8.	M/S. A.B.A. Enterprise.	P/A. Sri Arup Das Barman. Vill. + P.S.- Ambassa.	Rs. 29,796/-
			Rs. 2,35,994/-

FINANCIAL YEAR 2003-2004 (UP TO DECEMBER 2003)

1.	M/S. Suravi Enterprise.	P/A. Sri Biswajit Das. Vill.- Durgapur. P.S.- Gandacherra.	Rs. 30,000/-
2	Tata Enterprise.	P/A. Sri Subrata Kr. Das. P.S.- Kamalpur.	Rs. 29,583/-
3.	M/S. Millan Enterprise.	P/A. Sri Ganesh Ch. Das. P.S.- Salema.	Rs. 29,863/-
4.	M/S. Commando Enterprise.	P/A. Sri Pran Kumar Das. P.S.- Kamalpur.	Rs. 28,949/-
5.	M/S. Tripura Enterprise.	P/A. Sri Bidhan Das Vill.- Kamalacherra. P.S.- Ambassa.	Rs. 30,000/-
			Rs. 1,48,395/-

The following Works are awarded to Schedule Caste Form's during the year 2000-2001.

SOUTHER DIVISION NO. III. SONAMURA.

1. M/S. B.D.S. Ent.
   P/A. Bishwajit Barman.
   Vill.- Rajghat
   P.O.- Melaghar.

2 M/S. Bulti Ent.
P/A. Krishna Das.
Vill.- Rajghat.
P.O.- Melaghar

3. M/S. Star Ent.
P/A.- Susanta Biswas.
Vill.- Letamura
P.O.- West Nalchar.

4. M/S. Royal Ent.
P/A. Niranjan Barman.
Vill.- Rajghat.
P.O.- Melaghar.

5. M/S. N.D.G. Ent.
P/A. Narayan Ch. Das
Vill.- Karaiyadhepa
P.O.- Rudijala.

6. M/S. NIRMAN.
P/A. Harikrishna Sarkar.
Vill.- Garurbandh.
P.O.- Urmai.

7. M/S. Nobadaya Ent.
P/A. Pradip Barman
Vill.- Baidhya Mura.
P.O.- West Nalchar

8. M/S. Nabodhya Ent.
P/A. Pintu Das.
Vill.- Kumariakucha.
P.O.- Bagmara.

9. M/S. Susmita Ent.
P/A. Badal Barman.
Vill.- Chandighar.
P.O.- Chandighar.

10. Melaghar Udbastu Fishenes
Samabay Samitti Ltd.
P/A. Rajbihari Das

Vill.- Melaghar.
P.O.- Melaghar.
11. M/S. S.B. Ent.
P/A. Bakul Rani Das.
Vill - Karaiyadepha.
P.O.- Melaghar.
12. M/S N.D.S. Ent.
P/A. Nikhil Ch. Das.
Vill.- Karaia Depha.
P.O.- Rudijala.
13. M/S T.S.P Ent
P/A. Biswajit Sarkar.
Vill.- Khaschowmuhani.
P.O.- Melaghar
Qustion No 2 = Total Rs. 2,37657/-

The following Works are awarded to Schedule Caste Form's during the year 2001-2002

1 M/S. R.P.P. Ent.
P/A Bimal Ch. Das.
Vill - Taksapara
P.O.- Taksapara
2. M/S. Bharal Const^{n}.
P/A. Asish Das
Vill.- Rabigopal para.
P.O - Rabigopal para.
3 M/S R.P.P Ent
P/A. Pradip Ch. Das.
Vill.- Taksapara.
P.O.- Taksapara.
4. M/S. T.S.P. Ent.
P/A. Biswajit Sarkar.
Vill.- Khashchowmohani.
P.O.- Melaghar.

5. M/S. Mahanama Ent.
   P/A. Sentulal Das.
   Vill. + P.O.- Takshapara.
6. M/S. T.S.P. Ent.
   P/A. Sukanta Sarkar.
   Vill.- Rabigopal Para.
   P.O.- Rabigopal Para.
7. M/S. Nabodaya Const^{n}.
   P/A. Ranjit Kr. Das.
   Vill.- Radhamadhabpara.
   P.O.- Rudijala.

Question No. 2. Total Rs. 1,58,320/-

The following Works are awarded to Schedule Caste Form's during the year 2002-2003.

1. M/S. Galaxy Ent.
   P/A. Utpal Bhowmik.
   Vill. & P.O.- Khaschowmohani.
2. M/S. Nama Ent.
   P/A. Swapan Nama.
   Vill. & P.O.- Melaghar.
3. M/S. Galaxy Ent.
   P/A. Prasanta Sarkar.
   Vill. .- Khaschowmuhani.
   P.O.- Melaghar.
4. M/S. T.S.P. Ent.
   P/A. Bidhu Bhusan Sarkar.
   Vill.- Khaschowmuhani
   P.O.- Melaghar.
5. M/S. Mahanama Ent.
   P/A. Kabir Ch. Sarkar.
   Vill.- Taksapara.
   P.O.- -Do-
6. M/S. K.T.R. Ent.
   P/A. Khokan Sarkar.
   Vill.- South Nalchar.

P.O.- East Nalchar.

7. M/S. Gumati Ent.
   P/A. Ashim Das.
   Vill.- Chandanmura.
   P.O.- Bartali.
8. M/S. Bhowmik Ent.
   P/A. Nandalal Malakar.
   Vill.- Bamarayan.
   P.O.- Bejimara.
9. M/S. Kunda Ent.
   P/A. Naruttam Das.
   Vill.- Padmdepa.
   P.O.- Melaghar
10. M/S. T.S.P. Ent.
   P/A. Swapan Kr. Sukla Das.
   Vill. & P.O - Rabindranagar.
11. M/S. Royal Ent.
   P/A. Niranjan Barman.
   Vill.- Rajghat.
   P.O.- Melaghar.

Question No. 2. Total Rs. 3,11,843/-

The following Works are awarded to Schedule Caste Form's during the year 2003-2004. Up to Dec. 2003.

1. M/S. Friends Union.
   P/A. Surja Mohan Das.
   Vill. & P.O.- Melaghar.
2. M/S. Galaxy Ent.
   P/A. Nikhil Bhowmik.
   Vill.- Shibnagar.
   P.O.- Taksapara.
3. M/S. Tribeni Sangam.
   P/A. Khokan Sarkar.
   Vill.- Rajghat.
   P.O.- Melaghar
4. M/S. Bulti Ent.

P/A. Krishna Das.
Vill.- Rajghat.
P.O.- Melaghar.

5 M/S. T S P Ent
P/A Badal Ch. Das.
Vill & P.O.- Taksapara.

6. M/S. R.P.P. Ent.
P/A. Sudeb Das.
Vill. & P.O.- Khaschowmuhani.

7. M/S. B.D.S. Ent.
P/A. Biswajit Barman.
Vill.- Rajghat.
P.O.- Melaghar.

8. M/S. K.P.K. Ent.
P/A. Keshab Rn. Das.
Vill.- Chandan Mura.
P.O.- Battali.

9. M/S. Ganga Ent.
P/A. Babul Das.
Vill.- Bhuyartila.
P.O.- Melaghar.

10. M/S. Bimal Ent.
P/A. Tapas Das.
Vill.- West Nalchar.
P.O.- -DO-

11. M/S. Jagat Bandu Ent.
P/A. Sukanta Das.
Vill.- Chandanmura.
P.O.- Battali.

12. M/S. Galaxy Ent.
P/A. Khokan Ch Das.
Vill.- Taksapara.
P.O.- Taksapara.

13. M/S. Galaxy Ent.
P/A. Ranjit Das.
Vill.- Taksapara.
P.O.- Taksapara.

14. M/S. T.S.P. Ent.
P/A. Badal Ch. Das.
Vill.- Taksapara
P.O.- Taksapara.

15 M/S. Bhowmik Ent.
P/A. Uttan Ch. Das.
Vill.- Khedabari.
P.O.- Khedabari.

16. M/S. Mahoya Ent.
P/A. Shyamnath Sarkar.
Vill.- Melaghar.
P.O.- Melaghar.

17. M/S. Joy Guru Ent.
P/A. Pallab Bhowmik.
Vill.- Sonamura.
P.O.- Sonamura.

18. M/S. Friends Union.
P/A. Bimal Sarkar.
Vill.- Kalamkhet.
P.O.- Urmai.

19. M/S. M.J.N. Ent.
P/A. Nipendra Das.
Vill.- Bhuiyatilla.
P.O.- Melaghar.

20. M/S. Galaxy Ent.
P/A. Dilip Bhowmik.
Vill. & P.O.-

21. M/S. T.R.P. Ent.
P/A. Tarasankar Das.
Vill.- Chandanmura.
P.O.- Battali.

22. M/S. Joy Guru Ent.

P/A. Ganesh Das.
Vill.- Chandan Mura.
P.O.- Battali.

23. M/S. Bharat Constr.
P/A. Asish Das.
Vill.- Rabigopal para.
P.O.- Melaghar.

24. M/S Galaxy Ent
P/A Prasanta Sarkar.
Vill.- Rabindra Nagar
P.O.- Rabindra Nagar.

25. M/S. R.P.P. Ent.
P/A. Pradip Ch. Das.
Vill.- Taksapara
P.O.- Taksapara

26. M/S. Cresent Ent.
P/A. Bikash Das.
Vill.- Taksapara.
P.O - Taksapara.

27. M/S. Kunda Ent.
P/A. Samir Das.
Vill.- Kariyla Mura
P.O.- Melaghar.

28. M/S. Sekhar Ent.
P/A. Parimal Das.
Vill - Sonamura.
P.O.- Sonamura.

29. M/S. R.P.P. Ent.
P/A. Bimal Ch. Das.
Vill.- Taksapara.
P.O.- Taksapara.

30. M/S. U.K. Ent.
P/A. Mukul Rani Das.
Vill.- Garurband.
P.O.- Urmai

Question No. 2. Total Rs. 708795/-

<u>SOUTHERN DIVISION - II</u>

<u>S.C. DEED FORMS</u>

2000-2001

1. RUB FIRM
Smt. Rama Das.
W/O. Satya Ranjan Saha.
Ramthakur Para. Belonia.

2. M/S. RJD UNIT
Sri Ranjit Das.
S/O. Lt. Sushen Ch. Das.
West Charakbai, Baikhora.

3. M/S. DBM Brothers
Sri Samir Das.
S/O. Sachindra Kr. Das.
Giridhari. Belonia.

4. M/S. BKS Unit.
Sri Balai Kr. Das.
S/O. Laxmi Kanta Das.
North Kalabaria, Belonia.

5. M/S. SDU Unemployed Association.
Sri Sunil Malakar.
S/O. Sri Subal Malakar.
Santirbazar.

6. M/S. KDS Brothers.
Sri Krishnadhan Roy.
S/O. Arun Ch. Roy.
Motai, Belonia.

7. M/S. DAS & DAS FIRM
Sri Ranjit Kr. Das.
S/O. Ramesh Ch. Das.
Joychandpur, Kashari, Belonia.

8. M/S. KSN FIRM
Sri Krishnadhan Rabi Das.

S/O. Motilal Das,
Netaji Palli, Belonia.

2001-2002

1. PNN FIRM
Sri Partha Das.
S/O. Haran Ch. Das.
Mirzapur, Belonia.
2. M/S. Das & Das Unit
Sri Samir Ch. Das.
S/O. Sri Jagabandhu Das.
East Kalabaria, Maicharra.
3. M/S. SCU Unit
Sri Sanmilon Das.
S/O. Harendra Kr. Das.
West Kalabaria, Maicharra, Belonia.
4. M/S. Sarada Constn.
Sri Anindita Majumder.
S/O. Sri Manindra Kr. Majumder.
Santirbazar.
5. M/S. Joykrishna Unit.
Sri Abhijit Das.
S/O. Sri Shisuram Das.
Lowgang, Santirbazar.
6. M/S. DGP Firm.
Sri Dulal Ch. Das.
Sri Narayan Ch. Das. Dantirbazar.
7. M/S. Das & Das Unit.
Sri Samir Das. Belonia.
8. M/S. PDS Unit.
Sri Dipak Das.
S/O. Sri Manindra Das.
Naraifung, Santirbazar.
9. M/S. Das Brother.
Sri Ranjit Das.
S/O. Sri Bachram Das. Motai, Belonia.

10. SAA FIRM.
Sri Samir Das.
S/O. Sri Nagendra Das.
Nayapalli, Belonia.

2002-2003

1. M/S. Das & Das Unit.
Sri Chandan Das.
S/O. Sri Sachindra Kr. Das.
West Kalabaria.
2. M/S. Das and Das Unit
Sri Swadesh Das.
S/O. Sri Jagadish Das. Belonia.
3. M/S. DAB FIRM
Sri Debabrata Das.
S/O. Sri Madhusudhan Das.
Santirbazar.
4. M/S. SPM FIRM
Smt. Rinki Baidya.
D/O. Lt. Tejendra Kr. Daidya.
Ashramtilla, Santirbazar.
5. M/S. Das and Das.
Sri Sankar Ch. Das. S/O. Harendra Kr. Das. West Kalabaria.
6. M/S. Das and Das Unit
Sri Narayan Malakar. S/O. Sri Prafulla Malakar. Belonia.
7. M/S. Das and Das Unit.
Sri Kanulal Das. S/O. Sri Krishna Das. Santirbazar. Ramthakur para.
8. M/S. Das and Das Unit.
Sri Dhananjoy Das. S/O. Lalmohan Das. South Belonia. Belonia.
9. M/S. Das and Das Unit.
Sri Subhash Das. S/O. Rasaraj Das. Ramthakurpara, Belonia.
10. M/S. Das Firm.
Sri Khudiram Das. S/O. Lt. Lalmohan Das. Ramthakurpara, Belonia.
11. M/S. D.BM Unit.
Sri Dipak Das. S/O. Sri Jogesh Ch. Das. Mirzapur, Belonia.
12. M/S. USU Firm.

Sri Utpal Majumder. S/O. Lt. Mohanbasi Majumder. East Bagafa.

13. M/S. SRB Unit.
Sri Sudhir Kr. Roy. S/O. Rabindra Kr. Roy. Santirbazar.

14. M/S. Joyram Enterprise.
Sri Sanjib Majumder. S/O. Lt. Rebati Mohan Majumder. Subhash Coloney, Santirbazar.

15. M/S. Joyram Unit.
Sri Amal Das. S/O. Sri Akhil Ch. Das, West Pillak, Jolaibari.

16. M/S. Friends Units.
Sri Sudip Das. S/O. Lt. Harendra Kr. Das. East Bagafa.

17. M/S. MPD Firm.
Sri Hiralal Majumder. S/O. Amullya Majumder. Santirbazar.

18. Maa Kali Enterprise.
Sri Pradip Das Baishnab. S/O. Krishna Das Baishnab.
College Square, Belonia.

19. M/S. KSA FORM.
Sri Kartic Ch. Das. S/O. Banish Ch. Das. Santirbazar.

20. Das and Das Unit.
Sri Samir Ch. Das. S/O.
West Kalabaria, Belonia.

21. M/S. Das and Das Firm.
Sri Bipul Das. S/O. Kshetramohan Das. Kanchannagar, Santirbazar.

22. M/S. DNS Firm.
Sri Tapan Das. S/O. Manindra Kr. Das. Mirzapur, Belonia.

<u>2003-2004</u>

1. M/S. DBM Brothers.
Samir Das. S/O. Sachindra Kr. Dar. Giridhari Ashram. Belonia.

2. M/S. NRS Unit.
Nipendra Das. S/O. Nikunja Das. Rajnagar.

3. M/S. NRS Unit.
Narayan Ch. Das. S/O. Lt. Sachindra Kr. Das. Rajnagar.

4. M/S. NKU Unit.
Sri Nanda Lal Das. S/O. Agni Kr. Das. Kalshimukh. Baikhora.

STATEMENT SHOWING THE WORKS AWARDED THROUGH DEED FORMS TO THE S.C. PRESONAL UNDER THE EXECUTIVE ENGINEER, PWD, AGARTALA DIVISION NO.- 1. AGARTALA FOR THE FINANCIAL YEAR 2000-2001 TO 2003 (UP TO 18TH, DECEMBER '2003)

SL. No.	Name of Agency with Power of Attomey & Address	Amount (Rs)
1	2 3	4
1.	M/s. A.S.S. Entp. Sri Ashim Malakar. S/O. Lt. Makhan Malakar. Indranagar Agartala.	Rs. 23987.00
2.	M/s. A.J.A. Enterprise. Sri Pradip Sarkar. S/O. Dhananjoy Sarkar. Bhati Abhoynagar, Agartala.	Rs. 39.888.00
3.	M/s. S.R.R. Entp. Sri Sanjit Majumder. C/O. Hari Charan Majumder. Ramnagar - 3. Agartala.	Rs. 19.992.00
	M/s. Maharaja Constn. Sri Narayan Das. S/O. Hira Mohan Das. East Shibnagar. Agartala.	Rs. 81.882.00
5.	M/s. S.S.A. Enterprise. Nani Gopal Roy. S/O. Indrajit Roy Bhati Abhoynagar. Agartala.	Rs. 21,983.00
6.	M/s. Victor Entp. Sri Arup Das. S/O. Rup Chand Das. Town Pratapgarh. Agartala.	Rs. 56.375.00
7.	M/s. Maharaja Constn. Sri Kamal Das. S/O. Sunil Das. East Shibnagar. Agartala.	Rs. 29,469,00
8.	M/s. Joy Ram Entp. Sri Dipak Das. S/O. Swapan Das. Shibnagar.	Rs. 29.973.00
9.	M/s. Ghosh Entp. Sri Manik Choudhury. S/O. Chitta Ranjan Choudhury. Ramnagar. Agartala.	Rs. 27.711.00
10.	M/s. Maa Entp. Sri Maran Ch. Das. S/O. Birendra Ch. Das.	Rs. 29.908.00

	Pratapgarh. Agt.	
11.	M/S. Maa Enterprise. Joy Kishore Das. S/O. Lt. Mati Lal Das. Banamalipur. Agartala.	Rs. 58.883.00
12.	M/s. Joy Ram Entp. Sri Sajal Sarkar. S/O. Dipankar Sarkar. East Shibnagar. Agt.	Rs. 29.983.00
13.	M/s. Maharaja Constn. Sri Sanjoy Sarkar. S/O. Subodh Sarkar. Chandrapur. Agartala.	Rs. 28.539.00
14.	M/s. Bidhan Entp. Sri Ashim Sarkar. S/O. Sri Arunmoy Sarkar. R/Nagra. Agt.	Rs. 59.975.00
15.	M/s. B.N.K. Entp. Sri Rupak Chowdhury. S/O. Rati Rn. Chowdhury. Rampur. Agt.	Rs. 29.158.00
16.	M/s. Saraswati Entp. Sri Goutam Das. S/O. Mohan Das. Dhaleswar.	Rs. 59.255.00
17.	M/s. S.D.M. Entp. Sri Laxman Majumder. S/O. Lt. Dhirendra Majumder. Nutan Pally. Agartala.	Rs. 29.841.00
18.	M/s. S.S. Entp. Sri Bhaskar Das. S/O. Birendra Ch. Das. Joynagar. Agartala.	Rs. 30.000.00
19.	M/s. Saraswati Entp. Sri Ratan Lal Das. S/O. Madhu Das. Dhaleswar. Agartala.	Rs. 59.919.00
20.	M/s. R.A.S. Constn. Sri Animesh Sarkar. S/O. Santosh Sarkar. Ramnagar -3. Agartala.	Rs. 30.000.00
21.	M/s. Mou Entp. Smti Mina Rani Das. D/O. Sri M.M. Das. Bordowali, Agartala.	Rs. 30.000.00
22.	M/s. Das Construction. Sri Pradip Ch. Das. S/O. Prafullya Ch. Das.	Rs. 29.371.00

	Bordowali, Agartala.	
23.	M/s. Das Construction. (S.C). Sri Kinkar Das. S/O. Debendra Ch. Das. Ranjit Nagar.	Rs. 68.048.00
24.	M/s. Bidhan Enterprise. (S.C.). Sri Bidhan Das. C/O. Sanat Kr. Das. Ramnagar Road No. 4. Ramnagar.	Rs. 99.983.00
25.	M/s. D.A.D. Enterprise. (S.C.). Sri Ranjit Biswas. S/O. Amulya Biswas.	Rs. 64.266.00
26.	M/s. Das Construction. (S.C.). Sri Ashim Ch. Das. S/O. Amar Ch. Das. Joynagar, Agt.	Rs. 23.511.00
27.	M/s. Rajdhan Enterprise. Smt. Bina Das. D/O. Kamani Das. Dashamighat. Agt.	Rs. 43.465.00
28.	M/s. A.S. Entp. Sri Soroj Kr. Das. S/O. Kalamani Das. Kalikapur. Agartala.	Rs. 30.000.00
29.	M/s. Bhowmik Entp. Sri Nikunja Das. S/O. Krishna Kamal Das. Bardowali. Agt.	Rs. 24.787.00
30.	M/s. Loknath Entp. Sri. Tapash Majumder. S/O. Sunil Majumder. Dhaleswar.	Rs. 22.677.00
31.	M/s. Sushen Enterprise. Smti. Sangita Sarkar. D/O. Rupchand Sarkar. Kalikapur, Agartala.	Rs. 29.433.00
32.	M/s. S.B. Entp. Sri Kajal Sarkar. S/O. Harimohan Sarkar. 5/ Ramnagar. Agartala.	Rs. 45.972.00
33.	M/s. Saraswati Entp. Sri Ratan Kr. Das. S/O. R. Das. Krishnanagar. Agt.	Rs. 58.239.00
34.	M/s. Bhowmik Entp. Sri Rupak Sarkar. S/O. Haripada Sarkar. Bordowali. Agt.	Rs. 29.430.00
35.	M/s. Bhowmik Entp. Sri Rajeswas Das. S/O. Satish Ch. Das. Bordowali. Agt.	Rs. 59.233.00
36.	M/s. A.J.A. Entp. Sri Sanjit Kr.Das. S/O. Madhab Das.	Rs. 58.983.00

Bhati Abhoynagar. Agartala.

37. M/s. Sree Durga Entp. Rs. 56.032.00
Sri Ratan Das. S/O. Pran Ballav Das. Dhaleswar. Agt.

38. M/s. B. K. Entp. Rs. 59.361.00
Smti. Minakshi Das. D/O. Kartic Das. Kalikapur. Agartala.

39. M/s. D.S.A. Entp. Rs. 56.612.00
Sri Shyamal Das. S/O. Niresh Ch. Das.
West Joynagar. Agt.

40. M/s. A.S. Enterprise. Rs. 26.101.00
Manik Lal Majumder. S/O. Murari Mohan Majumder
Ramnagar Agartala.

41. M/s. K.G.B. Constn. Rs. 29.409.00
Smti. Khela Rani Das. D/O. Thakur Chand Das. Kalikapur.

42. M/s. SR.D. Entp. Rs. 56.770.00
Sri Tuton Biswas. S/O. Narayan Biswas. Kalikapur. Agt.

43. D & B Entp. Rs. 29.254.00
Sri Prabir Das. S/O. Sachindra Das.
Colonel Chowmuhani. Agt.

44. I.L.U. Entp. Rs. 52.973.00
Mithu Bhowmik. S/O. D. Bhowmik. K. Nagar. Agartala.

45. M/s. Sree Durga Entp. Rs. 50.365.00
Sri Anup Sarkar. S/O. S. Sarkar. K. Nagar. Agt.

46. M/s. R.A.S. Entp. Rs. 54.345.00
Sri Sukumar Das Chowdhury. S/O. A. Das Chowdhury.
Krishnanagar, Agt.

47. M/s. K.I.S. Entp. Rs. 53.584.00
Sri Dhirendra Das Chowdhury. S/O. S. Das Chowdhury.
Krishnanagar. Agt.

48. M/s. Chakraborty Constn. Rs. 86.132.00
Sri Pradip Das. S/O. Paresh Das. Ramnagar, Agt.

49. M/s. Victor Entp. Rs. 16.462.00
Sri Arup Das. S/O. R.C. Das. Town. Agt.

50. M/s. Ramkrishna Entp. Rs. 89.125.00
Sri Subash Ch. Das. S/O. H. Das. Ramnagar. Agt.

51. M/s. I.I.W. Entp. Rs. 1,07,964.00

	Sri Bholanath Das. S/O. B. Das. Krishnanagar. Agt.	
52.	M/s. S.R.R. Entp. Sri Rishi Sarkar. S/O. P. Sarkar. Agt.	Rs. 28.739.00
53.	M/s. K.I.S. Entp. Sri Arun Kr. Bhowmik. S/O. A. Bhowmik. Krishnanagar. Agt.	Rs. 80.486.00
54.	M/s. B.N.K. Entp. Sri Shyamal Sarkar. S/O. Anil Ch. Sarkar. South Ramnagar. Agt.	Rs. 89.485.00
55.	M/s. J.S.S. Entp. Sri Parikishit Majumder. S/O. Sashadhar Majumder. Banamalipur. Agt.	Rs. 56.651.00
56.	M/s. T.V. Entp. Sri Pradip Das. S/O. Abanish Das. Border Ramnagar. Agt.	Rs. 39.778.00
57.	M/s. R.K. Entp. Sri Manas Kr. Das. S/O. Abani Rn. Das. Joynagar. Agt.	Rs. 19.950.00
58.	M/s. Sree Durga Entp. Sri Nirmalya Nama Sudra. S/O. Swadesh Nama Sudra. Barjala. Agt.	Rs. 18.129.00
59.	M/s. Chakraborty Constn. Sri Pradip Kr. Das. S/O. Paresh Das. Ramnagar. Agt.	Rs. 25.776.00
60.	M/s. Sushen Entp. Smt. Mitali Das. D/O. D.C. Das. Kalikapur, Agt.	Rs. 32.463.00
61.	M/s. Dingamanik Entp. Sri Purnendu Roy. S/O. S.P. Roy. Abhoynagar, Agt.	Rs. 29.990.00
62.	M/s. Uttra Const. Sri Subhash Das. S/O. A. Das. Ramnagar. Agt.	Rs. 29.893.00
63.	M/s. Vikrant Entp. Sri Bijoy Krishna Das. S/O. Lt. S.C. Das.	Rs. 29.985.00

	Bordowali, Agt.	
64.	M/s. M.R.S. Ent.	Rs. 29.541.00
	Sri Sajal Bhowmik. S/O. Nilmony Bhowmik.	
	Joynagar. Agt.	
65	M/s. A.S.P. Entp.	Rs. 58.619.00
	Sri Nripendra Bhowmik. S/O. Lalmohan Bhowmik.	
	Ramnagar. Agt.	
66.	M/s. S.B. Ent.	Rs. 59.659.00
	Sri Arun Kr. Das. S/O. Chitta Rn. Das.	
	Ramnagar. Agt.	
67.	M/s. Maharaja Construction.	Rs. 1,05,326.00
	Sri Adhir Ch. Das. S/O. Hari Mohan Das.	
	Shibnagar. Agartala.	
68.	M/s. S.B.D. Entp.	Rs. 39.470.00
	Sri Subash Ch. Das.	
	S/O. Subal Ch. Das. South Ramnagar. Agt.	
69.	M/s. S.D.M. Entp.	Rs. 19.951.00
	Sri Pradip Majumder.	
	S/O. Subal Ch. Das. South Ramnagar. Agartala.	
70.	M/s. Monohar Enterprise.	Rs. 19.892.00
	Madhab Das. S/O. M. Das. Dhaleswar, Agartala.	
71.	Maharaja Construction.	Rs. 19.584.00
	Sri Promode Das. S/O. Monohar Das.	
	Shibnagar. Agt.	
72.	Ellora Entp.	Rs. 19.865.00
	Sri Habul Das. S/O. Lt. Madan Mohan Das.	
	Paradise Chowmuhani. Agartala.	
73.	M/s. Ganga Constn.	Rs. 19.765.00
	Sri Rati Lal Das. S/O. Rabi Sankar Das.	
	Shibnagar, Agt.	
74.	M/s. Sree Durga Entp.	Rs. 19.811.00
	Sri Sanjit Majumder. S/O. Hari Charan Majumder.	
	Ramnagar. 3 Agt.	
75.	M/s. Maharaja Constn.	Rs. 48.476.00
	Sri Promode Das. S/O. P. Das. Shibnagar. Agt.	

76.	M/s. Das Entp. Smti. Nilima Das. D/O. Nani Gopal Das. Banamalipur. Agt.	Rs. 29.991.00
77.	M/s. S.M.T. Entp. Sri Somnath Sarkar. S/O. Sanjib Sarkar. Shibnagar. Agt.	Rs. 39.697.00
78.	M/s. A.J.P. Entp. Sri ..... Das. S/O. Satish Ch. Das. Bhati Abhoynagar.	Rs. 57.974.00
79.	M/s. A.S.P. Entp. Sri Anup Das. S/O. Hinash Mohan Das. Bhati Abhoynagar. Agartala.	Rs. 29.981.00
80.	M/s. Roy Constn. Sri Tapan Das. S/O. Anil Das. Bhati Abhoynagar.	Rs. 29.466.00
81.	M/s. A.J.A. Entp. Sri Pradip Sarkar. S/O. Dhananjoy Sarkar. Bhati Abhoynagar. Agartala.	Rs. 1.18.377.00
82.	M/s. S.B. Entp. Sri Paritosh Sarkar. S/O. Pachkari sarkar. Bamnagar.	Rs. 29.792.00
83.	M/s. R.S.C. Entp. Sri Rasaraj Das. S/O. Nasahari Das. Ramnagar. Agt.	Rs. 29.849.00
84.	M/s. Manasa Entp. Sri subrata Majumder. S/O. Jagadish Majumder. Pragati Road, Agartala.	Rs. 29.967.00
85.	M/s. D & B Entp. Sri Prabir Das. S/O. Sachindra Das. Colonel Chowmuhani. Agartala.	Rs. 30.000.00
86.	M/s. B.N.K. Entp. Sri Pradip Kr. Majumdr. S/O. Murari Mohan Majumder. Ramnagar, Gangail Road. Agt.	Rs. 49.905.00
87.	M/s. S.R.D. Entp. Sri Rakesh Roy. S/O. Sukumar Roy. Kalikapur.	Rs. 29.887.00
88.	M/s. K.I.S. Entp. Sri Billa Namasudra. S/O. Amiya Namasudra. Barjala. Agt.	Rs. 29.972.00
89.	M/s. Janapriya Constn. Sri Anirban Majumder. S/O. Sujan Kr. Majumder. Shibnagar. Agartala.	Rs. 19.916.00
90.	M/s. B.N.K. Entp.	Rs. 29.807.00

	Sri Rupak Chowdhury. S/O. Rati Ran. Chowdhury. Rampur. Agartala.	
91.	M/s. Sushen Entp. Smti. Jonaki Das. D/O. K.C. Dar. Rampur. Agt.	Rs. 57.511.00
92.	M/s. I.L.U. Entp. Sri Sushuban Majumder. S/O. Harimohan Majumder. Shibnagar. Agartala.	Rs. 29.870.00
93.	M/s. S.S.G. Constn. Sri Debdas Sarkar. S/O. Hari Mohan Sarkar. Jagaharimura. Agartala.	Rs. 73.904.00
94.	M/s. K.R.A. Constn. Sri Subrajit Sarkar. S/O. Indrajit Sarkar. S/ Nagar. Agt.	Rs. 29.370.00
95.	M/s. Nandani Constn. Sri Rati Lal Das. S/O. Brajendra Ch. Das. Masterpara.	Rs 64.912.00
96.	M/s. Janapriya Constn. Sri Tapan Malakar. S/O.Dhirendra Malakar. Dhaleswar, Agartala.	Rs. 54.755.00
97.	M/s. Nandani Constn. Sri Nitu Biswas. S/O. Maran Biswas. S. Nagar. Agt.	Rs. 49.963.00
98.	M/s. Amar Entp. Sri Dilip Das. S/O. Dhiraj Ch. Das. Banamalipur. Agt.	Rs. 59.268.00
99.	M/s. S.S.G. Entp. Sri Tarun Malakar. S/O. Sudip Kr. Malakar. College tilla. Agartala.	Rs. 18.823.00
100.	M/s. Janapriya Constn. Sri Narayan Nama. S/O. Gopal Nama. Maszid Road, Shibnagar. Agartala.	Rs. 64.896.00
101.	M/s. Victor Entp. Sri Sujit Ch. Das. S/O. M.C.Das. Ramnagar. 8. Agt.	Rs. 59.015.00
102.	M/s. Monohar Entp. Sri Narayan Nama. S/O. Hiralal Nama. Pratapgarh. Agt.	Rs. 48.299.00
103.	M/s. Super Constn. Sri Tapash Nama. S/O. Pran Ballab Nama. Town Bordowali. Agartala.	Rs. 59.029.00
104.	M/s. Amar Entp.	Rs. 59.929.00

	Sri Bikash Bhowmik. S/O. Anil Kr. Bhowmik. Dhaleswar , Agartala	
105.	M/s. Amar Entp. Sri Sujit Biswas. S/O Mritunjoy Biswas. Ramnagar. Agt.	Rs. 59.422.00
106	M/s. Victor Entp. Sri Sidhartha Das. S/O. P.M. Das. Banamalipur. Agt.	Rs. 59.937.00
107.	M/s. Monohar Entp. Sri. Sidhartha Nama. S/O. Bikash Ch. Nama. Banamalipru. Agt	Rs. 59.846.00
108.	M/s. Hari Entp. Sri Shyamal Das. S/O. Rai Mohan Das. Shibnagar. Agt.	R . 52.430.00
109.	M/s. S.M.G. Entp. Sri Goutam Sarkar. S/O. Rai Mohan Das. Shibnagar. Agt.	Rs. 55.901.00
110	M/s. S.M.G. Entp. Sri Biswajit Das. S/O. Sudhir Das. Shibnagar. Agt.	Rs 54.886.00
111	M/s. Hari Entp Sri Achinta Malakar. S/O. Balai Malakar. Shibnagar. Agt.	Rs. 52.481 00
112.	M/s. Roy Constn. Sri Babul Das. S/O. Samir Das. Shibnagar. Agartala.	Rs 29.440.00
113.	M/s. Siva Constn. Sri Akhil Biswas. S/O. S. Biswas. Shibnagar. Agt.	Rs. 47.753.00
114.	M/s. Siva Constn. Sri Gopal Das. S/O. H.M. Das. Shibnagar. Agt.	Rs. 52.398.00
115.	M/s. Roy Constn. Sri Nil Kanta Das. S/O. N. Das. Shibnagar. Agt.	Rs. 56.291.00
116.	M/s. Nandani Constn. Sri Nikhil Roy. S/O. Subash Roy. Shibnagar. Agt.	Rs. 29.234.00
117.	M/s. Laxmi Ent. Sri Hemchandra Das. S/O. Abhijit Das. Ramnagar. Agt.	Rs. 28.692.00
118.	M/s. Laxmi Ent. Sri Sushanta Das. S/O. Prafulla Das. Ramnagar. Agt.	Rs. 29.809.00
119.	M/s. Laxmi Ent. Sri Krishna Kanta Das. S/O Anil Das Ramnagar - 2. Agt.	Rs. 87.289.00

120.	M/s. S.B Ent. Sri Rupesh Das. S/O Sri Sachindra Das. South Ramnagar. Agt.	Rs. 56.543.00
121.	M/s. A S.P. Entp. Sri Uttam Choudhury. S/O. Soudaghar Choudhury Ramnagar - 4. Agartala.	Rs 49.784 00
122.	M/s. N S.S. Entp. Sri Narayan Das. S/O. N. Das. S. Nagar Agt	Rs. 29.964.00
123.	M/s. Super Construction. Sri Sidhartha Nama. R/ Nagar. Agt.	Rs. 58 436.00
124.	M/s. Tripura Enterprise. Sri Manik Ch. Das. S/O. Adhir Ch. Das R/ Nagar. Agt.	Rs. 64.126 00
125.	M/s. S.R.K. Entp. Sri Jiban Das. S/O. Sri Girendra Das. Shibnagar. Agt.	Rs. 29.277 00
126.	M/s. Tripura Entp. Sri haradhan Sarkar. S/O. Jotendra Mohan Sarkar Ramnagar.	Rs 59 093 00
127.	M/s. Aar Entp. Sri Dilip Das. S/O. Dhiraj Ch. Das. Banamalipur. Agt.	Rs. 14.902.00
128.	M/s. Chanadima Entp. Sri Parimal Sarkar. S/O. Sri Dulal Sarkar. R/ Nagar.	Rs. 58.880.00
129.	M/s. Chandima Entp Sri Ratan Biswas. S/O. R.C. Biswas. R/ Nagar.	Rs. 59.039.00
130.	M/s. B.S.S. Entp. Sri Suman Sarkar.	Rs. 58.454.00
131.	M/s. Maa Entp. Sri Paritosh Sarkar. S/O. Pran Gopal Sarkar. R/Nagar. Agt.	Rs. 39.378.00
132.	M/s Siva Consta	Rs. 25.180.00
133.	M/s. Das Construction. Sri Radha Mohan Das S/O. Nikunja Ch. Das. Bordowali, Agartala.	Rs. 29.800.00
134.	M/s. Das Construction. Sri Subhash Das. S/O. Sashi Mohan Das. Ramnagar. Agartala.	Rs. 29.577.00

135.	M/s. Durga Entp. Sri Dhirendra Kr. Das. S/O. Sri Harendra Kr. Das. K/Nagar. Agartala.	Rs. 29.566.00
136	M/s. S.S. Entp. Sri Tanmoy Kr. Bhowmik. S/O. Tuashir Kanti Bhowmik. Ramnagar - 12.	Rs. 28.851.00
137.	M/s. S.R.D. Entp. Sri Pradip Sarkar. S/O. Lt. Indrajit Sarkar. Ramnagar. Agt.	Rs. 89.208.00
138.	M/s. S.S. Entp. Sri. Sanjib Das. S/O. Rabindra Ch. Das. Ramnagar. Agt.	Rs. 27.982.00
139.	M/s. Dingamanik Entp. Sri Tapash Majumder. S/O. Bimal Ch. Majumder. Ramnagar. Agt.	Rs. 29.689.00
140	M/s. S.R.R. Entp. Sri Ranjit Nama. S/O Ashoke Nama. Ramnagar. Agt.	Rs. 1.05.505.00
141.	M/s. S.S. Entp. Sri Bidhu Gopal Das. S/O. Anil Baran Das. West Joynagar. Agartala.	Rs. 44.323.00
142.	M/s. Dingamanik Entp. Sri Abhijit Das. S/O. Haradhan Das. Ramnagar - 6. Agt.	Rs. 46.900.00
143.	M/s. Dingamanik Entp. Sri Sitesh Nama. S/O Priyatosh Nama. W. Joynagar. Agt.	Rs. 48.837.00
144.	M/s. S.D.M. Enterprise. Sri Pradip Majumder. S/O. Sudhir Majumder. Krishnanagar. Agartala.	Rs. 30.000.00
		Total Rs.64,63,620.00

SCHEDULED CASTE (Agartala Division No.

2000-2001

Sl. No.	NAME OF THE FIRM & POWER OF ATTORNEY	TOTAL VALUE OF WORK
1	2	3
1.	M/s. Das Enterprise Smt. Papiya Das,	(Rs)

	Agartala	30,000/-
2	M/s. S.M.T. Enterprise Sri Somnath Das, Agartala	29,736/-
3.	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Purnendu Roy, Agartala	30,000/-
4	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Debasish Das, Agartala	28,895/-
5	M/s. Dinga Banik Enterprise, Sri Animesh Sarkar, Agartala	29,895/-
6	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Somnath Das Agartala	29,976/-
7	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Somnath Das, Agartala	25 199/-
8	M/s. Maa Durga Enterprise, Sri Santosh Das, Agartala	29,806/-
9	M/s. Ranith[illegible] Enterprise, Sri Jahar Lal Das, Agartala	29,980/-
10.	M/s. Joyram Enterprise, Sri Bidhu Bhusan Das, Agartala	30,000/-
11	M/s. Planet Enterprise, Sri Nitai Sarkar, Agartala	30,000/-
12.	M/s. Green & Co. Sri Tapas Majumder, Agartala	29,972/-
13.	M/s. Su[illegible] Enterprise	

	Sri Debalal Das, Agartala	19,579/-
14.	M/s. Suman Enterprise, Sri Madhab Das, Agartala	29,817/-
15.	M/s. Maa Durga Enterprise, Sri Santosh Das, Agartala	29,975/-
16.	M/s. Ramthakur Enterprise, Sri Jahar Lal Das, Agartala	30,000/-
17.	M/s. Joyram Enterprise, Sri Bidhu Bhusan Das, Agartala	29,814/-
18.	M/s. Suman Enterprise, Sri Madhab Das, Agartala	29,986/-
19.	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Somnath Sarkar, Agartala	29,953/-
20.	M/s. S.R.R. Enterprise, Sri Bhulanath Das, Agartala	29,907/-
21.	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Sanjit Majumdar Agartala	29,795/-
22.	M/s. Aitorma Enterprise, Sri Debendra Das, Agartala	22,396/-
23.	M/s. Planet Enterprise, Sri Nitai Sarkar, Agartala	29,771/-
24.	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Somnath Sarkar, Agartala	30,000/-

25.	M/s. Das Enterprise, Sri Khelendra Das, Agartala	29,543/-
26	M/s Das Enterprise, Sri Khelendra Das, Agartala	29,854/-
27.	M/s. B.D.M. Enterprise, Sri Dhirendra Das, Agartala	29,914/-
28	M/s. B.D.M. Enterprise, Sri Dhirendra Das, Agartala	30,000/-
29.	M/s. Green & Co. Sri Tapas Majumder, Agartala	30,000/-
30.	M/s. Suman Enterprise, Sri Madhab Das, Agartala	30,000/-
31.	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Sanjit Majumder, Agartala	29,928/-
32.	M/s. Puja Construction, Sri Umesh Dhanuk, Agartala	28,918/-
		Total : 9,32,361/

2001-2002

1.	M/s. Planet Enterprise, Sri Nitai Sarkar, Agartala	29,752/-
2.	M/s. Planet Enterprise, Sri Nitai Sarkar, Agartala	29,854/-
3.	M/s. Joyram Enterprise, Sri Bidhu Bhusan Das, Agartala	30,000/-

4.	M/s. Paul Enterprise, Sri Sidhu Paul, Agartala	30,000/-
5.	M/s. S.R.R. Enterprise, Sri Bholanath Das, Agartala	27,942/-
6.	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Somnath Sarkar, Agartala	29,188/-
7.	M/s. S.M.T. Enterprise, Sri Debashish Das, Agartala	29,969/-
8.	M/s. S.R.R. Enterprise, Sri Bholanath Das, Agartala	29,963/-
	M/s Aitorma Enterprise, Sri Debendra Das, Agartala	29,873/-
10.	M/s. B.J.S. Enterprise, Sri Pradip Das, Agartala	29,134/-
11.	M/s. S N.T Enterprise, Sri Ashutosh Das, Agartala	29,919/-
12.	M/s. S.D.P. Enterprise, Sri Swapan Kr. Das, Agartala	30,000/-
13.	M/s. Das Enterprise, Sri Narayan Das, Agartala	28,711/-
14.	M/s. B.J.S. Enterprise, Sri Pradip Das, Agartala	27,461/-
15.	M/s. Tripureswari Enterprise, Sri Kartik Das,	

	Agartala	29,963/-
16	M/s Tripureswari Enterprise, Sri Bakran Das, Agartala	29,723/-
17	M/s. Tripureswari Enterprise, Sri Satyabrata Ghosh (Das) Agartala	29,985/-
		Total: 5,01,437/-

SCHEDULED CASTE 2002-2003

Sl No.	Name of the Firm and Power of Attorney with Address	Total Value of works (Rs)
1	2	3
1.	M/s. Laxmi Ent. Sri Ranjit Choudhury, Agt.	30,000/-
2	M/s. S.M. Ent., Sri Raj Kr. Paul Choudhury, Agt.	29,964/-
3	M/s. B.J.S. Ent Sri Ratish Ch. Das, Agt.	29,996/-
4.	M/s. Joyram Ent., Sri Ramcharan Sarkar, Agt.	27,714/-
5.	M/s. Planet Ent., Sri Nitai Sarkar Agt	28,435/-
6	M/s A.P.P. Ent Sri Susanta Das, Agt	30,000/-
7.	M/s. Loknath Ent., Sri Dhirendra Das Choudhury, Agt.	29,977/-
8.	M/s. Tripureswari Ent., Sri Balaram Das Agt	29,975/-
9.	M/s. Joyram Ent., Sri Arup Sarkar, Agt	29,953/-
10.	M/s. Loknath Ent. Sri Debashish Das Choudhury, Agt.	29,970/-
11.	M/s. Laxmi Ent. Sri Dipak Debbarma, Agt.	29,874/-
12.	M/s. S.R.R. Ent.,	29,884/-

	Sri Anil Kr. Roy, Agt.	
13.	M/s. Loknath Ent.,	29,727/-
	Sri Arun Kr. Bhowmik, Agt.	
14.	M/s. Laxmi Ent ,	30,000/-
	Sri Pulak Bhowmik, Agt.	
15.	M/s. Joyram Ent.,	30,000/-
	Sri Sujit Das, Agt.	
16.	M/s. S.M.T. Ent.,	22,402/-
	Sri Debashish Das, Agt.	
17.	M/s. Maa Durga Ent.,	29,386/-
	Sri Sankar Das, Agt.	
18.	M/s. S R.R. Ent.,	28,719/-
	Sri Bholanath Das, Agt.	
19.	M/s. S.M.T. Ent.,	27,301/-
	Sri Purnendu, Agt.	
20.	M/s. S.M T. Ent.,	30,000/-
	Sri Ashutosh Das, Agt.	
21.	M/s. S.M.T. Ent.,	30,000/-
	Sri Ashish Roy, Agt.	
22.	M/s. B.J.S. Ent.,	29,144/-
	Sri Pradip Das, Agt.	
23.	M/s. T.V. Ent.,	30,000/-
	Sri Pradip Das, Agt.	
24.	M/s. S.N.K. Ent.,	29,982/-
	Sri Subal Das, Agt.	
25.	M/s. S.R.J. Ent.,	29,904/-
	Sri Abhijit Das, Agt.	
26.	M/s Swarupananda Ent.,	29,543/-
	Sri Goutam Roy, Agt.	
27.	M/s. Laxmi Ent.,	30,000/-
	Sri Pulak Bhowmik, Agt.	
28.	M/s. S.N.T. Ent.,	29,859/-
	Sri Sanjit Majumder, Agt.	
29.	M/s. S.N.T. Ent.,	30,000/-
	Sri Somnath Das, Agt.	

30.	M/s. Dingamanik Ent., Sri Animesh Sarkar, Agt.	30,000/-
31.	M/s. Sridurga Ent., Sri Ranjan Sarkar, Agt.	30,000/-
32.	M/s. S.M.T. Ent., Sri Billa Namasudra, Agt.	29,273/-
		Total : 9,40,982/-

For the year 2003-2004 for S.C. (up to 17-12-2003)

1.	M/s. Tripureswari Ent., Sri Balaram Das, Agt.	29,963/-
2.	M/s. S.R.R. Ent., Sri Partha Bhowmik, Agt.	29,733/-
3.	M/s. Joyram Ent., Sri Arup Sarkar, Agt.	29,829/-
4	M/s. Jeet Ent., Sri Subrata Das, Agt	30,000/-
5.	M/s. B.N.K. Ent., Sri Bidhu Bhushan Das, Agt.	29,013/-
6.	M/s. S.R.R. Ent., Sri Partha Bhowmik, Agt.	29,960/-
7.	M/s. S.R.R. Ent., Sri Anil Kr. Roy, Agt	30,000/-
8.	M/s. Tripureswari Ent., Sri Kartik Das, Agt.	29,303/-
9.	M/s. S.R.R. Ent., Sri Partha Bhoumik, Agt.	29,882/-
10.	M/s. Joyram Ent., Sri Debashish Das, Agt.	29,628/-
11.	M/s Joyram Ent., Sri Dilip Das, Agt.	29,999/-
		Total : 3,27,310/-
		Grand Total : 73,52,848/-

LIST OF DEED FORM 2000-2001

Sl No.	Name of Deed Form	Amount

1	2 with address	3 (Rs)
1.	M/s. D.S.A. Enterprise Dipendra Malakar Jaganathpur, Kailashahar	20,300.00
2.	M/s. Puspanjali Enterprise Bhubendra Suklabaidya Bhagyapur, Kailashahar	22,861.00
3.	M/s. Papiya Enterprise Swapan Malakar Samrurpar, Kailashahar	16,568.00
4.	M/s. Ujala Construction Prabir Ch. Das Jaganathpur, Kailashahar	13,616.00
5	M/s Friends Enterprise Sanjib Kr. Malakar Durgapur, Kailashahar	22,855.00
6.	M/s.Lucky Enterprise Dilip Sarkar Srirampur, Kailashahar	17,010.00
7.	M/s. Papiya Enterprise Swapan Malakar Samrurpar, Kailashahar	28,191.00
8.	M/s. M.D.S. Enterprise Manish Das Durgapur, Kailashahar	26,489.00
9.	M/s. Red Rose Constn. Rasendra Sukla Baidya Rangicherra, Kailashahar	21,885.00
10.	M/s. Malakar Enterprise Gopal Malakar, Srirampur, Kailashahar	25,173.00
11.	M/s. B.B.M. Enterprise Bimalendu Malakar Durgapur, Kailashahar	22,636.00

12.	M/s. Red Rose Constn. Rasendra Suklabaidya Rangichera, Kailashahar	16,302.00
13.	M/s. Papiya Enterprise Swapan Malakar Samrurpur, Kailashahar	19,681.00
14.	M/s. Sriram Enterprise Ranjit Das Kacharghat, Kailashahar	27,533.00
15.	M/s. Sriram Enterprise Ranjit Das Kacharghat, Kailashahar	27,293.00
16.	M/s. Lucky Enterprise Dilip Sarkar Srirampur, Kailashahar	20,750.00
17.	M/s. Biswas Constn. Matindra Biswas Kailashahar	24,554.00
18.	M/s. Sarkar Constn. Sebika Sarkar Jubarajnagar, Kailashahar	23,021.00
19.	M/s. Unokuti Constn. Goutam Das, Rangeuti, Kailashahar	28,533.00
20.	M/s. A.S. Enterprise Arinkam Malakar, Nayapattan, Kailashahar	21,848.00
21.	M/s. Joykali Enterprise Utpal Malakar Durgapur, Kailashahar	20,520.00
22.	M/s. Excel constn. Ranjit Kr. Suklabaidya Srinathpur, Kailashahar	24,014.00
23.	M/s. Rubi Das Enterprise Sri Ranjit Kr. Ruhidas	

	Dhaliarkandi, Kailashahar	26,548.00	
24.	M/s. Shibom Enterprise Narayan Ch. Das Jubarajnagar, Kailashahar	19,651.00	
25.	M/s. Lion Enterprise Rupak Das Kacharghat, Kailashahar	24,245.00	
26	M/s. Sarkar Constn. Smti Gouri Sarkar Gobindapur, Kailashahar	26,772.00	
27	M/s. Trimukh Enterprise Smt. Aparna Malakar Bharkhuila, Kailashahar	29,689.00	
		Total : 6,18,538.00	
	DURING THE YEAR 2001-2002		
1.	M/s Puspanjali Enterpiese. Bhupondra Suklabaidya Samrurpar, Kailashahar.		Rs. 17,780.00
2	M/s. Malakar Enterprise. Amrit Malakar Durgapur, Birchandranagar Kailashahar.		Rs. 24,374.00
3.	M/s. Now Star Enterprise. Montosh Das Kajirgaon, Kailashahar.		Rs. 24,044.00
4	M/s. Now Star Enterprise Montosh Das Kajirgaon, Kailashahar		Rs. 18,897.00
5.	M/s. Rupasi Enterprise. Sudarshan Das Kajirgaon, Kailashahar		Rs. 25,620.00
6.	M/s. Sun-rise Enterprise Smt. Ratna Das Chandipur, Kailashahar		Rs. 26,158.00
7	- do -		Rs. 28,049.00

8.	M/s. Puspanjali Enterprise. Bhupendra Suklabaidya Samrurpar, Kailashahar.	Rs. 24,598.00
9.	M/s. Redrose Construction Rasendra Sukla baidya. Rangicherra, Kailashahar.	Rs 18,636.00
10.	M/s. Malakar Enterprise Paritosh Malakar Bhagyapur, Kailashahar.	Rs. 27,169.00
11.	- do -	Rs 27,169.00
12.	M/s. D.S.A. Enterprise Dipendra Malakar Jaganathpur, Kailashahar.	Rs. 15,260.00
13.	M/s. Mousumi Enterprise Tarani Nama Jubarajnagar, Kailashahar.	Rs. 17,016.00
14.	M/s. Das Entp. P/A. Kamal Krishna Durgapur, Kailashahar.	Rs 27,635.00
15.	M/s. Laxmi Entp. P/A. Iresh Ch. Nama Jabarajnagar, Kailashahar.	Rs. 26,356,00
16.	M/s. Sampriti Constn. P/A. Parimal Barband, K/S.	Rs. 28,058.00
17.	M/s. Sutradhar Entp. P/A. Alok Sutrdhar Buolapassa, K/S.	Rs. 28,739.00
18.	M/s. D.S.A. Entp. P/A. Dipendra Nama Jagannathpur K/S.	Rs. 30,000.00
19.	M/s. Lion Entp. P/A. Rupak Das. Kach.	Rs. 29,931.00
20.	M/s. S.R.S. Entp. P/A. Swapan Nama Jubarajnagar, K/S.	Rs. 29,768.00
21.	M/s. S.S.J. Entp. P/A. Sanjoy Sarkar. Jubarajnagar, K/S.	Rs. 30,000.00
22.	M/s. Nama Entp. P/A. Rekha Ram Nama Khourbill, K/S.	Rs. 29,613.00
23.	M/s. Dinabondhu Constn. P/A. Dinaben Jubarajnagar. K/S.	Rs. 26,548.00

24.	M/s. Biswas Entp. P/A. Anjali Biswas.	
	Jubarajnagar K/S.	Rs. 24,343.00
		Total - 605,761.00
	M/s. Malakar Enterprise	
	Jyutirmoy Malakar	
	Dhanbilash, Kailashahar	Rs. 25,776.00
26.	M/s Ujala constn.	
	Prabir Ch. Das.	
	Jaganathupur, Kailashahar	Rs. 26,698.00
27.	M/s. R.A.L. Enterprise	
	Rabindra Malakar	
	Chandipur, Kailashahar	Rs. 21,794.00
28.	M/s Ambedkar Enterprise	
	Rupendra Sarkar	
	Gobindapur, Kailashahar.	Rs. 24,821.00
29	M/s. Hawla Companey	
	Subhra Jyti Sarkar	
	Boulapassa, Kailashahar	Rs. 26,803.00
30.	M/s. Malakar Enterprise	
	Amrit Malakar	
	Durgapur, Birchandranagar, K/S.	Rs. 30,000.00
31.	M/s. Luckoy Enterprise	
	Dilip Sarkar	
	Srirampur, Kailashahar	Rs. 30,000.00
32.	M/s. M.D.S. Enterprise	
	Manish Ch. Das	
	Durgapur, Kailashahar	Rs. 22,801.00
33.	M/s. - do -	Rs. 22;801.00
34.	M/s. Mousumi Enterprise	
	Tarani Namo	
	Jubarajnagar, Kailashahar	Rs. 26,873.00
35.	M/s S.L. Enterprise	
	Sri Sajal Sarkar	
	Jubarajagar, Kailashahar	Rs. 22,014.00
36.	M/s. Rupasi Enterprise	

	Sudarshan Das		
	Kajirgaon, Kailashahar		Rs. 25,862.00
37	M/s. Now Enterprise		
	Tatan Sarkar		
	Gobindapur, Kailashahar		Rs. 23,097.00
38.	M/s. Puspanjali Enterprise		
	Bhupendra Sukla Baidya		
	Samrurpar, Kailashahar		Rs. 22,260.00
39.	M/s. Bhagyaleka Enterprise		
	Khelendra Malakar		
	Bhagyapur, Kailashahar		Rs. 21,307.00
40.	M/s. Howla Companey		
	Subhrajyti Sarkar		
	Mohonpur, Kailashahar		Rs. 25,870.00
41.	M/s. Malakar Entp.		
	P/A. Nikhil Malakar		
	Kalipur, Kailashahar		Rs. 20,835.00
42.	M/s. Puspanjail Entp.		
	Bhupendra Suklabaidya		
	Samrurpan.. Kailashahar		Rs. 29,000.00
			Total - 10,54,373.00

DURING THE YEAR 2002-03

1	M/s. Api Enterprise	
	Sribash Das	
	Srirampur, Kailashahar	Rs. 16,360.00
2.	M/s. - do -	Rs. 16,567.00
3.	M/s. B.B.A. Enterprise	
	Bimalendu Malakar	
	Durgapur, Kailashahar	Rs. 23,040.00
4.	M/s. Tripura Enterprise	
	Kapil Kanti Das	
	Srirampur, Kailashahar	Rs. 22,801.00
5.	M/s. Lucky Enterprise	
	Dilip Sarkar	
	Srirampur, Kailashahar	Rs. 20,576.00

6.	M/s. Unokuti Enterprise Pannalal Das Chandipur, Kailashahar	Rs. 19,671.00	
7.	M/s. New Enterprise Ratan Sarkar Gobindapur, Kailashahar	Rs. 29,614.00	
8.	M/s. Swathi Enterprise Swapan Biswas Boulapassa, Kailashahar	Rs. 19,853.00	
9.	- do -	Rs. 23,966.00	
10.	M/s. Mousumi Enterprise Tarani Namo Jubarajnagar, Kailashahar	Rs. 28,070.00	
11.	M/s. M.D.S. Enterprise Manish Kanti Das Durgapur, Kailashahar	Rs. 28,153.00	
12.	M/s. Howla companey Subhrajoyti Sarkar Mohanpur, Kailashahar		Rs. 26,706.00
13.	M/s. Sakti Enterprise Dipanghshu Malakar Durgapur, Kailashahar		Rs. 26,951.00
14.	M/s. Howla Companey Subhrajoyti Sarkar Mohanpur, Kailashahar		Rs. 23,534.00
15.	M/s. Malakar Enterprise Paritosh Malakar Bhagyapur, Kailashahar		Rs. 27,974.00
16.	M/s. Sriram Enterprise Ranjit Das Kacharghat, Kailashahar		Rs. 30,000.00
17.	M/s. Redrosh Enterprise Rasendra Suklabaidya Rangicherra, K/S.		Rs. 24,839.00
18.	M/s. Bhagyaleka Ent.		

	Khelendra Malakar	
	Bhagyapur, Kailashahar	Rs. 22,320.00
19.	M/s. Das Mitra & Co. P/A. Govinda Das.	
	Rangauti, Kailashahar	Rs. 28,904.00
20.	M/s. Sarkar Constn. P/A. Sabita Sarkar	
	Jubarajnagar, Kailashahar	Rs. 27,195.00
21.	M/s. Rising Sun Entp. P/A. Ranabir Das	
	Kacharghat, Kailashahar	Rs. 30,000.00
22.	M/s. Sun Rise Entp. P/A. Smt. Srabani Das	
	Kacharghat, Kailashahar	Rs. 30,000.00
23.	M/s. Rupam Entp. P/A. Smt. Bina Malakar	
	Jitudighirpar, K/S.	Rs. 30,000.00
24.	M/s. Biswas Constn. P/A. Matindra Biswas.	
	K/S.	Rs. 30,000.00
25.	M/s. S.N.M. Entp. P/A. Subrata Baidya.	Rs. 29,807.00
26.	M/s. S.S.P. Entp. P/A. Swapan Das.	
	Kubjar, Kailashahar	Rs. 25,489.00
27.	M/s. Sarkar Constn. P/A. Sabika Sarkar	
	Jubarajnagar, Kailashahar.	Rs. 29,758.00
28.	M/s. Namo Entp. P/A. Arun Namo	Rs. 28,476.00
29.	M/s. North Hill, P/A. Kajal Kanti Das.	Rs. 28,809.00
30.	M/s. S.R.S. Entp. P/A. Swapan Sutradhar.	Rs. 28,736.00
31.	M/s. R.S. Entp. P/A. Ram Prasad Sarkar.	Rs. 29,901.00
32.	M/s. Sutradhar Entp. P/A. Alok Sutradhar.	
	Boulapassa. K/S.	Rs. 30,000.00
		Total - 8,38,070.00

DURING THE YEAR 2003-04

1.	M/s. B.B.A. Enterprise	
	Bimalendu Malakar	
	Durgapur, Kailashahar	Rs. 22,945.00
2.	M/s. R.D. Enterprise	
	Dilip Das	
	Samrurpar, Kailashahar	Rs. 21,803.00
3.	M/s. D.S. A. Enterprise	
	Dipendra Malakar	

	Jagannathpur, K/S.	Rs. 21,806.00
4.	M/s. Udyan Ent. Suranjan Das Jagannathpur, Kailashahar	Rs. 24,298.00
5.	M/s. - do -	Rs. 9,969.00
6.	M/s. Rupak Enterprise Rebati Malakar Durgapur, Kailashahar	Rs. 30,000.00
7.	M/s. Tripura Enterprise Kapil Kanti Das Srirampur, Kailashahar	Rs. 20,391.00
8.	M/s. Biswas Constn. Matindra Biswas Dhaliarkandi, K/S.	Rs. 17,290.00
9.	M/s. - do -	Rs. 26,953.00
10.	M/s. Swathi Enterprise Swapan Biswas Boulapassa, Kailashahar	Rs. 18,992.00
11.	M/s. - do -	Rs. 15,574.00
12.	M/s. Shakti Enterprise Dipangshu Malakar Durgapur, K/S.	Rs. 27,869.00
13.	M/s. R.S.S. Constn. Raju Das Kacharghat, K/S.	Rs. 22,521.00
14.	M/s. New Enterprise Ratan Sarkar Gobindapur, Kailashahar	Rs. 16,719.00
15.	M/s. S.K.A. Ent. Satyajit Das Chandipur, Kailashahar	Rs. 27,147.00
16.	M/s. Malakar Enterprise Amrit Malakar Durgapur, Birchandranagar, K/S.	Rs. 25,606.00
17.	M/s. Unakuti Enterprise	

	Pannalal Das	
	Srirampur, K/S.	Rs. 17,055.00
18.	M/s. - do -	Rs. 23,609.00
19.	M/s. B.B.A. Enterprise	
	Bimalendu Malakar	
	Durgapur, Kailashahar	Rs. 25,596.00
20.	M/s. Ujjala Constn.	
	P/A. Prabir Ch. Das.	
	Jagannathpur,	Rs. 30,000.00
21.	M/s. Luckey Entp.	
	Dilip Sarkar	
	Srirampur. K/S.	Rs. 27,099.00
22.	M/s. Joykali Entp. P/A. Utpal Malakar,	
	Durgapur, Kailashahar	Rs. 29,887.00
23	M/s. Trayee Entp. P/A. Ramaprassed Das.	
	Kacharghat, Kailashahar	Rs. 29,996.00
24.	M/s. Lion Entp. P/A. Rupak Das.	
	Kacharghat, K/S.	Rs. 29,750.00
25.	M/s.Sujan Entr, P/AW, Aujan Name Kangaichara KLS	30,000.00
		Total 6,14,305.00

TELIAMURA DIVISION

WORKS AWARDED DURING THE YEAR 2000-2001

SL. NO	Name of Firm	P/A	Amount
	S.C. DEED FIRMS.		
1.	M/s. DAS & PAUL	Sri Chandan Kr Das	Rs. 29,450.00
	ENTERPRISE	S/O. Ramani Kr. Das	
		South Pulinpur, Teliamura.	
2.	M/S. S.R.N.	Sri Saroj Das	Rs. 29,816 00
		S/O Sri Satyendra Kr. Das	
	ENTERPRISE	Ghilatali, Kalyanpur.	
3.	M/S. DAS ENTERPRISE	Sri Sanjoy Das	Rs. 29,796.00
		S/O Lt. Dwarakanath Das	
		Gourangatilla, Teliamura.	
4	M/S. MAA TARA	Sri Parimal Hrishi Das	Rs. 29,964.00
	ENTERPRISE	S/O Nitaichand Hrishi Das	

		Chowddabari, Teliamura.	
5	M/S. T.M.P. ENTERPRISE	Sri Tapan Das S/O. Jagabandhu Das Ghanier bill, Teliamura.	Rs. 28,019.00
6.	M/S. SARKAR ENTERPRISE	Sri Dhirendra Sarkar S/O. Murari Sarkar Officetilla, Teliamura.	Rs. 21,624.00
7	M/S. TRINAYANI ENTERPRISE	Sri Paresh Mallik S/O. Mahananda Mallik Nayabari, Teliamura.	Rs. 29,041.00
8.	M/S. DAS & GHOSH ENTERPRISE	Sri Abhijit Das S/O. Sadhan Ch. Das Kaliatilla, Teliamura.	Rs. 29,445.00
9.	M/S. VIVEKANANDA ENTERPRISE	Sri Satyajit Das S/O. Premananda Das Howaibari, Teliamura.	Rs. 29,401.00
10	M/S. TIRUPATI ENTERPRISE	Sri Sanjib Das S/O. Sankar Das Rajnagar, Teliamura.	Rs. 29,445.00
11.	M/S. BALAJI ENTERPRISE	Sri Subha Sundar Barman S/O. Sushil Barman Santinagar, Teliamura.	Rs. 57,557.00
12	M/S. G.K.M. ENTERPRISE	Sri Gouranga Sarkar S/O. Lt. Satish Sarkar Chakmaghat, Teliamura.	Rs. 29,938.00
13	M/S. R.N.A. ENTERPRISE	Sri Ratan Mani Biswas S/O. Sri Sachindra Biswas Krishnapur, Teliamura.	Rs. 29,422.00
14	M/S. LOKNATH ENTERPRISE	Sri Kankan Das S/O. Sri Manindra Das Brahmacherra, Teliamura.	Rs. 60,000,00
15	M/S. JOYDURGA ENTERPRISE	Sri Jatan Das S/O. Surendra Das Maharanipur, Teliamura.	Rs. 20,979.00
16	M/S. RAMCHANDRA-	Sri Pritish Sarkar	Rs. 29,964.00

	GHAT CONSTN.	S/O. Sri Jatindra Sarkar Ramchandraghat, Kalyanpur.	
17.	M/S. N.R.R. ENTERPRISE	Sri Nirmal Namasudra S/O. Sri Khirod Namasudra Singhicherra.	Rs. 29,576.00
18.	M/S DAS ENTER- PRISE	Sri Girendra Das S/O. Sri Debendra Ch. Das Karailong, Teliamura.	Rs. 20,000.00
19.	M/S. TRIBENI ENTERPRISE	Smt. Madhabi Sarkar D/O. Sri Surjya Kanta Sarkar Ganiarbil, Teliamura.	Rs. 29,742.00
20	M/S A.P.T. ENTERPRISE	Sri Ama' manik Kalai S/O. Ravindra Ch. Kalai. Tuichindrai, Teliamura.	Rs. 29,112.00
21	M/S ROY ENTERPRISE	Sri Nirmal Das S/O. Sri Nitai Das Lembucherra, Teliamura.	Rs. 29,600.00
22.	M/S. CHOWDHURY ENTERPRISE	Sri Shyamal Malakar S/O. Sri Bhanu Malakar Kalitilla, Teliamura.	Rs. 29,904.00
23.	M/S. KALKA ENTERPRISE	Sri Sukumar Das S/O. Haridhan Das Paharmura, Khowai	Rs. 30,000.00
24.	M/S BHOLANATH ENTERPRISE	Sri Sushil Das S/O. Haradhan Das Paharmura, Khowai.	Rs. 30,000.00
25.	M/S. R.P.S.. ENTERPRISE	Sri Ranjit Biswas S/O. Jitendra Biswas Laltilla, Khowai.	Rs. 30,000.00
26.	M/S. M K.R ENTERPRISE	Sri Manu Das S/O. Sri Manindra Das Paharmura, Khowai.	Rs. 30,000.00
27.	M/S. R.S.S. ENTERPRISE	Sri Rabi Sabar S/O. Sri Chandra Sabar Khowai Tea Garden.	Rs. 29,575.00

28.	M/S. JOYSREE ENTERPRISE	Sri Himangshu Rn. Das S/O. Harendra Ch. Das Char Ganki, Khowai.	Rs. 30,000.00
29.	M/S. B.K ENTER-PRISE.	Sri Gouranga Bhowmik S/O. Lt. Mukunda Bhowmik Paharmura, Khowai.	Rs. 30,000.00
30.	M/S. B.K. ENTER-PRISE	Sri Khukan Sukladas S/O. Sri Sachindra Kr. Sukladas Tablabari, Khowai.	Rs. 30,000.00
31.	M/S. K.M.K. ENTERPRISE	Sri Kamal Charan Namadas S/O. Krishnacharan Namadas Char Ganki, Khowai.	Rs. 30,000.00
32.	M/S. COSMOS ENTERPRISE	Sri Jatindra Barman S/O. Jagabandhu Barman Ajagartilla, Khowai.	Rs. 29,962 00
33.	M/S. RAMTHAKUR ENTERPRISE	Sri Paritosh Das S/O. Prasanya Das West Singhicherra, Khowai.	Rs 30,000.00
34.	M/S. RAMTHAKUR ENTERPRISE	Sri Manik Ch. Suklabaidya S/O. Sri Jogendra Ch. Suklabaidya. West Singhicherra, Khowai.	Rs. 29,373.00
35.	M/S. LAXMI ENTERPRISE	Sri Ranjit Halder S/O. Lt. Manmohan Halder Moharcherra, Teliamura	Rs. 29,719.99
36.	M/S. PUJA ENTERPRISE	Sri Tapas Sarkar S/O. Sri Suresh Ch. Sarkar Gourangatilla, Teliamura.	Rs. 75.193.00
		TOTAL	Rs. 1 146 652 00

WORKS AWARDED DURING THE YEAR 2001-2002

SL. NO.	Name of Firm	P/A	
	S.C. DEED FIRMS.		
1.	M/S. DAS & PAUL ENTERPRISE	Sri Chandan Kr Das S/O. Ramani Kr. Das South Pulinpur, Teliamura.	Rs 30,000 00

2.	M/S. KALYANI ENTERPRISE	Sri Abani Kumar Das S/O. Tarani Kr. Das. Ratia Colony, Kalyanpur.	Rs. 296,187.00
3.	M/S TEESTA ENTERPRISE	Sri Samir Ch. Das S/O. Lt. Bihari Das Khowai town, Khowai.	Rs. 58.603.00
4.	M/S. DAS ENTER-PRISE	Sri Sanjoy Das S/O. Lt. Dwarakanath Das Gourangatilla, Teliamura.	Rs. 29,679.00
5	M/S TRINAYANI ENTERPRISE	Sri Paresh Mallik S/O. Mahananda Mallik Nayabari, Teliamura.	Rs. 29,891.00
6	M/S DAS ENTER-PRISE	Sri Swapan Kr. Das S/O. Lt. Jogendra Kr. Das Durgapur landless colony Kalyanpur.	Rs. 28,621.00
7	M/S. VIVEKANANDA ENTERPRISE	Sri Satyajit Das S/O. Premananda Das Howaibari, Teliamura.	Rs. 27,456.00
8.	M/S TIRUPATI ENTERPRISE	Sri Sanjib Das S/O. Sankar Das Rajnagar, Teliamura.	Rs. 29,079.00
9	M/S RAMKRISHNA ENTERPRISE	Sri Rajesh Sarkar S/O. Nihar Rn. Sarkar Dwarikapur, Kalyanpur.	Rs. 30,000.00
10.	M/S. SWASTI ENTERPRISE	Sri Debasish Sarkar S/O. Sri Nikhil Rn. Sarkar Dwarikapur, Kalyanpur.	Rs. 29,994.00
11	M/S G.K.N. ENTER-PRISE	Sri Gouranga Sarkar S/O. Lt. Satish Sarkar Chakmaghat, Teliamura.	Rs. 29,915.00
12.	M/S R.N.A. ENTER-PRISE	Sri Ratan Mani Biswas S/O. Sri Sachindra Biswas Krishnapur, Teliamura.	Rs. 59,673.00
13.	M/S. KALAL	Sri Sujit Das	Rs. 59,600.00

	ENTERPRISE	S/O. Lt. Girendra Das Patlabari, Teliamura.	
14.	M/S. SWARANA ENTERPRISE	Smt. Sipali Das D/O. Sri Anil Das Brahmacherra, Teliamura.	Rs. 28,079.00
15.	M/S. N.R.R. ENTERPRISE	Sri Nirmal Namasudra S/O. Sri Khirod Namasudra Singhicherra.	Rs. 29,824.00
16.	M/S. TRIBENI ENTERPRISE	Sri Girendra Das S/O. Sri Debendra Ch. Das Karailong, Teliamura.	Rs. 30,000.00
17.	M/S. ROY ENTER- PRISE	Smt. Madhebi Sarkar D/O. Sri Surjya Kanta Sarkar Ganiarbil, Teliamura.	Rs. 29,951.00
18.	M/S. ROY ENTERPRISE	Sri Nirmal Das S/O. Sri Nitai Das Lembucherra, Teliamura.	Rs. 26,353.00
19.	M/S. CHOWDHURY ENTERPRISE	Sri Shyamal Malakar S/O. sri Bhanu Malakar Kalitilla, Teliamura.	Rs. 57,349.00
20.	M/S. KARUNA ENTERPRISE	Sri Uttam Das S/O. Dhanjoy Das Brahmacherra, Teliamura.	Rs. 28,231.00
21.	M/S. MAITRI ENTERPRISE	Sri Sujit Kanti Das S/O. Sri Harimohan Das Kalitilla, Teliamura.	Rs. 26,368.00
22.	M/S. DAS ENTERPRISE	Sri Dulal Sukla Das S/O. Lt Manindra Sukla Das Ajagartilla, Khowai.	Rs. 46,774.00
23.	M/S. SAHARA ENTERPRISE	Sri Sanjib Das S/O. Sri Ramlal Das Dhalabil, Khowai.	Rs. 25,884.00
24.	M/S. LOKNATH ENTERPRISE	Sri Adhir Roy S/O. Sri Anil Ch. Roy Moharcherra, Teliamura.	Rs. 29,508.00

25.	M/S. DURGA ENTERPRISE	Sri Arun Biswas S/O. Lt. Panchanan Biswas Moharcherra, Teliamura.	Rs. 30,000.00
26	M/S. RAMTHAKUR ENTERPRISE	Sri Manik Ch. Suklabaidya S/O. Sri Jogendra Ch. Suklabaidya West Singhicherra, Khowai.	Rs. 29,054.00
27	M/S. N M K ENTERPRISE	Sri Nagendra Biswas S/O. Sri Shyam Sundar Biswas Kamalnagar, Kalyanpur.	Rs. 29,979.00
28.	M/S. LAXMI ENTERPRISE	Sri Ranjit Halder S/O. Lt. Manmohan Halder Moharcherra, Teliamura.	Rs. 29,902.00
		TOTAL	Rs. 1,215,954.00

WORKS AWARDED DURING THE YEAR 2002-2003

SL NO	Name of Firm	P/A	Amount
	S.C. DEED FIRMS.		
1.	M/S. DAS & PAUL ENTERPRISE	Sri Chandan Kr Das S/O. Ramani Kr. Das South Pulinpur, Teliamura.	Rs. 59,509.00
2.	M/S. TEESTA ENTERPRISE	Sri Samir Ch. Das S/O. Lt. Bihari Das Khowai town, Khowai.	Rs. 59,205.00
3.	M/S. DAS ENTERPRISE	Sri Sanjoy Das S/O. Lt. Dwarakinath Das Gourangatilla, Teliamura.	Rs. 59,153.00
4	M/S. SARKAR ENTERPRISE	Sri Dhirendra Sarkar S/O. Murari Sarkar Officetilla, Teliamura.	Rs. 59,841.00
5.	M/S. BHAGYA ENTERPRISE	Sri Ajoy Das S/O. Satish Ch. Das Tablabari, Khowai.	Rs. 29,958.00
6.	M/S. TRINAYANI ENTERPIRSE	Sri Paredh Mallik S/O. Mahananda Mallik Nayabari, Teliamura.	Rs. 59,537.00

7.	M/S. LANGAI ENTERPRISE	Sri Shyamal Das S/O. Lt. Dhirendra Das Kamalnagar, Teliamura.	Rs. 14,139.00
8.	M/S. DAS ENTERPRISE	Sri Subhas Ch. Das S/O. Lt. Bipin Ch. Das Dwarikapur, Kalyanpur.	Rs. 30,000.00
9.	M/S. LOTUS ENTERPRISE	Sri Chandan Sukla Das S/O. Chitta Rn. Sukla Das Sonatala, Khowai.	Rs. 30,000.00
10.	M/S. RAMKRISHNA ENTERPRISE	Sri Rajesh Sarkar S/O. Nihar Rn. Sarkar Dwarikapur, Kalyanpur.	Rs. 29,329.00
11.	M/S. R.N.A. ENTERPRISE	Sri Ratan Mani Biswas S/O. Sri Sachindra Biswas Krishnagar, Teliamura	Rs. 29,750.00
12.	M/S. RAMCHANDRAGHAT	Sri Pritish Sarkar S/O. Sri Jatindra Sarkar Ramchandraghat, Kalyanpur.	Rs. 28,953.00
13.	M/S. N.R.R. ENTERPRISE	Sri Nirmal Namasudra S/O. Sri Khirod Namasudra Singhicherra.	Rs. 59,592.00
14.	M/S. ROY ENTERPRISE	Sri Nirmal Das S/O. Sri Nitai Das Lembucherra, Teliamura.	Rs. 29,177.00
15.	M/S. CHOWDHURY ENTERPRISE	Sri Shyamal Malakar S/O. Sri Bhanu Malakar Kalitilla, Teliamura.	Rs. 27,758.00
16.	M/S. SUKLA ENTERPRISE	Sri Sukesh Suklabaidya S/O. Sri Jogesh Suklabaidya Purba Ganki Colony, Khowai.	Rs. 54,218.00
17.	M/S. DAS ENTERPRISE	Sri Dulal Sukla Das S/O. Lt. Manindra Sukla Das Ajagartilla, Khowai.	Rs. 29,516.00
18.	M/S. M.K.R. FIRM	Sri Manu Das S/O. Sri Manindra Das	Rs. 29,662.00

		Paharmura, Khowai.	
19.	M/S R S S ENTERPRISE	Sri Rabi Sabar S/O. Sri Chandra Sabar Khowai Tea Garden	Rs. 29,399.00
20.	M/S. B K ENTERPRISE	Sri Khukan Sukladas S/O. Sri Sachindra Kr. sukladas Tablabari, Khowai.	Rs. 29,652.00
21.	M/S. DURGA ENTERPRISE	Sri Arun Biswas S/O. Lt. Panchanan Biswas Moharcherra, Teliamura.	Rs. 29,631.00
22	M/S. PINKI ENTERPRISE	Sri Samar Barman S/O. Sri Narendra Ch. Barman Ajagartilla, Khowai	Rs. 89,823.00
23.	M/S. DAS & SARKAR ENTERPRISE	Sri Ratan Das S/O. Sri Gopinath Das Barker, Khowai.	Rs. 59,612.00
24.	M/S. RAMTHAKUR ENTERPRISE	Sri Manik Ch. Suklabaidya S/O. Sri Jogendra Ch. Suklabaidya. West singhicherra, Khowai.	Rs. 29,584.00
25	M/S N M K ENTERPRISE	Sri Nagendra Biswas S/O. Sri Shyam Sundar Biswas Kamalnagar, Kalyanpur.	Rs. 29,806.00
26.	M/S. NAKHATRA ENTERPRISE	Sri Dilip Das S/O. Sri Nilmohan Das Kamalnagar, Kalyanpur.	Rs. 28,570.00
27	M/S SARADA ENTERPRISE	Smt. Mamata Das D/O. Sri Makhan Das Dwarikapur, Kalyanpur.	Rs. 29,233.00
28	M/S. ROY ENTERPRISE	Sri Nirmal Das S/O. Sri Nitai Das Gourangatilla, Teliamura.	Rs. 29,007.00
29.	M/S. B.R [illegible] ENTERPRISE	Sri Sankar Das	

		S/O. Sri Manindra Das Howaibari, Teliamura.	Rs. 25,361.00
30.	M/S. PUJA ENTERPRISE	Sri Tapas Sarkar S/O. Sri Suresh Ch. Sarkar Gourangatilla, Teliamura.	Rs. 29,439.00
		TOTAL	Rs. 1,158,414.00

WORKS AWARDED DURING THE YEAR 2003-2004 UPTO DEC

SL. NO.		Name of Firm	P/A Amount
	S.C. DEED FIRMS.		
1.	M/S. DAS & PAUL ENTERPRISE	Sri Chandan Kr Das S/O. Ramani Kr. Das South Pulinpur, Teliamura.	Rs. 29,883.00
2.	M/S. S.R.N. ENTERPRISE	Sri Saroj Das S/O. Sri Satyendra Kr. Das Ghilatali, Kalyanpur.	Rs. 24,081.00
3.	M/S. TEESTA ENTERPRISE	Sri Samir Ch Das S/O. Lt. Bihari Dar Khowai town, Khowai.	Rs. 29,889.00
4.	M/S. SARKAR ENTERPRISE	Sri Dhirendra Sarkar S/O. Murari Sarkar Officetilla, Teliamura.	Rs. 29,964.00
5.	M/S. A.B.R. ENTERPRISE	Sri Agni Nama S/O. Gopal Nama East Ramchandraghat, Kalyanpur.	Rs. 28,893.00
6.	M/S. BAIAJI ENTERPRISE	Sri subha Sundar Barman S/O. Sushil Barman Santinagar, Teliamura.	Rs. 22,613.00
7.	M/S. P.S.G. ENTERPRISE	Sri Prabir Rn. Mallik S/O. Lt. Lalmohan Mallik Gamaibari, Teliamura.	Rs. 29,140.00
8.	M/S. RAMCHANDRAGHAT	Sri Pritish Sarkar S/O. Sri Jatindra Sarkar Ramchandraghat, Kalyanpur.	Rs. 58,866.00
9.	M/S. N.R..R ENTERPRISE	Sri Nirmal Namasudra	Rs. 29,970.00

		S/O. Sri Khirod Namasudra Singhicherra.	
10.	M/S.R.B.R ENTERPRISE	Sri Rupak Das S/O. Sri Rajmohan Das Santinagar, Teliamura.	Rs. 20,850.00
11.	M/S. TRIBENI ENTERPIRSE	Smt. Madhabi Sarkar D/O. Sri Surjya Kanta Sarkar Ganjarbil, Teliamura.	Rs. 21,919.00
12.	M/S. GOODLUCK ENTERPRISE	Sri Sujit Barman S/O. Gurupada Barman Durganagar, Khowai.	Rs. 29,944.00
13.	M/S. SUKLA ENTERPRISE	Sri Sukesh Suklabaidya S/O. Sri Jogesh Suklabaidya Purba Ganki Colony, Khowai.	Rs. 57,866.00
14.	M/S. M R.R. FIRM	Sri Manu Das S/O. Sri Manindra Das Paharmura, Khowai.	Rs. 29,870.00
15.	M/S. LOKNATH	Sri Adhir RoyRs. 29,570.00 S/O. Sri Anil Ch. Roy Moharcherra, Teliamura.	
16.	M/S. DURGA ENTERPRISE	Sri Arun Biswas S/O. Lt. Panchanan Biswas Moharcherra, Teliamura.	Rs. 27,829.00
17.	M/S. DAS & SARKAR ENTERPRISE	Sri Ratan Das S/O. Sri Gopinath Das Barker, Khowai.	Rs. 29,994.00
18.	M/S. RAMTHAKUR ENTERPRISE	Sri Manik Ch. Suklabaidya S/O. Sri Jogendra Ch. Suklabaidya West Singhicherra, Khowai.	Rs. 28,854.00
19.	M/S. N.M K. ENTERPRISE	Sri Nagendra Biswas S/O. Sri Shyam Sundar biswas Kamalnagar, Kalyanpur.	Rs. 30,000.00
20.	M/S. NAKHATRA ENTERPRISE	Sri Dilip Das S/O. Sri nilmohan Das	Rs. 30,000.00

	Kamalnagar, Kalyanpur.	
	TOTAL	Rs. 629,004.00

YEAR - 2000-2001 E.E. Souther Division . Udaipur

SL.NO.	NAME AND ADDRESS	AMOUNT
1.	M/s. Das & Co.	
	P/A. Satyaban Das. Udaipur.	Rs. 19,958/-
2.	M/s. R.M.P. Consnt.	
	P/A. Ranjit Das.	Rs. 29,982/-
	Udaipur	
3.	M/s. N.S. Canstu.	
	P/A. Narayan Das	Rs. 30,000/-
	Udaipur.	
4.	M/s. B.P.R. Constn.	
	P/A. Birendra Sarkar	Rs. 30,000/-
	Udaipur.	
5.	M/s. D.S.D. Constn	
	P/A. Debojyati Das	Rs. 29,995/-
	Udaipur.	
6.	M/s. D.C.R. Canstn.	
	P/A. Dipak Das.	Rs. 29,966/-
	Udaipur.	
7.	M/s. S.R.T. Enterprise	
	P/A. sudip Sarkar.	Rs. 29,956/-
	Udaipur.	
8.	M/s. Three Star Constn.	
	P/A. Swapan Ch. Das.	Rs. 29,989/-
	Udaipur.	
9.	M/s, Majumder Enterprise	
	P/A. Prabir Majumder	Rs. 29,951/-
	Udaipur.	
10.	M/s. D.S B. Constn.	
	P/A. Dilip Das	Rs. 29,031/-
	Udaipur.	
11	M/s. S.J.S. Taders.	

	P/A. Sajal Das. Udaipur.	Rs. 20,000/-
12.	M/s. R.M.P. Constn.	
	P/A. Ranjit Das. Udaipur.	Rs. 29,511/-
13.	M/s. S.S.A. Constn.	
	P/A. Sanjit Sarkar Udaipur.	Rs. 21,188/-
14.	M/s. Das & Das Constn.	
	P/A. Dilip Das. Udaipur.	Rs. 26,949/-
15.	M/s. Sanjibani Constn.	
	P/A. Parimal Das. Udaipur.	Rs. 30,000/-
16.	M/s. B.S.G. Constn.	
	P/A. Bikash Das. Udaipur.	Rs. 29,419/-
17.	M/s. S.S.S. Constn.	
	P/A. Sankar Das. Udaipur.	Rs. 12,855/-
18.	M/s. S.A.A. Constr.	
	P/A. Sudha Rn. Das. Udaipur.	Rs. 18,289/-
19.	M/s. R.S.K. Constr.	
	P/A. Ranjit Ch. Das. Udaipur.	Rs. 22,240/-
20.	M/s. Maa Builders	
	P/A. Asha Das Udaipur.	Rs. 19,951/-
21.	M/s. S.T.U. Constr.	
	P/A. Subrata Das Udaipur.	Rs. 29,615/-
22.	M/s. R.D.S. Constr.	
	P/A. Rabindra Majumder Udaipur.	Rs. 29,982/-
23.	M/s. B.B.S. Constr.	
	P/A. Bhulu Das	Rs. 20,000/-

	Udaipur.	
24.	M/s. J.K.M. Constr. P/A. Jatan Sarkar Udaipur.	Rs. 19,978/-
25.	M/s. Biswas Constr. P/A. Nani Gopal Biswas Udaipur.	Rs. 19,524/-
26.	M/s. Puja Enterprise P/A. Sajal Das. Udaipur.	Rs. 28,675/-
27.	M/s. S.J.S. Traders. P/A. Swapan Kr. Das. Udaipur.	Rs. 28,675/-
28.	M/s. Nalta Constr. P/A. Sudeb Das. Udaipur.	Rs. 19,678/-
29.	M/s. Sarkar Enterprise P/A. Ranjit Sarkar Udaipur.	Rs. 29,644/-
30.	M/s. Majumder & Co. P/A. Dipesh Majumder Udaipur.	Rs. 20,000/-
31.	M/s. B.N.D. Enterprise P/A. Bikash Majumder Udaipur.	Rs. 29,961/-
32.	M/s. S.S.S. Constr. P/A. Sankar Das. Udaipur.	Rs. 20,000/-
33.	M/s. Das + Majumder Constr. P/A. Ranjit Majumder Udaipur.	Rs. 26,364/-
34.	M/s. Godabari Constr. P/A. Sanjit Das. Udaipur.	Rs. 19,144/-
35.	M/s. Ganga Enterprise P/A. Sudeb Banik. Udaipur.	Rs. 20,000/-
		Total Rs. 9,15,767/-

DURING THE YEAR - 2001-2002

SL.NO.	NAME AND ADDRESS	AMOUNT

	P/A. Sri Ranjit Ch. Das. Udaipur.	Rs. 20.000/-
20.	M/s. S.P.S. Construction	
	P/A. Silpa Das. Udaipur.	Rs. 20.000/-
21.	M/s. M.M.P Construction	
	P/A. Narayan Ch. Das. Udaipur.	Rs. 19.990/-
22.	M/s. Maa Enterprise	
	P/A. Dilip Majumder. Udaipur	Rs. 20.000/-
		Total Rs. 4,33,020/-

WORKS AWARDED UN-EMPLOYED SCHEDULE CASTE AMARPUR DIVISION

SL.NO.	NAME OF UN-EMPLOYED S.C. YOUTH	ADDRESS	AMOUNT	REMAKRS
1.	Sri Ratan Das	Amarpur Divn.	Rs. 19,326.00	
2.	Sri Ratan Das.	-do-	Rs. 18,087 00	
3.	Sri Anil Halder	-do-	Rs. 30,000.00	
4.	Sri Anukul Das.	-do-	Rs. 24,815.00	
5.	Sri Anukul Das.	-do-	Rs. 17,778.00	
6.	Sri Rajib Das	-do-	Rs. 30,000.00	
7.	Sri Biplab Das.	-do-	Rs. 27,286.00	
8.	Sri Biplab Das.	-do-	Rs. 14,775.00	
9.	Sri Jabu Das	-do-	Rs. 14,429.00	
10.	Sri Haradhan Das.	-do-	Rs. 16,332.00	
11	Sri Pradip Das.	-do-	Rs. 30,000.00	
12.	Sri Sukumar Das.	-do-	Rs. 20,574.00	
13.	Sri Dipak Sarkar.	-do-	Rs. 20,247.00	
14.	Sri Dilip Das	-do-	Rs. 28,670.00	
15.	Sri Dipak Das.	-do-	Rs. 21,083.00	
16.	Sri Ashish Kr. Das	-do-	Rs. 8,634.00	
17.	Sri Dilip Das	-do-	Rs. 26,814.00	
18	Sri Lalit Das	-do-	Rs. 29,564.00	
19.	Sri Avinash Das.	-do-	Rs. 30,000.00	
20.	Sri Anil Halder	-do-	Rs. 29,213.00	
21.	Sri Anil Halder	-do-	Rs. 29,489.00	
22.	Sri Anil Halder	-do-	Rs. 29,324.00	
23.	Sri Sunil Das.	-do-	Rs. 25,911.00	
24.	Sri Lalit Das.	-do-	Rs. 25,706.00	

25.	Sri Pradip Das	-do-	Rs. 21,295.00
26	Sri Dipak Das	-do-	Rs. 28,730.00
27.	Sri Rajesh Bhowmik	-do-	Rs. 25,345.00
28.	Sri Minal Kanti Das	-do-	Rs. 22,645.00
29.	Sri Minal Kanti Das	-do-	Rs. 24,416.00
30.	Sri Pradip Das.	-do-	Rs. 27,534.00
31.	Sri Pradip Das	-do-	Rs. 17,089.00
32.	Sri Ashesh Bhowmik	-do-	Rs. 21,605.00
33.	Sri Ashesh Bhowmik	-do-	Rs. 28,207.00
34.	Sri Ashesh Bhowmik	-do-	Rs. 18,204.00
35.	Sri Rajesh Bhowmik	-do-	Rs. 24,066.00
36.	Sri Dipesh Das.	-do-	Rs. 17,644.00
37.	Sri Mano Ranjan Das.	-do-	Rs. 12,124.00
38.	Sri Hari Charan Das.	-do-	Rs. 17,126.00
39.	Sri Bidur Das	-do-	Rs. 23,124.00
40.	Sri Bhusan Das	-do-	Rs. 21,760.00
41.	Sri Sajal Das	-do-	Rs. 14,837.00
42.	Sri Avinas Das	-do-	Rs. 14,828.00
43.	Sri Bimal Kr. Das	-do-	Rs. 14,996.00
44.	Sri Nirmal Ch Das	-do-	Rs. 14,455.00
45.	Sri Prakash Das.	-do-	Rs. 14,714.00
46.	Sri Bhusan Lal Das.	-do-	Rs. 22,334.00
47.	Sri Anukul Das	-do-	Rs. 22,334.00
48.	Sri Anukul Das	-do-	Rs. 28,470.00
49.	Sri Surjya Das	-do-	Rs. 15,000.00
50.	Sri Gopal Das	-do-	Rs. 15,000.00
51.	Sri Pradip Das	-do-	Rs. 14,418.00
52.	Sri Sujit Das	-do-	Rs. 14,772.00
53.	Sri Minal Kanti Das	-do-	Rs. 12,850.00
54.	Sri Rajib Das	-do-	Rs. 14,910.00
55.	Sri Amal Das	-do-	Rs. 14,373.00
56.	Sri Lalit Das	-do-	Rs. 14,921.00
57.	Sri Sunil Das	-do-	Rs. 14,896.00
58.	Sri Parimal Das	-do-	Rs. 14,921.00
59.	Sri Rakhal Das.	-do-	Rs. 15,000.00

60.	Sri Swapan Das	-do-	Rs. 13,347.00
61.	Sri Mohan Das	-do-	Rs. 13,544.00
62.	Sri Dilip Das	Jatanbari	Rs. 14,984.00
63.	Sri Paritosh Das	Amarpur	Rs. 29,723.00
64.	Sri Bhusan Das.	-do-	Rs. 29,908.00
65.	Sri Laki Ranjan Das	-do-	Rs. 10,836.00
66.	Sri Chandan Das	-do-	Rs. 14,100.00
67.	Sri Titu Mali	-do-	Rs. 15,000.00
68.	Sri Sudhir Das	-do-	Rs. 14,993.00
69.	Sri Gopal Das	-do-	Rs. 15,000.00
70.	Sri Dipak Das	-do-	Rs. 14,665.00
71.	Sri Chandan Das	-do-	Rs. 14,420.00
72.	Sri Swapan Mali	-do-	Rs. 14,732.00
73.	Sri Rabindra Ch. Das	-do-	Rs. 12,102.00
74.	Sri Rabindra Ch. Das	-do-	Rs. 15,000.00
75.	Sri Pradip Das.	-do-	Rs. 14,986.00
76.	Sri Sukumar Das	-do-	Rs. 12,316.00
77.	Sri Ranajit Das	-do-	Rs. 12,316.00
78.	Sri Sanjit Das	-do-	Rs. 14,783.00
79.	Sri Anukul Das	-do-	Rs. 30,000.00
80.	Sri Kamal Kanti Das	-do-	Rs. 12,543.00
81.	Sri Rupak Das	-do-	Rs. 15,000.00
82.	Sri Jiban Krishna Das	-do-	Rs. 15,000.00
			Total Rs. 16,35,627.00

CAPITAL COMPLEX DIVISION LIST OF S.C. DEED FIRM

1. Sri Alok Kr. Das,
   S/o. Kanu Lal Sukla Das,
   New Chandrapur, Udaipur.
2. Sri Rabindra Ch. Das,
   Town Pratapgarh,
   Agartala.
3. Sri Bikash Das,
   Hatipara, Airport,
   Agartala.
4. Sri Chinmoy Das,

Joynagar, Agartala.

5. Sri Kamal Krishna Das,
S/o. Kali Charan Das,
Hatipara, Narsingarh.

NORTHERN DIVISION, DHARMANAGAR S.C. DEED 2000-2001

1.	M/s. M.N.K. Construction, P/A. Sri Nikhil Malakar Dharmanagar	Rs.19,871.00
2.	M/s. RIYA Enterprise, P/A. Sri Pravat Das, Kadamtala	Rs.19,920.00
3.	M/s. Shipra Enterprise, P/A. Smt. Shipra Rani Das, Panisagar	Rs.29,895.00
4.	M/s. PIYA Enterprise, P/A. Smt. Rita Rani Das, Panisagar	Rs.29,870.00
5.	M/s. Tunu Enterprise, P/A. Smt. Tunu Rani Nama, Kadamtala	Rs.29,878.00
6.	M/s. Namo Enterprise, P/A. Sri Babul Namo, Kadamtala	Rs.27,619.00
7.	M/s. Delux Enterprise, P/A. Sri Nripendra Namo Kadamtala	Rs.29,878.00
8.	M/s. Bengal Construction, P/A. Sri Ajit Malakar, Kadamtala	Rs.29,826.00
9.	M/s. Nath Enterprise, P/A. Sri Bhula Gour, Panisagar	Rs.29,189.00
10.	M/s. Swabhiman Construction, P/A. Sri Sudhangshu Mahisya Das, Dharmanagar	Rs.19,027.00

11	M/s. T.S.B. Enterprise, P/A. Sri Tapan Mallik, Dharmanagar	Rs.29,990.00
12	M/s Ashok Enterprise, P/A Sri Ashok Kr. Hrishi Das, Dharmanagar	Rs.29,938.00
13	M/s Mallik & Malakar, P/A. Binoy Kr. Mallik, Panisagar	Rs.29,992.00
14	M/s K. N S Construction, P/A Smt Kajali Das, Dharmanagar	Rs.30,000.00
15	M/s. Durga Enterprise, P/A Suman Kr. Das, Kadamtala	Rs.29,958.00
16	M/s. Himalaya Construction, P/A Sri Anjan Kanti Das, Kadamtala	Rs.29,998.00
17	M/s B.S R. Enterprise, P/A Sri Samarendra Namo, Kadamtala	Rs.29,779.00
18	M/s S S. Enterprise, P/A Sri Sukanta Namo, Dharmanagar	Rs.29,997.00
19.	M/s. Das Enterprise, P/A. Sri Sudip Das, Panisagar	Rs.29,953.00
	Total :	Rs.5,34,678.00

S C. DEED 2001-2002

20	M/s M R F Enterprise, P/A Smt Namita Malakar, Kadamtala	Rs.29,972.00
21	M/s. Ram Enterprise, P/A Rasamoy Das, Kadamtala	Rs.29,336.00

22.	M/s. Debari Enterprise, P/A. Sri Asim Das, Dharmanagar	Rs.29,929.00
23.	M/s. Kakali Enterprise, P/A. Smt. Shikha Rani Das, Kadamtali	Rs.29,975.00
24.	M/s. Mamoni Enterprise, P/A. Sri Ram Chandra Maishya Das, Kadamtala	Rs.29,998.00
25.	M/s. LITOIN Enterprise, P/A. Sri Gopendra Suklabaidya, Dharmanagar	Rs.29,826.00
26.	M/s BIJOY Enterprise, P/A. Sri Sujit Kr. Das, Panisagar	Rs.28,923.00
27.	M/s. Sreemaa Enterprise, P/A. Sir Rajesh Rabi Das, Panisagar	Rs.29,956.00
28.	M/s. D.K.B. Enterprise, P/A. Sri Dhananjoy Das, Dharmanagar	Rs.29,988.00
29.	M/s. Sagar Enterprise, P/A. Sri Sudhir Das, Dharmanagar	Rs.29,772.00
30.	M/s. S.R.B. Enterprise, P/A. Sarswati Rabi Das, Panisagar	29,826.00
31.	M/s. Sun Enterprise, P/A. Sri Sukumar Das, Panisagar	Rs.29,379.00
32.	M/s. Sunshine Construction, P/A. Smt. Dipali Rani Das, Dharmanagar	Rs.29,520.00
33.	M/s. Sunlight Enterprise, P/A. Pintu Maishya Das,	

	Dharmanagar	Rs.29,846.00
34.	M/s. Das Enterprise, P/A. Sri Nikhil Sabdakar, Dharmanagar	Rs.29,978.00
35.	M/s. D.H.S. Enterprise, P/A. Sri Gobindalal Das, Dharmanagar	Rs.30,000.00
36.	M/s. B.& M. Enterprise, P/A. Parimal Namo, Dharmanagar	Rs.29,699.00
	Total :	Rs.5,05,923.00
	(+) B.F.	Rs.5,34,678.00
		Rs.10,40,601.00

S.C. DEED 2002-2003

37.	M/s. B. & R. Enterprise, P/A. Sri Samorendra Namo, Kadamtala.	Rs.29,998.00
38.	M/s. S.M. Enterprise, P/A. Himalay Malakar, Dharmanagar	Rs.29,519.00
39.	M/s. S S.P. Enterprise, P/A. Sailen Malakar, Kadamtala	Rs.29,976.00
40.	M/s. Rabidas Enterprise, P/A. Ram Rabi Das, Panisagar	Rs.29,483.00
41.	M/s. S.F.S. Enterprise, P/A. Sankar Gour, Panisagar	Rs.29,483.00
42.	M/s Mallik and Malakar Enterprise, P/A Binoy Kumar Mallik, Panisagar	Rs.29,988.00
43	M/s. Anjali Enterprise, P/A. Swapan Malakar, Panisagar	Rs.29,928.00

44.	M/s. Sun Enterprise, P/A. Ajoy Malakar, Panisagar	Rs 29,76[illegible]
45.	M/s. S S. Enterprise, P/A. Sri Susanta Namo, Dharmanagar	Rs 30,000.00
46.	M/s. Purabi Enterprise, P/A. Sri Joymani Malakar, Panisagar	Rs.[illegible]0,000 00
47.	M/s. Rubi Enterprise, P/A. Sri Nikhil Malakar, Panisagar	Rs [illegible]9,95[illegible] 00
48.	M/s. M.R.F. Enterprise, P/A. Namita Malakar, Kadamtala	[illegible]984 00
49.	M/s. Durga Enterprise, P/A. Suman Kr. Das, Kadamtala	Rs [illegible]89 00
50.	M/s. Himalaya Construction, P/A. Anjan Kanti Das, Kadamtala	Rs 29,983.00
51.	M/s. Das Enterprise, P/A. Sri Nishith Rn. Das, Kadamtala	Rs.29,[illegible]3.00
52.	M/s. Mumita Enterprise, P/A. Sarjoy Sarkar, Dharmanagar	Rs 30,000 00
53.	M/s. Ashok Enterprise, P/A. Ashok Kr. Rishidas, Dharmanagar	Rs 29,[illegible] 00
54.	M/s. S.S.B. Enterprise, P/A. Sri Sajal Suklabaidya, Dharmanagar	Rs 29[illegible]
55.	M/s. Namo Enterprise, P/A. Babul Namo,	

	Kadamtala	Rs.29,972.00
56	M/s Sagar Enterprise, P/A Sri Sudhir Das Dharmanagar	Rs.29,813.00
57.	M/s. Nath Enterprise, P/A. Sri Bhula Gour, Panisagar	Rs.29,683.00
58.	M/s. Sun Shine Enterprise, P/A. Dipali Rani Das, Dharmanagar	Rs.29,732.00
59.	M/s. Bijoy Enterprise, P/A. Sri Bhularam Namosudhra, Panisagar	Rs.28,826.00
60.	M/s. K.N S Construction, P/A. Smt. Kajali Das, Dharmanagar	Rs.29,766.00
61.	M/s. Sagar Enterprise, P/A. Chinmoy Das, Dharmanagar	Rs.29,927.00
62.	M/s. Radhamadhab Enterprise, P/A. Nikunja Kr. Namo, Kadamtala	Rs.29.977.00
	Total :	Rs.7,75,212.00
	(+) B.F.	Rs.10,40,601.00
		Rs.18,15,813.00

2003-2009 (Upto Dec/03)

63.	M/s. Star Enterprise, P/A. Sri Sankar Suklabaidya, Panisagar	Rs.29,146.00
64.	M/s Das Enterprise, P/A. Piyush Das Kadamtala	Rs.29,996.00
65.	M/s K.G S Enterprise, P/A. Sri Kanue Rn Das, Panisagar	Rs.29,975.00

66.	M/s. M.S.S. Enterprise, P/A. Santosh Das, Panisagar	Rs.30,000.00
67.	M/s. G.B.S. Enterprise, P/A. Sri Samarendra Das, Panisagar	Rs.29,988.00
68.	M/s. N.M.P. Enterprise, P/A. Sri Nitai Kal, Dharmanagar	Rs.29,885.00
69.	M/s. J.P.R. Enterprise, P/A. Jhinuk Sukla Baidya, Kadamtala	Rs.29,942.00
70.	M/s. Das Enterprise, P/A. Tapan Kr. Das, Kadamtala	Rs.29,952.00
71.	M/s. Nath Enterprise, P/A. Sri Bhula Gaur, Panisagar	Rs. 29,802.00
72.	M/s. Gaur Enterprise P/A. Sri Bijoy Sing Gaur Panisagar.	Rs. 29,848.00
73.	M/s. Purabi Enterprise P/A. Sri Joymani Malakar Panisagar	Rs. 29,837.00
74.	M/s. Anjali Enterprise P/A. Sri Swapan Malakar Panisagar	Rs. 29,936.00
75.	M/s. Sun Enterprise P/A. Sri Sukumar Das Panisagar	Rs. 29,874.00
76.	M/s. Max Enterprise P/A. Sri Parimal Rudra Paul Panisagar	Rs. 29,689.00
77.	M/s. Debari Enterprise P/A. Asim Das	

	Dharmanagar	Rs. 30,000.00
78.	M/s. A.A.B. Construction P/A. Sri Arun Khaira Kadamtala	Rs. 29,718.00
79.	M/s. M.N.K. Construction P/A. Nikhil Malakar Dharmanagar	Rs. 28,955.00
80.	M/s. Rita Enterprise P/A. Sri Madhusudhan Das Dharmanagar	Rs. 29,839.00
81.	M/s. LITION Enterprise P/A. Sri Gapendra Suklabaidya Dharmanagar	Rs. 29,922.00
82.	M/s. Das Enterprise P/A. Sri Manabendra Das Dharmanagar	Rs. 29,944.00
		Total Rs. 24,12041.00

YEAR - 2000-2001 S/C.

54.	The Yakti Enterprise P/A. (i) Samarendra Das S/O. Gyerendra, Kalikapur (ii) Tapas Das S/O. Samarendra, Kalkalia (iii) Manju Rani Das D/O. Narayan Das. Kallakia	Rs. 30,000/-
55.	M/s. Loky Enterprise P/A. (i) Sukumar Das S/O. Rakhal Ch. Das. Golaghati (ii) Ranjit Das S/O. Premchan Das Golaghati (iii) Ashutosh Das S/O. Abinash Das	Rs. 20,000/-

	Bishalgarh.	
56.	M/s. K.I.S. Enter- P/A. (i) Shyamal Das S/O. Naresh, Joynagar prise (ii) Spandan Sen Biswas S/O. Sunirmal, Ker- Chowmuhani (iii) Kuti Chowdhury S/O. Chandan, Rajnagar	Rs. 29,873/-
57.	M/s. Rajdhani P/A. (i) Santanu Das S/O. Mahendra, Ramnagar Enterprise (ii) Pradip Das S/O. Sachindra Das Abhoynagar. (iii) Sakas Das S/O. Girendra Das Abhoynagar	Rs. 29,914/-
58.	M/s. K.I.S. P/A. (i) Anup Sarkar S/O. Kundan Sarkar Enterprise Town Pratapgarh. Agt. (ii) S. Sarkar S/O. Sarbar Town Pratap-garh. Agt. (iii) Nimai Sarkar S/O. Sunil Sarkar Town pratapgarh, Agt.	Rs. 29,455/-

YEAR 2001-2002. S.C.

37.	M/s. Loknath	

	P/A. (i) Tapas Das S/O Samarendra Das Enterprise Kalkalia (ii) Pradip Biswas S/O Ranjit kauta. Kalkalia (iii) Smt. Champa Das D/O Bishu Das Kalkalia.	Rs. 29,830/-
38	M/s Luky Enter- P/A. (i) Sukumar Das S/O. Rakhal Ch. Das prise Golaghati (ii) Ranjit Das S/O Premchan Das Golaghati (iii) Ashutosh Das S/O. Abinash Das Bishalgarh	Rs. 28,971/-
39	M/s K.I S. Enter- P/A (i) Gobinda Das S/O Ashok Das prise Ramnagar (ii) Debabrata Das S/O Tinku Das Joynagar (iii) Pulin Biswas S/O Prantosh Biswas Joynagar	Rs. 28,535/-
40	M/s K I.S Enter- P/A. (i) Ristic Sarkar S/O Manik Lal Sarkar	

Rs. 30,000/-
prise
Ramnagar
(ii) Sujit Majumder
S/O. Sanjoy Majumder
Joynagar
(iii) Suman Biswas
S/O. Subha Sarkar
Joynagar

41. M/s. Bishnu Enter-
P/A. (i) Bishnu Das
S/O. Sanat Das. Ramnagar — Rs. 30,000/-
prise
(ii) Rajeswas Das
S/O. Rai Ranjan Das
Ramnagar
(iii) Dilip Kr. Das
S/O. Jagat Bandhu Das
Kalikapur

42. M/s. Sushen Enter-
P/A. (i) Uttam Kr. Das
S/O. Ahi Ranjan Das — Rs. 14,846/-
prise
Ramnagar
(ii) Biddot Das
S/O. Sanat Das. Ramnagar
(iii) Rapankar Das
S/O. Dulal Krishna Das
Ramnagar

43. M/s. Sushen Enter-
P/A. (i) Smt. Mitali Das
D/O. Dhirendra Das — Rs. 29,972/-
prise
Kalikapur
(ii) Smt. Uma Rani Das

	D/O. Lalit Das. Kalikapur (iii) Satyendra Das S/O. Sudhir Das. Kalikapur.	
44.	M/s Bidhan Enterprise P/A. (i) Bidhan Das S/O Sanat Kr. Das Ramnagar (ii) Rajeswar Das S/O. Lt. Rai Ranjan Das Ramnagar (iii) Dilip Kr. Das S/O. Jagat Bandhu Das Kalikapur	Rs. 28,637/-
45.	M/s. B.N.K. Enter-prise P/A. (i) Sushen Das S/O. Sudhir Das. Rampur (ii) Madhab Das S/O. Kashinath, Rampur (iii) Manish Das S/O. Monindra, Kalikapur	Rs. 29,988/-
46.	M/s. Bidhan Enter-prise P/A. (i) Chhotau Sarkar S/O. Promode Ranjan, Kalikapur (ii) Smt. Jonaki Das D/O. Kartik, Rampur (iii) Smt. Soma Sarkar D/O. Nirode, Kalikapru	Rs. 29,974/-
47.	M/s. Joy Ram Enterprise P/A. (i) Narayan Ch. Das S/O. Lt Sachindra,	Rs. 29,992/-

Kunjaban.
(ii) Ranjan Das
S/O. Sachindra, Jagatpur
(iii) Kartik Das
S/O. Bipin, Jagatpur

48. M/s. M.B.M.
P/A. (i) Biplab Das
S/O. Bishu, Kalikapur Rs. 29,984/-
Enterprise
(ii) Bishwanath Biswas
S/O. Manindra, Joynagar
(iii) Pradip Bhoumik
S/O. Rasaraj,
Surjamani nagar.

YEAR 2002-2003. S.C.

1. M/s. Luky Enter-
P/A. (1) Sukumar Das
S/O. Rakhal, Golaghati Rs. 26,673/-
prise
(2) Rajnit Das
S/O. Premchan, Golaghati
(3) Ashutosh Das
S/O. Abhinash, Bishalgarh

2. M/s. Sushen Enter-
P/A. (1) Amarchan Das
S/O. Chills Rampur Rs. 30,000/-
prise
(2) Samir Kr. Das
S/O. Ahir Rn. Ramnagar
(3) Sankari Das
S/O. Dulal, Ramnagar

3. M/s. Maa Manasha
P/A. (1) Sajay Das
S/O. Kala chand Das Rs. 29,990/-
Enterprise

Bishalgarh
(2) Promod Das
S/O. Rakhal, Bishalgarh
(3) Smt. Archana Das
S/O. Rup Chand, Bishalgarh.

4 M/s. Maa Durga
P/A. (1) Hair Krishna Das
S/O. Amar Chand, Rs. 30,000/-
Enterprise
Bishalgarh.
(2) Sankar Das
S/O. Kala Chand, Bishalgarh
(3) Santush Das
S/O. Rup Chand, Bishalgarh

5. M/s. Ram Narayan
P/A. (1) Smt. Priya bala
D/O. Chitta, Rampur Rs. 29,829/-
Enterprise
Das.
(2) Kamal Biswas
S/O. Nibaran,
Jagahari Mura.
(3) Smt. Kanika Sarkar
D/O. Sachindra, Badharghat.

6. M/s. K.I.S. Enter-
P/A. (1) Govinda Roy
S/O. Ashok, Ramnagar Rs. 30,000/-
prise
(2) Dhirendra Das
S/O Tingku,
Joynagar
(3) Pulin Biswas
S/O. Prantush, Joynagar.

7. M/s. M.B. Enter-
P/A (1) Badal Das

	S/O. Rakhal, Kalikapur	Rs. 29,296/-
	prise	
	(2) Smt. Sunali Nag	
	D/O. Bishnu Dhan,	
	Jagaharimura.	
	(3) Uma Sankar Sarkar	
	S/O. Harendra, Dhaleshwar.	
8.	M/s. M.B.M.	
	P/A. (1) Biplab Das	
	S/O. Bidhu, Kalikapur	Rs. 29,998/-
	Enterprise	
	(2) Bishanath Biswas	
	S/O. Manindra,	
	Joynagar	
	(3) Pradip Bhowmik	
	S/O. Rasharaj,	
	Surjyamaninagar.	
9.	M/s. B.N.K.	
	P/A. (1) Sushen Das	
	S/O. Sudhir, Rampur	Rs. 28,260/-
	Enterprise	
	(2) Madhab Das	
	S/O. Kashinath, Rampur	
	(3) Manish Das	
	S/O. Manindra, Kalikapur	
10.	M/s. Bidhan Enter-	
	P/A. (1) Bidhan Das	
	S/O. Sunat, Ramnagar	Rs. 29,809/-
	prise	
	(2) Rajeshwar Das	
	S/O. Raj, Ramnagar	
	(3) Dilip Kr. Das	
	S/O. Jagat, Kalikapur.	

YEAR 2003-2004. S.C.

1.	M/s. Geeta Enter-	

P/A. (1) Uma Ch. Das
S/O. Nilesh, Ramnagar-2 Rs. 29,988/-
prise
(2) Aluk Roy Sarkar
S/O. Rakesh Ch. Roy.
(3) Samir Sarkar
S/O. Satish, Ramnagar.

2 M/s S.B. Enter-
P/A. (1) Tapan Sarkar
S/O Kamini, Rs. 29,925/-
prise
South Ramnagar
(2) Ranjit Das
S/O. Suman Das
South Ramnagar
(3) Narayan Das
S/O. Manik, South Ramnagar

3 M/s Raja Enter-
P/A. (1) Bidhu Boson Das
S/O. Shajal, Sunamura Rs. 25,362/-
prise
(2) Amrit Das
S/O. Arun, Sunamura
(3) Sankar Das
S/O. Madhu Sudhan, Sunamura

4. M/s. Bai Bai
P/A. (1) Bhupesh Das
S/O Rabindra, Rs 27,186/-
Construction
Anandanagar
(2) Sumanta Das
S/O Abhani Mohan,
Shibnagar
(3) Sajal Barman
S/O Sudhanyana.

5.	M/s. Sushen P/A. (1) Amar Chand Das S/O. Chitta, Rampur Enterprise (2) Samir Kr. Das S/O. Ahir Rn., Ramnagar (3) Smt. Sankari Das. D/O. Dulal, Ramnagar	Rs. 30,000/-
6.	M/s. Sushen P/A. (1) Smt. Mitali Das D/O. Dhirendra. Enterprise Kalikapur (2) Smt. Uma Rani Das D/O. Lalit, Kalikapur (3) Satyendra Das S/O. Sudhir Das.	Rs. 29,901/-

Admitted Un-Starred Question No. 121
Name of Member :- Sri Jotirmoy Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা গাঁওসভার অন্তর্গত শ্রী সুব্রত দেবের বাড়ীর সম্মুখে পাবলিক হেলথের জলের টেংকটির কাজ দীর্ঘ দিন যাবৎ অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ এটির কাজ পুনরায় শুরু হবে বলে আশা করা যায়;

৩। না করা হলে এর কারন কি?

উত্তর

১। সত্য।

২। কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা গাঁওসভার অন্তর্গত শ্রী সুব্রত দেবের বাড়ীর সম্মুখে ১৯৯২ইং সনে একটি ৩০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জলের ট্যাঙ্ক এর কাজটি শুরু করা হয়েছিল। কাজটি শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়ে ঠিকাদারের সহিত মামলা হওয়ায় সময়মত কাজটি করা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারেণ কদমতলা ডাক বাংলোর সঙ্গে একটি I.R.P. এবং একটি C.H.T. নির্মান করা হয়। বর্তমানে এই I.R.P. এবং C.H.T. টি চালু আছে। তাই উক্ত অনির্মিত ট্যাঙ্কটি পরিত্যাক্ত করা হয়েছে এবং পুনরায় নির্মান করা আর প্রয়োজন নেই।

Admitted Un-Starred Question No. 124
Name of Member :- Sri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সের সরকারী আবাসনগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না?

উত্তর

১। ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স-এর সরকারী আবাসনগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই আছে। বর্তমানে আয়রন রিমোভাল প্লেন্ট-এর মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়।

Admitted Un-Starred Question No. 125
Name of Member :- Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স-এর সরকারী আবাসন এলাকার type-I এবং type-II quarters সমূহের সামনের রাস্তাটি শীঘ্রই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা;

২। নেওয়া হলে কবে নাগাদ রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৩। নেওয়া না হলে এর কারন?

উত্তর

১। হ্যাঁ। নেওয়া হবে।

২। আগামী আর্থিক বছরে রাস্তাটির কাজ হাতে নেওয়া হবে।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No .127
Name of Member :- Shri Prakash Chandra Das.

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকের উত্তর মজলিশপুর গ্রামের একমাত্র পথ চলাচলের রাস্তাটির প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং পাকা করার জন্য শীঘ্রই প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা; (ব্রজনগর পাকা রাস্তার নিকট সুনীল দেবনাথের বাড়ী হইতে সন্তোষ ভৌমিকের বাড়ীর নিকট পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি);

২। উদ্যোগ নেওয়া হলে কবে নাগাদ সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে; এবং

৩। না করা হলে এর কারন?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাটি জিরানীয়া ব্লকের আওতাধীন। বর্তমানে পূর্তদপ্তর থেকে এই রাস্তার সংস্কার এবং পাকা করার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। উক্ত রাস্তাটি যেহেতু জিরানীয়া ব্লকের আওতাধীন সেহেতু রাস্তাটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা পূর্ত দপ্তরের নেই।

Admitted Un-Starred Question No .130

Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সাব্রুম মহকুমার ঘোড়াকাপ্পা-সাব্রুম সড়কে প্রতিদিন যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল করছে না;

২। সত্য হলে জীপ-বাস সহ অন্যান্য যাত্রীবাহী যানবাহন উক্ত সড়কে নিয়মিত চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর

১। ইহা সত্যি নয়। ঘোড়াকাপ্পা-সাব্রুম সড়কে প্রতিদিন যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল করছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে উক্ত সড়কে জীপ-বাস সহ অন্যানা যাত্রীবাহী যানবাহনের পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No .131

Name of Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সন থেকে ২০০৩ইং সনের নভেম্বর অব্দি উগ্রপন্থীর হাতে নিহত ও অপহৃত পরিবার থেকে সরকারী নিয়মানুযায়ী কত জন চাকুরীর আবেদন করেছে; (থানা ভিত্তিক হিসাব, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কতজনের চাকুরী হয়েছে এবং কত জনের হয় নাই; (থানা ভিত্তিক - মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। উপরিউক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে যাদের চাকুরী হয় নাই তাদের না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। ১৯৯৮ইং থেকে ২০০৩ইং সনের নভেম্বর পর্য্যন্ত উগ্রপন্থীর হাতে নিহত এবং অপহৃত মোট ১,৬২৮ জনের কাছ থেকে চাকুরীর আবেদন পাওয়া গিয়েছে। থানা ভিত্তিক হিসাব রাজস্ব দপ্তরে রাখা হয় না মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

২। এর মধ্যে ৯৩২ জনের চাকুরী হয়ে গেছে, ১১০ জন বিবেচনাধীন আছেন। ২৭৭ জন আর্থিক অনুদান পেয়েছেন এবং ২২৩ জনের দরখাস্ত তদন্তক্রমে বাতিল বলে গন্য হয়েছে। বাকী ৮৬ জনের তদন্তের কাজ চলছে।

৩। সরকারী নিয়মানুযায়ী না হলে চাকুরী বা অনুদান কিছুই হয় না।

SUB-DIVISIONAL WISE STATUS OF EX-GRATIA ASSISTANCE UNDER EXTREMIST/ETHNIC VIOLENCE SCHEME WITH EFFECT FROM 1998 TO NOVEMBER 2003

Sl No	Name of District	Name of Sub Division	Number of applications received at sub-Division level	Cases Provided F.A	Casws approved for job by Rev. Deptt.			Cases rejected	Disposal (4+7+8)	Balance (3-9)	Cases under Process	
					Offer issued	Offer yet to be issued	Total (5+6)				Rev Deptt.	District level
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	South (360)	Udaipur	142	14	101	6	107	17	138	4	0	4
		Amarpur	150	22	96	11	107	13	142	8	0	8
		Belonia	61	17	32	0	32	9	58	3	0	3
		Sabroom	7	0	5	0	5	2	7	0	0	0
		Sub- Total:	**360**	**53**	**234**	**17**	**251**	**41**	**345**	**15**	**0**	**15**
2	West (763)	Khowai	332	59	173	24	197	61	317	15	4	11
		Sadar	249	34	154	19	173	36	243	6	1	5
		Bishalgharh	157	25	92	17	109	18	152	5	1	4
		Sonamura	25	3	21	1	22	0	25	0	0	0
		Sub- Tatal:	**763**	**121**	**440**	**61**	**501**	**115**	**737**	**26**	**6**	**20**
3	Dhalai (339)	Kamalpur	75	15	41	1	42	15	72	3	0	3
		Ambasa	42	7	32	2	25	6	38	4	0	4
		Gandacherra	55	10	28	5	33	5	48	7	1	6
		ongtharai Valle	167	49	78	11	89	15	153	14	3	11
		Sub- Total:	**339**	**81**	**170**	**19**	**189**	**41**	**311**	**28**	**4**	**24**
4	North (166)	Kailashahar	68	10	37	5	42	12	64	4	0	4
		Kanchanpur	77	10	42	6	48	8	6	11	0	11
		Dharmanagar	21	2	9	2	11	6	19	2	0	2
		Sub-Total:	**166**	**22**	**88**	**13**	**101**	**26**	**149**	**17**	**0**	**17**
GRAND TOTAL:			1628	277	932	110	1042	223	1542	86	10	76

C:/Mrinal Status Report/AASQ No. 389 From 1998 to November 2003

(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 141

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১।২০০২-২০০৩ইং অর্থ বছরের শেষ সময়ে রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ দপ্তর কি পরিমান করে অর্থ পি.এল. একাউন্টে জমা রেখেছিলো? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১।তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Q.No. 144

Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা যে তারিখ থেকে এবং যে হারে মহার্ঘ্য ভাতা পেয়ে থাকেন, ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের সে তারিখ থেকে এবং সে হারে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হবে কিনা;

২। না করা হলে কারণ?

উত্তর

১ এবং ২নং ঃ-

রাজ্য সরকার নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতির সাপেক্ষে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণকেও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হবে কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির জন্য তাহা সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Un-Starrd Question No. 150

Name of Member :- Shri Jyotirmoy Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১।ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত প্রেমতলা থেকে উওর ফুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, লক্ষীনগর, কালাছড়া ভায়া ধর্মনগর রাস্তাটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না;

২।থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৩।না করা হলে এর কারন?

উত্তর

১।হ্যাঁ।

২।উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।

৩।উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starrd Question No. 152

Name of Member :- Shri Joygobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্যে বর্তমানে কতগুলি ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক তথ্য)

২। এগুলির সাহায্যে কত শতাংশ মানুষ উপকৃত হচ্ছে;

৩। বর্তমান অর্থবর্ষে আরও কতগুলি ডিপ টিউবওয়েল করার পরিকল্পনা রয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

১। সারা রাজ্যে সরবরাহকৃত পানীয় জলের বর্তমানে ৬৭০টি ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক তথ্য সংযোজনী 'এ' তে দেওয়া হল।

২। এইগুলির সাহায্যে ৪০ শতাংশ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

৩। বর্তমান অর্থ বছরে আরও ৭৬টি ডিপ টিউবওয়েল করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'বি' তে দেওয়া হল।

Annexure - A

DEEP TUBE WELLS UNDER PWD (P.H.E) TRIPURA

District	Sub Division	Municipal/N.P. Area/Block	Nos. of Deep Tube wells		Total	Remakrs
			URBAN	RURAL		
WEST TRIPURA	SADAR	1.Agt. Municipal Area	22	-		
		2. Ranirbazar N.P. Area	2	-		
		3. Jirania Block	-	30		
		4. Mandai Block	-	6		
		5. Mohanpur Block	-	47		
		6. Hezamara Block	-	7	114	
	BISHALGARH	1. Bishalgar Block		39		
		2. Dukli Block		49		
		3. Jampaijala Block		7	95	
	KHOWAI	1. Teliamura N.P. Area	5	-		
		2. Khowai N.P. Area	4	-		
		3. Khowai Block	-	11		
		4. Padmabil Block	-	2		
		5 Tulasikhar Block	-	4		
		6. Teliamura Block	-	13		
		7. Kalyanpur Block	-	9	48	
	SONAMURA	1. Sonamura N.P. Area		2	-	
		2. Melaghar Block	-	19		

		3. Kathalia Block	-	13	
		4. Boxanagar Block	-	7	41
SOUTH TRIPURA	BELONIA	1. Belonia N.P. Area	5	-	
		2 Bagafa Block	-	38	
		3. Rajnagar Block	-	24	
		4. Hrishyamukh Block	-	13	80
	UDAIPUR	1. Udaipur N.P. Area	3	-	
		2. Matabari Block	-	29	
		3. Killa Block	-	7	
		4. Kakraban Block	-	22	61
	AMARPUR	1 Amarpur N.P. Area	6	-	
		2 Amarpur Block	-	19	
		3. Karbook Block	-	10	35
	SABROOM	1. Sabroom N.P. Area	4	26	
		2. Satchand Block	-	8	
		3. Rupaichari Block	-	-	38
NORTH TRIPURA	DHARMA-NAGAR	1. Dharmanagar N.P. Area	5	-	
		2. Panisagar Block	-	26	
		3. Kadamtala BlocK	-	17	48
	KAILASHA-HAR.	1. Kailashahar N.P. Area	5	-	
		2 Kumarghat N.P. Area	6	13	
		3. Gournagar Block	-	21	
		4. Kumarghat Block	-	-	45
	KANCHAN-PUR.	1. Dasda Block	-	15	
		2. Pecharthal Block	-	4	19
DHALAI	AMBASSA	1. Ambassa Block	-	12	12
	KAMALPUR	1. Kamalpur N.P. Area	2	13	15
		2. Salema Block	-	9	9
	GANDA-CHERRA	1. Dumburnagar Block	-	13	13
	LONGTHA-RAI VALLEY	1. Manu Block	-		
					673

PRGRAMME FOR DRILLING OF DEEP TUBE WELL DURING THE YEAR 2003-2003		Annexure - "B"
DISTRICT-WISE NAME OF BLOCK	Names of Deep Tube Wells proposed to be sink during 2003-04	REMARKS
SOUTH TRIPURA	1. Chalita Bankul (ST)	
	2. East Sabroom (ST)	
1. RUPAICHARI	3. Rupaichari-II (ST)	
	4. Ailmara (ST)	
	5. West Ludhua (ST)	
2. SATCHAND	6. Bijoynagar-II (SC)	
	7. Thaibong-II (SC)	
	8. Rajibnagar (SC)	
	9. Rajkuma Choudhury para (under Fulchari G.P) (ST)	
	10. Mairacherra (ST)	
3. HARISHYAMUKH	11. Shibpur	
	12. Rajnagar	
	13. Manirambari (ST)	
	14. Haripur-II	
4. BAGAFA	15. Salthang Manu (ST)	
	16. Shanti Colony (ST)	
	17. Avang Cherra (ST)	
	18. Devipur (ST)	
	19. West Jolaibari	
	20. Takmacharra (ST)	
	21. Padmamohan Reang para (ST)	
5. RAJNAGAR	22. Dimatali (ST)	
	23. Maichara (SC)	
	24. Bhatkhola	
	25. Wangcharra (ST)	
6. KILLA	26. East Kupilong (ST)	
	27. Nitya bazar (ST)	
7. KAKRABAN	28. Dakhin Buraghat (ST)	
	29. Harijala-II (SC)	

	30. Palatana-II (SC)	
8. MATABARI	31 Chataria (SC)	
	32 Tainani-II (ST)	
	33 Kunjaban (SC)	
	34 Uttar Maharani (Hirapur)	
	35 Shalgara (SC)	
9 KARBOOK	36. Jatanbari-II (ST)	
	37. Bhagaban tilla (ST)	
10 AMARPUR	38 Paharpur (SC)	
	39 Rangamati (Near Co-operative)	
	40. Kas Ko (ST) (West Sarbang G.P.)	
11 AMPI	41. Gamakobari (ST)	
DHALAI DISTRICT		
1. AMBASSA	42. Ganganagar-II (ST)	
	43. Harincharra (ST)	
	44. Masurai (ST)	
2 SALEMA	45 Srirampur (ST)	
	46. Shibbari (ST)	
	47 Mendi (ST)	
	48. Panbua (ST)	
	49. Jeol Charra (ST)	
3 MANU	50. Sindhu Kumar Para (ST)	
	51 Dayal Para (ST)	
	52. Ma-akpara (ST)	
4. CHAWMANU	53. Khetricherra (ST)	
	54. Jamircharra (ST)	
	55. Manikpur (ST)	
	56. Karnamanipara (ST)	
5. MUNGIAKAMI	57. Mungiabari (ST)	
NORTH TRIPURA DISTRICT		
1 PANISAGAR	58. Pekua Cherra	
	59. Ramnagar (SC)	
	60. Balidrum (ST)	
	61. Dhupirbandh (Near Krishnapur H.S. School)	

2. KADAMTALA	62 Hurua	
	63. Rajkandi	
	64 Shanicharra (SC)	
	65 Choraibari	
	66 South Machmara (ST)	
	67 Nalkata (ST)	
3. PECHARTHAL	68 Goldharpur	
4. GOURNAGAR	69 Tilokpur	
	70 Bijitnagar (ST)	
5. KUMARGHAT	71 Rajkandi (ST)	
	72 Juricherra (ST)	
6. DASDA	73 Dakshin Dasda (ST)	
	74. Dapata (ST)	
7 DAMCHERRA	75 Khedacherra (ST)	
	76 Anandabazar (ST)	

Admitted Un-Starrd Question No. :- 153.

Name of Member :- Shri Joygobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতগুলি Iron removal plant রয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক নাম সহ তথ্য)

২। এগুলির সাহায্যে কত শতাংশ population cover হচ্ছে;

৩। বর্তমান ২০০৩-২০০৪ইং অর্থবর্ষে কোন বিভাগে কতগুলি Iron removal plant করার পরিকল্পনা রয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৬২টি I.R.P. আছে। বিভাগ ভিত্তিক নাম তথ্য সংযোজনীতে 'এ' তে দেওয়া হল।

২। এগুলির সাহায্যে প্রায় ৬.০০ শতাংশ population cover হচ্ছে।

৩। বর্তমান ২০০৩-২০০৪ইং অর্থবর্ষে ৩১ টি নূতন I.R.P. নির্মানের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সংযোজনী B' তে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হলো। তাছাড়া আরও ২৫টি I.R.P. -র কাজ চলেছে। তাহা সংযোজনী 'C' তে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল

ANNEXURE - 'A'

LIST OF IRON REMOVEABLE PLANT UNDER PHE TRIPURA

Name of Distirct	Name of Subdivision	Name of BlocksIRP	Scheme with Location	Remark
1	2	3	4	5
WEST TRIPURA	1 SADAR	1 Agartala Municipal Area.	1. G.B Bazar (20,000 GPH) 2. Jagatpur (do)	

1	2	3	4	5
			3.G.B.Out door10,000 GPH) 4. A.G. Office (20,000 GPH) 5. Housing Board (do) 6. Bhati Abhoynagar (do) 7. Gol Chakkar (do) 8. Rampur (Gangail Rd) (do) 9. Town Pratapgarh,(Central Rd. Extension) (do) 10. Jagaharimura (do)	
		2. Jirania	11. Sachindra Nagar (10,000 GPH) 12. Champamura (do) 13. D.C. Para (do)	
		3. Mohanpur	14. Barjala (10,000 GPH) 15. Gandhigram (do) 16. Satdubia (do)	
2. BISHALGARH		1. Bishalgarh	17. North Charilam (10,000 GPH) 18.Kendania (Kamalasagar) (do) 19. Goutam Colony (do) 20. Madhupur (do)	
		2. Dukli	21. Jogendranagar (10,000 GPH) 22. Gajaria (do) 23. Amtali (do) 24. Maloynagar (do) 25. Dukli (do) 26. District Hospital (Hapania) 27.Sekerkote (10,000 GPH)	

1	2	3	4	5
			28. Surjyamaninagar Univer-sity Complex.	
	3 KHOWAI	1. Khowai N.P. Area.	29 Khowai (10,000 GPH)	
		2 Teliamura N P. Area.	30 Teliamura(20,000 GPH)	
		3 Kalyanpur	31. Ghilatali (10,000 GPH)	
	4 SONAMURA	1. Melaghar	32. Melaghar(10,000 GPH)	
		2 Kathalia	33. Sovapur (10,000 GPH)	
			34 Nidaya (do)	
SOUTH TRIPURA	1 SABROOM	1. Sabroom N.P. Area	35.Garjantali (20,000 GPH)	
		2 Satchand	36 Doulbari (10,000 GPH)	
	2 BELONIA	1 Belonia N P Area	37 Hospital (20,000 GPH)	
		2 Rajnagar	38.Rajnagar (10,000 GPH)	
		3. Bagafa	39. Santirbazar	
	3 AMARPUR	1. Amarpur N.P. Area	40.Office Complex (10,000 GPH)	
			41. Sankar Palli (do)	
			42 School Complex (do)	
		2. Karbook	43.Jatanbari(10,000 GPH)	
	4. UDAIPUR	1. Kakraban	44. Mirja (do)	
		2 Matabari	45 Kalaban (10,000 GPH)	
			46. Fulkumari (5,000 GPH)	
NORTH TRIPURA	1 DHARMA-NAGAR	1 Dharmanagar N.P. Area	47 I R P NO.1 (10,000 GPH)	
			48. I.R.P. NO.2 (10,000 GPH)	
			49. Chandrapur (do)	
		2. Kadamtala	50. Kadamtala (10,000 GPH)	

1	2	3	4	5
			51. Baruakandi-1 (do)	
			52. Baruakandi-II (do)	
			53. Raghna (do)	
			54. West Chandrapur (do)	
		3. Panisagar	55.Dewanpassas-II (10,000 GPH)	
			56. Dalugaon (do)	
	2. KAILASHAHAR	1. Kailashahar N.P. Area	57. Gobinc .pur (10,000 GPH)	
		2. Kumarghat N.P. Area	58. Nidevi (10,000 GPH)	
			59. Ashram Palli (do)	
		3. Kumarghat	60. Rajnagar (10,000 GPH)	
			61. Dudhpur (10,000 GPH)	
			62. Darchai (3,500 GPH)	

ANNEXURE 'B'

LIST OF IRON REMOVAL PLANT PROPOSED TO BE TAKEN UP DURING 2003-2004

SOUTH TRIPURA

Matabari	1.	Garjee
	2.	Chandrapur Village
	3.	Rajarbag
	4.	Holakhet (ST)
Bagafa	5.	Birchandra Manu (ST)
	6.	Kanchan nagar
	7.	Baikhora
	8.	B.C. Nagar (ST)
Satchand	9.	Thaibong
	10.	Bijoynagar
	11.	Kalachara (ST)
	12.	Vivekananda Pally (SC)

Rupaichari	13. Silachari
	14. Rupaichari Block H.Q.
Karbook	15. Karbook
	16. North Ekchari (ST)
Hrishyamukh	17. Ratanpur (ST)
Rajnagar	18. Indiranagar (SC)
Killa	19. Killa (ST)
	20. Atharabhola (ST)
Ampi	21. Ampi (ST)
Kakrabon	22. Palatana (SC)
	23. Gangachara Tribal Para (ST)
	24. Uttar Shilghati (ST)
NORTH TRIPURA	
Kumarghat	25. Saidarpar
DHALAI	
Ambassa	26. Satyaram Choudhury para (ST)
	27. Kachuchara
Manu	28. Nalkata (SC)
	29. Dhumachara (ST)
	30. Mainamar (ST)
Chawmanu	31. Chawmanu (ST)

ANNEXURE - 'C'

LIST OF IRON REMOVAL PLANT IN PRORESS

Name of District/Block	Name of Scheme	Remarks
WEST TRIPURA		
AGARTAL A.M.C.	1. Khanna Park	
MOHANPUR	2. Durgabari	
	3. Mohanpur	
	4. Gorkhabasti	

JIRANIA	5. Mohanpur A.A. RD.
	6. Bodhjungnagar-II
	(Deposit Work)
KALYANPUR	7. Gilatali
SOUTH TRIPURA	
MATABARI	8. Garjee
	9. Bagabassa
	10. Tepania
KAKRABAN	11. Uttar Tulamura
	12. Kakraban
BAGAFA	13. Jolaibari
NORTH TRIPURA	
KADAMTALA	14. Baruakandi - I
	15. Sakaibari
PANISAGAR	16. Jalebasa
GOURNAGAR	17. Kamrangabari
	18. Srirampur
KUMARGHAT	19. East Kanchanbari
	20. Saiderpar
	21. Ratacherra
	22. Gokulnagar
	23. Saidabari
DHALAI	
SALEMA	24. Salema
MANU	25. Chailengta
	(Work suspended at present)

Admitted Un-Starrd Question No. 156

Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PHE Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রাধাপুর এবং এর সন্নিহিত এলাকা সমূহের বাসিন্দাদের পানীয় জলের সংকট নিরসনে একটি গভীর নলকূপ পূর্ব রাধাপুরে বসানো হবে কিনা;

২। হলে কবে নাগাদ বসানো হবে এবং না বসানো হলে এর কারন ?

উত্তর

১। হবে।

২। আগামী ০৪-০৫ সালে পূর্ব রাধাপুরে পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ নির্মানের জন্য বিবেচনায় আছে।

Admitted-Un-Starrd Question No.157
Name of M.L.A. :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদার গৌরীশংকর পুর স্থিত শরনার্থী শিবিরটি কবে চালু হয়েছিল;

২। উক্ত শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী আবাসিকের সংখ্যা কত ?

৩। উক্ত শরণার্থীদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি কি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রদান করা হচ্ছে?

উত্তর

১। দশদার গৌরীশংকর পুরস্থিত শরনার্থী শিবিরটি বিগত ১০।০৪।২০০০ইং চালু হয়। শিবিরে কাশীরামপুর, সুভাষনগর, আনন্দবাজার, তইছামা ও পূর্ব লক্ষ্মীপুর এলাকা থেকে আগত লোক রয়েছে।

২। বর্তমানে ঐ শরনার্থী শিবিরে ২৮২টি পরিবার রয়েছে এবং মোট লোক সংখ্যা ১,৪৫৭ জন।

৩। তাদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অস্থায়ী ঘর, কাচা পায়খানা, জলের সুবিধা ও নগদ টাকা দেওয়া হয়। টাকা মাথা পিছু ৮ টাকা এবং পরিবার পিছু অনধিক ৪৫ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়।

Admitted Un-Starred Question No .165
Name of M.L.A. :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১।২০০০-২০০১ইং অর্থ বছর থেকে ২০০২-২০০৩ইং অর্থ বছর পর্যন্ত P.M.G.S.Y. প্রকল্পে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন্ কোন্ তারিখে কি পরিমান অর্থ পেয়েছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। প্রাপ্ত টাকার ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থের পরিমান (জেলা ভিত্তিক) কত ?

উত্তর

১।২০০০-২০০১ইং অর্থ বছর থেকে ২০০২-২০০৩ইং অর্থ বছর পর্যন্ত P.M.G.S.Y. প্রকল্পে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে পরিমান অর্থ পেয়েছে তার জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আর্থিক বছর ও তারিখ			
		২০০০-০১		২০০১-২০০২	
		৩০-৩-২০০১	৩১-১-২০০২	২৬-৩-২০০২	১৩-৩-২০০৩
১.	উত্তর ত্রিপুরা জেলা	৬৫১.০০ লক্ষ	৩৮০.০০ লক্ষ	৩৫.০০ লক্ষ	৪৭২.০০ লক্ষ
২.	ধলাই ত্রিপুরা জেলা	৩৩৩.০০ লক্ষ	৫২০.০০ লক্ষ	৫০.০০ লক্ষ	৩৭৩.০০ লক্ষ
৩.	দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা	৪০৮.০০ লক্ষ	৭৫০.০০ লক্ষ	৫০.০০ লক্ষ	৭৬৭.০০ লক্ষ
৪.	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	১০৮৩.০০ লক্ষ	৮৫০.০০ লক্ষ	৫০.০০ লক্ষ	৮৮৮.০০ লক্ষ
	মোট	২৪৭৫ ০০ লক্ষ	২৫০০.০০ লক্ষ	১৮৫.০০ লক্ষ	২৫০০.০০ লক্ষ
			মোট	৫১৮৫.০০ লক্ষ	

২। প্রাপ্ত টাকার ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থের পরিমান নিম্নে দেওয়া হল;

ব্যয়িত অর্থের পরিমান

ক্রমিক নং	জেলার নাম	আর্থিক বছর ও তারিখ	
		২০০০-০১	২০০১-২০০২
১.	উত্তর ত্রিপুরা জেলা	৬৫১.০০ লক্ষ	নাই
২.	ধলাই ত্রিপুরা জেলা	৩৩৩.০০ লক্ষ	নাই
৩.	দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা	৪০৮.০০ লক্ষ	১২৮.০০ লক্ষ
৪.	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	১০৮৩.০০ লক্ষ	৪৯.০০ লক্ষ
		২৪৭৫.০০ লক্ষ	১৭৭.০০ লক্ষ

অব্যয়িত অর্থের পরিমান ঃ-

আর্থিক বছর	অর্থের পরিমান
২০০০-২০০১	নাই
২০০১-২০০২	৫০০৮.০০ লক্ষ টাকা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের PMGSY প্রকল্পে ২০০১-২০০২ইং সনে ৫৪টি অনুমোদিত রাস্তার মধ্যে ৩০টি রাস্তা সম্পূর্ণ ভাবে এবং আরও ৩টি রাস্তা আংশিকভাবে কাজের (মোট ৩৯.৪২ কোটি টাকার) বরাত ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং বাকী রাস্তার কাজের জন্যও ঠিকাদার নিযুক্তির উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে PMGSY গাইড লাইন -এর জটিলতা ও বিভিন্ন স্থানীয় কিছু সমস্যাজনিত কারনে রাস্তা নির্মানের কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। তবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় আশা করা হচ্ছে যে কাজের সাফল্য আসবে এবং মোটামুটিভাবে ৬০ শতাংশের বেশী Physical ও Financial progress এই অর্থবর্ষেই অর্জন করা সম্ভব হবে।

Admitted Un-Starred Question No .178

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। আগরতলাস্থিত গান্ধীঘাটে নবনির্মিত ৬টি টাইপ ওয়ান এবং ১৮টি টাইপ টু সরকারী আবাসন হাউজিং বোর্ড পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করেছে কিনা;

২। করা হয়ে থাকলে আবাসনগুলি আবেদনকারীদের অপেক্ষমান তালিকার ক্রমান্বয় অনুসারে এবং সংশ্লিষ্ট এলটমেন্ট রুল অনুসারে বন্টন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা;

৩। না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারন?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বন্টন প্রক্রিয়া বিবেচনাধীন আছে.

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No .179
Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১।১৯৯৯ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে নভেম্বর, ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত সন্ত্রাসজনিত কারনে সারা রাজ্যে মোট কত লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাৰ) ?

উত্তর

১।১৯৯৯ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০০৩ ইং পর্য্যন্ত সন্ত্রাসজনিত কারনে সারা রাজ্যে মোট ৪৭, ৭৮২ জন লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

মহকুমার নাম	লোক সংখ্যা	মহকুমার নাম	লোক সংখ্যা
সদর	৭.২৬০ জন	উদয়পুর	৫,৭৬২ জন
খোয়াই	৯,৫৯৮ জন	অমরপুর	৩,৬৫১ জন
সোনামুড়া	-	বিলোনীয়া	৯০০ জন
বিশালগড়	১২,৮০০ জন	সাব্রুম	-
কৈলাশহর	-	কমলপুর	২৩৯ জন
কাঞ্চনপুর	১,৯৪৫ জন	আমবাসা	৭৬৭ জন
ধর্মনগর	-	গণ্ডাছড়া	১,৬০০ জন
		লংতরাইভেলী	৩,২৬০ জন

Admitted Un-stareed Question No .11
Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State ·

প্রশ্ন

১।রাজ্যে বর্তমানে মোট কত জন সরকারী কর্মচারী রয়েছে;
(নিয়মিত এবং অনিয়মিত গ্রুপ এ, বি, সি, ডি কর্মচারীর আলাদা আলাদা দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২।রাজ্যে বর্তমানে সরকার অধিগৃহীত সংস্থা গুলিতে মোট কতজন কর্মচারী রয়েছেন;
(নিয়মিত এবং অনিয়মিত গ্রুপ এ, বি, সি, ডি সহ দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

৩।সারা রাজ্যের স্থির বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (৩০শে নভেম্বর ২০০৩ পর্য্যন্ত দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ১০৯,৫৮৩ জন সরকারী কর্মচারী রয়েছেন। এর মধ্যে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৯৮,৩৭৯ জন এবং অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ১১,২০৪ জন। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব (গ্রুপ এ, বি, সি, ডি) সঙ্গে বিবরণীতে দেওয়া

হল।

২। রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত সংস্থাগুলির ৩৫টি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৪৮১৭ জন কর্মচারী রয়েছেন। দপ্তর ভিত্তিক গ্রুপ এ, বি, সি, ডি-এর হিসাব বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এখনও অর্থ দপ্তরে পৌঁছায়নি।

৩। রাজ্যে স্থির বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা মোট ১১,২০৪ জন। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব বিবরণীতে দেওয়া হল।

Admitted Un-Starred Question No .191

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে পূর্ত দপ্তর কতটুকু নতুন রাস্তা তৈরী করেছে? (বৎসর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। উপরোক্ত সময়ে রাজ্য পূর্ত দপ্তর মোট ৫১১.৮৭ কিঃমিঃ নতুন রাস্তা তৈরী করেছে। বৎসর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	মহকুমা	বৎসর					
		৯৮-৯৯ ইং	৯৯-২০০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	মোট
১.	ধর্মনগর	-	-	-	৬.৩০	৩.৮৩৫	১০.১৩৫
২.	কাঞ্চনপুর	৪.০০	১.০৮০	৬.৩০	২.৪০	৬.০০	১৯.৭৮০
৩.	কৈলাশহর	-	৫.২০	৩.২০	৭.৫০	৭.৫০	২৩.৪০
৪.	গণ্ডাছড়া	-	-	৪.০০	১.৫২	১.০০	৬.৫২০
৫.	আমবাসা	-	-	১০.০০	-	৩.০০	১৩.০০
৬.	লংতরাইভেলী	১১.৫০	৯.০০	১৭.০০	১৯.৪০	১৫.৯৮	৭২.৮৮
৭.	কমলপুর	-	-	১.৭২	-	৫.২০	৬.৯২
৮.	খোয়াই	৫.৬০	১০.১৫	১৩.৩০	১৪.৮৮	৩০.৪৫০	৭৪.৩৮০
৯.	সদর	১৬.২৮০	৫.৪৮	৬.৪০	১৫.০০	২০.২৭০	৬৩.৪৩০
১০.	বিশালগড়	৫.৪৫	৭.৪০	৩.৪৫	১৭.০০	৭.০০	৪০.৩০
১১.	উদয়পুর	২.৩০	১.৮০	২.০০	৫.০০	৫.০০	১৬.১০
১২.	বিলোনীয়া	১৬.০০	-	১৯.৫৮৫	৭.০০	১.৬৪	৪৪.২২৫
১৩.	সোনামুড়া	১১.৫০	৪.৮০	১৮.০০	২৪.৭৫	১৮.১০	৭৭.১৫০
১৪.	সাব্রুম	-	৯.০০	৭.৫০	১১.২৫	১৫.৯০	৪৩.৬৫
	মোট	৭২.৬৩	৫৩.৯১	১১২.৪৫৫	১৩২.০০	১৪০.৮৭৫	৫১১.৮৭

Admitted Un-Starred Question No :- 193

Name of Member :- Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to State -

প্রশ্ন

১। গত পাঁচ বছরে (১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং) রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে কোথায় এবং কি ধনের কতগুলি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে;

২। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে বে-সরকারী উদ্যোগে কোথায় এবং কি ধরনের কতগুলি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে;

উত্তর

১। গত পাঁচ বছরে (১৯৯৮ ইং থেকে ২০০২ ইং) রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে TSIC মারফত ১০টি ইট ভাট্টা স্থাপন করা হয়েছে।

২। গত পাঁচ বছরে কোথায় এবং কি ধরনের শিল্প স্থাপন করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

পশ্চিম ত্রিপুরা বে-সরকারী উদ্যোগে শিল্প হয়েছে - ১৪৭টি উত্তর ত্রিপুরা বে-সরকারী উদ্যোগে শিল্প হয়েছে - ৩২টি দক্ষিণ ত্রিপুরা বে-সরকারী উদ্যোগে শিল্প হয়েছে ২৬টি ধলাই ত্রিপুরা বে-সরকারী উদ্যোগে শিল্প হয়েছে - ১৬টি শিল্পের ধরণ সম্বন্ধে তথ্য সংযুক্ত বিবরণীতে দেওয়া হল।

কোথায় কতটি কি ধরনের

পশ্চিম ত্রিপুরা - ১৪৭টি ঃ

● স্পান পাইপ ● এলুমিনিয়াম বাসন তৈরী ● তৈরী পোষাক ● প্লাষ্টিক কারখানা ● সিমেন্টের ফিল্টার ●সোয়াবীন বড়ি ● ষ্টীল ● ফার্নিচার ● ধুপকাঠি তৈরী ● আটা, ময়দা ● চা-পাতা পেকেটিং ● মশারী তৈরী ● জেরক্স ● মুরগী ও পশু খাদ্য ● ফাইল কভার ● L.P.G.. বোটলিং ● গুড়ামশলা ● কমপিউটার ● সঃ তৈল, খইল ● ঠাণ্ডা পানীয় ● আইসক্রীম ● সীট থেকে ঢেউটিন বানানো ● বিস্কুট ● রাবার কম্পাউণ্ড ● রেইন কোট, জিপ হোড ● ঘী তৈরী ● বিলাতি মদ ● [illegible] ● মোমবাতি ●পারফিউম ● অডিও ক্যাসেট রেকর্ডিং ● ফটো প্রিন্টিং ● স্কোয়াশ, জেম জেলী ● তারকাটা ● লোহার গ্রিল তৈরী ● UPVC পাইপ ● সাইকেল রিপেয়ারিং ● গাড়ি রিপেয়ারিং ● একোরিয়াম ● টায়ার রি-ট্রেডিং ● PVC পাইপ ● হেচারী ● গ্লো-সাইন ও স্ক্রীন প্রিন্টিং ● AAC Conductor ● কাঠের ফার্নিচার ● থিনার, রং ● অফসেট প্রিন্টিং ইত্যাদি।

উত্তর ত্রিপুরা - ৩২ টি ঃ

● ষ্টোন চিপস্ ● সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং ● ষ্টিল ফার্নিচার ● ব্লেক চা ● ব্রিকস ● ডালমুট, ভুজিয়া ● আগরবাতী ● আগর তৈল ● তৈরী পোযাক ● ছাতার স্টীক ● গুড়া মশলা ● সিমেন্টের ফিল্টার ● RCC পিলার ● স্পান পাইপ ● মোমবাতি ● বিলাতি মদ ● পশু পাখীর খাদ্য ● স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা ● ধূপকাঠির শলা ইত্যাদি।

দক্ষিণ ত্রিপুরা - ২৬ টি ঃ

● আইসক্রীম ● স্পান পাইপ ● ডিজেল পাম্প সার্ভিসিং ● বিস্কুট সিমেন্ট ফিল্টার ● রাবার সামগ্রী ● রাইস মিল ● জেরক্স ● এন্টেনা তৈরী ● ষ্টীল ফার্নিচার ● লোহার গ্রীল ● কাঠের ফার্নিচার ● সাইকেল, রিক্সা মেরামত ● ব্লেক চা তৈরী কারখানা ইত্যাদি।

ধলাই ত্রিপুরা - ১৬ টি ঃ

● বাঁশ ও বেতের হস্ত শিল্প ● ষ্টীল ফার্নিচার ● আটা ও চালের মিল ● কাঠের আসবাবপত্র ● গুড়া মশলা ● জেরক্স ● কমপিউটার ইত্যাদি।

Admitted Un-Starred Question No. 195

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister of Fisheries Department be please to state,

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে প্রতিমাসে মাছের চাহিদা কত এবং উৎপাদন কত; এবং

২। প্রতিমাসে কি পরিমান মাছ বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় আমদানী করা হয়?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে প্রতিমাসে মাছের চাহিদা প্রায় ২,৮২২ মেট্রিকটন এবং গড়ে মাছের উৎপাদন প্রায় ২,৪৫৯ মেট্রিকটন।

২। ত্রিপুরায় প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ২৭৫ মেট্রিকটন মাছ বহিঃরাজ্য থেকে আমদানী করা হয়।

Admitted Un-Starred Question No. 198

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be please to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০০৩ ইং ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ত্ত দপ্তরের ব্রীজ ভেঙ্গে মোট কতটি যান দুর্ঘটনা ঘটেছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

২। এই দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত ব্যক্তিদের দপ্তরের তরফ থেকে কোন ধরনের আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে কি না;

(বৎসর ভিত্তিক আহত ও নিহতদের আলাদা হিসাব)।

৩। করা হয়ে থাকলে কি পরিমান আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে;

৪। না করা হলে এর কারন?

উত্তর

১। উক্ত সময়ের মধ্যে পূর্ত দপ্তরের ব্রীজ ভেঙ্গে মোট ১৬ (ষোল) টি যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ক)	১৯৯৯ ইং সনে	-	নাই
খ)	২০০০ ইং সনে	-	২টি
গ)	২০০১ ইং সনে	-	৩টি
ঘ)	২০০২ ইং সনে	-	৪টি
ঙ)	২০০৩ ইং সনে	-	৭টি
	মোট	-	১৬টি

২। এই দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত ব্যক্তিদের দপ্তরের তরফ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য করা হয় নাই। বৎসর ভিত্তিক আহত ও নিহতদের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

বৎসর	আহত	নিহত	নিখোঁজ	মোট
২০০৩ ইং	-	১১ জন	১জন	১২ জন

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪। দুর্ঘটনায় হতাহতদের যেহেতু Motor Accident Claims Tribunals থেকে সাহায্য পেতে পারেন তাই পূর্ত দপ্তর থেকে সাহায্য দেওয়ার সংস্থান নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 199

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be please to state,

প্রশ্ন

১। খয়েরপুরে হাওড়া নদীর উপর ভেঙ্গে যাওয়া আর, সি, সি, ব্রীজটির নির্মান কার্য্য পুনরায় শুরু হয়েছে কি না; এবং

২। না হয়ে থাকলে এর কারন?

উত্তর

১। না।

২। উক্ত কাজের ঠিকাদারকে তাগাদা দেওয়া সত্বেও কাজটি পুনরায় শুরু না করায় এবং ঠিকাদারের কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পাওয়ায় এই কাজটি Reseind করা হয়েছে। ইত্যবসরে সীমান্ত সড়ক সংস্থা কাজটি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় নিয়ে শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সীমান্ত সড়ক সংস্থা খয়েরপুর থেকে আমতলী পর্য্যন্ত ৪৪নং জাতীয় সড়কের "আগরতলা বাইপাস" সড়কটি নির্মান করছে এবং এই ব্রীজটি উক্ত বাইপাসের উপর অবস্থিত।

Admitted Un-Starred Question No. 204

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be please to state :-

প্রশ্ন

১। বিবাহের আইনী বৈধতা দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমায় উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের 'ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার' হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হবে কিনা;

২। করা হলে কবে নাগাদ করা হবে;

৩। না করা হলে এর কারন কি?

উত্তর

১। স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৯৫৪ অনুসারে ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমার মহকুমা শাসকগন 'ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার' হিসাবে ক্ষমতাবান আছেন। সুতরাং আলাদা লাইসেন্স প্রদানের প্রয়োজন নেই।

২ এবং ৩। উত্তর ঃ-প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 210

Name of Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা কত?

২। উক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কতজন শ্রমিক কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ পাচ্ছেন?

উত্তর

১। ধলাই জেলা ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা হল ১৬,৭৬১ জন। ধলাই জেলার শ্রমিকের সংখ্যা সংগ্রহাধীন।

২। উক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ১,১৫৪ জন শ্রমিক কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ পাচ্ছেন।

Admitted Un-starred Question No.211

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath, MLA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বে-সরকারী শিল্প কারখানায় মোট শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কত?

২) উহাদের মধ্যে কতজন শ্রমিক-কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ পাচ্ছেন?

উত্তর

১) রাজ্যে বে-সরকারী শিল্প কারখানায় মোট শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা ৪২,৩৩৭ জন (বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ সাঁইত্রিশ)।

২)২৭,৫৩৯ জন।

Admitted Un-starred Question No. 222

Name of Member :-Sri Jyotirmoy Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to State:-

প্রশ্ন

১। পি ডব্লিও. ডি-তে কর্মরত এক্স কেডার জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা কত এবং তাদের পদোন্নতির কোন সুযোগ আছে কিনা এবং

২ এক্স- কেডার জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের কেডারমেন্ট করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

৩। থাকলে, কবে নাগাদ করা হবে?

৪। না থাকলে, তার কারন?

উত্তর

১। বর্তমানে পি. ডব্লিও. ডি-তে কর্মরত এক্স কেডার জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা মোট ১৬১ জন। এক্স কেডার জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের প্রথমে টি.পি.এস.সি.-এর মাধ্যমে কেডার ভুক্ত হওয়ার পর Seniority List অনুসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা আছে।

২। টি.ই.এস. রুল অনুযায়ী টি.পি.এস.সি. এর মাধ্যমে এক্স কেডার ইঞ্জিনীয়াররাও কেডারভুক্ত হতে পারে এবং এই ভাবে তা করাও হচ্ছে। সম্প্রতি এই প্রক্রিয়ায় ৮৪ জন এক্স কেডার জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার কেডার-ভুক্ত হয়েছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Name of Member : Shri Ratan Lal Nath.

Admitted Unstarred Question No.228

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state:

প্রশ্ন

১ বিগত ২০০১-০২ ইং সন থেকে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের Non-Lapsable ফাণ্ড থেকে রাজ্য সরকার সর্বমোট কত টাকা পেয়েছে?

২ ঐ টাকা কোন্ খাতে কত খরচ হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১. ০১.০৪.২০০১ ইং হইতে ৩০-১১-২০০৩ ইং পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে Non-Lapsable

Printed by :

Secretary,
Tripura Press Owner's Association
AGARTALA, TRIPURA

Price. Rs. 562,00